শরীফুল হাসান-এর

সাম্ভালা

এক রোমাঞ্চকর অভিযাত্রা

জনপ্রিয় সাম্ভালা ট্রিলজি

'সাম্ভালা' একটি রহস্য–যে রহস্যের খোঁজে হন্যে হয়ে উঠেছে কিছু মানুষ। সত্যি কি এর অস্তিত্ব আছে? কেউ কি এর খোঁজ পেয়েছে শেষপর্যন্ত?

ছোট একটি গ্রামে কাহিনীর সূত্রপাত। ইতিহাস এবং বর্তমান হাত ধরাধরি করে এগিয়ে গেছে সহস্রাব্দ প্রাচীন এক রহস্যময় পরিব্রাজকের সঙ্গি হয়ে। ইউরোপ, মিশর থেকে ভারতীয় উপমহাদেশ হয়ে সুদূর তিব্বতে বিস্তৃত এর প্লট। অবশেষে রহস্যময় অভিযাত্রীর সাথে যোগ হয় বর্তমানকালের এক যুবকের ছুটে চলা, যার পেছনে ধাওয়া করছে তার বন্ধুর হত্যাকারী শয়তান-উপাসকের দল। প্রাচীন সেই পথিক কি দেখা পেয়েছে *সাম্ভালা*'র?

জানতে হলে পড়ুন দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে ভারত থেকে ইংরেজিতে অনূদিত হওয়া শরীফুল হাসানের এক অসাধারন ফ্যান্টাসি-অ্যাডভেঞ্চার ট্রিলজি *সাম্ভালা: এক রোমাঞ্চকর অভিযাত্রা*।

সাম্ভালা

ISBN 984872944-
9789848729410

শরীফুল হাসান

সাম্ভালা

এক রোমাঞ্চকর অভিযাত্রা

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

'সাম্ভালা ট্রিলজি' নিয়ে কিছু কথা

২০১২ বইমেলায় 'সাম্ভালা' যখন বের হলো আমি খুব লজ্জিত, কম্পিত হয়ে বাতিঘরের স্টলের সামনে যাই, একপাশে দাঁড়িয়ে দেখি, কেউ এই নতুন বইটা নেয় কিনা। অদ্ভুত নামটা দেখে অনেকেই কৌতুহলি হয় কিন্তু সাহস করে না। নতুনে বাজি ধরার লোকের সংখ্যা খুব বেশি তো নয়। বাতিঘরের ম্যানেজার আতিকভাইয়ের জোরাজুরিতে অল্প কিছু পাঠক আগ্রহে কিংবা অনাগ্রহে বইটি কেনেন। প্রকাশক নাজিমভাই অবশ্য শুরু থেকেই ছিলেন দারুন আশাবাদি। নাম নিয়ে যখন হিমশিম খাচ্ছি তিনিই উদ্ধার করলেন আমাকে। তিনি তার নিয়মিত পাঠকদের বললেন, বইটি পড়ে দেখতে। তারপর এক এক করে ফিডব্যাক আসতে থাকল। সেই ফিডব্যাকের স্রোত এখনও থামেনি। মাঝে ভারত থেকেও প্রকাশিত হয়েছে এর ইংরেজি সংস্করন।

এরপর আরো বেশ কিছু উপন্যাস লিখেছি, সেগুলোও পাঠকদের কাছে সমাদৃত হয়েছে, কিন্তু সাম্ভালার তিন পর্বের আবেদন অন্যরকম। পাঠকের দর্ঘিদিনের দাবি এবং এই আবেদনের প্রেক্ষিতেই প্রকাশিত হলো 'সাম্ভালা ট্রিলজি' অখন্ড। এখানে তিনটি পর্ব থাকছে একসঙ্গে। গল্পে কোন পরিবর্তন হয়নি। অল্প কিছু অংশ পরিমার্জিত করা হয়েছে, বানান ভুল নিয়ে কাজ করা হয়েছে। তারপরও যদি কোন ভুল থেকে যায়, আশা করি পাঠক ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতেই দেখবেন।

পাঠকের কাছে আমি অশেষ কৃতজ্ঞ। সবাই ভালো থাকবেন।

শরীফুল হাসান

৫/২/২০১৮
সিদ্ধেশ্বরী, ঢাকা

www.BanglaBook.org

কিছু কথা

এদেশে থৃলার-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা এবং প্রসারের লক্ষ্য নিয়ে বাতিঘর প্রকাশনী যে অভিযাত্রা শুরু করেছে সে-পথ মোটেও সহজ নয়। আমাদের দেশে মৌলিত থৃলার লেখক বলতে গেলেই নেই বললেই চলে। অল্পকিছু মৌলিক-থৃলার লেখকদের নিয়ে শুরু করা আমাদের এই মিশনের অন্যতম একজন শরীফুল হাসান 'সাম্ভালা শেষযাত্রা' দিয়ে তার 'সাম্ভালা' ট্রিলোজি সফলভাবে শেষ করলেন বলে তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

বাংলাসাহিত্যে এরকম ফ্যান্টাসি-অ্যাডভেঞ্চার থৃলার এর আগে কেউ লিখেছে বলে জানা নেই। এক কথায় ট্রিলোজিটি অসাধারণ। যারা এখনও পড়েন নি তারা পড়ে দেখতে পারেন। জোর দিয়ে বলতে পারি মুগ্ধ হয়ে যাবেন এই লেখকের লেখা পড়ে। এডাপ্টেশানের নামে বিদেশী গল্প-উপন্যাস থেকে নেয়া হয় নি এর কাহিনী, আবার স্থান-কাল-পাত্রের নাম বদলে হুবহু বিদেশী কোনো গল্প লিখে কাহিনীর শেষে ছোট্ট করে 'বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে' লিখে দেয়ার মতো চাতুর্যও করা হয় নি রীতিমতো বিষয়টির উপরে পড়াশোনা করে, খোঁজখবর নিয়ে একটি প্লট দাঁড় করিয়েছেন তিনি। সেইসাথে যুক্ত করেছেন নিজস্ব সৃজনশীলতা আর কল্পনাশক্তি যা কিনা বিশুদ্ধ 'ফিকশন'-এর জন্য অপরিহার্য। বলতে দ্বিধা নেই, তিনি পুরোপুরিভাবে সফল হয়েছেন। তার এই সাফল্যের প্রমাণ ট্রিলোজির প্রথম দুটো উপন্যাসের উচ্ছ্বসিত পাঠক-প্রতিক্রিয়া।

সবশেষের শরীফুল হাসানকে আবারো ধন্যবাদ জানাই এমন একটি ট্রিলোজি উপহার দেবার জন্য। তার এই পরিশ্রমলব্ধ কাজটি পাঠক সাদরে গ্রহণ করবেন বলে প্রত্যাশা রাখি।

– মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন
লেখক, অনুবাদক এবং প্রকাশক

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

সাম্ভালা

প্রথম পর্ব

শরীফুল হাসান

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অধ্যায় ১

গভীর রাত, বাইরের বারান্দায় ছোট একটা চৌকি বিছিয়ে ঘুমাচ্ছে নুরুদ্দিন। হঠাৎ খুটখাট শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল তার। ইঁদুরের কাজ ভেবে খুব একটা গুরুত্ব দিলো না। পুরো অমাবস্যা। একফোটা আলোও নেই কোথাও। বাড়ির চারপাশটা গাছগাছালিতে ভরা। বারান্দায় ঘুমাতে গিয়ে মাঝে মাঝে তাই গা ছমছম করে নুরুদ্দিনের। কিন্তু একবার ঘুম এসে গেলে সেই সকাল। তখন আর ভয়ের কী আছে।

কিন্তু আজকের রাতটা যেন অন্য রকম। আবারো খুটখাট শব্দ। চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে নুরুদ্দিন। নড়ছে না। ভয় যেন আজ তাকে সাপের মতো জড়িয়ে ধরেছে। ইদুঁর তো আছেই। কিন্তু শব্দটা আসছে অন্য কোন জায়গা থেকে। চাদরের ফাঁক দিয়ে তাকাল সে। কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। উল্টোদিকের টিনের চালা ঘরে বেপারিসাহেব ঘুমান তার দ্বিতীয় স্ত্রীকে নিয়ে। পাশের ঘরটা ফাঁকা। বেপারির ঢাকায় পড়ুয়া ছেলেটা থাকতো এ ঘরটায়। দিনরাত পড়াশোনা করতো। এখন তালাবন্ধ। নুরুদ্দিন যে ঘরটার সামনের বারান্দায় শুয়েছে সেখানে থাকেন বেপারির বাবা, বুড়ো মানুষ। মূলত ইনার সেবা যত্ন করার জন্যই নুরুদ্দিনকে রাখা হয়েছে। শব্দটা আবার এলো। এবার খুব কাছ থেকে।

চোখ বন্ধ করে ফেলল নুরুদ্দিন। দরজা খোলার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। বুড়োটা কি উঠলো নাকি? পেছন ফিরে তাকাবে চিন্তা করেও তাকাল না সে। এখন উঠলেই এটা সেটা করতে বলবে বুড়ো।

দরজা খুলে গেছে। বুড়ো বের হয়ে এসেছে ঘর থেকে, নিজের পায়ে হেঁটে, অন্যসময় যে নুরুদ্দিনের উপর ভর না দিয়ে চলতেই পারে না। চাদর ফাঁক করে আবার একটু তাকাল নুরুদ্দিন। ভয় কেটে গেছে তার। বুড়ো না বুঝলেই হয় যে সে জেগে আছে। তাহলেই ডাক দিয়ে বসবে।

বুড়ো বাড়ির মাঝখানের উঠোনটায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। একবারে সটান হয়ে। অন্যসময় লাঠি ছাড়া চলতেই পারে না। আকাশের দিকে হাত দুটো তুলে কি যেন বলছে বিড়বিড় করে। নুরুদ্দিন কান পেতে বোঝার চেষ্টা করল, কি বলছে লোকটা। কিন্তু শব্দগুলো একেবারেই অপরিচিত। জীবনে কখনো শোনেনি সে। একটু আগে পশ্চিম দিকে ফিরে বিড়বিড় করছিল লোকটা, এবার ঘুরল দক্ষিন দিকে, ঠিক যেদিকে তাকালেই নুরুদ্দিনকে দেখা যাবে।

দম বন্ধ করে রাখলো নুরুদ্দিন। কোন নড়াচড়া করা যাবে না। বুড়োটার কারবার ভালো ঠেকছে না। কাল সকালেই এখান থেকে পালাবে সে, প্রতিজ্ঞা করল মনে মনে।

চোখ বন্ধ করে রেখেছিল কিছুক্ষন, কেমন গরম লাগছে চাদরটা গায়ে দিয়ে, বাতাস যেন একেবারে থেমে গেছে। তাই চোখ খুলল আবার। উঠোনটায় বুড়ো নেই। একেবারে ফাঁকা জায়গাটা। কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

'কিছু দেখেছিস তুই?' ফিসফিস করে কে যেন বলল কানে কানে, ঘ্যাসঘ্যাসে গলা, পরিচিত, গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেল নুরুদ্দিনের। গলাটা বুড়োর।

উত্তর দিতে পারলো না নুরুদ্দিন। কথা যেন আটকে গেছে, গলা থেকে কোন আওয়াজ বের হতে চাইছে না। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাবে সে সাহসও করতে পারছে না। এতো তাড়াতাড়ি লোকটা কিভাবে এলো এখানে? 'দেখেছিস কিছু?' আবারো একই প্রশ্ন।

মাথা নাড়াল নুরুদ্দিন। একটু পর টের পেল একজোড়া শক্তিশালী হাত ওর গলা পেঁচিয়ে ধরেছে। নড়ারও সময় পেলো না সে, তার আগেই মট একটা একটা শব্দ হলো। সকালে পালাবে ভেবেছিল সে, কিন্তু সকাল...এখনো অনেক দেরি।

* * *

একজন মানুষ কতো বছর বাঁচে, প্রশ্নটা প্রায়ই ভাবায় রাশেদকে। একশ, দেড়শ, বড়জোর দুইশ, যদিও দুইশ বছর বেঁচে আছে এমন কাউকে পাওয়া যায় নি, গেলে সেটা ওয়ার্ল্ড রেকর্ড হয়ে যেতো। সেদিন গিনিস ঘাটাঘাটি করে জানা গেল এখনকার সবচেয়ে দীর্ঘজীবি লোকটার বয়স হচ্ছে একশ তেরো। গ্রামবাংলায় এমন অনেক বুড়ো-বুড়ি আছে যারা তাদের বয়সই জানে না, কিন্তু এদের মধ্যে এর চেয়েও বেশি বয়স নিয়ে বেঁচে আছে এমন লোক কম হবে না। যাই হোক সেটা, কিন্তু এই প্রশ্নটা মাথায় ঘোরাঘুরি করে কেন এটাও একটা অবাক করা ব্যাপার রাশেদের কাছে।

ইউনিভার্সিটিতে পড়া শেষ হয় নি এখনো, ইচ্ছে আছে পড়াশোনাটা আরো অনেকদূর চালিয়ে যাবার। মা মারা গেছেন আগেই, বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন। তাকে নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। চিন্তা শুধু বুড়ো দাদুটাকে নিয়ে। একা একা থাকেন বেচারা। যত্ন করারও কেউ নেই। এখন নাকি বাচ্চা একটা ছেলে সারাক্ষণ থাকে বুড়োর সাথে, কিন্তু ওকে দিয়ে কি সব কাজ হয়?

শুয়ে শুয়ে এলোপাথারি চিন্তা করছে রাশেদ। মায়ের মুখটাও ঠিক মতো

www.BanglaBook.org

মনে নেই তার। ক'বে মারা গেছেন। তারপর একাই মানুষ। দাদুর অবদান ছিল না বললে ভুল হবে। ব্যবসায়ী বাবা দোকান-পাট আর মহাজনী কারবার করেই সময় কাটিয়েছেন। ছেলের দিকে তাকানোর সময় ছিল না তার। একা থাকতে না পেরে শেষে বিয়েও করেন আরেকটা। সে ঘরে অবশ্য কোন সন্তান জন্মায় নি এখনো। সৎ মাও তাই নিজের ছেলের মতোই আদর করে তাকে।

অনেকদিন যাওয়া হয় না গ্রামটায়। ঢাকা থেকে অনেকদূরে। ট্রেনে বা বাসে করে যেতে অনেক সময় লাগে। আর একবার গেলে সহজে ফিরেও আসা যায় না। এবার ফাইনালটা শেষ হলে গ্রামে গিয়ে দিন পনেরো থেকে আসবে বলে ঠিক করলো রাশেদ।

বারোটা বাজতে যাচ্ছে, কিন্তু ঘুম আসছে না রাশেদের। এই রুমটায় একাই থাকে সে, ছোট্ট একটা জায়গা, একটা বিছানা, টেবিল চেয়ার এবং ছোট একটা আলমারী আছে, এছাড়া আছে রাশেদের বই রাখার জায়গা। নীলক্ষেত থেকে প্রায় সবধরনের বইই কেনে সে সস্তা দামে। আরো কিছু ধার করে শামীম নামে এক বন্ধুর কাছ থেকে। বই পড়াটা একটা নেশা তার ছোট বেলা থেকেই।

বইয়ের কথা মনে হতেই দাদুর কথা মনে পড়ে গেল আবার। বাড়িতে ছোট একটা টিনের ঘর আছে, সবসময় তালা দেয়া থাকে ঘরটা। কেউ ঢুকতে পারেনা সেই ঘরে একমাত্র দাদু ছাড়া। কি আছে ঐ ঘরে অনেকবার জানতে চেয়েছে সে, দাদু শুধু হাসে, উত্তর দেয় না কথার। বাবাও কখনো ঢুকতে পারেনি। এবার বাড়ি গেলে যেভাবেই হোক ঢুকতে হবে ঘরটায়। দাদু স্বেচ্ছায় না দিলে চুরি করে হলেও ঢুকতে হবে, প্রতিজ্ঞা করে রাশেদ।

'রাশেদ, আছিস রুমে?' শামীমের কণ্ঠ শোনা গেল। দরজার বাইরে।

একটু অবাক হলো রাশেদ। এতো রাতে শামীমের আসার কথা না। বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে না করলেও উঠল রাশেদ।

'দাঁড়া,' বলল সে।

দরজা খুলল রাশেদ। শামীম দাঁড়িয়ে আছে। বিভ্রান্ত চেহারা, মাথায় উস্কোখুস্কো চুল, চোখের নিচে কালি পড়েছে। মনে হচ্ছে খুব দুঃচিন্তায় আছে।

'কি রে, এতো রাতে?' জিজ্ঞেস করল রাশেদ।

'আজ রাতে তোর এখানে থাকবো,' শামীম বলল।

হাসল রাশেদ। ছোট বিছানাটার দিকে তাকাল। দু'জন হবে এই বিছানায়?

'খেয়েছিস কিছু?'

'না, তবে খিদেও নেই,' বলল শামীম।

চিন্তিত হয়ে পড়ল রাশেদ। এতো রাতে দুম করে এসে পড়ার লোক

www.BanglaBook.org

শামীম নয়। পুরো নিয়মমতো চলাফেরা করে ছেলেটা। সময়মতো ঘুমায়, সময়মতো পড়াশোনা করে, বাজে কোন নেশা নেই, বই পড়া একটা নেশা ওর, কিন্তু তাকে তো বাজে নেশা বলা ঠিক হবে না।

'কোন সমস্যা?' রাশেদ বলল।

'না, এমনিই,' বিছানায় বসে বলল শামীম।

সমস্যা কিছু একটা হয়েছে বুঝতে পারছে রাশেদ। কিন্তু নিজ থেকে না বললে কখনোই জানা যাবে না সেটা। কাজেই জিজ্ঞেস করে লাভও নেই কিছু।

'শুয়ে পড় তাহলে,' রাশেদ বলল।

'ঠিক আছে,' বলে শুয়ে পড়ল শামীম এবং শোবার সাথে সাথেই ঘুমিয়ে পড়ল।

অবাক হলো রাশেদ। এরকম কখনো দেখেনি সে। শোয়ামাত্র ঘুম। দারুন ব্যাপার। কিংবা এমনও হতে পারে ঠিক মতো ঘুমায় না বলে শোয়ামাত্র ঘুমাতে পেরেছে শামীম। বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ল রাশেদ।

অঘোরে ঘুমাচ্ছে শামীম। কিন্তু এখনো ঘুম আসছে না রাশেদের। মনে হচ্ছে সামনে খুব খারাপ দিন আসছে। কেন এরকম চিন্তা মাথায় এলো বুঝতে পারছে না রাশেদ। একসময় ঘুমের মাঝে তলিয়ে গেল সেও।

* * *

নুরুদ্দিন গায়েব, কোথায় যে পালালো ছোঁড়াটা, ভেবে পাচ্ছেন না আজিজ ব্যাপারী। বিপদ হয়ে গেল একটা। এখন বুড়ো বাপের জন্য আবার লোক ঠিক করতে হবে। লোক পাওয়া যায় না ইদানীং। আবার বুড়ো মানুষের সেবা যত্ন করতে হবে শুনলে কেউ সহজে রাজিও হতে চায় না।

উঠোনে বসে রোদ তাপাচ্ছে বুড়ো। ঘরের মাঝখান থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ধপধপে সাদা গায়ের রঙ, মাথার চুলও তাই। কিন্তু তার নিজের গায়ের রঙ এমন হয় নি কেন ভেবে প্রায়ই আফসোস করতেন আজিজ ব্যাপারী। হয়তো মায়ের দিকের কালোটা পেয়েছেন তিনি। কপাল ভালো ছেলেটা তার মতো হয় নি। হয়েছে দাদার মতো। ফর্সা, লম্বা। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো ব্যাপারীর, কে জানে কেন?

গদিতে যাওয়ার সময় হয়েছে, সকালের নাস্তা করা শেষ। এখন বের হবেন, বাড়ী ফিরবেন আটটা-নয়টার দিকে। সারাটা দিন নানান কাজে-কর্মে সময় কেটে যায়, বুড়ো বাপটার সাথে কথা বলার মতো অবসর নেই। কিংবা এমনও হতে পারে কথা বলতে ইচ্ছেই করে না। মনে হয় বুড়ো ইচ্ছে করে ঢং করছে, লোকটার শরীর তেমন কিছু খারাপ নয়। নিজের বাবার সম্পর্কে এমন কথা ভাবতেই লজ্জা পেল আজিজ ব্যাপারী।

www.BanglaBook.org

হেটে উঠোনে এলো সে, লুঙ্গির এক কোনা ধরে আছে। 'কেমন আছো, বা'জান?' জিজ্ঞেস করল সে।

বুড়ো তাকাল। কিছু বলল না। হাতে একটা টিনের পাত্রে কিছু মুড়ি।

'তোমার কিছু খাইতে ইচ্ছা করে বা'জান?' আবারও জিজ্ঞেস করল সে।

এবারও উত্তর নেই। বুড়ো একমনে মুড়ি নাড়াচাড়া করছে, কিন্তু খাচ্ছে না।

'আমি যাই তাইলে, এমনেই দেরি হইয়্যা গেছে।' বলে আর দাঁড়াল না আজিজ ব্যাপারী।

বুড়োর মুখে একটু হাসির ছাপ দেখা গেল। যেন খুব মজা পেয়েছে ছেলের কথায়।

'আইজ সন্ধ্যায় কিন্তু একলা একলা বাড়ি ফিরবি না, দুই চাইর জন লোক সাথে রাখবি,' পেছন থেকে বলল বুড়ো।

শুনল আজিজ ব্যাপারী। মাথা নাড়ল বুড়োর দিকে তাকিয়ে। দুনিয়ায় শত্রুর অভাব নেই তার। সামনে ইউনিয়ন পরিষদে র চেয়ারম্যান পদে দাঁড়াতে চান তিনি। কাজেই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হয়ে গেছে অনেকেই। এছাড়া পুরানো অনেক শত্রুতা তো আছেই। এর আগে তিনবার মরতে মরতে প্রানে বেঁচেছেন তিনি। প্রতিবারই অনেকটা অলৌকিক ভাবে। বুড়ো সেসব দিনেও সাবধান করে দিতো তাকে। কিন্তু মানে নি সে, তাই বিপদে পড়তে হয়েছিল। জান যায় যায় অবস্থা। কিন্তু এখন বাপের কথার অবাধ্য হয় না সে। দু'চারজন না, বেশ কিছু লোককে নিয়েই ফিরবেন তিনি পথে যাতে কেউ আক্রমন করার আগে একশ বার চিন্তা করে।

নিজেকে প্রশ্ন কমই করেন আজিজ ব্যাপারী। কিন্তু বুড়ো আগে ভাগেই এভাবে সাবধান করে দেয় কিভাবে? প্রশ্নটা মাথায় ঘুরপাক খায়, কিন্তু উত্তর মেলে নি আজও।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২

আটাশ নাম্বার বাড়িটার কাছে একটা গাড়ি দাঁড় করানো আছে, সেই সকাল থেকে, বাসায় কে ঢুকছে বের হচ্ছে মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করছে একজন। বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে বানানো বাড়িটা। অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ি। কোন একসময় মন্ত্রী ছিলেন। এখন রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে পুরোদস্তুর ব্যবসায়ী। এক ছেলে এবং এক মেয়ে ভদ্রলোকের মেয়েটার বিয়ে দিয়েছেন, স্বামীসহ দেশের বাইরে থেকে। ছেলেটা এখনো পড়াশোনা করছে, ইউনিভার্সিটিতে। ছেলেটার নাম শামীম এবং এই শামীমের খোঁজেই সকাল থেকে বসে আছে সে।

ছেলেটা কি টের পেয়ে গেছে কিছু, পালিয়েছে, নাকি বাসায়ই আছে, ভাবছে লোকটা। বেশ পড়াশোনা করা ছেলে, কাজের। এরকম একটা কাজের ছেলেকে হারানো চলবে না। উপর থেকে এমন নির্দেশই এসেছে। এখন বসে বসে বিরক্ত হতে হচ্ছে তাকে। কি এমন গোপন কথা জেনে ফেলেছে ছেলেটা, কে জানে। কিংবা এমনও হতে পারে গুরুতর কোন অপরাধ করে ফেলেছে, যা তাকে জানানো হয় নি। যাই হোক, তার কাজ হচ্ছে নজর রাখা এবং খবর জানানো। এর বেশি কিছু না।

তেমন কারো আসা যাওয়া নেই বাড়িটায়। গেটে দারোয়ান ঢুলছে অনেকক্ষন ধরেই। ওর কাছে কি জিজ্ঞেস করা ঠিক হবে শামীম আছে কি না, ভাবল লোকটা। জিজ্ঞেস না করার সিদ্ধান্তই নিলো সে। চেহারা দেখানোর ঝুঁকি নেয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

একটা রিক্সা এসে থেমেছে বাড়িটার সামনে। অল্প বয়স্ক একটা ছেলে নেমেছে রিক্সাটা থেকে। বেশ লম্বা, স্বাস্থ্যবান, মাথায় ঝাকড়া চুল। শামীম না। ওর কোন বন্ধু হতে পারে? কে জানে? এমনও হতে পারে ওদের কোন আত্মীয়-স্বজন, কারো সাথে দেখা করতে এসেছে। কিন্তু কি জানি খোঁচাতে লাগল মনের ভেতরে তার। মনে হচ্ছে শামীমের বন্ধু এই ছেলেটা। এর কাছেই শামীমের খবর পাওয়া যাবে।

বাসায় ঢুকে গেছে ছেলেটা, তারমানে দারোয়ান চেনে ভালো করে। অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলো লোকটা। সিগারেট ধরাল একটা। সময় কাটতেই চায় না। বেরিয়ে আসছে ছেলেটা। ঘড়ি দেখল সে। দশ মিনিট কাটিয়েছে বাড়িটায়। হাতে একটা ব্যাগ। ঢোকার সময় ব্যাগটা ছিল না হাতে। ট্রাভেল ব্যাগ বলা চলে এবং ভারি মনে হচ্ছে। একটা রিক্সা ডেকে উঠে পড়েছে ছেলেটা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এখন কি করা উচিত তার? অনুসরন করবে? নাকি এখানেই অপেক্ষা করবে শামীমের জন্য? ফোন করে জিজ্ঞেস করা যায়, কিন্তু...অনুসরন করার সিদ্ধান্তই নিলো সে। হাতপায়ে খিল ধরে গেছে বসে থাকতে থাকতে। একটু বেড়িয়ে দেখা যাক, ছেলেটা কোথায় যাচ্ছে এই ট্রাভেল ব্যাগ নিয়ে।

* * *

দুপুরের খাওয়া দাওয়া শেষে শুয়ে আছে রাশেদ। পাশে টেবিল ফ্যানটা ঘুরছে, কিন্তু কোন বাতাস গায়ে লাগছে না। ঘুম আসছে আবার একই সাথে ঘুমাতে ইচ্ছে করছে না। চাইলে একটা বই নিয়ে পড়া যায়। গতকালই নতুন একটা থ্রিলার কিনেছে সে নীলক্ষেত থেকে। বইটা হাতে নিলে সময় বেশ ভালোই কেটে যাবে। বইটা নেয়ার জন্য বিছানা ছেড়ে উঠতেও ইচ্ছে করছে না তার। মাথায় আসলে অন্য একটা চিন্তা ঘুরছে। শামীমের কোন খবর নেই। আজ ক্লাস ছিল সকালে। এতোক্ষনে চলে আসার কথা। ওর মোবাইলে কল করলো সে। সুইচড অফ। ওর আচার-আচরন স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। রাতে তো কোন কথাই হয় নি। সকালে বলল বাসায় গিয়ে ব্যাগটা নিয়ে আসতে। আর কিছু না। সে নাকি তার মা'কে ফোন করে বলে দেবে তার রুমে রাখা ব্যাগটা যেন রাশেদের কাছে দিয়ে দেয়া হয়। ব্যাগটা নিয়ে আসতেও কোন সমস্যা হয় নি। শামীমের মা বের করে রেখেছিলেন। অদ্ভুত মহিলা, একটা প্রশ্নও করেন নি তিনি রাশেদকে।

একটা সিগারেট ধরালো রাশেদ। ঘুম পাচ্ছে, কিন্তু দুঃচিন্তা মাথায়। কি আছে ঐ ব্যাগে? শামীম কি ঢাকার বাইরে যাচ্ছে কোথাও? নাকি স্থায়ীভাবে তার সাথে থাকার চিন্তা করছে। স্থায়ীভাবে থাকলেও কোন সমস্যা নেই, শুধু ঘুমানোর সময়টা ছাড়া।

সিগারেট ফেলে দিলো রাশেদ। কিছুই ভালো লাগছে না ইদানীং। লিলির সাথেও দেখা নেই কয়দিন ধরে দেশের বাইরে গেছে বাবা মা'র সাথে। কি জন্যে কে জানে। বিয়ের শপিং করতে গেলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। লিলির সাথে অনেকদিন ধরেই সম্পর্ক রাশেদের। লিলি যেভাবে ভালোবাসে হয়তো এতোটা ভালোবাসা পেতে ভাগ্যেও লাগে না তার। কিন্তু এখন মেয়েটা নেই কিছুদিনের জন্য, সবকিছু কি পানসে লাগছে! হয়তো কিছু ভালো না লাগার এটাও একটা বড় কারন হতে পারে।

দরজায় টোকা পড়েছে। শামীম বোধহয়।

হ্যা, শামীমই।

খুবই পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে, মনে হচ্ছে সারা ঢাকা শহর হেঁটে এসেছে।

www.BanglaBook.org

চাইলেই গাড়ি চলে আ'স যার জন্য তিন-চারটা, সে কেন দুপুররোদে হেঁটে ঘুরবে! আজব ব্যাপার।

'কোথায় ছিলি?' জিজ্ঞেস করল রাশেদ।

'ক্যাম্পাসে,' ছোট করে উত্তর দিল শামীম।

'বস, রেস্ট নে, তারপর খাওয়া-দাওয়া করিস।'

উত্তরে কিছু বলল না, শার্টটা খুলে খালি গায়ে দাঁড়াল শামীম, ফ্যানের নিচে।

চোখ আটকে গেছে রাশেদের, শামীমের পিঠে। অনেকগুলো উল্কি আঁকা। পুরো পিঠটা জুড়েই। অদ্ভুত সব প্রানী, অর্ধেক মানুষ, অর্ধেক ছাগল, বিশাল বড় একটা সাপ পেঁচিয়ে আছে পুরো পিঠটা জুড়ে। ক্রুশ চিহ্নও দেখা যাচ্ছে, উলটো করে ঝোলানো। এছাড়া ছুরির ছবি আছে একটা যেখান থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে।

'পিঠে উল্কি আঁকিয়েছিস তুই?' অবাক কণ্ঠে প্রশ্ন করলো রাশেদ।

'ও কিছু না, শখ করে আঁকিয়েছিলাম,' বলল শামীম।

'কিন্তু তুই তো জানিস আমাদের ধর্মে এসব একেবারে হারাম।'

'তা জানি।'

'ভালোমতো ডলে গোসল করে তুলে ফেল, চাইলে আমি তোকে সাহায্য করি।'

রাশেদের দিকে তাকিয়ে হাসল শামীম, যেন বোকার মতো কথা বলে ফেলেছে। 'এ আর উঠবে না, চামড়া তুলে ফেলতে হবে তাহলে।'

আর কথা বাড়ালো না রাশেদ। পছন্দ হয় নি ব্যাপারটা তার। খুব সাধারন ছেলে বলেই হয়তো, কিংবা গাঁয়ের ছেলে বলেই এইসব আধুনিকতা পছন্দ হয় না তার। শামীম হয়তো বুঝতে পেরেছে ব্যাপারটা, শার্টটা পড়ে ফেলল সে। টেবিলের দিকে তাকাল। খাবার প্লেট ঢাকা আছে, সাথে একগ্লাস পানি।

'তুই খেয়েছিস?' জিজ্ঞেস করল শামীম।

'হ্যা, তোর জন্য এনে রেখেছিলাম ক্যান্টিন থেকে, খেয়ে নে, এখানে কিন্তু খাবার গরম করার জন্য ওভেন নেই,' রাশেদ বলল।

আবার হাসল শামীম। ওর হাসিটা সুন্দর। যে কোন মেয়েই পাগল হবে ওর জন্য, কিন্তু এসব দিকে ওর কোন নজরই নেই।

খেতে বসেছে শামীম। কিন্তু মনোযোগ নেই খাওয়ায়। কি যেন চিন্তা করছে গভীরভাবে। বিছানায় শুয়ে একটা ম্যাগাজিনের পাতা উল্টানোর ফাঁকে ওকে লক্ষ্য করছে রাশেদ।

'তোদের বাসার রান্নার মতো হবে না, বুঝিস তো হলের ক্যান্টিনের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খাবার,' রাশেদ বলল।

'আরে নাহ, ভালোই তো লাগছে,' খেতে খেতে বলল শামীম, আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল সে।

'এই যে ব্যাগটা আনালি, তুই কি কোথাও যাচ্ছিস?'

'ঠিক নেই, যেতেও পারি।'

'আমাকে বলা যাবে না? বললে আমিও হয়তো যেতে পারি।'

'কোথাও গেলে তো তোকে অবশ্যই জানাবো।'

'আচ্ছা,' আবার ম্যাগাজিনে মনোযোগ দিল রাশেদ।

হাবিজাবি চিন্তা মাথায় আসছে রাশেদের। মন বসছে না ম্যাগাজিনটায়। শামীমের কথাবার্তা ঠিক স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে জোর করে কথা বলছে। কি এতো চিন্তা করছে ছেলেটা? বাসায় কোন সমস্যা? বাপের সাথে ঝগড়া? হতেও পারে।

'বিকেলে একটু বাইরে যাবো,' খাওয়া শেষ হয়েছে শামীমের। হাত ধুয়ে রাশেদের পাশে এসে বসেছে।

'আমারও তেমন কোন কাজ নেই, আমি যাই সাথে?'

'না রে, অনেক কাজ আমার, তুই বিরক্ত হয়ে যাবি, রাতে এসে সব বলবো,' একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল শামীম।

ওর বাঁ-হাতটা লক্ষ্য করলো রাশেদ। অনেকগুলো কাটাকুটির দাগ। আগে কখনো চোখে পড়েনি ভেবে অবাক হলো সে। এখন জিজ্ঞেস করতেও ইচ্ছে করছে না। কে জানে মাইন্ড করে বসে কি না, হয়তো একান্তই ব্যক্তিগত কোন ব্যাপার।

কথা বলতে বলতে চোখ লেগে আসছে রাশেদের। দুপুরে খাবারের পর এই ঘুম এড়ানোর কোন পথ তার জানা নেই। লিলি প্রায়ই ঠাট্টা করে এই ব্যাপারটা নিয়ে।

এর মধ্যে জামাকাপড় পড়ে তৈরি হয়ে নিয়েছে শামীম।

'আমি যাই তাহলে,' বলে বেরিয়ে গেল শামীম।

ঘড়ির দিকে তাকাল রাশেদ। সাড়ে তিনটা বেজে গেছে।

BanglaBook.org

* * *

হল থেকে শামীমকে বের হতে দেখেই মোবাইলটা কানে তুলে নিলো লোকটা। গাড়ি স্টার্ট দিল। একটা রিক্সা ভাড়া করছে ছেলেটা।

'শামীম বের হয়েছে, কি করবো আমি?' মোবাইলে বলল লোকটা।

ওপাশ থেকে খুব ভারি গলায় কোন একটা নির্দেশ দেয়া হল।

www.BanglaBook.org

'আচ্ছা,' বলে মোবাইলে পকেটে পুরে রাখল সে।

রিক্সা চলছে, এতো ধীর গতির একটা বাহনকে গাড়ি নিয়ে অনুসরন করা মুশকিল। সন্দেহ জাগতে পারে। তাই কিছুটা সময় অপেক্ষা করলো সে, রিক্সাটা চোখের আড়াল হওয়ার আগে এক্সেলেটরে চাপ দিল।

আজ ছেলেটার পিছু ছাড়া যাবে না। কোন ভুল করার অবকাশ নেই। ভুলের একমাত্র মাশুল মৃত্যু।

* * *

সন্ধ্যা হয়ে গেছে, ঘামে ভিজে গেছে রাশেদের পুরো শরীর। ভীষন বাজে একটা স্বপ্ন দেখছিল সে, এক চাকু হাতে একটা লোক তাড়া করছিল তাকে স্বপ্নে, লোকটার শরীর মানুষের, কিন্তু মাথাটা শূয়োরের। অন্য হাতে একটা কিছু ছিল তার, কি জিনিস কিছুতেই মনে পড়লো না রাশেদের।

টেবিল ফ্যানটা ঘুরছে বনবন করে, তারপরও এতো ঘেমে গেছে দেখে অবাক হলো রাশেদ। কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই, ঢাকায় আত্মীয়স্বজনও নেই কেউ, খুব অল্প কিছু মানুষের সাথে মেশে রাশেদ। এটা হয়তো তার চরিত্রের প্রধান দোষ। ইচ্ছে করলেই হলের বাকি ছেলেদের সাথে মিশতে পারে, কিন্তু কেন জানি ইচ্ছে হয় না তার। একা একা থাকতেই ভালো লাগে। করিডোরটা পার হয়েই বাথরুম এবং টয়লেট। একপাশে বেসিন এবং বাথরুম, অন্যপাশে টয়লেটের সারি। এখন পুরো জায়গাটাই ফাঁকা। ছেলেরা সব বাইরে চলে গেছে, কেউ টিউশনি করতে, কেউ আড্ডা দিতে, কেউ প্রেমিকা নিয়ে ঘুরতে। একমাত্র রাশেদেরই যেন কোন কাজ নেই। বেসিনে মুখ ধুতে ধুতে আয়নাটার দিকে তাকাল। কি স্বাভাবিক প্রানবন্ত চেহারা।

লাইব্রেরিতে যাবে বলে ঠিক করল রাশেদ। ঘুরে দাঁড়াতে যাবে মনে হলো কেউ এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে। কোন পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় নি, কিংবা কোথাও কিছু নড়ে উঠেনি, অদ্ভুত একটা ভয় জেঁকে ধরল রাশেদকে। মনে হলো খুব বাজে কিছু দেখতে হবে পেছনে তাকালে। ঘাড়ের উপর যেন কারো নিঃশ্বাস পড়ছে। আয়নায় নিজের দিকে তাকাল রাশেদ। পেছনটা একেবারে ফাঁকা। ফিসফিস করে একটা শব্দ যেন কেউ বলে গেল, ঠিক কানের গোড়ায়। সরসর করে পেছনের সব চুল দাঁড়িয়ে গেল তার।

শব্দটা ছিল 'সাবধান'।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩

বাঁশখালির হুজুরের পানি পড়াতে কাজ হয় নি বোঝাই যাচ্ছে, এর আগে আরো নানাধরনের চিকিৎসা করিয়েছেন সালেহা। কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। এদিকে বয়সও থেমে নেই। চল্লিশ ছুঁই ছুঁই করছে। সন্ধ্যা পার হয়েছে। নামাজ শেষ করে বাইরে উঠোনে এলেন তিনি। বুড়ো শ্বশুড়কে একটু দেখে আসা দরকার।

বুড়ো এখনো উঠোনে বসে আছে।

সালেহা কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ঘোমটা দিয়ে।

'কিছু লাগবে বাবা?'

'পানি খামু,'আস্তে আস্তে বলল বুড়ো।

পানি আনতে রান্নাঘরে গেল সালেহা। এসে দেখল বুড়ো নেই উঠোনে। কি আজব! চারপাশে তাকাল সালেহা। কোথাও দেখা যাচ্ছে না বুড়োটাকে। নিজের ঘরে ঢুকল নাকি, কিন্তু এতো তাড়াতাড়ি?

'কই, পানি হাতে নিয়া দাঁড়াইয়া আছো কেন? দাও,' বুড়োর কণ্ঠ শোনা গেল, ঠিক পেছনেই।

আরেকটু হলেই মূর্ছা যেত সালেহা। নিজেকে কোনমতে সামলে নিল।

পানির গ্লাসটা হাতে দিল সালেহা। ঠিক একই ভঙ্গীতে চেয়ারটায় বসে আছে লোকটা। কিন্তু একটু আগেই তো জায়গাটা ছিল ফাঁকা।

'শোন, বেশি চিন্তা করবা না, শরীর খারাপ হইব, মাথা কাজ করবো না,' বুড়ো বলল। খালি গ্লাসটা ফেরত দিল সালেহার হাতে।

'জি,বাবা।'

'তোমার যা দরকার পাইবা তুমি, একটু ধৈর্য্য ধরো।'

'জি,বাবা।'

'যাও, নামাজ কালাম পড়ো গিয়া, বাঁশখালীর হুজুরের পড়ায় কাজ হবে না।'

সালেহা চুপ করে রইলো। বাঁশখালীর হুজুরের কথা কাউকে জানায় নি সে। বুড়োর তো জানার প্রশ্নই উঠে না। নুরুদ্দিনকে পাঠিয়েছিল একদিন। ঐ ছোঁড়া কি বলে দিয়েছে। দিতেও পারে।

তবু মনে খচখচ নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে পড়ল সালেহা। রাশেদের বাপ আসলে কথাটা বলতে হবে।

BanglaBook.org

* * *

www.BanglaBook.org

লোকমান, জয়নাল, আলী, সামসু–এই চারজনকে চারদিকে নিয়ে ঠিক নয়টায় রওনা দিলেন আজিজ ব্যাপারী। গঞ্জটা পার হলেই মাটির রাস্তা। হেঁটে হেঁটে যেতে হবে অনেকটা পথ। বাপ যে কথা বলে দিয়েছে তার বাইরে যাবার ঝুঁকি নেয় নি সে। কে জানে কোথায় কি ঘটে।

এই চারজনের দুইজন তার দোকানে কাজ করে। বাকি দুজনকে টাকার বিনিময়ে আনা। ওরা হচ্ছে জয়নাল আর সামসু। দুইজনই মারাত্মক। খুন-খারাপি ওদের কাছে ব্যাপারই না। ওদের দিয়ে অনেক কাজ করিয়েছেন তিনি। আজও সাথে অস্ত্র আছে ওদের। রাম-দা আর কিরিচ। জিনিসগুলো দেখলেই ভয়ে বুক কাঁপে ব্যাপারীর। এই দুজনকে পুরোপুরি বিশ্বাসও করেন না তিনি। তাই বাকি দুজনকেও অস্ত্র দিয়েছেন তিনি ওদের না জানিয়েই। সাবধানতা।

ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকছে, সামনে খাল আছে একটা। ওটা পার হলেই একটা বিপদজ্জনক জায়গা আছে। তিনটা বড়ো বড়ো বটগাছ, ওগুলোর পেছনে দশ-বারোজন লোক লুকিয়ে থাকলেও বোঝার কোন উপায় নেই। খালটা পার হয়ে একটা বিড়ি ধরালেন ব্যাপারী। সিগারেট খেতে পারেন ইচ্ছে করলেই, কিন্তু টেনশনের সময়গুলোতে বিড়িটাই যেন শান্তি দেয় তাকে।

জয়নাল, সামসু দুজনের দিকে তাকালেন। চেহারায় কোন পরিবর্তন আছে কি না দেখতে চাইলেন। একেবারে স্বাভাবিক চেহারা। কে জানে এটাই হয়তো ওদের মুখোশ।

'তোরা চাইরজন আমার চাইর কিনারে থাক,' আস্তে করে বললেন ব্যাপারী।

চারজন দাঁড়িয়ে গেল চারপাশে। মাঝে ব্যাপারী।

'ব্যাপারী সাব, চিন্তার কিছু নাই,' জয়নাল বলল অভয় দিয়ে, কোমরে গোঁজা অস্ত্রটা একঝলক দেখাল সে।

কিছু বললেন না ব্যাপারী।

ঐ গাছ তিনটা পার হলেই সামনে ফকফকা রাস্তা।

আস্তে আস্তে এগুচ্ছে সবাই। লোকমান এবং আলীর দিকে তাকালেন ব্যাপারী। দুজনেই ঘেমে গেছে, ভীতুর ডিম কোথাকার।

থপ করে একটা শব্দ হলো কোথাও। ব্যাপারী ঘুরে তাকালেন। সামসু পড়ে গেছে। অন্ধকারেই বুঝতে পারলেন একটা ছুরি ঢুকে গেছে ওর পেটে। জয়নাল সামনে চলে এলো তার।

'আপনে আমার পেছনে থাকেন,' জয়নাল বলল।

নিজের বিশাল শরীরটা দিয়ে প্রায় আড়াল করে ফেলল ব্যাপারীকে।

'কোন সমুন্ধীর পুত আছোস, সামনে আয়,' হাক দিলো জয়নাল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বটগাছটার পেছনে নাড়াচাড়া দেখা গেল। চার-পাঁচজনের কম হবে না।

'ঐ শালা, তোর রামদাটা দে,' লোকমানকে হুকুল করল জয়নাল।

লোকমান কথা না বাড়িয়ে পিঠের পেছনে গোঁজা রামদা বাড়িয়ে দিল জয়নালকে।

'ব্যাপারীরে নিয়া যাইতাছি, সাহস থাকলে সামনে আয়,' আবারো হাঁক দিল জয়নাল।

ব্যাপারী দাঁড়িয়ে আছেন, কিচ্ছু মাথায় ঢুকছে না তার। এই জয়নাল কি পাগল? সবার সাথে একাই লড়বে?

'ব্যাপারী সাব, হাটেন আমার পেছন পেছন, কোন শালা আগাইব না,' জয়নাল বলল।

শরীরের সাথে শরীর লাগিয়ে হাটছে ওরা চারজন। সামসুর লাশ পড়ে আছে পেছনে। কিন্তু সেদিকে তাকানোর সময় নেই এখন।

রামদা'টা হাতে নিয়ে এগুচ্ছে জয়নাল, পেছনে বাকি তিনজন। কি জানি কেন, বাকি পথটা আসতে আর সমস্যা হলো না, হয়তো জয়নালের এমন মারমুখীভাব দেখে এগুতে সাহস পায় নি ওরা।

নিজের বাড়ীর সামনে এসে আত্মায় পানি পেলেন ব্যাপারী। লোকমান,আলী রাতটা এখানেই থাকবে, জয়নালকেও থাকতে বললেন তিনি। কিন্তু রাত কাটাবে না সে এখানে। কোন মতেই আটকানো গেল না লোকটাকে। কে জানে এখনো হয়তো বটগাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। কিন্তু থোরাই কেয়ার করে জয়নাল এসবের, রামদা'টা উচু করে চলে গেল সে।

উঠোনে এখনো বসে আছে বুড়ো। ঠিক যেভাবে সকালে দেখেছিলেন ব্যাপারী।

'বা'জান, আইজ তো অনেক বাঁচা বাঁচলাম,' বুড়োর পাশে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বলল ব্যাপারী।

'হমম।'

'তুমি আগে থাইক্যা বইল্যা দিলা ক্যামনে?'

'বেশি কথা পছন্দ হয় না আমার, যা, ঘুমা গিয়া,' গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠেন বুড়ো।

ঘাটাবার সাহস পায় না ব্যাপারী। ক্ষুধা নেই পেটে, গিয়ে সটান ঘুম দিতে হবে।

BanglaBook.org

* * *

চারদিক শুনশান। দূরে কোথাও শেয়াল ডাকছে। নিজের ঘরটায় বসে আছেন

www.BanglaBook.org

বুড়ো। ঘুম কমে গেছে অনেক। পুরানো দিনের অনেক কথা মনে করেন তখন। পুরানো! অনেক পুরানো সেই কথা!

এই অঞ্চলটায় এসেছেন প্রায় ষাট বছর আগে। কি সব দিন ছিল সেসব! কেউ তাকে চেনে না, জায়গা দিতে চায় না বাড়িতে। নাম-পরিচয়হীন একটা মানুষকে কেনই বা জায়গা দেবে কেউ। ফর্সা টকটকে গায়ের রঙ, চুল কুচকুচে কালো, ঘাড় পর্যন্ত নামানো, সহায় বলতে বড় দু'টো ট্রাঙ্ক সাথে।

শেষে জায়গা দিলেন রহিম ব্যাপারী। বুড়ো মানুষ। গঞ্জে বড় ব্যবসা। তিনটা মেয়ে, ছেলে নেই একটাও। বুড়ো হয়েছেন। মেয়েদের বিয়ে দেননি কারো। তিনি রাখলেন ছেলেটাকে। টুকটাক দোকানের কাজ করবে, রাতে সেখানেই ঘুমাবে। নিজের ট্রাঙ্কগুলো নিয়ে দোকানের পেছনের ঘরেই থাকা শুরু করলো ছেলেটা। আস্তে আস্তে রহিম ব্যাপারীর প্রিয় হয়ে উঠল সে। নিজের পরিচয় কিছুই বলতে পারতো না ছেলেটা। রহিম ব্যাপারী ভাবলেন এমন একটা ছেলেকে হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। নিজের বড় মেয়ে জমিলার সাথে বিয়ে দিয়ে দিলেন তাকে। দোকান করে দিলেন একটা। ছেলের একটা নামও দিলেন। আব্দুল মজিদ ব্যাপারী। ছেলেটা আপত্তি করে নি তাতে।

রহিম ব্যাপারী মারা গেছেন ক'বে। জমিলাও মারা গেছে বিশ বছর হলো। একটাই মাত্র ছেলে, আজিজ, বাকি দু'জন জন্মের পরপরই মারা গেছে। জমিলা বেঁচে থাকা অবস্থায়ও দোকান-পাট করতেন বুড়ো। তারপর সব ছেড়ে দিলেন ছেলের হাতে।

কিন্তু এভাবে আর কতোদিন। এখানকার পাট চুকানোর সময় কি হয়ে যায় নি? তালাবদ্ধ ঘরটা মাঝে মাঝে ডাকে তাকে। কিন্তু সে ডাকে সাড়া দিতে ইচ্ছে করে না তার। আবার সব নতুন করে শুরু করতে হবে। নতুন করে শুরু করা সবসময়ই কঠিন । কিন্তু সেই সময় কি এসে গেছে? কিছু লক্ষন অবশ্য পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু তিনি অপেক্ষা করছেন আসল সংকেতটা পাওয়ার জন্য।

* * *

রাত আড়াইটার দিকে ঘুম ভাঙল ব্যাপারীর। কিসের যেন অস্থিরতা অনুভব করছেন তিনি, হাঁসফাঁস লাগছে, দম নিতে কষ্ট হচ্ছে, সালেহা ঘুমাচ্ছে মরার মতো, তাকে ডেকে লাভ হবে না। নিজেই উঠে পাশের টেবিলে গ্লাসে রাখা পানিটা খেলেন। তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন বাইরে।

পূর্ণিমা নয় আজ, কিন্তু চাঁদের আলোয় চারদিক কেমন ঝকঝক করছে, গা কেমন ছমছম করে উঠলো ব্যাপারীর। যদিও ভূত বা এই জাতীয় কোন ব্যাপারে বিশ্বাস নেই তার। হেঁটে উঠোনে চলে এলেন তিনি। উল্টোদিকের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বুড়ো বাপের ঘরটার দিকে তাকালেন। দরজাটা কি খোলা? তাই তো মনে হচ্ছে। এতো রাতে লোকটা গেল কই?

ঘরটার দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। খালি। টিমটিম করে হারিকেনটা জ্বলছে শুধু। ঘরগুলো থেকে একটু দূরেই বাথরুম বানিয়েছেন তিনি, বুড়ো হয়তো সেখানেই গেছে। নুরুদ্দিন থাকলে চিন্তার কিছু ছিল না। সবসময় দেখাশোনা করতে পারতো। কিন্তু এখন, চিন্তায় পড়ে গেলেন তিনি। একটা লোক রাখতে হবে সার্বক্ষণিক, একা একা কোথাও পড়ে থাকলেও এখন দেখার কেউ নেই।

বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেলেন ব্যাপারী। কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। এখানেও নেই মনে হচ্ছে। সামনে গিয়ে খোঁজা দরকার।

হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা পথ চলে এসেছেন তিনি। এখন সামনে একটা খোলা মাঠ। ধান কাটা শেষ হয়েছে কিছুদিন আগে, এখন ছেলেমেয়েরা খেলাধুলা করে। বিশাল ফাঁকা মাঠটা চাঁদের আলোয় কেমন চকচক করছে। একটা অদ্ভুত সুর কানে এলো হঠাৎ। এরকম সুর আগে কখনো শোনেন নি ব্যাপারী। গায়ে কাটা দিয়ে উঠলো তার। বাঁশি বাজাচ্ছে কেউ? এটা কি বাঁশির সুর? নাকি বেহালার? বেহালারই মনে হচ্ছে। কিন্তু এই এলাকার কেউ বেহালা বাজাতে পারে বলে জানেন না তিনি। আর এরকম সুরে বাজানো তো রীতিমতো অসম্ভব। সুরটা একবার উপরে উঠছে চড়া হয়ে আবার নামছে, সবকিছু শান্ত করে দিচ্ছে নিজের শক্তিতে। ব্যাপারীর মনে হলো তিনি নিজেও যেন সম্মোহিত হয়ে যাচ্ছেন। কি একটা জাদুর মতো আছে সুরটায়। অপার্থিব একটা সুখে মনটা ভরে দিচ্ছে।

অনেক অনেক দূরে পাতলা করে একটা মানুষের অবয়ব দেখা যাচ্ছে এখন। লম্বা,ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়ানো, কাঁধে ভর দেয়া একটা বেহালা। দৌড়ে লোকটাকে দেখার ইচ্ছে হলো ব্যাপারীর। এই গ্রামের কেউ না এটা নিশ্চিত। কারো বাড়িতে কি বেড়াতে এসেছে শহর থেকে? হতেও পারে।

'এতো রাইতে এখানে কি করছ?' খসখসে গলার প্রশ্নটা শুনে চমকে গেলেন ব্যাপারী।

বুড়ো দাঁড়িয়ে আছে পেছনে। আব্দুল মজিদ ব্যাপারী। মুখে অদ্ভুত একটা হাসি ঝোলানো।

BanglaBook.org

* * *

সকাল দশটায় ঘুম ভাঙল রাশেদের। এতো বেলা পর্যন্ত ঘুমায় না কখনো সে। গতকাল রাতে শামীম ফেরেনি রুমে। হয়তো বাসায় ফিরে গেছে।

একবার জানানোর প্রয়োজনও বোধ করেনি ছেলেটা। আজব। এছাড়া সেই ট্রাভেল ব্যাগটাও নিয়ে যায় নি। পড়ে আছে খাটের তলায়। একটা বই নিয়ে পড়েছিল রাশেদ গতকাল রাতে। শেষ করতে করতে রাত তিনটা। তারই ফল দেরি করে ঘুম ভাঙ্গা।

তেমন কাজও নেই অবশ্য। ক্লাস আছে একটা বারোটায়। ইদানিং ক্লাস তেমন করতে ইচ্ছে করে না রাশেদের। লিলিও নেই। অন্যান্য ক্লাসমেটদের সাথে কেন জানি হৃদ্যতা গড়ে উঠেনি তার কি এক বিচিত্র কারনে। পুরো ভার্সিটিতে তাই তার কাছের লোক দুজনই, একজন শামীম, অন্যজন লিলি।

মোবাইল ফোনটা বেজে উঠলো এই সময়। লিলির নাম্বার ভেসে উঠেছে স্ক্রিনে।

'হ্যালো,' বলল রাশেদ।

'এখন ঘুম থেকে উঠলে তুমি?' ওপাশ থেকে মিষ্টি একটা কণ্ঠ শোনা গেল, লিলির কণ্ঠ। অনেকদিন পর খুব ভালো লাগতে লাগল রাশেদের। আয়নার দিকে তাকাল সে, মোবাইলটা হাতে নিয়ে, কেমন বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে। সেভ নেই গত কয়েকদিন ধরে, চোখের নিচেও কালো দাগ পড়ে গেছে।

'তুমি কোথায়?' জিজ্ঞেস করল রাশেদ।

'ক্যাম্পাসে, তাড়াতাড়ি এসো, রাখলাম।'

তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিলো রাশেদ। অনেকদিন পর প্রিয় মানুষের সাথে দেখা হবে, মনের মধ্যে ইদানীং কেমন একটা টেনশন কাজ করছিল নিজের অজান্তেই, লিলির ফোন পাওয়ার পর থেকে মনে হচ্ছে সব কিছু ঠিক হয়ে গেছে। টেনশনের কিছুই নেই।

কিন্তু অনেক বাজে কিছুই হয়তো অপেক্ষা করছে রাশেদের সামনে।

* * *

লিলির সাথে দেখা হয়ে গেল কলাভবনের সামনে। চোখাচোখি হতেই রাশেদের দিকে এগিয়ে এলো মেয়েটা।

'কেমন আছো, রাশেদ?' জিজ্ঞেস করল লিলি।

'ভালো।'

'এই হাল কেন চেহারার?'

'কি হাল?'

'মনে হচ্ছে রাতের পর রাত ঘুমাও না, খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছো নাকি?'

'না তো, খাচ্ছি, ঘুমাচ্ছি, তুমি কোথায় ছিলে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ব্যাংকক গিয়েছিলাম বেড়াতে।'

'এতো দিন?'

'এতো দিন কোথায়? পনেরো দিন কি খুব বেশি?'

উত্তর খুঁজে পেল না রাশেদ। পনেরো দিন হয়তো আসলেই খুব বেশি সময় না। যাই হোক, ক্লাস শুরু হবার সময় হয়ে গেছে।

'চলো, ক্লাসটা করে আসি,' রাশেদ বলল।

'না, আজ আমরা ঘুরবো।'

'কোথায় ঘুরবো?'

'যেখানে খুশি।'

হাসল রাশেদ। ক্লাস করতে এমনিতেও ইচ্ছে করে না তার। ঘুরে বেড়ানো যায়। অনেকদিন বাইরে বেড়ানো হয় না। লিলির ড্রাইভারকে বসিয়ে রেখে ওরা একটা রিক্সা নিয়ে নিলো, সারাদিন ঘুরবে পুরো ঢাকা শহর।

* * *

গাড়ি নিয়ে রিক্সাকে ফলো করা আসলেই জটিল একটা কাজ। দু'একদিন আগেই কাজটা করতে হয়েছে, এখন আবার। বিরক্তিতে থুথু ফেলল লোকটা। মেজাজটা খিঁচড়ে গেছে তার। যতো হুজ্জোত পোহাতে হচ্ছে তাকে। বস তো হুকুম দিয়েই খালাস। সব সর্বনাশের মূল ঐ ছোঁড়া। শামীম। এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে বদমায়েসি করার ঠেলা। জন্মের শিক্ষা হয়ে গেছে, যদিও সেই শিক্ষা কোন কাজে লাগবে না তার।

বেইলি রোডের একটা ফাস্টফুডের দোকানের সামনে থেমেছে রিক্সাটা। গাড়িটা একটু দূরত্বে পার্ক করলো লোকটা। এই ছেলেটাকে ফলো করার কোন মানে আছে? কি আছে ওর কাছে? শামীমের কাছ থেকে সব উদ্ধার করা যায় নি? কে জানে? এতোদূর জানার অধিকার নেই তার। তার কাজ হচ্ছে শুধু ফলো করা। ব্যস।

ক্ষুধা পেয়েছে খুব। কিন্তু খাওয়ার উপায় নেই। কোনমতে পিছু ছাড়া করা যাবে না। যদিও ওর থাকার জায়গাটা ভালো করে চেনা আছে। এতো রোমান্টিক একটা ছেলে! প্রেমিকা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কি আনন্দময় এর জীবন! কিন্তু ওর কাছে যদি কিছু থেকে থাকে, তাহলে জীবনটা বিষময় করে তুলতে একটুও দেরি করবে না তার বস। বের হয়েছে ওরা। হাস্যোজ্জ্বল দুটি মুখ। গাড়ি স্টার্ট দিল লোকটা। কোথায় কোথায় যে ঘুরতে হয় কে জানে?

* * *

www.BanglaBook.org

রাত এগারোটায় হলে ফিরে এলো রাশেদ। এই সময়টায়ও চঞ্চল থাকে হলটা। ছেলেরা আসছে, যাচ্ছে। অনেকে টিভি রুমের উদ্দেশ্যে, অনেকে রিডিং রুমের দিকে। কিছু ছেলের দল হলের সামনের মাঠটায় একসাথে গোল হয়ে বসে- গল্প করছে। কিছু ছেলে আবার আড্ডা দিচ্ছে চায়ের দোকানের সামনে। হঠাৎ দেখলে খুব সুখি মনে হয় সবাইকে। কেমন নিশ্চিন্ত, নিরাপদ জীবন। কিন্তু এটা শুধু বাইরে থেকে দেখা। হলে সাধারন ছাত্রদের জীবনটা কখনোই খুব নিশ্চিন্ত নয়, নিরাপদ তো নয়ই।

লিলি চলে গেছে সেই বিকেল বেলায়। তারপর কিছুক্ষন সময় লাইব্রেরিতে কাটিয়ে, খাওয়া-দাওয়া সেরে ফিরল সে। সারাদিন কম করেও পঞ্চাশ বার চেষ্টা করেছে শামীমের মোবাইলে কল করার। কিন্তু বন্ধ। ছেলেটার আচরন একেবারেই রহস্যময় মনে হচ্ছে। ঘরে ওর ট্রাভেল ব্যাগটা পড়ে রয়েছে। থাক পড়ে, বিড়বিড় করল রাশেদ। ওর যখন দরকার পড়বে তখন এসে নিয়ে যাবে।

সারাদিন যদিও লিলির সাথে থেকেছে, কিন্তু অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি তাড়া করে ফিরেছে তাকে। যেন কেউ অনুসরন করছে তাকে। দূর থেকে। যদিও তেমন কিছু চোখে পড়েনি। কিন্তু অস্বস্তিকর অনুভূতিটা যায় নি। এমনকি এই রাত এগারোটার সময় নিজের রুমে বসেও মনে হচ্ছে কেউ যেন দেখছে তাকে। দরজার বাইরে হাঁটাহাঁটি করছে কেউ। কিংবা জানালা দিয়ে নিচে তাকালে দেখা যাবে কেউ একজন তাকিয়ে আছে তার রুমটার দিকেই। গতরাতে ঠিক মতো ঘুম হয় নি। আজো হবে বলে মনে হচ্ছে না। বিছানায় শুয়ে গা এলিয়ে দিল রাশেদ। ক্লান্ত লাগছে। অনেকদিন পর ঘোরাঘুরিটা একটু বেশি হয়ে গেছে। একটা সিগারেট ধরালো সে। নিকোটিন কি টেনশন কে সরিয়ে রাখবে কিছুক্ষনের জন্য? মনে হচ্ছে না। টেনশনটা আরো বাড়ছে।

চোখ বুজে আসছে ঘুমে। এমনটা হবার কথা নয়। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় রাশেদ দেখলো রুমের ষাট ওয়াটের বাতিটার আলো কেমন নিভে যাচ্ছে, আবার বেড়ে যাচ্ছে। ভোল্টেজে সমস্যা? হতে পারে। জানালাটা খোলা। প্রবল বেগে বাতাস ঢুকছে রুমটাতে। টলতে টলতে কোনমতে উঠে জানালাটা বন্ধ করে দিলো সে। বাতিটা এখনও সেরকম জ্বলছে নিভছে। এরকম কখনো দেখে নি রাশেদ। কারেন্ট চলে গেলে যাক না। বিরক্ত লাগছে তার। ঘুম চলে আসছে। আজব। একটু আগেও ভাবছিল ঘুম না আসলে কোন বইটা পড়বে সে। নেশা নেশা লাগছে। যদিও আজই সবচেয়ে কম সিগারেট টানা হয়েছে তার, ব্যাপারটা আর কিছু নয়, লিলির সাথে থাকার ফল।

গাঢ় ঘুমে তলিয়ে যাবার আগে একটা কণ্ঠস্বর কানে কানে কিছু বলে গেল তার, 'ব্যাগটা সাবধানে রাখিস, দোস্ত।'

কণ্ঠটা শামীমের।

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৪

সময়টা ১৭৮৮, প্যারিস, ফ্রান্স। রোববার সকাল। কাউন্টেস ডি আইমের তৈরি হচ্ছিলেন বাইরে যাবার জন্য। রানী হয়তো অপেক্ষা করছেন তার জন্য। এইসময় গৃহভৃত্য এসে জানালো এক ভদ্রলোক এসেছেন দেখা করতে। কথা বলে নষ্ট করার মতো সময় নেই এখন, কিন্তু চলে আসা অতিথিকে ফেরত পাঠাতেও ইচ্ছে করলো না কাউন্টেসের।

বসার ঘরটাতে ঢুকেই চমকে গেলেন কাউন্টেস। কে বসে আছে ওখানে? খুবই পরিচিত মুখ। অনেক অনেক বার দেখা হয়েছে লোকটার সাথে। কাউন্ট দ্য সেইন্ট জারমেইন। শেষ দেখা হয়েছিল প্রায় চৌদ্দ বছর আগে। রাজা পঞ্চদশ লুই মারা গেলেন যে বছরটায়। এতোদিন কোথায় ছিল লোকটা? আর চেহারার কোন পরিবর্তন নেই কেন? বসার ঘরে সাজানো আয়নাটার দিকে এক নজর তাকিয়ে নিলেন কাউন্টেস। এই চৌদ্দ বছরে তার চুলে প্রায় পাক ধরে গেছে অথচ এই লোকটার বয়স তখন ছিল পয়তাল্লিশের মতো, এখন দেখে মনে হচ্ছে একদিনও বয়স বাড়ে নি ওঁর।

'শুভ সকাল, মাদমোয়াজেল,' উঠে দাঁড়িয়ে কাউন্টেসকে সম্ভাষন জানালেন ভদ্রলোক।

'আপনাকেও,' বলে উল্টোদিকের সোফায় বসলেন কাউন্টেস।

'এই সকালে এসে বিরক্ত করার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী আমি, কিন্তু ব্যাপারটা এতোই জরুরি, না এসে থাকতে পারি নি,' ভদ্রলোক বললেন মার্জিত সুরে।

কাউন্টেস তাকিয়ে আছেন লোকটার দিকে। বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি এখনো। এতো সজীব, এতো প্রানবন্ত চেহারা! চোখ দু'টো যেন জ্বলজ্বল করছে। কেমন একটা সম্মোহন আছে যেন ওখানে, তাকিয়ে থাকতেই ইচ্ছে করে।

'আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, আপনি ঠিক আগের মতোই আছেন, কাউন্ট,' কাউন্টেস বললেন, মুখে একটু হাসি নিয়ে, যাতে লোকটা আবার কিছু মনে না করে বসে।

'আমি রানীর সাথে দেখা করতে চাই, আগেও আমাদের দেখা হয়েছে, কিন্তু এবার আমি আপনার মাধ্যমে তার সাথে দেখা করতে চাই, সরাসরি দেখা করা হয়তো নিরাপদ হবে না আমার জন্য,' কাউন্টেসের কথা এড়িয়ে গেলেন সেইন্ট জারমেইন।

'কিন্তু দরকারটা কি সেটা আমাকে জানতে হবে, আমি যদি মনে করি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সত্যিকারের কারন রয়েছে তাহলে অবশ্যই আপনার সাথে রানীর দেখা হবে,' কাউন্টেস বললেন।

সেইন্ট জারমেইন ভাবছেন। সময় নিচ্ছেন সিদ্ধান্ত নেবার জন্য।

'আপনার জন্য চায়ের কথা বলি,' কাউন্টেস বললেন।

'ধন্যবাদ, আমি চা খেয়ে এসেছি,' মৃদু স্বরে বললেন সেইন্ট জারমেইন।

লোকটাকে চিন্তা করার সময় দিলেন কাউন্টেস। নিজেও ভাবার চেষ্টা করলেন আসলে কি কারনে আসতে পারে লোকটা। পঞ্চদশ লুইয়ের খুব ঘনিষ্ট এবং প্রিয় মানুষ ছিলেন সেইন্ট জারমেইন। বিশাল বড় একটা প্রাসাদ উপহার দিয়েছিলেন লুই, তাকে। নানাধরনের রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে নাকি গবেষনা করা হতো সেই প্রাসাদের ভেতরের একটা আলাদা অংশে। যেখানে একমাত্র রাজা ছাড়া বাকি সবার প্রবেশ নিষেধ ছিল।

'আপনাকে বললে ক্ষতি নেই, কারন রাজতন্ত্রের বিশ্বস্ত এবং যোগ্য কর্মচারী আপনি, পরিস্থিতির গুরুত্ব নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারবেন,' খুব ধীর গতিতে কথাগুলো বললেন সেইন্ট জারমেইন।

'আপনি বলুন এবং নিশ্চিত থাকুন।'

'রাজতন্ত্র চরম বিপর্যয়ের মুখে আছে, বিশাল এক বিপ্লবের সম্ভাবনা কড়া নাড়ছে দরজায়। এখনই সাবধান হতে হবে রাজাকে, বিপ্লব শুরু হবার আগেই থামিয়ে দিতে হবে একে,' কাউন্টেসের মুখের দিকে তাকালেন সেইন্ট জারমেইন কথাগুলো বলে, প্রতিক্রিয়া দেখার জন্যই হয়তো।

'এই বিপ্লব মারাত্মক আকার ধারন করবে যদি আগেই দমন করা না হয়, পুরো ফ্রান্স এবং ইউরোপ এই ঝুঁকির মুখে আছে। একমাত্র মহামান্য রাজাই পারেন সব ঠিক করে ফেলতে।'

'আপনি কি নিশ্চিত?' কম্পিত কণ্ঠে বললেন কাউন্টেস।

'আমি নিশ্চিত।'

'ঠিক আছে, আজ আমি রানীর কাছে খবরটা জানাবো।'

'আমি মহামান্য রানীর সাথে দেখা করতে চাই।'

'ওহ, আচ্ছা, ঠিক আছে, কাল সকালে আপনি চলে আসবেন রাজপ্রাসাদে, আমি দেখা করার ব্যবস্থা করে দেবো।'

'অনেক ধন্যবাদ,' উঠে দাঁড়িয়ে বললেন সেইন্ট জারমেইন, লক্ষ্য করলেন কাউন্টেস লোকটার আসলেই কোন পরিবর্তন হয় নি, ঠিক আগের মতো পিঠ সোজা করে দাঁড়ায় লোকটা, বয়সের কোন ছাপই নেই।

'কাল দেখা হচ্ছে,' আবার বললেন সেইন্ট জারমেইন। একটু নিচু হয়ে সম্মান জানিয়ে সোজা বেরিয়ে গেলেন বাইরে।

কাউন্টেস তাকিয়ে রইলেন লোকটার গমন পথের দিকে। তারপর নিজের

www.BanglaBook.org

অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। মানুষ মাত্রই কি মরনশীল!

পরদিন সকালেই হাজির কাউন্ট। পরিপাটি করে সেজে এসেছেন। অবশ্য এমনিতেও তার রুচির প্রশংসা পুরো ইউরোপ জুড়ে। প্রতিবার নিত্যনতুন জুতো পড়েন তিনি এবং দামি সব পাথর লাগানো থাকে সেই জুতোগুলোয়। পাথরগুলোর মধ্যে হীরেই বেশি।

কাউন্টেস আগেই তৈরি ছিলেন। রানীকেও বলা আছে সব। উনি দেখা করার জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন লোকটার সাথে। বাইরে চারঘোড়ায় টানা জুড়ি গাড়ি তৈরি। কাউন্টেস বেরিয়ে এলেন বাইরে। আরো একটা জুড়িগাড়ি দাঁড় করানো আছে। কাউন্ট হয়তো সাথে করেই নিয়ে এসেছেন। দামি সব উপাদান ব্যবহার করে বানানো হয়েছে জুড়িগাড়িটা। মনে মনে লোকটার রুচির প্রশংসা না করে পারলেন না কাউন্টেস।

রাজপ্রাসাদের ভেতরের অংশে রানী থাকেন। সেইন্ট জারমেইন গাড়ি থেকে নামলেন ধীরেসুস্থে, চারদিকে তাকালেন। যেন কারো চোখে পড়তে চাচ্ছেন না, ব্যাপারটা দৃষ্টি এড়াল না কাউন্টেসের। ভেতরে ঢুকে পড়লেন তিনি। কাউন্টকে ইশারা করলেন অনুসরন করার জন্য।

বেশ কিছু বারান্দা এবং করিডোর পার হয়ে বড় একটা হলরুমে চলে এলেন দুজন। রানীর এলাকা এটা। অতিথি এলে এখানেই বসার ব্যবস্থা করা হয়। যদিও রানীর সামনে বসার অনুমতি নেই কারো।

রানীকে খবর দিতে হলো না। বড় একটা সিংহাসনের মতো চেয়ারে বসে আছেন তিনি।

'অভিবাদন, মহামান্য রানী,' মাথা ঝুঁকিয়ে বললেন সেইন্ট জারমেইন।

'কোন বিশেষ কাজে আমার সাথে দেখা করতে চান বলে শুনলাম,' রানী বললেন।

'আপনি হয়তো জানেন আমি ফ্রান্স রাজতন্ত্রের একজন অনুগত সেবক, মহামান্য রাজা পঞ্চদশ লুই আমাকে বিশেষ স্নেহ করতেন,' মৃদু অথচ দৃঢ় স্বরে বললেন সেইন্ট জারমেইন।

'এখনো ফ্রান্সে আপনাকে সেই একই মর্যাদা দেয়া হবে। আপনি কি আবার ফ্রান্সে স্থায়ী হবেন?'

'হয়তো এই শতকে না। আমি বিশেষ একটা বার্তা দিতে চাচ্ছিলাম আপনাদের, দয়া করে জিজ্ঞেস করবেন না এই বার্তার ভিত্তি কি–' বলে একটু থামলেন সেইন্ট জারমেইন, তাকালেন চারদিকে, পুরো হলরুমটায় আর কেউ নেই, কাউন্টেস অবশ্য আছে, কিন্তু তার উপর চোখ বন্ধ করেই বিশ্বাস করা যায়।

'–একটা বিপ্লব সমাগত, সেই বিপ্লবে এমনকি রাজতন্ত্রের ভিত টলে

www.BanglaBook.org

যেতে পারে, কাজেই বিপ্লব হওয়ার আগেই রাজা ষোড়শ লুই যদি উপযুক্ত ব্যবস্থা নেন, তাহলে হয়তো এই বিপ্লব এড়ানো সম্ভব ।'

'বিপ্লব করবে কারা?'

'সাধারন জনগন, তাদের সাথে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ও হয়তো যোগ দেবে, সবার আক্রমনের শিকার হতে হবে রাজতন্ত্রে অনুগত এবং সমাজের উচ্চশ্রেনীর লোকদের। শুরুতে রাজপরিবারের গুরুত্বপুর্ন কেউ থাকবে এর পেছনে, পরবর্তীতে তাকেও ছাড় দেবে না দুষ্কৃতিকারীরা ।'

'আপনার এই ধারনা ভিত্তি কি?'

'মহামান্য রানী, শুরুতেই বলেছি এর পক্ষে কোন বাস্তব প্রমান দেয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে, কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করে প্রতারিত হয় নি কেউ ।'

'কিন্তু মহামান্য রাজা যথেষ্ট যুক্তি-প্রমান ছাড়া আপনার এই ধারনায় বিশ্বাস করবেন না ।'

'আপনি যদি আমাকে মহামান্য রাজার সামনে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেন, তাহলে হয়তো তাকে বোঝাতে পারবো ব্যাপারটার গুরুত্ব ।'

'ঠিক আছে, আমি দেখছি কি করা যায় ।'

'আপনার অশেষ কৃপা ।' মাথা নিচু করে বললেন সেইন্ট জারমেইন ।

সেদিন চলে এসেছিলেন সেইন্ট জারমেইন, রাজার সাথে দেখা করেছিলেন তার পরদিনই। কিন্তু রাজাকে ঘটনার গুরুত্ব এবং ভয়াবহতা বোঝাতে সক্ষম হন নি তিনি, এছাড়া রাজার অনুগত কিছু মোসাহেব সেইন্ট জারমেইনের এই ধারনা ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেন। এমনকি পুলিশ লাগিয়ে দেয়া হয় তার পেছনে, বন্দী করার আদেশ দেন রাজার মন্ত্রীদের একজন। ব্যথিত মনে প্যারিস ত্যাগ করেন তিনি। জুলাই ১৪, ১৭৮৯-এ একটা চিঠি পাঠান তিনি রানীকে, তার ভাষা ছিল, 'আমার কথায় আপনারা কর্নপাত করেন নি এবং সেই সময় এসে গেছে। আপনার চারদিকের সব বন্ধু এবং বাকি সবাই এগিয়ে চলেছে নির্মম মৃত্যুর দিকে ।'

এরপর একটি বিদায়ী চিঠি পাঠান তিনি কাউন্টেসকে উদ্দেশ্য করে, সেখানে লিখেছিলেন, 'সব শেষ, কাউন্টেস। এই রাজতন্ত্রের আলো নিভে যেতে বসেছে। আমার কথায় বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দেয়া হয় নি। এখন সেই সময়ও নেই। কিছু করার নেই এখন। হাত-পা বাঁধা আমার ।'

তার কিছুদিন পরই শুরু হয় বিখ্যাত ফরাসি বিপ্লব। প্রান হারান রাজা ষোড়শ লুই এবং রানী মেরি। গিলোটিনে শিরোচ্ছেদ করা হয় তাদের। ষোল থেকে চল্লিশ হাজার মানুষকে মৃত্যুর সম্মুক্ষীন করা হয় এই বিপ্লবকালীন সময়ে। এরপরই উত্থান ঘটে এক মহানায়কের। তিনি নেপোলিয়ন বোনাপার্ট।

www.BanglaBook.org

* * *

বাংলাদেশে অনেক গরম, কথাটা জানতেন ডঃ কারসন, নিকোলাস কারসন, মা রাশিয়ান, বাবা ব্রিটিশ। বেড়ে উঠা লন্ডনে, পড়াশোনা হার্ভার্ডে। এখন পুরোদস্তুর গবেষক, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তার গবেষনা কাজে টাকা যোগায় হার্ভার্ড অথবা ব্রিটিশ সরকার। খোঁড়াখুঁড়িতে ওস্তাদ লোক তিনি। এশিয়া মহাদেশের এমন কোন দেশ নেই ঘুরে বেড়ান নি। বাংলাদেশে এর আগে একবার এসেছিলেন, সেটা অনেক আগের কথা। এখন অনেক বদলে গেছে সবকিছু। তিনিও এখন আর তরুন নেই। বয়স ষাট ছুঁই ছুঁই করছে।

এবার বাংলাদেশ সরকারের পুরাকীর্তি সংরক্ষন বিভাগের বিশেষ আমন্ত্রনে এসেছেন তিনি। ঘুরে বেড়াবেন বেশ কিছু প্রাচীন স্থানে। কিভাবে স্থাপত্যগুলোকে ক্ষতি না করে সংরক্ষন করা যায় সে ব্যাপারে হাতে-কলমে প্রশিক্ষন দেবেন তিনি।

মে মাসের ঝাঁঝাঁ রোদে পুরো শহর যেন পুড়ে যাচ্ছে। বয়স্ক একজন ড্রাইভার গাড়ি চালাচ্ছে। ড্রাইভারের পাশে বসে আছেন অধ্যাপক ডঃ কামাল আরেফিন। পেছনের সিটে পাশাপাশি বসে আছেন ডঃ শাখাওয়াত আলী এবং ডঃ কারসন। দুজনই তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। এখন সরকারী প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। এর মধ্যে ডঃ শাখাওয়াত আলীর বয়স পঞ্চান্ন-ছাপান্ন এবং ডঃ কামাল আরেফিনের বয়স পয়তাল্লিশ হবে, ধারনা করলেন ডঃ কারসন।

'আমরা কি বগুড়া যাচ্ছি?' জিজ্ঞেস করলেন ডঃ কারসন।

'হ্যা, প্রথমে বগুড়ায়, সেখানে তিনদিন থাকার পর যাবো রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর।' উত্তর দিলেন ডঃ শাখাওয়াত।

'হ্যা,' ডঃ কারসন সম্মতি জানালেন।

'ডঃ কারসন, একটা প্রশ্ন করবো, কিছু মনে যদি না করেন,' খুব দ্বিধা নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ডঃ কামাল আরেফিন।

'প্লিজ, সংকোচ করবেন না,' ডঃ কারসন বললেন হেসে।

'এশিয়ার সব দেশেই তো গিয়েছেন আপনি, এর মধ্যে সবচেয়ে রহস্যময় লেগেছে কোন দেশটা?' সময় নিয়ে আস্তে আস্তে বললেন ডঃ কামাল আরেফিন, অনেকটা সাংবাদিক স্টাইলে।

'সত্যি কথাই বলবো, ইন্ডিয়া এবং তিব্বত সবচেয়ে রহস্যময় জায়গা বলে মনে হয়েছে আমার।' ডঃ কারসন বললেন, তাকালেন দুজনের দিকে।

'তিব্বত আপনার খুব প্রিয়, কোথায় যেন সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন আপনি, সেখানে বলেছিলেন শেষ জীবনটা তিব্বতে কাটাতে চান।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'অনেক আগে কোন এক জায়গায় বলেছিলাম, এখনো একই কথা বলবো, তিব্বত হচ্ছে চমৎকার একটা রেস্টিং প্লেস। বাইরের পৃথিবীর সাথে সম্পর্ক এখনো অনেক কম দেশটার। এছাড়াও হিমালয়ের ঐ অঞ্চলটা অনেক রহস্যময়। সভ্য সমাজের সাথে সম্পর্ক ছাড়াই দিনের পর দিন কাটিয়েছে ওখানকার মানুষ।'

'হ্যা, তিব্বত সম্পর্কে আমরাও খুব কম জানি।' বললেন ডঃ শাখাওয়াত।

'এই অঞ্চল থেকে অতীশ দিপংকর গিয়েছিলেন তিব্বতে, ১০৪১ সালের দিকে, তখন সেখানে তাকে রাজকীয় সম্বর্ধনা দেয়া হয়, তিনি মারাও যান সেখানে।' ডঃ কামাল আরেফিন বললেন।

ডঃ কামাল আরেফিনের দিকে তাকালেন ডঃ শাখাওয়াত, যেন বলতে চাইলেন এতো কথা বলতে বলেছে কে তোমাকে।

'অতীশ দিপংকর সম্পর্কে জানি আমি,' ডঃ কারসন বললেন, 'বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারে তার ব্যপক ভূমিকা ছিল। তিব্বতীরা গৌতম বুদ্ধের পরই তাকে সম্মান করতো, এতোটাই সম্মানিত ছিলেন তিনি।'

'বাংলাদেশেও বৌদ্ধ ধর্ম ব্যপক প্রসার লাভ করেছিল একসময়। আমাদের বিভিন্ন পুরাকীর্তিতে তার নিদর্শন দেখতে পাবেন আপনি।' ডঃ শাখাওয়াত বললেন।

'আমরা তো মহাস্থানগড় যাচ্ছি এখন, তাই না?' জিজ্ঞেস করলেন ডঃ কারসন, প্রসংগ পরিবর্তন করতে চাচ্ছেন তিনি।

'প্রথমে বগুড়া শহরে ঢুকবো, রাতটা সেখানে কাটিয়ে পরেরদিন সকালে চলে যাবো স্পটে।'

'কি দরকার, সরাসরি চলে গেলেই তো পারি,' ডঃ কারসন বললেন।

'একটু রেস্ট নেয়া দরকার আপনার, গতকাল রাতেই তো এলেন, একটু বিশ্রাম না নিলে কি হয়।'

'ঠিক আছে, আপনারা যা ভালো বোঝেন।' ডঃ কারসন বললেন, একটু বিরক্ত হয়েছেন তিনি, উপমহাদেশের মানুষদের এ ব্যাপারটা পছন্দ হয় না তার, কোন কিছু তাড়াতাড়ি করতে চায় না, ধীরে সুস্থে, সময় নিয়ে করতে চায়, সময়ের মূল্য অনেক কম এদের কাছে।

ল্যাপটপটা বের করলেন একটা ব্যাগ থেকে। সবসময়ই ইন্টারনেট সংযোগ রাখেন। এখন আর কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। ল্যাপটপে ব্যস্ত হয়ে গেলেন তিনি অনেকটা দুই ডক্টরের হাত থেকে বাঁচার জন্যই যেন।

* * *

www.BanglaBook.org

সকালে ঘুম ভাঙতেই ধড়মড় করে উঠে বসলো রাশেদ। কখন ঘুমিয়েছে রাতে সে? কয়টা বাজে এখন? জামা-কাপড় না খুলেই শুয়ে পড়েছিল সে। হাত-ঘড়িটার দিকে তাকাল। সাড়ে সাতটা বাজে মাত্র। এখন কি করা যায়, আবার ঘুমাবে নাকি নাস্তা করে নেবে, চিন্তা করতে লাগল। কাজ নেই কোন, আরো কিছুক্ষন ঘুমিয়ে নিলেই অসুবিধা কি।

বালিশে আবার মাথা ঠেকাল রাশেদ। কি যেন একটা সমস্যা তৈরি হচ্ছে চারদিকে। চোখ বন্ধ করে ভাবার চেষ্টা করল সে। এমন একটা কিছু ঘটছে যা হয়তো কারো কল্পনাতেই নেই। খুব সাদাসিদে জীবনযাপন করে অভ্যস্ত সে। একটু এদিক-সেদিক হলেই কেমন অস্থির লাগে। কিন্তু এই অস্থিরতা, এই ভয় কি নিয়ে, জানে না রাশেদ। শামীমের ব্যাপারটা ছাড়া কোন খাপছাড়া ঘটনা ঘটে নি এখনো। ছেলেটা কোথায় কে জানে। টেবিলের উপর থেকে মোবাইলটা নিয়ে শামীমের নাম্বারে কয়েকবার চেষ্টা করল রাশেদ। মোবাইল সুইচড অফ। বিরক্ত লাগছে তার। মোবাইল যদি বন্ধই থাকে সবসময় তাহলে সেই জিনিস নিয়ে ঘুরে বেড়ানো কেন? নাকি কোন সমস্যায় পড়েছে ছেলেটা? এতো চিন্তিত দেখিয়েছে কিছুদিন, হয়তো আসলেই কোন সমস্যায় আছে, যা বলতে পারছে না কাউকে। এরপর ওর সাথে দেখা হলে যে করেই হোক জানতে হবে সমস্যাটা কি।

বহুদিন বাবার সাথে কথা হয় না। বাবার সাথে শুধু টাকার সম্পর্ক। মাসের টাকা যেদিন পাঠান তিনি সেদিনই কথা হয় শুধু।

দু'বার রিঙ হতেই ধরলেন বাবা।

'স্লামালেকুম, বাবা, কেমন আছেন?'

'ভালো,' খুব গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর এলো ওপাশ থেকে। ঘুমজড়ানো।

'আপনি ঘুমাচ্ছেন, আমি তাহলে পরে কল করি?'

'না, কি বলবা বলো।'

'এমনিই কল করলাম, আপনার সাথে কথা হয় না কতোদিন।'

ওপাশ থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। সব চুপচাপ।

'আছেন আপনি?' খুব নরম গলায় বলল রাশেদ।

'তুমি বাড়ি আসো, তোমার সাথে অনেক কথা আছে।'

'কি কথা?'

'সাক্ষাতে বলবো, আর শোনো, ফোন রাখছি এখন, আমার ঘুম দরকার, তুমি যতো তাড়াতাড়ি পারো আসো, ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে,' বলল রাশেদ।

মোবাইলটা বিছানার উপর ফেলল রাশেদ। ঘুম আসবে না এখন।

BanglaBook.org

শামীমের কথা মাথায় আসছে। ও কি বাসায় চলে গেল? অসুস্থ কোন কারনে? একবার একটা ফোন করলেই চিন্তামুক্ত হওয়া যায়। ওদের বাসার টেলিফোন নাম্বার আছে মোবাইলে। কিন্তু এতো সকালে ফোন করা ঠিক হবে না। বিরক্ত হতে পারে বাসার লোকজন।

নিচে নেমে নাস্তা করে নিল রাশেদ। তারপর পত্রিকা পড়ার জন্য পেপার রুমে ঢুকলো।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৫

কালো অন্ধকার একটা রুমে গোল হয়ে বসেছে পাঁচজন লোক। পরনে কালো আলখেল্লা। মোমবাতি জ্বালানো হয়েছে শুধু, অনেকটা স্টার প্রতীকের মতো করে। সেই আলোতেই যতোটুকু দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে কোন একটা গভীর আলোচনায় ব্যস্ত তারা।

'আমাদের কাজ এখনো শেষ হয় নি,' বলে উঠলো পাঁচজনের একজন, গম্ভীর কণ্ঠস্বর তার, বোঝা যাচ্ছে এই ছোট দলটার নেতা তিনি, 'সংখ্যায় কমে গেলাম আমরা। কিন্তু তাতে কোন ক্ষতি হয় নি, আমাদের চাই নিবেদিতপ্রান আত্মা, বেইমান নয়। বেইমানীর শাস্তি কি, দেখেছেন তো সবাই?'

'মৃত্যু,' বাকি চারজন বলল একসাথে।

'লুসিফারের শপথ নিয়েছি আমরা, আমাদের রক্ত এখন কালো রক্ত, আমাদের আত্মা এখন কালো আত্মা, ষষ্ঠজন নেই আমাদের সাথে, লুসিফার তার কল্যান করবে এখন, কিন্তু আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি আমরা, তাই না?'

'পালন করেছি,' বাকি চারজন বলল একসাথে।

'না, পালন করি নি আমরা,' গর্জে উঠল লোকটা। 'আমাদের জিনিস এখনো আমাদের হাতে আসে নি। মহামূল্যবান সেই বই, হাজার বছরের গুপ্তবিদ্যার আধার, এখনো আমাদের হাতে নেই। কেন?'

'আমরা উদ্ধার করবো,' বলল সবাই।

'হ্যা, খুঁজে বের করুন, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব। প্রয়োজনে রক্ত দিয়ে হলেও, রক্ত ঝড়িয়ে হলেও সেই বইটা আমাদের চাই।'

'মহান লুসিফার, শক্তি দিন আমাদের,' সমস্বরে বলল সবাই।

বিড়বিড় করে প্রাচীন কিছু মন্ত্র আওড়ালেন দলনেতা। বাকি সবাই যোগ দিলো তাতে। পুরো ঘরটায় আবহাওয়া যেন শীতল হয়ে পড়েছে। মোমবাতির আলোগুলো কাঁপছে অল্প অল্প করে।

চারজনের একজন উঠে গেল। সবার সামনে একধরনের পাত্র রাখল সে, দেখলেই বোঝা যাবে জিনিসগুলো প্রাচীন। হাজার বছরের কম হবে না এগুলোর বয়স। কালো একটা মোরগ নিয়ে এলো এরপর। বেশ হৃষ্টপুষ্ট। হাঁটু গেড়ে বসে একটানে মাথাটা ছিঁড়ে ফেলল সে মোরগের। গলগল করে রক্ত বের হচ্ছে। তাজা সেই রক্ত পাত্রগুলোতে ঢেলে দিল সে।

'মহান লুসিফারের নামে,' বলে পাঁচজন পাত্রগুলো তুলে নিলো হাতে।

www.BanglaBook.org

তারপর একনিঃশ্বাসে গিলে ফেলল রক্ত।

'আমাদের আরো সংগঠিত হতে হবে, সংখ্যায় আরো বাড়তে হবে, তাহলেই লুসিফার তুষ্ট হবেন,' দলনেতা বললেন সবাইকে উদ্দেশ্য করে, এই মুহূর্তে ভয়ংকর দেখাচ্ছে তাকে, ঠোটের কোনে লাল রক্ত লেগে আছে কিছুটা।

'আপনি আমাদের পথ দেখিয়ে দেবেন,' বাকি চারজন বলল একসাথে।

'এমন লোক প্রয়োজন আমার যারা হতাশাগ্রস্ত, বিশ্বাস হারিয়েছে সমাজে, রাষ্ট্রে এবং ধর্মে, তাদের দরকার যারা আমাদের অস্ত্র হতে পারবে, লুসিফারের চেতনা ছড়িয়ে দিতে পারবে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে।'

'কিভাবে তেমন মানুষ খুঁজে বের করবো আমরা?' প্রশ্ন করল একজন।

'তোমাকে যেভাবে খুঁজে বের করেছিলাম আমি, মনে পড়ে?'

'আমি ধন্য হয়েছি লুসিফারের ছায়ায় আসতে পেরে।'

'কিন্তু বিপথগামী হওয়া চলবে না, তার শাস্তি সবাই দেখেছে, আগামীকাল পুরো দেশ দেখবে।'

কেউ কোন কথা বলল না। এই রুমটার পাশের রুমেই পড়ে আছে একটা লাশ। নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে। লুসিফারের সীমানার বাইরে যাবার অপচেষ্টা করেছিল সে। শাস্তিও পেয়েছে। পুরো নিয়ম মেনে খুন করা হয়েছে ছেলেটাকে। লুসিফারকে খুশি করার জন্য যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠান মেনে শেষ করা হয়েছে কাজটা। বুড়িগঙ্গায় লাশটা ফেলে আসা হবে একটু পর। দেহটা যাবে শুধু। মাথাটা আলাদা করে রাখা হয়েছে একটা বাক্সে। বিকৃত একটা চেহারা। দেখলে কেউ বুঝতেও পারবে না কি মায়া কাড়া চেহারা ছিল ছেলেটার। মৃত্যুর সময় যে বিভীষিকা দেখেছে ছেলেটা তা যেন এখনো ওর চোখ ঠিকরে বের হচ্ছে। মাথাটা সংরক্ষন করা হবে প্রাচীন অ্যালকেমি অনুসারে। রাখা হবে ভবিষ্যতে যারা সংগঠনের বাইরে যেতে চাইবে তাদের জন্য একধরনের বিপদসংকেত হিসেবে।

কিন্তু আসল জিনিস পাওয়া যায় নি ছেলেটার কাছে। যদিও ধারনা করা হচ্ছে কোথায় পাওয়া যাবে সেটা। আগামীকালই অপারেশনে নামতে হবে। অনেক গুরুত্বপুর্ন বই। যোগ্যলোকের হাতে পড়ার আগেই উদ্ধার করতে হবে যে কোন শর্তে।

দোতলা বাড়িটার সামনে ছোট একটা জিপ দাঁড়ানো। অনেক রাত হয়ে গেছে। দুজন লোককে বের হতে দেখা গেল বাড়িটা থেকে। বড়সড় একটা ট্রাঙ্ক ধরাধরি করে নিচে নামাচ্ছে তারা। জিপের পেছনটা খোলাই ছিল। ট্রাঙ্কটা তুলে দিয়ে সামনে চলে গেল দুজন। জিপটা স্টার্ট দিয়েছে একজন। গন্তব্য দ্বিতীয় বুড়িগঙ্গা সেতু।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

* * *

'তোমাকে ইদানিং খুব অন্যমনস্ক দেখায় রাশেদ, কি ব্যাপার, আমাকে বলা যাবে?' জিজ্ঞেস করল লিলি। পাশাপাশি বসে আছে দুজন। ইউনিভার্সিটির ভেতরেই খোলামেলা একটা মাঠে।

কিছু বলল না রাশেদ। সিগারেট ধরা ছিল হাতে। ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে। লিলির দিকে তাকাল।

'আমি নিজেও বুঝতে পারছি না, মনে হচ্ছে সব ঠিক আছে, আবার মনে হচ্ছে কিছুই ঠিক নেই,' রাশেদ বলল বিড়বিড় করে।

'তোমার কথার মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না আমি,' লিলি বলল।

'আমিও না,' বলে হাসল রাশেদ।

লিলিও হাসল।

'তুমি বাড়ি যাও, থেকে এসো কয়েকটা দিন, তাহলে হয়তো ভালো লাগবে,' পরামর্শ দিল লিলি।

'আমিও তাই ভাবছি, বাবাও বললেন যেতে, উনি কখনো জোর করেন না। কিছু একটা সমস্যায় আছেন মনে হলো।'

'তাহলে তো যাওয়া দরকারই তোমার, ইদানীং ক্লাসও নেই তেমন,' লিলি বলল।

'আমাকে তাড়াতে চাইছো মনে হচ্ছে।'

'তোমার এই চিন্তাযুক্ত চেহারা দেখার চেয়ে তোমাকে বাড়ি পাঠানোই ভালো হবে বলে মনে হচ্ছে আমার কাছে।'

'দেখি, যাবো, ওখানেও কিছু কাজ আছে।'

'শামীম কোথায়? ওর খবর জানো? আমি ঢাকায় ফেরার পর একদিনও দেখলাম না ক্যাম্পাসে,' লিলি বলল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রাশেদ। কিছু বলল না। শামীম কোথায়, কি হয়েছে ওর জানতে পারবে সে খুব শিগগিরিই।

* * *

রাতে ভালো ঘুম হয় নি ডঃ কারসনের। অনেক গরম এখানে। এছাড়া রুমের এসিটাই চলছিল না। ব্রেকফাস্ট করে নিয়েছেন, একটা কলা, দুপিস পাউরুটি। দুই ডক্টরের দেখা নেই এখনো। এতো ঢিলেঢালা এরা। নয়টা বেজেছে কখন!

'গুড মর্নিং ডঃ কারসন,' ডঃ আরেফিনকে দেখা গেল ছোট রেস্টুরেন্টটার দরজায়।

www.BanglaBook.org

'গুড মর্নিং,' ছোট্ট করে উত্তর দিলেন ডঃ কারসন।

'ঘুম হয়েছে ঠিকমতো আপনার?'

'হয়েছে, ডঃ শাখাওয়াত কোথায়?'

'এই তো এসে পড়বেন,' বলে পাশের চেয়ারে বসলেন ডঃ আরেফিন।

এবার অপেক্ষার পালা, কখন আসবেন ডঃ শাখাওয়াত। দুজনের নাস্তা করা শেষ হলেই রওনা দেবেন ওরা। মহাস্থানগড় জায়গাটায় যেতে একঘণ্টার বেশি সময় লাগবে না।

আরো আধঘণ্টা পর এলেন ডঃ শাখাওয়াত। কিন্তু তিনি বেশি সময় নিলেন না। এক কাপ চা খেয়েই উঠে পড়লেন রওনা দেবার জন্য। মাইক্রোবাস একটা দাঁড়ানোই ছিল তাদের জন্য। রওনা দিয়ে দিলেন তিনজন, তখন প্রায় এগারোটা বাজতে চলল।

সিটে বসেই ল্যাপটপ খুলে বসলেন ডঃ কারসন, এই দুজনের বকরবকর শোনার চেয়ে ল্যাপটপের দিকে তাকিয়ে থাকা ভালো।

'ডঃ কারসন, যদি কিছু মনে না করে একটা প্রশ্ন করতে চাচ্ছি,' বললেন পাশের সিটে বসে থাকা ডঃ আরেফিন।

বিরক্তবোধ করলেও হেসে তাকালেন ডঃ কারসন। ডঃ শাখাওয়াত চুপচাপ তাকিয়ে আছেন বাইরের দিকে।

'বলুন, কি প্রশ্ন করতে চাইছেন?'

'আপনি কি এলিক্সির অফ লাইফে বিশ্বাস করেন?'

একটু সময় নিলেন ডঃ কারসন উত্তর দেবার আগে, 'এখনো এর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় নি, আমার বিশ্বাস অবিশ্বাসে কিছু যায় আসে না, হঠাৎ এই প্রশ্ন?'

'জানি না কেন? কিছুদিন ধরেই প্রশ্নটা মাথায় ঘুরছিল।'

'প্রাচীন অ্যালকেমিতে উল্লেখ আছে ফিলোসফারস স্টোনের, যদিও তার অস্বিত্ব আজ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় নি, এলিক্সির অফ লাইফও এমন একটা বিষয় যা যুগ যুগ ধরে গবেষনা হয়ে আসছে, আলোচনা হচ্ছে, কিন্তু আজও এর সন্ধান মেলে নি, হয়তো মিলবেও না। এটা আসলে একটা বিশ্বাস। অমরত্বের সন্ধানে বিভিন্ন যুগের মানুষ বিভিন্ন দিকে ছুটেছে। কিন্তু খোঁজ পায় নি কেউই। বিভিন্ন দেশে একে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়, যেমন এক চীনেই প্রায় হাজার খানেক নামের সন্ধান পেয়েছেন গবেষকরা, ভারতে বলা হয় অমৃত-রস বা অমৃতা, আবে-হায়াত, হোলি গ্রেইল এ ধরনের আরো অনেক নাম আছে এর,' ডঃ কারসন বললেন।

'জি, ঠিক বলেছেন,' ডঃ আরেফিন বললেন।

'তুমি হঠাৎ অমৃত নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লে কেন আরেফিন?' এবার জিজ্ঞেস

www.BanglaBook.org

করলেন ডঃ শাখাওয়াত ।

'কিছু না, শুধু কৌতূহল,' নরম স্বরে বললেন ডঃ আরেফিন। এ বিষয়ে আর কিছু জিজ্ঞেস করা ঠিক হবে না, ঢাকায় ফিরে ডঃ শাখাওয়াত সবার সাথে বলাবলি করবে, হাসাহাসি করবে, এটা মোটেই পছন্দ হবে না তার।

'কৌতূহলী হবার মতোই বিষয়,' ডঃ কারসন বললেন।

'অবাস্তব, কাল্পনিক ব্যাপার।'

'ডঃ শাখাওয়াত, পৃথিবী এতোই রহস্যময় যে কোন কিছু হেসে উড়িয়ে দেয়া ঠিক হবে না আমাদের,' ডঃ কারসন বললেন। তাকালেন ডঃ আরেফিনের দিকে। একটু সাহায্য করা গেছে বোধহয় লোকটাকে।

'তাও ঠিক আপাতদৃষ্টিতে যাকে অনেকসময় অবাস্তব মনে হয়, পরবর্তীতে তা অনেকক্ষেত্রেই বাস্তবে পরিনত হয়েছে,' স্বীকার করলেন ডঃ শাখাওয়াত।

'মহাস্থানগড় আর কতোদূর?' জিজ্ঞেস করলেন ডঃ কারসন।

'চলে এসেছি প্রায়,' ডঃ শাখাওয়াত বললেন।

বাকি পথে আর কোন কথা হলো না। দুই ডক্টর দু'দিকে তাকিয়ে রইলেন, ডঃ কারসন ব্যস্ত রইলেন তার ল্যাপটপ নিয়ে। মহাস্থানগড় চলে এসেছে।

'ডঃ কারসন, আপনি কি এখনি ভেতরে ঢুকবেন, নাকি একটু চা খেয়ে নেবেন আগে?' জিজ্ঞেস করলেন ডঃ আরেফিন।

'কিছু খাবো না এখন আমি, জায়গাটা দেখে আসি আমি, কেমন যত্নে রেখেছেন আপনারা সেটা আগে দেখি,' ডঃ কারসন গাড়ি থেকে নামলেন।

ঢুকতেই নানা ধরনের কুটির শিল্প নিয়ে বসে আছে লোকজন, লোকজ সংস্কৃতির অংশ এটা। ভালোই লাগলো দেখতে। দু'একটা জিনিসের দরদামও করলেন ডঃ কারসন। একেবারে সস্তা।

এরকম জায়গা আগেও দেখেছেন ডঃ কারসন। একধরনের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা পুরো এলাকাটা এবং আশপাশের এলাকা থেকে অনেক উঁচু। একসময় দুর্গনগরী ছিল। জায়গাটা সম্পর্কে বইয়ে আগেই পড়েছিলেন, সাথে ছবিও ছিল। কাজেই দেখতে খুব অপরিচিত মনে হলো না তার কাছে। দুই ডক্টর দু'পাশে হাঁটছে। কিছুটা বিরক্তি নিয়ে। এখানে হাজারবার এসেছে তারা। দেখা জিনিস বারবার দেখতে হয়তো ভালো লাগেনা ওদের, ভাবলেন ডঃ কারসন।

BanglaBook.org

'এখানকার সভ্যতাটা অনেক প্রাচীন, এক হাজার বছরেরও বেশি সময় আগে এখানে রাজত্ব করতো পরশুরাম বলে এক রাজা,' বললেন ডঃ আরেফিন।

'এইসব ইতিহাস উনি জানেন,' বিরক্ত কণ্ঠে বললেন ডঃ শাখাওয়াত।

www.BanglaBook.org

'বলতে দিন ওনাকে, হয়তো নতুন কোন তথ্য জানতেও পারি তার কাছ থেকে,' ডঃ কারসন বললেন।

'বলা হয় হযরত সুলতান আহমেদ বলখী এখানে এসেছিলেন মাছের পিঠে চড়ে, তার কবরও আছে এখানেই, পরশুরামকে পরাজিত করে এই অঞ্চলে তিনি মুসলিম ধর্ম বিস্তার করেছিলেন,' ডঃ আরেফিন বললেন।

'এটাও আমাদের সবার জানা,' ডঃ শাখাওয়াত বললেন।

'কিন্তু একটা তথ্য আপনাদের জানা নেই,' দুজনের দিকে তাকালেন ডঃ কারসন, 'সেই সময় একজন ইউরোপীয় ভদ্রলোকও এখানে এসেছিলেন!' ডঃ কারসন বললেন।

দুই ডক্টর দুজনের মুখের দিকে তাকালেন। হা হয়ে গেছেন তারা। এক হাজার বছর আগে কোন ইউরোপিয়ানের এই অঞ্চলে আসার প্রশ্নই ওঠে না!

'আপনি কি নিশ্চিত ডঃ কারসন? কোন সাক্ষ্য-প্রমান আছে? ভারত মহাদেশ আবিষ্কারের কাহিনী তাহলে নতুন করে লিখতে হবে,' ডঃ শাখাওয়াত বললেন।

'কোন প্রমান নেই আমার কাছে, প্রমান সংগ্রহ করতেই এখানে আসা আমার,' ডঃ কারসন বললেন।

দুই ডক্টর দুজন দুজনের তাকালেন আবার। বলে কি এই লোক, এতোক্ষন ভালোই মনে হচ্ছিল ডঃ কারসনকে তাদের কাছে, এখন মনে হচ্ছে লোকটা পাগল, নয়তো মাথা খারাপ।

ডঃ কারসন গটগট করে হেঁটে যাচ্ছেন পুরাকীর্তিটার দিকে। এসব জায়গায় আসলেই কেমন গা ছমছম করে উঠে তার। হাজার বছর আগে এখানে মানুষের বসতি ছিল। লোক গমগম করতো এখানেই। বাড়িঘর ছিল, চাষাবাদের জমি ছিল, রাজা ছিল, রাজতন্ত্র ছিল, এখন কিছুই নেই। সময়কে জয় করার শক্তি নেই কারো। সময়ের আঘাতেই বদলে গেছে সবকিছু।

* * *

BanglaBook.org

দরজার কাছে কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে অনেকক্ষন ধরে। লক্ষ্য করছে রাশেদ। ছায়া দেখা যাচ্ছে শুধু ভেতর থেকে। রাত এগারোটা বাজে। কে আসতে পারে?

'কে ওখানে?' গলা উঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল রাশেদ।

উত্তর এলো না এবং ছায়াটা সরেও গেল না। বিছানা ছেড়ে উঠলো রাশেদ। হাতে একটা বই ছিল, টেবিলে রাখল সে বইটা।

পা টিপে টিপে এগুচ্ছে সে। দরজা খোলার আগেই যেন পালিয়ে না যায়।

www.BanglaBook.org

দু'পা এগিয়েছে রাশেদ দেখল ছায়াটা নেই। তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুলল সে। আজব ব্যাপার। একেবারে খালি করিডোরটা। পাশের রুমের ছেলেটা এখনো হয়তো রুমে ফেরেনি, তাই তালাবদ্ধ রুমটা। অন্য পাশের রুমে একজন থাকে, কালে ভদ্রে দেখা হয় ছেলেটার সাথে। এখন হয়তো রুমেই আছে। সেই ছেলে কি এই কাজ করবে? মনে হয় না। ছায়াটা কি সত্যিই ছিল? নাকি চোখের ভুল।

দরজা বন্ধ করে আবার বিছানায় চলে এলো রাশেদ।

বইটা হাতে নেবে এই সময় আবারো মনে হলো দরজার সামনে দাঁড়িয়েছে কেউ। মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে তার। এই রাতে এইসব ফাজলামীর কোন মানে হয়?

এই সময় ছোট্ট একটা খাম ঢুকল দরজার তলা দিয়ে। সময় নিয়ে বিছানা ছাড়ল এবার রাশেদ। কেউ হয়তো মজা করছে। সে ভয় পেলে ওরা হয়তো আরো বেশি মজা পাবে।

খামটা তুলে নিলো রাশেদ। ভেতরে লাল রঙের একটা চিরকুট। তাতে লেখাঃ

'সাবধান! সাবধান!!'

চারপাশে কেমন আজব ধরনের ছবি, শামীমের শরীরে যে ধরনের উল্কি আঁকা ছিল অনেকটা সেধরনের।

ফিক করে হেসে ফেলল রাশেদ। শামীমই হয়তো ফাজলামী করছে। দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল সে। পুরো হলটাই যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। শামীমই যদি খামটা দরজার তলা দিয়ে ফেলে যায়, তাহলে এতো তাড়াতাড়ি গায়েব হয়ে গেল কি করে? এই হলে ওর আরো কেউ পরিচিত থাকার কথা না।

দরজা বন্ধ করে রুমে ফিরে এলো রাশেদ। ঘুম পাচ্ছে, লাইট বন্ধ করে দিলো। জানালাটা খোলা। বাইরে থেকে ঝিরিঝিরি বাতাস আসছে। ঘুমে চোখ জড়িয়ে যাচ্ছে রাশেদের।

অন্ধকার ঘরটা যেন আরো অন্ধকার হয়ে গেছে। সেই অন্ধকারে কতগুলো ছায়া শরীর যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। খুঁজছে কিছু একটা, তন্নতন্ন করে। বিছানার পাশে এসে বসল একজন যেন। আধো ঘুমে কিংবা পুরো ঘুমেই ঘটনাগুলো ঘটছে বলে রাশেদের মনে হলো। এখানে তার কিছুই করার নেই। ছায়ামূর্তিগুলো এলোমেলো করে ফেলছে সবকিছু, কিন্তু রাশেদ এখন দর্শক।

বিছানার তলা থেকে বড় ট্রাঙ্কটা বের করেছে ছায়ামুর্তিদের একজন। তালা না খুলেই যেন দেখে নিলো ভেতরের জিনিসগুলো। নিজেদের মাঝে কথা বলল ফিসফিস করে। তারপর মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

www.BanglaBook.org

ব্যাপারটা স্বপ্নই, ভাবল রাশেদ। কিংবা হেলুসিনেশন। মাথা কাজ করছে না তার একেবারে। ডাক্তার দেখানো দরকার। আস্তে আস্তে সত্যিকারের ঘুমেই হারিয়ে গেল রাশেদ।

* * *

লাশটা ফেলে আসা হয়েছে বুড়িগঙ্গা দ্বিতীয় সেতুর নিচে। কাল সকালেই কারো না কারো চোখে পড়বে, কিংবা আজ রাতেও পড়তে পারে। সংবাদপত্রগুলোতে হেডলাইন হবে। খুনিকে খুঁজে বের করার জন্য উঠে পড়ে লাগবে পুলিশ; গোয়েন্দাসহ সকল আইনশৃংখলা বাহিনীর লোকজন। লাশের পরিচয় বের করতে খুব বেশি সময় লাগার কথা নয়। কারন সারাদেহে যে উল্কি আঁকা ছিল তা পরিবারের সকলেই জানে। সাবেক এক মন্ত্রীর ছেলে ছিল লাশটা। তিনি তার সর্বশক্তি দিয়ে ছেলের হত্যাকারীকে বের করতে চাইবেন, এটা জানা কথা। কিন্তু কিছুই করতে পারবেন না তিনি। খুনিরা ধরাছোঁয়ার বাইরে অবস্থান করে। তাদের আশ্রয়দাতা স্বয়ং শয়তান, লুসিফার।

কালো আলখেল্লা পড়া পাঁচজনের দলটার দলনেতা একা বসে আছেন। পরবর্তী কর্মপন্থা ঠিক করছেন। ছেলেটাকে খুব পছন্দ হয়েছিল তার। পড়াশোনা করা ছেলে। জানার আগ্রহ ছিল ব্যাপক। সামনে একেই নেতৃত্বে আনতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু বোকার মতো বেইমানী করে বসল।

পাশের রুমে চারজন ধ্যানে বসেছে। অনেকটা মানসিক একটা খেলার মতো ব্যাপারটা। এদের দেহ এখানে থাকলেও এদের আত্মা এখন এখানে নেই। খুঁজতে পাঠিয়েছেন ওদের তিনি। যদিও সশরীরে খোঁজার লোকও আছে তার। টাকার বিনিময়ে যে কোন কাজ করে লোকটা। কিন্তু সবকাজে ওর উপর বিশ্বাস রাখা যায় না।

হেঁটে পাশের রুমে চলে এলেন। কাজ শেষ হয়েছে মনে হয়। দেখেই বোঝা যাচ্ছে ওদের শরীরে এখন আত্মা প্রবেশ করেছে।

'যা খোঁজা দরকার তা পেয়েছো তোমরা?' গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন দলনেতা।

হুশ ফিরে পেয়েছে ওরা। কেমন নেতিয়ে পড়েছে। এ ধরনের ধ্যানে অনেক মানসিক শক্তির পাশাপাশি শারীরিক শক্তিও খরচ হয়ে যায়। অনেকে নাকি দু'তিনদিন বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারে না।

'খুঁজে পেয়েছি আমরা, ছেলেটার রুমেই আছে এখনো, একটা ট্রাঙ্কে লুকানো,' বলল চারজনের একজন।

'চমৎকার।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'এখন আমাদের করনীয় কি?' জিজ্ঞেস করল একজন।

'করনীয়ও কি বলে দিতে হবে তোমাদের?'

মাথা নিচু করে রইল চারজন।

'কালকের মধ্যে চাই আমি জিনিসটা। যেভাবেই হোক, ট্রাঙ্কটা চাই আমার, শামীমের পুরো ব্যাগটা দেখতে চাই আমি। ছেলেটাকে যদি খুনও করতে হয় পিছু পা হবে না কেউ। এটা আমাদের অস্তিত্বের প্রশ্ন।'

'জি।'

'কাল সন্ধ্যায় তোমরা চারজনই যাবে, ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসা চলবে না এখানে।'

'মহান লুসিফারের জয়।' চারজন বলে উঠলো একসুরে।

'মহান লুসিফারের জয়!' দলনেতা বললেন। এক চিলতে হাসি ফুটে উঠলো তার ঠোঁটে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৬

পেপাররুমে এসেছে রাশেদ। সকাল ন'টা বাজে মাত্র। নাস্তা করতে ইচ্ছে করছে না তার। একপাশে বাংলা, একপাশে ইংরেজী সব দৈনিক সারি করে রাখা। সবচেয়ে চালু বাংলা পত্রিকাটা তুলে নিলো রাশেদ।

হেডলাইনে সাধারনত যা থাকে তাই আছে। সরকারি দল এবং বিরোধী দলের মুখোমুখি অবস্থা। কিছু বিজ্ঞাপন। শেষ পাতার নিচের দিকে ছোট্ট করে একটা হেডিং চোখ এড়ালো না রাশেদের।

নৃশংস হত্যাকাণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক: বুড়িগঙ্গা দ্বিতীয় সেতুর নিচে গতকাল রাত এগারোটায় কে বা কারা একটি মৃতদেহ ফেলে গেছে। উল্লেখ্য, মৃতদেহটি ছিল মস্তকবিহীন। সার্চপার্টি পুরো এলাকা তন্নতন্ন করে খুঁজেছে। কিন্তু কোথাও খন্ডিত মস্তকটি পাওয়া যায় নি। এছাড়া মৃতদেহটির শরীরে নানা ধরনের উল্কি আঁকা ছিল। মৃতদেহটির পরিচয় এখনো পাওয়া যায় নি। পোস্টমর্টেমের জন্য দেহটি ঢাকা মেডিক্যাল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না রাশেদ। পত্রিকাটা হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিলো সে। উল্কি ব্যাপারটা একেবারে মিলে যাচ্ছে। এছাড়া শামীম গত কয়েকদিন ধরেই গায়েব। শামীমের এই করুন পরিনতি মানতে কষ্ট হচ্ছে রাশেদের। কিন্তু সত্যিই কি শামীমের লাশ ওটা? নিশ্চিত হওয়ার উপায় অবশ্য আছে। শামীমের বাসায় ফোন করে শামীমের মায়ের সাথে কথা বললেই সব জানা যাবে।

পেপাররুম থেকে বের হয়ে এলো রাশেদ। সত্যিই যদি শামীমের লাশ হয় ওটা তাহলে সামনে তার জন্য দারুন বিপদের সম্ভাবনা আছে। কারন শামীমের সাথে শেষ দেখা হয়তো তার সাথেই হয়েছিল। এছাড়া শামীমের বাড়ি থেকে ব্যাগটা আনার জন্য সেই গিয়েছিল। শামীমের মা হয়তো এতোক্ষনে তার নাম বলেও দিয়েছে। পুলিশ তো অবশ্যই আসবে তার কাছে। এমনও হতে পারে তাকেই আসামী বানিয়ে ফেলতে পারে শামীমের মা। এ ধরনের কেসে যে কোন কিছুই সম্ভব।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাড়াহুরো করে রুমে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিল রাশেদ। এখান থেকে সরে যেতে হবে। এক্ষুনি। ট্রাঙ্কটা খুলে শামীমের রেখে যাওয়া ট্রাভেল ব্যাগটা বের করল সে। নিজেরও একটা ব্যাগ আছে, সেটাও বের করল রাশেদ। ছোট্ট আলমীরা থেকে প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড় বের করে নিজের ব্যাগে ঢোকাল সে। জামা-কাপড় পালটে নিলো তাড়াতাড়ি। এই হয়তো পুলিশ কড়া নাড়ছে দরজায়, বার বার মনে হলো রাশেদের। কিন্তু সে তো কোন দোষ করে নি, ভয়ের কিছু নেই তার। কিন্তু মনকে বোঝাতে পারছে না সে। পুলিশকে অসম্ভব ভয় পায় সে ছোটবেলা থেকেই।

মোবাইল ফোনটা বেজে উঠলো এই সময়। লিলি ফোন করেছে।

'বল লিলি,' রাশেদ বলল।

'তুমি কি ব্যস্ত?' জিজ্ঞেস করল লিলি।

'না, ব্যস্ত না, কিছু বলবে?'

'দুঃসংবাদ আছে একটা। শামীম মারা গেছে। আজ পেপারে এসেছে।'

'পত্রিকা পড়েছি আমি, কিন্তু লাশটা যে শামীমের সেটা বুঝলে কি করে?'

'পুলিশে আমার এক ভাই আছে, তিনি বললেন একটু আগে, শামীমের মা গিয়ে সনাক্ত করে এসেছেন।'

চুপ করে থাকল রাশেদ। খারাপ ধারনাটাই সত্যি হলো। শামীমের জন্য হু হু করে উঠলো মনটা। কিছু একটা বিপদে ছিল সেটা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু চাপা স্বভাবের ছেলেটা কাউকেই নিজের সমস্যার কথা বলে নি।

'কি, চুপ করে আছো যে,' লিলি বলল ওপাশ থেকে।

'লিলি, শামীম খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল আমার,' রাশেদ বলল।

'আমারো খুব খারাপ লাগছে।'

'আচ্ছা, আমি রাখি,' রাশেদ বলল। আর কথা বলতে ইচ্ছে করছে না তার। এখন সরে যেতে হবে এখান থেকে।

'তুমি কি কোন সমস্যায় আছো, রাশেদ?'

'না।'

'আমি তোমার গলা শুনেই বুঝতে পারছি, খুলে বলো আমাকে, হয়তো তোমাকে সাহায্যও করতে পারি আমি,' লিলি বলল।

'না, কিছু না।'

'বলো না, প্লিজ, তোমার কোন সাহায্য করতে পারলে আমার খুব ভালো লাগবে।'

'লিলি, আমি হল ছেড়ে দিচ্ছি, কোথায় উঠবো বুঝতে পারছি না।'

'হঠাৎ করে হল ছেড়ে দিচ্ছো কেন, কি হয়েছে?'

'দেখা হলে বলবো সব।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তোমাকে সাহায্য করতে পারি আমি,' লিলি বলল।

'কিভাবে?'

'গাজীপুরে আমাদের একটা বাগান বাড়ী আছে, কেউ থাকে না সেখানে, কেয়ারটেকার আছে একজন। আমি ওকে বললে ওখানে যতোদিন খুশি থাকতে পারবে।'

'কিন্তু কি করতে ওখানে থাকবো আমি, কেয়ারটেকারকে কি বলবে আমি কি করি?'

'ওকে বলে রাখবো তুমি একজন লেখক, নিরিবিলিতে লেখালেখি করার জন্য এসেছো।'

'কোন সমস্যা হবে না তো?' রাশেদ বলল সন্দেহের সুরে।

'একদম না, আমার উপর বিশ্বাস রাখতে পারো।'

'ঠিকানাটা এসএমএস করে দাও আমাকে, ঠিক দুইঘন্টার মধ্যে আমি চলে যেতে পারবো গাজীপুর।'

'ঠিক আছে, আমি এসএমএস করছি।'

ফোনটা রেখে দিল রাশেদ। এভাবে চলে যাওয়া কি ঠিক হচ্ছে? পুলিশ তো তাহলে আরো বেশি সন্দেহ করবে? যাই হোক, পুলিশের জেরার মুখে পড়ার আগে কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থেকে দেখা যাক। এমনও হতে পারে, শামীমের মা রাশেদের নামই বলে নি।

বড় একটা ব্যাগ গোছানো হয়ে গেছে। দুটো ব্যাগ এখন রাশেদের সাথে। শামীমের ট্রাভেল ব্যাগটা পিঠে ঝুলিয়ে নিয়েছে ম্যানিব্যাগটা খুলে দেখে নিলো। বেশ কিছু টাকা আছে সাথে। কাজেই চিন্তার কিছু নেই। রুমটা আরো একবার দেখে নিলো রাশেদ। জরুরী কিছু ফেলে গেলে পরে সমস্যা। এখানে আবার কবে ফিরতে পারবে কে জানে? তালা লাগিয়ে বের হয়ে এলো রাশেদ। সিঁড়ি দিয়ে নামছে।

রাশেদ যখন সিঁড়ি দিয়ে নামছে তখন অন্যপাশের সিঁড়ি দিয়ে উঠছে চারজন লোক। দেখেই বোঝা যাচ্ছে ছাত্র নয় তারা। একই রকম পোষাক পরনে, কালো জিন্সের প্যান্ট, সাদা টি-শার্ট। দ্রুতগতিতে সিঁড়ি পার হয়ে করিডোরে চলে এলো ওরা। রাশেদের রুমের সামনে এসে দাঁড়ালো। রুম তালাবদ্ধ দেখে একজন আরেকজনের মুখের দিকে তাকালো ওরা। সিদ্ধান্ত নিতে সময় নিচ্ছে। তালা ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকবে না কি বের হয়ে যাবে এখান থেকে। এমনিতেই হলে ঢুকতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে ওদের। দাড়োয়ান এবং হল পুলিশকে বুঝিয়ে এসেছে ওরা গোয়েন্দা সংস্থার লোক। খোঁজখবর নিতে এসেছে। এখন কারো রুমের তালা ভাংতে গেলে কেউ না কেউ প্রশ্ন করবেই, আইডেন্টিটি দেখতে চাইবে, তখন আরো সমস্যা হয়ে যেতে পারে। কাজেই

www.BanglaBook.org

হাঁটা শুরু করলো ওরা। দলনেতা কি বলবে এসব ভেবে এর মধ্যেই মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে ওদের। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো ওরা।

এসেই দেখতে পেলো রাশেদকে। একটা সিএনজি ভাড়া করছে। দৌড় দিল একজন। হাতে নাতে ধরতে হবে ছেলেটাকে। ওর হাতে দুটো ব্যাগ, তার মধ্যে কাঁধে ঝোলানো ট্রাভেল ব্যাগটাই ওদের টার্গেট। কিন্তু এর মধ্যেই সিএনজিতে উঠে পড়েছে ছেলেটা। চারজনই দৌড় দিলো। একটু সামনেই গাড়ি পার্ক করা আছে ওদের। ছেলেটা চোখের আড়াল হবার আগেই ধরে ফেলতে হবে।

হলের সবাই দেখল এই অদ্ভুত দৌড়াদৌড়ি। অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল পুরো সিনেমা স্টাইলে একটা সিএনজির পিছু নিয়েছে একটা প্রাইভেট কার।

* * *

'খে-লান ভাতৃসম্প্রদায় পুরো তিব্বত এবং উপমহাদেশে বিখ্যাত ছিল; তাদের মধ্যে একজনকে ডাকা হতো পেহ-লিং বলে যার অর্থ ছিল শ্বেত লামা, বিংশ শতকের শুরুতে যিনি পা রাখেন এই এলাকায়, পশ্চিম থেকে, একজন আদর্শবাদী বুদ্ধিষ্ট, একমাস প্রস্তুতির পর যাকে খে-লান ভাতৃসম্প্রদায়ে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। প্রতিটা ভাষা জানতো সে, এমনকি তিব্বতিয়ান ভাষাও, সেই সাথে জানতো প্রতিটি অঞ্চলের শিল্প ও সাহিত্য, লোকাচার তাই বলে। তার আত্মিক বিশুদ্ধতা এবং কর্ম তাকে এই অঞ্চলে স্থায়ীভাবে থাকার সুযোগ করে দেয়। শেবারন, যারা তিব্বতিদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক বলে পরিচিত, তিনি তাদের একজন বলে বিবেচিত হন। বর্তমানকালের তিব্বতীরাও তার স্মৃতি ধারন করে আছে, যদিও তার সত্যিকার পরিচয় একমাত্র শেবারনরাই জানে'।

এইচ,পি,ব্লাটাভাস্কি।

নোটবুকে লেখা এই অংশগুলো পড়লেন ডঃ কারসন। এই লোকটাকে বের করার জন্যই তার এতোদূর আসা। এই বিশাল ভারত উপমহাদেশেই এখন তার স্থায়ী আবাস। কিন্তু এ যেন খড়ের গাঁদায় সূচ খোঁজার মতো ব্যাপার।

নোটবুকে আরো একটা অংশ পড়লেন তিনি।

'আগামীকাল রাতে আমি চলে যাবো। কনস্ট্যান্টিপোলে এখন আমার বেশি প্রয়োজন, ইংল্যান্ডের চেয়ে, সেখানে আমি দুটি নতুন উদ্ভাবন নিয়ে কাজ করবো, যা তোমরা আগামী শতকের শুরুতে পাবে- ট্রেন এবং বাষ্পচালিত জলযান। শতকের শেষ অংশে ইউরোপ থেকে হারিয়ে যাবো আমি, নিজেকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিয়ে যাবো হিমালয়ের কোলে। সেখানে বিশ্রাম নেবো আমি; বিশ্রাম নিতেই হবে আমাকে। হয়তো আরো পঁচাশি বছর পর আমাকে আবার হয়তো তোমরা দেখতে পাবে। বিদায়।'

ক্রেইন্ ওয়েনারের স্মৃতিকথা থেকে।

দুটো অংশের মাঝে পরিষ্কার মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। তিনি ইউরোপ ছেড়ে তিব্বতে চলে এসেছিলেন। সেখানেও অনেক সম্মান পেয়েছেন তিনি। কিন্তু তারপরই উধাও হয়ে যান। হারিয়ে যান বলা চলে। ইউরোপে অনেক মানুষই তার সাথে দেখা হয়েছে বলেছেন, কিন্তু কোনটারই তেমন বিশ্বাসযোগ্য কোন প্রমান নেই।

সন্ধ্যার পরপরই হোটেলে ফিরেছেন ডঃ কারসন। মহাস্থানগড় দেখে ভালোই লেগেছে তার। সংরক্ষনের ব্যবস্থাও ভালো। নতুন কিছু করার প্রয়োজন নেই আপাতত। শুধু নিয়মিত লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে যা আছে তা যেন কেউ ক্ষতি করতে না পারে। কাল সকালে আবার যাবেন পুরাকীর্তিটা দেখতে। পাশেই একটা মিউজিয়াম বানানো হয়েছে। যেখানে মহাস্থানগড় এবং আশপাশের এলাকার বিভিন্ন প্রাচীন জিনিস রাখা হয়েছে জনসাধারনের দেখার জন্য। কাল সেই মিউজিয়ামে ঢু মারতে হবে একবার।

কিন্তু সেই ব্রিটেন থেকেই বিশেষ এক পরিকল্পনা নিয়ে এসেছেন ডঃ কারসন। বাংলাদেশ পুরো দেখা হলে তিনি যাবেন ভারতে। সেখান থেকে তিব্বতে। কাউন্ট দ্য সেইন্ট জারমেইন কি সত্যি কিছু না একটা মিথ, বের করার একটা প্রচেষ্টা চালাতেই হবে তাকে।

দরজায় টোকা পড়ল। ডঃ কারসন টেবিলের উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কাগজগুলো ভাঁজ করে একটা ফাইলে ঢুকিয়ে ফেললেন। দুই ডক্টরের মধ্যে কেউ হবে, এরা দুজনই সাধ্যমত চেষ্টা করছেন তার সাথে সুসম্পর্ক তৈরি করতে, কোন একটা কারন নিশ্চয়ই আছে ওদের।

'মে আই কাম ইন?' ডঃ আরেফিনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল দরজার বাইরে।

'আসুন প্লিজ,' ডঃ কারসন বললেন।

খুব লাজুক ভঙ্গিতে ঢুকলেন ডঃ আরেফিন, ডঃ কারসনের উল্টোদিকের সোফায় বসলেন।

'ডঃ কারসন, যদি কিছু মনে না করে একটা প্রশ্ন করতে চাচ্ছি,' বললেন ডঃ আরেফিন।

মনে মনে হাসলেন। এই একই কথা দিয়ে শুরু করেন ডঃ আরেফিন। ইন্টারেস্টিং।

'বলুন না, প্লিজ।'

'প্রসঙ্গটা হচ্ছে সেই এলিক্সির অফ লাইফ।'

www.BanglaBook.org

'ঐ ব্যাপারে তো কথা হলোই,' ভ্রু কুঁচকে বললেন ডঃ কারসন।

'আমি আরো একটা ব্যাপারে কথা বলতে চাচ্ছি, আমার ধারনা এলিক্সির অফ লাইফ এই বাংলাদেশেই আছে।'

ডঃ কারসন তাকালেন ডঃ আরেফিনের দিকে। লোকটা কি বলছে তা কি সে জানে!

'ডঃ আরেফিন, এলিক্সির অফ লাইফ ধারনাটাই ইউরোপীয়, আপনি যদি বলতেন, অমৃতের সন্ধান পেয়েছেন, কিছুটা হলেও বিশ্বাস করতাম আমি, যাই হোক, আমি যতোদূর বুঝি পুরো ব্যাপারটাই একটা মিথ ছাড়া আর কিছুই না।'

'কিন্তু আমি মোটামুটি নিশ্চিত, এর পেছনে কারনও আছে, আমার পরিচিত একটা ছেলে, ওর কাছে বারকয়েক এলিক্সির অফ লাইফের কথা শুনেছি আমি। ওর কাছে একটা প্রাচীন বই আছে, সেখানে হয়তো জিনিসটা খুঁজে পাবার ম্যাপ অথবা জিনিসটা কিভাবে তৈরি করতে হয় তার নির্দেশনা দেয়া আছে। '

'আচ্ছা।'

'ঐ বইটা নিয়ে ছেলেটার আসার কথা আমার কাছে, কিন্তু গত দু'তিনদিন ছেলেটার মোবাইল বন্ধ, কোনভাবেই যোগাযোগ করতে পারছি না। ছেলেটা বলেছিল প্রাচীন এক লিপিতে লেখা আছে সবকিছু, যার পাঠোদ্ধার করা এখানে বাংলাদেশের কোন পন্ডিতের পক্ষে করা সম্ভব না।'

'এমনও হতে পারে, পাঠোদ্ধার করার পর দেখা গেল সেটা সম্পুর্ন ভিন্ন একটা জিনিস যার সাথে এলিক্সির অফ লাইফের কোন সম্পর্কও নেই।'

'তা হতে পারে,' একটু দমে গেলেন যেন ডঃ আরেফিন, এই ব্যাপারটা হয়তো তার মাথায় আসে নি আগে। 'কিন্তু যদি সত্যি হয়, তাহলে চেষ্টা না করাটা একটা বোকামী হয়ে যাবে না?'

'তা ঠিক বলেছেন, কিন্তু এই ব্যাপারে আমি কি করতে পারি?'

'যতোদূর জানি আপনি প্রাচীন অনেক ভাষা জানেন, অনেক পুরানো লেখার পাঠোদ্ধার করেছেন। সেই বইটা আমি আপনার কাছে এনে দেবো, যাতে আপনি বের করতে পারেন এই এলিক্সির অফ লাইফের রহস্য।'

'চেষ্টা করবো, কিন্তু না দেখে আগেই বলতে পারছি না।'

'তারপর সেই এলিক্সিরের রহস্য জানবো শুধু আমরা তিনজন, আমি, আপনি এবং সেই ছেলেটা, যার কাছে এই বইটা আছে।'

'আচ্ছা,' বেশ মজা পেলেন ডঃ কারসন, আগে থেকেই দিবাস্বপ্ন দেখা শুরু করেছেন ডঃ আরেফিন।

দরজা লাগানো হয় নি, একটু ঠেলা দিয়ে ভেতরে ঢুকলেন ডঃ শাখাওয়াত।

www.BanglaBook.org

'ডঃ আরেফিন, আপনি এখানে?'

উঠে দাঁড়ালেন ডঃ আরেফিন, 'ভাবলাম ডঃ কারসন একা আছেন, একটু গল্প-গুজব করি।'

'আচ্ছা,' ডঃ শাখাওয়াত বললেন, তাকালেন ডঃ কারসনের দিকে, 'কোন সমস্যা হলে বলবেন আমাদের, আমরা পাশের রুমেই আছি।'

'হ্যা, অবশ্যই।'

'গুড নাইট,' বলে ডঃ শাখাওয়াত বের হয়ে গেলেন, ডঃ আরেফিনকেও ইশারা করলেন যেন বের হয়ে আসে।

ডঃ আরেফিন বের হয়ে গেলে দরজাটা লাগিয়ে দিলেন ডঃ কারসন, চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছেন তিনি। চিন্তা করছেন। ডঃ আরেফিনের সামনে ঠিকমতো আগ্রহটা প্রকাশ করতে পারেন নি তিনি, তাতে হয়তো লোকটা পেয়ে বসতো তাকে। কিন্তু ব্যাপারটা আসলেই চিন্তার উদ্রেক করার মতো। অমরত্ব পাওয়ার নেশা মানুষকে পাগল করে তোলে বলে শুনেছেন ডঃ কারসন। তার নিজের কখনো অমর হবার ইচ্ছে হয় নি। তাহলে বেঁচে থাকার চেয়ে বিরক্তিকর কাজ আর কিছু হবে না বলে তার ধারনা। কিন্তু একজন বোধহয় অমরত্ব নিয়ে বসে আছেন হাজার হাজার বছর ধরে। তার অমরত্বের উৎস কি? এলিক্সির অফ লাইফ? এই এলিক্সির অফ লাইফ জিনিসটা কেমন? কঠিন, তরল বা বায়বীয়? সম্ভবত তরল।

রাতের ঘুমটা মাটি হয়ে গেল ডঃ কারসনের। এতোদিন শুধু মাথায় খেলেছে সেইন্ট জারমেইন, এখন যোগ হলো এলিক্সির অফ লাইফ। অবশ্য সেইন্ট জারমেইন এবং এলিক্সির অফ লাইফ পরস্পর সম্পর্কিত।

আরো একটা জিনিস লক্ষ্য করে অবাক হলেন ডঃ কারসন। সেইন্ট জারমেইনের শেষ গন্তব্য জানা গিয়েছিল হিমালয় এবং ভারত উপমহাদেশ। সেই সময় বাংলাদেশ বলে আলাদা কিছু বলে কিছু ছিল না। অন্যদিকে, এলিক্সির অফ লাইফের সন্ধান এই বাংলাদেশেই পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ব্যাপারটা কাকতালীয় হতে পারে না। তিব্বতে বেশ কিছু বছর কাটিয়ে সেইন্ট জারমেইন সম্ভবত নেমে এসেছিলেন সমতলে, ভারতের বিস্তীর্ন এলাকা চষে বেড়িয়ে শেষে হয়তো স্থায়ী হয়েছেন এই বাংলাদেশে। হয়তো একেবারেই অর্থহীন এসব চিন্তা। কিন্তু এসব আজগুবী চিন্তা থেকে কে জানে হয়তো আসল সত্যও বের হয়ে আসতে পারে!

একটা সিগারেট ধরালেন ডঃ কারসন। একা একা লাগছে। বাইরে একটু হেঁটে আসা যাক।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৭

আজিজ ব্যাপারী বসে আছেন দোকানে। কাস্টমার কম আজকে। একটা বালিশ রেখেছেন তিনি আরাম করে বসার জন্য। এখন সেখানেই আরাম করে বসে আছেন তিনি। ঘুম আসছে। ইদানীং ঘুম বেশ সমস্যা করছে। রাতে ঘুম আসতে চায় না, হাবিজাবি চিন্তা মাথায় খেলা করে। জীবন নিয়ে ভাবনা আসে, বুড়ো বাপ, মৃত মা, দূর হয়ে যাওয়া ছেলে, দ্বিতীয় বৌ, দোকান, ব্যবসা, আরো কতো কি। সবচেয়ে বড় যে চিন্তা সেটা হচ্ছে মৃত্যুচিন্তা। অতি কাহিল হয়ে পড়েন তখন তিনি।

'স্লামালেকুম।'

তাকালেন আজিজ ব্যাপারী। বিরক্তবোধ করছেন তিনি, যথেষ্টই, চোখ দু'টো লেগে এসেছিল মাত্র।

'আমি সালাম, নুরুদ্দিনের বাপ।'

ব্যাপারী তাকালেন। চিনলেন লোকটাকে, সালাম তার দোকানেও কাজ করেছে কিছুদিন, ফাঁকিবাজ।

'কি বলবা বলো,' আজিজ ব্যাপারী বললেন।

'নুরুদ্দিন কিরুম আছে?'

'নুরুদ্দিন কিরুম আছে মানে? পোলাডা পলাইছে তো বেশ কয়েকদিন হইয়া গেল।'

'কি কন হুজুর, পলাইবো ক্যা? পলাইয়া যাইবো কই?'

'ক্যা, বাড়িতে?'

'সে তো আসে নাই, নুরুদ্দিনের মা খারাপ স্বপ্ন দেখছে, আমারে পাঠাইছে পোলাটারে দেইখ্যা আসার জন্য,' কাচুমাচু হয়ে বলে সালাম।

'দেখ, ফাইজলামী করবা না আমার সাথে, নুরুদ্দিন নাই।'

'নুরুদ্দিন নাই, এইড্যা কি কইলেন? আমার এতো ছোড পোলা, কই যাইবো?'

'তা আমি কি জানি?'

এই পর্যায়ে কান্নার আওয়াজ শোনা গেল। আজিজ ব্যাপারী এতোক্ষন চোখ বন্ধ করেই কথা বলছিলেন, এবার তাকালেন। ঘুম কেটে গেছে তার।

সালাম কাঁদছে। সত্যিকারের কান্না বলেই মনে হচ্ছে আজিজ ব্যাপারীর কাছে।

'কান্দনের কি আছে? কয়েকদিন হইল পোলাডারে দেখি না, বা'জানও কিছু বলতে পারে না, বুড়া মানুষ তো, আমি তো মনে করলাম কামের ডরে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভাগছে পোলাডা, যায় নাই বাড়িতে?'

'না, গেলে কি আর খবর নিতে আহি?' চোখ মুছতে মুছতে বলে সালাম।

পাঞ্জাবীর পকেট থেকে একটা একশ' টাকার নোট বের করেন আজিজ ব্যাপারী। সালামের হাতে দেন।

'বাড়িত যাও, চিন্তার কিছু নাই, একেবারে দুধের শিশু তো না, খুঁজে খুঁজে ঠিকই বাড়ি চলে যাবে একদিন।'

'ওর মা'রে কি বুঝামু?'

'সেটা তুমি জানো, এখন যাও, এখন কামের সময়, আর আমি পাইলে তোমার বাড়িত পাঠাইয়্যা দিমুনে।'

'আইচ্ছা, যাই।'

বলে চলে গেল সালাম। নতুন চিন্তা যোগ হলো এখন, নুরুদ্দিন। কই যে গেল পোলাডা, এতোদিন নিশ্চিন্ত ছিলেন, বাড়ি চলে গেছে ভেবেছিলেন, এখন তো দেখা যাচ্ছে ধারনা পুরোই ভুল।

মোবাইলটা হাতে নিলেন ব্যাপারী। রাশেদের সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করছে। কি করে, কি খায়, কোথায় থাকে, আজ পর্যন্ত জানার চেষ্টা করেন নি ব্যাপারী। কেমন একটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে ছেলেটার সাথে। শুধু টাকা পাঠিয়েই খালাস। কিন্তু ইদানীং ছেলেটাকে কাছে রাখতে ইচ্ছে করে তার। এতো পড়াশোনা করে কি হবে?

ফোন করলেন। কিন্তু বন্ধ মোবাইলটা। আবার করলেন, এবারো বন্ধ। কি হলো ছেলেটার, মোবাইল করে রাশেদকে পান নি এমন কখনো হয় নি। বুকের ভেতর কোথাও চিনচিন করে উঠলো, বিপদ হয়েছে নাকি কোনও। সব পিতাই কি সন্তানের জন্য এমন অনুভব করে? সালাম যেমন একটু আগে নুরুদ্দিনের জন্য চোখের পানি ফেলে গেল? তিনি নিজে যেমন এখন একটু অস্থিরবোধ করছেন। তার বুড়ো বাপ, আব্দুল মজিদ ব্যাপারীও কি এমন বোধ করেন কখনো? কে জানে? লোকটা সারাজীবন কেমন রহস্যময় থেকেছে, কথা বলেছে কম, ইদানীং রহস্য আরো বাড়ছে। রাতের বেলা বাইরে কি সব অদ্ভুত শব্দ শোনা যায়, বেহালার সুর শোনা যায়, আরো কতো কি? ভয়ে রাতে বাইরে বের হওয়া বন্ধই করে দিয়েছেন ব্যাপারী। এছাড়া খুন হয়ে যাওয়ার ভয় তো আছেই।

সেই রাতের আক্রমনের পর থেকে জয়নালকে নিজের পাকা লোক করে নিয়েছেন ব্যাপারী। অন্তত রাতে বাড়ী ফেরার সময় তার কাজ হচ্ছে ব্যাপারীকে পাহারা দেয়া। এখন আর তেমন ভয় করে না তার। জয়নালের মতো সাহসী লোকের ধারেকাছেও আসে না কেউ এটার স্বাক্ষী তো তিনি নিজে।

www.BanglaBook.org

'ব্যাপারী, ঘুমাও নাকি?'

আবার তাকাতে হলো ব্যাপারী সাহেবকে। সামনে নছু মোড়ল দাঁড়িয়ে আছে। আচ্ছা বদ একটা লোক। একসময় অনেক জায়গা জমির মালিক ছিল এদের পরিবার। এখন সামান্য কিছু আছে। কিন্তু আগের সেই ভাবটা আনার চেষ্টা করে নছু মোড়ল, ভাব আসে না।

'না, ঘুমাই না, কিছু কইবা নাকি?' উঠে বসলেন ব্যাপারী। আজ দুপুরের ঘুম একেবারে বাতিলের খাতায়।

'তেমন কিছু না, ইদানীং এলাকায় আজব আজব সব কারবার ঘটতাছে, শুনছ না কি কিছু?' নছু মোড়ল বলল, সামনে রাখা একটা চেয়ারে বসতে বসতে।

'না, কি কারবার, আমি তো শুনি নাই কিছু।'

'তোমার বাড়ির এলাকায় তো হয় বেশি, রাইতে বিরাইতে কে জানি বেহালা বাজায়,' ফিসফিস করে বলে নছু মোড়ল।

'বেহালা বাজাইলে সমস্যা কি? বেহালা তো ভালো জিনিস।'

'কি কও না কও মিয়া! এই অঞ্চলে বেহালা বাজায় এমন কাউরে চিনো তুমি, তাও যাত্রা পালার বেহালা না, অন্যরকম সুর।'

'কি রকম সুর?'

'অন্যরকম, যারা শুনছে তারা বলে গায়ের পশম নাকি দাঁড়াইয়া যায়।'

'আচ্ছা।'

'চিন্তা করছি হুজুররে দিয়া পুরা এলাকা বান্ধান দিমু, বালা-মসিবতের লক্ষন এগুলা,' নছু মোড়ল বলল।

একটু রাজনীতির গন্ধ পেলেন ব্যাপারী। নছু মোড়লও নাকি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে দাঁড়াতে চায়, হয়তো মানুষের কাছে ভালো সাজার জন্যই এতো মানবদরদী সাজতে চাচ্ছে লোকটা।

'ইমাম সাব আমারে খুব পছন্দ করেন, আমি বললে সে মানা করবে না,' ব্যাপারী বললেন।

'তা ঠিক, দেখো, তোমার এলাকা, তুমিই করো, তয় দেরি কইরো না, না পারলে আমি তো আছিই,' দাঁড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বলল নছু মোড়ল।

'আইজই ব্যবস্থা করবো,' ব্যাপারী বললেন।

'ঠিক আছে, আমি যাই তাইলে, কাম আছে অনেক,' বলে উঠে চলে গেল নছু মোড়ল।

আজব সেই বেহালার সুর অনেকেই শুনেছে তাহলে! সেই রাতে বুড়ো বাপের মুখোমুখি হওয়ার কথাটা মনে পড়ে গেল ব্যাপারীর। এতো রাতে উনি কি করছিলেন ওখানে?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

* * *

গাজীপুরের অনেক ভেতরে এই বাগান বাড়ীটা। আশপাশে ঘনজঙ্গল। মাঝেখানে এই বাড়ী। চারপাশে ইটের দেয়াল দিয়ে সুরক্ষিত করা হয়েছে জায়গাটা। দুদিন হলো এখানে এসেছে রাশেদ। প্রথম দিন কেটেছে ঘুমিয়েই। দ্বিতীয় দিন পুরো বাগান বাড়ীটায় চক্কর লাগিয়েছে সে। তিনটা পুকুর ভেতরে, মাছ চাষ করা হয়। এছাড়া নানা ধরনের গাছ-গাছালিতে ভর্তি জায়গাটা। এমন একটা জায়গার মালিক লিলির বাবা ভাবতেও অবাক লাগছে রাশেদের। লিলিরা বড়লোক জানা ছিল, কিন্তু এতোটা কখনোই ভাবে নি।

খুবই টেনশনে সময় কাটছে এখানে। টিভি আছে, কিছু বই আছে। কিন্তু কতোক্ষন টিভি দেখে আর বই পড়ে কাটান যায়, কেয়ারটেকার একজন আছে, কথাবার্তা বলতে যেন কষ্ট হয় লোকটার। সবকিছু হ্যা কিংবা না'তে শেষ।

হল থেকে বের হয়ে সোজা চলে এসেছে রাশেদ গাজীপুরে। পথে লিলির সাথে কথা বলে ঠিকানা চিনে নিতে হয়েছে।

এছাড়া আরো বড় একটা বিপদ থেকে বাঁচা গেছে সেদিন। সাদা একটা প্রাইভেট কার পিছু নিয়েছিল সিএনজির। সেই হল থেকে বের হবার সাথে সাথেই। গাড়িতে কে বা কারা আছে বুঝতে পারে নি রাশেদ। কি জন্যেই বা পিছু নিয়েছে সেটাও জানে না সে, তবে আন্দাজ করতে পেরেছে। সিএনজি চালকের দক্ষতায় প্রাইভেটটাকে পিছু ছাড়ান গেছে, তা না হলে কি হতো কে জানে।

গত দু'দিন ধরে মোবাইলেও খুব বেশি কথা বলে নি রাশেদ। লিলির সাথে কথা হয়েছে কয়েকবার। বাকি সময় মোবাইল ফোনটা বন্ধ করে রেখেছে রাশেদ। এখানে চাইলে অনেক দিন থাকা যাবে, কিন্তু এটা তো কোন সমাধান না। আসলে সমস্যা কি হয়েছে সেটাই বুঝতে পারছে না রাশেদ। তার খোঁজে কি নেমে পড়েছে পুলিশ? প্রাইভেট কারে যারা পিছু নিয়েছিল, তারা কি পুলিশের লোক না অন্যকিছু?

বিছানার পাশে অবহেলায় পড়ে আছে শামীমের ট্রাভেল ব্যাগটা। ঠিক মতো এখনো খুলে দেখে নি রাশেদ। এই ব্যাগটাই কি সব নষ্টের গোড়া?

ব্যাগটা খুলে দেখতে কখনোই ইচ্ছে করে নি রাশেদের। কিন্তু এখন খুলে দেখার সময় এসেছে। শামীম নেই। এই ব্যাগের মালিকানা এখন কার? শামীমের পরিবারের? তাই হবার কথা। কিন্তু ব্যাগটা ওদের হাতে দেবার আগে অন্তত ভেতরের জিনিসপত্রগুলো দেখে নেয়া দরকার।

চেইন খুলে ফেলল রাশেদ এবং প্রথমেই পাওয়া গেল একটা খাম। খয়েরী রঙের খাম। খামটা বের করে বিছানার উপর রাখল রাশেদ। হাত ঢোকাল

www.BanglaBook.org

একটু ভেতরে। কাগজের তৈরি কিছু একটা হাতে লাগল তার। বের করল রাশেদ। অনেক অনেক পুরানো একটা জিনিস, দেখেই বোঝা গেল, একটা বই। খুব সাবধানে বিছানার উপর বইটা রাখল রাশেদ। মলাটটা নরম হয়ে এসেছে, ভেতরের পাতাগুলোর অবস্থাও নিশ্চয়ই খুব সুবিধার হবে না।

এরপর একটা বান্ডিল পাওয়া গেল, কাগজে মোড়া। কাগজ সরিয়ে ফেলল রাশেদ এবং চোখ বড় বড় হয়ে গেল তার। একহাজার টাকার নোটের বান্ডিল, কয়েকটা, গুনল রাশেদ। পাঁচটা বান্ডিল, একসাথে লাগানো ছিল। তারমানে পাঁচ লাখ টাকা। শামীম এতো টাকা নিয়ে কি করছিল? এইরকম একটা ব্যাগে এতো টাকা নিয়ে ঘোরার মানে কি?

টাকাগুলো নিজের বড় ব্যাগটাতে ঢুকিয়ে ফেলল রাশেদ। কেয়ারটেকার লোকটা নেই আশপাশে।

বিছানায় পা তুলে বসল রাশেদ। বইটা আর খামটা পাশাপাশি রাখা আছে।

খামটা খুলল রাশেদ। সেখানে লেখা :

'প্রিয় রাশেদ,

এই লেখাটা যদি তোর হাতে পড়ে তারমানে খুব খারাপ কিছু হয়েছে আমার। হয়তো এতোক্ষনে আমি মৃত। আগুন নিয়ে খেললে হাত পুড়াতে হয়। আমার হয়তো তাই হয়েছে।

তুই জানিস আমি খুব বড়লোক বাবার সন্তান। কোনদিন অভাব কা'কে বলে বুঝতে পারি নি। কিন্তু একইসাথে বাবা-মা'র আদর কখনো উপলব্ধি করি নি। বাবা ব্যস্ত থাকতেন সবসময়, হয় রাজনীতি নিয়ে, নয় ব্যবসা নিয়ে। মা ছিলেন গ্রামের মহিলা। তিনি শহরের জীবনে অভ্যস্ত হতে পারেন নি। চুপচাপ কাটিয়ে দিয়েছেন জীবনটা। আমি একা একাই বড় হয়েছি। স্কুলে গিয়েছি, কলেজ-ভার্সিটি গিয়েছি, শুধু টাকা পয়সার সমস্যায় পড়ি নি, কিন্তু একা বড় হতে হতে অসামাজিক আর ঘরকুনো হয়ে উঠেছিলাম। বন্ধু-বান্ধব ছিল না কোন।

তারপর ভার্সিটিতে দেখা হল তোর সাথে, লিলির সাথে। তোকে বন্ধু বানিয়ে ফেললাম, লিলিকেও। কিন্তু লিলিকে দেখতাম একটু অন্যচোখে। ভালোবেসে ফেলেছিলাম মেয়েটাকে। কিন্তু যখন দেখলাম মেয়েটা তোর প্রতি অনুরক্ত নিজেকে সরিয়ে নিলাম সাথে সাথে। তোদের কাউকে বুঝতেও দেই নি।

যাই হোক, আরো একা হয়ে পড়লাম আমি। নিজের কথা কারো সাথেই শেয়ার করতে পারছিলাম না। বই পড়েই সময় কাটাতাম। তারপরই ঘটল আজব ঘটনা।

www.BanglaBook.org

একদিন নীলক্ষেতে বইয়ের দোকানে দাঁড়িয়ে বই ঘাটাঘাটি করছিলাম। সেখানে অদ্ভুত একটা বই দেখে লোভ সামলাতে পারি নি, বইটা ছিল ব্লাক ম্যাজিক নিয়ে। এই জাতীয় বই আগে কখনো পড়ি নি, পাইও নি। কাজেই লুফে নিলাম বইটা। বিশাল বড় একটা বই ছিল সেটা। দিনের পর দিন কাটিয়েছি বইটা পড়ে। অদ্ভুত অদ্ভুত সব আচার-অনুষ্ঠানের কথা লেখা ছিল বইটাতে। অনেক মন্ত্র ছিল। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করতে হলে এই সব আচার-অনুষ্ঠান করে শয়তানের কাছে তা চাইলেই নাকি পাওয়া যায়। কিন্তু তার আগে শয়তানের কাছে সমর্পন করে দিতে হয় নিজের আত্মা। তারও আছে অনেক নিয়ম-কানুন। আমি হতাশাগ্রস্ত ছিলাম, সমাজের বাইরের একজন মানুষ ছিলাম, ধর্ম-কর্মে মনোযোগী হই নি কোনদিন। ভাবলাম, চেষ্টা করে দেখি। কোন ধরনের শক্তি যদি পেয়ে যাই, মন্দ হয় না, হোক না সেটা শয়তানের কাছে প্রার্থনা করে।

নীলক্ষেতের সেই দোকানে আবার গেলাম। এ ধরনের বই পেলাম আরো কয়েকটা। সবই পুরানো, পাতা ঝরে ঝরে যাচ্ছে এমন অবস্থা। ল্যাটিন এবং ইংরেজীতে লেখা বইগুলো। তুই তো জানিস টুকটাক ল্যাটিন জানি আমি। কাজেই এই বইগুলোও কিনে ফেললাম। দাম দিয়ে চলে আসবো, এমন সময় দোকানী একটা চিরকুট দিল আমাকে। দারুন অবাক হলাম আমি। অবাক হয়ে হাতে নিলাম চিরকুটটা।

সেখানে লেখা ছিল, "আপনি যে ধরনের বই কিনছেন, সে ব্যাপারে আপনার বেশি কিছু জানার থাকলে ই-মেইল করুন এই ঠিকানায়," এরপর একটা ই-মেইল আইডি দেয়া ছিল। দোকানীকে জিজ্ঞেস করলাম কে দিয়ে গেছে এই চিঠি। দোকানী বলল, এই বইগুলো যে বিক্রি করে গেছে, সেই এই চিরকুট রেখে গেছে।

বাসায় চলে এলাম। বইগুলো পড়লাম। ছটফট করলাম সারারাত। নিষিদ্ধ এক আকর্ষন বোধ করলাম বিষয়টার উপর। বইগুলোর পাতায় পাতায় ছবি, শয়তানের বিভিন্ন রুপের, আরো দেখলাম শয়তান কিভাবে প্রভাব বিস্তার করছে পুরো দুনিয়ায়, পড়লাম ইউরোপ, আমেরিকাসহ সারা পৃথিবীতে কতশত মানুষ শয়তানের পূজা করছে।

নিজেকে নিয়ন্ত্রন করলাম অনেক। ভার্সিটি আসা শুরু করলাম, ক্লাস করলাম নিয়মিত, কিন্তু মাথা থেকে চিরকুটের কথা সরাতে পারলাম না। যেন টানছে আমাকে এক অদ্ভুত আকর্ষন। সেই আকর্ষনের টানে একদিন মেইল করে বসলাম। তারপর উত্তেজনা বেড়ে গেল আরো উত্তরের অপেক্ষায়। একদিন গেল, দু'দিন গেল। উত্তর আসে না। আমি চব্বিশ ঘন্টা কম্পিউটারের সামনে। তারপর এলো সেই মেইল, যা বদলে দিল আমার জীবন, জীবন সম্পর্কে সব ধারনা।

www.BanglaBook.org

সেদিন ছিল শনিবার, সকালে মেইল চেক করে দেখি কাঙ্খিত উত্তরটা পেয়ে গেছি আমি, সন্ধ্যায় দেখা করতে বলছে মেইলপ্রেরক, জায়গাটা তোকে আর নাই বললাম।

গেলাম সেখানে, একটা রেস্টুরেন্ট, কোনার দিকে একটা টেবিলের কথা বলা ছিল, সেখানে বসলাম। তখনই দেখলাম লোকটাকে, এবং দেখেই কেন জানি তাকে বেশ পছন্দ হয়ে গেল আমার।

পরিচিত হওয়ার পর কফি খেলাম আমরা। লোকটাকে দেখলাম কথা-বার্তায় খুব সাধারন এবং বিনয়ী, প্রচন্ড জ্ঞানীও ভদ্রলোক, প্রচন্ড বললাম, কারন সে এমন কিছু জানে, এমন নতুন কিছু বলল আমাকে যা আগে কখনোই শুনি নি আমি। নিজের পরিচয় সে দিয়েছিল আকবর আলী মৃধা বলে। যদিও নামটা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় নি আমার কাছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় কাটিয়ে ছিলাম সেদিন, চলে আসার সময় আরো একটা বই ধরিয়ে দিল লোকটা, বলল উপহার। আমি যদি চাই, তাহলে আবারো দেখা হতে পারে আমাদের, আমি তেমন কোন কথা না দিয়ে চলে এলাম সেদিন।

এরপর পুরো সপ্তাহটা কাটলো আমার বই পড়ে, বিচিত্র এক পৃথিবীর খোঁজ পেলাম আমি, যা আমার সহপাঠী, পরিচিত স্বজন, কিংবা অনেক পন্ডিত মানুষের কাছে একেবারেই অজানা। আকবর লোকটার সাথে দেখা করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

তুই কি বিরক্ত হচ্ছিস, এতো বড় লেখা পড়ে? প্লিজ, পুরোটা পড়িস।

যাই হোক, দেখা করলাম আকবরের সাথে। শান্তিনগর এলাকার একটা বাড়ি। দোতলায় ভদ্রলোক একাই থাকেন। গিয়ে দেখি আরো দু'তিনজন আছে। আমার মতোই বয়েস, কেমন ভরসা হারানো দৃষ্টি। কিছুক্ষন বসে থাকার পর তিনি এলেন। কালো পাঞ্জাবী-পায়জামা পরনে, বেশ ভালোই দেখাচ্ছিল ঐ পোশাকে।

তিনি আমাদের ড্রইং রুমে বসালেন। তিনজন বসলাম আমরা। তারপর বলা শুরু করলেন। তার বিষয় ছিল বিচিত্র। শুরু থেকে বললেন। সৃষ্টির শুরু থেকে। মনোযোগ দিয়ে শুনলাম আমরা। আমার সাথে দুজনের সাথে এর মধ্যেই পরিচিত হলাম। একজনের নাম কায়েস, অন্যজন সোহেল।

তারপর তিনি বললেন, শয়তানের পূজা করেন তিনি। অনেক শক্তি অর্জন করেছেন, এবং সামনে আরো শক্তি অপেক্ষা করছে তার জন্য। এখন তার দরকার কিছু সহায়ক, যারা এই শক্তি অর্জনে তাকে সহায়তা করবে, বিনিময়ে তারাও পাবে সেই শক্তির কিছু ভাগ, রোগ-জরা থেকে মুক্তি, সাধারন ধর্ম যা দিতে পারবে না সেই মানসিক প্রশান্তি, আরো অনেক কিছু। আমরা তিনজন তার সাথে যোগ দিতে রাজি আছি কি না জিজ্ঞেস করলেন তিনি, সাবধান করে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিলেন বার বার, চাইলে এখনই চলে যেতে পারি, কেউ আটকাবে না, কিন্তু একবার যোগ দিলে ফেরার পথ নেই কোন, কায়েস-সোহেল রাজি হয়ে গেল সাথে সাথেই। আমিও রাজি হলাম, আমার সমগ্র স্বত্তা যেন বলছিল, এখানে যোগ দেয়া ছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই।

তারপরের দিন যোগদান অনুষ্ঠান। নোংরা, কুৎসিত, লোমহর্ষক কিছু আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা তিনজন যোগ দিলাম শয়তানের দলে। মহান লুসিফারের জয় হোক, এই ছিল আমাদের মূলমন্ত্র। আচার-অনুষ্ঠান শেষ হলে বিশেষ এক ধরনের পানীয় খেলাম আমরা, মনে হলো শুন্যে ভাসছি আমি, এলকোহল ছিল না সেটা। সেদিন থেকে পুরোপুরি স্যাটানিষ্ট হয়ে গেলাম আমি।'

রাশেদের হাত কাঁপছে থরথর করে। চিঠি এখনো অনেকটাই পড়া বাকি। কিন্তু মোবাইলটা বাজছে। লিলি ফোন করেছে।

'হ্যালো, রাশেদ,' ওপাশ থেকে লিলির কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'বলো।'

'একটা বাজে খবর শুনলাম।'

'কি?'

'তোমাকেও খুঁজছে পুলিশ।'

'আমাকে? কিভাবে জানলে?'

'তোমাকে তো বলেছি, আমার এক ভাই আছে পুলিশে, তার কাছে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কোন হদিস করতে পেরেছে কি না খুনি কে, যেহেতু শামীম আমার পরিচিত, তিনি বললেন, শামীমের মা বলেছেন রাশেদ নামে একজন নাকি এসেছিল শামীমের একটা ব্যাগ নেয়ার জন্য, এছাড়া শামীমও তার মা'কে বলে গিয়েছিল সে রাশেদের রুমে উঠছে কয়েকদিনের জন্য, পরীক্ষার প্রিপারেশন নেয়ার জন্য।'

'এখন?'

'পুলিশ তোমাকে খুঁজছে রাশেদ, হন্যে হয়ে, শামীমের বাবা উঠে পড়ে লেগেছেন, তার একটাই মাত্র ছেলে ছিল।'

'কিন্তু আমি তো কিছু করি নি, কিছু জানি না।'

'তুমি যেহেতু নিরপরাধ, ভালো হয়, তুমি পুলিশের কাছে আত্মসমর্পন করো।'

'আত্মসমর্পন করবো?'

'আমি চাই তুমি এই ঝামেলা থেকে বের হয়ে এসো, যতোদিন পালিয়ে থাকবে ততো তোমার উপর পুলিশের সন্দেহ বাড়বে।'

'দেখি, ভাবনা-চিন্তার সময় দাও আমাকে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ঠিক আছে, ভাবো, আমাকে জানিয়ো, আর সব ঠিক তো?'

'সব ঠিক।'

'খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে ঠিক মতো?'

'বলা যায় রাজার হালে আছি,' হাসল রাশেদ।

লিলির হাসির শব্দ পাওয়া গেল। মন খারাপ ভাবটা চলে গেল রাশেদের।

'আচ্ছা, রাখি,' লিলি বলল।

'আচ্ছা।'

মোবাইল ফোনটা রেখে বিছানার উপর বসল রাশেদ। চিন্তাভাবনা করা দরকার। কি করা উচিত এখন? ধরা দেবে? তারপর? পুলিশ কি বিশ্বাস করবে তার কথা? শামীমের দেয়া চিঠিটা দেখানো যায়, কিন্তু ওরা কি বিশ্বাস করবে?

অনেক প্রশ্ন গিজগিজ করছে মাথায়। সবার শেষে একটা সিদ্ধান্তেই আসা যায়, সেটা হচ্ছে আত্মসমর্পন করা।

কিন্তু রাশেদ ভাবছে অন্যকিছু। চিঠিটা পুরোটা পড়তে হবে আগে, এখনো সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় আসে নি।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৮

মহাস্থানগড়ের জাদুঘরটা দেখে তেমন মুগ্ধ হতে পারলেন না ডঃ কারসন। উপমহাদেশেই এরচেয়ে গোছানো অনেক জাদুঘর তিনি দেখেছেন, এছাড়া এখানকার সংগ্রহও তেমন কিছু নেই, যা দেখে অবাক হওয়া যাবে। এখনো বের হয়ে আসেন নি ভেতর থেকে। ঘুরছেন, দুই ডক্টর অপেক্ষা করছে। বাইরে বেরিয়ে আসবেন এই সময় বুড়ো একজন ভদ্রলোক এসে দাঁড়াল তার সামনে।

ডঃ কারসন অনেক লম্বা এবং স্বাস্থ্যবান একজন মানুষ। তার সামনে এই বৃদ্ধকে খুবই ছোট দেখাচ্ছে।

'কিছু বলবেন আমাকে?' যতোটা সম্ভব সহজ ইংরেজীতে বলার চেষ্টা করলেন ডঃ কারসন।

লোকটা কিছু বলল না, তাকাল ডঃ কারসনের দিকে, যেন কি বলবে গুছিয়ে উঠতে পারছে না।

বিড়বিড় করে কি যেন বললেন বৃদ্ধ, বুঝলেন ডঃ কারসন, লোকটা তার বাসায় যাওয়ার জন্য আমন্ত্রন করছে।

'কেন? কোন দরকার?'

এবারও কি বললেন বৃদ্ধ পরিষ্কার বুঝতে পারলেন না ডঃ কারসন, তবে এটুকু বুঝতে পারলেন কিছু একটা দেখাতে চাইছে এই বুড়ো মানুষটা।

মাথা নাড়িয়ে সম্মতি দিলেন তিনি। এই বুড়ো কি ক্ষতি করতে পারবে তার?

হাঁটতে থাকলেন ডঃ কারসন, পেছনে বৃদ্ধ লোকটা। মিউজিয়ামের বাইরে এসে দেখলেন দুই ডক্টরের কেউ নেই আশপাশে। মনে মনে স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। এই দুজনকে না পেয়ে ভালোই হলো।

একটা রিক্সা নিলো দুজন, বেশি দূর যেতে হলো না, প্রায় আধঘণ্টা চলার পর বৃদ্ধ থামতে বলল রিক্সাটাকে। একতলা একটা বাড়ী, অনেক পুরানো। বট-অশ্বত্থ গজিয়ে গেছে দেয়ালে দেয়ালে।

গা ছমছম করে উঠলো ডঃ কারসনের। জায়গাটা অস্বাভাবিক নিরব। এছাড়া এভাবে চলে আসাটাও ঠিক হয় নি বলে মনে হচ্ছে এখন। কিছু হয়ে গেলে কেউ জানতেও পারবে না ডঃ কারসন কোথায় গিয়েছিলেন, কার সাথে গিয়েছিলেন, কিন্তু এখন যেহেতু এসেই পড়েছেন, ভয় পেলে চলবে না।

সিঁড়ি পেরিয়ে একটা ঘরে ঢুকলেন ডঃ কারসন, বাইরে রোদ থেকে

www.BanglaBook.org

এসেছেন, তাই ঘরটা পুরো অন্ধকার লাগছে, দৃষ্টি সয়ে আসতে দেখলেন ঘরের একপাশে একটা বিছানা পাতা, সেখানে বেশ বয়স্কা একজন মহিলা শুয়ে আছেন। দেখেই বোঝা যাচ্ছে অসুস্থ। একপাশে পুরানো আমলের সোফা সেট। বৃদ্ধ ইশারায় সোফায় বসতে অনুরোধ করলেন ডঃ কারসনকে।

বসলেন ডঃ কারসন।

তাকালেন ঘরটার চারদিকে। মৃত্যুর গন্ধ চারদিকে। এই দুজন বোধহয় একাই থাকে এখানে। কি বলবেন বুঝতে পারছেন না। বৃদ্ধলোকটা ব্যস্ত ভঙ্গিতে রুম থেকে বের হয়ে গেছে মাত্র।

'আপনি কেমন আছেন ডঃ কারসন?' কোথা থেকে কণ্ঠটা আসছে বুঝতে একটু সময় লাগলো ডঃ কারসনের।

বিছানায় শোয়া বৃদ্ধা উঠে বসেছেন। পরিষ্কার ইংরেজীতে তিনিই প্রশ্নটা করেছেন ডঃ কারসনকে।

'আমি ভালো, আপনি?'

'খুব ভালো নেই, দুঃখিত, আপনাকে হঠাৎই নিয়ে এসেছে সে, আমার স্বামী।'

'না, না, ঠিক আছে,' কথা খুঁজে পাচ্ছেন না ডঃ কারসন।

'আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজনে একাই থাকি এখানে, ছেলে-মেয়েরা বড় হয়েছে, তারা এখন আমাদের সাথে থাকে না, সবাই থাকে দেশের বাইরে, আমাদের নিতে চায়, কিন্তু আমরা এখানেই থাকবো,' বৃদ্ধা বললেন।

'আচ্ছা,' বললেন ডঃ কারসন। বৃদ্ধা অসুস্থ হলেও গলার স্বর বেশ পরিষ্কার। মনে মনে প্রশংসা করলেন তিনি।

'আপনাকে ডেকেছি, বিশেষ একটা জিনিস হস্তান্তর করার জন্য, যোগ্য লোক খুঁজছিলাম আমরা, যদি না পেতাম জিনিসটা আমাদের সাথেই হারিয়ে যেতো, যাইহোক, তা'তে কিছুটা আফসোস থাকতো আমাদের। কিন্তু আপনাকে যোগ্য বলে মনে হয়েছে আমাদের কাছে। লন্ডনে আপনার সম্পর্কে খবরও নিয়েছি আমার বড় ছেলের কাছ থেকে।'

'আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আসলে না বোঝারই কথা, আমি বেশি কথা বলে ফেলছি, আসল কথা বাদ দিয়ে।'

এই সময় বৃদ্ধ ঢুকলেন ঘরটায়। একটা প্লেটে কিছু বিস্কিট, গ্লাসে সরবত সাজিয়ে। মেহমানদারি দেখে একটু অবাকই হলেন ডঃ কারসন। বাঙ্গালীরা অতিথিপরায়ন জাতি, তা যেন আরেকবার প্রমানিত হলো।

সোফার সামনে ছোট একটা বাক্স রাখা, চোখে পড়লো ডঃ কারসনের। সরবতের গ্লাসটা তুলে নিলেন তিনি। হয়তো খুব স্বাস্থ্যসম্মত জিনিস হবে না,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিন্তু এতো কষ্ট করে বানিয়েছে বুড়ো মানুষটা না খেলে খারাপ দেখায়।

'আপনার সামনে একটা বাক্স দেখতে পাচ্ছেন,' বৃদ্ধা বললেন, 'এই বাক্সটা আমরা খুঁজে পেয়েছি প্রায় বিশ বছর আগে, একটা টিউবওয়েলের জন্য গর্ত খুড়তে গিয়ে। আপনি খুলুন।'

সরবতের গ্লাসটা নামিয়ে রাখলেন ডঃ কারসন। চিন্তা করছেন। বাক্সটায় কি আছে? বাক্সটা খোলা মাত্র যদি কোন বিপদ হয়ে যায়? কিন্তু কৌতুহলের বিজয় হলো শেষপর্যন্ত। তিনি খুললেন বাক্সটা। এবং চোখ সরাতে ভুলে গেলেন।

একজোড়া জুতো। চকচক করছে। কালো রঙের। আর জুতোর গায়ে লাগানো জিনিসগুলো ঝলমল করছে। কি ওগুলো? হীরা ছাড়া আর কিছুই হবার কথা নয়!

বাক্সটা হাতে নিলেন ডঃ কারসন। অনেক বড় হীরা। দু'টো জুতোয় মোট ছয়টা হীরা লাগানো। কোটি টাকা দাম হবে এগুলোর।

কথা খুঁজে পাচ্ছেন না ডঃ কারসন। এ কি দেখছেন ভিন দেশের এই পাড়া গায়ে? কেমন অদ্ভুত লোক এরা, বিশ বছর আগে খুঁজে পেয়েছে এই রত্ন, অথচ কাউকে জানায় নি?

'ডঃ কারসন, আমার শ্বশুড় সাহেবের বাবার বাবা এই অঞ্চলে এসে প্রথম আবাস গড়ে তোলেন, যদিও তার এলাকা ছিল অন্যদিকে। কোন কারনে তিনি পালিয়ে এসেছিলেন। এই বাক্স উদ্ধারের পর আমরা বুঝতে পারি কেন তিনি পালিয়ে এসেছিলেন নিজের এলাকা ছেড়ে। তিনি কাউকে এই জুতো জোড়া সম্পর্কে কিছু বলে যান নি। কিন্তু বাক্সে একটা চিঠি লিখে যেতে ভুল করেন নি। লিখেছিলেন, সাদা চামড়ার এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে চুরি করেছেন এই জুতো জোড়া। সেই লোক তাকে খুঁজছে হন্যে হয়ে, তাই তিনি এই জনমানবহীন এলাকায় এসে থাকা শুরু করেন, এখানেই বিয়ে করেন। তারপর কোন একদিন, সময় বুঝে, জুতোজোড়া মাটির নিচে লুকিয়ে রাখেন তিনি। প্রায়ই স্বপ্নে দেখতেন, এই হীরাগুলো খুলে বিক্রি করতে গেলে মহাবিপদ ঘটবে তার। কাজেই ভয় পেয়ে এগুলোর কথা আর কাউকে বলেন নি।'

'আপনাদের কাছে সেই চিঠিটা কি আছে?'

'না, অনেক আগে লেখা জিনিস, নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু কথাগুলো মনে আছে আমার।'

'কিন্তু আমি এখন এগুলো দিয়ে কি করবো?'

'আমাদের ইচ্ছা কোন জাদুঘরে এই জুতোজোড়া রাখবেন আপনি। ছেলেদের দেই নি কারন ওরা এগুলো বিক্রি করে ফেলতো। কিন্তু এগুলোর ঐতিহাসিক মূল্য অনেক। ওরা এগুলোর কথা জানেও না। এছাড়া আমাদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দুজনের ধারনা জুতোজোড়া অভিশপ্ত। মাটির নিচে ছিল ভালোই ছিল।'

'অভিশপ্ত? কেমন?'

'যেদিন আমরা বাক্সটা উদ্ধার করলাম, সেদিনই আমাদের শ্বশুড় মারা যান, এরপর মারা যায় আমার এক মেয়ে, বাকি ছেলেরা সব এক এক করে বিদেশ চলে গেলো। এখন আমরা দুজন আছি, কোনমতে বেঁচে।'

'আমি এখন কি করবো, বুঝতে পারছি না?' বিড়বিড় করে বললেন ডঃ কারসন।

'অযথা ভয় পাচ্ছেন আপনি, আপনি যে হোটেলে উঠেছেন সেখানে পৌঁছে দিয়ে আসবে আমার স্বামী, বাক্সটা নিয়ে যান, লন্ডনে অথবা প্যারিসের ভালো কোন মিউজিয়ামে দিয়ে দেবেন, আমাদের ধারনা জুতোজোড়ার উৎস এর কোন একটা হবে।'

'কি করে বুঝলেন?'

'অনেক কিছুই লিখেছিলেন তিনি চিঠিতে, এখন আর সব মনে নেই,' বৃদ্ধা কথা বলতে বলতে হাঁপিয়ে উঠেছেন।

ডঃ কারসন বুঝলেন উঠার সময় হয়েছে। বাক্সটা একটা ব্যাগে ভরে দিলো বৃদ্ধ লোকটা।

'ভালো থাকবেন,' বললেন ডঃ কারসন, বৃদ্ধাকে উদ্দেশ্য করে, বৃদ্ধা মাথা নাড়ালেন উত্তরে।

বাইরে এসে দাঁড়ালেন ডঃ কারসন। বৃদ্ধ এখনো আসে নি। সামনের রাস্তাটা পুরো খালি। এখন ফিরবেন কিভাবে হোটেলে? এখান থেকে কমপক্ষে একঘণ্টা লাগার কথা? পকেট থেকে মোবাইলটা বের করলেন। দুই ডক্টরকে ফোন করে দেখা যায়।

বৃদ্ধ লোকটা পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ডঃ কারসন জায়গাটার নাম জিজ্ঞেস করলেন ইশারায়। বৃদ্ধ বলল।

মোবাইলে ডঃ শাখাওয়াতকে পেলেন ডঃ কারসন।

'হ্যালো?' ডঃ কারসন বললেন।

'ডঃ কারসন, আপনি কোথায়? আমরা আপনাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান,' ওপাশ থেকে ডঃ শাখাওয়াতের উত্তেজিত কণ্ঠ শোনা গেল।

'আমি বেশি দূরে যাই নি, আপনি গাড়ি পাঠিয়ে দিন,' বলে জায়গাটার নাম বললেন ডঃ কারসন।

'ঠিক আছে, ড্রাইভার পাঠাচ্ছি, না, আমিই আসছি, আপনি থাকুন, বেশিক্ষন লাগবে না।'

বৃদ্ধকে হাত নেড়ে বিদায় জানালেন ডঃ কারসন। ডঃ শাখাওয়াত এখানে এসে বৃদ্ধ লোকটাকে দেখলে অনেক প্রশ্ন করতে পারে। হাতে ব্যাগটা নিয়ে একটু অস্বস্তি হচ্ছে, ডঃ শাখাওয়াত জানতে চাইতে পারে কি আছে এর মধ্যে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যাই হোক, একটা কিছু উত্তর দেয়া যাবে।

বিকেল হয়ে এসেছে প্রায়। মেঠো রাস্তাটায় একা একা অপেক্ষায় রইলেন ডঃ কারসন।

* * *

'একদিন অদ্ভুত একটা জিনিস পেলাম, বই, প্রাচীন একটা বই, কতো প্রাচীন হবে আন্দাজও করতে পারছি না, বইটা এমন জায়গায় লুকানো ছিল যে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। আমরা যে সোফায় বসি, সেই সোফার নিচে টেপ দিয়ে আটকানো ছিল, আমার পকেট থেকে একটা কলম পড়ে গিয়েছিল, সেটা তুলতে গিয়ে সোফার নিচে চোখ চলে গিয়েছিল আমার, প্রথমে ভেবেছিলাম সোফারই একটা অংশ, পরে হাত দিয়ে বুঝলাম অন্য কিছু, অপেক্ষায় রইলাম কখন একা হবো, কায়েস-সোহেলও ছিল রুমটায়, কি নিয়ে যেন কথা বলছিল।

সেদিন আর সুযোগ নিলাম না, পরেরদিন বাকি দুজনের আসার আগেই আমি চলে এলাম শান্তিনগরের বাসাটায়, আকবর ছিলেন না বাসায়, আমি ড্রইংরুমে একা, তখনই সুযোগটা নিলাম, বের করে আনলাম বইটা। ভারি একটা জিনিস, কোথায় রাখবো ভেবে পাচ্ছিলাম না, কাজেই ঝুঁকি নিলাম না কোন, বের হয়ে এলাম বাসা থেকে, বেরুনোর পথে কায়েস-সোহেলের সাথে দেখা, ওদের বললাম বাসায় একটু কাজ পড়ে গেছে, পরে আসবো, কোনমতে বের হয়ে এলাম সেই বিকেলে, সরাসরি চলে এলাম বাসায়, তারপর খুললাম বইটা।

অদ্ভুত! ভেতরে অনেক রকম দুবোর্ধ্য বোধ্য আঁকাঝোকা, বর্নগুলো পুরোই অপরিচিত। কি করবো বুঝতে পারছিলাম না এই জিনিস নিয়ে। এভাবে বইটা নিয়ে আসা কি ঠিক হলো? ভাবছিলাম কি করা যায়।

তখনই ভার্সিটির এক টিচারের কথা মনে পড়ল, তিনি আমার দুরসম্পর্কের আত্মীয়, প্রাচীন অনেক ভাষা জানেন, প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে গবেষনা করেন। ডঃ আরেফিন। ফোন করে সময় নিলাম দেখা করার জন্য। বইটা দেখে ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেলেন তিনিও। অনেক বর্নমালা দেখেছেন তিনি, হায়ারোগ্লিফিকসের উপরও ভালো ধারনা আছে, কিন্তু এই বইটাতে যে বর্নগুলো ব্যবহার করা হয়েছে তা হায়ারোগ্লিফিকসের সমসাময়িক, কিন্তু হায়রোগ্লিফিকস না। অন্য কোন প্রাচীন বর্নমালা বলে মনে হলো তার। তারমানে বইটার বয়স অনেক। বিশেষ উপায়ে কোন রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়েছে বলে দীর্ঘজীবন লাভ করেছে এই বই।

ভেতরের কিছু পৃষ্ঠা উল্টাতেই চোখ মুখ আরো গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল

www.BanglaBook.org

সেদিন ডঃ আরেফিনের। বুঝতে পারছিলেন এই জিনিসের মর্ম উদ্ধার করা তার পক্ষে সম্ভব না। তবে তিনি আমাকে জটিল একটা আইডিয়া দিয়েছিলেন। তার ধারনা এটা প্রাচীন কোন রসায়নবিদের বই, যেখানে অমর হবার জন্য এলিক্সির অফ লাইফ তৈরি করার কৌশল ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

বুঝতে পারছিস তুই, বইটা কতো মূল্যবান? যে এই বর্ণমালা পাঠোদ্ধার করতে পারবে সে জানতে পারবে কিভাবে অমর হওয়া যায়। কিন্তু আমি ভাবছিলাম এই বই আকবরের কাছে গেল কি করে? কিন্তু এখন এটার মালিক আমি। আবার এখন যেহেতু আমার এই চিঠি পড়ছিস তুই, তারমানে বইটা এখন তোর কাছে, মালিক তুই।

তুই ডঃ আরেফিনের কাছে যেতে পারিস, তিনি কি সাহায্য করতে পারবেন বলতে পারছি না, উনার সাথে বিশ্বের অনেক নামী-দামি আর্কিওলজিষ্ট, ভাষাতত্ত্ববিদদের সাথে পরিচয় আছে। কাজেই তিনি কিছু না কিছু করতে পারবেন।

আকবার, সোহেল, কায়েস, আমার পিছু নিয়েছে। আমাকে ছাড়বে না এরা। রক্ত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, মহান লুসিফারের ছায়ার তলাতেই থাকবো, কিন্তু এখন আমাকে ওরা বিবেচনা করছে বেঈমান হিসেবে, এবং বেইমানীর সাজা মৃত্যু।

চাইলে বইটা পুড়িয়েও ফেলতে পারিস, তোর ইচ্ছে।

আরো অনেক কিছু লেখার ছিল। সময় নেই হাতে। তুই ভালো থাকিস।

বিদায়...তোর বন্ধু...শামীম।'

চিঠিটা পড়ে কিছুক্ষন চুপচাপ বসে রইলো রাশেদ।

কি করবে এখন সে। ডঃ আরেফিনকে খুঁজে বের করতে হবে, ইউনিভার্সিটির টিচার, খুঁজে বের করতে কোন সমস্যা হবে না, কিন্তু এখন এই এলাকার বাইরে যাওয়াকে নিরাপদ মনে হচ্ছে না তার কাছে। এই ক্ষেত্রে লিলিকে কাজে লাগানো যেতে পারে। লিলি পারবে ডঃ আরেফিনের নাম্বার জোগাড় করে দিতে, তারপর তার সাথে দেখা করার একটা না একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

বইটার দিকে তাকাল রাশেদ। এতো পুরানো একটা জিনিস, এখনো অক্ষত আছে। অমরত্ব পাওয়ার কৌশল বলা আছে নাকি বইটাতে। আজব ব্যাপার। এইসব জিনিসে কি এখনো বিশ্বাস রাখে মানুষ! তন্ত্র-মন্ত্র আর টুকিটাকি রসায়নিক কিছু জানলে মৃত্যুকে ঠেকানো যায়! বিশ্বাস হয় না রাশেদের। কিন্তু তারপরও এই বইটার জন্যই তার জীবন এখন চরম ঝুঁকিতে। প্রিয় একজন মানুষ মারা গেছে এর মধ্যে।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রাশেদ। বিকেল হয়ে এসেছে প্রায়।

www.BanglaBook.org

সারাদিন ঘর থেকে বের হয় নি সে। দুপুরে খাওয়া দিয়ে গেছে কেয়ারটেকার লোকটা। তারপর আর কোন খবর নেই। সাথে থাকা সিগারেটও প্রায় শেষ হবার পথে। জানালা দিয়ে আবার তাকাল রাশেদ। একটা বড় গেট এই বাংলো বাড়িতে প্রবেশ করার জন্য। চারদিক উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। মূল দরজায় সারাক্ষন পাহারা দেয় একজন গার্ড।

কেউ এসেছে দরজায়। কে বোঝা যাচ্ছে না এখান থেকে। গার্ড কথা বলছে। অনেক দূরে থাকায় কিছু শুনতে পাচ্ছে না রাশেদ। তবে কথা কাটাকাটি হচ্ছে এটুকু বোঝা যাচ্ছে। পরিষ্কার দেখার জন্য মুখটা আরো একটু এগিয়ে দিল রাশেদ এবং দিয়েই বুঝলো অনেক বড় ভুল হয়ে গেছে। গার্ডের সাথে যে লোকটা তর্ক করছিল সে দেখেছে রাশেদকে। এবং দেখেই গার্ডকে একটা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে।

বিপদ আসছে বুঝতে পারল রাশেদ। গার্ড ওই লোকটাকে আটকাতে পারবে না, এই লোক এসেছে রাশেদের খোঁজেই। পালাতে হবে এখান থেকে। কিন্তু কিভাবে?

তাড়াতাড়ি ব্যাগে ঢুকিয়ে নিলো রাশেদ জিনিসগুলো, বই, চিঠি, টাকার বান্ডিল, কিছু কাপড়-চোপড়, মোবাইল-চার্জার। ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে পড়লো। বাড়ীটার চারদিকে উঁচু প্রাচীর। ডিঙ্গাতে হবে যে করেই হোক। সোজা ছাদে চলে গেল রাশেদ। কেয়ারটেকার লোকটাকে দেখতে পেলো সে। কাত হয়ে পড়ে আছে বিল্ডিংটার নিচে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে চারপাশ, তেমন পছন্দ হয় নি লোকটাকে রাশেদের, কিন্তু এখন খুব খারাপ লাগছে। সেই লোকটা আসছে, হাতে একটা রিভল্ভার, সাইলেন্সার লাগানো মনে হচ্ছে। এধরনের জিনিস আগে কখনো দেখেনি রাশেদ, শুধু মুভিতে ছাড়া। মৃত্যু এগিয়ে আসছে। বিল্ডিংটা মাত্র তিনতলা। তিনতলা ছাদ থেকে ঝাঁপ দেয়ার কথা কল্পনাও করতে পারছে না রাশেদ। কিন্তু এখন এছাড়া কোন উপায়ও নেই: নিচে সিঁড়িতে আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ঝড়ের গতিতে সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠছে লোকটা।

রেলিং-এ দাঁড়িয়ে নিচে তাকাল রাশেদ। ঝাঁপ দিতে হবে এক্ষুনি। পিঠে ঝোলানো ব্যাগটা দেখে নিয়ে চোখ বন্ধ করল, তারপর বিসমিল্লাহ করে পড়ে গেল নিচে।

অদ্ভুত ব্যাপার, হাড়-গোড় ভাঙ্গেনি, শরীরে তেমন ব্যথাও পায় নি সে। পড়েই উঠে দাঁড়াল রাশেদ। পিছু ফিরে ছাদের দিকে তাকাল। লোকটা ছাদে উঠে গেছে। তাকিয়ে আছে তার দিকে, একটু অবাক দৃষ্টিতে, হয়তো ভাবছে এতো উঁচু থেকে ঝাঁপ দিয়েও কিভাবে দৌড়াচ্ছে ছেলেটা।

দৌড়াচ্ছে রাশেদ। একেবেকে। লোকটা ছাদ থেকে ঝাঁপ না দিলেও ওর

www.BanglaBook.org

কাছে একটা আগ্নেয়াস্ত্র দেখেছে সে। আশপাশে হিসসস শব্দ করে দু'একটা বুলেট চলে গেল বলে মনে হলো তার। আর একটু এগুলেই পাঁচিল। অনেকটা দূর থেকেই ঝাঁপ দিয়ে পাঁচিলের উপরটা ধরে ফেলল রাশেদ। ছোট ছোট কাঁচের টুকরো বসানো ঘন ঘন করে। হাত দু'টো কেটে গেল রাশেদের। অনেক ব্যথা করছে। কিন্তু এখন জান বাঁচানোর সময়। হাত একটু কেটে গেলে করার কিছু নেই। মাথার পাশ দিয়ে আরো একটা বুলেট চলে গেল মাত্র। লোকটা সময় নিয়ে নিশানা করছে। সময় নেই একেবারে। নিজের শরীরের সমস্ত ভার হাত দু'টোর উপর দিল রাশেদ, তারপর একটানে উঠে পড়ল পাঁচিলটার উপর, পা ছড়ে যাচ্ছে, কাঁচের টুকরো বেশ কিছু ঢুকে গেছে এখানে সেখানে। শেষবারের মতো তাকাল সে বাংলো বাড়ীর ছাদটার উপর। লোকটা তাকিয়ে আছে এখনো, হাতের অস্ত্রটা তাক করা, একটা বুলেট ঠিক মাথার কিছু চুলের উপর দিয়ে চলে গেল তখন। হাত ছেড়ে দিলো রাশেদ। এবার সে পড়ছে, কিন্তু কিছুই টের পাচ্ছে না রাশেদ। মনে হচ্ছে অনন্তকাল ধরে সে পড়েই যাচ্ছে, পড়েই যাচ্ছে।

আগে শরীরটা পড়ল, তারপর মাথা। এবার ভালোই ব্যথা পেয়েছে রাশেদ। মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছে। উঠার মতো শক্তি পাচ্ছে না সে শরীরে। ঘাড় ঘুরিয়ে চারদিকে তাকাল। চারপাশে জঙ্গল। লোকটা এখনই হয়তো আসবে। সে জানে রাশেদ কোথায় পড়েছে। এখনই পালানো শুরু না করলে রক্ষা পাওয়া যাবে না সাক্ষাৎ ঐ যমদূতের হাত থেকে।

সারি সারি গাছ, সেগুন, গর্জন, গায়ে গায়ে লাগানো, যে করেই হোক এই জঙ্গল থেকে বের হতে হবে আগে। তারপর ফিরতে হবে ঢাকায়। পকেট থেকে মোবাইলটা বের করল রাশেদ। লিলিকে জানাতে হবে। দৌড়াতে দৌড়াতেই নাম্বারে ডায়াল করল সে।

'হ্যালো লিলি,' হাফাতে হাফাতে বলল রাশেদ।

'কি ব্যাপার, এভাবে কথা বলছো কেন?' ওপাশ থেকে লিলির উদ্বিগ্ন কণ্ঠ শোনা গেল।

'পালাচ্ছি আমি, এখানে আট্যাক করেছে একজন, ওরাই মেরেছে শামীমকে। আমি...' কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে রাশেদের।

'তোমার কিছু হয় নি তো?'

'না, তেমন কিছু না, তবে এখনো নিরাপদে নই আমি, শোন, তোমাদের বাংলো বাড়ির গার্ড আর কেয়ার-টেকারকে মেরে ফেলেছে।'

'ওহ, আল্লাহ।'

'শোন, তুমি চুপচাপ থাকো, পুলিশকে কিছু বলো না, কেউ জানে না ওখানে আমি ছিলাম, কাজেই সাধারন ডাকাতি মনে করবে ওরা।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আচ্ছা, কিন্তু কেয়ার-টেকার চাচার জন্য খুব খারাপ লাগছে আমার,' কান্না জড়িত কণ্ঠে বলল লিলি।

কিছুক্ষন চুপ করে রইল রাশেদ। ঐ দু'টো মৃত্যুর জন্য সেই দায়ী।

'এখন রাখছি, পরে ফোন করবো।'

ফোনটা পকেটে ঢুকিয়ে ফেলল রাশেদ। অনেকক্ষন এলোপাথারী দৌড়েছে সে। ক্লান্ত লাগছে। কিন্তু জঙ্গল থেকে বের হওয়ার কোন পথই দেখা যাচ্ছে না। সারা শরীর থেকে রক্ত ঝরছে। হাত দু'টোর দিকে তাকাল রাশেদ। বেশ কিছু গর্তের সৃষ্টি হয়েছে দুই হাতেই, অনর্গল রক্ত বেরুচ্ছে সেখান থেকে। পা থেকেও রক্ত ঝরছে। জিন্সের প্যান্টটা ভিজে গেছে রক্তে। চোখে ঝাপসা দেখতে শুরু করেছে। সবকিছু অদ্ভুত মনে হচ্ছে। বুঝতে পারছে রাশেদ জ্ঞান হারাতে চলেছে সে। দূরে চলমান একটা কিছু চোখে পড়ল। মানুষ না কি গরু-ছাগল? সামনে আসছে জিনিসটা। হ্যা, মানুষই। কিছু বলছে। কিন্তু কোন কথা বুঝতে পারলো না রাশেদ। জ্ঞান হারালো সে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৯

কয়েকদিন পত্রিকা পড়া হয় নি ডঃ আরেফিনের। আজ অনেক সকালে ঘুম ভেঙ্গেছে তার। নিচে এসে রেস্তোরায় চায়ের অর্ডার দিলেন তিনি। ওয়েটারকে বলেছিলেন কোন পত্রিকা থাকলে দেয়ার জন্য, সে মাত্রই একটা রেখে গেছে টেবিলে।

প্রথম পাতায় চোখ বুলালেন ডঃ আরেফিন, গতানুগতিক সব খবর। শেষ পাতায় কোনার দিকে একটা খবরে চোখ আটকে গেল তার। একটা খুনের খবর। খুনটা হয়েছে তার অতি পরিচিত একজনের। দম আটকে এলো ডঃ আরেফিনের। শামীম ছেলেটা মারা গেছে, খবর অনুযায়ী আরো তিন দিন আগে, অথচ পত্রিকা পড়া হয় না বলে তিনি জানতেও পারেন নি, প্রতিদিন ছেলেটার মোবাইলে চেষ্টা করে গেছেন, অপেক্ষা করেছেন কখন সেই ছেলেটা ফোন করবে, হাতের কাছে নামকরা একজন ছিল যে হয়তো বইটার অর্থ বের করতে পারতো, কিন্তু এখন সব পানিতে গেছে। দারুন আশা নিয়ে ছিলেন ডঃ আরেফিন। কিন্তু এখন হাউমাউ করে কাঁদতে ইচ্ছে করছে, যতোটা না শামীম মারা গেছে এই দুঃখে, তারচেয়ে বইটা আর পাওয়া যাবে না এই বেদনায়। ডঃ কারসনের সাথে বসে হয়তো বইটা থেকে সব তথ্য বের করে নেয়া যেতো, অমরত্ব পাওয়ার কোন কৌশলও যদি বইটায় থাকতো, তাহলে সেই তথ্য কেবল এই দুই-তিনজন মানুষের কাছেই থাকতো।

কিন্তু এখন সব শেষ। শামীমের মৃত্যু হয়েছে মর্মান্তিকভাবে। কেউ খুন করেছে ছেলেটাকে, মাথা আলাদা করে ফেলেছে, তারমানে নৃশংস কিছু মানুষ আছে এর পেছনে যারা প্রয়োজনে রক্ত ঝরাতেও দ্বিধাবোধ করে না। বইটা চিরদিনের জন্য হাতছাড়া হয়ে গেল। ডঃ কারসনের সাথে এই মহাস্থানগড়ে না আসতে হলে বইটা হয়তো হাতছাড়া হতো না। শামীম বলেছিল তার জীবন মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে আছে, তখন গুরুত্ব দেন নি তিনি, এখন আফসোসে হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছে তার।

'গুড মর্নিং,ডঃ আরেফিন,' ডঃ কারসন কখন সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন লক্ষ্য করেন নি ডঃ আরেফিন।

'গুড মর্নিং,' ডঃ আরেফিন বললেন।

'এখানে আমার কাজ তো শেষ, আমি আজই ফিরতে চাচ্ছি ঢাকায়,' ডঃ কারসন বললেন পাশের চেয়ারটায় বসতে বসতে।

'হ্যা, আমিও তাই ভাবছিলাম, তবে ডঃ শাখাওয়াতের সাথে আলাপ করে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিতে হবে, এই যে, চলে এসেছেন তিনি।' বললেন ডঃ আরেফিন

ডঃ শাখাওয়াত ঢুকলেন মাত্র, ঘুম এখনো কাটে নি উনার। ডঃ কারসনের পাশে গিয়ে বসলেন তিনি। নাস্তার অর্ডার দিলেন সবার জন্য।

'ডঃ শাখাওয়াত,' ডঃ কারসন বললেন, 'আজ ঢাকা ফিরতে চাচ্ছি আমি।'

'আজই? অবশ্য এখানকার কাজ শেষ, চলুন ফিরে চাই, এরপর তো আবার সিলেটের দিকে যেতে হবে,' ডঃ শাখাওয়ার বললেন একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে।

'তাহলে একথাই রইলো, আমি রুমে গিয়ে তৈরি হয়ে নিচ্ছি,' উঠতে উঠতে বললেন ডঃ কারসন।

'নাস্তা করে যান,' ডঃ আরেফিন বললেন।

'না, ভালো লাগছে না, থ্যাঙ্ক য়ু,' বলে বেরিয়ে গেলেন ডঃ কারসন রেস্তোরাঁ থেকে।

একে অন্যের দিকে তাকালেন ডঃ শাখাওয়াত এবং ডঃ আরেফিন।

'কি ব্যাপার বলো তো, উনার মুখটা ভার মনে হলো,' ডঃ শাখাওয়াত জিজ্ঞেস করলেন ডঃ আরেফিনকে।

'জানি না, আসলে এখানকার আবহাওয়া হয়তো সহ্য হচ্ছে না,' ডঃ আরেফিন বললেন।

'কি জানি,' ভ্রু কুচকালেন ডঃ শাখাওয়াত, 'গতকাল বিকেলে একা একা কোথায় হাওয়া হয়ে গেলেন, পড়ে আমি উনাকে নিয়ে এলাম প্রায় পঁচিশ কিলো দূরের একটা জায়গা থেকে, হাতে দেখি একটা বাক্সের মতো জিনিস, জিজ্ঞেস করলাম কি ওখানে, এড়িয়ে গেলেন তিনি, আজব ব্যাপার।'

'তাহলে তো স্যার, বাক্সটা দেখা দরকার আমাদের, কেন না এমনও হতে পারে প্রত্নতাত্ত্বিক কিছু খুঁজে পেয়েছেন তিনি, এখন লুকিয়ে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন, কিন্তু এটা তো মানতে পারি না আমরা, আমাদের দেশের জিনিস আমাদের দেশেই থাকবে!'

'কি করা যায় বলো তো?' একটু ঝুকে জিজ্ঞেস করলেন ডঃ শাখাওয়াত।

'চিন্তার কিছু নেই, যাত্রা পথে যখন কোথাও থামবো আমরা, ধরেন ফ্রেশ হওয়ার জন্য, তখন ডঃ কারসনকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমি দূরে চলে যাবো, তখন আপনি ওর ব্যাগ খুলে দেখেন নেবেন বাক্সটায় কি আছে।'

'চুরি হয়ে যাবে না ব্যাপারটা? এছাড়া ব্যাগে তো তালা মারা থাকবে মনে হয়।'

'তা ঠিক, তাহলে আপনিই বলুন কি করা যায়?'

'আমরা সরাসরি জিজ্ঞেস করবো, উনার উত্তর যদি আমাদের পছন্দ না হয় তাহলে তাকে বলবো বাক্সটা খুলে দেখাতে।' ডঃ শাখাওয়াত বললেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'এটাই ভালো, কিন্তু প্রশ্নটা কিন্তু আপনি করবেন, এসব কাজে আমি খুব একটা দক্ষ নই।'

'ঠিক আছে,' ডঃ শাখাওয়াত বললেন।

নাস্তা চলে এসেছেন। দুজন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তার সৎকার করতে।

* * *

বুড়ো বসে আছেন উঠোনের ঠিক মাঝখানটায়, প্রতিদিন যেভাবে বসেন। রোদ এসে পড়ে গায়ে, ভালো লাগে এই তাপটুকু তার। এখানে থাকার সময় ক্রমেই ফুরিয়ে আসছে। আর কতো। অনেক অনেক বছর কাটানো হয়ে গেছে এই অঞ্চলটায়। যে মায়া কখনো জন্মে নি মনে সেই মায়াই যেন বাসা বেঁধেছে। উদাস দৃষ্টিতে উঠোনের সাথে লাগোয়া রান্নাঘরটার দিকে তাকিয়ে আছেন বুড়ো আব্দুল মজিদ ব্যাপারী। রান্না করতে বসেছে সালেহা, বেচারীর জন্য খারাপ লাগে তার। সারাদিন সংসারের এটা-ওটা করে সময় কাটানোর চেষ্টা করে মেয়েটা, কিন্তু সময় কি আর কাটে? একটা সন্তান থাকলে হয়তো কেটে যেতো। কিন্তু ওর বরেরও তেমন আগ্রহ নেই, হয়তো আগের স্ত্রীর একটা সন্তান থাকার কারনেই এমনটা হয়েছে। সালেহার জন্য একটা কিছু করবেন বলে ঠিক করে রেখেছেন মজিদ ব্যাপারী। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, একবার সালেহার সন্তান হয়ে গেলেই কথাটা চাপা থাকবে না, দলে দলে মানুষ আসবে, নিঃসন্তান দম্পতির তো অভাব নেই দেশে। ছোট একটা ওষুধ দিলেই বেচারীর এই সমস্যাটা দূর হয়ে যাবে। কিন্তু এখনো সেই সময় আসে নি, চলে যাবার আগে ওর সমস্যার সমাধান করে যাবেন বলে ঠিক করলেন মজিদ ব্যাপারী।

নাতিটার কথাও মনে পড়ে সবসময়, পড়ুয়া একটা ছেলে, দাদার কোলেই বড় হয়েছে বলা যায়। এখন ঢাকা একা একা থাকে, বছরে আসে দু'একবার। গতকাল রাতে ওকে নিয়ে বাজে একটা স্বপ্ন দেখেছেন মজিদ ব্যাপারী। আজ সকাল থেকেই তাই মনটা খুব খারাপ। কোন সমস্যায় পড়েছে ছেলেটা। কি সমস্যা বুঝতে পারছেন না তিনি, কিন্তু সমস্যাটা জটিল।

মাঝে মাঝেই স্মৃতিশক্তি ঠিক আছে কি না পরীক্ষা করেন মজিদ ব্যাপারী। অনেক অনেক দিন আগের কথা ভাবেন। মায়ের কথা ভাবেন, বাবার কথা চিন্তা করেন। কিন্তু সেসব মনে হয় পূর্বজন্মের কথা। একসময় কতো কিছু আবিষ্কার করতে ইচ্ছা করতো, পৃথিবীর যাবতীয় রহস্য জানতে এবং জানাতে ইচ্ছে হতো। এখন কিছুই ইচ্ছে করে না। মনে হয় মানুষ তো উন্নতি করছেই। এর সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। একসময় যা চিন্তাও করা যেতো না, সেই সব জিনিস তৈরি করেছে মানুষ। চাঁদে গেছে, প্লেগ রোগ দূর হয়েছে

www.BanglaBook.org

পৃথিবীর বুক থেকে, যক্ষা এখন আর ভয়ানক কিছু নয়। বিজ্ঞান এগিয়ে গেছে অনেক দূর। তার সাথে এখন তাল মেলাতে যাওয়া ঠিক হবে না। কিন্তু তিনি নিজে যে রহস্য বহন করে চলেছেন তা কি কখনো বের করতে পারবে এখনকার মানুষ। মনে হয় না। প্রকৃতি রহস্য পছন্দ করে, কিছু জিনিস সে রেখে দিয়েছে নিজের হাতে। মানুষ আজো সেসব উদ্ধার করতে পারে নি। তার মধ্যে একটা হচ্ছে মৃত্যুকে থামিয়ে দেয়া। কিছু গবেষক অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে এর উপর। কিন্তু সমাধান তারাও দিতে পারবে না।

সালেহা এক কাপ চা নিয়ে এসেছে মাথায় ঘোমটা দিয়ে।

'চা খামু তোমারে কে কইল?' মজিদ ব্যাপারী বললেন গম্ভীর কণ্ঠে।

'গুড়ের চা, আপনি পছন্দ করেন।'

'তুমি আর কার কার পানি পড়া খাইছ?' চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে বললেন মজিদ ব্যাপারী।

'বাঁশখালীর হুজুরের পর আর কারো কাছে যাই নাই,' সালেহা বলল মিনমিন করে।

'নামাজ-কালাম পড়ো, আল্লাহর কাছে চাও, পাইবা।'

'আব্বা, আমি যাই, চুলায় তরকারি বসাইছি,' বলে পালিয়ে বাঁচল যেন সালেহা।

মজিদ ব্যাপারী বুঝলেন লজ্জা পাচ্ছে মেয়েটা। চায়ে চুমুক দিলেন তিনি। গুড়ের চা হলে মাঝে মাঝে খান তিনি। চা'টা ভালোই বানিয়েছে মেয়েটা। এর পুরস্কার ওকে দিতেই হবে।

* * *

শিকার হাত ছাড়া হয়ে গেছে। খুনও হয়ে গেছে দুই দুইটা। কাজেই এই এলাকায় থাকাটা নিরাপদ হবে না এখন। পিস্তলটা সাবধানে কোমরে গুঁজে ছাদ থেকে নামল কায়েস। ছেলেটা এতোক্ষনে নিশ্চয়ই পগার পার হয়ে গেছে ভাবল সে। গেট দিয়ে বের হয়ে এলো ধীরে সুস্থে। কেউ এখনো টের পায় নি।

হেটে প্রধান সড়কে চলে এলো কায়েস। ওস্তাদকে ফোন করে জানাতে হবে ঘটনাটা। কি কৈফিয়ত দেবে ভেবে পেলো না সে। কাজে ভুল করার কোন অবকাশ নেই এখানে। ভয়ে ভয়ে নাম্বার ডায়াল করলো সে।

'কি, কাজ হয়েছে?' ওপাশ থেকে ভারি কণ্ঠ শোনা গেল।

ভয়ে গলা শুকিয়ে এসেছে কায়েসের। 'জি না, পোলাটা আগেই বুঝে ফেলছে। দাড়োয়ান আর একটা লোককে মারতে হয়েছে আমার। কিন্তু ওকে

www.BanglaBook.org

ধরতে পারি নি। বইটা নিয়ে পালিয়েছে।'

'চলে এসো, এক্ষুনি।'

'জি, আসছি,' বলল কায়েস। ফোন রেখে দিয়েছে ওপাশ থেকে।

রাস্তায় গাড়ি নেই তেমন একটা। হাঁটতে থাকল কায়েস। বিকেল হয়ে এসেছে। হাঁটতে খারাপ লাগছে না তার। বইটার কথা চিন্তা করছে। কি এমন আছে ঐ বইয়ে যে ওস্তাদ একেবারে হন্যে হয়ে পিছু লেগেছে! শামীম ছেলেটা কতো ভালো ছিল, মায়া লাগতো চেহারাটা দেখলেই। কি নৃশংসভাবেই না খুন করা হলো ছেলেটাকে। সে নিজেও ছিল ঐ খুনের সময়। কিন্তু তখন এমন কিছুই মনে হয় নি। বরং একধরনের রাগে গরগর করে উঠেছিল সে নিজেও। মাথাটা এমনভাবে...

নাহ, এসব কথা ভাবতে ভালো লাগছে না কায়েসের। হাঁটতে হাঁটতে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল সে। খেয়াল করে নি পেছনেই দ্রুতগতিতে ছুটে আসছে একটা ট্রাক। চারপাশ থেকে লোকজন হৈচৈ করছে, সরে যাওয়ার জন্য বলছে রাস্তার মাঝখান থেকে। কিন্তু কিছুই লক্ষ্য করে নি কায়েস। ট্রাকটা ব্রেক করার অনেক চেষ্টা করেও পারে নি। কায়েসের ঠিক মাথার উপর দিয়ে উঠে গেল ট্রাকের চাকা। মট করে ভেঙ্গে গেল খুলীটা।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১০

ভারতবর্ষ অনেক বড় জায়গা। এখানে শেষবার তিনি এসেছিলেন লর্ড ক্লাইভের সাথে। সে অনেক বছর আগের কথা। ১৭৭৫ সাল হবে হয়তো। এরপর আবার ফিরে গিয়েছিলেন ইউরোপে। অনেকদিন কাটিয়ে আবার ফিরছেন এখানে। ফ্রান্স, রাশিয়া, সুইডেন, জার্মানী, ইংল্যান্ডে অনেক সময় কাটানো হয়ে গিয়েছিল। লোকজনও চেনা শুরু করে দিয়েছিল। বার বার নাম বদলে আর কতো। বেশভুষাই বা কতো বদলানো যায়। তারপর ফ্রান্সের বিপ্লবের ঘটনার পর মনটাই ভেঙ্গে গেল একেবারে। এতো সাবধানবানী, কিন্তু কেউ কানেই তুলল না।

যাই হোক, সাগর পাড়ি দিয়ে আবার চলে এসেছেন ভারতবর্ষে। এই দেশটা সম্পর্কে দারুন শ্রদ্ধাশীল তিনি। যদিও ধর্মীয় ও সামাজিক অনেক ব্যাপারই তার মাথায় ঢোকে না। সমাজে নানা ধরনের উঁচু নিচু প্রভেদ। একশ্রেনীর লোক অপরশ্রেনীর লোককে মানুষ বলেই গন্য করতে চায় না এখানে। কিন্তু সাদা চামড়ার ব্যাপার ভিন্ন। ককেশীয় মানুষ দেখলেই বুঝে নেয় প্রভুর জাত। সম্মান করে। যদিও এসব মোটেও ভালো লাগে না তার।

এবার গন্তব্য হবে সুদূর তিব্বত। প্রাচীন এক সভ্যতা পাহাড়ের কোলে, বরফের দেশে। সেখানে কিছুদিন বিশ্রাম নিতে হবে, শিখতে হবে অনেক কিছু। ওদের ধর্ম, সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার, সবকিছুই দেখতে হবে। লামারা নাকি অনেক যাদুর শক্তির অধিকারী। শিখতে হবে এরকম অনেক কিছুই। বিনিময়ে নিজের জ্ঞান ভান্ডারও উজার করে দেবেন তিনি, শুধুমাত্র লুকিয়ে রাখবেন দুই-একটা জিনিস, যা কাউকে দেয়া সম্ভব না। হয়তো তার অসদ্ব্যবহারে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে গোটা মানবজাতি।

খুব সাধারন বেশভুষা তার। ইংরেজদের এই রুপে দেখে অভ্যস্ত নয় ভারতবাসী। তারা খুব অবাক চোখে তাকায় তার দিকে। কাছে আসে, কথা বলতে চায়। কিন্তু তিনি মুখ খোলেন না, কারো কাছ থেকে কিছু খান না। না খেলেও তার চলে। এই শরীর এখন পুরোপুরি তার বশে। খাওয়া-দাওয়া এখন খুব গৌন একটা ব্যাপার। বড় দু'টো সুটকেসই হচ্ছে আসল সমস্যা। এই দু'টিতেই তার সমস্ত অর্জন রাখা আছে। এগুলো টেনে নিতে খুব বেশি কষ্ট হয় না তার। কিন্তু লোকে দেখে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে। পয়তাল্লিশ-ছয়চল্লিশ বছরের একজন লোক দুটি ভারি সুটকেস নিয়ে অবলীলায় হেঁটে যাচ্ছে। অনেকের চোখে প্রশ্নবোধক দৃষ্টি দেখা যায়। কাজেই একজন

www.BanglaBook.org

মুটে নিয়েছেন। লোকটার মাথায় ব্যাগ দু'টো চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে হাঁটেন তিনি। লোকটাকে অবশ্য ভালো টাকাই দিচ্ছেন এবং সামনে আরো দেবেন। কোনরকম প্রশ্ন ছাড়া লোকটা সুটকেস দুটো টানছে। বলশালী লোক, দেখলেই বোঝা যায়।

হিন্দি ভাষা অনেকটাই জানা আছে তার। মাঝে মাঝেই লোকটার সাথে গল্প জুড়ে দেন তিনি। সেসব গল্প শুনে হা হয়ে তাকিয়ে থাকে লোকটা। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যেন। হয়তো এই ধরনের গল্পের লোভেই লোকটা লেগে আছে তার সাথে, কে জানে।

তিব্বতে যান নি আগে কখনো। ম্যাপে দেখেছেন। হিমালয় পবর্তমালা কোথায় সেটাও দেখেছেন। হিন্দুদের পবিত্র মানস সরোবর, কৈলাস সরোবর, সবকিছুই চিহ্ন দিয়ে রেখেছেন তিনি ম্যাপটাতে। যাওয়ার অনেক ইচ্ছে আছে এই জায়গাগুলোতে।

এখন একটা বাজারের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। বদ্ধ গ্রাম। এই এলাকার লোকজন সাদা চামড়ার মানুষ খুব একটা দেখে নি আগে। চারপাশে ভিড় জমে গেছে। মুটে লোকটা পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে, মাথায় সুটকেস দু'টো নিয়ে। অনেক শীতল এই এলাকা। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় পাঁচহাজার ফুট উপরে এর অবস্থান। লোকজন সবাই হিন্দু। যদিও এরা অনেকটা যাযাবর টাইপের। বিরূপ আবহাওয়াই এর কারন। হিমালয়ের কাছে হওয়ায় শীত এখানকার জীবনধারার অবিচ্ছেদ্য অংশ। জায়গাটার নাম বাগসু, এখান থেকে সোজা তিব্বত যাওয়া যায়, অথবা দক্ষিনে নেপাল, সেখান দিয়েও যাওয়া যায় তিব্বতে। কি করবেন এখনো ঠিক করেন নি তিনি। মুটে লোকটার ক্ষিদে পেয়েছে, চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, তাই ঠিক করেছেন এখানেই কিছুক্ষনের বিরতি নেবেন তিনি। পারলে আশপাশে কোথাও রাতটা কাটিয়ে পরদিন সকাল সকাল রওনা দেবেন।

'হুজুর, আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না,' মুটেটা বলল, কাতর স্বরে।

'ঠিক আছে, সুটকেসগুলো রাখো, দেখো, কি পাওয়া যায় এখানে?'

খুব সাবধানে সুটকেসগুলো নামিয়ে রাখল মুটে লোকটা। সেভাবেই নির্দেশ দেয়া আছে তাকে।

ষন্ডা গোছের একটা লোক এগিয়ে এলো। উদ্দেশ্য খুব একটা ভালো মনে হলো না। এখানে এখনো ব্রিটিশ রাজ সেভাবে পৌছায় নি। কাংরা পর্যন্ত ব্রিটিশরা জেঁকে বসেছে, কিন্তু এখানে এখনো আসে নি, কিংবা আসার প্রয়োজন বোধ করে নি। তাই এখানকার বাসিন্দারাও ব্রিটিশদের চরিত্র সম্পর্কে খুব একটা জানে না। মুটে লোকটার সাথে কথা বলছে ষন্ডাটা। এমনিতেই স্বাস্থ্য ভালো লোকটার, তারপর গায়ে হাজার রকমের জিনিস

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চড়িয়েছে, রীতিমতো দানবের মতো দেখা যাচ্ছে ওকে।

কি কথা বলছে বুঝতে পারছেন না তিনি। একেবারেই আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলছে লোকটা, সাধারন হিন্দি হলে হয়তো বোঝা যেতো। হাত ইশারা করে ডাকলেন তিনি মুটে লোকটাকে।

'কি বলছে?'জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'আমরা কে? কোথা থেকে এসেছি? কোথায় যাচ্ছি, এসব আর কি?'

'তুমি কি বলেছো?'

'বললাম দিল্লি থেকে এসেছি, তিব্বত যাবো, লাসায়।'

'আচ্ছা, আর?'

'লোকটা বলছে তার বাড়িতে রাতটা কাটাতে পারবো আমরা, বিনিময়ে কিছু উপহার চায় লোকটা, আমি না করে দিয়েছি।'

'উপহার? কি উপহার?'

'আপনার মাথায় যে টুপিটা আছে, সেটা খুব পছন্দ হয়েছে ওর, আমি বললাম সম্ভব না।'

'ঠিক আছে, রাতে এখানে থাকার কি ব্যবস্থা?'

'হুজুর, কোন ব্যবস্থা করি নি, হয়ে যাবে।'

'এক কাজ করো, লোকটাকে বলো, আমার টুপিটা সে পাবে, আমরা আজ রাতে ওর বাড়িতে আতিথ্য গ্রহন করবো।'

'কি বলছেন হুজুর? আপনার এতো সুন্দর টুপি ঐ হাতিটাকে দিয়ে দেবেন? ওকে মানাবে?'

'যা বলছি তাই করো।'

'ঠিক আছে,'মাথা নিচু করে চলে গেল মুটে।

দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। আশপাশে লোকজন এখন কমতে শুরু করেছে। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে প্রায়। কাজেই আজকের মতো যাত্রার সমাপ্তি এখানেই।

লোকটা একাই থাকে, ছোটখাট একটা টিলার উপর কাঠের বাড়িটা। ফায়ারপ্লেসের সামনে বসে আছে মুটে লোকটা। এই ধরনের ঠান্ডায় অভ্যস্ত নয় সে। একটু আগে খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়েছে, ভেড়ার মাংস দিয়ে কি একটা রান্না করেছিল দানব লোকটা। তিনি খান নি। মুটে খেয়েছে চেটেপুটে।

বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি। বেশ রাত হয়ে গেছে। আতিথ্য গ্রহন করেছেন ঠিকই, কিন্তু লোকটাকে কেমন সন্দেহ হচ্ছে তার। সামান্য একটা টুপি এই লোকের আসল লক্ষ্য না। দুজনকে মেরে সুটকেস দুটো রেখে দিতে চায় সে। মানুষের চোখ দেখেই মনের কথা অনেকটা বুঝতে পারেন তিনি। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ চোখ দেখেছেন জীবনে, আরো অনেক দেখবেন। কাজেই কেউ ফাঁকি দিতে পারবে না তাকে।

www.BanglaBook.org

অনেক দূরে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। তারা দেখছেন, হাজার হাজার বছর ধরে এই তারারাই তার সাথী। উত্তর-দক্ষিন, কোন গোলার্ধেই এরা তার পিছু ছাড়ে নি। মাঝে মাঝেই জীবনটা অর্থহীন মনে হয়, মনে হয় এভাবে জীবনটা টেনে নেয়ার কোন মানে নেই। কিন্তু যখন মনে হয়, অনেক কিছুই অজানা রয়ে গেছে, অনেক রহস্যই রয়েছে চোখের আড়ালে, তখনই তিনি বেড়িয়ে পড়েন। সৃষ্টিরহস্য খোঁজেন। নিজেকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করেন। সেই আবিষ্কারের উদ্দেশ্যেই এই তিব্বত যাত্রা।

তিব্বত, লোকচক্ষুর আড়ালে আছে এখনো। পশ্চিমা দুনিয়ায় এখনো যায় নি তিব্বতের জ্ঞানের আলো। প্রাচীন এক সভ্যতা লুকিয়ে আছে সেখানে। বৌদ্ধ ধর্মকে এক নতুন মাত্রায় নিয়ে গেছে তিব্বতীরা। ভাষাও অনেক ভিন্ন। এখনো অনেক মানুষ শুধুমাত্র জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হবার আশায় পার্থিব সব সুখ বিসর্জন দিয়ে বেছে নিয়েছে লামার জীবন। একাকী সেই জীবন। শুধু জ্ঞান সাধনা। বোধি পাবার নিরন্তর চেষ্টা। ঈশ্বরের সান্নিধ্য পাবার কি দারুন আকাঙ্খা। তারা স্বাভাবিক জীবনের সব কিছু ত্যাগ করে পাহাড়ের গুহায় বেছে নিয়েছে আশ্রয়। দীর্ঘজীবনের সাথে সাথে অনেক অলৌকিক গুনও নাকি ধারন করেন এই লামারা। এইসব জানার জন্যই তিব্বতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন তিনি।

মুটে লোকটা এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে। ওর নাম রামপ্রসাদ তিওয়ারি। মুখ থেকে ভকভক করে মদের গন্ধ আসছে এখন।

'হুজুর,ঘুমাবেন না?'

'না,' সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন তিনি।

'আমি ঘুমাতে যাই?'

'যাও, কিন্তু ঘুমাবে না, চোখ বুজে পড়ে থাকবে শুধু, নাক-কান খোলা রেখো, অনেক বিপদের মধ্যে আছি আমরা।'

'কি রকম বিপদ হুজুর?'

'যা বলছি তা করো।'

রামপ্রসাদ চলে গেল, হুজুরের কথা পছন্দ হয় নি। যার এখানে আতিথ্য নিয়েছে তারা সে নিতান্তই ভদ্রলোক, দেখতেই একটু গুন্ডা-পান্ডাদের মতো লাগে। কিন্তু মন একেবারে সাফ। একটা টুপির বিনিময়ে কি আপ্যায়নই না করলো ওদের। মাংস, মদ, শীতের রাতে উষ্ণ আশ্রয়। কিন্তু হুজুর না বুঝে কিছু বলে না। নিশ্চয়ই কোন কারন আছে। স্যুটকেস দুটো বিছানার কাছে রেখে ঘুমাতে গেল রামপ্রসাদ, ঘুমাতে না বলে শু'তে গেল বলাই যুক্তিযুক্ত হবে।

ঘুমাবে না ঘুমাবে না করেও ঘুমিয়ে পড়েছিল রামপ্রসাদ। অনেক রাতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঘুম ভাঙল তার। চারদিকে অনেক খুটখাট শব্দ। কিসের শব্দ? তাকাল রামপ্রসাদ। চার-পাঁচজন লোক ঘরটায় এখন। সুটকেস দুটো ভাঙ্গার চেষ্টা করছে। এতো বলশালী লোক এরা, কিন্তু কিছুতেই যেন কাবু করতে পারছে না জিনিসদু'টোকে।

চোখ পুরোপুরি খোলেনি রামপ্রসাদ। জেগে আছে টের পেলে মেরেও ফেলতে পারে। হুজুর কোথায় এখন? ওরা কি তাকে মেরে ফেলেছে? রাম রাম করছিল সে। এর মধ্যেই ঘরের দরজায় ছায়া দেখা গেল একজনের। ঘরের সবাই ফিরে তাকাল। সুটকেস দুটোর মালিক এসে দাঁড়িয়েছে।

ষন্ডাগুলো থেকে দুজন তেড়ে গেল, হাতে হাতুড়ির মতো এক ধরনের জিনিস, পাহাড়ে ওঠার কাজে ব্যবহার করে ওরা, প্রয়োজনে অস্ত্র হিসেবেও কাজ করে। একটা ভেল্কির মতো হুজুরের হাতে একটা তলোয়ার চলে আসতে দেখলো রামপ্রসাদ এবং মুহূর্তেই দুজনকে কচুকাটা করে ফেললেন তিনি। বাকি তিনজন উঠে দাঁড়িয়েছে এবার সুটকেস ছেড়ে। গৃহকর্তাও আছে এদের মধ্যে। তিনজন একসাথে আক্রমন করেছে লোকটাকে। একজন প্রশিক্ষিত, বীর যোদ্ধার মতো তিনজনকে একসাথে সামলাচ্ছেন তিনি। রামপ্রসাদ এবার উঠে বসেছে। তার হুজুরের মতো বয়স্ক মানুষ যদি মারামারি করতে পারে, তাহলে এভাবে শুয়ে থাকা তার শোভা পায় না।

কিন্তু কিছুই করতে হলো না তাকে। কিছুক্ষনের মধ্যেই তিনজনকে চরম শিক্ষা দিয়ে দিলো তার হুজুর।

'রামপ্রসাদ,' ভারি স্বরে ডাক শুনতে পেল রামপ্রসাদ।

'জি, হুজুর।'

'সুটকেসগুলো নিয়ে তৈরি হও, এখনি রওনা দেবো আমরা।'

'এক্ষুনি?'

'হ্যা, ভোর হতেও খুব বেশি বাকি নেই।'

অনিচ্ছাস্বত্তেও সুটকেসগুলো তুলে নিলো রামপ্রসাদ।

সামনে অনেকটা পথ পড়ে রয়েছে, এই পথও নিরাপদ নয়। আরো কতো কী বিপদ মোকাবেলা করতে হবে কে জানে? নিজেকে রক্ষার অনেক কৌশলও জানা আছে তার। এধরনের লোককে শায়েস্তা করা খুবই সহজ ব্যাপার। ভোরের আলো ফোটার অনেক দেরি এখনো। কিন্তু এখানে থাকা নিরাপদ হবে না আর। পড়ে থাকা লাশগুলোর দিকে তাকিয়ে হাসলেন তিনি। মৃত্যুদাতার নামও জেনে গেল না বেচারারা। জানলেই বা কি? সে নাম কি কাউকে বলার সুযোগ দিতেন তিনি?

কাউন্ট দ্যা সেইন্ট জারমেইন। এই নামের সমাপ্তি সেই ইউরোপেই টেনে এসেছেন তিনি, এই পাহাড়ের কোলে এই নাম কেউ নাই বা জানলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

* * *

কতোক্ষন পড়ে ছিল জানে না রাশেদ। চোখ খুলতেই নিজেকে একটা বিছানায় শোয়া অবস্থায় আবিষ্কার করল সে। প্রায় লাফ দিয়ে বিছানা ছাড়তে গেল, কিন্তু ব্যথায় নিজে নিজেই শুয়ে পড়ল সে আবার। মাটির একটা ঘর, আসবাবপত্র কিছু নেই। মানুষও নেই ঘরটায়। বাইরে অন্ধকার হয়ে গেছে খোলা দরজা দিয়ে লক্ষ্য করলো সে।

বাংলো বাড়ীটার চারপাশটাই ঘন বন বলে শুনেছে সে। মানুষজন কেউ থাকেনা এখানে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ধারনা ভুল।

ধারনাটা সত্যি ভুল প্রমান করতে ঘরে ঢুকলো একজন লোক, প্রৌঢ় না বলে বৃদ্ধই বলা যায়। উঠে বসতে গেল রাশেদ। হাত ইশারায় নিষেধ করল লোকটা।

'বাবাজী, বেশি নড়াচড়া কইরেন না, হাড্ডি ভাঙ্গে নাই, মচকাইছে,' বিছানার পাশে এসে বসলো লোকটা।

উত্তর দিলো না রাশেদ। হাত মাথায় চলে গেছে নিজের অজান্তেই, একটা কাপড় দিয়ে পেঁচানো, বুঝতে পারল রাশেদ। মাথা হয়তো ফেটে গেছে ঐ পাঁচিল থেকে পরে গিয়ে।

'কতোক্ষন ধরে অজ্ঞান আমি?' জিজ্ঞেস করল রাশেদ।

'গতকাল বিকালে আপনেরে পাইছি আমি, এখন রাইত, তারমানে একদিনের বেশি,' বলল লোকটা।

'কি বলছেন, মাথা খারাপ নাকি?'

'মাথা খারাপ হবে কেন বাবাজী, বনে একা একা থাকি, কিন্তু মাথা ঠিক আছে এখনো,' এক গ্লাস পানি এগিয়ে দিতে দিতে বলল লোকটা।

পানির গ্লাসটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষন তাকিয়ে রইল রাশেদ। খাওয়া ঠিক হবে কি না ভাবছে। ক্ষতি যদি করতেই হতো তাহলে ঘুমন্ত অবস্থায় করতে পারতো। তা যখন করে নি এখন নিশ্চয়ই করবে না।

'আমার জিনিসপত্র কোথায়?'

'সব আছে, খাটের তলে রাখছি।'

'এক্ষুনি দিন আমাকে।'

'বাবাজী, আমি বুড়া মানুষ, ধন-দৌলত, টাকা-পয়সার লোভ আমার নাই, আপনে সুস্থ হন, তারপর নিয়েন, অসুবিধা কি?'

বুড়োর কথায় যুক্তি আছে। কিন্তু এভাবে অসহায় অবস্থায় এখানে পড়ে থেকে কোন লাভ নেই। কোথায় কি হচ্ছে কিছুই জানে না সে। শামীমের খুনি ধরা পড়েছে কি না কে জানে? লিলির সাথে কথা বলা দরকার। মোবাইলটা ঐ ব্যাগে আছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ব্যাগটা দিন আমাকে।'

অনিচ্ছাস্বত্তেও খাটের নিচ থেকে ব্যাগ বের করে দিলো লোকটা। অনেকগুলো টাকা আছে ব্যাগে, মোবাইল আছে, সেই বইটাও আছে। ব্যাগটা খুলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রাশেদ। সবগুলো জিনিসই আছে, অক্ষত অবস্থায়। এবার লোকটার দিকে তাকাল। সত্যিই একজন ভালো লোকের হাতে পড়েছে সে, অন্য যে কেউ হলে এতোক্ষনে কোন কিছুই পাওয়া যেতো না, এমনকি রাশেদকে বাঁচিয়ে রাখা হতো কি না সন্দেহ।

এখনো চার্জ আছে মোবাইলে। লিলির নাম্বার ডায়াল করলো রাশেদ। মোবাইল বন্ধ। আরো দু'তিনবার চেষ্টা করল। বারবার বন্ধ পাওয়া গেল।

চিন্তায় পড়ে গেল রাশেদ। লিলিদের বাংলোবাড়িতে গতকাল দু'দুটি লাশ পাওয়া গেছে। বেচারী নিশ্চয়ই ঝামেলায় আছে। কেউ যদি জেনে থাকে, লিলি রাশেদকে পাঠিয়েছিল বাংলোবাড়িটায় থাকার জন্য, তাহলেই সমস্যা। লিলিকেও ছাড়বে না পুলিশ। তবে আশার কথা লিলির বাবার যোগাযোগ অনেক উপরমহলে। তিনি হয়তো ঝামেলা মিটিয়ে ফেলতা পারবেন।

বাবার সাথে কথা বলা দরকার। তিনি হয়তো চেষ্টা করেও রাশেদের সাথে কথা বলতে পারেন নি, কে জানে?

'হ্যালো।'

'বাবা, তুমি কোথায়?' ওপাশ থেকে আজিজ বেপারীর উদ্বিগ্ন কণ্ঠ শোনা গেল। এমন কণ্ঠে কথা তিনি কখনোই বলেন নি।

'আমি আছি, ঠিক আছি,' রাশেদ বলল।

'আমি তোমারে মোবাইলে পাই না, এলাকার একটা ছেলেরে খবর দিলাম, সে তোমার হলে গিয়ে দেখে তোমার রুম তালা মারা, এদিকে তোমার মোবাইলও বন্ধ, আমি তো চিন্তায় বাঁচি না।'

'ঠিক আছে বাবা, ঢাকার বাইরে এসেছি, একটা কাজে, তোমাকে পরে বলবো।'

'পরে কি বলবা জানি না, আসল কথা শোন, তোমারে পুলিশ খুঁজে ক্যান বাবা? আমাদের বংশে কেউ কোনদিন থানায় যায় নায়, এলাকায় আমার একটা ইজ্জত আছে, সামনে ইলেকশনে দাঁড়ামু, তুমি কিছু করছো, না এইগুলা আমার বিরোধী পক্ষের ষড়যন্ত্র, বুঝতে পারছি না।'

'আমি একটু ঝামেলায় আছি, যাই হোক, এখন রাখি, পরে ফোন করবো,' বলল রাশেদ, কেটে দিল ফোনটা।

পুলিশ গিয়েছে গ্রামে। ঘটনা তো অনেকদূর গড়িয়েছে। কয়েকদিন পত্রিকা পড়া হয় নি, লিলির সাথে কথা বলা হয় নি, কাজেই বাইরে কি ঘটছে সে সম্পর্কে কোন ধারনাই নেই রাশেদের। মোবাইল ফোনটা নিয়ে সমস্যা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এটা সাথে রাখা যাবে না। ট্র্যাক করে ফেলবে পুলিশ। হয়তো এর মধ্যে ওর অবস্থান বেরও করে ফেলেছে, কে জানে? ঝুঁকি নেয়া যাবে না। একবার পুলিশের হাতে পড়লে নিজেকে নিরপরাধ প্রমান করা কঠিন হয়ে যাবে। এই এলাকা ছাড়তে হবে এক্ষুনি।

'চাচা মিয়া, আমি যাই,' বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল রাশেদ। যদিও পিঠে টান লাগছে, কিন্তু উঠে দাঁড়াতেই হবে তাকে এখন।

'এতো রাইতে? মাথা ফাডা, পেটে কিছু পড়ে নাই, আপনের কি মাথা খারাপ হইল নি?' বুড়ো বলল, চিন্তিত স্বরে।

'অনেক উপকার করেছেন আপনি, আমি থাকলে ঝামেলায় পড়তে পারেন,' ব্যাগটা গুছিয়ে নিয়ে পিঠে ঝোলাল রাশেদ।

'যাইতে চাইলে তো আটকাইতে পারবো না, তয় এখান থ্যাইকা বের হওয়া সমস্যা, আমিও যাই আপনের সাথে,' বুড়ো বলল।

'আপনি থাকেন, আমি যেতে প্যরবো।'

'পাগল নাকি, আমি নিজেই পথ হারাইয়া ফেলাই মাঝে মাঝে,' বুড়ো বলল।

আর মানা করলো না রাশেদ। পথ দেখিয়ে দিতে চাচ্ছে যখন অসুবিধা কি। এতে তারই সময় বাঁচবে।

মাটির কুঁড়েঘরটা থেকে বের হয়ে এলো দু'জন। চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে চারদিক। আজ পূর্ণিমা। কিন্তু এখন এই জোছনা উপভোগ করার সময় নেই রাশেদের হাতে। তাকে ছুটতে হবে অনেক জোরে, পেছনে আছে পুলিশ, আছে শামীমের ঘাতকেরা।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১১

ঢাকার নামিদামি একটা হোটেলে উঠেছেন ডঃ কারসন। রুমে বসে আছেন তিনি। বগুড়া থেকে এসেছেন বেশিক্ষণ হয় নি। গোসল সেরে চুপচাপ বসে আছেন। ভাবছেন। বাক্সটা এখনো সাথে আছে। বিছানার উপর রাখা। তাকালেন তিনি। অনেক দামি জিনিস, কতো দাম হতে পারে ধারনাও হচ্ছে না, দামি এবং ঐতিহাসিক একটা জিনিস। এর প্রকৃত মালিক কে ছিল সেটা এখন গবেষনার দাবী রাখে। তবে বোঝা যাচ্ছে যিনি এটা এই অঞ্চলে নিয়ে এসেছিলেন তিনি এর মালিকের সংস্পর্শে ছিলেন এবং মনে হচ্ছে চুরি করে আনা হয়েছে এই জুতোজোড়া। জুতোর ধরন দেখে বোঝা যাচ্ছে জিনিসটা ইউরোপীয়, ষোড়শ শতকে এই ধরনের জুতো পরা হতো। প্যারিসের ল্যুভর মিউজিয়ামে এ ধরনের কিছু দেখেছিলেন তিনি, লন্ডনের বৃটিস মিউজিয়ামেও কিছু আছে। কিন্তু হীরক খচিত এই জুতো জোড়ার মালিক কে ছিল, জানতে ইচ্ছে করছে ডঃ কারসনের।

গাড়িতে দুই ডক্টর অনেক ঝামেলা করেছে। নানা প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল তাকে। বিশেষত ডঃ শাখাওয়াত। বাক্সটায় কি আছে জানতে চাইছিল বারবার। এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন ডঃ কারসন। শেষে বলছেন, বাক্সে যদি অবৈধ কোন জিনিস থাকে তাহলে এয়ারপোর্ট কাস্টমসে যেন বলে রাখেন ওরা, তারা ডঃ কারসনের জিনিসপত্র চেক করে তারপর যেতে দেবে। রাজি হয়েছে ওরা। কিন্তু এ কথাগুলো বলে নিজের ঝামেলাই বাড়িয়েছেন ডঃ কারসন। এখন চুল ছিড়তে ইচ্ছে করছে তার। সত্যিই যদি এয়ারপোর্টে চেক করে, করবেই এতে কোন সন্দেহ নেই, তাহলে তাকে সবাই বলবে চোর। যদিও জিনিসটার বর্তমান মালিকই তাকে জুতোজোড়া ইউরোপের কোন মিউজিয়ামে দিয়ে দিতে বলেছে।

যাই হোক, এসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। যা হবার হবে। এ দেশের আরো কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক স্পটে যাবার কথা আছে ডঃ কারসনের। কিন্তু কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না এখন। এখানে যে উদ্দেশে এসেছিলেন তার অনেকটাই পূরণ হয়েছে। যদিও কাউন্ট দ্য সেইন্ট জারমেইন সম্পর্কে কোন তথ্যই পাওয়া যায় নি। কতোগুলো আজব ধারনা ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে এই লোকটা সম্পর্কে। এখন দেখা যাচ্ছে, ধারনাগুলো কতোটা ভিত্তিহীন। যদিও এখনও অনেক কিছু দেখা এবং খোঁজা বাকি রয়ে গেছে তার।

চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটল টেলিফোন বেজে উঠার শব্দে।

www.BanglaBook.org

'হ্যালো।'

'স্যার, ডঃ আরেফিন নামে একজন এসেছে আপনার সাথে দেখা করতে, পাঠিয়ে দেবো।'

মেজাজ খারাপ হয়ে গেল ডঃ কারসনের। ছিনে জোঁকের মতো পেছনে লেগে থাকার মতো স্বভাব এই ডঃ আরেফিন লোকটার।

'ঠিক আছে, পাঠিয়ে দিন,' বললেন ডঃ কারসন।

বিছানার উপর থেকে বাক্সটা হাতে নিলেন। লুকিয়ে রাখতে হবে। ডঃ আরেফিনের চোখে যেন না পড়ে, তাহলেই আবার আজগুবি প্রশ্ন শুরু হয়ে যাবে।

দরজায় নক করার শব্দ পেলেন কিছুক্ষণ পরেই ডঃ কারসন।

'চলে আসুন,' ডঃ কারসন বললেন।

ভেতরে এলেন ডঃ আরেফিন। দেখেই বোঝা যাচ্ছে উত্তেজিত অবস্থায় আছেন তিনি।

'বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত,' ডঃ আরেফিন কাচুমাচু হয়ে বললেন।

'সমস্যা নেই,' ডঃ কারসন বললেন।

'এলিক্সির অফ লাইফ, মনে আছে তো আপনার?'

'মনে আছে, এ বিষয়ে কথা হয়েছিল আমাদের।'

'আমি জানি কিভাবে এর খোঁজ পাওয়া যাবে।'

'আচ্ছা,' উত্তেজনা প্রকাশ করলেন না ডঃ কারসন, তাতে হয়তো মাথায় উঠে যাবে। এছাড়া এ ধরনের ভিত্তিহীন কথা আগেও অনেকবার শুনেছেন তিনি।

'আপনাকে সঙ্গী হিসেবে চাই আমার।'

'আমি কিভাবে সঙ্গী হবো, খুব বেশি দিনের জন্য বাংলাদেশে আসি নি আমি?' বিরক্ত স্বরে বললেন ডঃ কারসন।

'আপনাকে লাগবে আমার, প্লিজ, মানা করবেন না।'

'আচ্ছা, দেখা যাক, এখন আসল কথা বলুন, এলিক্সির অফ লাইফের সন্ধান আমরা কিভাবে পাবো?'

'একটা বই, প্রাচীন, কি ভাষায় লেখা হয়েছে জানি না, আমাদের এখান থেকে কেউ এর পাঠোদ্ধার করতে পারবে বলে মনে হয় না।'

'আচ্ছা।'

'আপনি হয়তো পারবেন।'

'পারবো কি না জানি না, তবে চেষ্টা করবো, বইটা কি আপনার সাথে আছে?' জিজ্ঞেস করলেন ডঃ কারসন।

'না, সাথে নেই, তবে কোথায় আছি জানি,' ডঃ আরেফিন বললেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ওহ, আপনি কি বইটা দেখেছেন স্বচক্ষে?'

'দেখেছি একবার, খুব কম সময়ের জন্য।'

'কিছু মনে করবেন না, মনে হচ্ছে কেউ আপনাকে ধোঁকা দিচ্ছে, বইটার কথা বলে টাকা-পয়সা হাতিয়ে নেবে আপনার কাছ থেকে, কাজেই এসব থেকে দূরে থাকাই ভালো।'

'যার কাছে বইটা আছে, তার অর্থ-সম্পত্তি যথেষ্টই আছে, আর সবচেয়ে বড় কথা হলো...' থামলেন ডঃ আরেফিন। তাকালেন চারদিকে, যেন দেখে নিতে চাচ্ছেন কথাটা বলা নিরাপদ হবে কি না।

'কথাটা কি?'

'মারা গেছে সে। খুন করা হয়েছে ছেলেটাকে। নৃশংসভাবে। মাথা আলাদা করে ফেলা হয়েছিল।'

'ওহ, বইটার জন্য খুন করা হয়েছিল বলে ভাবছেন নাকি?'

'হ্যা, ছেলেটা সম্ভবত কোন কালোযাদুর দলের সদস্য ছিল, ওর সারা দেহে যেসব উল্কি আঁকা ছিল, আমার তাই মনে হচ্ছে। থানায় পরিচিত লোক আছে আমার, খবর নিয়েছি, ওদের ধারনা, যে ছেলেটার সাথে সে হলে থেকেছিল, সেই ওর হত্যাকারী।'

'আপনি ধারনা করছেন সেই ছেলের কাছেই বইটা পাওয়া যাবে?'

'হ্যা, ওর কাছেই আছে বইটা। কিন্তু এই ছেলেটাও উধাও। পুলিশ খুঁজছে তাকে। আমি নিশ্চিত। খুন না করলে ও পালাতো না এবং ওর কাছেই বইটা আছে।'

'হমম, এখন যদি ছেলেটা পুলিশের হাতে ধরা পড়ে তাহলে তো ঐ বইটা আমরা নাও পেতে পারি।'

'ঠিক বলেছেন ডঃ কারসন, আমি চাইছি পুলিশের আগেই ছেলেটাকে খুঁজে বের করতে,'

'কিভাবে সম্ভব সেটা?'

'ছেলের সব বন্ধুদের উপর নজর রাখছি আমি, ভাগ্য ভালো ছেলেটা মেশে খুব কম, কাজেই অনেকজনের উপর নজর রাখার হাত থেকে বেঁচে গেছি। ওর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ হলো লিলি নামের একটা মেয়ে। এর উপরই কড়া নজর রাখছি, ওর সাথে ছেলেটা যোগাযোগ করবেই কিংবা এখনো করে, মেয়েটাই জানে ছেলেটার আসল অবস্থান।'

'নজর রাখার জন্য লোক আছে আপনার?'

'ছিল না, যোগাড় করেছি, আসলে আপনি হয়তো এলিক্সির অফ লাইফের মাহাত্ম্য বুঝতে পারছেন না। এর জন্য অনেকগুলো জীবনই বিসর্জন দেয়া যায়, অনেক টাকা খরচ করা যায়, কারন কোন বিনিয়োগই এর জন্য যথেষ্ট নয়।'

www.BanglaBook.org

'আপনি বইটা জোগার করুন, আমি চেষ্টা করবো আপনাকে সাহায্য করতে।'

'অনেক ধন্যবাদ ডঃ কারসন, আপনার কাছ থেকে এটাই আশা করছিলাম আমি,' ডঃ আরেফিন বললেন, উনাকে দেখে মনে হলো সত্যি সত্যি খুশি হয়েছেন তিনি।

উত্তরে কিছু বললেন না ডঃ কারসন। মাথা ঝাকালেন শুধু। এবার লোকটা গেলে হয়।

'আমি যাই, কাজ আছে অনেক।'

ডঃ আরেফিনকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন ডঃ কারসন। মুখে মৃদু একটা হাসি ঝুলিয়ে রেখেছেন তিনি, ভদ্রতার হাসি। দরজাটা লাগিয়ে বিছানায় ঝাপিয়ে পড়লেন তিনি। অনেকদিন পর আরামদায়ক একটা ঘুমের আশা করছেন।

* * *

সময়টা ১৮৫০। তিব্বতের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌছেছেন তিনি। হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত। একটার পর একটা পাহাড় পাড়ি দিয়েছেন, ধীরে ধীরে নিজের লক্ষ্যে পৌছেছেন তিনি। সমস্যা হচ্ছে রামপ্রসাদকে নিয়ে। বেচারা হাঁটার শক্তিও যেন হারিয়ে ফেলেছে। হাড় কাঁপানো শীত এ জায়গাটায়। এ ধরনের শীতে অভ্যস্ত তিনি। কিন্তু রামপ্রসাদের জন্য অভিজ্ঞতাটা একেবারে নতুন, চিন্তাটা ওকে নিয়েই। বরফের জায়গার কথা বেচারী এতোদিন শুধু শুনেছে, এখন চোখে পড়াতে জীবন ধন্য হয়ে গেছে তার। এই হিমালয় পবর্তমালা থেকেই বের হয়েছে বড় বড় নদী। হিন্দুদের পুন্যতীর্থ মানস সরোবর, কৈলাস সরোবর এই অঞ্চলেই অবস্থিত। সময় পেলে রামপ্রসাদকে নিয়ে এ সরোবরগুলো ঘুরে আসবেন বলে ঠিক করলেন তিনি।

'হাঁটতে পারবে তুমি, রামপ্রসাদ?' গলা উঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'হুজুর, একটু জিরিয়ে নেই,' বলে বসে পড়ল রামপ্রসাদ একটা বড় পাথরের টুকরোয়।

ছোট-খাট একটা পাথরের টুকরো নিয়ে তিনিও বসলেন। গন্তব্য সন্নিকটে। মনে হচ্ছে, অনেক দূর চলে এসেছেন। এই ঠিকানায় হয়তো স্থায়ী হবেন। কিংবা কে জানে, আরো কোন কিছু তাকে ডাকছে আরো দূর কোন দেশে যাবার জন্য।

তিব্বতী ভাষা কিছুটা জানেন, কিন্তু ব্যবহার করার তেমন সুযোগ পাওয়া যায় নি, অনেক অনেক আগে শিখেছিলেন, এখানে আসার ইচ্ছে ছিল আরো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আগেই, কিন্তু ইউরোপকে দেখছিলেন তরতর করে বেড়ে উঠতে, তাই সে রাড়ন্ত অবস্থায় ফেলে আসতে মন সায় দেয় নি, এখন ইউরোপ শাসন করছে পুরো দুনিয়া, সেখানে এখন তার দরকার নেই। বিজ্ঞানের সাধারণ কিছু ধারনা এখন ওদের হাতের মুঠোয়, বিদ্যুৎ, বারুদ, বাষ্পীয় ইঞ্জিন কাজ শুরু করে দিয়েছে ইতিমধ্যে। এই জিনিসগুলোই বাকি সব আবিষ্কারের দিকে এগিয়ে দেবে ওদের।

অন্যদিকে, এই দূর্গম পাহাড়ী বরফাচ্ছাদিত এলাকা। পুরো পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন, পৃথিবীর ছাদ। রহস্যময় লামারা অশেষ শক্তির অধিকারী বলে শুনেছেন তিনি ও তারা উড়তে জানে, বছরের পর বছর ধরে না খেয়ে থাকতে পারে। এমনি আরো নানা কাহিনী শুনেছেন এসব কথার অনেকাংশই হয়তো মিথ্যা, কিন্তু তারপরও বৌদ্ধ ধর্মকে এরা নিয়ে গেছে নতুন উচ্চতায়। নিজেদের জীবন যাপনে এখনো সরলতা ধরে রেখেছে সাধারন তিব্বতীরা।

বসে বসে ভাবছিলেন তিনি। কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন বুঝতে পারেন নি। জেগে উঠে যা দেখলেন তাতে অবাক হয়ে গেলেন। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে প্রায়। চারপাশে যেন কালো কিছু ছায়া ঘিরে আছে তাকে। মানুষের মতো অবয়ব। ভয় বলে কখনো কিছু অনুভব করেন নি। এখনো ভয় পেলেন না। চোখ কচলে আবার তাকালেন। আস্তে আস্তে অবয়বগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠলো। কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। দেখছে তাকে। স্বস্তির কথা তাদের হাতে কোন অস্ত্র বা ধারালো কিছু নেই। চোখ মুখে কেমন অবাক বিস্ময়। পরনে হাল্কা হলুদ বর্ণের পোশাক। মাথায় চুল কামানো। উঁচু হনু, একটু বোঁচা নাক এবং ছোট চোখ। বুঝতে পারলেন তিনি এরা এখনকার স্থানীয় লোক। সামনের গ্রামেই হয়তো এদের বসবাস। রামপ্রসাদের দিকে তাকালেন। বেচারা এখনো বেঘোরে ঘুমাচ্ছে।

উঠে দাঁড়ালেন তিনি। দু'হাত উঁচু করে দেখালেন লোকগুলোকে। বোঝালেন কোন অস্ত্র বহন করছেন না। গুনে দেখলেন সাতজনের একটা দল এরা। হেঁটে সামনে গেলেন। লোকগুলো সরে জায়গা করে দিলো, সসম্মানে। রামপ্রসাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর একটু ঝুঁকে হাত দিয়ে ধাক্কা দিলেন।

ধড়মড় করে উঠে পড়ল রামপ্রসাদ। তাকাল চারদিকে। কিছু বুঝে উঠতে পারছে না সে।

'হুজুর, কোন বিপদ?'

'বিপদ না, ভালোই হয়েছে বলা চলে, রাতে আরো ভালো জায়গায় ঘুমাতে পারবে তুমি, এখন জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে নাও, রওনা দেবো আমরা।' বললেন তিনি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লোকগুলো তাকিয়ে আছে, মনোযোগ দিয়ে শুনছে তার কথা, বোঝার চেষ্টা করছে। তিনি তাকালেন ওদের দিকে। তারপর তিব্বতী ভাষায় বললেন, 'আমি সুদূর পশ্চিম থেকে এসেছি, তোমাদের দেশে, আশা করি অতিথিকে অসম্মান করো না তোমরা!'

মুক হয়ে গেছে লোকগুলো। শ্বেতবর্ণের একজন লোক তাদের ভাষায় কথা বলছে, তাও এতো নিখুঁতভাবে, বিশ্বাস হচ্ছে না তাদের। দু'একজন মুখ তাকাতাকি করলো। বাকিরা যেন মূর্তি হয়ে গেছে।

'তোমাদের গ্রামে নিয়ে চলো আমাদের,' বললেন তিনি।

লোকগুলোর মধ্যে নেতাগোছের একজন এগিয়ে এলো।

'মাননীয় অতিথি, চলুন আমাদের সাথে, আপনাদের যত্নে কোন অবহেলা হবে না।'

রামপ্রসাদ দেখছিল তাকিয়ে তাকিয়ে। মনিবের মুখে অদ্ভুত এক ভাষা শুনে তাক লেগে গেছে তার। সুটকেস দুটো নিয়ে রওনা দিলো সে। সামনে তিনজন লোক, পেছনে তিনজন, নেতাগোছের লোকটা তার মনিবের সাথে, সেও ওদের সাথে, দলটার ঠিক মাঝখানে। গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেছে তারা বুঝতে পারল রামপ্রসাদ। এরা তিব্বতী। পরনের পোষাক দেখে মনে হচ্ছে এরা সবাই আশ্রমের লোক।

উঁচুনিচু পথে হেঁটে যেতে প্রায় ঘন্টাতিনেক সময় লেগে গেলো দলটার। রাত হয়ে গেছে, গ্রামটা নিরব-নিথর। কোথাও কোন শব্দ নেই। একটা প্রাচীন মন্দিরের আঙিনায় থামল দলটা। অবাক চোখে চারপাশ দেখছেন তিনি। মনে হচ্ছে এসব স্বপ্নদৃশ্য। পাহাড়ের গা কেটে বানানো হয়েছে মন্দিরটা। ভেতর থেকে বয়স্ক একজন লোক বের হয়ে এলো। লোকটার বয়স আশি-নব্বই-এর কম হবে না।

বৃদ্ধ সরাসরি তার সামনে এসে দাঁড়াল। হাতদুটো ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে চেপে আছে। এই মন্দিরটার প্রধান হবেন বৃদ্ধ। তিনি তাকালেন বৃদ্ধের দিকে। একে কিছু সংকেত দিতে চাচ্ছেন তিনি। কিন্তু সংকেত দিতে হলো না, তার আগেই বৃদ্ধ হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল তার সামনে। বাকি সবাইও অনুসরণ করলো বৃদ্ধকে। দাঁড়িয়ে আছে শুধু দু'জন। রামপ্রসাদ এবং তিনি।

ঘটনার কিছুই বুঝতে পারছে না রামপ্রসাদ। অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ—এজাতীয় একটা প্রবাদবাক্যই তার মাথায় ঘোরাঘুরি করছিল।

মন্দিরের ভেতরে নিয়ে যাওয়া হলো দুজনকে। বৃদ্ধ পথ দেখিয়ে হাঁটতে থাকলেন সামনে, অতিথি দুজন পেছনে। এরকম কোন জায়গায় আগে কখনো আসেন নি তিনি। কাজেই দেখে নিচ্ছেন সব। মোমবাতির আলোয় যতোটুকু দেখা যায়। কেমন অন্ধকার সবকিছু। আলো-ছায়ার খেলায় রহস্যময় রূপ

www.BanglaBook.org

ধারন করেছে মন্দিরের ভেতরটা। রামপ্রসাদের দিকে তাকালেন। মুটে হাত ইশারা করে পেট দেখাল। তার মানে ক্ষুধা পেয়েছে।

বৃদ্ধ যেন হেঁটেই চলেছে অনাদিকাল ধরে, অনন্তের পথে। লম্বা একটা করিডোর ধরে হাঁটছে সবাই। অনেকক্ষন হাঁটার পর বড় একটা হলরুমের মতো জায়গায় এসে পড়লো সবাই। মাঝখানে বিশালকায় এক বৌদ্ধ মূর্তি। মূর্তিটার নিচে একজন লোক বসা। সে মনে হচ্ছে আরো বৃদ্ধ। চোখ বন্ধ। মনে হচ্ছে ধ্যানে মগ্ন। হাত ইশারা করে দুজনকে বসতে বলল বৃদ্ধ। এখানে বসার জন্য কোন চেয়ার নেই। মেঝেতেই বসতে হবে।

পাশাপাশি বসে পড়ল দুজন। এর মধ্যে দেখা গেল খাবারের পাত্র নিয়ে এসেছে মন্দিরের দুজন ভৃত্য। এরা নিরামিশাষী। কাজেই খাবার হিসেবে নিরামিশই পরিবেশন করার কথা এবং তাই করা হয়েছে। রামপ্রসাদ প্রায় ঝাপিয়ে পড়ল খাবারের পাত্রের উপর। তিনি হাসলেন। এই ক্ষুধাকেই বশ করেছেন তিনি।

খাবারের পাট চুকতে বেশি সময় লাগল না। অল্প একটু খেয়ে রেখে দিয়েছেন তিনি, যদিও জানেন খাবারের অপচয় করা ঠিক না। রামপ্রসাদ পেটপুরে খেয়েছে। চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, কেমন সুখি সুখি ভাব। মনে হচ্ছে তাকে এখন মেরে ফেললেও সে হাসতে হাসতে মরতে পারবে।

ধ্যানরত বৃদ্ধ চোখ খুলে তাকিয়েছেন। বয়সের ভারে ন্যুজ একজন মানুষ, কিন্তু চোখ কেমন ধারালো মশালের মতো, যেন জ্বলজ্বল করছে। এগিয়ে এলেন অতিথিদের কাছে বৃদ্ধ। উঠে দাঁড়ালেন তিনি। বৃদ্ধ এসে জড়িয়ে ধরল তাকে, যেন অনেকদিন পর কাছের কাউকে ফিরে পেয়েছে সে। আপন ভাইয়ের মতো কেউ।

'আপনাকেই আমরা আশা করছিলাম অনেকদিন ধরে,' বললেন বৃদ্ধ। কণ্ঠস্বরে শ্রদ্ধা ফুটে উঠলো।

'আমারও এখানে আরো আগেই আসার কথা, কিন্তু---' বললেন তিনি।

'এই কোদারী গ্রামে আপনাকে স্বাগতম, এখানে কিছুদিন বিশ্রাম নিন আপনি, অনেক ধকল হয়েছে এখানে আসতে।'

'আপনার ধারনা ঠিক, অনেক ক্লান্ত আমি, তবে এখান থেকে অনেক কিছু শিখতে চাই আমি, মহামান্য শেবারন।'

'সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে, আপনাদের দুজনের জন্য,' বললেন বৃদ্ধ। কাউকে ডাকলেন ইশারায়।

'আপনারা বিশ্রাম করুন, কাল সকালে দেখা হবে,' আবার বৃদ্ধ বললেন।

একজন শিষ্য এগিয়ে এলো সামনে, পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে বিশ্রাম নেয়ার জায়গায়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হুজুর শেবারন মানে কি?' জানতে চাইল রামপ্রসাদ।

প্রশ্নটা শুনে অবাক হলেন তিনি। রামপ্রসাদেরও তাহলে কৌতূহল আছে দেখা যাচ্ছে। 'বৌদ্ধ মন্দিরের প্রধান এবং জ্ঞানী ব্যক্তিকে শেবারন বলা হয় তিব্বতে।'

যেন সব বুঝে গেছে এমন ভঙ্গীতে মাথা নাড়ল রামপ্রসাদ। এখন ওর জন্যই বিশ্রাম নিতে চাইলেন তিনি। নয়তো অনেক অনেক কথা আলোচনা করার ইচ্ছে ছিল এই বৌদ্ধ শেবারনের সাথে। দু'টি লক্ষ্য নিয়ে এতো পথ পাড়ি দিয়ে তিব্বতে এসেছেন তিনি। একটি হচ্ছে, এখানকার গুপ্ত সম্প্রদায়ে যোগ দেয়া এবং লামাদের জীবন-যাপন পদ্ধতি সম্পর্কে জানা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, থাক, সে কথা আরো পরেও চিন্তা করা যাবে, ভাবলেন তিনি।

* * *

হোটেলের রুমগুলো এতো ছোট হতে পারে তা ধারনাও ছিল না রাশেদের। অবশ্য ছোট রুমে থেকে অভ্যস্ত সে। কিন্তু এই রুমগুলোয় বাতাস আসা যাওয়ারও কোন জায়গা নেই। মাথার উপর একটা সিলিং ফ্যান ঘুরছে, ঢিমে তালে। ঘামে শরীর ভিজে যাচ্ছে, কিন্তু কিছুই করার নেই। কেন যে না বুঝে এই সস্তা হোটেলটাই বেছে নিলো!

এখন রাত একটা বাজে। জানালা নেই, থাকলে বাইরে তাকিয়ে কিছুটা সময় কাটানো যেত। রুম থেকে বের হবে কি না ভাবল রাশেদ। কিন্তু পরক্ষনেই চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলল। এখন বের হওয়া ঠিক হবে না।

হাইওয়েতে উঠেই একটা বাস পেয়ে গিয়েছিল রাশেদ। বাসটা প্রায় খালি ছিল। সোজা ঢাকায় চলে এসেছে। মহাখালী বাসস্ট্যান্ডে থেমেছিল বাসটা। তখন প্রায় দশটা বাজে। কাজেই সামনের একটা রেস্টুরেন্টে খাওয়া-দাওয়া সেরে এই হোটেলটা বেছে নিয়েছিল থাকার জন্য। তখন বোঝা যায় নি এর ভেতরের অবস্থা এতো খারাপ।

ট্রাভেল ব্যাগটা খুলে প্রাচীন সেই বইটা বের করল রাশেদ। এসব বিষয়ে তার আগ্রহ অনেক কম। কিন্তু এই বইটার জন্যই প্রান দিতে হয়েছে শামীমকে। শামীমের বাকি কাজ এখন তাকেই শেষ করতে হবে। খুঁজে বের করতে হবে ডঃ আরেফিনকে। বের করা খুব কঠিন হবে না। ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ছিলেন। সেখানে অবশ্যই তার ঠিকানা বা যোগাযোগ করার নাম্বার পাওয়া যাবে।

বইটার পাতায় পাতায় ছবি, হাতে আঁকা। পাশে ছোট ছোট অক্ষরে অনেক কিছু লেখা। এই ছবিগুলো বা লেখার অর্থ বোঝা সম্ভব না, অন্তত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাশেদের পক্ষে চিঠিটা বের করলো সে আবার পড়লো পুরোটা কি থেকে কি ঘটে গেল একটা বইয়ের জন্য। শামীম ছেলেটা এতো চাপা স্বভাবের ছিল নিজের মনের কষ্টটাও বুঝতে দেয় নি কাউকে। লিলিকে পছন্দ করতো ব্যাপারটা ঘুনাক্ষরেও টের পায় নি রাশেদ। লিলিও বুঝতে পারে নি, বুঝতে পারলে অবশ্যই বলতো রাশেদকে। যাই হোক, লিলির কথা মনে পড়ছে খুব, ঝামেলায় আছে হয়তো মেয়েটা কিন্তু কিছুই জানার উপায় নেই, মোবাইলটা বন্ধ সেদিনের ঘটনার পর থেকে।

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল রাশেদ। ঘুমানো সম্ভব না এতো গরমে। একটা সিগারেট ধরালো। প্ল্যান করে এগুতে হবে সামনে। কাউকে বিশ্বাস করা ঠিক হবে না।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১২

নিজের রুমে বসে আছেন ডঃ আরেফিন। এটা তার পড়ার ঘর। বেডরুম লাগোয়া এই রুমটা তিনি নিজের মতো করে নিয়েছেন। কেউ আসে না এই রুমে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে পছন্দ করেন তিনি। তবু কাজের লোককে ঢুকতে দেন না ডঃ আরেফিন। নিজের হাতেই পরিষ্কার করেন সব কিছু।

তার সংগ্রহের নামী-দামি বইগুলো আছে এই রুমে থরে থরে সাজানো। বিভিন্ন বিষয়ের উপর এই বইগুলো। বিজ্ঞান থেকে শুরু করে অপরবিজ্ঞান, কল্পকাহিনী, চিকিৎসাশাস্ত্র কিছুই বাদ নেই। বইগুলো অনেকটা নিজের সন্তানের মতো। তিনি সেলফ থেকে বের করে পেড়ে-ঝেড়ে, মুছে আবার রেখে দেন জায়গামতো। কাজের লোক এর মর্ম বুঝবে না। এমন কি নিজের স্ত্রীকেও এই রুমে ঢুকতে দেন না তিনি। অনেক বাগারাগি হয়েছে এ নিয়ে, কিন্তু তার জেদের কাছে হার মেনেছে তার সহধর্মিনী, যা সচরাচর ঘটে না। বই ছাড়াও এই রুমে আছে কম্পিউটার, মিউজিক সিস্টেম, একটা ফটোকপি মেশিন, একটা বেহালা এবং টুকটাক আরো কিছু জিনিস।

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। জানালা দিয়ে তাকালে নিচের বাগানটা দেখা যায়। অনেক যত্নে গড়া এই বাগান। তিনি যেমন বই নিয়ে থাকতে পছন্দ করেন, তার স্ত্রী তেমনি পছন্দ করে বাগান করতে, গাছপালা, ফুল হচ্ছে তার জীবন। সন্তান নেই এ কোটা বয়স পরেও, তাই হাতের অনেকটা সময় কাটানোর জন্য কিছু একটা বেছে নিতে হয়েছে দু'জনকেই।

শামীম ছেলেটার কথা ভাবছেন তিনি। কি অদ্ভুত রকম চুপচাপ একটা ছেলে ছিল, অথচ পরিণতিটা হলো কত ভয়াবহ। তিনি নিজেও বইটার ব্যাপারে খুব আগ্রহী। এতে হয়তো তার জীবনও বিপন্ন হতে পারে। হোক না, জানের মায়া নেই তার। শামীম যা বলেছে তার কিছুটাও যদি সত্যি হয়, তাহলে এই বইটার জন্য জীবনের ঝুঁকি নেয়া যায়।

শামীমের বন্ধুটার নাম পেয়েছেন তিনি। রাশেদ। গ্রামের ছেলে, শামীমের সাথেই পড়তো। যেখানে থাকে সেখানেও খবর নিয়েছেন তিনি। ছেলেটা হল ছাড়া বেশ কিছুদিন হলো, রুম তালাবন্ধ। গ্রামের বাড়িতে খোঁজ লাগিয়েছিলেন তিনি, সেখানেও যায় নি ছেলেটা। হাওয়া হয়ে গেছে যেন। কিন্তু একেই এখন দরকার ডঃ আরেফিনের। মহামূল্যবান জিনিসটা হয়তো ওর কাছেই রেখে গেছে শামীম। শামীমের মাও বলেছিল রাশেদ নামে একটা ছেলে শামীমের একটা ব্যাগ নিয়ে গেছে বাসা থেকে বেশ কিছুদিন আগে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এখন রাশেদকে খুঁজে বের করে বের করতে হবে। ছেলেটার পেছনে পুলিশ লেগেছে, শামীমের শত্রুরাও হয়তো খুঁজছে ওকে। কে জানে এতোক্ষনে হয়তো লাশ হয়ে কোথাও পড়ে আছে রাশেদ।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ডঃ আরেফিন। সেলফ থেকে বই টেনে নিলেন একটা। নেড়েচেড়ে রেখে দিলেন আবার। কারো সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু যে বিষয়ে কথা বলতে ইচ্ছে করছে তা সবাইকে ডেকে ডেকে বলার মতো নয়। কম্পিউটার খোলা আছে, চাইলে ইন্টারনেটে কিছু সময় কাটানো যায়। কিন্তু এখন কিছুই ভালো লাগছে না।

হাতের কাছে মোবাইলটা ছিল। শেষ যে নাম্বারটায় কল করেছিলেন সেটার দিকে তাকালেন। রাশেদের নাম্বার। অনবরত চেষ্টা করছেন তিনি কয়দিন ধরে। কিন্তু সবসময়ই বন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। এখন আরেকবার চেষ্টা করবেন কি না ভাবলেন। জানা কথা লাভ হবে না, তারপর নাম্বারটায় চাপ দিলেন তিনি।

নাম্বারটা খোলা পাওয়া গেল। রাত একটা বাজে। অধৈর্য হয়ে পড়ছেন ডঃ আরেফিন। তিনবার রিঙ হয়েছে। এই সময় ওপাশ থেকে রিসিভ করলো কেউ।

'হ্যালো,' ডঃ আরেফিন বললেন।

'হ্যালো, কে বলছেন?'

'আমি ডঃ আরেফিন, এটা কি রাশেদের নাম্বার?'

'আমি রাশেদ বলছি।'

বড় করে একটা নিঃশ্বাস নিলেন ডঃ আরেফিন। অবশেষে পাওয়া গেছে ছেলেটাকে!

'তুমি করে বলি, কিছু মনে করো না, তুমি তো শামীমের বন্ধু ছিলে, তাই না?'

'জি।'

'শামীম কি আমার কথা তোমাকে কিছু বলে গেছে, মানে যে কোন কিছু?'

'শামীমের একটা চিঠি আছে আমার কাছে, সেখানে সে বলেছে আমি যেন আপনার সাথে দেখা করি।'

'কোন বিশেষ কিছু কি শামীম রেখে গিয়েছিল তোমার কাছে?'

'হ্যা।'

'তাহলে কাল আমরা দেখা করছি।'

'জি না।'

'কেন?'

'আমি কাউকে বিশ্বাস করি না, আপনিই যে ডঃ আরেফিন তার প্রমান কি?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এছাড়া আপনি যে আমার কোন ক্ষতি করবেন না তারই বা গ্যারান্টি কি?'

এর উত্তর কখনো চিন্তা করেন নি ডঃ আরেফিন। কাজেই বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন তিনি কিছুক্ষনের জন্য।

'তুমি তাহলে বলো কি করলে বিশ্বাস করবে আমি তোমার কোন ক্ষতি করবো না?'

'কিছুই করতে হবে না, আমি আপনাকে খুঁজে নেবো সময় হলে, এখন রাখি, অনেক রাত হয়েছে স্যার।'

'শোনো, আমি...'

কথা শেষ করতে পারলেন না ডঃ আরেফিন। ফোন রেখে দিয়েছে ছেলেটা। দারুন অবিশ্বাস ছেলেটার মনে। ভয় থেকেই অবিশ্বাসের জন্ম। দারুন ভয়ের মধ্যে সময় কাটাচ্ছে ছেলেটা। ইচ্ছে করলে ওকে বের করা যায়। পুলিশে ঘনিষ্ঠ মানুষ আছে ডঃ আরেফিনের, মোবাইল নাম্বারটা দিয়ে লোকেট করতে বললে সাথে সাথেই ছেলেটার অবস্থান বের করে দেবে ওরা। কিন্তু এতে অসুবিধাও আছে। রাশেদের অবস্থান তাহলে ওদের কাছেও স্পষ্ট হয়ে যাবে। যতদূর জানেন তিনি, শামীম হত্যা মামলায় রাশেদকে অন্যতম খুনি হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

ঘড়ির কাটা দুইটা ছুঁইছুঁই করছে। ঘুমানো দরকার। রাশেদ যখন বলেছে সে নিজেই যোগাযোগ করবে। এখন শুধু অপেক্ষা করতে হবে। অপেক্ষা।

* * *

একই কক্ষে ঘুমানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল দু'জনের জন্য। ছিল আরামদায়ক বিছানা। উষ্ণ কম্বল। রামপ্রসাদ মরার মতো ঘুমিয়েছে। কিন্তু সারা রাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারেন নি তিনি। সকালের প্রথম আলো ফোটার সময় বের হয়ে এলেন তিনি তার কক্ষ থেকে। মন্দিরের কর্মীদের দু'একজন জেগে উঠেছে এর মধ্যে। এদের কাউকে আশপাশে দেখলেন তিনি। হয়তো তার কর্মকান্ডের উপর নজর রাখছে এরা। রাখুক, অসুবিধা নেই।

দূরে পর্বত চূড়ায় সোনালী আলো পড়ে এক অপার্থিব দৃশ্যের সূচনা হয়েছে। অনেক অরুনোদয় দেখেছেন তিনি জীবনে, কিন্তু এর মতো দৃশ্য কখনো চোখে পড়ে নি তার। সূর্য যদিও উঠে নি, চারপাশ এখনো ঘন কুয়াশায় ঢাকা, কিন্তু তার মধ্যে দূরের ঐ পবর্তশৃঙ্গে ঐ সোনালী আলোর ঝলকানি বুঝিয়ে দিচ্ছে আলোকতপ্ত একটা দিনের সূচনা হতে যাচ্ছে। ঘন কুয়াশারা বিদায় নেবে এখনই। সাদা বরফে উজ্জল আলো পড়ে বরফ টুকরোগুলোকে করে তুলবে একেকটা হীরের মতো। তিব্বতে আসার বড় একটা সাধ ছিল জীবনের। হাজার বসন্ত এবং শীত পেরিয়ে আজকে তিনি এসেছেন তার

www.BanglaBook.org

বিশ্রামতীর্থে। যদিও শুধুই বিশ্রামেই নিজের কর্মকান্ড সীমাবদ্ধ রাখবেন না তিনি। দু'টি উদ্দেশ্য আছে তার। একটা সবাইকে বলা যাবে, বাকিটা আপাতত নিজের মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখবেন বলে ঠিক করেছেন তিনি।

মন্দিরের কর্মীদের একজন এলো তার কাছে। একটা পেয়ালা দেখা যাচ্ছে তার হাতে, ধোঁয়া উঠছে। চা হবে হয়তো।

চায়ে চুমুক দিচ্ছেন আস্তে আস্তে, অনেকদিন পর দারুন একটা পানীয় পাওয়া গেল, শরীরটাকে অনেকটা হাল্কা করে দিয়েছে চা টা।

বৃদ্ধ লোকারুন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন মাত্র। কতো বয়স দেখে বোঝা সম্ভব না, তবে ধারনা করলেন তিনি একশত বছর পার করেছে এই সাধু অনেকদিন আগেই। যদিও মৃত্যুকে পুরোপুরি জয় করতে পারে নি এই লোকটি, কিন্তু জীবনকে আরো দীর্ঘায়িত করেছে সাধনার মাধ্যমে। সেই সাধনা শুধু শারীরিক সংযম নয়, শুভ চিন্তা, চেতনা, ধারনা, বিশ্বাসকে লালনের মাধ্যমে নিজের আত্মাকেও পরিশুদ্ধ করার একটা সংগ্রাম।

জীবনে এই কথা তিনি অনেক অনেকবারই শুনেছেন, এতো বেঁচে কি হবে! কিন্তু কতো কিছুই যে দেখার বাকি রয়ে যায়, জানার মধ্যে আসে না, কতো রহস্য পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ঘোরাঘুরি করে, এ সম্পর্কে তাদের কোন ধারনাই নেই। তিনি নিজের কথা ভাবলেন। জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা তার এখনো আসে নি। আসবে বলে মনেও হচ্ছে না। এখনো অনেক কিছু দেখার বাকি, বোঝার বাকি, শোনার বাকি এবং করার বাকি। এই তিব্বতে এসেছেন হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে। উদ্দেশ্যটা সফল করতেই হবে।

'মহান পরিব্রাজক, আপনি বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন তিব্বতে, আপনার যেকোন সেবা দিতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করবো,' বললেন বৃদ্ধ।

তিনি ঘুরে তাকালেন বৃদ্ধের দিকে। হাসলেন। কিছু বললেন না।

'আমরা আপনার সেবা যত্নে কোন ত্রুটি করবো না,' বৃদ্ধ আবার বললেন। যেন এর উত্তরের উপরই তার জীবন মরন নির্ভর করছে।

'এভাবে বলবেন না,' এগিয়ে গিয়ে বৃদ্ধের হাত ধরলেন তিনি। 'আপনাদের দেশটায় ঘুরবো আমি। গৌতম বুদ্ধের জ্ঞানে আলোকিত হবো।'

'আমরা বিশেষ একটা সম্প্রদায়ের সাথে যুক্ত। বিশেষ করে আমি এবং আমার অনুগত শিষ্যরা। আপনি চাইলে আমি উর্ধ্ব মহলে কথা বলে দেখতে পারি। আপনাকে আমরা লামা হিসেবে নিতে পারবো কি না।'

'আপনাদের ভ্রাতৃসম্প্রদায়ের নাম হচ্ছে খে-লান। আমি জানি।'

'আপনি আসলেই সবজান্তা,' হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন বৃদ্ধ। তার এই ভ্রাতৃসম্প্রদায়টি গুপ্ত এবং এই সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক ধ্যান-ধারনাও আছে।

www.BanglaBook.org

কেউ জানে না এই সম্প্রদায়ের কথা শুধুমাত্র সদস্যরা ছাড়া। অবশ্যই লোকটির অলৌকিক ক্ষমতা আছে, এই ধারনাটি দৃঢ় হলো তার মনে।

'সিগেটসে যাবো আমি, ব্যবস্থা করুন আপনি,' বললেন তিনি।

'আসলে আমরা খুব খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি মহানুভব। তিব্বতে মহিরাগতদের নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আপনি চলে এসেছেন, কিন্তু এখন কেউ জেনে ফেললে আপনাকে সাথে সাথে বের করে দেয়া হবে।'

'আচ্ছা।'

'চীন আমাদের দখল করে রেখেছে, দালাই-লামা আছেন, কিন্তু কোন ক্ষমতাই নেই তার হাতে,' বৃদ্ধ বললেন।

'তাহলে এখন আমি কি করবো?'

'এখানে থাকুন কিছুদিন, দেখুন সবকিছু, পরিস্থিতি একটু শান্ত হলে আপনাকে শহরে পাঠানোর ব্যবস্থা করবো। আপনাকে কোন ঝুঁকির মুখে ফেলে দিতে পারি না আমি।'

'যা ভালো বোঝেন আপনি।'

একটু নিচু হয়ে সম্মান জানিয়ে চলে গেলেন বৃদ্ধ। তিনি তাকিয়ে আছেন দূরের পর্বতচূড়োর দিকে, সূর্য উঠেছে। আলো ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠলো তার।

* * *

আকবর আলী মৃধা, বসে আছেন তার রুমটায়। কোন বাতি জ্বালানো নেই, শুধু কয়েকটা মোমবাতি জ্বলছে। এছাড়া একধরনের ধুপ জ্বালিয়েছেন তিনি। পুরো ঘরটা তাই হাল্কা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। বড় একটা মাদুর পেতে বসে আছে সে, চোখ দু'টো বোজা, গভীর ধ্যানে নিমগ্ন। তার উল্টোদিকে বসেছে আরো দশ-বারোজন লোক। কারো চেহারাই ঠিক মতো বোঝা যাচ্ছে না। তবে যারা আছে সবাই পুরুষ এবং বয়স ত্রিশের মধ্যে।

বিশেষ একধরনের মন্ত্র পাঠ করছেন আকবর আলী মৃধা, মৃদু একটা ধ্বনি ঘুরে বেড়াচ্ছে পুরো রুমটায়। সম্মোহন করে ফেলেছেন তিনি সবাইকে। যারা এসেছে তারা সবাই নতুন। একবার যখন এসেছে এদের কেউ আর ফিরতে পারবে না স্বাভাবিক জীবনে। সবাই হয়ে থাকবে তার গোলাম। এদেরকে দিয়ে যা খুশি করাতে পারবেন তিনি, বিনা প্রশ্নে আদেশ মানবে এই লোকগুলো। ক্ষমতাধর হয়ে উঠবেন তিনি। অনেক ক্ষমতাধর। যদিও সাম্প্রতিক দিনগুলোতে কিছু ক্ষতি হয়েছে তার। প্রথমে শামীম এবং পরে কায়েসের মতো দু'টি দুর্দান্ত ছেলেকে হারাতে হয়েছে। কিন্তু সোহেল আছে

www.BanglaBook.org

এবং এই লোকগুলো সোহেলেরই সংগ্রহ করা। বোঝা যাচ্ছে, মানুষকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা কিছুটা হলেও আছে সোহেলের, ওকে দিয়ে আরো লোক যোগাড় করতে হবে, দলকে করতে হবে আরো শক্তিশালী।

এরা সবাই সামাজিক জীবনে হতাশাগ্রস্ত, মানসিক শক্তি নেই বললেই চলে। এদের প্রভাবিত করা সোজা এবং একবার প্রভাবিত করতে পারলে এদের দিয়ে যা খুশি করিয়ে নেয়া যায়। দল এখন আরো ভারি করতে হবে। চক্রাকারে।

রাত আটটার মতো বাজে। ধ্যান ভাঙ্গার সময় হয়েছে এখন। আকবর আলী মৃধা আধ-চোখে তাকালেন। সবাই নিমগ্ন হয়ে আছে। চোখ পুরো খুলে তাকালেন। দেখলেন সবাইকে। সোহেল নেই, বাইরে গেছে।

'জেগে উঠো, সবাই, লুসিফারের সন্তানেরা,' গম্ভীর কণ্ঠে বললেন আকবর আলী মৃধা।

আস্তে আস্তে সবাই চোখ খুলল। মনে হলো অনেক দূরের যাত্রা করে এসেছে তারা। কোন জায়গায় আছে বুঝতে কিছুটা সময় নিচ্ছে। তারপর বুঝতে পারল, স্বাভাবিক হয়ে এলো সবার চোখের দৃষ্টি।

ঘরের কোনায় একটা প্রজেক্টর বসানো ছিল। একটা রিমোটে চাপ দিয়ে প্রজেক্টরটা চালু করলেন আকবর আলী মৃধা।

'এখন আমি একজনের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেবো,' বলে চলছেন তিনি। প্রজেক্টরে একজনের ছবি ভেসে উঠল। অতি সাধারন একটা ছবি। একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। ইউনিভার্সিটির কোন একটা জায়গায়।

গুনগুন শোনা গেল দর্শকদের মাঝে। এই ছেলেকে দেখানোর মানে কি তা তারা জানতে চায়।

'এই ছেলেটার নাম, রাশেদুল হাসান, পিতার নামঃ আজিজ ব্যাপারী, এই মহূর্তে আমাদের দলের সবচেয়ে বড় শত্রু। তার কাছে খুব গুরুত্বপুর্ন একটা জিনিস আছে। জিনিসটা আমাদের সম্পত্তি ছিল। কেড়ে নেয়া হয়েছে আমাদের কাছ থেকে। এখন এই সম্পত্তি উদ্ধার করতে হবে তোমাদের সবাইকে। ছেলেটাকে যদি খুনও করতে হয় কোন সমস্যা নেই। তার জন্য আমি তাকে পুরুস্কৃত করবো।'

'আমরা ওকে খুন করবো, ওর রক্ত উপহার দেবো মহান লুসিফারকে,' সমবতে কণ্ঠে বলল সবাই।

'হ্যা, ওর রক্ত চাই আমার,' উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন আকবর আলী মৃধা।

'মহান লুসিফারের জয়,' আবার বলল সবাই।

বেশ পুলকিত হলেন আকবর আলী মৃধা। এরা এতোটা পোষ মেনে গেছে বুঝতে পারেন নি তিনি। এবার বইটা উদ্ধার হবে। এখানে মোট এগারোজন

www.BanglaBook.org

শিষ্য আছে, এতো জনের হাত থেকে নিশ্চয়ই বাঁচতে পারবে না রাশেদ। রাশেদের রক্ত তিনি লুসিফারকে উপহার দেবেন বলে ঠিক করেছেন।

'তোমরা সবাই যাও, কাল থেকে কাজে লেগে পড়ো,' বললেন তিনি। 'যেকোন ধরনের তথ্য লাগলে সাথে সাথে জানাবে আমাকে, কোথাও যদি মনে হয় অন্য কারো সাহায্য দরকার, তাহলেও জানাবে। আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপুর্ন ব্যাপারটা। বুঝতে পেরেছো তোমরা?'

'জি,' সবাই বলল আবার একসাথে।

'এবার যাও,' বলে উঠে দাঁড়ালেন আকবর আলী মৃধা।

একে একে বেরিয়ে যাচ্ছে সবাই। সকলের পরনে কালো আলখেল্লা, সেটা খুলে পাশের রুমে রেখে যাবে ওরা। নিজেদের পোষাক সেখানেই বদলে নেবে।

প্রজেক্টরটা খোলাই ছিল। তিনি তাকালেন রাশেদের ছবিটার দিকে। একেও অনেকটা শামীমের মতো মনে হচ্ছে, প্রানবন্ত, সজীব এবং জ্ঞানী। ছেলেটা কি বইয়ের রহস্যটা জানে? শামীম কি ওকে সব জানিয়েছিল? এই সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে তখনই যখন ছেলেটাকে হাতে-নাতে ধরা যাবে।

শেষবার ওকে দেখা গিয়েছিল গাজীপুরে। সেখানেই প্রান হারাল দলের অন্যতম সদস্য কায়েস। যে বাগান বাড়িটায় ছিল ছেলেটা , খোঁজ নিয়ে জেনেছেন সে বাড়ির মালিকের মেয়ে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। নাম লিলি। এই লিলির মাধ্যমেই ছেলেটা ঐ বাগান বাড়ীতে উঠতে পেরেছে। এই তথ্যটাও খুব গুরুত্বপুর্ন। সময়মতো কাজে লাগানো যাবে।

সোহেল এসে ঢুকলো রুমটায়। বাইরে থেকে ঘেমে নেয়ে এসেছে।

'সোহেল,' ডাকলেন তিনি।

'জি, স্যার।'

'তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।'

'বলুন স্যার।'

'গাজীপুরের ঐ বাগানবাড়ীটার মালিকের একটা মেয়ে আছে, লিলি, ওর সব খবর আমার চাই, কালকের মধ্যে।'

'জি, স্যার, দেয়া যাবে।'

'ঠিক আছে, এখন যাও,' বললেন তিনি। শার্টের পকেট থেকে একটা নোট বের করে দিলেন সোহেলের হাতে, একহাজার টাকার। এতো টাকা খরচ হবে না এই তথ্য সংগ্রহ করতে, তবু সবসময় তিনি বেশি দিতে পছন্দ করেন।

সোহেল চলে যাবার পর আবার ধ্যানে বসলেন তিনি। প্রাচীন কিছু মন্ত্র পড়ছেন, লুসিফারের সান্নিধ্য চাচ্ছেন। লুসিফারের সাহায্যে আগে জয় করবেন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মৃত্যুকে, তারপর বাকি সব কিছুকে। এখন দরকার ঐ বইটা।

* * * * *

হোটেল কর্তৃপক্ষকে বলা ছিল একটা গাড়ি দেয়ার জন্য। তাতে করে ঘুরে বেড়াবেন তিনি। কিন্তু বেরিয়েই বুঝলেন ভুল হয়ে গেছে। হোটেলের সামনেই বিশাল এক জ্যাম। জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছেন। তিন-চাকার মানুষচালিত গাড়ি, পুরোপুরি ম্যানুয়াল, শারীরিক শক্তির উপর চলে, অবাক হলেন দেখে, হাল্কা পাতলা একেকজন লোক অবিশ্বাস্য দ্রুততায় চালিয়ে বেড়াচ্ছে গাড়িগুলোকে, যাত্রীরাও বসে আছে নির্বিকার। হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগুচ্ছে গাড়ি আর মেজাজ চরম খারাপ হচ্ছে ডঃ কারসনের।

পকেটে থাকা মোবাইল ফোনটা বেজে উঠলো এমন সময়।

'হ্যালো,' বিরক্তি চেপে বললেন ডঃ কারসন। দুই ডক্টরের কেউ হবে।

'ডঃ কারসন, আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত, আমি ডঃ আরেফিন বলছি।'

'বুঝতে পেরেছি, ক্যারি অন।'

'আপনার কিছুটা সময় দরকার আমার।'

'কখন?'

'আজ হলে ভালো হয়।'

'দেখুন ডঃ আরেফিন, আজ আমি কিছুটা ব্যস্ত থাকবো, আপনি কাল সকালে আসুন।'

'যে বইটার কথা বলেছিলাম, তা হাতে পাবো আজ, তাই দেরি করতে চাচ্ছিলাম না।'

'আপনার কৌতুহলের মাত্রা বুঝতে পারছি আমি, কিন্তু আজ আমি সত্যিই ব্যস্ত থাকবো।'

'ঠিক আছে, তাহলে কাল সকালেই আসছি আমি।'

'ওকে, সকাল দশটায়, আমি রুমেই থাকবো,' ফোন রেখে দিলেন ডঃ কারসন।

সত্যি কথা বলতে তার নিজেরও অনেক কৌতুহল হচ্ছে বইটা দেখার জন্য। কিন্তু জীবনে অনেকবারই ঠক খেয়েছেন তিনি, প্রতিবারই দেখা গেছে অনেক বাড়িয়ে বলা হয়েছে, কিন্তু তারপর দেখা গেছে প্রাপ্ত বস্তুখানা একেবারেই বদ্দি জিনিস, নকল। এগুলোর পেছনে একসময় অনেক টাকাও খরচ করেছেন, কিন্তু এখন অনেক সাবধান তিনি। অযথা কোন সময় নষ্ট করতে চান না, হয়তো এতোটা বয়স হবার পর বুঝে গিয়েছেন নষ্ট করার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মতো সময় হাতে নেইও।

বাংলাদেশে একমাস থাকবেন বলে ঠিক করে এসেছিলেন ডঃ কারসন। ইউনিভার্সিটি থেকে ছুটিও নিয়েছেন সেভাবে। কিন্তু মহাস্থানগড় থেকে ঘুরে এসে কেমন যেন অলস বোধ করছেন তিনি। অথচ আরো কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক এলাকায় যাবার কথা তার। ডঃ শাখাওয়াত আজ সকালেও ফোন করেছিলেন। অসুস্থতার কথা বলে পরবর্তী যাত্রা আরো দু'দিন পিছিয়েছেন তিনি। এই দু'দিন এখন কি করে কাটাবেন সেই চিন্তা করছেন ডঃ কারসন। আগামীকালের প্ল্যান করা হয়ে গেছে। ডঃ আরেফিন আসবেন সকালে। তারপর দিন শুধু বিশ্রাম। আজ বেরিয়েছেন ঢাকা ঘোরার জন্য। এখানে দু'টি জাদুঘর আছে, ন্যাশনাল মিউজিয়াম এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, এই দু'টিতে যেতে হবে। এছাড়া উল্লেখযোগ্য স্থানের একটা তালিকা করলেন তিনি, সেখানে আছে আহসান মঞ্জিল, লালবাগের কেল্লা, ছোট কাটরা, বড় কাটরা। যোগ করার মতো আর কিছু পেলেন না তিনি, মজার ব্যাপার সবগুলো জায়গাই পুরানো ঢাকায় অবস্থিত এবং সেখানে গাড়ি নিয়ে যাওয়া নাকি খুব ঝক্কি ঝামেলার ব্যাপার।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়াতে অস্থির হয়ে পড়লেন ডঃ কারসন। জুতোর বাক্সটা রেখে এসেছেন রুমে, কিন্তু কোথায় রেখেছেন মনে পড়ছে না এখন। এই ধরনের হোটেলে বাক্সটা কেউ ছুঁয়েও দেখবে না, রুম সার্ভিস শুধু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে চলে যাবে। কিন্তু তারপরও ঝুঁকি থেকে যাচ্ছে। এই জিনিস কারো চোখে পড়া চলবে না। কোটি টাকা দামের সম্পদ।

বেশিদূর আসেন নি হোটেল থেকে। গাড়ি ঘোরাতে বললেন তিনি। এই জ্যামের মাঝে ঢাকা শহর ঘোরার কোন মানেই হয় না। অন্য আরেক দিন যাওয়া যাবে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৩

বিকেলের আলো পড়ে এসেছে। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের একটা জায়গায় বসে আছে রাশেদ। ছোট একটা ব্যাগ ধরে আছে সে, বুকের উপর। চেহারায় ভয়ের ছাপ স্পষ্ট, যে কেউ দেখলেই বুঝতে পারবে ছেলেটা খুব টেনশনে আছে। ঠিক ছয়টায় সময় দেয়া আছে ডঃ আরেফিনকে। ছয়টা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি এখনো। পার্কে আগত মানুষদের ছায়া দেয়ার জন্য কিছু ছাতার মতো জিনিস বানানো হয়েছে পার্কটায়। গেট থেকে ডানে এসে গুনে গুনে দশ নাম্বার ছাতার নিচে দাঁড়ানোর কথা রাশেদের। কিন্তু সাবধানতার জন্য রাশেদ দাঁড়িয়েছে আট নাম্বার ছাতাটার নিচে। দশ নাম্বার ছাতাটা দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। কেউ দাঁড়ায় নি এখনো এর নিচে। লোকজন আসছে যাচ্ছে। তাদের কেউ এসেছে জগিং করতে, কেউ আড্ডা দিতে, কেউ স্রেফ নেশা করার জন্য। জগিং করতে এসেছে যারা, তাদের সংখ্যা কমে আসছে ধীরে ধীরে। হয়তো এটাই এখানকার স্বাভাবিক নিয়ম।

বেশি আগে চলে এসেছে সে, ভাবল রাশেদ। এতো তাড়াহুরো করার দরকার ছিল না। মোবাইলটা দেখছে বারবার। যেকোন সময় ডঃ আরেফিনের নাম্বার থেকে কল আসতে পারে।

গত কয়েকদিনের টেনশনে শুকিয়ে গেছে রাশেদ। চোখের নিচে কালো ছাপ পড়েছে। গায়ের শার্টটাও অনেক ময়লা হয়ে গেছে। ফর্সা রঙটা তামাটে হয়ে গেছে। নিজেকে অনেকদিন আয়নায় দেখেনি আর এখন এসব নিয়ে চিন্তা করার সময়ও নেই। ডঃ আরেফিন কখন আসবেন এটাই একমাত্র চিন্তার বিষয়।

নিজের চারদিকে সবাইকে সন্দেহ হচ্ছে রাশেদের। মনে হচ্ছে যে কোন সময় শামীমের ঘাতকেরা আবার হামলা করবে যে কোন দিক দিয়ে। এই মাত্র দুজন লোক এসে দাঁড়িয়েছে ছাতার তলায়। মধ্যবয়সী লোক, কি উদ্দেশ্যে এসেছে কে জানে। তবে জগিং করতে এসেছে বলে মনে হচ্ছে না। এদের কি সন্দেহ করা যায়, যদিও দুজনের কেউ তাকাচ্ছে না তার দিকে, নিজেদের গল্পেই মশগুল তারা।

মোবাইল ফোনটা বেজে উঠলো রাশেদের। ডঃ আরেফিনের কল।

'আমি ছাতার নিচে, তুমি কোথায়?' ডঃ আরেফিন বললেন।

'আমি আসছি, একটু দাঁড়ান,' বলল রাশেদ। ফোনটা পকেটে ঢুকিয়ে রেখে হাঁটা শুরু করল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দশ নাম্বার ছাতাটার নিচে একজন দাঁড়িয়ে আছে দেখা যাচ্ছে। হ্যাংলা-পাতলা একজন লোক।

রাশেদ পৌঁছে সালাম দিল লোকটাকে। লোকটা ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ছিলেন। এক অর্থে তারও শিক্ষক।

'তুমি রাশেদ?' ডঃ আরেফিন বললেন। হাত বাড়িয়ে দিলেন মেলানোর জন্য।

'জি,' রাশেদ বলল।

'আমি ডঃ আরেফিন, শামীম আমার পরিচিত ছিল, দূরসম্পর্কের আত্মীয়,' ডঃ আরেফিন বললেন।

'জি, আমি জানি।'

'এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলাটা নিরাপদ হবে না, চলো আমি গাড়ি নিয়ে এসেছি, বাইরে পার্ক করা।'

'ঠিক আছে, কিন্তু কিছু মনে করবেন না, আমি একটু সাবধান হতে চাচ্ছি,' রাশেদ বলল।

'কি রকম সাবধান হতে চাচ্ছো, বলো?'

'আপনার যে কোন পরিচয়পত্র দেখতে চাই আমি, ভোটার আইডি, ড্রাইভিং লাইসেন্স, যে কোন কিছু।'

'ভোটার আইডি তো সাথে নেই, তবে, ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ছিলাম তার একটা কার্ড আছে, দেখাই?'

'জি,' বলতে একটু সংকোচই হলো রাশেদের, কিন্তু কোন রকম ঝুঁকি নেয়া যাবে না।

ম্যানিব্যাগ বের করে একটা কার্ড বের করে দিলেন ডঃ আরেফিন। অনেক পুরানো কার্ডটা। তবে এটার মালিক এবং ডঃ আরেফিন যে তিনিই তার স্বাক্ষ্য দিচ্ছে এই কার্ডটা।

'আমি সন্তুষ্ট,' রাশেদ বলল।

'চলো তাহলে এগুনো যাক,' ডঃ আরেফিন বললেন।

পাশাপাশি হাঁটছে দুজন। রাশেদের মনের সন্দেহ দূর হয়েছে। এখন বইটা হস্তান্তর করলেই কাজ শেষ। কিন্তু হস্তান্তর করলেই কি তার ঝামেলা মিটে যাবে। শামীমের ঘাতকেরা কি ওকে এমনি এমনি ছেড়ে দেবে। এছাড়া শামীম বইটার যে রহস্যের কথা বলেছে, তা যদি সত্যি হয়, তাহলে বইটা ছেড়ে দেয়াও বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। এলিক্সির অফ লাইফের রহস্য যদি সত্যিই এখানে বর্নিত হয়ে থাকে, তাহলে ডঃ আরেফিন অবশ্যই এই রহস্য বের করার জন্য প্রানপন চেষ্টা চালাবেন। তিনি যদি সফল হয়ে যান, তাহলে তিনি অমরত্বের পথে এগিয়ে যাবেন। তখন রাশেদকে থাকতে হবে সাথে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যাতে এই সফলতার ভাগ সেও পেতে পারে। এই আবিষ্কার হবে অমূল্য, পৃথিবীর সব টাকা দিয়েও এর মুল্য শোধ করা যাবে না।

আগডুম বাগডুম অনেক কিছুই ভাবছিল রাশেদ। পাশে হাঁটতে থাকা ডঃ আরেফিনও বুঁদ হয়ে আছেন দিবাস্বপ্নে। এই বইটা আগে একবার হাতে এসেছিল। শামীমকে অনেকবার অনুরোধ করেছিলেন তিনি বইটা রেখে যাওয়ার জন্য, ছেলেটা রেখে যায় নি। রেখে গেলে হয়তো তার পরিনতিও হয়তো শামীমের মতো হতো। কিংবা নাও হতে পারতো। যাই হোক, বইটা আবার চলে এসেছে তার কাছে। এবার একে হাত ছাড়া করা যাবে না। রাশেদ ছেলেটাকে কিছু টাকা দিয়ে বিদায় করে দিতে হবে। তারপর বইটা নিয়ে বসতে হবে ডঃ কারসনের সাথে।

দু'জন হাঁটছিল, যে যার চিন্তায় বিভোর। রাশেদ ব্যাগটা এখনো চেপে আছে বুকের সাথে। এই এলাকায় ছিনতাই হয় বলে শুনেছে সে। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, গেটের প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা। এর মধ্যে এ অদ্ভুত অনুভূতি হলো রাশেদের। মনে হলো পেছন পেছন কেউ আসছে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সে। সেই দুজন লোককে দেখা যাচ্ছে, যারা তার সাথে একই ছাতার নিচে দাঁড়িয়ে ছিল অনেকক্ষন। এখনো নিজেদের মাঝে গল্প মশগুল তারা।

রাশেদ তাকাল ডঃ আরেফিনের দিকে। ইশারা বুঝতে পারলেন ডঃ আরেফিন। তিনিও তাকালেন পেছনে, এমনভাবে যেন এমনিই তাকিয়েছেন। লোকদুটিকে দেখলেন তিনিও। কিন্তু ভয়ের কিছু আছে বলে মনে হলো না। কিন্তু এর মধ্যে অন্যদিক থেকে আক্রান্ত হলেন তিনি। ঠিক নাকের উপর একটা ঘুষি খেয়ে পড়ে গেলেন। পড়ে যেতে যেতে দেখলেন দু'জন লোক আক্রমন করেছে রাশেদকে। এলোপাথারি মেরে ছিনিয়ে নিতে চাচ্ছে ব্যাগটা। কিন্তু রাশেদ বাঁধা দিচ্ছে প্রাণপণ।

পেছনের লোকদুটোকে দৌড়ে এগিয়ে আসতে দেখলেন ডঃ আরেফিন। এরা তাহলে এতোক্ষন সুযোগের অপেক্ষায় ছিল? কিন্তু তার ধারনা ভুল প্রমান করে দিয়ে আক্রমনকারীদের উপর চড়াও হলো লোকদু'টো। দুজনই মনে হলো মার্শাল আর্টে বেশ দক্ষ। তাদের সামনে দাঁড়াতে পারলো না আক্রমনকারী দু'জন। পালালো। রাশেদের দিকে তাকালেন ডঃ আরেফিন। মাটিতে পড়ে আছে। মাথা ফেটে রক্ত বেরুচ্ছে। কিন্তু বুকের সাথে শক্ত করে ধরে রেখেছে ব্যাগটা।

উঠে দাঁড়ালেন ডঃ আরেফিন। রাশেদকে উঠে দাঁড়াতে সহযোগিতা করল দুজনের একজন। একটু আগেই এদের সন্দেহ করছিলেন বলে খারাপ লাগল ডঃ আরেফিনের। 'আপনাদের যে কি বলে ধন্যবাদ জানাবো,' ডঃ আরেফিন বললেন, গলায় কৃতজ্ঞতার সুর।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ভাই, পারলে মার্শাল আর্ট শেখেন, ব্যায়াম করেন, আইজ তো তক্তা হইয়া যাইতেন,' দুজনের একজন বলে উঠল।

সত্যি কথাই বলেছে লোকটা, কিন্তু নিজেকে তক্তার সাথে তুলনা করতে ভালো লাগল না ডঃ আরেফিনের।

'জি, ঠিকই বলেছেন আপনি,' ডঃ আরেফিন বললেন।

'আগে লোকটারে লইয়া হাসপাতালে যান, মাথা ফাটছে, আমাদের ধন্যবাদ না দিলেও চলবে,' দ্বিতীয় লোকটা বলে উঠলো এবার।

রাশেদের দিকে তাকালেন ডঃ আরেফিন। আসলেই বেশ রক্ত বের হচ্ছে। রাশেদের একটা হাত নিজের কাঁধে টেনে নিলেন তিনি। লোক দুটো এখনো সাথেই আসছে। গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে।

গেটের ঠিক বাইরেই পার্ক করা ছিল ডঃ আরেফিনের মাইক্রোবাসটা। ড্রাইভারকে ডেকে দুজনে পেছনের সিটে তুলে নিলেন রাশেদকে। ছেলেটা এখনো বুকের সাথে শক্ত করে আটকে রেখেছে ব্যাগটাকে।

গাড়ি স্টার্ট দিলো ড্রাইভার। যে লোক দুটো আক্রমন করেছিল তাদের একজনকে দেখলেন বলে মনে হলো ডঃ আরেফিনের কাছে। একটা রিক্সার পেছনে দাঁড়িয়ে দেখে নিচ্ছে তাদের চলে যাওয়াটা। হয়তো পিছু নেবে।

ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো ডঃ আরেফিনের কাছে। এরা সাধারন ছিনতাইকারী নয়। রাশেদের কাছ থেকে বইটা ছিনিয়ে নেয়ার জন্যই আক্রমন করেছিল ওরা। ঐ লোক দুজন না থাকলে কিছুতেই হয়তো রক্ষা করা যেতো না ব্যাগটা। অবশ্য রাশেদ ছেলেটাও ছাড় দেয় নি।

বুঝতে পারছেন এখন কি দারুন ঝামেলার মধ্যে জড়াতে চলেছেন তিনি। কিন্তু এখন আর ফিরে যাওয়ার উপায় নেই। সামনে এগুতে হবে। রাশেদকে টাকা-পয়সা দিয়ে বিদায় করে দেয়ার চিন্তাটা ঝেড়ে ফেললেন মাথা থেকে। এখন এ ধরনের সাহসী একটা ছেলেকে পাশে চাই তার।

ঢাকা মেডিক্যাল হাসপাতাল কাছেই। কিন্তু সেদিকে গেলেন না তিনি, ইউনিভার্সিটির টিএসসির সামনে এসে গাড়িটা ছেড়ে দিলেন। ছেলেটাকে নিয়ে উঠলেন একটা সিএনজিতে। ওরা যদি গাড়িটাকে ধাওয়া করে ধরতেও পারে, তাহলে তাকে পাবে না। ড্রাইভারকে বলে দিলেন গাড়ি নিয়ে যেন বাসায় না যায় এখন, যদি নিরাপদ মনে করে তাহলে রাতটা ভাড়ায় কোন গ্যারেজে রাখতে বললেন তিনি।

সিএনজি ছুটছে দ্রুতগতিতে। পরিচিত একটা ক্লিনিক আছে সামনেই, সেখানেই যাচ্ছেন আপাতত ডঃ আরেফিন। রক্ত পড়া থামেনি এখনো রাশেদের মাথা থেকে। গায়ের শার্টটা অনেকটাই ভিজে গেছে রক্তে। রাশেদের দিকে তাকালেন ডঃ আরেফিন। ছেলেটা তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। শুন্য দৃষ্টিতে।

www.BanglaBook.org

* * *

বেশ কয়েকমাস পার করে দিয়েছেন তিনি কোদারী গ্রামটায়। কিন্তু এখান থেকে বের হওয়ার মতো সুযোগ হয়ে উঠছে না। তিব্বতীরা তাদের সুবর্ন দিন হারিয়ে ফেলেছে। যদিও একাদশ দালাই লামা আছেন, কিন্তু তার অবস্থা ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দারের মতো। রাজধানী লাসার আগের শহরটা হচ্ছে সিগটেসে। আপাতত ওখানে যাওয়ার ইচ্ছেই ছিল তার। কিন্তু পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় নি এখনো। একদিকে চীনের আগ্রাসন অন্যদিকে বৃটিশ সাম্রাজ্য তার বিস্তৃতি ঘটাতে চাচ্ছে নেপাল ছাড়িয়ে হিমালয় পেরিয়ে এই তিব্বতেও। পরিস্থিতি খারাপের দিকেই যাচ্ছে। তিব্বতীরা শান্তিপ্রিয় মানুষ অনেককাল হলো। হাতের অস্ত্র তারা রেখে দিয়েছে, কণ্ঠে তাদের এখন গৌতম বুদ্ধের শান্তির বানী। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরা তা শুনবে কেন। যুগে যুগে শান্তিকামীদের হটিয়ে একেকটি সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়েছে, যারা সমরে ভালো করতে পারে নি তারা হয় অন্যের পদানত হয়েছে কিংবা হারিয়ে গেছে পৃথিবী নামক এই গ্রহটার আরো লক্ষ লক্ষ প্রজাতির মতো।

সভ্যতা এসেছে, জয় করেছে সবকিছু, তারপর হারিয়েও গেছে, সেই প্রাচীন মিশর থেকে শুরু করে এই বৃটিশ সাম্রাজ্য পর্যন্ত। বলা হয়, বৃটিশ সাম্রাজ্যের সূর্য কখনো অস্ত যাবে না। যাবে কি না তা হয়তো ভবিষ্যতই বলে দেবে।

এই মুহূর্তে রামপ্রসাদকে নিয়ে চিন্তায় আছেন তিনি। সাধারন লোক, এখানকার বৌদ্ধমন্দিরের কঠিন নিয়মে থাকতে হয়তো ভালো লাগছে না বেচারার। কিন্তু এখন তো কিছুই করার নেই, অপেক্ষা করা ছাড়া।

এই কয়মাস একটা দিকে এগিয়ে গেছেন তিনি। তা হচ্ছে ভাষা। যতটুকু জানা ছিল, তা ছিল সামান্য। এখন এই বিশাল অবসরে ভাষা শিক্ষার উপর জোর দিয়েছেন তিনি এবং বলা যায়, স্থানীয় তিব্বতীদের মতো একই সুরে কথা বলতে পারেন এখন। বিষয়টা দারুন আলোড়নের সৃষ্টি করেছে মন্দিরে থাকা শেবারন এবং তার শিষ্যদের মধ্যে। দিন যতো যাচ্ছে, ততো যেন ভক্ত হয়ে পড়ছে ওরা।

কিন্তু এখানে এভাবে বেশিদিন থাকা যাবে না। তার দু'টো উদ্দ্যেশ্যের মধ্যে একটি প্রায় পূরন হয়ে গেছে। দ্বিতীয়টি এখনো বাকি।

এখানকার শেবারন অনেক কিছুই জানেন, কিন্তু ঘুনাক্ষরেও সেই শব্দটা উচ্চারন করেন নি তার সামনে। হয়তো লোকটা সে সম্পর্কে কিছুই জানে না, নয়তো এড়িয়ে গেছে।

শব্দটা হচ্ছে 'সাম্ভালা।'

www.BanglaBook.org

এই সাম্ভালার খোঁজ করতে হবে। সাম্ভালা একটা জায়গার নাম। কাল্পনিক? হতে পারে। আবার সত্যিও হতে পারে। অনেককাল আগে শোনা এই জায়গাটা মনের ভেতরে একটা দাগ কেটে গেছে যেন। ইচ্ছে ছিল, যদি কোনদিন অবসর সময় মেলে, তাহলে নিজেই বের করে নেবেন আসলে জায়গাটা সত্যি আছে, নাকি লক্ষ মিথের মতো একটা মিথ।

পৃথিবীতে কত শত মিথের জন্ম হয়েছে, পাখা মেলে সেসব মিথ ঘুরে বেড়িয়েছে দেশ থেকে দেশান্তরে। সাম্ভালাও হয়তো এরকম একটা মিথ। প্রাচীন একটা নগরী। হিমালয়ের কোন এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে সাধারনের সীমার বাইরের একটি রাজ্য। যেখানে আছে নিরবিচ্ছিন্ন সুখ, নেই কোন হানাহানি, নেই মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ। তিব্বতী বৌদ্ধ ধর্মের এক চিরায়ত বিশ্বাস সাম্ভালা আছে। শুধুমাত্র সাধনার বলেই কেউ দেখতে পারবে জায়গাটা, বসবাস করতে পারবে সেই শান্তির ভুবনে। মৃত্যু বলে কোন জিনিস নেই সেই শহরে।

মৃত্যুকে জয় করেছেন তিনি। কাজেই সেসব নিয়ে ভাবছেন না এখন। কিন্তু একটা চিন্তা মাঝে মাঝে তাকে নাড়া দিয়ে যায়, এই পৃথিবীতে কি একাই এই দুর্লভ শক্তির অধিকারী, না আরো কেউ আছে। থাকলে তাকে বা তাদের খুঁজে বের করতেই হবে। এতো বড় একটা গোপনীয়তা একা একা বহন করে চলেছেন তিনি। মাঝে মাঝে বড়ই অসহায় লাগে যখন দেখেন বেঁচে থাকার জন্য সাধারন মানুষের কি দুর্নিবার আকুতি।

সাম্ভালার রহস্য জানে এমন কাউকে দরকার এখন। কিন্তু কেউ কি নিজ থেকে বলবে এই গোপন রহস্যের কথা? সাম্ভালা কি আসলেই এই তিব্বতের কোথাও লুকিয়ে আছে লোকচক্ষুর আড়ালে। মোঙ্গলদের বিশ্বাস সাম্ভালার অবস্থান সাহারা মরুভূমির নিচে কোথাও। কিন্তু কেন জানি তত্ত্বটা পছন্দ নয় তার। সাম্ভালা মাটির তলদেশে অবস্থিত কোন শহর নয়, এর অবস্থান পৃথিবীর উপরিভাগেই।

অনেকক্ষন বাইরে রয়েছেন তিনি। মন্দিরের ছাদ বলা যায় জায়গাটাকে। এখানে দাঁড়িয়ে প্রায়ই দূরের হিমালয় দেখেন। এক একটা চূড়া যেন আকাশ ছুঁয়েছে। পুরো এলাকাটা দেখা হয় নি এখনো। হিন্দুদের তীর্থ বেশ কিছু সরোবর রয়েছে এই অঞ্চলেই। যেখান থেকে উৎপত্তি হয়েছে বেশ কিছু বিখ্যাত নদীর। রামপ্রসাদের খুব আগ্রহ এই জায়গাগুলো দেখার। যখন দেশে ফিরবে তখন হয়তো সবার সাথে গল্প করে বেড়াবে সে কি কি দেখেছে, লোকজন চোখ গোল গোল করে তার কথা শুনবে।

পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে কেউ, টের পেলেন তিনি। কাউকে বিশ্বাস হয় না তার। কোমরে গোঁজা ছুরিটা হাতে নিয়ে তড়িৎ গতিতে ঘুরে দাঁড়ালেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লোকটা অন্য কেউ না, রামপ্রসাদ। মনিবের হাতে ছুরি দেখে ভড়কে গেছে। কিছুদিন আগে ঐ লোকগুলোকে শায়েস্তা করার কথা মনে পড়ে যেতে শিউরে উঠলো সে। তলোয়ার এবং ছুরি চালানোয় তার মনিব যে সিদ্ধহস্ত এটা তার চেয়ে ভালো আর কেউ জানে না।

'হুজুর, আমি রামপ্রসাদ,' কোনমতে বলল সে, ঢোক গিলতে গিলতে।

'কিছু বলবে?' ছুরিটা কোমরে গুজতে গুজতে বললেন তিনি।

'এখানে তো অনেকদিন হয়ে গেল, দেশে যেতে মন চায়।'

'কোন দেশে? দিল্লিতে?'

'জি,হুজুর।'

'আর কিছুদিন ধৈর্য ধরো, আমি যদি না ফিরি তোমাকে পাঠানোর ব্যবস্থা করবো।'

'জি, হুজুর।'

'এখন যাও,' বলে আবার ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। সূর্য ডোবার সময় হয়ে গেছে। এসময়টা মন খারাপ থাকে তার। রামপ্রসাদকে ছাড়া যাবে না, ওকে ধরে রাখতে হবে। অনেক অনেক রহস্য জেনে ফেলেছে লোকটা, এছাড়া দুটো সুটকেস বহন করার মতো লোকও তো পেতে হবে। তারপরও একবার লোকটার মন যেহেতু বাড়ির দিকে টেনেছে, তাহলে ওকে আটকানো খুব কঠিন হবে।

সূর্য ডুবে যাবার একটু পর মন্দিরে ঢুকলেন তিনি। একটা ভালো সংবাদ পেলেন। আগামী পরশু সিগটেসে যাবার ব্যবস্থা করেছেন এই মন্দিরের প্রধান। সেখানে তার জন্য অপেক্ষা করে আছেন খে-লান ভাতৃসম্প্রদায়ের বড় স্তরের নেতারা।

* * *

আজিজ ব্যাপারী ইলেকশনে জিতেছেন। চারদিকে খুব হৈচৈ পড়ে গেছে। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। যা তা কথা নয়। ইলেকশনের আগে বাড়িতে পুলিশ আসার ঘটনায় আরেকটু হলেই হেরে যেতেন। কিন্তু এবার কপাল সত্যিই ভালো। পরপর তিনবার দাঁড়ানোর পর এবার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল তার।

বাড়িতে নতুন একটা ঘর তুলেছেন তিনি। বৈঠকখানা। সেখানে সবাই আসে, তিনি সবার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন। গ্রাম্য সালিশিতে তার কথাই এখন প্রায় আইন। এইসব জিনিস ভালোই উপভোগ করছেন তিনি।

কিন্তু মন খারাপ অন্য দিক থেকে। রাশেদের কোন খবর নেই। উধাও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয়ে গেছে যেন ছেলেটা। মোবাইল ফোনটা বন্ধ। হলেও লোক পাঠিয়েছেন কয়েকবার। কিন্তু প্রতিবারই নিরাশ হয়ে ফিরেছে তার লোকেরা। একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে যেন ছেলেটা। সবসময়ই মোবাইল ফোনটা হাতে নিয়ে বসে থাকেন, এই বুঝি ছেলের কল আসে।

থানায় জিডি করাবেন বলে ভেবেছিলেন, কিন্তু কিছুটা সময় নিচ্ছেন তিনি। আরো কিছুদিন দেখা যাক।

দোকানেও তেমন একটা বসেন না ইদানীং। খারাপ দেখা যায়, তাই একজন ম্যানেজার রেখে দিয়েছেন তিনি, গ্রামের ছেলে, অল্পসল্প লেখাপড়া জানা, আর সবচেয়ে বড় কথা ছেলেটার বাপ হচ্ছে জয়নাল। এক রাতে মহাবিপদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল যে লোকটা। জয়নাল এখন সবসময় তার সাথেই থাকে। তার ডান হাত। সবাই ওকে ভয় পায়।

বৈঠকখানায় বসে আছেন তিনি। বড় দেখে একটা টেবিল বানিয়েছেন, সেগুন কাঠ দিয়ে, চেয়ারও বানিয়েছেন, বিশালকায়। চেয়ারম্যানের চেয়ার বলে কথা। আরাম করে বসে আছেন এখন, পান চিবুচ্ছেন। মাঝে মাঝে তাকাচ্ছেন সামনে বসে থাকা লোকজনের দিকে। একেকজন একেক সমস্যা নিয়ে এসেছে। তিনি সমাধান দিচ্ছেন। সমাধান দিতে ভালো লাগে তার।

বাইরে উঠোনে বসে থাকা বুড়ো বাপের দিকে তাকালেন একবার। নির্বিকার ভঙ্গীতে বসে আছে বুড়ো। হাতে টিনের পাত্রে রাখা মুড়ির দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছে। কি এতো ভাবে লোকটা, অবাক হয়ে ভাবেন তিনি।

'আইজক্যা তোমরা যাও, আমার কিছু কাজ আছে,' সামনে বসে থাকা সবার উদ্দ্যেশ্যে বললেন তিনি।

জয়নালকে ইশারা করলেন সবাইকে যেন বের করে দেয় বৈঠকখানা থেকে। ছেলের কথা আজ খুব বেশি মনে পড়ছে। কারো সামনে দুর্বলতা প্রকাশ করতে চান না তিনি।

লোকজন বের হয়ে যাওয়ার পর উঠে দাঁড়ালেন। জয়নালকে হাত ইশারায় কাছে ডাকলেন।

'জয়নাল, তুমিও যাও, কাল সকালে আইসো আবার,' বললেন তিনি।

'ঠিক আছে,' বলল জয়নাল। তারপর বেরিয়ে গেল।

উঠোনে এসে দাঁড়ালেন আজিজ ব্যাপারী। বুড়ো বাপকে দেখছেন একদৃষ্টিতে। লোকটা বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে যেন। বাপের ইতিহাস মনে করার চেষ্টা করলেন তিনি। এই লোকটা অনেক বছর আগে এই এলাকায় এসেছিল, একা, সাথে দুটো সুটকেস নিয়ে। নামহীন, পরিচয়হীন। কাজেই তার বংশ কি ছিল, দুনিয়ার আত্মীয়স্বজন কেউ ছিল কি না কেউ জানে না। কোন চাচা-ফুফুর কথা শোনেন নি কখনো তিনি। ছোটবেলা মা'ই ছিল সহায়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাপ কথা বলতো, তাও খুব মেপে মেপে।

আর এখন তো কথাই বলে না প্রায়।

একটা পিড়ি নিয়ে বুড়োর পাশে বসলেন তিনি। বুড়ো টিনের পাত্র থেকে মুখ উঠিয়ে তাকাল তার দিকে, তারপর যা কখনো করে নি জীবনে তাই করলেন আজিজ ব্যাপারী। বুড়োর বুকে মাথা দিয়ে কাঁদতে শুরু করলেন।

বুড়ো কিছু না বলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেলেন আজিজ ব্যাপারীর মাথায়।

'কান্দিস না বাপ, সব ঠিক হইয়্যা যাইবো,' ফ্যাসফ্যাসে গলায় বললেন বুড়ো।

'আমার রাশেদের তো কোন খবর পাই না, বা'জান,' আজিজ ব্যাপারী বললেন চোখ মুছতে মুছতে।

'রাশেদ আছে, সমস্যায় আছে, চিন্তার কিছু নাই, আমার নাতি সে, বিপদ পার করতে পারবে।'

'বা'জান, তোমার কথায় অনেক ভরসা পাই।'

'আমি বানাইয়া বানাইয়া কথা কই না।'

কেঁদে একটু হাল্কা হয়েছেন আজিজ ব্যাপারী। বুড়ো বাপের মুখের দিকে তাকালেন তিনি। কি নিশ্চিন্ত, নির্লোভ চেহারা। নুরানী একটা ছাপ আছে সেখানে।

'বা'জান, কিছু মনে না করলে একটা কথা কই?'

বুড়ো তাকালেন ছেলের দিকে, বোঝার চেষ্টা করছেন কি বলতে চাইছে আজিজ ব্যাপারী।

'আমি এতো নিশ্চিত কইরা কিভাবে সব বলতে পারি, এই তো?'

উত্তর দিলেন না আজিজ ব্যাপারী। আসলে এই প্রশ্নটা করতে চাচ্ছিলেন তিনি।

'শোন বাবা, সবকিছুর উত্তর হয় না, আর সব কিছু না জানাই ভালো,' বুড়ো বললেন।

এরপর আর কথা চলে না। চোখ মুছে উঠে দাঁড়ালেন আজিজ ব্যাপারী। দোকানের দিকে যাওয়া দরকার। হিসাব-কিতাব নিতে হবে। হাতের মোবাইল ফোনটা শক্ত করে ধরে আছেন তিনি। কখন রাশেদের কাছ থেকে ফোন আসে কে জানে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৪

হোটেল কক্ষে শুয়ে আছেন ডঃ কারসন। তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে আছেন। বাক্সটা নিজের ট্রাভেল ব্যাগে ঢুকিয়ে তালা লাগিয়ে রেখেছেন এবং এখন অনেকটাই নিশ্চিন্ত তিনি। কিন্তু বাংলাদেশে যে কাজে এসেছেন সেই কাজই করা হয় নি ঠিকমতো। কাজেই ঠিক করলেন একটা মেইল করবেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে, যাতে তার ছুটি আরো কিছুদিন বাড়ানো হয়। যে উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে আসা তা শতভাগ পূরন হয় নি। তবে জুতোজোড়া পাওয়া গেছে এটাও বিশাল এক প্রাপ্তি। বাংলাদেশের এক অজ পাড়াগাঁয়ে ষোড়শ শতকের ইউরোপীয় জুতো উদ্ধার হওয়া বিশাল এক ঘটনা। এখন দেশে ফিরে গিয়ে উপযক্ত প্রযুক্তির মাধ্যমে এর সত্যিকারের বয়স নির্ধারন করতে হবে। তাহলেই প্রমান করা সহজ হবে, সবার জানার বাইরেও বিশেষ একজন গিয়েছিলেন ঐ অঞ্চলে।

সেইন্ট জারমেইন নামটা তাকে আকর্ষন করে চুম্বকের মতো। অনেক দেশ ঘুরেছেন তিনি এবং প্রতিটি দেশেই এমন কিছু পেয়েছেন যাতে মনে হচ্ছে লোকটার পা পড়েছিল সেই দেশে। যেন পৃথিবীর প্রতিটি এলাকায় নিজের উপস্থিতি জানান দিতে চেয়েছিল লোকটা। এমনও হতে পারে, জ্ঞানতৃষ্ণা প্রবল ছিল লোকটার এবং সেজন্যেই ঘুরে বেড়িয়েছে সে পুরো পৃথিবীময়।

এখন সে কোথায়? এই বাংলাদেশে? কে জানে? সর্বশেষ যে লোক নিজেকে সেইন্ট জারমেইন দাবি করেছিল সে ছিল ফ্রান্সের অধিবাসী। টেলিভিশনের পর্দায় লোকটা এও দাবি করেছিল রাজা ষোড়শ লুই জীবিত আছেন। রিচার্ড চ্যানফ্রে নামক সেই ভদ্রলোক শেষে অবশ্য আত্মহত্যা করেছিলেন। সেটাও অনেক দিন আগের কথা। কিন্তু তারপর সেইন্ট জারমেইনকে নিয়ে বিশেষ কোন লেখালেখি বা অনুসন্ধান চলে নি। লোকজন ভুলেই গেছে। কিন্তু ভোলেন নি ডঃ কারসন।

মোবাইল ফোনটা বালিশের নিচে রেখেই শুয়েছিলেন তিনি। ফোন বেজে উঠাতে বিরক্ত হয়েই কল রিসিভ করলেন তিনি।

'ডঃ কারসন বলছি।'

'গুড আফটারনুন, আমি ডঃ আরেফিন।'

'বলুন,' বেশ বিরক্ত হলেন ডঃ কারসন, দুপুরের এতো সুন্দর ঘুমটা নষ্ট হচ্ছে বলে।

'আমি সন্ধ্যায় আপনার সাথে দেখা করতে চাই, সময় হবে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'সন্ধ্যা কয়টায়?'

'সাতটায় আসি?'

'আসুন।'

'বাই।'

ফোনটা বালিশের নিচে আবার গুঁজে রাখলেন তিনি। ডঃ আরেফিনকে যথেষ্টই বিরক্তিকর মনে হয় ডঃ কারসনের কাছে। যদিও লোকটা কখনো অভদ্র কোন আচরন করেনি তার সাথে।

ঘুম আসবে না এখন, ল্যাপটপটা খুলে বসলেন তিনি। ছোট ছোট নোট করে রেখেছেন তিনি, যাতে ভুলে না যান। পড়া শুরু করলেন তিনিঃ সেইন্ট জারমেইনের গুনাবলী বা তার সম্পর্কে লোকজনের ধারনাঃ

চমৎকার ভায়োলিন বাজাতে পারেন এই ভদ্রলোক।

চমৎকার একজন আঁকিয়েও লোকটা।

যেখানেই তিনি গেছেন, সেখানে একটা পরীক্ষাগার স্থাপন করেছেন, সম্ভবত আলকেমি নিয়ে গবেষনা করার জন্য।

লোকটা যথেষ্টই ধনী, যদিও কোন ব্যাঙ্কে তার কোন একাউন্ট আছে বলে জানা যায় নি (এর কারন হতে পারে, তিনি লোহাকে সোনায় পরিনত করতে পারতেন, যা জনসমক্ষে প্রকাশ করেন নি কখনো।)

বন্ধুবান্ধবদের সাথে নিয়ে খাবার আয়োজন করতে পছন্দ করতেন তিনি, কিন্তু নিজে কখনো খেতেন না, তার খাবার ছিল সাধারন ওটমিল।

ত্বকের যত্ন নেবার জন্য কিংবা চুলে রঙ করার জন্য বিশেষ ধরনের দ্রব্য ব্যবহার করার পরামর্শ দিতেন তিনি, যা অন্যকেউ তৈরি করতে পারতো না।

রত্ন পছন্দ করতেন তিনি, জামাকাপড় এমনকি জুতোয় রত্ন ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছে তাকে।

ধারনা করা হয় ছোট কয়েকটি হীরের সাহায্যে বড় আকারের হীরে তৈরি করতে পারতেন তিনি। এমনকি মুক্তোকেও বিশেষ উপায়ে অনেক বড় করে তৈরি করতে পারতেন।

বেশ কিছু গুপ্তসংগঠনের সদস্য ছিলেন তিনিঃ রসিক্রুসিয়ানস, ফ্রি ম্যাসনস, সোসাইটি অফ এশিয়াটিক ব্রাদারস, দ্য নাইটস অফ লাইট, দ্য ইলুমিনাটি, খে-লান এবং অর্ডারস অফ দ্য টেমপ্লারস।

জুতোজোড়া, যা এখন তার ট্রাভেল ব্যাগে বন্দী তা অবশ্যই সেইন্ট জারমেইনের। তালিকাটা পড়ে ধারনাটা বদ্ধমূল হলো ডঃ কারসনের। জুতোজোড়া যখন এসেছিল এখানে, তারমানে সেইন্ট জারমেইনও এসেছিলেন বাংলাদেশে। যদিও তখন বাংলাদেশ নামে কোন রাষ্ট্রের অস্তিত্বই ছিল না। এখনো হয়তো এখানেই আছে সে, ছদ্মবেশে। হয়তো এই ঢাকা শহরেই ঘুরে বেড়াচ্ছে।

www.BanglaBook.org

মোবাইল ফোনটা বেজে উঠলো আবার। বালিশের নিচে চাপা পড়ে আছে। বিরক্ত চোখে তাকালেন জিনিসটার দিকে। চিন্তাভাবনায় যথেষ্ট ছেদ ঘটায় এই ফোন।

ডঃ শাখাওয়াতের ফোন। এই আরেক সমস্যা।

'কারসন বলছি।'

'ডঃ কারসন, আমি ডঃ শাখাওয়াত, আপনি ভালো আছেন?'

'জি, ভালো আছি।'

'মনে আছে তো আপনার, মনে করিয়ে দিতে আবারো ফোন করলাম।'

'মনে নেই,' মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললেন ডঃ কারসন। সত্যিই কিছু বলেছিলেন কি না মনে নেই তার।

'আজ রাতে আপনার অনারে আমি ডিনার পার্টি দিয়েছি, আমার বাসায়, অনেক গন্যমান্য ব্যক্তি আসবেন, ঠিক সাতটায় আমি গাড়ি পাঠিয়ে দেবো।'

'আটটায় গাড়ি পাঠান, আমি তৈরি থাকবো।'

'সবধরনের আদর-আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে আপনার জন্য।'

'শুনে ভালো লাগল, এখন রাখি, একটা কাজ করছি।'

'আচ্ছা, বাই।'

এবার ফোনটা সাইলেন্ট করে বালিশের তলায় চাপা দিলেন ডঃ কারসন। সন্ধ্যা সাতটায় আসবে এক ডক্টর, আটটায় আরেকজন, পুরো রাতটাই পাগল করে দেবে এই দুই ডক্টর মিলে।

* * *

মিরপুরের একটা ক্লিনিকে আছে রাশেদ এখন। মাথায় ব্যান্ডেজ, বেডে শুয়ে আছে সে। গাজীপুরে সেই পাঁচিল থেকে পড়ে যাওয়া আর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে হামলায় শরীরের উপর দিয়ে যথেষ্ট ঝড় গেছে তার। এছাড়া টেনশন তো আছেই। সব মিলিয়ে কিছুদিন আগের রাশেদ এবং এখনকার রাশেদের মধ্যে অনেক পার্থক্য তৈরি হয়েছে। কেমন একটা গোঁয়ারভাব এসে গেছে চেহারাটায়, আগের সেই নরমসরম ভাবটা একেবারে উধাও।

ডঃ আরেফিন একটা কেবিন ভাড়া নিয়েছেন রাশেদের জন্য। রাতে যখন রাশেদকে নিয়ে এসেছিলেন এই ক্লিনিকটায়, তখন চোখে সব ঝাপসা দেখছিল সে। কোনমতে দুপায়ের উপর দাঁড়িয়ে ছিল, মনের জোরে। কাঁধে ঠিকই ঝোলানো ছিল ব্যাগটা। সেদিকে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়কে পাহারায় বসিয়েছিল রাশেদ। কেউ ব্যাগটা ধরতে গেলেই আচমকা হাতটা ধরে ফেলতো, মনের অজান্তেই। ডঃ আরেফিন দু'একবার চেষ্টা করেছিলেন ব্যাগটা সরিয়ে নিতে, যদিও উদ্দেশ্য

www.BanglaBook.org

ছিল রাশেদকে একটু ভারমুক্ত করার, কিন্তু এই ব্যাপারে কাউকে বিশ্বাস করে না সে। কাজেই ডঃ আরেফিনকে ব্যর্থ হতে হয়েছে। অবশ্য তিনি চাইলে পরে নিয়ে নিতে পারতেন। রাশেদকে যখন ঘুমিয়ে পড়তে হলো, তখন তিনি অবশ্যই ব্যাগটা নিয়ে নিতে পারতেন। ট্রাভেল ব্যাগটা রাখা আছে বেডের পাশে, ছোট একটা টেবিলে।

ক্লিনিকটা হয়তো ডঃ আরেফিনের পরিচিত কারো, যত্ন-আত্তির অভাব হচ্ছে না। একটু পর পর নার্স এসে দেখে যাচ্ছে। কিছু লাগবে কি না জিজ্ঞেস করছে। মৃদু হেসে ফিরিয়ে দিচ্ছে রাশেদ।

লিলির কথা মনে পড়ছে বারবার। কেমন আছে কে জানে? মারাত্মক একটা ঝামেলায় ফেলে দিয়েছে সে মেয়েটাকে। জিন্সের প্যান্টের পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করল সে। বন্ধ হয়ে আছে। বোতাম টিপে চালু করল রাশেদ ফোনটা। মনে মনে ঠিক করছে, কা'কে কা'কে ফোন করা দরকার। লিলিকে, বাবা'কে। এছাড়া আর কেউ নেইও অবশ্য।

লিলির নাম্বারে চেষ্টা করল রাশেদ। নেটওয়ার্ক সমস্যা। তিনবারের চেষ্টায় ওপাশে রিঙ হওয়ার শব্দ শোনা গেল।

'হ্যালো,' লিলির কণ্ঠ শোনা গেল ওপাশ থেকে।

'আমি, রাশেদ, কেমন আছো তুমি লিলি?'

'ভালো নেই রাশেদ, তুমি কোথায়?'

'আছি, পরে বলবো তোমাকে, এখন রাখি,' রাশেদ বলল। আসলে কথা খুঁজে পাচ্ছিল না সে।

'রেখো না, প্লিজ, দারুন ঝামেলা হয়েছিল, বাবা ডাকাতি কেস করেছেন থানায়, কপাল ভালো তুমি যে ওখানে ছিলে কেউ বুঝতে পারে নি, সবাই ভেবেছে সাধারন ডাকাতির কেস, কিন্তু, যাই হোক, নিজেকে খুবই অপরাধী লাগে, ঐ দুজনের মৃত্যুর জন্য আমি দায়ী।'

'তুমি নও, আমি দায়ী, শামীম এবং ওদের মৃত্যুর বদলা নেবো আমি।'

'শোন, বদলা নেবার প্রয়োজন নেই, যে ঝামেলায় আছো সেটা থেকে বের হয়ে আসো, তোমার কাছে আর কিছু চাই না আমি।'

'চেষ্টা করছি, তোমাকে জানাবো, এখন রাখি।'

'আচ্ছা।'

ফোন রেখে দিল রাশেদ। তবু স্বস্তি পেয়েছে সে যে বড় কোন ঝামেলায় পড়ে নি লিলি। সময় সুযোগ মতো ওর সাথে দেখা করতে হবে একবার। বাবাকে ফোন করা দরকার এখন। নাম্বার ডায়াল করল রাশেদ।

'হ্যালো, কে?' ওপাশ থেকে একটা বাজখাই কণ্ঠ শোনা গেল। একেবারে অপরিচিত কণ্ঠ, জীবনে কখনো শোনে নি রাশেদ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমি রাশেদ, আপনি কে?'

'আমি জয়নাল, চেয়ারম্যান সাহেবের খাস লোক।'

রহস্য যেন আরো ঘনীভূত হলো রাশেদের কাছে। চেয়ারম্যান কে? আজিজ ব্যাপারী চেয়ারম্যান হয়েছেন? দারুন ব্যাপার।

'আমি চেয়ারম্যানের ছেলে রাশেদ বলছি, বাবাকে দিন।'

'ভুল হইয়া গেছে বা'জান, দিতাছি, একটু ধরেন,' ওপাশে বাজখাই কণ্ঠ মিইয়ে গেছে।

'রাশেদ, বাবা, তুমি কই?' বাবার কণ্ঠ শুনতে পেল রাশেদ।

'আমি ঢাকায়।'

'মিছা কথা কইয়ো না বা'জান, অনেক খুঁজছি তোমারে, কোন হদিস নাই, ঢাকার কোথায় আছো, লোক পাঠাইতাছি, এক্ষুনি তুমি গ্রামে আসবা।'

'আর কয়টা দিন, খুব জরুরী একটা কাজে আছি, কাজ শেষ হলেই আসবো।'

'বা'জান, তোমারে দেখার জন্য বেজায় পেরেশান হইয়া আছি, তাড়াতাড়ি আসো।'

'একটু ধৈর্য ধরো, এখন রাখি বাবা, পরে কথা হবে।'

'শোনো, আর যাই করো, মোবাইল বন্ধ রাখবা না, আমি ব্যাপক টেনশনে থাকি তোমারে লইয়া।'

'ঠিক আছে, বাবা, মোবাইল খোলা থাকবে, এখন রাখি।'

ওপাশ থেকে আরো কিছু কথা শোনা যাচ্ছিল, কিন্তু কেটে দিল রাশেদ। এখন বেশি কথা বলা যাবে না। তাতে বাবার টেনশন আরো বাড়বে। এই ঝামেলা থেকে বাঁচতে পারলে গ্রামে গিয়ে বছরখানেক থেকে আসবে বলে ঠিক করল রাশেদ। একটা চিন্তামুক্ত স্বাভাবিক জীবন চাই তার। লুকিয়ে-পালিয়ে এভাবে থাকাকে জীবন বলে না।

ফোনটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখল রাশেদ। এসময় ঢুকলেন ডঃ আরেফিন। গতকাল বিকেল থেকে অনেক রাত লোকটা তার সাথেই থেকেছে। তাই কিছুটা হলেও এর কাছে কৃতজ্ঞ রাশেদ।

'কেমন লাগছে এখন?' ডঃ আরেফিন জিজ্ঞেস করলেন বিছানার পাশে বসে।

'ভালো।'

'তুমি কি হাঁটতে চলতে পারবে, মানে...' একটু ইতস্তত করলেন ডঃ আরেফিন, বলবেন কি বলবেন না ভাবছেন, 'তোমাকে নিয়ে একজনের সাথে দেখা করার প্ল্যান করেছিলাম।'

'কার সাথে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ডঃ কারসন, প্রাচীন ভাষার উপর একজন বিশেষজ্ঞ, প্রত্নতত্ত্বের শিক্ষক এবং গবেষক, এখন ঢাকায় আছেন তিনি, এটা আমাদের জন্য একটা সুযোগ, উনার কাছে বইটার ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে।'

'তাহলে হাঁটতে পারবো আমি,' উৎসাহী হয়ে উঠেছে রাশেদ।

'ঠিক আছে, সন্ধ্যার আগেই বেরুব আমরা, তুমি তৈরি থেকো, তোমার উপর আসলে বেশি চাপ হয়ে যাচ্ছে,' ডঃ আরেফিন বললেন।

'অসুবিধা নেই, যেতে পারবো আমি,' রাশেদ বলল।

উঠে দাঁড়ালেন ডঃ আরেফিন, ট্রাভেল ব্যাগটার দিকে তাকালেন। কিছু বলবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু না বলে কেবিন থেকে বের হয়ে গেলেন তিনি।

ডঃ আরেফিনকে পছন্দ হয়েছে রাশেদের। প্রচন্ড কৌতূহলী লোক, কিন্তু তা স্বত্তেও ব্যাগে হাত দেন নি। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রাশেদ। আটাচড বাথরুমে চলে এলো আস্তে আস্তে। আয়নায় নিজের দিকে তাকাল। খোঁচা খোঁচা দাঁড়িতে সারামুখ ভরে গেছে। নিজের দিকে তাকিয়ে হাসল সে। কেন, নিজেই জানে না।

* * *

ঈশ্বর কি? মহাবিশ্বের জন্ম কিভাবে? ঈশ্বর কি এক না অনেক? মানুষ কি ঈশ্বরের সৃষ্টি না কি বিবর্তনের ধারা ধরে কালক্রমে এই পর্যায়ে এসেছে?

এই ধরনের নানা প্রশ্ন সব সময়ই ঘুরপাক খায় মাথায়। সঠিক উত্তর আজও পান নি তিনি। উত্তরের খোঁজে এই পৃথিবীর বুকেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন হাজার বছর ধরে। দেখেছেন শত সহস্র সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, আরো কতো দেখতে হবে কে জানে? এতো বছরেও উপরের একটা প্রশ্নেরও সঠিক জবাব পান নি তিনি। কে জানে আদৌ পাবেন কি না।

মানুষকে এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে দেখেছেন, আবার দেখেছেন মাটি দিয়ে মূর্তি বানিয়ে তাকে মাথায় তুলে রাখতে। প্রতিটি জিনিসের জন্য আলাদা আলাদা দেবতার জন্ম দেখেছেন তিনি, আলোর দেবতা, পানির দেবতা, ঝড়ের দেবতা, ফসলের দেবতা, যুদ্ধের দেবতা এরকম আরো কতো কি। একঈশ্বরে বিশ্বাসীরাও পৃথিবীতে ভাগ হয়ে আছে। যে যার শ্রদ্ধা প্রকাশে আরেকজনকে মাড়িয়ে যেতেও দ্বিধাবোধ করে না। ধর্ম নিয়েই পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি হানাহানি হয়েছে, যে যার ধর্মকে শ্রেষ্ঠ প্রমান করতে সচেষ্ট। কিন্তু তিনি আজ পর্যন্ত ঠিক করতে পারেন নি কি বিশ্বাস করবেন, কি করবেন না। তাই মানবতা ধর্মকেই নিজের ধর্ম করে নিয়েছেন। মানুষের কল্যানই আসল ধর্ম। এই হচ্ছে তার মূলনীতি।

www.BanglaBook.org

ইদানীং অবশ্য কিছুতেই মন টানে না তার। অনেকেই তার পরিচয় জেনে ফেলেছে। কেউ কেউ তার আসল রহস্য উদ্ঘাটনে বেশি আগ্রহী। এতে তার নিজেরও যে তেমন দোষ ছিল না তা নয়। অনেকক্ষেত্রে তিনি নিজেই কৌতুহলের আগুনে ঘি ঢেলেছেন। ফলে যা হবার তাই হয়েছে। অনেকেই সন্দেহ করে তার পরিচয় নিয়ে, তার বয়স নিয়ে। একবার যদি প্রমান পেয়ে যায় কেউ, তাহলে আর নিস্তার নেই। তার গোপন রহস্যের খোঁজে পালে পালে এগিয়ে আসবে মানুষ। ক'জনকে ঠেকাতে পারবেন তখন? তাছাড়া সবাই যদি হাজার বছরের আয়ু চায়, তাহলে প্রকৃতিও তা সহ্য করবে না। নিজস্ব উপায়ে ধ্বংস করে ছাড়বে সবকিছু। প্রকৃতি নিজের ভারসাম্য বজায় রাখবে যে কোন মূল্যে। তার মানে রহস্যে জেনে ফেললে মানুষ নিজের ধ্বংসই টেনে আনবে। কিন্তু প্রকৃতির রোষানল থেকে বাঁচার উপায় মানুষের জানা নেই।

সিগটেসে রওনা দেবেন কাল। খে-লান ভ্রাতৃসম্প্রদায় তাকে বিশেষভাবে আমন্ত্রন জানিয়েছে, সেখানে যাবার জন্য। সব প্রস্তুতিও সম্পন্ন। এখানে কাটানো সময়গুলো খুব ভালো কেটেছে। এই মন্দিরের সবাই এখন তাকে ডাকে পেহ-লিং বলে, যার অর্থ হচ্ছে শ্বেত লামা। লামা পদবিটা যে কেউ তার নামের সাথে লাগানোটা সম্মানজনক মনে করে এবং এই পদবিটা জ্ঞান এবং সাধনার মাধ্যমে অর্জন করে নিতে হয়। এরা তাকে প্রচুর সম্মান করে। কিন্তু অনেকদিন কাটানো হয়েছে এই এলাকায়। ভাষা শিক্ষাও শেষ পুরোপুরি।

এখন সকাল, হাঁটতে বের হয়েছেন তিনি। মন্দিরটা একটা পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত। হাঁটতে হাঁটতে নিচে নেমে এসেছেন অনেকটা। কোদারী গ্রামটা ছোট একটা গ্রাম। লোকবসতিও খুব একটা নেই। পশুপালনই এখানকার অধিবাসীদের জীবনধারনের একমাত্র অবলম্বন। চাষাবাদ হয় না বললেই চলে। সারাবছর বরফে ডুবে থাকে এলাকাটা, চাষাবাদ তাই প্রায় অসম্ভব।

গ্রামটা সাজানো গোছানো একটা ছবির মতো। কাউকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। পুরুষরা বেশিরভাগই বাইরে গেছে, মেয়েরা গৃহস্থালি কাজ করছে। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে একটা পাথরের টুকরোর উপর বসে ছিলেন তিনি আর ভাবছিলেন ঈশ্বর নিয়ে, সৃষ্টি রহস্য নিয়ে।

অনেক অনেক আগের কথা মনে পড়লো তার।

রমুলাস অগাস্টাস। শেষ রোমান সম্রাট। প্রাসাদে একা একা বসে আছেন। সাথে আছে প্রিয় সহকারী নেবুলাস। রাভেন্না শহর এখন রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী। অপূর্ব সুন্দর একটা শহর। কিন্তু এখন পুরো রোমান সাম্রাজ্যের চারপাশে যেন আগুন জ্বলছে। বর্বর জার্মানরা ঝাপিয়ে পড়েছে সর্বশক্তি দিয়ে। রোমান সেনাবাহিনী হতোদ্যম, শক্তিহীন, কাপুরুষতার পরিচয়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্রে। জান বাঁচিয়ে পালাচ্ছে যে যেদিকে পারে, কিংবা মুহূর্তে ভোল পালটে যোগ দিচ্ছে আক্রমনকারীদের শিবিরে। এছাড়া খোদ রোমান বাহিনীতে কর্মরত আছে অসভ্য জার্মানদের অনেক বংশধর। যারা যুগে যুগে রোমানদের দ্বারা নিগৃহীত হয়েছে। লুণ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এই জার্মানরা হাল ছাড়ে নি। এখন তারা যোগ দিয়েছে বিদ্রোহী দলে। যুগের পর যুগ তাদের আক্রমন আছড়ে পড়েছে রোমের প্রাচীরে। রোমান সাম্রাজ্যও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এদের ঠেকাতে ঠেকাতে।

এই বর্বর জার্মানদের না আছে কোন শিল্পবোধ, না আছে জীবনযাত্রা সম্পর্কে উঁচু কোন ধারনা। এরা শুধু ধ্বংশ করতে জানে, বেঁচে থাকার তাগিদে এরা কাউকে খুন করতে দ্বিধা করে না। নীল চোখ আর ধুসর লাল চুল হচ্ছে এদের চেনার মূল উপায়। শারীরিক কাঠামোও অনেক শক্তিশালী। দলে দলে আদি জার্মান এলাকা ছেড়ে এই বর্বর দলগুলো চলে এসেছে রোমান সাম্রাজ্যের সীমানায়, বসতি গড়ে তুলেছে। ছোট ছোট গোত্র করে থাকে সবাই, পশুশিকারই হচ্ছে মূল পেশা। এখন কৃষিকাজেও কেউ কেউ মনোযোগ দিচ্ছে।

কিন্তু এদের আসল লক্ষ্য দলগতভাবে রোম দখল করে নেয়া। যে ঐশ্বর্যের ঝলকানি এরা দেখেছে, তা নিজের হাতে নিতে চায় ওরা। মাঝে মাঝে তাই আক্রমনও করে বসে রোমানদের এবং তাতে প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতির শিকারও হয়। কিন্তু দমে যাওয়ার অভ্যাস নেই এই বর্বরদের। রোমানরা এখন অনেক নরম, অনেক কম হিংস, তারা এখন জিশু খ্রিস্টের শান্তির বানীতে মোহাবিষ্ট, বাকিরা আরাম-আয়েস, বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দিয়েছে। অনেক বর্বর জার্মানকে যুদ্ধবন্দী করে আনা হয়েছিল, এরাই এখন গৃহভৃত্য হিসেবে সেবা করছে তাদের। অনেক বর্বর জার্মানকে রোমার সৈন্যবাহিনীতেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এরাই পরবর্তীতে প্রতিশোধ নিচ্ছে, চরম প্রতিশোধ।

476৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ, সেপ্টেম্বর মাস। নেবুলাস বার বার তাকাচ্ছে রমুলাস অগাস্টাসের দিকে। কিছু একটা নির্দেশ দেবেন তিনি। শত্রু দ্বারপ্রান্তে। চারদিকে আগুন জ্বলছে। প্রাসাদের চারদিকে যদিও যথেষ্ট পরিমানে সৈন্য মোতায়েন করা আছে, কিন্তু এই সৈন্য সংখ্যা অপ্রতুল। বর্বররা হানা দিলে এরা মোটেও বাঁধা দিতে পারবে না।

'নেবুলাস,' ডাকলেন সম্রাট রমুলাস। যুবক তিনি, কিন্তু এই মুহূর্তে দেখাচ্ছিল একজন বৃদ্ধের মতো।

'বলুন হুজুর,' নেবুলাস বলল।

'তুমি আমাকে অনেক আগেই সাবধান করে দিয়েছিলে, আমি শুনি নি,' ক্লান্ত কণ্ঠে বললেন সম্রাট রমুলাস।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'জি, হুজুর, সাবধান করেছিলাম।'

'এখন আমার কি করা উচিত?'

'শুনলে হয়তো আমার উপর রাগ করবেন?'

'নির্দ্বিধায় বলো।'

'আপনার বয়েস অনেক কম, পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের সূর্য এখন অস্ত যাওয়ার পথে, এখন আপনার উচিত হবে আত্মসমর্পন করা।'

'আত্মসমর্পন করা আর মৃত্যু কি একই কথা নয়?' রেগে গেলেন সম্রাট রমুলাস।

'যুদ্ধে যে কেউ হারতে পারে মহামান্য সম্রাট, এতে আপনার মর্যাদাহানি হবে না, কিন্তু এরপর আমরা আবার শক্তিশালী হয়ে ফিরে আসতে পারবো।'

'আত্মসমর্পন করবো আমি?'

'এতে আপনার ভালোই হবে, পূর্বের রোমানরা যদি সাহায্য করে তাহলে পরে আবার এই রাজত্ব আমরা দখল করে নিতে পারবো।'

'কিন্তু মন যে সায় দেয় না নেবুলাস, এই রোমান সাম্রাজ্যের সম্মান আমি ধূলোয় মিশিয়ে দিতে পারি না।'

'আপনি আমার অভিমত চেয়েছেন, আমি জানালাম, এখন আপনার ইচ্ছে।' নেবুলাস বলল মাথা নিচু করে। চোখে পানি চলে এসেছে তার। বয়স পয়তাল্লিশ থেকে আটচল্লিশের মতো। এখনো শক্ত গড়ন। রমুলাসকে যথেষ্ট স্নেহ করে সে। এই সম্রাটকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে ইচ্ছে করছে না।

মাত্র একবছর হলো সিংহাসনে বসেছেন রমুলাস। পিতা ওরেস্তেস যেখানে চাইলেই সিংহাসনে বসতে পারতেন, সেখানে কেন সন্তানকে বসালেন তা অনেকের কাছেই বোধগম্য নয়। কিন্তু রমুলাসকে সবাই মেনে নিয়েছিল। কেন না রমুলাস কোমল মনের অধিকারী, বিলাস-বসনে সময় নষ্ট না করে প্রজাকল্যানে নানা ধরনের কাজ করেছেন। কিন্তু কোন ভালো কাজের মূল্যায়ন খুব তাড়াতাড়ি হয় না। এখন বর্বর জার্মানরা কাঁধে নিঃশ্বাস ফেলছে, কিন্তু এদের হাত থেকে শহর রক্ষা করার মতো প্রয়োজনীয় লোকবলও নেই সম্রাট রমুলাসের।

কি করা উচিত ভাবছেন রমুলাস। নেবুলাস যা বলছে হয়তো ঠিকই বলছে, আজ পর্যন্ত খারাপ কোন পরামর্শ নেবুলাসের কাছ থেকে পান নি তিনি। কিন্তু আত্মসমর্পন! হয়তো এতেই শান্তি নিহিত আছে। অযথা রক্তপাত করে কি লাভ। তিনি আরো লড়তে চাইলে মানা করবে না কেউ, কিন্তু তাতে অহেতুক জানমালের ক্ষতি হবে। বর্বর জার্মানরা কোন কিছুরই পরোয়া করে না। মায়ের সামনে ছেলের বুকে ছোড়া বসাতে হাত বিন্দুমাত্র কাঁপে না ওদের।

www.BanglaBook.org

নেতা হিসেবে হ্রিংস একজনকে পেয়েছে ওরা। ওডোএকার। রোমান সেনাবাহিনীর একজন অফিসার ছিল। এখন বিদ্রোহী জার্মানদের বিভিন্ন গোত্রকে এক করে সশস্ত্র যুদ্ধে নেমেছে। উদ্দেশ্য পুরো রোম দখল করা। যে কোন সময় প্রাসাদে ঢুকে পড়বে শয়তানটা। একসময় রমুলাসের পিতা ওরেস্তেসের কাছের লোক ছিল এই ওডোএকার। কিন্তু এখন পুরো ভোল পালটে নেতা হয়েছে জার্মান বর্বর বাহিনীর।

নেবুলাসের দিকে তাকালেন রমুলাস। এই লোকটা তার মন্ত্রীপরিষদের কেউ নয়। কিন্তু বিপদে আপদে এর উপরই ভরসা করেন তিনি। লোকটা একাধারে তার পার্শ্বসহচর, দার্শনিক, ভ্রমনকারী এবং আবিষ্কারক। এমন সব ঘটনা লোকটার কাছে শুনেছেন তিনি যা অবিশ্বাস্য, শত শত বছর আগের ইতিহাস অনায়াসে বলে দেয়ার মতো জ্ঞান আছে লোকটার, এবং সবসময়ই তাকে বলে যেন ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে কেউ না ভোলে। আজ হয়তো ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়ার দিন, একজন পরাজিত রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য কি তা বুঝতে হবে। রমুলাস সিদ্ধান্ত নিলেন নেবুলাসের কথামতো আত্মসমর্পন করবেন তিনি, অযথা রক্তপাত চান না আর। একজন দূতকে ইশারায় ডাকলেন তিনি।

'ওডোএকারের কাছে যাও, গিয়ে বলো আমি শান্তি চাই,' রমুলাস বললেন বিষন্ন সুরে।

দূত বের হয়ে গেল সাথে সাথে। নেবুলাসের দিকে তাকালেন তিনি, লোকটার চেহারা ম্লান হয়ে আছে, সিদ্ধান্তটা কারো জন্যেই খুব সুখের কিছু নয়। কয়েকশ' বছরের রোমান সাম্রাজ্য আজ ধ্বংসের সম্মুখীন। তিলে তিলে গড়ে তোলা সভ্যতায় আজ নেকড়ের আঁচড় পড়েছে। সাম্রাজ্যের পিতৃপুরুষ যেমন ছিলেন রমুলাস, ধ্বংসের সূচনাও হচ্ছে আরেক রমুলাসের হাতে। প্রকৃতির কি অদ্ভুত পরিহাস।

বাস্তবে ফিরে এলেন তিনি। তিব্বতের অজ এক পাড়া গাঁয়ে। রমুলাসের কথা মনে করছিলেন এতোক্ষন। রমুলাস আত্মসমর্পন করেছিল। তারপর রাজ্য ছেড়ে চলে গিয়েছিল কোথায় কেউ তা জানে না। নেবুলাসকেও এরপর কেউ দেখেনি আর। সেদিন কতোদিন আগের কথা। রমুলাস ঝাঁপ দিয়েছিল পাহাড়ের উপর থেকে, সেই দৃশ্য এখনো চোখে ভাসে তার। আত্মসমর্পন করে বেঁচে থাকাটা তার কাছে ছিল মৃত্যুর সামিল। নেবুলাস হেঁটে হেঁটে পাড়ি দিল পুরো উত্তর ইউরোপ, বাইজেন্টাইনের দিকে আসার ইচ্ছে ছিল তার, যেহেতু সেটাই ছিল রোমান সভ্যতার পূর্ব অংশ। কিন্তু পরে সিদ্ধান্ত বদলে পশ্চিম ইউরোপের দিকে যাত্রা করেন তিনি। নেবুলাস, এই নামটা ইতিহাসের কোন পাতায় খুঁজে পাওয়া যাবে না, কারন সবক্ষেত্রেই পর্দার আড়ালে থাকতে পছন্দ করতেন তিনি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আর এখন?

আড়াল এবং বিশ্রামই তার চাই। রাজাদের প্রিয়পাত্র হয়েছেন অনেকবার, জনকল্যানমূলক পরামর্শ দিয়ে মানব সভ্যতার উপকার করতে চেয়েছেন সবসময়, যুদ্ধের বদলে শান্তির দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু এখন দিন বদলে যাচ্ছে। শেষ ফরাসি বিপ্লবের পর, এখন আর কিছুই ভালো লাগছে না তার। এখন চাই বিশ্রাম। যদি আবারও কখনো মনে হয়, হস্তক্ষেপ করা দরকার, তাহলেই কাজে নামবেন তিনি। দেখা যাক, সেই সময় আদৌ আসে কি না, কিংবা আসলেই তিনি সক্রিয়ভাবে কাজে নামবেন কি না কে জানে।

আপাতত তিব্বত নিয়ে ভাবছেন তিনি। শান্তিপ্রিয় একটা জাতি এই তিব্বতীরা। একসময় হয়তো যুদ্ধের অস্তিত্ব কিছুটা ছিল এদের জীবনে, কিন্তু সে অনেক আগের কথা। মাঞ্চুরিয়ানরা এখানে শক্ত হাতে হাল ধরেছে। প্রশাসন, জনগন, সামরিক শক্তি সমস্তটাই এদের দখলে। পৃথিবীর যেকোন প্রান্তের তুলনায় আধুনিকতার ছোঁয়া এখানে লেগেছে সবচেয়ে কম। তাই এখানেই কিছু দিন থাকার পরিকল্পনা করেছেন তিনি।

'হুজুর আপনি এখানে?' পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে রামপ্রসাদ, অন্যমনস্ক বিধায় লক্ষ্য করেন নি তিনি।

'কেন, কি হয়েছে?'

'পেহ-লিং,পেহ-লিং বলে পুরো এলাকা খুঁজছে ওরা আপনাকে, কপাল ভালো ওদের আগে আমিই পেয়ে গেলাম।'

'কি ব্যাপার, বলো তো?'

'হুজুর, খবর পেলাম, আজ রাতে রাজধানী লাসা থেকে কিছু অতিথি আসবেন, তারা যদি এখানে আপনাকে অবিষ্কার করে তাহলে মন্দিরের ওরা খুব সমস্যায় পড়ে যাবে।'

'অতিথি হিসেবে আমাদের উচিত নয় ওদের এভাবে সমস্যায় ফেলা।'

'জি, হুজুর,' আমতা আমতা করে বলল রামপ্রসাদ। 'কিন্তু যাবো কোথায় আমরা?'

'সেটা নিয়ে ভেবো না তুমি, বিকেলেই রওনা দেবো আমরা, এখন যাও, ওদের খবর দাও, আমাকে পাওয়া গেছে, দুশ্চিন্তার কিছু নেই।'

'জি,হুজুর,' বলে চলে গেল রামপ্রসাদ।

চারদিকে তাকালেন তিনি। সকালের রোদে ঝিলমিল করছে চারদিক। আজ খুব নস্টালজিক হয়ে পড়ছেন তিনি। বারবার অতীতের কথা মনে পড়ছে, সেই অতীতও আবার অনেক ভাগে বিভক্ত। কিন্তু এখন চিন্তা করার সময় না,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাজ কর‍্যার সময়।

কাজেই পাথরের টুকরোটার উপর থেকে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। দূরে দেখা যাচ্ছে রামপ্রসাদকে। ছোট একটা কাঠামো, ছোট একটা টিলার ওপাশে হারিয়ে যাচ্ছে, বেশ কিছুটা দূরে বৌদ্ধ মন্দিরটা দাঁড়িয়ে আছে সগৌরবে। সেখানে শৈবারনের সাথে দেখা করে তার পরামর্শমতো এগুতে হবে। তিনি নিশ্চয়ই খারাপ বুদ্ধি দেবেন না।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৫

রাতের অন্ধকারে অনেক কিছুই রহস্যময় বলে মনে হয়। ছায়া ছায়া কিছু দেখলেই ভয় জাগে মনে। অন্ধকার মানুষের জীনে ঢুকিয়ে দিয়েছে নিরাপত্তাহীনতা। সূর্যের আলোয় যেমন নিরাপদবোধ করে মানুষ, অমাবশ্যা রাত্তিরে তেমনই ভয়ের একটা বোধ আসে মনে। বিশেষ করে গ্রামের এই পরিবেশ, যাকে গা ছম ছম করা পরিবেশ বললেও ভুল হবে না।

আজ অমাবশ্যা। বিশেষ একটা অমাবশ্যা। হাজার রাতের পর আসে এমন এক রাত। আব্দুল মজিদ ব্যাপারী রক্তে একধরনের উত্তেজনা অনুভব করছেন। আজ রাতে বের হতে হবে বাইরে। এমনটাই করে এসেছেন সারাজীবন। হাজার রাত পর আসা এই অমাবশ্যায় নিজেকে নতুন করে তৈরি করে নেবেন তিনি। রাতের আকাশ অন্ধকার থাকলেও নিজের জন্য প্রকৃতি থেকে শক্তি আহরন করেন। এই নিয়মের ব্যতয় ঘটার কোন উপায় নেই।

অনেক রাত হয়েছে। ছেলে ঘুমিয়েছে। পাহারাদার লোকটাও ঘুমিয়েছে নতুন বৈঠকখানায়। পা টিপে ঘর থেকে বের হলেন মজিদ ব্যাপারী। সারাদিন বাঁকা হয়ে কাত হয়ে থাকেন। এভাবে থাকতে কষ্ট হয় তার। বুড়ো মানুষ হিসেবে সেভাবেই থাকা উচিত। কিন্তু এখন যখন তাকে দেখার কেউ নেই, সোজা হয়ে দাঁড়ালেন তিনি। সেই ঋজু ভঙ্গিতে। সেই রোমান সম্রাট যেভাবে দেখেছে তাকে, রাজা পঞ্চদশ লুইয়ের সাথে যেভাবে চলাফেরা করতেন তিনি, এমনকি এখানে আসার আগে, সেই তিব্বতে, যেভাবে মাইলের পর মাইল হেটেছেন, সেভাবে দাঁড়ালেন মজিদ ব্যাপারী।

উঠোনে এসে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকালেন। আজই সেই অমাবশ্যা। সন্দেহ নেই কোন। এককোনায় থাকা চালা ঘরটার দিকে তাকালেন। তালাবদ্ধ করে রেখেছেন সেই ঘরটা। শুধুমাত্র খোলা হয় এই বিশেষ অমাবশ্যার দিনেই। আজও খোলা হবে। লুঙ্গীর গিঁটে আটকানো চাবিটা বের করে হাতে নিলেন। কতো দিন পর খুলতে যাচ্ছেন ঘরটা। কেমন একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয় মনে! নিজের জীবনের অমূল্য কিছু সম্পদ, যুগ যুগ ধরে যা বয়ে বেড়াচ্ছেন, রাখা আছে এই ঘরটায়। স্ত্রীকেও কখনো চাবি দেন নি, কত রাগ অভিমান, তবু, এর রহস্য নিজের কাছেই রেখেছেন। এছাড়া কোন উপায়ই নেই অবশ্য তার। ছেলে কিংবা নাতিও চেষ্টা করে নি কখনো ঘরটায় ঢুকতে।

আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছেন তিনি ঘরটার দিকে। বড় একটা তালা লাগানো দরজাটায়। খুলে ফেললেন। তাকালেন পেছনে। কেউ নেই। তার

www.BanglaBook.org

শ্রবণশক্তি অনেক ভালো, ঘ্রান শক্তিও অসাধারন। কিছুটা সময় নিয়ে দাঁড়ালেন ঘরটার দিকে, চারপাশের গন্ধ নিলেন, কান পেতে শোনার চেষ্টা করলেন, অসামঞ্জস্যপূর্ন কিছু শুনতে পেলেন না।

ঘরটায় ঢুকলেন তিনি। ছোট একটা জায়গা। মাঝখানে বড় একটা চৌকি পাতা। চৌকির উপর দুটো সুটকেস। অনেক পুরানো। নিজের হাতে বানিয়েছিলেন তিনি। তামার সাথে এমন এক যৌগ মিশিয়েছিলেন তাতে জীবনে রঙ নষ্ট হবে না সুটকেসগুলোর, মরিচা পরবে না। এখনো ঠিক নতুনের মতো আছে জিনিসগুলো। মনে মনে একবার প্রসংশা করে নিলেন নিজের হাতের কাজের। স্যুটকেসগুলোও তালা লাগানো। জোর করে খোলা যাবে না, এমনকি ভাঙাও যাবে না সহজে। দু'তিনজন মানুষ অন্তত পারবে না ভাংতে নিশ্চিত আছেন তিনি।

সুটকেসগুলোর চাবি লুকিয়ে রেখেছেন তিনি মাটির তলায়। চৌকির নিচে। বেশ কিছুটা জায়গা খুদে মাটির নিচে রেখে দিয়েছিলেন দুটো চাবি। শেষবার ক'বে স্যুটকেসগুলো খুলেছিলেন মনেও পড়ছে না তার। তখন স্ত্রী বেঁচে ছিল এটুকু শুধু মনে পড়ল।

চৌকির তলা থেকে চাবিদুটো বের করলেন। বেশ পরিশ্রম হলো তাতে। ঠিক জায়গাটা খুঁজে পেতে বেশ কয়েক জায়গায় খুঁড়তে হলো। এখন হাঁপাচ্ছেন। একটু বিশ্রাম নেয়া যায় এখন। রাত এখনো ঢের বাকি। চাবিগুলোর দিকে তাকালেন। অদ্ভুত সুন্দর দেখতে। রুপা আর সোনা দিয়ে তৈরি, নরম যাতে না হয় সেজন্য কিছুটা ব্রোঞ্জ মেশানো হয়েছে চাবিগুলোতে। এগুলোও নিজের হাতে তৈরি করেছিলেন একসময়। তখন মেশিনপত্রের কোন বালাই ছিল না, কিছু বানাতে হলে তা হাতেই বানাতে হতো।

দরজাটা ঠিক মতো লাগিয়েছেন, বাইরের কেউ বুঝতে পারবে না ঘরটায় কেউ আছে। যদিও এই রাতে কারো উঠার তেমন সম্ভাবনা নেই। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। ঘরের ভেতরেও তাই। একটা কুপি বা হারিকেন সাথে আনতে পারতেন। কিন্তু অযথা ঝুঁকি নিতে পছন্দ করেন না মজিদ ব্যাপারী। চাবিদু'টো হাতে নিয়ে দেখলেন অনেকক্ষন। ক'বে বানিয়েছিলেন দিন-ক্ষন সব মনে আছে তার। স্মৃতি কখনো প্রতারনা করে নি তার সাথে। মানুষ করেছে। শাস্তিও পেয়েছে অনেকে। কিন্তু একজনকে শাস্তি দিতে পারেন নি তিনি। একেবারে উধাও হয়ে গিয়েছিল লোকটা। তার খোঁজেই এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে এসেছিলেন তিনি অনেক অনেক বছর আগে। সেসব নিয়ে চিন্তা করতে ইচ্ছে করছে না এখন, কিন্তু চিন্তার উপর তো হাত নেই। সময় অসময় অনেক হাবিজাবি চিন্তা মাথায় খেলতে থাকে।

আজ সময় এসেছে নিজেকে নতুন করে নেবার। এ যেন অনেকটা

www.BanglaBook.org

ব্যাটারির মতো ব্যাপার, চার্জ করে নিতে হয় মাঝে মাঝে।

সুটকেসগুলোতে আছে তার অমূল্য সম্পদ। হাজার বছর ধরে বয়ে বেড়াচ্ছেন তিনি এই সম্পদ। আজ পর্যন্ত কেউ হতে দিতে পারে নি। একজন দিয়েছিল। যাক সে কথা, বার বার সেই বেঈমানটার কথা মনে পড়ে কেন ভেবে অবাক হলেন।

বা দিকের ছোট চাবিটা দিয়ে একটা সুটকেস খুললেন তিনি। অনেক দিন পর খোলা হলো। সুটকেসটা খুলতেই দারুন এক সৌরভে ভরে গেল চারদিক। এই সৌরভটাও নিজের হাতে বানানো তার। প্যারিসে অনেক বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল এই সৌরভ। নিজে বানিয়ে ছিলেন রাজা পঞ্চদশ লুইয়ের জন্য, খুবই পছন্দ করতেন রাজা এই সুগন্ধটা। নির্দেশ দিয়েছিলেন আর কাউকে যেন এই সুগন্ধী বানানোর কৌশল শেখানো না হয়। কাউকেই শেখান নি তিনি। আজ অনেকদিন পর এই সৌরভ তাকে অনেকটাই তাজা করে তুললো।

সুটকেসটার একপাশে চামড়ার একটা বাক্স। বাক্সটা ছোট, চারকোনা, নানা ধরনের অলংকরন বাক্সটার গায়ে। বাক্সটা খোলার আগে একটু সময় নিলেন তিনি। আজকেই তো সেই অমাবশ্যা, তাই না? হিসেবে কোন ভুল হয় নি তো? মনে মনে আরেকবার হিসেব করে নিলেন, না, সব ঠিক আছে। অনেক সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়, ভুল রাতে ভুল সময়ে কাজটা করলে তার ভয়াবহ পরিনতি হতে পারে।

বাক্সটা খুললেন তিনি। হাল্কা নীল এক আলোর ছটায় ভেসে গেল যেন পুরো ঘরটা। কাঁচের ছোট একটা বোতল রাখা আছে বাক্সটায়, সেই কাঁচের বোতলে হাল্কা নীল রঙের একটা তরল যা থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে অপার্থিব এই আলো। গায়ে একটা চাদর পড়া আছে মজিদ ব্যাপারীর। তাড়াতাড়ি বোতলটা চাদরের তলায় লুকিয়ে ফেললেন তিনি। সাবধান থাকা ভালো। এই নীল আলো কেউ দেখলে কতো কিছু যে কল্পনা করবে গ্রামের মানুষ তা তিনি ভালোই জানেন।

অন্য সুটকেসটার দিকে তাকালেন। এর ভেতরে আছে এক রহস্যের চাবি। চামড়ার একটা খোপের ভেতর। সেই রহস্য উদ্ঘাটনে এক না একদিন বেরুতেই হবে তাকে, অনেক বছর আগেই বের হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এই অঞ্চলে এসে কেমন বাঁধা পড়ে গিয়েছিলেন তিনি। সময় হয়তো চলে এসেছে সেই রহস্য উদ্ঘাটনে বের হবার, কিংবা কে জানে আরো কতোদিন এখানে থাকবেন।

সুটকেসটা বন্ধ করে দরজা ভিড়িয়ে দিয়ে বাইরে চলে এলেন মজিদ ব্যাপারী। সময় হয়েছে এখন। যদিও হাতে ঘড়ি নেই তার, কিন্তু সময়

www.BanglaBook.org

সম্পর্কে তার ধারনা খুব টনটনে। অন্ধকার। অন্যকেউ হলে এই উঠোনে তিনবার হোঁচট খেতো, কিন্তু এই উঠোন মজিদ ব্যাপারীর কাছে হাতের তালুর মতো পরিচিত। উঠোনটা সাবধানে পেরিয়ে বাড়ির সীমানার বাইরে চলে এলেন। সময় বেশি নেই হাতে। বড় একটা বটগাছ আছে এখানে। এখানে দাঁড়িয়েই কাজ সারবেন বলে ঠিক করলেন।

চাদরের নিচ থেকে কাঁচের বোতলটা বের করলেন। নীলাভ আলোয় ভেসে যাচ্ছে চারদিক। এই তরলটা এককোঁটা দরকার মাত্র। এককোঁটা। এতেই কাজ হয়। এরচেয়ে বেশি হলে তাকে বলতে হবে অপচয়। এই তরল শেষ হয়ে গেলে নতুন করে পাওয়া সম্ভব নয়, কেউ বানাতেও পারবে না এই পৃথিবীর। কাজেই এককোঁটা তরলের বেশি নষ্ট করা যাবে না। বোতলের মুখটা বিশেষভাবে বানিয়ে নিয়েছিলেন মজিদ ব্যাপারী, তাতে একবারে এককোটার বেশি তরল চাইলেও বের হবে না। শেষবার যদিও তিনফোটা তরল নিয়েছিলেন তিনি, বয়সটাকে আরো কমানোর জন্য। মাত্র পঁচিশ বছর বয়স হয়ে গিয়েছিল তিনফোটা তরল নেয়ার কারনে। নতুন করে জীবন শুরু করেছিলেন এই অঞ্চলে, দেখা হয়ে গিয়েছিল রহিম ব্যাপারীর সাথে। সেসব কথা থাক।

সময় হয়েছে এখন। এছাড়া চারদিকে যে নীল আলো ছড়িয়ে পড়েছে তা রাতজাগা কারো চোখে পড়া অসম্ভব কিছু নয়।

বোতলটা উঠিয়েছেন, নীল তরলটা আস্তে আস্তে বেয়ে নিচে নেমে আসছে, এমন সময় অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো মজিদ ব্যাপারীর। মনে হলো কেউ দেখছে তাকে। বোতলটা সোজা করে ধরে চারদিকে তাকালেন। না, কেউ নেই। মনের ভুল।

বোতলটা আবার উপরে উঠিয়ে আস্তে করে একটা ঝাকি দিলেন, নীল তরল নীচে নামছে। বোতলের মুখটা ধরে রেখেছেন ঠোটের কাছে, বাইরে যেন পড়ে না যায় তাই এই সাবধানতা। পড়ল এককোঁটা নীল তরল, ঠিক জিভের মাঝখানটায়। তাড়াতাড়ি বোতলটা সোজা করে মুখ আটকিয়ে দিলেন তিনি, তারপর সাবধানে চাদরের ভেতরে ঢুকিয়ে ফেললেন। যাক, কোন বিপদ হয় নি।

জিভের মাঝখানটায় যেখানে ফোঁটাটা পড়েছিল তা আস্তে আস্তে যেন নিচের দিকে নামছে, টের পেলেন মজিদ ব্যাপারী। গলা ছাড়িয়ে পেটের দিকে যাচ্ছে তরলটা। দারুন একটা চাঞ্চল্য অনুভব করছেন তিনি। অনুভব করছেন সারা শরীর যেন তরুন হয়ে উঠেছে, হাতের ভাঁজগুলো মিলিয়ে যাচ্ছে, হাত-পায়ের পেশিগুলো শক্ত হচ্ছে। চোখ, মুখ, নাক যেন আরো সতেজ হচ্ছে। ইচ্ছে করছে সামনের পুরো মাঠটা দৌড়ে পার করতে। অনেক শক্তি ভর

www.BanglaBook.org

করেছে শরীরে। কিন্তু ব্যবহার করা যাবে না অযথা।

এবার হাঁটা দিলেন ব্যাপারী। বাড়ির উদ্দেশ্যে। চাইলে ঝড়ের গতিতে চলতে পারেন, গায়ে এতোটাই শক্তি এখন। কিন্তু আস্তে আস্তে হেঁটেই বাড়ির উঠোনে এলেন তিনি। নাক এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলো এখন অনেক সতেজ। বিশেষ একজনের গন্ধ পেলেন তিনি। সবারই আলাদা আলাদা গন্ধ আছে, এবং এই গন্ধ দিয়েই সবাইকে চিনে নিতে পারেন তিনি। এই গন্ধটা নতুন একজনের। নতুন বানানো বৈঠকখানাটার দিকে তাকালেন। কোন নড়াচড়া বা অস্বাভাবিকতা চোখে পড়ল না তার।

নিজের ঘরটায় ঢুকে কাঁচের বোতলটা জায়গামতো রাখলেন। সুটকেস দুটো তালাবদ্ধ করলেন। চাবিদুটো এবার আর মাটির তলায় পুতলেন না। নিজের কোমরে গুঁজে নিলেন। বাইরে এসে ঘরে তালা লাগিয়ে দিলেন তিনি।

কাজ শেষ। নিজের ঘরে এসে চুপচাপ কিছুক্ষন বসে থাকলেন মজিদ ব্যাপারী। এখনো আরো অনেকটা তরল আছে, যা দিয়ে আরো কয়েক হাজার বছর হয়তো চালিয়ে নেয়া যাবে। কিন্তু তারপর? যাক, সে চিন্তা পরে করা যাবে। এখন ভাবছেন অন্যকথা। তার শরীরের চামড়া এখন অনেক সতেজ, পেশী এখন অনেক শক্ত, স্বাভাবিক, যে কেউ দেখলে এখন আর তাকে থুত্থুরে বুড়ো বলে মেনে নিতে চাইবে না। একটা উপায়ই আছে, ভালো করে মেকাপ করতে হবে, যাতে কারো চোখে কিছু ধরা না পড়ে, অভিনয় করতে হবে সাবধানে, যাতে অতিঅভিনয় না হয়ে যায়।

* * *

লিলির কিছুই ভালো লাগে না ইদানীং। ইউনিভার্সিটিতে যাওয়া হয় না বেশ কিছুদিন হলো। এমনিতে ভালো ছাত্রি সে, রেজাল্টও খুব ভালো। কিন্তু গতকিছুদিনের ঘটনায় মনটা ভীষন খারাপ। গাজীপুরের বাংলো বাড়িতে দু'জন মারা গেল। সম্পুর্ন দোষটা তার। রাশেদকে খুঁজতে গিয়েই ওদের মেরেছে খুনিটা। বাবা প্রভাবশালী মানুষ। সাধারন ডাকাতির ঘটনা বলে চালিয়ে দিয়েছেন। লিলি অবশ্য কাউকে বলেই নি ওখানে কাউকে থাকতে পাঠিয়েছিল সে। বাবা সব জানতেন। হয়তো কেয়ারটেকার চাচা জানিয়েছিলেন, কিন্তু না জানার ভান করেছিলেন তিনি। কেমন অদ্ভুত একটা মানুষ! মেয়েকে পরে জিজ্ঞেসও করেন নি কে গিয়ে থাকছে ঐ বাড়িটায়, কেন থাকছে, কতোদিন থাকবে। প্রশ্ন করাটাই ধাতে নেই লোকটার। সেটা একটা ভালো দিক, কোন কৈফিয়ত চান নি তিনি কোনদিন। মা হচ্ছে ঠিক তার উলটো। তিনি যদি রাশেদের কথা কিছু শুনতেন তাহলে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় তুলতেন। যাই

www.BanglaBook.org

হোক, সমস্যাটা এড়ানো গেছে। কিন্তু অপরাধবোধ যায় নি লিলির মন থেকে। রাশেদ হয়তো বড় কোন বিপদেই পড়েছে, যা সে বলতে পারছে না। ছেলেটা এমনিতেই কম কথা বলে, লাজুক টাইপের, নিজের সমস্যার কথা বলতে পছন্দ করে না। কাজেই ওকে জিজ্ঞেস করে তেমন লাভও নেই।

তবে এটুকু বুঝতে পেরেছে লিলি যে শামীমের হত্যার সঙ্গে রাশেদের এই সমস্যাটার কোন যোগসূত্র আছে। পুলিশে যে আত্মীয় আছেন তিনি প্রায়ই বলেন শামীমের খুনিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, খুনি না কি খুব চালাক। শুনে অদ্ভুত লাগে লিলির। রাশেদ খুন করতেই পারে না। এই বিশ্বাস রাশেদের উপর আছে তার। কেন আছে এর পক্ষে কোন যুক্তি নেই।

বিকেল চারটা বাজে। বারান্দায় এসে দাঁড়াল লিলি। তাদের এই বাড়িটা একটা লেকের পাশে। বারান্দায় এলে লেকটা দেখা যায়। কিছুদিন আগেও খুব অপরিষ্কার ছিল। এখন এলাকার সচেতন কিছু মানুষ মিলে পরিষ্কার করেছে লেকটা। রেলিং-এ হেলান দিয়ে লেকের পানির দিকে তাকিয়ে রইল লিলি। হাতে মোবাইল ফোনটা ধরা আছে, ইচ্ছে করছে রাশেদকে ফোন করে খবর নিতে। নাম্বার ডায়াল করল সে, কিন্তু বন্ধ।

লেকের পাড়ে বেশ বড় বড় কিছু গাছ, নাম জানে না লিলি। কৃষ্ণচূড়া হতে পারে, লাল রঙের ফুল ফুটেছে। তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইল লিলি। লক্ষ্য করলো না সেই গাছের আড়াল থেকেই দুজন যুবক লক্ষ্য করছে তাকে। তাদের চেহারা সাধারন না, পাশুটে একটা ছাপ দেখা যাচ্ছে, চোখ দুটোর দিকে তাকালে মনে হবে আগুন বের হচ্ছে সেখান থেকে।

এরা হিংস, নেকড়ের মতো। শিকারের ঘ্রান শুকে শুকে চলে এসেছে এখানে।

* * *

তিব্বতী ভাষা শিখেছেন, পড়তেও পারেন ইদানীং তিনি। আজ সন্ধ্যায় রাজধানী লাসা থেকে কিছু অতিথি এসেছেন বৌদ্ধ মন্দিরটায়। এতোদিন যে কক্ষটায় আশ্রয় মিলেছিল দুজনের, সেই কক্ষটা হাতছাড়া হয়ে গেছে আজকে। মন্দিরটায় সবচেয়ে সুন্দর কক্ষ ছিল ওটাই। অতিথিরা আজ রাতটা ওখানেই থাকবে। কাল দুপুরে চলে যাবে ওরা। পার্শ্ববর্তী অন্য একটা গ্রামে। আজ রাত তাই আড়ালেই থাকতে হবে। মন্দিরের ভৃত্যরা যেখানে থাকে তেমন একটা জায়গায় থাকার ব্যবস্থা করেছেন মন্দিরের প্রধান, শেবারন। তিনি কিছু বলেন নি। আজ বিকেলে এখান থেকে চলে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেবারনের অনুরোধে থাকতে বাধ্য হয়েছেন। রামপ্রসাদ ঘুমুচ্ছে বেঘোরে। একধরনের

www.BanglaBook.org

সবজি আর রুটি ছিল খাবারের মেনুতে। পেট পুরে খেয়ে ঘুমাতে গেছে রামপ্রসাদ। কিন্তু ঘুম আসছে না তার।

সাম্ভালা সম্পর্কে অনেক কিছু জানার ছিল। শেবারনকে এই বিষয়ে অনেক প্রশ্ন করেছেন তিনি, কিন্তু প্রতিবার বিভিন্ন ছুতোয় এড়িয়ে গেছে লোকটা। হয়তো সত্যিই এই বিষয়ে জানেন না শেবারন, কিংবা বাইরের কারো কাছে বলা নিষেধ আছে তাই বলেন। পড়ার জন্য বেশ কিছু পুরানো পুঁথি নিয়ে এসেছেন তিনি। প্রাচীন তিব্বতী লিপিতে লেখা। সেখানে যদি সাম্ভালা সম্পর্কে কিছু পাওয়া যায়!

কিন্তু হতাশ হতে হলো তাকে। কোন পুঁথিতেই এই ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট করে কিছু বলা হয় নি, জায়গাটা সত্যিই আছে নতুবা তিব্বতী লামাদের উর্বর মস্তিষ্কের সৃষ্টি। মৃত্যুর পরের জীবনকে স্বীকার করে না সাম্ভালায় বিশ্বাসকারীগন। বাকিদের বিশ্বাস মৃত্যুর পর স্বর্গ এবং নরক বলে একটা জায়গা আছে, যে যার কর্মফল অনুসারে স্বর্গ বা নরকে যাবে। কিন্তু সাম্ভালায় বিশ্বাসকারীগনের ধারনা সাম্ভালা বা শান্তির দেশের অবস্থান এই পৃথিবীতেই।

আরো অনেক কিছু পড়াশোনা করা দরকার, অনুভব করলেন তিনি। হিন্দুদের কালাচক্র তন্ত্র থেকে সাম্ভালা ধারনাটার সৃষ্টি। যদিও আজও সাম্ভালার কোন চিহ্ন বা প্রমান পাওয়া যায় নি, হারানো একটা সভ্যতা যা সবার চোখের সামনে থেকে বিলীন হয়ে গেছে, রয়ে গেছে তার কিছু মিথ, যা যুগ যুগান্ত ধরে মানুষ তার জীনে বয়ে বেড়াবে।

যাই হোক, শেষ পুঁথিটা পড়া শেষ হলে কক্ষের বাইরে এসে দাঁড়ালেন তিনি। অন্ধকারে দূরের পাহাড়গুলো কেমন ছায়া ছায়া হয়ে ভেসে আছে আকাশের বুকে। আজ অমাবশ্যা। এই রাতগুলোতে কেমন এক অস্থিরতা বোধ করেন তিনি। শিকারের নেশা জাগে মনে।

রাত অনেক হয়েছে তাই চারদিক কেমন শব্দহীন। নিজের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দই কেবল কানে আসে। পেছনে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে টের পেলেন তিনি। নিঃশব্দে আসার চেষ্টা করেছে আগুন্তক। অসাধারন শ্রবণশক্তির অধিকারী তিনি, কাজেই কেউ তাকে ফাঁকি দিতে পারবে না।

তড়িৎ গতিতে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি এবং পেছনে দাঁড়ানো লোকটাকে দেখে অবাক হলেন। শেবারন। বৃদ্ধ নিজেও যথেষ্ট অবাক হয়েছেন অতিথির এতো দ্রুত টের পাওয়া দেখে।

'আপনি ঘুমিয়েছেন কি না দেখতে এসেছিলাম,' শেবারন বললেন নিজেকে কিছুটা আত্মস্থ করে।

'ঘুম আসছে না,' ছোট করে উত্তর দিলেন তিনি।

'পেহ-লিং, আপনি তো জানেন আমাদের এখানে বহিরাগতদের উপস্থিতি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে।'

'জানি।'

'তারপরও বিশেষ উদ্দেশ্যে আপনাকে আমরা রেখেছি, কারন খে-লান ভ্রাতৃসম্প্রদায়ের একজন সদস্য আপনি, এছাড়া এই অল্পদিনে আপনি যেভাবে আমাদের ভাষা এবং সংস্কৃতিকে আপন করে নিয়েছেন, তা আমাদের কাছে দুঃসাধ্য মনে হয়েছে।'

'ধন্যবাদ।'

'আপনি বহুবার আমার কাছে সাম্ভালা সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন, আমি এড়িয়ে গেছি, কারন বেশি কিছু বলার অধিকার আমার নেই, কিন্তু গোপন একটা জিনিস যত্ন করে রেখেছি আমি বহুদিন ধরে, এর হদিস কারো জানা নেই, আমার গুরু আমার হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন বিশ্বাস করে, বলেছিলেন, নিজেকে যদি যোগ্য মনে করো, তাহলে রহস্য উদ্ঘাটনে বেরিয়ে পড়ো, আর নিজের উপর যদি বিশ্বাসের অভাব থাকে, তাহলে যোগ্য ব্যক্তির হাতে হস্তান্তর করো।'

তাকালেন তিনি বৃদ্ধের দিকে, গলার স্বর কেঁপে যাচ্ছে লোকটার, কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে।

'নিজেকে আমি এই রহস্য উদ্ঘাটনে কখনোই যোগ্য ভাবি নি,' বৃদ্ধ দম নিয়ে বলা শুরু করলেন আবার, 'কিন্তু কার কাছে এই রহস্যের চাবি রেখে যাবো তা ঠিক করতে পারছিলাম না, আপনি যেদিন এসেছিলেন, আপনাকে দেখেই বুঝে গিয়েছিলাম, আপনিই সেই লোক, যার উপর আমি ভরসা করতে পারি।'

এবার উৎসাহী হয়ে উঠলেন তিনি। রহস্য উদ্ঘাটনের চাবি। সত্যিই চাবি, না অন্যকিছু? চুপ থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। বৃদ্ধের কথা এখনো শেষ হয় নি।

'তারপরও সিদ্ধান্ত নিতে কিছুদিন সময় নিয়েছি,' বৃদ্ধ বললেন। এতোক্ষন হাত দুটো তার পেছনে ছিল, এবার সামনে নিয়ে এলেন। দুহাত দিয়ে ধরে রেখেছেন জিনিসটা। যেন পড়লেই ভেঙ্গে যাবে। লম্বাকৃতির একটা খোপের মতো । এক দিক থেকে খোলা যায়, মনে হচ্ছে চামড়ার তৈরি।

খোপের এক প্রান্ত খুললেন বৃদ্ধ। ভেতর থেকে লম্বা কাগজের মতো একটা বস্তু বেরিয়ে এলো। খেয়াল করে দেখলেন তিনি। না, চাবি না এটা। চামড়ায় তৈরি কাগজের মতো একটা জিনিস, গোল করে ভাঁজ করা।

'এটাই সেই রহস্যের চাবিকাঠি, সাম্ভালার যাওয়ার পথ লেখা আছে এখানে, আমি অনেক চেষ্টা করেও পাঠোদ্ধার করতে পারি নি, পুরোটাই সাংকেতিক চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়েছে, এটা এখন আপনার সম্পত্তি, আপনি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যদি না পারেন তাহলে আপনিও জিনিসটা হস্তান্তর করে যাবেন যোগ্য ব্যক্তির কাছে, যে এর অসদ্ব্যবহার করবে না, নিন, হাতে নিন,' বলে খোপটা বাড়িয়ে দিলেন বৃদ্ধ তার অতিথির দিকে।

হাত বাড়িয়ে নিলেন তিনি। মুখটা লাগিয়ে দিলেন। হৃদপিন্ডের গতি অনেক বেড়ে গেছে। সত্যিই সাম্ভালা নামক জায়গা তাহলে আছে পৃথিবীর বুকে! কাল্পনিক কোন গাঁথা নয় এই সাম্ভালা! সাংকেতিক চিহ্নগুলোর মানে বের করতে হবে, পারবেন তিনি? আরো অনেক প্রশ্ন মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগল তার। কিন্তু চেহারায় নিরুত্তাপ ভাবটা ধরে রাখলেন, এই বৃদ্ধের কাছে নিজের মনের অবস্থা প্রকাশ হতে দেয়া যাবে না।

'ঘুমাতে যাই এখন, আমি জানি এই সাম্ভালার খোঁজেই এতোদূর আসা আপনার, মহামতি বুদ্ধ আপনাকে সফল করুন,' বললেন বৃদ্ধ। তারপর আস্তে আস্তে চলে গেলেন।

স্থানুর মতো কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। বুঝে উঠতে পারছেন না হাতে সত্যিই সাম্ভালার রহস্য ধরে রেখেছেন। হেঁটে নিজের কক্ষে চলে এলেন। সুটকেসে ভরে রাখলেন তিনি খোপটা। তাকালেন চারদিকে। রামপ্রসাদ নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। কেউ দেখেনি। নিশ্চিন্ত মনে শু'তে গেলেন তিনি।

কিন্তু পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই বুঝলেন কোথাও কোন সমস্যা হয়েছে। কিছু একটা ঠিক নেই। রামপ্রসাদ যেখানে ঘুমিয়েছিল সে জায়গাটা ফাঁকা। এবার অন্যদিকে তাকালেন তিনি। হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন সাথে সাথে। সুটকেস দু'টোও নেই।

* * *

সন্ধ্যা সাতটার সময় দেখা করার কথা ডঃ কারসনের সাথে। ঠিক সময়মতোই হোটেলের লবীতে পৌছেছেন ডঃ আরেফিন। রাশেদও আছে সাথে। কাঁধে ট্রাভেল ব্যাগটা ঝুলানো। রিসিপসনে মাত্র খবর দেয়া হয়েছে যে ডঃ কারসনের সাথে দেখা করার জন্য দু'জন অতিথি আছে। ডঃ কারসন অপেক্ষা করতে বলেছেন দুজনকে। এতে একটু বিরক্তই বোধ করছেন ডঃ আরেফিন। সরাসরি রুমে ডাকলেই পারতো লোকটা। আগেই জানানো হয়েছে, সাথে অনেক গুরুত্বপুর্ন একটা জিনিস থাকবে। সেটা এই উন্মুক্ত লিবেত দেখানো মোটেই ঠিক হবে না।

তাই মোবাইলে কল করলেন ডঃ আরেফিন।

'শুভ সন্ধ্যা, ডঃ কারসন, আমরা লবীতে আছি, আপনার রুমে আসলে

www.BanglaBook.org

বেশি ভালো হতো,' ডঃ আরেফিন বললেন।

'আসুন, রুম নং, আমি রিসিপসনে বলে দিচ্ছি,' গলাটা কেমন ঘ্যাসঘ্যাসে শোনাল ডঃ কারসনের।

'আপনি কি অসুস্থ?'

'শরীরটা ভালো লাগছে না, আপনারা আসুন,' বলে ফোনটা কেটে দিলেন ডঃ কারসন।

শরীর খারাপ হলেও এখন ফিরে যাওয়া চলবে না ভাবলেন ডঃ আরেফিন। অনেক ঝামেলার পর পাওয়া গেছে রাশেদকে, এখন দেরি করা ঠিক হবে না। শত্রুপক্ষ এর মধ্যেই পিছু লেগে গেছে।

লবর চারপাশটা দেখে নিলেন ডঃ আরেফিন। কোথাও অসংলগ্ন কিছু চোখে পড়ল না। একটা আন্তর্জাতিক হোটেল যেরকম হবার কথা চারপাশের পরিবেশ সেরকমই। কিন্তু মনে একটা খচখচানি ঢুকে গেছে তার। পার্কের গেটে যেমন হঠাৎ আক্রমন হলো সেরকম কিছু যেকোন জায়গায় ঘটতে পারে।

ইশারায় রাশেদকে উঠতে বললেন ডঃ আরেফিন। বেচারার মাথায় এখনো ব্যান্ডেজ লাগানো। শারীরিক অবস্থাও সুবিধার নয়। তারপরও স্রেফ মনের জোরে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটা। জানার কৌতূহল হোক কিংবা বন্ধুর প্রতি দায়িত্ব থেকে হোক, ছেলেটার মনের জোর দেখে অবাক না হয়ে পারেন নি ডঃ আরেফিন। যদিও তাকে একশত ভাগ বিশ্বাস করে না ছেলেটা, কিন্তু এতে দোষ দেয়ার কিছু দেখেন না তিনি, ওর অবস্থায় থাকলে কাউকে বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। ওর কাছে আছে অমরত্ব জয়ের কৌশল। কিংবা কে জানে পুরো ব্যাপারটা স্রেফ ধাপ্পাবাজি।

ভিজিটর কার্ড নিয়ে সরাসরি লিফটে করে ছয়তলায় চলে এলো দুজন। লম্বা করিডোরের একেবারে শেষ মাথায় ৬১২ নাম্বার রুমটা।

নক করতেই খুলে গেল দরজাটা। যেন আগে থেকেই খোলা ছিল। সোজা ভেতরে ঢুকে গেল ডঃ আরেফিন, পেছনে রাশেদ।

বিছানার উপর বসে আছেন ডঃ কারসন। দুজনকে দেখে স্বাগত জানালেন। উল্টোদিকে দুটো চেয়ার দেখিয়ে দিলেন ইশারায়, বসতে বললেন।

'রাশেদ, ইনি হচ্ছেন ডঃ কারসন, বাংলাদেশে এসেছেন প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানগুলো দেখার জন্য, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক।' ডঃ আরেফিন বললে।

রাশেদ উঠে গিয়ে হাত মেলালো ডঃ কারসনের সাথে। ডঃ কারসন মাথা নাড়লেন। দেখে মনে হচ্ছে খুবই অসুস্থ তিনি।

'ডঃ আরেফিন, আমি বুঝতে পারছি না, কিন্তু মনে হচ্ছে খুবই অসুস্থ আমি, জ্বর আসছে,' ডঃ কারসন বললেন, গলার স্বরেই বোঝা যাচ্ছে কষ্ট

www.BanglaBook.org

পাচ্ছেন তিনি।

মন খারাপ হয়ে গেল ডঃ আরেফিনের। অনেক আশা নিয়ে এসেছিলেন। আজই একটা কিছু যদি বের করা যায় ডঃ কারসনকে দিয়ে। কিন্তু লোকটার এ অবস্থা দেখে কিছু বলতেও সংকোচ হচ্ছে তার।

'আমরা কি তাহলে কালকে আসবো?' ডঃ আরেফিন বললেন।

'না, কষ্ট করে এসেছেন আপনারা, বসুন,' ডঃ কারসন বললেন, বিছানা থেকে নামলেন নিচে, দাঁড়াতেও কষ্ট হচ্ছে, দেখে বোঝা যাচ্ছে।

'কষ্টের কিছু নেই, আমরা কাল আসবো আবার।'

'বইটা কি এনেছেন আপনারা? চাইলে রেখে যেতে পারেন,' ডঃ কারসন বললেন।

দারুন দ্বিধাদ্বন্ধে পড়ে গেলেন ডঃ আরেফিন। প্রাচীন গ্রন্থটা রেখে যেতে মন চাইছে না, কিন্তু ভদ্রলোককে মানা করলেও ভাববেন যে তাকে অবিশ্বাস করা হচ্ছে। ঝামেলাটা থেকে মুক্তি দিল রাশেদ। এতো ঠোঁটকাটা ছেলে কখনো দেখেন নি তিনি, তবে ভারমুক্ত মনে হলো অনেকটা।

'বইটা এখানে রেখে যাওয়া মানে আপনাকে বিপদে ফেলে যাওয়া,' রাশেদ বলল আচমকাই, 'খারাপ লোকেরা এই বইটার পেছনে লেগেছে, আপনি অসুস্থ মানুষ, ঝামেলায় ফেলতে চাই না আমরা, কাল আবার আসবো আমরা।'

ডঃ কারসন সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। এক মুহূর্তের জন্য রাশেদের কাছে মনে হলো অসুস্থতা ব্যাপারটা পুরোটাই লোকটার অভিনয়।

'আপনারা যা ভালো বোঝেন,' ডঃ কারসন বললেন, 'তবে কাল আসার আগে একটা কল দিয়ে আসবেন।'

উঠে দাঁড়াল দুজন। ডঃ কারসন ওদের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। ওরা চলে যাওয়ার পর সোজা বিছানায় এসে বসে পড়লেন তিনি। দারুন বুদ্ধিমান ছোকরা ঐ রাশেদ। ডঃ আরেফিন হয়তো বইটা রেখেই যেত, কিন্তু ঐ ছোঁড়ার জন্য পারলো না। মোটেই অসুস্থ নন তিনি। অভিনয়টা ভালোই করেছিলেন। ইচ্ছে ছিল ওদের কাছ থেকে বইটা আজকে রাতের জন্য রেখে দেয়ার। নিজে নিজে বের করতে চেয়েছিলেন বইটাতে আসলেই বিশেষ কিছু আছে কি না। কিন্তু চালাকিতে এক কাঠি উপরে রাশেদ ছেলেটা। মেজাজটাই খারাপ হয়ে গেল ডঃ কারসনের।

কিছুক্ষন পর ডঃ শাখাওয়াতের পার্টিতে যেতে হবে। তৈরি হয়ে নেয়া দরকার। ওরা গাড়ি পাঠাবে নিচে। আটটা প্রায় বাজে।

তৈরি হতে বেশি সময় লাগলো না ডঃ কারসনের। কিছুক্ষনের মধ্যেই সেজেগুজে নিচে লবীতে এসে দাঁড়ালেন তিনি। গাড়ি এখনো আসে নি। হাত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঘড়িটার দিকে তাকালেন একবার। আটটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। বেশ কিছুক্ষন পায়চারি করলেন লবিতে। তারপর হোটেলটা থেকে বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

কালো রঙের একটা মাইক্রো এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে। ড্রাইভারের পাশে বসা লোকটা হাসছে তার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি। ডঃ শাখাওয়াতের পাঠানো গাড়ি নয়তো এটা! ভাবলেন ডঃ কারসন।

'ডঃ শাখাওয়াত, আপনি কি গাড়ি পাঠিয়েছেন?' মোবাইলে কল করলেন ডঃ শাখাওয়াতের নাম্বারে।

'হ্যা, কালো রঙের একটা মাইক্রো,' ওপাশ থেকে বললেন ডঃ শাখাওয়াত।

'ঠিক আছে, গাড়িটা এসেছে, আমি আসছি,' বললেন ডঃ কারসন, তারপর এগিয়ে গেলেন কালো মাইক্রোটার দিকে।

'আমি ডঃ কারসন,' বললেন তিনি।

ড্রাইভারের পাশে বসা লোকটা কিছু বলল না, তবে হাসল, দাঁত বের করে। এখানকার অধিকাংশ লোকই ইংরেজী বলতে পারে না, কাজেই কিছু মনে করলেন না ডঃ কারসন। তিনিও হাসলেন একটু, ভদ্রতা করে।

লোকটা বের হয়ে এসে মাইক্রোর বড় স্লাইডিং দরজাটা খুলে দিল। চড়ে বসলেন ডঃ কারসন। সাথে সাথে স্টার্ট দিল গাড়িটা। চোখ বন্ধ করে বসে রইলেন ডঃ কারসন। এখন শরীর সত্যি সত্যি কিছুটা খারাপ লাগছে।

তাকিয়ে থাকলে দেখতে পেতেন হোটেলটার গেটে কালো রঙের একটা মাইক্রো এসে দাঁড়িয়েছে। ড্রাইভারের সামনে উইন্ডস্ক্রীনের নিচে ছোট একটা প্ল্যাকার্ড, সেখানে লেখা 'ডঃ কারসন।'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৬

কোন কিছুই জীবনে পরিকল্পনা করে করেন নি আকবর আলী মৃধা। ব্যর্থ একজন মানুষের সব বৈশিষ্ট্য নিজের মাঝে খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি এবং একই সাথে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিলেন জীবনের সকল ক্ষেত্রে। কপাল ভালো বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান ছিলেন। বাবা আলাউদ্দিন শিকদার ছিলেন সফল একজন ব্যবসায়ী। ঢাকায় তিনটি বাড়ি রেখে গেছেন, ব্যাংকে অজস্র টাকা। কাজেই আকবর আলী মৃধার কোন সমস্যা হয় নি। মজার ব্যাপার, এই নামটা একেবারে ভূয়া। তার সত্যিকারের নাম হচ্ছে আসাদ শিকদার। নামের এই পরিবর্তন করার কোন কারন নেই, একদিন হঠাৎ করেই নিজের পরিচয় দেয়া শুরু করলেন আকবর আলী মৃধা বলে।

ইউনিভার্সিটিতে পড়া শেষ করে প্রথমে বাবার ব্যবসা দেখতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু কিছুদিনেই বুঝে যান, এই ব্যবসা চালান তার পক্ষে সম্ভব না। তখন সারাদিন সময় কাটতো তার বই পড়ে, টুকটাক নেশাও যে করতেন না, তাও না। শেষে বিরক্ত হয়ে বাবা-মা বিয়ে দিলো তার। কিন্তু বৌ টিকলো না, বিয়ের কিছুদিন পরই পালিয়ে গেল বৌটা। সম্ভবত প্রেম ছিল কারো সাথে। কষ্ট পেলেও মেনে নিয়েছিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, জীবনে আর বিয়ে নয়। এরপর বাবা-মা দুজনেই মারা গেলেন। পুরো ব্যবসা, সম্পত্তি চলে এলো তার হাতে। ব্যবসা বলতে গোটা পঁচিশেক ট্রাক ছিল তার বাবার, যেগুলো সারাদেশে চলতো, পন্য পরিবহন করতো। বিক্রি করে দিলেন সব, কারন এই ব্যবসা তার পছন্দ ছিল না মোটেও। বিক্রি করা সব টাকা ব্যাঙ্কে রেখে দিলেন ফিক্সড ডিপোজিট করে। শান্তিনগরের বাসাটা নিজে নিয়ে নিলেন, সব ভাড়াটেদের সরিয়ে দিয়ে। বাকি দুটো বাড়ি মিরপুর আর রামপুরায়। সেখান থেকে বাড়িভাড়ার টাকা সব ব্যাঙ্কের একাউন্টে জমা হয়।

কাজেই বলা যায়, বেশ সুখেই কাটছিল সময় তার। বই পড়ে, সিনেমা দেখে, অল্পসল্প নেশা করে কেটে যাচ্ছিল দিন। তারপর একদিন মনে হলো, বিদেশ ভ্রমন করতে হবে। ব্যাঙ্কে বেশ ভালো অংকের টাকা জমা আছে, শুধু পাসপোর্ট করা বাকি।

পাসপোর্ট করে বেড়িয়ে পড়লেন তিনি বিদেশ ভ্রমনে। প্রথমে গেলেন সিঙ্গাপুর, ব্যাংকক, মালয়েশিয়া, হংকং, এরপর চীন, জাপান, নেপাল এবং শেষ ভারত। ভারতেই দেখা পেলেন তার গুরুর। যে তার চোখ খুলে দিয়েছিল। অন্য এক জগতের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। সেও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অনেকদিন আগের কথা। বোম্বের শহরতলীতে দীক্ষা নিয়েছিলেন তিনি, গুরুর কাছে, শয়তানের মন্ত্র যপ করে হয়েছিলেন এক গুপ্ত কালো দলের সদস্য। লুসিফার সেই দলের আরাধ্য দেবতা। সেখানে থেকে দেখেছেন, কিভাবে কালো যাদু কাজ করে, কিভাবে লুসিফারকে সন্তুষ্ট করা হয়, কিভাবে নানা-ধরনের আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয়। তিনবছর সেখানে কাটান তিনি। তারপর একসময় চলে আসেন নিজের দেশে। এই বাড়িটাতেই কার্যক্রম শুরু করেন। শুরুতে তিনি ছিলেন একা। প্রায় পাঁচ বছর পুরো একা কাটিয়েছেন। নিজেকে প্রস্তুত করেছেন সেই সময়টায়, বই পড়েছেন, লুসিফারের সেবা করেছেন। পাঁচ বছরে পাঁচটা বলি দিয়েছেন এই বাড়িটায়। নিজের হাতে। পাঁচটা মেয়েকে খুন করে তার রক্ত উৎসর্গ করেছেন লুসিফারকে। লুসিফার খুশি হয়েছেন। লুসিফার খুশি হয়েছেন এই ধারনা হলো তখন, যখন নিজের একজন যোগ্য সঙ্গী তিনি খুঁজে পেলেন। কায়েস ছিল সেই সঙ্গী। যদিও কিছুদিন হলো মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হয়েছে তার।

এখন তার দল অনেক বড়। কিছুদিন আগেও যেখানে চার-পাঁচ জনের ছোট একটা দল ছিল, এখন সদস্যের সংখ্যা পঞ্চাশ ছাড়িয়ে গেছে। এদের বেশিরভাগই পথভ্রষ্ট যুবক, নেশা করে করে জীবনের সঠিক পথটাও যারা হারিয়ে ফেলেছে। এদেরকে নিয়েছেন নিজের দলে। সংখ্যা আরো ভারি হওয়া দরকার তার। শিষ্য যতো বাড়বে ততোই ক্ষমতাবান হয়ে উঠবেন তিনি।

আজ দারুন একটা কাজ হয়েছে। ডঃ কারসন নামক এক পন্ডিত কিছুদিন ধরেই বাংলাদেশে এসেছেন। এই লোকটাকে খুব দরকার ছিল আকবর আলী মৃধার। খোঁজ খবর নিয়ে আসার জন্য যে হোটেলটায় লোকটা উঠেছে সেখানে দুজনকে পাঠিয়েছিলেন। একটু আগে খবর এসেছে ডঃ কারসন নিজ থেকে তার পাঠানো কালো মাইক্রো বাসে চড়ে বসেছেন। শুনে মজাই লেগেছে আকবর আলী মৃধার। লোকটাকে কিভাবে বাগে আনবেন চিন্তা করছিলেন, কিন্তু লোকটা স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছে। আজব। লুসিফারকে মনে মনে ধন্যবাদ জানালেন তিনি। সবই লুসিফারের ইচ্ছা।

নিচতলার একটা রুমকে অতিথিশালা বানিয়েছেন তিনি। সেখানেই ঢোকানো হয়েছে ডঃ কারসনকে। ভদ্রলোক প্রথমে খুব গাঁইগুঁই করেছেন, কিন্তু যখন খোলা অস্ত্র দেখানো হলো তখন বুঝতে পেরেছেন কাদের পাল্লায় পড়েছেন। অযথা জীবন খোয়াতে রাজি নন ডঃ কারসন। সাধারন কিডন্যাপার এরা। হয়তো মুক্তিপন চাইবে, তারপর ছেড়ে দেবে। কাজেই সুবোধ বালকের মতো এরপর আর উচ্চবাচ্য করেন নি ভদ্রলোক। মোবাইল ফোনটা কেড়ে নিয়েছে ওরা। এটাই চিন্তার বিষয়। একটু বুঝতে পারলে কাউকে জানানো যেত, এসএমএস করে। কিন্তু নিজে নিজেই মরনফাঁদে পা দিয়েছেন ডঃ

www.BanglaBook.org

কারসন। ডঃ শাখাওয়াত নিশ্চয়ই এদের পাঠান নি তাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যেতে।

ডঃ কারসনের সাথে দেখা করতে ইচ্ছে করছে আকবর আলী মৃধার। কিন্তু নিজেকে সংযত করলেন তিনি। একটু টেনশনে থাকুক। চিন্তা করুক, কি কারনে তাকে আনা হয়েছে এখানে। যখন উত্তর খুঁজে না পেয়ে হাল ছেড়ে দেবে তখনই দেখা দেবেন তিনি। এখন একা থাকুক।

শিষ্যদের একজন এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে।

'কিছু বলবে?' রাশভারি কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন আকবর আলী মৃধা।

'মোবাইল ফোনটা নিয়ে কি করবো?'

গুরুত্বপুর্ন প্রশ্ন, ভাবলেন তিনি। ইদানীং মোবাইল ফোন ট্রাকিং করার পদ্ধতি বের হয়েছে, বন্ধ থাকা মোবাইলও খুঁজে বের করা যায় টেকনোলজির মাধ্যমে।

'বুড়িগঙ্গায় ফেলে দিয়ে আসতে বলো কাউকে।'

'ঠিক আছে, ওস্তাদ,' বলে চলে গেল ছেলেটা।

একজন বিদেশীকে অপহরন করা হয়েছে। কালকেই পত্রিকার শিরোনাম হবে খবরটা। সারাদেশে খোঁজা শুরু হয়ে যাবে। কাজেই, বোঝা যাচ্ছে, বড় একটা ঝুঁকি নেয়া হয়ে গেছে। এখন আর পিছু হটা চলবে না।

কালো, লম্বা একটা আলখেল্লা পড়েছেন তিনি, কপালে তিলক কেটেছেন লাল রঙের। তার গায়ের রঙ ফর্সা, গালে কাটা একটা দাগ আছে। গোঁফজোড়া বেশ যত্নে পালিত। উঠে দাঁড়ালেন তিনি, পায়চারী করলেন কিছুক্ষন। বড় বেশি ঝুঁকি নেয়া হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। এই লোকটা কি খুব বেশি কাজে লাগবে তার?

ঝুঁকির কিছু নেই, মেরে বুড়িগঙ্গায় ভাসিয়ে দিলেই হলো। এর জন্য মুক্তিপন তো চাইতে যাচ্ছে না কেউ। কাজেই আইন প্রয়োগকারী সংস্থার যথেষ্ট বেগ পেতে হবে একে খুঁজে বের করতে হলে। আপন মনে হাসলেন আকবর আলী মৃধা। পুলিশ বাহিনীকেও একটা শিক্ষা দেয়া যাবে এর মাধ্যমে। চব্বিশ ঘণ্টা দৌড়ের উপর থাকবে ওরা। যেনতেন কথা নয়, একজন ব্রিটিশ নাগরিক, আবার বিখ্যাত একটা ইউনিভার্সিটির শিক্ষক। দেশে একটা আলোড়ন পড়ে যাবে মনে হচ্ছে।

পায়চারি করতে করতে ড্রইং রুমে চলে এলেন তিনি। সোফাটার দিকে চোখ পড়ল। কোন দুঃখে যে এই সোফার নিচে বইটা রাখতে গিয়েছিলেন ভাবলেই মাথার চুল ছিড়তে ইচ্ছে করে তার। মনে হয়েছিল সোফার নিচে কে লক্ষ্য করবে, কিন্তু ভাগ্যটাই খারাপ। শামীমেরও ভাগ্য খারাপ। তাই এতো অল্প বয়সে প্রান দিতে হলো। লুসিফারকে উপহার দিয়েছেন তিনি শামীমের

www.BanglaBook.org

রক্ত। লুসিফারও নিশ্চয়ই তাকে হতাশ করবে না। এখন বইটা উদ্ধার করতে হবে। শামীমের বন্ধুর কাছেই আছে জিনিসটা। আরেকটু হলেই বইটা হাতে পাওয়া যেত। কিন্তু কপাল খারাপ। কোত্থেকে দুই পালোয়ান এসে উদ্ধার করল ছেলেটাকে, চিন্তাও করা যায় নি।

বইটার কথা মনে হতেই পুরানো দিনে ফিরে গেলেন তিনি। বোম্বে। প্রিয় একটা শহর। তারকাদের শহর। তিনি অবশ্য তারকাদের খোঁজে যান নি সেখানে। বোম্বেতেই জীবনের মোড় ঘোরান দিনগুলো কেটেছে তার। সেই গুরু। সেই শিক্ষা। লুসিফারের ছায়ায় নিজেকে খুঁজে পাওয়া। বেঈমানী অবশ্য তিনিও করেছিলেন। গুরুর কাছে থাকা বইটা নিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন বাংলাদেশে। গুরু প্রায়ই বলতেন, এই বইটার পাঠোদ্ধার করতে হবে, দারুন এক রহস্যের উদ্ঘাটন হবে তাহলে। গুরুত্ব দেন নি তিনি গুরুর কথায়, কিন্তু আসার সময় বইটা চুরি করে আনার কথা ভোলেন নি। সেই বইটা এখন ঢাকায়, হাতে হাতে ঘুরছে। ওরা কি পারবে পাঠোদ্ধার করতে? কে জানে?

ডঃ কারসন সম্পর্কে পত্রিকায় পড়েছিলেন কিছুদিন আগে। এই লোক প্রাচীন কিছু ভাষা জানেন, যেসব ভাষার ব্যবহার হতো তিন-চার হাজার বছর আগে। তখনই ঠিক করেছিলেন এই লোককে দিয়েই বইটার পাঠোদ্ধার করাবেন তিনি। যদিও এর আগেই বইটা চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল শামীম। কিন্তু তিনি জানেন বইটা তার হাতে আসবেই এবং এবার আসা মাত্র এর রহস্য উদঘাটনে পিছ পা হবেন না তিনি।

চারদিকে লোক লাগানো আছে। সেদিন রাশেদ ছেলেটার সাথে একজন লোক ছিলেন, যিনি আহত রাশেদকে নিজের গাড়িতে তুলে নিয়ে যান। এই লোকটাকেও খুঁজে বের করতে হবে, তাহলে হয়তো রাশেদকে বের করা যাবে। রাশেদকে একবার খুঁজে পাওয়া গেলে, তিনি নিজে অপারেশনে নামবেন। যে করেই হোক, বইটা কব্জা করতে হবে। একটা চুরুট ধরালেন তিনি। জানালা দিয়ে তাকালেন আকাশের দিকে। দু'একরাত আগেই ছিল পূর্ণ অমাবশ্যা। সেদিন লুসিফারকে তুষ্ট করতে ভোলেন নি তিনি।

* * *

গতকাল রাতের কথা মনে হলে এখনো গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে জয়নালের। এধরনের দৃশ্য জীবনে দেখবে বলে কল্পনাও করে নি সে। সারা রাত আর ঘুম আসে নি তার। সকালের দিকে চোখ লেগে এসেছিল, কিন্তু ঘুমায় নি সে। চোখ দুটো টকটকে লাল হয়ে আছে। সাহসী মানুষ হিসেবে লোকে চেনে তাকে। সত্যিই সাহস আছে তার, আসলে ভয় জিনিসটার অভাব সেই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছোটবেলা থেকেই। কাজেই ভয়ের অভাবই বোধহয় সাহস, ভাবে জয়নাল।

নিজের হাতে গুনে গুনে ছয়টা খুন করেছে জয়নাল। একবারও হাত কাঁপে নি, করুনা হয় নি মৃত্যুপথযাত্রীর করুন চোখ দেখেও। সাধারন মানবিক এসব ব্যাপার পছন্দ হয় না তার। ছেলেমানুষ থাকবে পাথরের মতো, শক্ত। সে নিজেকে এতোকাল তাই মনে করে এসেছে, শক্ত পাথর। কিন্তু গতকাল রাতেই নিজেকে চিনতে শিখেছে সে, আসলে সারাজীবন কখনো সত্যিকারের ভয়ের মুখোমুখি হয় নি জয়নাল, কাজেই ভয় বলে কিছু ভেড়ে নি তার কাছে। কিন্তু এখন সে বুঝতে পেরেছে, ভয়ের আছে অনেক কিছু।

উঠোনে এসেই মাঝখানে রাখা চেয়ারটার দিকে নজর চলে গেল জয়নালের। এই চেয়ারটায় মজিদ ব্যাপারী বসে। আসলেই কি মজিদ ব্যাপারী! না কি কোন জিন-ভূত। আসল মজিদ ব্যাপারীকে মেরে তার রুপ ধরে এখানে আছে? এ ধরনের অনেক কাহিনী ছোটবেলায় নানী-দাদীর মুখে শুনেছে সে। কিন্তু কান দেয় নি। আর দশটা ছোট ছেলেমেয়ে যখন ভয়ে কাটা হয়ে থাকতো এসব গল্প শুনে, তখন মিটিমিটি হাসতো জয়নাল।

সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে পড়েছে সালেহা, রান্নাঘর দেখা যাচ্ছে জয়নাল যে বৈঠকখানায় থাকে সেখান থেকে। কি নিশ্চিন্ত এরা। জানেও না কার পাল্লায় পড়েছে। বুকে কুলহু আল্লাহু তিনবার পড়ে ফুঁ দিল সে। এখন বাইরে বেরুতে হবে। ব্যাপারী সাহেব থুক্কু চেয়ারম্যান সাহেবের চলে আসার সময় এসেছে। সে হচ্ছে চেয়ারম্যানের খাস লোক। খাস লোককে প্রস্তুত থাকতে হবে আগে।

বৈঠকখানা থেকে বেরিয়েই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল জয়নাল। চেয়ারটা খালি নেই। উঠোনের মাঝখানের চেয়ারটা। মজিদ ব্যাপারী বসে আছে। আরাম করে। চোখ বন্ধ।

'স্লামালেকুম, ভালো আছেন হুজুর,' জয়নাল বলল মজিদ ব্যাপারী সামনে এসে।

'রাইতে ঘুম হইছে ভালো মতো?' চোখ না খুলেই জিজ্ঞেস করলেন মজিদ ব্যাপারী।

একটু কেঁপে উঠলো জয়নাল। বুড়া কি টের পেয়ে গেছে নাকি?

'আল্লার রহমতে, শুইলেই ঘুম, এক ঘুমে রাইত কাবার,' বলল জয়নাল।

'ঘুমে আবার উলটাপালটা স্বপ্ন দেহ নাতো?'

গরম অনুভব করল জয়নাল। লোকটা কি ইশারায় কথা বলছে? বোঝা যাচ্ছে না।

'স্বপ্ন কি জিনিস জানিই না হুজুর, গরীবের আবার স্বপ্ন।'

'স্বপ্ন দেখলেই কাউরে কইবা না স্বপ্নের কতা, তাইলে কিন্তু সমস্যা হয়,'

www.BanglaBook.org

এবার চোখ খুলে পুর্ন দৃষ্টিতে তাকালন মজিদ ব্যাপারী জয়নালের দিকে।

ঢোক গিলল জয়নাল।

'জি, হুজুর, আপনের কথা মনে থাকবো।'

'যাও, এখন কাজে যাও, অন্যদিকে মন দিবা না, মন দিয়া শুধু কাজ করবা।'

'জি, হুজুর, সালাম,' বলে কোনমতে চলে আসল জয়নাল।

কাউকে কিছু বলা যাবে না, বোঝা যাচ্ছে না বললে কোন সমস্যা হবে না, কিন্তু বললে মহাসমস্যা। কিন্তু যাই হোক না কেন, এই চাকরী ছাড়ান দেবে সে, এর চেয়ে খুন-খারাপি করা অনেক ভালো।

* * *

গেস্ট রুমটা পছন্দ হয়েছে রাশেদের। ডঃ কারসনের ওখান থেকে সরাসরি ডঃ আরেফিনের বাসায় এসে উঠেছে। বেশ বড়সড় একটা বাড়ী। সামনে উন্মুক্ত জায়গায় অনেকখানি বাগান। তারপর দোতলা বাসাটা বেশ খোলামেলা। মানুষজন খুবই কম। ডঃ আরেফিন এবং তার স্ত্রী থাকেন। এছাড়া আছে কাজের লোক, দাড়োয়ান এবং ড্রাইভার, কিন্তু ওরা এখানে থাকে না। আরেফিন দম্পতি নিঃসন্তান। কাজেই বিশাল বড় বাড়িটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। মাত্রই রুমে ঢুকেছে রাশেদ। খাওয়া-দাওয়া হয় নি এখনো। লোকজন কম, তাই কেমন শব্দহীন সবকিছু। গেস্টরুমটা এক তলায়। ডঃ আরেফিন থাকেন দোতলায়। ডাইনিং রুমটাও সম্ভবত সেখানে। কারন আসার পথে নিচে কোথাও ডাইনিং রুম নজরে পড়েনি রাশেদের। আসলে অনেক ক্ষিদে পেয়েছে তার। তাই বারবার ডাইনিং রুমের কথাই মনে পড়ছে।

ডঃ কারসনের সাথে দেখা হওয়াটা মোটেও কাজে লাগে নি। ভদ্রলোক অসুস্থ ছিলেন না এটা নিশ্চিত রাশেদ। কিন্তু এই ধরনের অভিনয় করার মানে কি মাথায় এলো না তার। লোকটা চেয়েছিল বইটা ওরা রেখে যাক ডঃ কারসনের কাছে। চক্ষুলজ্জার খাতিরে ডঃ আরেফিন হয়তো রেখেও আসতেন, কিন্তু সময়মতো আটকাতে পেরে খুশি রাশেদ। এই বইটার জন্যই তার প্রিয় বন্ধু প্রান হারিয়েছে। এছাড়া প্রান দিয়েছে নিরাপরাধ আরো দুজন। কাজেই বইটার রহস্যের সমাধান না হওয়া পর্যন্ত কারো হাতে একেবারে দিয়ে দেয়ার চিন্তাও করছে না সে।

কাপড়-চোপড় পালটে বিছানায় বসে আছে রাশেদ। সিগারেট ধরাতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু একজন শিক্ষকের ঘরে বসে সিগারেট ধরানোটা কেমন বেয়াদবী করা হবে বলে মনে হচ্ছে তার কাছে। ইতস্তত করে একটা ধরালো

www.BanglaBook.org

রাশেদ।

কোন কিছুই গভীরভাবে চিন্তা করছে না সে, ভাবল রাশেদ। চিন্তা এবং প্ল্যান, দুটোরই খুব দরকার এখন। এখন এই নিঃশব্দ পরিবেশটাই হচ্ছে চিন্তা করার উপযুক্ত সময়। এছাড়া খিদেও পেয়েছে যথেষ্ট, খিদে পেটে নাকি গভীর চিন্তা করা যায়। যে করেই হোক বইটার রহস্য বের করতে হবে, পাশাপাশি নিজেকেও নির্দোষ প্রমান করতে হবে। বন্ধুর খুন সে করে নি। ট্রাভেল ব্যাগটায় অনেকগুলো টাকা রেখে গিয়েছিল শামীম। ঐ টাকার উপর ভর দিয়েই চলছে এখন রাশেদ। বাবাকে ফোন করলেই হয়তো টাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে, কিন্তু ফোন করলেই বাড়ি যেতে বলবেন তিনি, এই মুহূর্তে যা সম্ভব না।

লিলির কথাও ভাবছে রাশেদ। যদিও সময়টা রোমান্টিকতার জন্য উপযু না। বেশিদিন আর ইউনিভার্সিটির ছাত্র থাকবে না তারা, তারপর কি হবে?

চুলোয় যাক সব, এখন খিদে পেয়েছে, সেটার সমাধান দরকার।

দরজায় টোকা পড়ল তখনই। খুলতেই ড্রাইভার লোকটাকে দেখল রাশেদ।

'স্যারে দোতলায় যাইতে কইছে আপনেরে?' ড্রাইভার লোকটা বলল।

'ঠিক আছে, আমি আসছি,' দরজা বন্ধ করে দিল রাশেদ।

সহজাত প্রবৃত্তিতেই আরামের উদ্দেশ্যে লুঙ্গি পড়ে ফেলেছিল সে, সেটা পালটে একটা প্যান্ট পড়ে নিলো রাশেদ, উপর একটা টি-শার্ট।

ডুপ্লেক্স বাড়ী। ঠিক মাঝখান দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলার দিকে। বাঁকানো সিঁড়ি। উপরে উঠেই ডঃ আরেফিনকে দেখতে পেল।

বড় একটা ডাইনিং টেবিলের একপাশে বসেছেন ডঃ আরেফিন, একা। একজন মহিলা খাবার বেড়ে দিচ্ছে।

'এসো, রাশেদ, এইখানে বসো,' নিজের পাশের চেয়ারটা দেখিয়ে বললেন ডঃ আরেফিন।

বসল রাশেদ। টেবিলটার দিকে তাকাল। খুব বেশি কিছু সাজানো নেই, রুই মাছের তরকারি, ডাল, একটা সবজি।

রাশেদের প্লেটেও খাবার বেড়ে দিলো মহিলাটি। পারলে ঝাপিয়ে পড়ে রাশেদ, কিন্তু ভদ্রতা তো বজায় রাখতে হবে। কাজেই ধীরে ধীরে খাচ্ছে সে। মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে ডঃ আরেফিনের দিকে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে খাবারে মন নেই তার। কিছু একটা নিয়ে ভাবছেন।

মোবাইল ফোনটা বেজে উঠলো এই সময়, ডঃ আরেফিনের। ডাইনিং টেবিলেই রাখা ছিল ফোনটা, তুলে নিলেন তিনি।

'হ্যাল্লো,' ডঃ আরেফিন বললেন।

ওপাশ থেকে কে কথা বলছে বোঝা চেষ্টা করল রাশেদ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'জি, ডঃ শাখাওয়াত, বলুন, খেতে বসেছিলাম, সমস্যা নেই।'

ওপাশ থেকে কিছু বলা হলো যা শুনে চিন্তার ছাপ পড়ল ডঃ আরেফিনের মুখে। খেতে খেতে সব লক্ষ্য করছে রাশেদ। খারাপ কোন খবর পেয়েছেন ডঃ আরেফিন, মনে হলো রাশেদের।

'মোবাইল বন্ধ, হোটেলেও নেই, হয়তো বাইরে বের হয়েছেন,' বলে চলছেন ডঃ আরেফিন।

'তাহলে তো চিন্তার কথা, এতো বড় মানী একটা লোক,' আবার বললেন ডঃ আরেফিন, ওপাশের কোন একটা কথা উত্তরে।

'আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি দেখছি, কোন খবর পাই কি না, আপনিও কিছু জানলে আমাকে জানাতে ভুলবেন না,' বললেন ডঃ আরেফিন।

মোবাইল ফোনটা রেখে রাশেদের দিকে তাকালেন তিনি।

'কিছু বুঝলে?' জিজ্ঞেস করলেন ডঃ আরেফিন।

'জি, না,' বলল রাশেদ। সমস্যা কিছু একটা হয়েছে বুঝেছে, কিন্তু কি ধরতে পারে নি সে।

'ডঃ কারসনকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'পাওয়া যাচ্ছে না!'

'হ্যা, আজ আটটার সময় ডঃ শাখাওয়াতের ওখানে তার দাওয়াত ছিল, একটা মাইক্রোও পাঠিয়েছিলনে ডঃ শাখাওয়াত। কিন্তু ডঃ কারসনকে হোটেলে পাওয়া যায় নি, এমনকি তার ফোনটাও বন্ধ।'

'আজব ঘটনা, তিনি তো আমাদের সামনে এমনভাব করছিলেন যেন চরম অসুস্থ,' রাশেদ বলল।

কথাটা বলেই ভুল হয়ে গেছে বুঝল রাশেদ। এতো রূঢ়ভাবে কথাটা বলা ঠিক হয় নি যখন ভদ্রলোককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ডঃ আরেফিন কিছু বললেন না।

'এখন আমাদের কি করা উচিত?'

'দেখা যাক, অপেক্ষা করা ছাড়া তো গতি নেই, আশা করি ভদ্রলোক কোন ঝামেলায় পড়েন নি, তাহলে বইটার রহস্য উদঘাটনের জন্য অন্য উপায় বের করতে হবে আমাদের। তবে, একটা জিনিস কি বুঝতে পারছো?'

'কি?'

'অনেক বিপদের মধ্যে আছি আমরা, ডঃ কারসন যদি অপহৃত হয়ে থাকেন, তাহলে বুঝতে হবে ঝামেলা আরো বাড়বে।'

রাশেদ তাকিয়ে রইল ডঃ আরেফিনের দিকে। ইতিমধ্যে খাওয়া শেষ করেছেন তিনি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'যতদিন ইচ্ছে এখানে থাকো তুমি, নিজের মনে করে থাকবে, কিছু দরকার থাকলে সখিনা বুয়াকে বলবে, সংকোচ করবে না, ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে,' মাথা নাড়ল রাশেদ। মহিলাটির দিকে তাকাল, এই তাহলে সখিনা বুয়া। রান্না ভালো মহিলার। থাকতে সমস্যা হবে না।

খাওয়া-দাওয়া সেরে নিজের রুমে ফিরে এলো রাশেদ। পেট পুরে খাওয়া হয়েছে, এখন ঘুম দরকার। বহুদিন এরকম আরামের বিছানা-বালিশে ঘুমানো হয় নি তার।

* * *

শেবারনের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন অল্প কিছুক্ষন হলো। বৃদ্ধ ছাড়তেই চাচ্ছিলেন না তাকে। কিন্তু প্রয়োজনটা এমন চাইলেও থাকতে পারছিলেন না তিনি। তার অমূল্য সম্পদ দিয়ে উধাও হয়ে গেছে রামপ্রসাদ। কখন বেড়িয়েছে কেউ বলতে পারছে না। মন্দিরের পূজারী এবং শেবারনের শিষ্যরা অনেকে সূর্য উঠার সময়ই উঠে পড়ে, স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য নানাধরনের কসরত করে, কিন্তু ওরাও দেখেনি রামপ্রসাদকে। তারমানে রাত থাকতে থাকতে বের হয়ে গেছে লোকটা, সাথে বড় বড় দুটো সুটকেস। এতো বড় দুটো জিনিস নিয়ে কতোদূর যেতে পারবে লোকটা, ভাবলেন তিনি। ঠোঁটের কোনায় হাসি ফুটে উঠলো তার। এখন পিছু নিতে যাচ্ছেন তিনি।

মনে হচ্ছে যে পথে ঢুকেছিলেন এই অঞ্চলে সে পথটাই ব্যবহার করবে রামপ্রসাদ। সেটাই স্বাভাবিক, কারন এই অঞ্চল একেবারেই অচেনা লোকটার।

তুষারপাত হচ্ছে বাইরে, বেশ কিছুক্ষন ধরে হাঁটছেন তিনি। তুষারপাতে পথের উপর নতুন করে বরফ পড়বে, এটাই চিন্তার কথা। তাতে আগের পায়ের ছাপগুলো একেবারে মুছে যাবে। কাজেই রামপ্রসাদকে খুঁজে বের করা খুব সোজা কাজ হবে না। লোকটার উপর বিশ্বাস জন্মেছিল তার। কিন্তু বিশ্বাস বোধহয় কাউকেই করা যায় না। মানবজাতির ইতিহাস বিশ্বাসঘাতকতার। যুগে যুগে বিশ্বাসঘাতকতা দেখেছেন তিনি, নিজেও যে দু একবার এর শিকার হন নি তা নয়। কিন্তু আচমকা এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না তিনি। বিশ্বাসঘাতকতার কথা মনে হতেই অনেক অনেক পুরানো স্মৃতিতে হারিয়ে গেলেন।

সাল খ্রিস্ট পূর্ব ৪৪। জিশু জন্ম নেন নি তখনো। রোম সাম্রাজ্যের সূয্য মধ্যগগনে। শাসন করছেন জুলিয়াস সিজার। রোম শুধু একটা সাম্রাজ্য নয় এখন, রোম এখন রোমান রিপাবলিক। পশ্চিমে এই নামে চলছে রোমের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সম্প্রসারন, পূর্বে সে বিস্তার লাভ করেছে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য নামে।

বিকেলের আলোতে প্রাসাদের ব্যালকনিতে বসে আছেন সিজার। সাথে আছে সহধর্মিনী কালপুর্নিয়া পিসোনিস। নাস্তা হিসেবে প্লেটে সাজানো আছে নানা ধরনের ফল, যা এসেছে রোমান সাম্রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে। সূর্য অস্ত যায় নি এখনো, তবে রোদের তেজ কমে এসেছে। প্রহরী এসে জানাল জনাব মার্কাস ডাসিডিয়াস এসেছেন দেখা করার জন্য, অনুমতি চাচ্ছেন।

মার্কাস ডাসিডিয়াস, লোকটার কথা ভাবলেন সিজার। মধ্যবয়সী লোক। অন্য অঞ্চল থেকে এসেছে, সম্ভবত পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের কোন অঞ্চল থেকে। চেহারায় এক ধরনের স্থিরতা আছে ভদ্রলোকের, বেশ জ্ঞানী, কথা বলে আরাম পাওয়া যায়, কারন অনেক বিষয়েই জ্ঞান রাখে লোকটা এবং কথাবার্তায়ও বেশ পারদর্শী। বয়স পয়তাল্লিশ হবে এবং অবিবাহিত। আয়ের উৎস ঠিক জানেন না, তবে মনে হয় খাদ্যশস্যের ব্যবসা করে। যাই হোক, হাত ইশারায় ব্যালকনীতে পাঠিয়ে দিতে বললেন সিজার। এখানে আসলেও সমস্যা নেই, তার স্ত্রীও উপভোগ করে মার্কাসের সঙ্গ। কেননা কথা বলায় ওস্তাদ লোকটা।

গতবছর দেখা হয়েছিল, তারপর আজ, কিন্তু লোকটাকে দেখে একটু অবাক হলেন সিজার, বয়েস মনে হয় আরেকটু কমেছে মার্কাসের।

'মহামান্য সিজার, আমার অভিবাদন গ্রহন করুন,' মার্কাস এসে দাঁড়িয়েছেন ব্যালকনীর দরজায়।

'ভেতরে আসুন আপনি,' সিজার বললেন।

ভেতরে এসে দাঁড়ালেন মার্কাস। মাথা নীচু করে আছেন। যদিও এতোটা আনুষ্ঠানিকতা পছন্দ করেন না সিজার। কিন্তু রোমের সম্রাট বলে কথা।

'কি ব্যাপার, মার্কাস, দিন দিন আপনি তো দেখি আরো তরুন হয়ে উঠছেন?' জিজ্ঞেস করলেন সিজারের সহধর্মিনী।

'প্রশংসার জন্য ধন্যবাদ, লতা-পাতার নির্যাস দিয়ে একটা জিনিস বানিয়েছি আমি, আপনাকে দেবো, চেহারায় লাবন্য নিয়ে আসে।'

'দেবেন মানে, আজকেই আপনার সাথে লোক পাঠাবো, তার হাতে দিয়ে দেবেন।'

সিজার অমনোযোগী হয়ে পড়েছিলেন। এসব কথায় মনোযোগ নেই তার। বয়স ষাট পেড়িয়েছে অনেক আগেই, জীবনের শেষ ভাগে চলে এসেছেন। পুরানো দিনের কথা মনে পড়ছে তার। দেখতে কি সুদর্শন ছিলেন! পেশীবহুল শরীর ছিল তার, কত যুদ্ধ, কত হত্যা, কত নারী! এখন সব বিস্বাদ লাগে।

কিছুদিন আগেই স্পেন জয় করে এসেছেন। রোমের ভেতরের আভ্যন্তরীন

www.BanglaBook.org

কোন্দল, গৃহযুদ্ধ মিটিয়েছেন। এমনকি তার মৃত্যুর পর শাসন করতে কে আসবে তাও উইল করে গিয়েছেন, এরপর শাসনে আসবে অক্টোভিয়ান, তার নাতি, কিন্তু অক্টোভিয়ান যদি কোন কারনে তার আগে মারা যায়, তাহলে সাম্রাজ্যের শাসনভার যাবে মার্কাস জুনিয়াস ব্রুটাসের কাছে। অনেকেই এই ব্রুটাসের ব্যাপারে অনেক প্রশ্ন করেছে, অনেক আপত্তি জানিয়েছে। কিন্তু কারো কথায় কান দেবার লোক সিজার নন। ব্রুটাসকে তিনি পছন্দ করেন, কি কারনে করেন তা গোপন।

রোম সাম্রাজ্যকে এক সূতোয় গাঁথতে চান তিনি এখন। এতোগুলো আলাদা আলাদা রাজ্যকে একসাথে কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে আনা কঠিন। কিন্তু সেদিকেই পা বাড়িয়েছেন তিনি। অনেককাল ধরেই ছোট ছোট রাজ্যগুলো তাদের নিজস্ব সেনাবাহিনী রাখত, যারা সেই ছোট রাজ্যের শাসনকর্তার আদেশে কাজ করতো। সেই ব্যবস্থা বন্ধ করে দিয়েছেন সিজার। কেউ কেউ তা মানতে চায় নি, ফলে নিজ সাম্রাজ্যের ভেতর যুদ্ধও করতে হয়েছে তাকে। পম্পেই, যে নিজেকে দ্য গ্রেট বলে প্রচার করতো তাকে হারিয়েছেন প্রায় পাঁচ বছর আগে, তারপর সব শান্ত ছিল অনেকদিন। এখন মাঝে মাঝে খবর আসে, কেউ কেউ বিদ্রোহ করতে চায়। কিন্তু তার আগেই দমন করার ব্যবস্থা নেন। এছাড়া রাষ্ট্রকাঠামোকে একটা ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে চান তিনি। তাই সমাজের গন্যমান্য এবং অভিজাত বংশীয় লোকদের নিয়ে তৈরি করছেন সিনেট। সিনেটের সদস্যরা সাম্রাজ্যের সব বিষয়ে তাদের মতামত তুলে ধরতে পারে, যদিও তা মানা না মানার ব্যাপারটা নিজের হাতেই রেখেছেন সিজার। গল জয় করেছেন কিছুদিন আগে, ব্রুটাসকে বানিয়েছেন গলের গভর্নর। ব্রুটাস তার প্রিয় পাত্র, সিনেটের একজন প্রভাবশালী সদস্য, যদিও বয়স বেশি নয় ছেলেটার। অনেকেরই ধারনা, ব্রুটাস তার সন্তান। তিনি জানেন আসল সত্যটা কি, কিন্তু কাউকে বলেন নি কোনদিন।

মার্কাস লোকটার দিকে তাকালেন। কথা বলেই যাচ্ছে তার স্ত্রীর সঙ্গে। মেয়েমানুষের সাথে কথা বলতে তিনি নিজেও কম পারদর্শী নন। বিয়ে করেছেন তিনবার, প্রেমিকারও অভাব ছিল না তার। কিন্তু এই লোকটাও কোন অংশে কম যায় না।

লোকটা বিনা কারনে আসেনি তার সাথে দেখা করতে। বিশেষ কোন প্রয়োজনে এসেছে।

'মার্কাস, আপনি কি কোন কাজে এসেছেন?'

'জি, মহামান্য সিজার, আপনি অনুমতি দিলে নির্ভয়ে বলতে পারি।'

'বলুন, কোন সমস্যা নেই।'

'হয়তো এসব বিষয়ে কথা বলার কোন অধিকার নেই আমার, কিন্তু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিজের অজান্তেই একটা ধারনা চলে এসেছে আমার মনে।'

'কি ধারনা, খুলে বলুন?'

'মহামান্য, পুরো রোম জুড়ে এখন শান্তি বিরাজ করছে, কোথাও কোন অশান্তি নেই, আপনার বিচক্ষন শাসনে পুরো রোমেই এখন আইনের শাসন বর্তমান, কিছুদিন আগে আপনাকে দশ বছরের জন্য ডিক্টেটরশীপও প্রদান করেছে সিনেট।'

'এসব আমি জানি।'

'কিন্তু আমার ধারনা, আপনার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র হচ্ছে কোথাও, এবং এই ষড়যন্ত্রের মূল প্রোথিত আছে সিনেটে।'

'আপনি কি জানেন, কাদের বিরুদ্ধে কথা বলছেন আপনি?'

'এখন সিনেটই ডিক্টেটরের সময়কাল নির্ধারন করে, এবং তাদের মধ্যে ক্রমশ একটা ধারনা বেড়ে উঠছে যে আপনি নিজেকে সম্রাট ঘোষনা করবেন এবং সিনেট লুপ্ত ঘোষনা করবেন।'

'এ ধরনের চিন্তা আমার মাথায় যে একেবারে আসে নি তা নয়, কিন্তু সিনেটে আমার বিশ্বাসী লোক আছে, সেরকম কোন ষড়যন্ত্র হলে আমি আগেই জানতে পারতাম।'

'জি, মহামান্য সিজার। কিন্তু আমার এই ধারনাও ভুল হবার কথা নয়।'

'আপনার বিরুদ্ধে আমি দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনবো এবং বিচারের সম্মুক্ষীন হবেন আপনি। আপনি আমার সিনেটের প্রতি অনাস্থা এনেছেন, তাদের বিরুদ্ধে কথা বলছেন, আপনার সাহস দেখে আমি অবাক হয়েছি, আপনার শাস্তি কি জানেন?'

'দেশদ্রোহিতার শাস্তি মৃত্যুদন্ড।' মৃদু কণ্ঠে বললেন মার্কাস ডাসিডিয়াস।

'কিন্তু আপনাকে আমি পছন্দ করি, যাই হোক, এসব কথা ঘুনাক্ষরেও আর কাউকে বলবেন না, তাহলে কাঁধের উপর মাথাটা আস্ত থাকবে না।'

'জি, মহামান্য সিজার, অধমকে ক্ষমা করে দিন।'

'আপনি এখন আসুন।'

হাত তুলে ইশারা করলেন সিজার। তাড়াতাড়ি ব্যালকনি থেকে বের হয়ে এলেন মার্কাস। কপাল ভালো, অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন। সিজারের কাছ থেকে এ ধরনের প্রতিক্রিয়া আশা করেন নি। কিন্তু এখন আর কিছু করার নেই। সিনেট সিজারকে শক্তিশালী হতে দেবে না। নিজেদের অসহায় মনে করছে তারা। যে ব্রুটাসকে সিজার এতো বিশ্বাস করেন, সেও এই ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে জুক্ত এবং অন্যতম প্রধান। এই ব্রুটাসকে তুলে নিয়ে এসেছেন সিজার, সেই লোকটাই বিশ্বাসঘাতকদের দলনেতা। এই তথ্য মার্কাস জানেন, কিন্তু ততটুকু বলতে হয় নি, বললে হয়তো তার কল্লাটাই যেত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আজ। সিজার লোকটাকে ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করেন মার্কাস, তাই সাবধান করতে এসেছিলেন। কিন্তু কথা শুনলো না লোকটা।

এর কিছুদিন পরই সিনেট সদস্যদের এক সভায় মারা যান জুলিয়াস সিজার। স্ত্রী বার বার নিষেধ করেছিল যেতে। কিন্তু শোনেন নি তিনি। সিনেটের সভায় যোগ দিয়েছিলেন। এক সদস্য তার আসামী ভাইকে ক্ষমা করার জন্য আবেদন করেন সিজারের কাছে, যাকে কিছুদিন আগেই দেশত্যাগে বাধ্য করেছেন সিজার। তিনি আবেদন না মঞ্জুর করে দেয়া মাত্রই আক্রমন করে আবেদনকারী সিনেটর। তিনি বাঁধা দিতে গেলে পুরো সিনেটই ঝাঁপিয়ে পড়ে তার উপর। আক্রমনকারীদের সংখ্যা ষাট জনের কম হবে না। কমপক্ষে তেইশ বার ছুরিকাঘাত করা হয় সিজারকে। তিনি যথাসম্ভব প্রতিরোধ করছিলেন। কিন্তু তার সব প্রতিরোধ ভেঙ্গে যায় যখন আক্রমনকারীদের মধ্যে দেখেন প্রিয়পাত্র ব্রুটাসকে। ব্রুটাসের হাতেও বড় একটা ছুরি এবং সেটা রক্তস্নাত। ব্রুটাসকে শুধু বললেন, 'তুমিও ব্রুটাস?', তারপর আক্রমনকারীদের ঠেকান নি তিনি। একদল বিশ্বাসঘাতকদের হাতে করুন মৃত্যু হয় তার। পতন হয় এক শক্তিশালী পুরুষের যিনি জয় করেছিলেন নারীর হৃদয়, সেই সাথে রোমান সাম্রাজ্যে যোগ করেছিলেন নতুন নতুন প্রদেশ।

আবার বর্তমানে ফিরলেন তিনি। সেই বিশ্বাসঘাতকতার তুলনায় আরো বড় বিশ্বাসঘাতকতা প্রত্যক্ষ করেছে পৃথিবী, যদিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন না তিনি। জুডাসের প্রতারনায় প্রান গিয়েছিল নাজারেনের জিশুর। সেইসব বিশ্বাসঘাতকতার তুলনায় রামপ্রসাদের বিশ্বাসঘাতকতা তো সামান্য, ভাবলেন তিনি। কোন একসময় প্রানে বাঁচিয়েছিলেন লোকটাকে, তার প্রতিদানে এই বিশ্বাসঘাতকতা। আশ্চর্য!

তুষারপাত আরো বেড়েছে। পথ চলতে কষ্ট হচ্ছে, কারণ সামনের দিকে কিছুই তেমন দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু এগিয়ে চলেছেন তিনি। তার সারা জীবনের সঞ্চয় এভাবে এক বিশ্বাসঘাতকের হাতে পড়তে দেয়া ঠিক হবে না।

* * *

পরদিন সকালে উঠেই পত্রিকার পাতায় খবরটা পড়লো রাশেদ। একেবারে প্রথম পাতায়। ইংল্যান্ডের বিশিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক ডঃ ক্যারসন নিখোঁজ। সম্ভবত অপহৃত হয়েছেন তিনি। কিন্তু কোন দল বা গোষ্ঠী এর দায়-দায়িত্ব স্বীকার করে নি। মনে করা হচ্ছে বিশাল অংকের মুক্তিপনের জন্য অপহৃত হয়েছেন তিনি। বাংলাদেশে অবস্থানরত ব্রিটেনের পররাষ্ট্রদূত বিশেষ শংকা প্রকাশ করেছেন এই পরিস্থিতিতে এবং বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গ্রহন করার আশ্বাস প্রদান করা হয়েছে। কাজেই মনে হচ্ছে, দেশের আইন-শৃংখলা বাহিনী এখন সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়বে প্রথিতযশা এই নৃতাত্তিক বিজ্ঞানীকে উদ্ধার করার জন্য। এছাড়া এর উপর বাংলাদেশ ও ব্রিটেনের সম্পর্কও নির্ভর করছে।

যে বা যারা ডঃ কারসনকে অপহরন করেছে, তারা সহজে নিস্তার পাবে না, এই বিষয়ে নিশ্চিত রাশেদ। এখন পর্যন্ত কোন মুক্তিপন দাবি করা হয় নি এটাই সরকারের জন্য মহা চিন্তার কথা, পত্রিকায় এটুকু পড়েই থামল রাশেদ। মুক্তিপন দাবি করেনি অপহরনকারীরা। এর মানে কি? ঐ বুড়ো লোকটাকে নিয়ে কি করবে ওরা? শুধু শুধু এমন বিখ্যাত একজন ব্যক্তিকে অপহরন করার ঝুঁকি কেন নিতে যাবে অপহরনকারীরা? নিশ্চয়ই এমন কোন কাজে ভদ্রলোককে তুলে নিয়েছে ওরা, যা একমাত্র তিনিই করতে পারবেন। কি হতে পারে সেই কাজ?

একটু আগেই নাস্তা করেছে রাশেদ। গতকিছুদিনের উর্ধ্বশ্বাস দৌড়ের পর একটু যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে সে ডঃ আরেফিনের বাসায় এসে। এখানে সব কিছু শান্ত, গোছানো, খাবার-দাবার, ঘুমের কোন সমস্যা নেই। আপাতত কিছুদিন এটাই খুব দরকার ছিল রাশেদের।

নিজেকে নির্দোষ প্রমান করার কাজে নেমেছে রাশেদ। তার আগে ধরা পড়া চলবে না। একই সাথে শামীমের শেষ ইচ্ছেটাও পূরন করতে হবে। প্রতিবন্ধক হচ্ছে শামীমের খুন করেছিল যারা সেই দলটা। একই সাথে এই মুহূর্তে পুলিশও, কারনে পুলিশের চোখে সেই একমাত্র অপরাধী। শামীম মারা যাওয়ার পরই গা ঢাকা দিয়েছিল সে, এটা হয়তো ভুল সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু যা হওয়ার হয়ে গেছে। এখন আর এসব চিন্তা করে লাভ নেই।

ডঃ কারসনের কথা মনে হলো আবার। ভদ্রলোকের আচরন খুব স্বাভাবিক মনে হয় নি তার কাছে। কিন্তু এখন অপহৃত হয়েছেন শুনে খারাপ লাগছে।

মোবাইল ফোনটা হাতে নিয়ে নড়াচড়া করছে রাশেদ। বেশ কয়েকদিন হলো ফোনটা প্রায় সারাদিনই বন্ধ থাকে। লিলি, ডঃ আরেফিন এবং বাসার লোক ছাড়া আর কেউ জানে না নাম্বারটা। ফোনটা চালু করল রাশেদ।

সখিনা বুয়ার কাছে শুনেছে ডঃ আরেফিন সকালেই বের হয়ে গেছেন। এখন বাজে সকাল দশটা মাত্র। সারাদিন কোন কাজ নেই হাতে। পত্রিকা পড়ে পড়ে সারাদিন কাটানো প্রায় অসম্ভব। মোবাইল ফোনটার দিকে তাকাল রাশেদ। কাউকে ফোন করতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু কা'কে ফোন করা যায়?

ফোন করার আগেই ফোন এসে গেল রাশেদের মোবাইলে। ডঃ আরেফিনের নাম্বার থেকে এসেছে কলটা।

'রাশেদ, নাস্তা করেছো?' রাশেদ ফোন রিসিভ করা মাত্রই ওপাশ থেকে

www.BanglaBook.org

বললেন ডঃ আরেফিন।

'জি, নাস্তা করেছি।'

'চলে এসো তুমি, শাহবাগ, জাদুঘরের ঠিক সামনে।'

'এখনই?'

'হ্যা, এখনই।'

'ঠিক আছে, আসছি আমি,' রাশেদ বলল।

'আসার সময় মনে করে ব্যাগটা নিয়ে এসো, কাজে লাগতে পারে।'

'ঠিক আছে, ব্যাগ নিয়েই আসছি,' বলল রাশেদ।

তৈরি হয়ে নিলো রাশেদ তাড়াতাড়ি। ট্রাভেল ব্যাগটা ঝুলিয়ে নিলো কাঁধে। সাথে অল্প কিছু টাকাও নিলো। কখন কোন কাজে লাগে কে জানে। কি কাজে ডেকেছেন ডঃ আরেফিন বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু এটুকু বুঝতে পারছে রাশেদ এই মুহূর্তে এই লোকটার উপরই হয়তো বিশ্বাস রাখা যাবে। আর কারো উপর নয়।

* * *

মজিদ ব্যাপারী বসে আছেন তার চিরপরিচিত জায়গায়, মানে উঠোনের ঠিক মাঝখানে। একটু আগে কথা হয়েছে জয়নালের সাথে। প্রচ্ছন্ন একটা হুমকি দিয়ে দিয়েছেন লোকটাকে। জয়নাল যেভাবে ঢোঁক গিলল তাতে মনে হচ্ছে গতকাল রাতের ঘটনা সে দেখেছে, তা না হলে এতো ভয় পেতো না। ঢিলটা মেরেছিলেন আন্দাজে, কিন্তু মনে হয় ঠিক জায়গায় লেগেছে। এর আগে নুরুদ্দিনকে শিক্ষা দিয়েছেন তিনি, যদিও বেচারার এতে কোন দোষ ছিল না, কিন্তু নিজের গোপনীয়তা তিনি যেকোন মূল্যে প্রকাশ হতে দিতে পারেন না। এখন এই জয়নালের একটা বিহিত করতে হবে। গ্রামের মানুষকে বিশ্বাস নেই। এরা কোন কথা পেটে রাখতে পারে না।

নতুন বৈঠকখানায় অনেক লোকের জমায়েত। একটা হাট বসেছে মনে হচ্ছে। সালেহা সারাদিন চুলোর পারে। চা-নাস্তা বানাতে ব্যস্ত। ব্যাপারী বাড়ির ঐতিহ্যের একটা ব্যাপার আছে, এখানে কেউ এলে না খেয়ে যেতে পারে না। এখন চায়ের লোভের গ্রাম্য বদমাসগুলো ভীড় করছে এখানে। সবই লক্ষ্য করছেন মজিদ ব্যাপারী। ছেলেকে ডেকে একটু সাবধান করে দিতে ইচ্ছে হলো। কিন্তু আজিজও দারুন মজা পাচ্ছে তার নতুন পরিচয়ে। সবাই সম্মান করছে, চেয়ারম্যান সাব, চেয়ারম্যান সাব, করছে, বিষয়টা উপভোগ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করছে। তাই সাবধান করে বেচারার মন খারাপ করে দিতেও ইচ্ছে করছে না মজিদ ব্যাপারীর। তিনি জানেন, মানা করার সাথে সাথে এখান থেকে বৈঠকখানা উঠিয়ে দেবে তার ছেলে। বাপকে সে যমের মতোই ভয় পায়। যদিও জীবনে কোনদিন ছেলের গায়ে হাত তোলেন নি তিনি।

সন্তান, এই ধারনাটাই নতুন ছিল তার কাছে। নিজের একটা অস্তিত্ব। কিন্তু এসব দিকে মনোযোগ দেয়ার সময়ই পান নি তিনি। জ্ঞানের অন্বেষনে পুরো পৃথিবীময় ঘুরেছেন। সমস্ত শক্তিশালী রাজ্যের প্রধান দরবারে আনাগোনা করেছেন। দেখেছেন সুন্দর সব রমনী, কিন্তু কখনো আক্রান্ত হন নি প্রেম-ভালোবাসা নামের আজব রোগটাতে, কিন্তু এই এলাকাটাতে এসে নিজেকে সামলাতে পারেন নি তিনি। রহিম ব্যাপারীর বড়ো মেয়েকে তার মনে হয়েছিল রুপকথার রাজকন্যার মতো। গায়ের রঙটা ছিল কালো। কিন্তু কি সুন্দর চোখ, যেন চোখ দিয়েই ঘায়েল করে দিয়েছিল তাকে। তারপর বিয়ে, তারপর আজিজ। তার নিসংগ জীবনের একমাত্র উত্তরাধিকারী। যদিও যে সম্পদ বহন করে চলেছেন তিনি, তা কাউকে দেয়া হবে না তার। কেননা মানুষ মারা গেলেই তার সম্পদ উত্তরাধিকারীরা পায়। কিন্তু তার ক্ষেত্রে তো সেরকম ঘটার কোন সুযোগ নেই। অনন্তকাল ধরে বেঁচে আছেন তিনি, হয়তো বাঁচবেন আরো অনন্তকাল। কিন্তু এটাই শেষ। স্নেহের বাঁধনে নিজেকে আর কখনো জড়াবেন না তিনি। একমাত্র নাতি রাশেদও তার অনেক প্রিয়, অনেক আদরের। যদিও দেখা হয় না ছেলেটার সাথে অনেকদিন। তিনি বেঁচে থাকবেন, কিন্তু নিজের বংশধরেরা কেউ থাকবে না। এরচেয়ে কষ্টের আর কি হতে পারে।

সবসময়ের মতো একটা মুড়ির পাত্র তার হাতে। রোজ সকালে সালেহা কিছু গুড় আর মুড়ি দিয়ে যায়। তিনি টুকটুক করে কিছু মুড়ি খান। আর ভাবেন।

গতরাতের ঘটনার পর, শরীরে আলাদা শক্তি পাচ্ছেন তিনি। গায়ের চামড়াও অনেক সুন্দর, চকচকে হয়েছে। ঝুলে পড়া ভাবটা নেই এখন। কিন্তু হঠাৎ এই পরিবর্তন সন্দেহের উদ্রেক করতে পারে, তাই খানিকটা মেকাপের সাহায্য নিয়েছেন তিনি। সুটকেসেই কিছু ক্যামিকেল রেখে দিয়েছিলেন। সেগুলো কাজে লেগেছে এখন। গতকাল এবং আজকে দেখলে কেউ তার চেহারায় কোন পরিবর্তন ধরতে পারবে না। কিন্তু পরিবর্তন ঘটে গেছে। চাইলে এখন দৌড়ে যে কাউকে হারিয়ে দিতে পারবেন তিনি। কিন্তু দেখানোর কোন উপায় নেই। বুড়ো হয়েই থাকতে হবে তাকে এখানে, যতদিন সম্ভব।

জয়নালের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখছেন তিনি। জয়নাল মাঝে মাঝেই চোরা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চোখে তাকাচ্ছে তার দিকে। তিনিও এমনভাব করছেন যেন ঝিমাচ্ছেন, কিছুই বুঝতে পারছেন না। এই লোকটা সুবিধার হবে না। খানিকটা ভয় হয়তো পেয়েছে, কিন্তু সেটা সাময়িক। যে কোন সময় হাঁটে হাড়ি ভেঙ্গে দিতে পারে লোকটা। তার আগেই ঠেকাতে হবে তাকে। কিন্তু দিনের আলোয় সবার সামনে কিছু করার উপায় নেই। যা করার করতে হবে রাতে। আজিজ ঘুমালে।

মৃদু একটা হাসি খেলে গেল তার ঠোঁটের কোনে। মানুষ খুন করতে তার ভালো লাগে না, কিন্তু রাত-বিরেতে যারা অন্য লোকের পিছু নেয়, তাদের শায়েস্তা করা ছাড়া আর কোন গতি নেই।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৭

ডঃ কারসন বসে আছেন, চুপচাপ। একটা চেয়ারে। মুখটা একধরনের টেপ দিয়ে আটকানো। হাত-পা বাঁধা, শক্ত করে, চেয়ারের সাথে। চোখ খোলা তার। বুঝতে চেষ্টা করছেন কাদের পাল্লায় পড়েছেন তিনি। এরা কি ইন্টারন্যাশনাল কোন সন্ত্রাসী সংগঠন, মুক্তিপনের জন্য অপহরন করেছে তাকে, নাকি অন্য কিছু। বোঝা যাচ্ছে না কিছু। লোকগুলোর বয়স কম, কিন্তু চেহারায় একধরনের হিংগ্রতা লক্ষ্য করেছেন তিনি। মনে হচ্ছে একধরনের আচ্ছন্নতায় আক্রান্ত এরা। তাকাচ্ছে, কিন্তু দৃষ্টিতে কোন প্রান নেই। কথা বলছে, কিন্তু মনে হচ্ছে ঠিক মানুষ নয় এরা, মৃত এবং ফাঁপা কিছু রক্তমাংসের দেহ।

তিনি নিজে কথা বলার চেষ্টা করেছেন, ইশারা করেছেন, কিন্তু সেই যে বেঁধে রেখে চলে গেছে, এখনো কেউ আসছে না তার সামনে। হয়তো এদের প্রধান যে, সেই হয়তো আসবে তার সাথে কথা বলতে। এরা কি জানে কী দারুন বিপদজ্জনক একটা কাজ করে ফেলেছে। ব্রিটিশ নাগরিক তিনি। ব্রিটেন তার নাগরিককে রক্ষা করার জন্য এককদম পিছু হটবে না। ইতিমধ্যে হয়তো অপারেশন শুরু হয়ে গেছে, পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি শুরু হয়ে গেছে। কিংবা নাও হতে পারে। কেউ হয়তো বুঝতেই পারছে না কোথায় গেছেন তিনি। যদিও ডঃ শাখাওয়াতের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন। যেহেতু পৌঁছান নি সেখানে, ডঃ শাখাওয়াত নিশ্চয়ই খবর নিয়েছেন হোটেলে। ধুর, এসব সাত-পাঁচ চিন্তা করে লাভ নেই, ভাবলেন ডঃ কারসন। যা হবার হবে। এক, অকৃতদার মানুষ তিনি। মরলে কাঁদার কেউ নেই। পড়াশোনা, গবেষনা, দেশ-ভ্রমন এসবের পেছনের কাটিয়ে দিয়েছেন জীবনটা। এখনও কতো কিছু জানার বাকি রয়ে গেল!

ইতিহাস ছিল তার প্রিয়, সেই সাথে ইতিহাসের সব চিহ্নিত্ররা। কিভাবে সময় বদলের সাথে সাথে সভ্যতা বদলেছে, ক্ষমতার কেন্দ্র বদলেছে, যুদ্ধ-বিগ্রহ, কতো কিছুই না সহ্য করেছে এই পৃথিবী এবং কোনকিছুই ঠিক হারিয়ে যায় নি পৃথিবী থেকে। সবকিছুরই একটা না একটা চিহ্ন পৃথিবী যত্ন করে রেখে দিয়েছে নিজের বুকে। সেই চিহ্নের পেছনেই ছিলেন সারা জীবন, চষে বেড়িয়েছেন নেপাল থেকে গ্রীস পর্যন্ত , পেরু থেকে কানাডা পর্যন্ত । অনেক কিছু জেনেছেন, বুঝেছেন। কিন্তু যা বুঝেছেন, দেখেছেন, তাই কি সত্য? নিজের চোখে দেখা, জানা কি আরো গুরুত্বপুর্ন নয়!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যে লোকটা অনেক কিছুই দেখেছে নিজের চোখে, অনেক গুরুত্বপুর্ন ঘটনার স্বাক্ষী, তাকে খুঁজে পেলেই অনেক অনেক রহস্যের কিনারা করা যেতো। সেই লোকটা অষ্টাদশ শতকে সেইন্ট জারমেইন নামে পুরো ইউরোপ ঘুরে বেড়িয়েছে। তারপর হিমালয়ের কোলে বিশ্রামে চলে গিয়েছিল। সে কি এখনো বেঁচে আছে? থাকলে প্রাচীন সভ্যতা থেকে শুরু করে বর্তমান সভ্যতার সব রহস্যের কিনারা করা যেতো, উত্তর পাওয়া যেতো অনেক অনাকাংখিত ঘটনার।

জুতোজোড়া, যা এখনো হোটেল রুমে আছে, প্রমান করছে, সেইন্ট জারমেইন এসেছিলেন এই বাংলায়। এখনো হয়তো এখানেই কোথাও আছেন। তাকে খুঁজে বের করতে হবে। তবে তার আগে এই বিপদ থেকে বাঁচতে হবে।

সামনের দরজাটা খুলে গেল। বিশালদেহী আলখাল্লা পড়া একজনের আবির্ভাব ঘটলো দরজায়। বুঝতে পারছেন ডঃ কারসন, আসল লোক চলে এসেছে। এখন জানা যাবে কি কারনে এখানে আনা হয়েছে তাকে। টাকা, না কি অন্যকিছু।

আলখেল্লাধারী একটা চেয়ার নিয়ে বসেছে তার সামনে। কিন্তু আবছায়ায় লোকটার চেহারা দেখতে পেলেন না ডঃ কারসন। বেশ লম্বা-চওড়া স্বাস্থ্য লোকটার, মাথায় ঝাকড়া চুল, শুধু এটুকুই বুঝতে পারলেন কোনমতে।

'মহামান্য ডঃ কারসন,' গলা খাকারি দিয়ে বলল লোকটা, 'লুসিফারের দরবারে আপনাকে স্বাগতম।'

উত্তর দেয়ার কোন অবকাশ নেই, মুখে টেপ লাগানো ডঃ কারসনের। তার চোখ ঠিকরে বেরুচ্ছে অবিশ্বাস আর ভয়ের ছটা। ব্ল্যাক ম্যাজিক এবং শয়তানের উপাসনাকারীদের পাল্লায় পড়েছেন তিনি! সাধারন কোন অপহরনকারী নয় এরা, টাকার লোভে কাজটা করে নি, অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে।

'আপনাকে কষ্ট দিয়ে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে বলে আমি দুঃখিত,' আবার বলল লোকটা, 'কিন্তু কিইবা করার ছিল, দাওয়াত দিলে তো আসতেন না নিশ্চয়ই।' বলে নিজের কথায় নিজে হা হা করে হাসল কিছুক্ষন লোকটা।

অবাক হলেন ডঃ কারসন। এতো মাথা খারাপ মানুষ! সামনে কি আছে কে জানে।

'আমি আপনার কাছে একটা ব্যাপারে সহযোগীতা চাইব, বেশি কিছু না, কিছু প্রাচীন ভাষার পাঠোদ্ধার করে দেবেন আপনি,' বলে চলল লোকটা, একটু ঝুকে এলো ডঃ কারসনের কাছে, 'বিনিময়ে পাবেন মুক্তি।'

আবারো হো হো করে হাসি। লোকটা নিজের কথাবার্তায় নিজেই হাসছে, উপভোগ করছে পুরো ব্যাপারটা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মন দিয়ে পরিস্থিতিটা ভাবছেন ডঃ কারসন। প্রাচীন ভাষার উপর তার দখলের ব্যাপারটা এতোদূর ছড়িয়েছে ধারনা ছিল না। এই সুদূর বাংলাদেশের এক শয়তানের উপাসকও তার জ্ঞানের সীমানা জানে। অবাক লাগলো ডঃ কারসনের কাছে। গর্ববোধ করতেন, কিন্তু পরিস্থিতিটা আসলে খুব একটা অনুকূলে নয় এখন।

'সব কথা আমিই বলছি, কারন, আপনার কথা বলার মতো পরিবেশ সৃষ্টি হয় নি এখনো। যে বইটা থেকে পাঠোদ্ধার করতে হবে আপনাকে সেই বইটাই নেই আমার কাছে,' আবারো হো হো করে হাসি, 'আপনাকে এতো তাড়াতাড়ি ধরার ইচ্ছে ছিল না আমার। শিষ্যদের পাঠিয়েছিলাম একটু রেকি করে আসতে, কিন্তু গুটি গুটি পায়ে আপনি নিজে এসেই ধরা দিলেন, কি আর করার ছিল আমাদের, বলুন?'

একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে, কিন্তু উত্তর দেয়ার মতো অবস্থায় নেই ডঃ কারসন। তিনি দুইয়ে দুইয়ে চার মেলানোর চেষ্টা করছেন। ডঃ আরেফিনের কাছে একটা প্রাচীন গ্রন্থ আছে যেটার পাঠোদ্ধার করতে হবে, আর এই শয়তানের পূজারীদেরও উদ্দেশ্য এক, একটা প্রাচীন গ্রন্থের পাঠোদ্ধার, যদিও বইটা তাদের হাতে নেই। বই কি তাহলে একটাই? ডঃ আরেফিন যে বইটা নিয়ে এসেছিলেন, ওরাও কি একই বইয়ের কথা বলছে? এই বইটার প্রকৃত মালিক কে?

নানাধরনের প্রশ্ন মাথায় ঘুরঘুর করছিল। কিন্তু লোকটা বিড়বিড় করে কি যেন বলল। কোন মন্ত্র বা এধরনের কিছু একটা হবে। এধরনের লোক অনেক দেখেছেন জীবনে ডঃ কারসন, ভন্ড ছাড়া আর কিছু মনে হয় নি এদের। কিন্তু এবারের মতো করে দেখেন নি, কারন এবার তিনি এদের হাতে জিম্মি।

'মহামান্য ডঃ কারসন, আপনাকে নিয়ে পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি শুরু হয়ে গেছে, পুরো ঢাকার পুলিশ, গোয়েন্দা সব লেগে পড়েছে আপনাকে খুঁজে বের করার জন্য, হাজার হোক, আপনারা প্রভুর জাতি। কিন্তু, যতো যাই হোক, আপনাকে ওরা পাবে না, যদি না আমি আপনাকে ফেরত দেই,' একটু থামল লোকটা, 'পালাবার চেষ্টা বা কোন ধরনের অসহযোগীতা করবেন না। তাহলে লুসিফারের দরবারে এরপরের শিকার হবেন আপনি, সাবধান।'

উঠে দাঁড়াল লোকটা, তারপর চলে গেল দরজা বন্ধ করে। আবারো নিকষ অন্ধকারে পতিত হলেন তিনি। চুপচাপ পড়ে রইলেন কিছুক্ষন, তারপর ঘুমিয়ে গেলেন।

* * *

www.BanglaBook.org

শাহবাগের মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে রাশেদ। বেশি সময় হয় নি এখানে এসেছে। ট্রাভেল ব্যাগটা কাঁধে ঝোলান। মাথায় একটা ক্যাপ পড়ে নিয়েছে। যাতে সহজে কেউ চিনতে না পারে। পাশেই ইউনিভার্সিটি এলাকা। ক্লাসমেট, হলমেট কারো না কারো সাথে দেখা হয়ে যাবার সম্ভাবনা থেকে যায়। একটা সিগারেট ধরাল সে। টেনশন কিংবা অপেক্ষার সময় এরচেয়ে ভালো সঙ্গী আর হয় না।

মোবাইল ফোনটা হাতে নিলো রাশেদ। বেশ কিছুক্ষন ধরেই ডঃ আরেফিনের নাম্বারটা বন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। নেটওয়ার্ক পাচ্ছে না, নাকি সত্যি সত্যি মোবাইল বন্ধ, বিষয়টা চিন্তায় ফেলে দিয়েছে তাকে। ফোন বন্ধ থাকার কোন কারন নেই, বিশেষত তিনি নিজেই যখন ফোন করে ডেকে পাঠিয়েছে তাকে। দায়িত্ববান লোক তিনি, নিশ্চয়ই কোন সমস্যার কারনে ফোন বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছেন, ভাবল রাশেদ।

তেমন কোন তাড়াও নেই তার, চাইলে সারাদিন এখানে কাটিয়ে দিতে পারবে রাশেদ। পকেট ভর্তি টাকা আছে, পাশেই ভালো ভালো খাবার রেস্টুরেন্ট আছে। এছাড়া চায়ের স্টল তো আছেই। বেশ কয়েক কাপ চা খেয়ে ফেলেছে এর মধ্যেই রাশেদ।

ছোট একটা বেঞ্চ দখল করে বসে আছে রাশেদ, একা। চাইলে পাশে আরো দু'একজন এসে বসতে পারে। কিন্তু আপাতত একাই বসে আছে সে। দুএকজন রিক্সাওয়ালা আরাম করে খাচ্ছে। রিক্সা দাঁড় করিয়ে রেখে। একপিস পাউরুটি, একটা কলা, সাথে নেভী সিগারেট।

একটা সিগারেট ধরাল রাশেদ। বিরক্ত লাগছে। অপেক্ষা করার মতো বিরক্তিকর কাজ আর নেই। কিন্তু চলে যাওয়ারও কোন উপায় নেই। অবশ্য চলে যাবেও বা কোথায়? এখন ঠিকানা তো ডঃ আরেফিনের বাসা।

একটা লোক এসে পাশে বসলো রাশেদের। একটু সরে জায়গা করে দিলো রাশেদ। কালো কুচকুচে গায়ের রঙ লোকটার। গা থেকে কেমন বোটকা গন্ধ আসছে। কেমন অস্বস্তিবোধ করছে রাশেদ। এই লোকটাকে কোথাও দেখেছে বলে মনে হলো তার। এককাপ চা আর একটা বেনসন চেয়েছে লোকটা দোকানদারের কাছে। মুখে নিরাসক্তভাব। যেন জগতসংসারের প্রতি কোন আগ্রহ নেই। চুপচাপ বসে আছে লোকটা। আড়চোখে তাকাল রাশেদ। চোখে পড়ার মতো আর কিছু লক্ষ্য করল না সে।

সিগারেট ফেলতে যাবে, লক্ষ্য করল দোকানের সামনে আরো একজন এসে দাঁড়িয়েছে। একটা কলা ছিঁড়ে নিচ্ছে সামনে থাকা কলার কাদি থেকে। অস্বস্তি আরো বেড়ে গেলো রাশেদের। মনে হলো পাশে বসে থাকা লোকটার সাথে নতুন আসা লোকটার মধ্যে ইশারায় কোন ভাববিনিময় হয়েছে। আবার চোখের ভুলও হতে পারে।

www.BanglaBook.org

উঠে দাঁড়াল রাশেদ। কাউকে বিশ্বাস করার মতো অবস্থায় নেই সে এখন। তাই সবকিছুকেই সন্দেহ হচ্ছে, ভাবল রাশেদ। মোবাইল ফোনটা বের করে ডঃ আরেফিনকে আরেকবার চেষ্টা করল রাশেদ। ফলাফল একই। দুঃখিত, সংযোগ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। বিরক্তিতে থু থু ফেলল সে। কলা খাচ্ছে যে লোকটা সে দোকানের সামনে থেকে সরে এসে দাঁড়াল রাশেদের সামনে।

'থুথু ফেললেন যে?' জিজ্ঞেস করল লোকটা রাশেদকে, চোখে কড়া দৃষ্টি।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল রাশেদ। কি বলছে এই লোকটা? সে যেখানে থু থু ফেলেছে লোকটা সেখান থেকে অনেক দূরে দাঁড়িয়েছিল। তার তো সমস্যা হবার কথা নয়।

'আমি থুথু ফেলেছি, কিন্তু আপনার ধারেকাছেও তো ফেলিনি, কি সমস্যা আপনার?' একই রকম জেদী উত্তর দিল রাশেদ।

'এই মিয়া, এরকম বেয়াদবের মতো কথা বলছেন কেন? এক চড়ে দাঁত ফেলে দেবো,' লোকটা বলল এবার। হাত গুটিয়ে নিয়েছে শার্টের। মারমুখী ভঙ্গি। বেঞ্চের পাশে বসা লোকটাও উঠে দাঁড়িয়েছে, এই লোক কার পক্ষে কথা বলবে বুঝতে পারছে না রাশেদ।

উত্তর দিতে একটু সময় নিলো রাশেদ। ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করতে হবে। লোকটা গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে চাইছে। বেঞ্চে বসা লোকটা হয়তো একই সাথের। এমনকি হতে পারে, এরা গন্ডগোল বাঁধিয়ে দিয়ে তার হাত থেকে ট্রাভেল ব্যাগটা কেড়ে নিতে চাচ্ছে। অসম্ভব কিছু নয়। প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল রাশেদ। মানিব্যাগ থেকে দোকানদারের বিল মিটিয়ে দিল। লোকটা এখনো মারমুখি ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে।

এবার এখান থেকে চলে যেতে হবে, এর সাথে ঝামেলা না করেই, ভাবল রাশেদ।

'কি, কথা কন না ক্যান?' আবার জিজ্ঞেস করল লোকটা।

উত্তর দিলো না রাশেদ। পাশ দিয়ে বের হতে চাইছে সে এখনি।

রাশেদের কাঁধে হাত দিলো লোকটা।

'বেয়াদব, কই যাস উত্তর না দিয়া?'

হাসল রাশেদ, ঠোঁট দুটো কিঞ্চিৎ বাঁকা করল। এলা ঠিক হবে। কাঁধের উপর থেকে নামিয়ে দিল হাতটা আস্তে করে।

এবার পেছন থেকে অন্য কাঁধে হাত দিলো বেঞ্চে পাশে বসা লোকটা। ঘুরে দাঁড়াল রাশেদ। সরাসরি একটা ঘুষি বসিয়ে দিল লোকটার নাকে। ঘটনার আকস্মিকতায় এমনিতেই বোকা হয়ে গেছে কালো লোকটা, নাকের উপর এধরনের একটা আঘাত আশা করেনি। নাকটা ভেঙ্গে গেছে মনে হলো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাশেদের। বসে পড়েছে লোকটা। মুখ রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

আবার ঘুরলো রাশেদ। এবার একে শায়েস্তা করতে হবে। কিন্তু সাথে সাথেই বুঝল চালে ভুল হয়ে যাচ্ছে বোধহয়। এখন পালাতে হবে। কারন আরো তিনজন কোথেকে চলে এসেছে এর পাশে। ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে সোজা দৌড় দিল রাশেদ। দ্বিগবিদিক ভুলে।

প্রকাশ্য দিবালোকে ঘটছে এসব। দোকানী ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। এতো ছোট কারনে এ ধরনের ঝগড়া হতে পারে ধারনাতেও ছিল না তার। আশপাশে পুলিশ নেই। তবে, জাতীয় জাদুঘরের গেটে এবং এর উল্টোদিকে সবসময়ই কিছু পুলিশ সদস্য থাকে।

প্রানপনে দৌড়াচ্ছে রাশেদ। সামনেই জাতীয় জাদুঘর, সেখানে পুলিশ আছে। কিন্তু সেখানে যাওয়া যাবে না। তাহলে এমনিতেই গ্রেফতার হওয়ার সম্ভাবনা আছে। চারজন লোক ধাওয়া করছে তাকে। তবে মনে হচ্ছে এদের কারো হাতে আগ্নেয়াস্ত্র নেই। রাস্তার লোকজন কৌতুহলী দৃষ্টিতে দেখছে এই ধাওয়া। এবার উল্টোদিকে ঘুরে কাটাবনের দিকে দৌড় দিল রাশেদ। ধাওয়াকারীরাও পিছু ছাড়ল না। রাস্তায় মানুষ গিজগিজ করছে, বাস, প্রাইভেট কার কিংবা মাইক্রোবাসের অভাব নেই। এর মধ্যেই ছুটে চলেছে রাশেদ। পুলিশের চোখে এখনো পড়েনি। পড়লে চারজনকেই ধরা পড়তে হবে তাতে সন্দেহ নেই কারো। কিন্তু ধাওয়াকারীদের ভ্রুক্ষেপ নেই সেদিকে। রাশেদকে তারা ধরবেই যে কোন মূল্যে।

কাঁটাবনের মোড় একটু সামনে। সেখানে পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে, যদিও এদিকে নজর পড়েনি ওদের এখনো। হাঁপাচ্ছে রাশেদ। পিঠের উপর ব্যাগটাকে মনে হচ্ছে কয়েক মন ওজনের একটা বস্তা। কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা। যেকোন সময় ধরে ফেলবে। এই সময় পাশেই মাইক্রোবাস দাঁড়াল একটা। দরজাটা খুলে গেল। একটা হাত বের হয়ে এলো ভেতর থেকে। রাশেদের দিকে বাড়ানো। কোনদিকে তাকানোর সময় নেই রাশেদের। আগে এই ধাওয়াকারীদের হাত থেকে বাঁচা দরকার। ঢুকে গেল সে মাইক্রোবাসটায়। দরজা বন্ধ হয়ে গেল সাথে সাথে।

চোখে প্রথমে অন্ধকার দেখছিল রাশেদ, বাইরে সূর্যের আলো থেকে হঠাৎ অন্ধকারে চলে আসার কারনে। হাত বাড়িয়েছে যে লোকটা তাকে চিনতে পারে নি সে। বয়স্ক একজন মানুষ। তাকিয়ে আছে তার দিকে। যেন বোঝার চেষ্টা করছে। পাশে বসা লোকটাকে অবশ্যই চিনতে পেরেছে রাশেদ। ডঃ আরেফিন।

'দুঃখিত রাশেদ, দেরি করার জন্য,' ডঃ আরেফিন বললেন।

কিছু বলল না রাশেদ। পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে পারে নি এখনো।

www.BanglaBook.org

'পরিচিত হও, ইনি ডঃ শাখাওয়াত। আমার সিনিয়র কলিগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন,' পাশের লোকটার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন ডঃ আরেফিন।

হাত বাড়িয়েছে ডঃ শাখাওয়াত নামের লোকটা। রাশেদও হাত মেলালো তার সাথে।

'আমি রাশেদ, ইউনিভার্সিটিতে---'

'শুনেছি সবকিছু ডঃ আরেফিনের কাছ থেকে,' রাশেদ কথা শেষ করার আগেই বললেন ডঃ শাখাওয়াত।

'পরিচিত হয়ে ভালো লাগল,' বলল রাশেদ। মুখে একটা মেকি হাসি ঝুলিয়ে দিলো। মেজাজ চরম খারাপ হচ্ছে ডঃ আরেফিনের উপর। এই শাখাওয়াত লোকটা সব জানে! কেন জানে! কি প্রয়োজন ছিল জানানোর!

* * *

বহুদিন পর নতুন কাজের আসাইনমেন্ট দেয়া হয়েছে তাকে। বসের কৃপা। কাজ তো সে খারাপ করে নি। তার রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই তো শামীমকে ধরা হয়েছিল। এমনকি শামীম যে তার বন্ধুর কাছে ব্যাগটা রেখেছে সে খবরও তো সেই দিয়েছিল বসকে।

এবারের কাজটা জটিল কিছু না। একটা মেয়ের উপর নজর রাখতে হবে। কি করে, কোথায় যায়, কার সাথে মেশে এইসব আর কি। এগুলো তার বাঁহাতের খেলা। বস তার কিছু শিষ্যদের নিয়োগ দিয়েছিল আগে। কিন্তু নজর রাখার ব্যাপারে ওরা মোটেও পেশাদার না। বিশাল কোন ব্যক্তির বাড়ির সামনে কিভাবে ঘোরাফেরা করতে হয় তাও জানা ছিলো না ওদের দু'একজনের। ফলে সন্দেহজনক আচরনের জন্য একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মেয়েটাই হয়তো জানিয়েছিল পুলিশকে। তা না হলে সামান্য ঘোরাফেরা করার জন্য কাউকে সহজে গ্রেফতার করে না পুলিশ।

যাই হোক, এখন মেয়েটাকে আবার অনুসরন করতে হবে। তারপর একটা রিপোর্ট দিতে হবে বসের কাছে। এর পরিনতিও কি শামীমের মতো হবে কি না কে জানে।

মেয়েটা যে একেবারে অপরিচিত তাও না। এর আগেও এই মেয়ের পিছু নিতে হয়েছিল। তখন মেয়েটার সাথে ছিল শামীমের বন্ধুটা, রাশেদ নাম বোধহয় ছেলেটার।

ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস করতে এসেছে মেয়েটা। ডাক নাম লিলি। আসল নাম এখনো জানা হয়নি। সারাদিন সাদা গাড়িটা নিয়ে ভার্সিটিতে টহল মারাই

www.BanglaBook.org

কাজ হয়ে গেছে লোকটার। কারন মেয়েটা ক্লাস করার জন্য বের হয় শুধু। বিকেলে ফেরে বাসায়। তারপর আর কোথাও বের হয় না। টানা সাতদিন হয়ে গেছে নজর রাখছে সে।

দুপুরে একটু যখন ঝিমঝিম লাগছিল, তখন কলাভবন থেকে মেয়েটাকে বের হয়ে আসতে দেখল লোকটা। কেমন বিমর্ষ, মনমরা ভাব। আজ কি ক্লাস শেষ? এখান থেকে কোথায় যাবে মেয়েটা? পিক করার জন্য গাড়ি আসার কথা আরো পরে। সবকিছু একই রকম চলছে গত সাতদিন। আজ অন্যরকম হওয়ার কারন কি?

যাই হোক, গাড়িটায় স্টার্ট দিলো লোকটা। মেয়েটার পিছু ছাড়া যাবে না। আজই হয়তো সুযোগ। বসকে জানাতে হবে। পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করলো সে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৮

নেপাল সীমান্ত বেশি দূরে নয়। অনেকটা পথ হেঁটেছেন তিনি। টানা চারদিন। কিন্তু এর মধ্যে রামপ্রসাদের টিকিটিও চোখে পড়ে নি তার। ঠিক পথে চলেছেন না ভুল পথে তাও বোঝা যাচ্ছে না।

সীমান্তবর্তী একটা গ্রামে এসে থামলেন তিনি। ভেতরে ঢোকেন নি এখনো। একটা উপত্যকায় ছোট একটা গ্রাম। ছোট একটা টিলা মতোন জায়গা থেকে গ্রামটাকে দেখছেন তিনি। পুরো বরফে ঢাকা। মানুষজন তেমন একটা চোখে পড়ছে না। নেপাল দিয়ে যেতে হলে এই গ্রাম অবশ্যই পার হতে হবে রামপ্রসাদকে। সেই ক্ষেত্রে গ্রামের লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে অনেক সুবিধা হতো। কিন্তু গায়ের রঙ এবং ভাষাটাই সমস্যা। তিব্বতী কিছু কিছু জানেন তিনি, কিন্তু নেপালের ভাষা একদমই অজানা। এরা ভারতবর্ষের কাছাকাছি থাকার কারনে হিন্দীটা ভালো বোঝে। হিন্দীতে চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু সাধারন ভারতবাসীর মতো চেহারা নয় তার।

কিছু খাবার নিয়ে এসেছিলেন তিনি, ছোট একটা ব্যাগে করে। দুই টুকরো রুটি এখনো অবশিষ্ট আছে। পানি আছে অল্পই। যদিও ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হন না, তারপরও একেবারে কিছু না খেয়ে থাকলে শারীরিক শক্তি কিছুটা হলেও হ্রাস পায়।

বড় একটা পাথরে হেলান দিয়ে বসলেন তিনি। সূর্য এখন মধ্যগগনে থাকার কথা। ঠিক দুপুর এখন। কিন্তু আকাশ মেঘলা। অল্প অল্প তুষারপাত হচ্ছে। আলো অনেক কম। একটুকরো রুটিতে কামড় বসালেন তিনি। জমে শক্ত হয়ে গেছে প্রায়। দাঁত ভেঙ্গে যাবার অবস্থা।

একঢোক পানি খেয়ে খাওয়া শেষ করলেন তিনি। মাথাটা এলিয়ে দিলেন। ঘুম আসছে। টানা চারদিনের পরিশ্রমে শরীর ক্লান্ত, ঘুম হয় নি ঠিকমতো। এখন একটু ঘুমিয়ে নিলে মন্দ হয় না। কিন্তু ঘুম এলো না, তন্দ্রায় ঢুলু ঢুলু চোখে হারিয়ে গেলেন তিনি, অনেক অনেক আগের কোন এক সময়ে, কোন এক দিনে।

BanglaBook.org

সময়টা খ্রিস্টপূর্ব ১৩৪৫। স্থান আরমানা, মিশর, নতুন একটা শহর। দেবী আতেনের সম্মানে শহরটা নির্মান করেছেন বর্তমান ফারাও চতুর্থ আমেনহোটেপ। তার পূর্ব নাম আখেনাতেন। তার শাসনকাল চলছে মিশরে।

www.BanglaBook.org

ফারাও হিসেবে খুব বেশি জনপ্রিয়তা এখনো অর্জন করতে পারেন নি তিনি। এর কারন হিসেবে ধর্মীয় ক্ষেত্রে সংস্কারকে দায়ি করা যায়। সনাতন পদ্ধতিতে অনেক দেব-দেবীকে পূজা করার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল সাধারন মিশরীয়দের জীবন। তিনি সেখানে একজন মাত্র দেবী পূজার আবির্ভাব ঘটান। দেবীর নাম আতেন। সূর্যের দেবী তিনি।

প্রাসাদে গা এলিয়ে বসে আছেন আখেনাতেন। শয়নকক্ষে যাওয়ার পথে এটা হচ্ছে তার বিশ্রাম কক্ষ। একটু পর প্রিয় একজন মানুষ আসবে সেই অপেক্ষায় আছেন। স্ত্রী হিসেবে নেফারতিতির যোগ্য আর কেউ নেই তার কাছে। কিয়া যদিও সুন্দরী। কিন্তু নেফারতিতি একই সাথে বুদ্ধিমান, একজন ফারাওয়ের যোগ্য সহধর্মিনী।

নেফারতিতি বয়স মাত্র পঁচিশ। কিন্তু এই বয়সেই একটা রাজ্য চালানোর মতো প্রজ্ঞা ধারন করে সে। রাস্ট্রের যেকোন বিষয় নিয়ে নির্দ্বিধায় তার সাথে আলোচনা করেন ফারাও। সিদ্ধান্ত নেন স্ত্রীর কথার উপর ভিত্তি করে।

তন্দ্রা মতো আসছিল তার। দুপাশে দুজন প্রহরী পাখায় বাতাস করে যাচ্ছে। হঠাৎ নাকে একটা সুবাস পেলেন তিনি। বুঝতে পারলেন আসছে তার প্রিয়তমা, নেফারতিতি। চোখ খুলে উঠে বসলেন তিনি।

'এসো, প্রিয়, তোমার অপেক্ষায় ছিলাম,' বললেন ফারাও, গলায় যতটা সম্ভব মধু ঢেলে দিয়ে।

কক্ষে প্রবেশ করেছে নেফারতিতি। যেন আলো হয়ে গেছে চারদিক। দীর্ঘ কোমল দেহ, পরনে রাজকীয় পোষাক, টানা কাজল চোখ, আবারো অভিভূত হয়ে গেলেন ফারাও। নেফারতিতি নামের অর্থ সুন্দরী নারী, নামটা আসলে সার্থক, ভাবলেন ফারাও চতুর্থ আমেনহোটেপ।

'মহামান্য,' স্বামীর পাশে এসে বসেছেন নেফারতিতি, মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন আস্তে করে।

'বলো,' ফারাও বললেন।

'আজ যে সুগন্ধিটা ব্যবহার করেছি তা কি চিনতে পেরেছেন?'

আমতা আমতা করলেন ফারাও। গন্ধটা সুন্দর। কিন্তু পৃথক কিছু আছে কি না বুঝতে পারলেন না।

'জানি আপনি পারবেন না বলতে, এই শহরেই দুর্দান্ত এক লোক আশ্চর্য এই সুগন্ধি বানিয়েছে,' নেফারতিতি বললেন।

'কে? আমি চিনি?'

'থুতমসকে তো চেনেনই, তার এক সহকারী, নতুন এসেছে কাজে।'

'চলো থুতমসের কাছে, বেশি দূরে তো নয়।'

'এখন?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হ্যা, তোমার একটা প্রতিকৃতি বানাতে বলেছি তাকে, কাজটার কি অবস্থা দেখে আসাও হবে তাহলে।'

'আপনি এখন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, এরমধ্যেই বাইরে যাবেন?'

'হ্যা, তোমার প্রতিকৃতিটা কেমন বানিয়েছে দেখতে খুবই ইচ্ছে করছে আমার,' ফারাও বললেন।

কথা বাড়ালেন না নেফারতিতি। উঠে দাঁড়ালেন। স্বামীকে চেনেন তিনি। একবার কোন কথা বলে ফেললে তার নড়চড় হবার কোন উপায় নেই।

দুজনে বেড়িয়ে এলেন বাইরে। ঘোড়ার গাড়ি তৈরিই থাকে। সাথে কিছু সৈন্য। রওনা হয়ে গেলেন তারা। বেশিদূর নয়, কাছেই প্রিয় থুতমসের বাসা।

ভাস্কর থুতমস অবিবাহিত। কৃশকায় কিন্তু অনেক লম্বা। হাতগুলোও অনেক লম্বা সাধারন মানুষের তুলনায় এবং আঙুলগুলো চিকন। শিল্পীর আঙুল। অনেক শিল্পকর্মের পেছনে রয়েছে এই আঙুলের নিপুন ছোঁয়া। কিন্তু এখন কিছুটা বয়স হয়েছে। শরীর আগের মতো চলতে চায় না। তাই একজন সহকারী নিয়েছেন। সহকারী লোকটাও খুব কম বয়সী কেউ নয়। পয়তাল্লিশের কম হবে না বয়স। কিন্তু তীক্ষ্ণ চোখ, আর খাড়া নাক, দেখেই বোঝা গিয়েছিল একে দিয়ে কাজ হবে। এখন কাজের অনেকটাই করে এই সহকারী লোকটা, হোরাস নাম লোকটার। বাবা-মার পরিচয় জানেন না। আগে কোথায় ছিল, কি করতো কিছুই জানেন না থুতমস। প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করলে কোন না কোন ভাবে এড়িয়ে যায়। তাই প্রশ্ন করা বাদ দিয়েছেন।

ফারাওয়ের পরিবারের কিছু ভাস্কর্য্য করছেন থুতমস। বিশাল বড় বাড়ী তার। মাঝখানের বড় রুমটা হচ্ছে তার প্রদর্শনী কক্ষ। পাশাপাশি যে কক্ষগুলো আছে সেগুলোতে কাজ করেন তিনি। একেককক্ষে একেকটা ভাস্কর্য্য নিয়ে কাজ করেন, যাতে একটার প্রভাব আরেকটাতে না পড়ে যায়। ফারাও নিজের কোন ভাস্কর্য্য বানাতে দেন নি। ভাস্কর্য করতে হচ্ছে তার দুই স্ত্রী এবং সন্তানদের। নেফারতিতি আলাদাভাবে হুমকি দিয়ে গিয়েছে এর মধ্যে, যেন তার ভাস্কর্য্য টা ভালো হয়, ফারাওয়ের অপর স্ত্রী কিয়ার ভাস্কর্য্যের চেয়ে। অনেক মাথা খাটাতে হচ্ছে এজন্য থুতমস। কিন্তু কাজ অনেকটা সহজ করে দিয়েছে তার সহকারী, হোরাস। বিশেষ একধরনের রঙ তৈরি করা হয়েছে নেফারতিতির ভাস্কর্য্য টার জন্য। এই রং কিয়ার ভাস্কর্যে ব্যবহার করা হবে না। তাতেই নেফারতিতির মন রক্ষা করা যাবে। কে না জানে, মিশরে ফারাওয়ের পর এখন সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হচ্ছে তার স্ত্রী নেফারতিতি। যদিও আরো চারজন স্ত্রী আছে তার, কিন্তু নেফারতিতিই সবার সেরা, সবার প্রিয় এবং সবচেয়ে সুন্দরী।

বাড়ির সামনে ছোট প্রবেশপথটা দিকে তাকিয়ে আছেন থুতমস। বিকেল

www.BanglaBook.org

হবো হবো করছে। কিন্তু সূর্যের তাপ কমে নি এখনো। প্রবেশপথটায় ছোট একটা নামফলক লাগানো হয়েছে গতকাল। নিজের হাতেই তৈরি করেছেন থুতমস নামফলকটা।

হোরাস এখনো কাজ করছে, ভেতরে তাকিয়ে দেখলেন থুতমস। শেখার দারুন আগ্রহ লোকটার। ভাস্কর্য্য ছাড়াও সুগন্ধী তৈরিতেও হোরাসের নিপুন দক্ষতা আছে, যার প্রমান এর মধ্যেই পেয়েছেন তিনি। আলাদা একটা কক্ষ তাই ছেড়ে দিয়েছেন তাকে, সুগন্ধী নিয়ে কাজ করবার জন্য। নেফারতিতিকে একটা সুগন্ধী বানিয়ে দিয়েছে লোকটা। এমনই সুগন্ধী সেটা, যে কেউ প্রশংসা করতে বাধ্য হবে।

থুতমস একটু অবাক হলেন প্রবেশ পথে অতিথিদের দেখে। যেমন তেমন কেউ নয়, একেবারে রাজকীয় অতিথি। বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়ালেন থুতমস। মাথা নিচু করে কুর্নিশ করলেন ফারাওকে। পাশে বসে থাকা তার সুন্দরী স্ত্রীকেও সম্মান জানাতে ভুললেন না।

ঘোড়ার গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে এসেছেন ফারাও, পাশে নেফারতিতি।

থুতমস এগিয়ে গেল সামনে।

'থুতমস, তোমার কাজ কতোদূর?'

'মহামান্য ফারাও, আগামী চাঁদের আগেই শেষ করতে পারবো বলে আশা করছি,' থুতমস বললেন, খুবই অনুগত সুরে।

'আগামী চাঁদ? সে তো বেশ দেরি। যাই হোক, তোমার এখানে সুগন্ধী বানায় কে?'

ভয় পেয়ে গেলেন থুতমস। হোরাসের কথা ফারাও জানলো কি করে? কোন অপরাধ করেছে তার সহকারী? ফারাও যখন কাউকে খোঁজেন তার ভাগ্যে থাকে অঢেল সম্পদ অথবা তার গর্দান যায়। সারাজীবন তাই দেখে এসেছেন তিনি।

'মহামান্য ফারাও, হোরাস নাম লোকটার।'

'ডাকো তাকে,' ফারাও বললেন।

তড়িঘড়ি করে ভেতরে চলে আসলেন থুতমস। কি জানে কি আছে কপালে।

হোরাস একটা ভাস্কর্যের উপর কাজ করছিল, থুতমস পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে টের পায় নি সে। কাজটা প্রায় শেষের পথে। গভীর মনোযোগ দরকার এখন। ফারাও পরিবারের সদস্যের ভাস্কর্য্য। একটু এদিক-সেদিক হওয়ার উপায় নেই।

'হোরাস,' চাপা গলায় ডাকলেন থুতমস।

পেছন ফিরল হোরাস। 'কিছু বলবেন?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তাড়াতাড়ি এসো।'

'কেন? ফারাও এসেছে?' জিজ্ঞেস করল হোরাস।

অবাক হলেন থুতমস। ফারাও এসেছে কিভাবে জানলো হোরাস? আন্দজে ঢিল ছুড়েছে! এই লোকটাকে আরেকবার রহস্যময় বলে মনে হলো তার কাছে।

ফারাওয়ের সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে হোরাস। পাশে থুতমস। রানী হাসছেন মিটিমিটি। যেন মজার কিছু ঘটতে চলেছে।

'হোরাস নাম তোমার? 'জানতে চাইলেন ফারাও।

'মহামান্য ফারাও, অধমের নাম হোরাস, আপনার সেবায় হাজির।'

'হোরাস, তুমি নাকি ভালো সুগন্ধি বানাতে পারো?' ফারাও জিজ্ঞেস করলেন।

'মহামান্য ফারাও, খুব ভালো পারি না, চেষ্টা করি," হোরাস বলল, যতোটা নম্রভাবে বলা যায়।

'আমার স্ত্রী তোমার সুগন্ধীতে মুগ্ধ, তাই তোমাকে পুরষ্কার দেবো ঠিক করেছি।'

চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল হোরাস। বলার কিছু নেই এই ক্ষেত্রে।

'পুরস্কার হচ্ছে, রাজপ্রাসাদেই থাকার ব্যবস্থা হবে তোমার, সেখানে নিত্যনতুন সুগন্ধী তৈরি করে দেবে আমার স্ত্রীকে, এছাড়া অর্থ দেয়া হবে তোমাকে যা তোমার ধারনার বাইরে।'

'মহামান্য ফারাও, আমি এখানে এসেছি আমার গুরুর কাছ থেকে ভাস্কর্যের উপর শিক্ষা নিতে, এখান থেকে যেতে হলে তার অনুমতি প্রয়োজন হবে আমার," হোরাস বলল, তাকাল থুতমসের দিকে।

'আমার কোন আপত্তি নেই হোরাস, তুমি যেতে পারো, তবে মহামান্য ফারাওয়ের নিকট আবেদন, কিছু ভাস্কর্যের উপর কাজ চলছে, কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমার এখানে থাকার অনুমতি দিন তাকে,' থুতমস বললেন।

'ঠিক আছে, ভাস্কর্য্য গুলো শেষ করো তাড়াতাড়ি,' ফারাও বললেন। নেফারতিতির দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

নেফারতিতির চোখ তখন অন্যদিকে। হোরাসের দিকে তাকিয়ে আছে সে। এই দৃষ্টিটা হোরাসের পরিচিত। আহবান আছে যেন এই দৃষ্টিতে, যেন ডাকছে কাছে যাওয়ার জন্য। চোখ নামিয়ে নিলো হোরাস। নেফারতিতির মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার কাছে। জীবনে অনেক নারীর সান্নিধ্যে আসা হোরাসের কাছে নারীর এই মনোভাবটা অজানা নয়। ফারাও হয়তো তার স্ত্রীকে খুশি করার জন্য তাকে আমন্ত্রন করেছে, কিন্তু এই আমন্ত্রনটা গ্রহন করা হবে চরম বোকামী। এখান থেকে চলে যেতে হবে তাকে এবং সেটা খুব

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শিগগিরই।

ফারাও এবং নেফারতিতি চলে যাওয়ার পর থুতমসের দিকে ফিরল হোরাস। বিষন্ন চোখে তাকিয়ে আছেন থুতমস রাজকীয় অতিথিদের গমন পথের দিকে।

'মহামান্য থুতমস, আপনার কাছে আমি ঋনী, অনেক কিছু শিখেছি আপনার কাছ থেকে,'' হোরাস বলল।

'এভাবে বলছো কোন প্রিয় হোরাস, তোমাকেও আমার বিশেষ দরকার।'

'রানীর ভাস্কর্যের জন্য বিশেষ ধরনের রঙ তৈরি করেছি আমি, যা তার ভাস্কর্যে ব্যবহার করার উপযুক্ত হয়েছে এখন,' একটু থামল হোরাস, 'আজ সূর্য ডোবার সাথে সাথেই চলে যাবো আমি, আপনি বলবেন আমি পালিয়েছি, দূর কোন দেশের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছি, কিন্তু একজন রাজার বাধ্যগত চাকর হিসেবে কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

একটু অবাক হলেন থুতমস। এধরনের লোভনীয় প্রস্তাব কেউ ফিরিয়ে দিতে পারে কল্পনাই করতে পারেন নি তিনি। এই লোকটা অন্যরকম, শুরুতেই বুঝেছিলেন। কিন্তু এতোটা ব্যতিক্রম ধারনা করতে পারেন নি।

এর কিছুক্ষন পরই হারিয়ে গেল হোরাস, চিরতরে, আরমানা কিংবা মিশরে আর কখনো দেখা গেছে বলে শোনা যায় নি। থুতমসের বানানো সেই ভাস্কর্যগুলো পরবর্তীতে ১৯১২ সালে জার্মানীর এক প্রত্নতাত্ত্বিক খুঁজে বের করেছিলেন, আরমানা শহরেরই ধ্বংসস্তুপে, তারমধ্যে নেফারতিতির ভাস্কর্যটা খুবই উল্লেখযোগ্য।

তন্দ্রা কেটে গেল হঠাৎ একটা আওয়াজ শুনে। তার কান খুবই সজাগ, চারপাশে তাকালেন তিনি। কিছুই চোখে পড়লো না। তিনহাজার বছর আগের একটা সময়ে চলে গিয়েছিলেন, তার রেশ এখনো রয়ে গেছে মনে। চোখে ভাসছে সুন্দরী নেফারতিতির সেই অদ্ভুত দৃষ্টি। ফারাও চতুর্থ আমেনহোটেপের সেই রাজকীয় ভঙ্গী। হারিয়ে গেছে সব কালের গর্ভে।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। কিছুটা চাঙ্গা লাগছে। রওনা দেয়া দরকার। যতোই দেরি করবেন রামপ্রসাদ তার নাগালের বাইরে চলে যাবে। সেটা কখনোই হতে দেয়া যাবে না। পৃথিবীর যেখানেই যাক না কেন, রামপ্রসাদ ধোকা দিতে পারবে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৯

তিনদিন ধরে জয়নালের কোন খবর নেই। একেবারে হাওয়া হয়ে গেছে যেন লোকটা। আজিজ ব্যাপারী আছেন মহা ঝামেলায়। সবসময়ের জন্য বিশ্বস্ত একজন লোক দরকার। জয়নাল বেশ ভালো সামলে নিয়েছিল। এছাড়া যথেষ্ট বিশ্বস্তও ছিল লোকটা। ওর ছেলেটাকে দোকানে বসিয়েছেন আজিজ ব্যাপারী। বাপ কোথায় গেছে বিন্দুমাত্র ধারনাও নেই ছেলেটার। হাজারহোক একজন চেয়ারম্যান এখন তিনি। খাসলোক যদি না থাকে তাহলে মানইজ্জত বলে কিছু থাকে না। নিজের ছাতা যদি নিজেকেই বহন করতে হয়, তাহলে আর কিসের চেয়ারম্যান। এরচেয়ে ডুবে মরা অনেক ভালো।

বৈঠকখানার সামনে বসে আছেন আজিজ ব্যাপারী। লোকজন কম। দোকান থেকে একজন কর্মচারী নিয়ে এসেছেন। সবাইকে চা-নাস্তা দিচ্ছে সেই ছেলেটা। কিন্তু একেবারে অকাজের। এরমধ্যে তিনটা চায়ের কাপ ভেঙ্গেছে। ইদানীং চেয়ারম্যানের কাজটাও ভালো লাগছে না তার। সম্মান আছে, কিন্তু শত্রুরও অভাব নেই। সারাজীবন রাজনীতিও করেন নি, কাজেই মানিয়ে নিতে সমস্যা হচ্ছে তার। এক শ্রেনীর লোক সারাক্ষন মোসাহেবী করে কাজ বাগিয়ে নিতে চাচ্ছে, আরেক শ্রেনী আছে যারা সুযোগ খুঁজছে কিভাবে তাকে ফাসানো যায়। এরচেয়ে গঞ্জে দোকানদারী ছিল সেটাই ভালো ছিল।

অন্যসব দিনের মতো উঠোনের ঠিক মাঝখানটায় বুড়ো বাপকে বসে থাকতে দেখল সে। বসে আছে , স্থির, অনড়, তাকিয়ে আছে, কিন্তু দৃষ্টিতে কোন প্রান নেই। এতোটা বয়স হয়েছে, শুধুমাত্র শারীরিক শক্তি কমেছে, এছাড়া হার্ট, কিডনী কোথাও কোন সমস্যা নেই।

উঠে দাঁড়ালেন আজিজ ব্যাপারী। মন বসছে না কিছুতেই। ছেলেটার কোন খবর নেই। নিজেই একবার ঢাকা ঘুরে আসবেন কি না ভাবছেন তিনি। তাতে কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে।

দূরে কোথাও হৈ চৈ হচ্ছে, শুনতে পেলেন আজিজ ব্যাপারী। বৈঠকখানায় যারা বসে আছে তারাও শুনতে পেয়েছে। বের হয়ে এসেছে সবাই বৈঠকখানা থেকে। কিছু একটা সমস্যা হয়েছে বুঝতে পারলেন আজিজ ব্যাপারী। দল বেঁধে লোকজন তার এখানেই আসছে। সবার চেহারায় উত্তেজনা এবং ভয়ের ছাপ স্পষ্ট দেখতে পেলেন তিনি। এমন কিছু করেন নি চেয়ারম্যান হবার পর থেকে, যাতে কেউ তার দিকে আঙুল তুলতে পারে। কাজেই মনে মনে তৈরি করে নিলেন নিজেকে। যাই হোক না কেন, নিজেকে শান্ত রাখতে হবে। এই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সময় জয়নালের প্রয়োজন ছিল খুব বেশি। একাই দাঁড়িয়ে যেতে পারতো সবার বিরুদ্ধে। গলা পরিষ্কার করে নিলেন আজিজ ব্যাপারী। যে কোন ষড়যন্ত্র রুখে দাঁড়াতে প্রস্তুত। কিন্তু যে খবরটা এলো তার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না তিনি।

এই দলটার নেতৃত্বে আছে নছু মোড়ল। হাত-পা ছোড়াছুড়ি করছে, দূর থেকেই দেখতে পেয়েছিলেন আজিজ ব্যাপারী। নতুন করে কোন সমস্যা তৈরি করার চেষ্টা করছে লোকটা। তিনি চেয়ারম্যান হওয়াতে মোটেও সন্তুষ্ট হতে পারে নি নছু মোড়ল, কথাগুলো কানে এসেছে তার। লোকটা সুযোগসন্ধানী, ছিদ্রান্বেষী। কোন খুঁত পেলেই তার পিছু লাগবে এটা খুব ভালোই জানেন আজিজ ব্যাপারী।

বাড়ির সামনে চলে এসেছে দলটা। হাত ইশারায় ওদের থামতে বললেন আজিজ ব্যাপারী। একটু এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন ওদের সামনে।

'ঘটনা কি, তোমরা দলবল নিয়া কই যাও?' জিজ্ঞেস করলেন আজিজ ব্যাপারী। সবার দিকে তাকিয়েই প্রশ্নটা করেছেন তিনি, কিন্তু উত্তরটা দেবে নছু এটা নিশ্চিত তিনি।

'ঘটনা তো মারাত্মক, এই রকম কান্ড বাপের জন্মে দেহি নাই,' ব্যাপারীর ধারনা ঠিক করে উত্তরটা নছু মোড়লই দিল।

'কি এমন কান্ড হইছে যা জীবনে দেহ নাই,' আজিজ ব্যাপারী বললেন, কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করলেন।

'উত্তরের বন্দে গিয়া দেইখ্যা আসেন, তারপর ব্যবস্থা নেন,' এবার পাশ থেকে বলল আরেকজন।

উত্তরের বন্দে কি আছে, কৌতূহলী হয়ে উঠলেন আজিজ ব্যাপারী। ভালো কিছু নয় নিশ্চয়ই?

'পারলে সাথে পুলিশ নিয়া যান,' এবার অন্যএকটা কণ্ঠ শোনা গেল।

পুলিশ নিয়ে যেতে হবে? তাহলে কেস মারাত্মক। থানা এখান থেকে অনেকদূর, সেই উপজেলা সদরে। সেখান থেকে পুলিশ আসতেও সময় লাগবে। কিন্তু ততক্ষন অপেক্ষা করা ঠিক হবে না।

'পুলিশরে জানাইছি, তারা রওনা দিছে, আমি আগে যাই, কিন্তু তার আগে জানা দরকার কি ঘটছে যে তোমরা এতো ব্যস্ত হয়ে গেছো?' ছোটখাট দলটার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করলেন আজিজ ব্যাপারী। ইতিমধ্যে থানার ওসিকে মোবাইল করে আসতে বলে দিয়েছেন তিনি।

সবাই চুপ। একজন আরেকজনের মুখের দিকে তাকাচ্ছে।

'খুনের ঘটনা ঘটছে,' নছু মোড়ল বলল অবশেষে, 'তোমার ডাইন হাত, জয়নালরে ঘাড় মটকাইয়া মাইরা রাখছে উত্তরের বন্দে, দেইখ্যা আসো, মাথা একদিকে আর শরীর আরেকদিকে'।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিস্ময়ে কথা বন্ধ হয়ে গেল আজিজ ব্যাপারীর। জয়নালের মৃত্যু সংবাদ আশা করেন নি তিনি। যে লোকটা এতো সাহসী তার ঘাড় মটকে মেরে ফেলেছে কেউ। ব্যাপারটা রীতিমতো অস্বাভাবিক। জয়নালের শরীরেও ছিল অসুরের মতো শক্তি। তাকে এভাবে কাত করেছে যে সে তাহলে কি পরিমান শক্তি ধরে, ভাবলেন আজিজ ব্যাপারী। বুকের কাছটায় ব্যথা করে উঠলো তার। গত কিছুদিনে জয়নালকে খুব আপন করে নিয়েছিলেন তিনি। মনে হলো সত্যি সত্যি নিজের ডান হাত খসে গেছে তার শরীর থেকে।

উত্তরের বন্ধের দিকে রওনা দিচ্ছেন তিনি। নিজের কিছু লোক এবং নছু মোড়লের স্যাথের লোকগুলোও পিছু নিয়েছে তার। দোকানের কর্মচারী ছেলেটা ছাতা ধরেছে মাথায়। নিজের অজান্তেই পেছনে তাকালেন আজিজ ব্যাপারী। বৃদ্ধ বাপকে দেখলেন উঠোনের মাঝখানের চেয়ারটায় বসে বসে ঝিমুচ্ছে। কেন জানি তার মনে হলো, এসবের পেছনে এই বৃদ্ধের কোন হাত আছে।

লাশটা জয়নালের। কোন সন্দেহ নেই। ৩৬০360 ডিগ্রি কোনে মাথাটা ঘুরিয়ে ফেলা হয়েছে। চোখ দুটো খোলা, রক্ত জমাট বেধে আছে সেখানে। মুখ দিয়েও অনেক রক্ত বের হয়ে পুরো পিঠ ভাসিয়ে দিয়েছে। বীভৎস দৃশ্য। আজিজ ব্যাপারী একবার তাকিয়ে মুখ সরিয়ে নিলেন। জয়নালের মতো সাহসী মানুষকে এভাবে কে মারতে পারে? ভূত, জ্বীন? আশপাশের সবাই জ্বীন, ভূতকেই খুনি হিসেবে মেনে নিয়েছে, কোন মানুষের পক্ষে এভাবে খুন করা সম্ভব না। এছাড়া উত্তরের এই বন্ধে অনেক অশরীরীর উপস্থিতি অনেকেই প্রত্যক্ষ করেছে। কাজেই জ্বীন-ভুতের হাতেই জয়নালের প্রান গেছে এ নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই আগত বেশিরভাগ মানুষের মনে। কিন্তু আইন-আদালত, পুলিশ তারা তো আর জ্বীন-ভূতের কথা মানবে না।

জয়নালের শত্রুরও অভাব ছিল না অবশ্য। পেশাদার খুনি হিসেবে অনেকের জান নিয়ে ছিল, কাজেই কেউ প্রতিশোধ নিতে পারে, অস্বাভাবিক কিছু না। পুলিশ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন ব্যাপারী, জয়নাল তার এখানেই কাজ করতো, এছাড়া এই অঞ্চলের চেয়ারম্যানও তিনি, কাজেই চলে আসাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে বলে মনে হলো না।

* * *

আরো একটা অপারেশন ব্যর্থ হয়ে গেছে। আকবর আলী মৃধা নিজের কক্ষে বসে গজগজ করছেন। হাতে পেয়েও শিকার ছুটে গেছে। দৈবক্রমে রাশেদকে পাওয়া গিয়েছিল শাহবাগ মোড়ে। অপেক্ষা করছিল কারো জন্য। কাঁধে ঝোলান ছিল শামীমের সেই ট্রাভেল ব্যাগটা। চারজন লোক পাঠিয়েছিলেন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তিনি, তৎক্ষণাৎ। তারপরও কাজ হয় নি, ব্যর্থ হয়েছে তার শিষ্যরা। রাশেদের ছবি পকেটে নিয়ে ঢাকার রাস্তায় নেমেছে তার তিনশ শিষ্য। কাজেই খুব শিগগিরিই রাশেদের খবর আবার পাওয়া যাবে এই ব্যাপারে নিশ্চিত তিনি। কিন্তু একটা জিনিস পোড়াচ্ছে তাকে, ঘটনাস্থলে আরো একজন ব্যক্তির উপস্থিতি। এই লোকটা এর আগেও রাশেদকে নিয়ে পালিয়েছিল, পরেরবার সময়মতো উপস্থিত হয়েছে একটা মাইক্রো নিয়ে। এই লোকটার পরিচয়ও জানতে হবে, তাহলে রাশেদকে বের করা খুব কঠিন হবে না।

ডঃ কারসনকে আপাতত ড্রাগ দিয়ে রাখা হচ্ছে। সারাক্ষন ঘুমের মধ্যে আছে লোকটা। পত্রিকায় খবর বের হচ্ছে। ব্রিটিশ সরকার শঙ্কিত। দেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো উঠে পড়ে লেগেছে ডঃ কারসনকে উদ্ধার করার জন্য। কাজেই যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হচ্ছে আকবর আলী মৃধাকে। শিষ্যদের মধ্যে অল্প কয়েকজন জানে, বেশি লোক জানলেই সমস্যা।

আরো অনেক কিছু নিয়ে কাজ করছেন আকবর আলী মৃধা। নিজের অস্তিত্ব এবং লুসিফারের চেতনা আরো বড় আকারে ছড়িয়ে দেয়ার প্ল্যান করছেন তিনি এখন। সেজন্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা গ্রহন করেছেন তিনি। সফটওয়্যার তৈরির কাজ চলছে। সেই সফটওয়্যারের মাধ্যমে একজন আরেকজনের সাথে যোগাযোগ করবে, দলের কর্মসূচী সম্পর্কে জানবে, অংশগ্রহন করবে। পুরো সংগঠনটা সাজানো হবে একটা মাকড়শার জালের মতো করে। মাঝখানে থাকবেন তিনি। সেই সংগঠনের মাধ্যমে একসময় পুরো বাংলাদেশের উপর কব্জা করতে হবে। আস্তে আস্তে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে হবে পুরো পৃথিবীময়। কিন্তু এতে সময় লাগবে অনেক। এক জীবনে এতো বড় একটা কাজ শেষ করে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। এখন দরকার অস্বাভাবিক কিছু। যা স্বাভাবিক জীবনকে আরো দীর্ঘায়িত করবে। সেই প্রাচীন বই, যার মর্ম তিনি বুঝতে পারেন নি, তাই হেলাফেলা করে লুকিয়ে রেখেছিলেন সোফার নীচে। রাগে-দুঃখে এখন মাথার চুল ছিড়তে ইচ্ছে করে।

মোবাইল ফোনটা বেজে উঠলো এই সময়।

'হ্যাল্লো, কি খবর বলো?' আকবর আলী মৃধা বললেন।

'ওস্তাদ, আর কতোদিন পিছে পিছে ঘুরমু, এবার নতুন কিছু দ্যান," ওপাশ থেকে বলল লোকটা।

'আমি যতক্ষন না বলবো, অনুসরন চালিয়ে যাও, ঠিক দুইদিন পর ফাইনাল রিপোর্ট দেবে আমাকে।'

'ঠিক আছে, ওস্তাদ।'

'ওস্তাদ বলা বন্ধ করো, এরপর আর যেন না শুনি,' গম্ভীর কণ্ঠে বললেন আকবর আলী মৃধা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ঠিক আছে, বস।'

'আগামীকাল তোমার একাউন্টে টাকা ঢুকে যাবে, যে কাজটা করতে দিয়েছি সেটা ছাড়া অন্য কোন দিকে মনোযোগ দেবে না।'

'ঠিক আছে।'

রেখে দিলেন ফোনটা। এই লোকটা তার খুবই বিশ্বস্ত। আজ পর্যন্ত দুজনের দেখা হয় নি। প্রায় তিনবছর হয়ে গেল। বয়স্ক একটা লোক। একা থাকে। পরিবার-পরিজন কেউ নেই। একটা গাড়ি আছে। লোকটার কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র অনুসরন করা, তথ্য জোগাড় করা, এর বেশি কিছু না।

পায়চারী করছেন এখন আকবর আলী মৃধা। সন্ধ্যায় শিষ্যদের সাথে বসতে হবে। নতুন নতুন মুখ আসছে প্রতিদিন। লুসিফারের সেবায়। ঠোঁটের কোনে একটু হাসি ফুটে উঠল তার। শুধু লুসিফারের সেবাই তার মূখ্য উদ্দেশ্য নয়। আরো বড় ইচ্ছে আছে তার। অনেক বড়।

* * *

লোকালয় এড়িয়ে চলছে সে। বরফে ঢাকা পথ, তুষারপাত, হাঁড়কাপানো শীত,ক্ষুধা গতকিছুদিন ধরে এগুলোই তার পথের সাথী। দীর্ঘ পথ হাঁটার ক্লান্তি , সাথে রাজ্যের ক্ষুধা, বড় একটা গাছের ছায়া বেছে নিয়ে বসল সে। এই অঞ্চল তার একেবারেই অচেনা। ভাষাও অপরিচিত। কিন্তু বাঁধা যাই থাকুক না কেন, এখন আর থামার উপায় নেই, পিছু ফেরার কোন পথ নেই। খাবার-দাবার সাথে নেই। তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে। গতকিছুদিন ভালোই ছিল সে। খাবার-দাবার, থাকার জায়গা কিছুরই অভাব ছিল না। কিন্তু লোভের কাছে সব জলাঞ্জলী দিয়েছে সে।

আজ নিয়ে প্রায় ছয় দিন হাটছে।

সাথে দুটো বড় সুটকেস।

রামপ্রসাদ জানে মালিক পিছু নিয়েছেন। গত কিছুদিন একসাথে থাকার পর একটা দৃঢ় বিশ্বাস মনে বাসা বেঁধেছে তার। এই লোক খুব সাধারন কেউ না। অলৌকিক কোন ক্ষমতা এর অবশ্যই আছে। পালাতে গিয়ে তাই বারবার হিসেব করেছে সে। পালানোটা কি ঠিক হবে না হবে না। পালালে কখন পালাতে হবে, ইত্যাদি। কিন্তু ধৈর্যে আর কুলায় নি। তিব্বতে এসে ধারনা হয়েছিল এটাই আপাতত তাদের শেষ গন্তব্যস্থল। এখানেই হয়তো মালিক থিতু হয়ে বসবেন। ইচ্ছে ছিল আরো কিছুটা দিন অপেক্ষা করার। কিন্তু লোভ? একে জয় করা আসলেই কঠিন।

মালিক হিসেবে লোকটার তুলনা চলে না। অসাধারন একজন মানুষ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যখন যা চেয়েছে তাই পেয়েছে রামপ্রসাদ। সেই বোম্বেতে দেখা হয়েছিল লোকটার সাথে। রামপ্রসাদ সেদিন রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে ছিল। আগের দিন রাতে কিছু গুন্ডার সাথে হাতাহাতির ফলস্বরুপ। মুখের উপর রক্ত জমাট বেঁধে গিয়েছিল, পাঁজরের হাড় ভেঙ্গে গিয়েছিল দুটো। নড়াচড়ার শক্তি ছিল না। সেই সময় মালিক এসেছিল এক দেবদূতের মতো। পথে পড়া থাকা এক অচেনা মানুষকে সেবা করে সুস্থ করে তুলেছিল। তারপর তার পিছু ছাড়েনি রামপ্রসাদ। বোঝাগুলো নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিল সে। কিন্তু কতোদিন আর পেছন পেছন চলা যায় কাঁধে দুটো বড় বোঝা নিয়ে? অনেক অনেক বার চিন্তা করেছে সে, এই সুটকেসগুলোতে কি আছে, কি থাকতে পারে। জবাব মেলে নি। মালিককে জিজ্ঞেস করলে লোকটা শুধু হাসতো, উত্তর দিতো না। এখন বোঝ?

বেঈমানী করলে ফল ভালো হয় না, ছোট কালেই শিক্ষাটা পেয়েছিল রামপ্রসাদ। কিন্তু শিক্ষাটা ধরে রাখা হয় নি তার। এজন্য নিজের মনের কাছেই অনেক ছোট হয়ে আছে। যে লোকটা তার জীবন বাঁচিয়েছে তার সবকিছু নিয়ে পালাচ্ছে। কাজটা ঠিক হয় নি, কিন্তু এখন ছুঁড়ে মারা বর্শা আর ফেরাতে চায় না সে।

দূরে একটা হরিন চোখে পড়ল রামপ্রসাদের। বেশ তাগড়া সাইজের। পেট মুচড়ে উঠলো তার। গত কয়দিন দানাপানি পেটে কিছুই পড়েনি। সেদিন রাতে তাড়াহুরোয় বের হয়ে আসার কারনে, খাবার-দাবার জোগাড় করা যায় নি। একটু মাংস পেলে শরীরে বল পাওয়া যেতো। এই হরিনটা থেকে একটু দূরে ছোটখাট একটা হরিনের পাল চোখে পড়ল তার। বিভিন্ন আকারের হরিন আছে পালটায়। কোমর থেকে ছুরিটা বের করল সে। এই ছুরি দিয়ে শিকার করাটা হবে প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। কিন্তু বেঁচে থাকতে হলে অসম্ভবকেই সম্ভব করতে হবে।

গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে গেল সে হরিনের পালটার দিকে। সুবিধা হচ্ছে বড় বড় কিছু ঝোপ রয়েছে আশপাশে, তার আড়ালে অনায়াসে একজন মানুষ লুকিয়ে থাকতে পারে। ছোটখাট একটা বাচ্চা হরিন নিশানা করে এগুল সে। ছুরি দিয়ে নিশানা ভেদ করতে সে দারুন পারদর্শী। তাই বেশিক্ষন লাগল না হরিনটা শিকার করতে।

হরিণটাকে কাঁধে ঝুলিয়ে বড় গাছটার নিচে চলে এলো রামপ্রসাদ। সারা শরীর রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে। শুকনো কিছু পাতা জোগাড় করে রাখল। আগুন জ্বালাতে কাজে লাগবে। ছাল ছাড়িয়ে মাংস কেটে ছোট ছোট টুকরো করলো। কোমরে বাঁধা একটা ঝোলায় নিয়ে নিলো বেশিরভাগ টুকরো। পড়ে আগুনে জ্বালিয়ে খাওয়া যাবে। আপাতত দু-তিন টুকরো হলেই হবে তার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাথর ঘষে আগুন পুড়িয়ে সে। তারপর হরিনের মাংসের টুকরোগুলো ধরল আগুনের উপর। একেবারে কাঁচা গেলে পেটে সইবে না। সময় নিয়ে মাংসগুলো পুড়িয়ে খেল সে।

পেট ভরেছে রামপ্রসাদের। কিন্তু জানে না, এই আগুন জ্বালিয়ে নিজের বিপদকেই কাছে টেনে এনেছে। দূরে তার মালিক এই ধোঁয়ার চিহ্ন দেখতে পেয়ে পথ পরিবর্তন করে এখন এদিকেই আসছে। যদিও সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারনা নেই রামপ্রসাদের। খাওয়ার পর তার এখন ঘুমানো দরকার। চোখ বন্ধ হয়ে আসছে।

* * *

অনেক দিন পর নিজের ভেতর একধরনের সজীবতা অনুভব করছেন তিনি। এতোদিন মনে হচ্ছিল সত্যি বয়স হয়ে গেছে, আর কিছুই করার নেই। কিন্তু পৃথিবীটা আবার নতুন মনে হচ্ছে। চারপাশের বাতাস, ফুল-পাখী, মাটির সোঁদা গন্ধ সবই নতুন করে অনুভব করছেন। বেঁচে থাকাটা শুধুই একটা অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছিল, প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠা, উঠোনে নির্বাক, স্থানুর মতো বসে থাকা, তারপর আবার ঘুমানো। এভাবে দিনের পর দিন পার হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু এখন, নিজেকে আবার সজীব, ঝরঝরে মনে হচ্ছে। এখানে, সাধারন এই গ্রামে আর কতোদিন।

গ্রামে নতুন একটা ঝামেলা হয়েছে। জয়নালের লাশ পাওয়া গেছে উত্তরের বন্ধে। তা নিয়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে জল্পনা-কল্পনার শেষ নেই। যে যার মতো ব্যাখ্যা দিচ্ছে। তবে সবচে জনপ্রিয় ধারনা হচ্ছে, জয়নালের মৃত্যু হয়েছে কোন জ্বীনের হাতে। কারন, কোন মানুষই এতো সহজে একটা লোকের মাথা ঘুরিয়ে মেরে ফেলতে পারে না। উত্তরের বন্ধে সন্ধ্যার পর লোকজনের আনাগোনা কমে গেছে। উঠোনে বসে বসে হাসেন মজিদ ব্যাপারী। শক্তি পরীক্ষা হয়ে গেছে। পরীক্ষার ফলাফলে তিনি খুব খুশি।

এই অঞ্চলের প্রতি কেমন একটা টান এসে গেছে তার। এখানেই জীবনে প্রথমবারের মতো এক নারীর সান্নিধ্যে এসেছিলেন তিনি, প্রথমবারের মতো সন্তানের মুখ দেখেছিলেন, নিজের প্রথম বংশধর। এখন কিভাবে চলে যাবেন, ভাবতেই বুকের ভেতরটা হু হু করে উঠে।

জয়নাল লোকটা ছিল শক্তিশালী। কিন্তু তাকে কাবু করতে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হয় নি তাকে। অসুরের মতো শক্তি এখন তার শরীরে। এই অবস্থায় সারাদিন অক্ষমের মতো বসে থাকার চেয়ে কষ্টকর কাজ আর কিছু নেই।

পুলিশের কিছু লোক এসেছে। বৈঠকখানায় বসানো হয়েছে তাদের।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এরকম খুন-খারাপি গ্রামে-গঞ্জে হয়ই। চেয়ারম্যানের খাস লোক ছিল, তাই ধারনা করা হচ্ছে শত্রুতা করে খুনটা করেছে কেউ। আশপাশে জিজ্ঞাসাবাদও করেছে পুলিশ। কিন্তু কেউ কিছু দেখেনি, কেউ কিছু শোনে নি।

লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন মজিদ ব্যাপারী। খুড়িয়ে খুড়িয়ে হাঁটার অভ্যাসটা ভালোই করেছেন। কেউ বুঝতেও পারবে না সব কিছুই অভিনয়।

পুলিশের একটা লোক এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। প্রায় থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন মজিদ ব্যাপারী। একেবারে সেই লোকটার মতো দেখতে, দাঁড়ানো, তাকানোর ভঙ্গি। সেই তিব্বত থেকে যাকে অনুসরন করে এই শ্যামল দেশে ঢুকে পড়েছিলেন তিনি বহুদিন আগে, সেই একই চেহারা। কিন্তু এ সেই লোক নয়, হতে পারে না।

'কিছু বলবা?' পুলিশটাকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'না, চাচা মিয়া,' পুলিশটা উত্তর দিল।

আস্তে আস্তে হেঁটে চলে এলেন উঠোনের বাইরে। অসম্ভব রোদ উঠেছে। চলে যাবার সময় এসে গেছে মনে হচ্ছে। এখানে কিছুই আর ভালো লাগছে না। মনে হচ্ছে এখানে থাকলে আরো অনেক ক্ষতি হবে। নিজেকে গোপন রাখার জন্য মুখ বন্ধ করার একমাত্র কৌশলটা আর ভালো লাগছে না মজিদ ব্যাপারীর। হত্যা কোন সমাধান হতে পারে না। অন্য কিছু ভাবতে হবে।

হাটতে হাঁটতে বাড়ির সীমানা পেরিয়ে চলে গেলেন অনেক দূরে। ইচ্ছে করছে এসব ছেড়েছুড়ে চলে যেতে। কিন্তু এখনকার দিন আর আগের মতো নেই। ইচ্ছে করলেই এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাওয়া যায় না। পাসপোর্ট, ভিসা, নাগরিকত্ব ইত্যাদি অনেক কিছুই চালু হয়েছে। সবাই সবার সীমানা সংরক্ষনে ব্যস্ত। কাজেই এখন অন্য কোথাও যেতে হলে অনেক চিন্ত ভাবনা করে এগুতে হবে। আগে সীমানা ছিল উন্মুক্ত, যে কেউ চাইলে যে কোন দেশে যেতে পারতো, এখন তা সম্ভব না। সেজন্য লাগবে নতুন পরিচয়। লাগবে পাসপোর্ট। টাকা খরচ করলে সবকিছুই সম্ভব। এই অজ পাড়াগাঁয়ে থেকে তা জোগাড় করা সম্ভব হবে না। রাজধানীতে যেতে হবে। সেখানে নাকি সবই সম্ভব। ঢাকার বাতাসে টাকা ওড়ালে যে কোন কিছু পাওয়া যায়।

কিন্তু এখনো পুরোপুরি মনস্থির করতে পারেন নি মজিদ ব্যাপারী। আগে যা হয়নি এখানে থেকে তাই হয়েছে, মায়া পড়ে গেছে জায়গাটার উপর। এখানকার শান্তশিষ্ট জীবন আর কোথাও কি পাওয়া যাবে, হয়তো না। কিন্তু ঝুঁকি নেয়ার সময় চলে এসেছে। রাজধানীতেই হয়তো যেতে হবে। ঢাকা, সে কি খুব দূর? দূর বলে কি কোন কিছু তার অভিধানে আছে? হাসলেন মজিদ ব্যাপারী। নেই। এতোদূর এসেছেন তিনি, এখন দূরকে ভয় পেলে চলবে?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২০

বাড়িটা একটা প্রাসাদের মতো। সামনে বিশাল বাগান। মাঝখান দিয়ে একটা রাস্তা চলে গেছে। রাস্তার শেষ মাথায় সিঁড়ি দিয়ে কিছুটা উঠে বাসায় ঢোকার দরজা। দরজাটা কাঠের তৈরি, অনেক পুরানো এবং নানা নকশাকাটা। ভেতরে ঢুকেই দেখা গেল এলাহী কান্ড। নিচে বসার জায়গা। মাঝখান দিয়ে সিঁড়ি চলে গেছে দোতলায়। দুপাশে সারি সারি রুম। বসার জায়গাটা সাজানো দারুনভাবে। মনে হয় পুরানো কোন জমিদার বাড়ি এটা। নতুন করে আবার সাজানো হয়েছে। বসার জায়গাটা শৌখিন এবং দামি সব আসবাবপত্রে সাজানো। দেয়ালে ঝুলে আছে স্টাফ করা বিভিন্ন প্রানীর মাথা। ভালুক, হরিন, বাঘ সবই সাজানো আছে সারি করে। উপরে ঝুলছে ঝাড়বাতি।

মাইক্রোবাসে করে কিছুক্ষন আগে এখানে এসে পৌছেছে রাশেদ। বেশিক্ষন হয় নি। সোফায় বসে আছে। একপাশে ডঃ আরেফিন, উল্টোদিকে ডঃ শাখাওয়াত।

ডঃ শাখাওয়াতকে ভালো করে পর্যবেক্ষন করে নিয়েছে রাশেদ। ভদ্রলোক বশানুক্রমিক বড়লোক, খানদানী। এদের পুবপুরুষরা জমিদার ছিল। জমিদারী নেই এখন, কিন্তু সেই হাব-ভাব রয়ে গেছে। একটা পাইপ ধরিয়েছেন ডঃ শাখাওয়াত। বেশ মানিয়েছে লোকটাকে। অভিজাত একটা ভাব আছে চেহারায়, কিংবা পাইপ টানার কারনেই হয়তো এরকম লাগছে। গন্ধটা এতো সুন্দর, নামটা জেনে নিতে হবে ভাবল রাশেদ।

'তোমার নাম রাশেদ?' পাইপ সরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ডঃ শাখাওয়াত।

'জি,' একটু অবাক হলো রাশেদ। এই প্রশ্নের উত্তর ভদ্রলোকের জানা আছে বলেই তার ধারনা।

'তুমি শামীমের বন্ধু?'

'জি।'

'শামীম তোমাকে ব্যাগটা দিয়ে কি বলেছিল? তোমার মনে আছে?'

উত্তর দিলো না রাশেদ। তাকাল ডঃ আরেফিনের দিকে। তিনি নিশ্চুপ। তবে ইশারা করলেন যেন প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয় রাশেদ।

'দেখুন স্যার, সবকিছু আমি খুলে বলেছি ডঃ আরেফিন স্যারকে, এখন খুব ক্লান্ত আমি, এক গ্লাস পানি দিতে বলুন আমাকে।' রাশেদ বলল।

ডঃ শাখাওয়াত নিজেই উঠে গেলেন। পাশের একটা টেবিলে পানির জগ ছিল, একটা গ্লাসে পানি ঢেলে নিয়ে এসে দিলেন রাশেদকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পানি খেল রাশেদ।

তাকাল ডঃ আরেফিনের দিকে। ভদ্রলোক একেবারে চুপচাপ এখানে। কথা বলছেন না বললেই চলে।

'শামীম আমাকে কিছু বলে নি, একটা চিঠি রেখে গিয়েছিল,' বলল রাশেদ।

'চিঠিটা এখন কোথায়?'

'সাথে নেই, সম্ভবত হলের রুমেই রেখে এসেছি,' মিথ্যে বলল রাশেদ। সাথে আছে বললে ভদ্রলোক হয়তো চাইতে পারেন। জিনিসটা হাতছাড়া করার কোন ইচ্ছেই তার নেই। এই চিঠিই হয়তো তাকে বাঁচাতে পারে। ম্যানিব্যাগের এক কোনায় সযতনে ভাঁজ করে রেখে দিয়েছে রাশেদ চিঠিটা।

'আচ্ছা, ঠিক আছে,' বললেন ডঃ শাখাওয়াত, তাকালেন ডঃ আরেফিনের দিকে, 'প্রাচীন সেই বইটা কি দেখানো যাবে?'

বইটা ব্যাগেই আছে। মানা করে লাভ হবে না। চেইন খুলে সাবধানে বইটা বের করল রাশেদ। সামনে রাখা টি-টেবিলের উপর রাখল বইটা।

ডঃ শাখাওয়াত ঝুকে হাতে নিলেন বইটা। পর্যবেক্ষন করছেন গভীর মনোযোগে। উল্টেপাল্টে দেখছেন জিনিসটা। অবিশ্বাসের ছোঁয়া তার চোখে। যেন বিশ্বাসই করতে চাইছেন না। ডঃ আরেফিনের দিকে তাকালেন তিনি, তারপর রাশেদের দিকে।

'এই বইটা, আমার ধারনা মতে, এর বয়েস, একহাজার বছরের কম হবে না,' ডঃ শাখাওয়াত বললেন ধীর স্বরে। 'আপনাদের দুজনের জন্যই একটা কুইজ, বলুনতো ছাপানো বই হিসেবে স্বীকৃতি কোন বইটির?'

'বাইবেল, গুটেনবার্গের প্রেসের প্রথম বই ছিল সেটি,' উত্তর দিল রাশেদ। কিছুদিন আগেই গুটেনবার্গের ছাপাখানা আবিষ্কার নিয়ে একটা আর্টিক্যাল পড়েছিল সে একটা ম্যাগাজিনে।

'রাইট, গুটেনবার্গের বাইবেল প্রথম ছাপা হয়েছিল কতো সালে, তা বলতে পারবেন কেউ?'

'সঠিক সাল জানা যায় নি, ধারনা করা হয়, ১৪৫৫-এর মধ্যে বাইবেল ছাপানো হয়।'

'এবারো সঠিক উত্তর। এবার আসা যাক, আমার হাতের এই বইটার ক্ষেত্রে। এর বয়স কমপক্ষে একহাজার বছর হবে। এটা আমার একটা অনুমান। কার্বন টেষ্ট করতে দিলে আসল বয়স বের করতে পারবো আমরা,' বললেন ডঃ শাখাওয়াত।

রাশেদ তাকাল ডঃ আরেফিনের দিকে। ভদ্রলোক এখনো নিশ্চুপ। গভীর মনোযোগে শুনছেন সিনিয়র সহকর্মীর কথা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমি কালকেই এর কার্বন টেস্টের ব্যবস্থা করছি, আসল বয়স বের করা গেলে সিদ্ধান্ত নেয়া সহজ হবে আমাদের জন্য।'

উঠে দাঁড়ালেন ডঃ শাখাওয়াত। পায়চারী করছেন। বইটা এখনো হাতে তার। চিন্তিত।

'আমাদের এখন কি করা উচিত?' জিজ্ঞেস করলেন ডঃ আরেফিন।

'আপনারা চলে যান, কাল দুপুরে চলে আসবেন আমার অফিসে, সেখানেই কার্বন টেস্টের রেজাল্ট পেয়ে যাবো আমরা।' বললেন ডঃ শাখাওয়াত।

'তাহলে কাল সকালেই বইটা নিয়ে আসবো আপনার অফিসে,' রাশেদ বলে উঠল, বইটা সে একরাতের জন্যও হাতছাড়া করতে চাইছে না।

ডঃ শাখাওয়াত তাকালেন রাশেদের দিকে, অবাক দৃষ্টিতে। যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না রাশেদ এই মাত্র যা বলল। ডঃ আরেফিনের দিকেও তাকালেন। যদিও সেখানে কোন উত্তর পেলেন না।

'তুমি কি আমাকে অবিশ্বাস করছো?' শান্ত সুরে জিজ্ঞেস করলেন ডঃ শাখাওয়াত।

'এখানে অবিশ্বাস করার কিছু নেই,স্যার। এই বইটাই আমার রক্ষাকবচ। যেকোন মূল্যে বইটা হাতছাড়া করতে রাজি নই আমি। আপনি কষ্ট পেলে আমি দুঃখিত।' উত্তর দিল রাশেদ। উঠে দাঁড়াল।

কিছু বললেন না ডঃ শাখাওয়াত। চুপচাপ হাটছেন। পাইপ নিভে গেছে সেদিকে খেয়াল নেই। উশখুশ করছে রাশেদ। এখানে বসে থেকে কোন কাজ নেই। শুধু শুধু এই লোকটাকে জানাতে গেছে ডঃ আরেফিন, ভাবল সে। এমন কোন কাজে লাগবে না লোকটা।

'আমরা তাহলে উঠি, কাল সকালে আসছি আপনার অফিসে?' ডঃ আরেফিন বললেন, উঠে দাঁড়িয়েছেন তিনিও।

'আচ্ছা, ঠিক আছে, সকালেই আমাকে একটা ফোন দেবেন, আসার আগে,' ডঃ শাখাওয়াত বললেন।

প্রাসাদোপম বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এলো দুজন কিছুক্ষনের মধ্যেই। ক্লান্ত দেখাচ্ছে দুজনকেই। ডঃ আরেফিনকে মনে হচ্ছে বেশি পরিশ্রান্ত, বিমর্ষ এবং হতাশ। রাশেদ চুপচাপ হাঁটছে। বিদেশী এবং দেশী, দুজন বিশেষজ্ঞই বইটা নিজের কাছে রাখতে চেয়েছিল, ব্যাপারটা ভেবে অবাক হলো রাশেদ। হয়তো কোন অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না তাদের, কিন্তু ঝুঁকি নেয়ার মতো অবস্থায় নেই সে। এই বইটাই একমাত্র সম্বল, যা শামীম তার জন্য রেখে গেছে। সবচেয়ে মূল্যবান হচ্ছে চিঠিটা যা এখন তার ম্যানিব্যাগে আছে, যদিও নিরাপরাধ প্রমানের জন্য তা যথেষ্ট কি না বেশ সন্দেহ আছে তার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দুপুর হয়ে গেছে, বেশ খিদে পেয়েছে রাশেদের। সূর্য এখন মধ্যগগনে। গনগনে আগুন ছড়াচ্ছে। ঘামে শরীর ভিজে গেছে। পাশে একজন শিক্ষক হাঁটছেন, একেবারে অলস, নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে।

'রাশেদ, বইটা কি সম্পর্কিত ধারনা আছে তোমার?' হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করলেন ডঃ আরেফিন।

'না, ধারনা নেই।'

'আমার ধারনা, অনন্ত জীবন লাভের উপায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই বইটায়। দারুন আগ্রহ জন্মেছিল আমার, ঘুম না আসার যোগাড়। মনে হয়েছিল, যদি পেতাম তাহলে যেকোনভাবেই হোক না কেন, অমরত্ব জিনিসটা হাসিল করে ছাড়তাম আমি। কিন্তু এখন ভাবছি...' বড় করে একটা নিঃশ্বাস নিলেন ডঃ আরেফিন, 'ভাবছি, কি হবে এতো দীর্ঘ জীবন নিয়ে, একটা জীবন এমনিতেই কেটে যাবে, শুধু শুধু তা দীর্ঘায়িত করে কি লাভ।'

ব্যক্তিগত জীবনে ভদ্রলোক সুখি নন, ভাবল রাশেদ। এমন একটা জিনিস কাছে থাকা মানে রাজ্য জয় করার মতো অবস্থা। কিন্তু ভদ্রলোক অন্যভাবে চিন্তা করছেন পুরো জিনিসটা। সে নিজেও অবশ্য অনন্তকাল বাঁচার আশা করে না। কি হবে এতো বেঁচে থেকে?

একটা সিএনজি নিয়ে নিলো দুজন। গন্তব্য ডঃ আরেফিনের বাসা।

* * *

ক্লাস করতে ইদানীং ভালো লাগেনা লিলির। একঘেয়ে হয়ে গেছে জীবনটা। রাশেদ নেই। শামীম নেই। এরা দুজনই ছিল তার বন্ধু, বাকিদের সাথে এতোদিন পরেও ঠিকমতো মেশা হয় নি তার। ফলে ক্লাস করেই চলে আসে বাসায়। আজ তাড়াতাড়ি ক্লাস শেষ হয়ে যাওয়াতে দুপুরের মধ্যেই বাসায় ফিরেছে সে। এখন টিভিতে খবর দেখছে। নতুন এক ঘটনা নিয়ে খুব আলোড়ন তৈরি হয়েছে। ব্রিটিশ এক প্রত্নতাত্ত্বিক অপহৃত হয়েছেন। টিভি চ্যানেলগুলো সেই খবর নিয়েই মেতেছে। পুলিশ, গোয়েন্দা কিংবা অন্যান্য আইনশৃংখলা বাহিনী কিছুই করতে পারছে না। সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড থেকে লোক আসবে। কারন ব্রিটিশ সরকার ব্যাপারটাকে সবোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে।

রাশেদ ফোনও করে না কিছুদিন হলো। কেমন আছে, কি করছে, কে জানে। সবসময়ই একধরনের টেনশন কাজ করছে। খবর পাওয়ার একমাত্র উপায় পুলিশের এক আত্মীয়। কিন্তু তার ধরন-ধারন সুবিধার নয়। প্রেম প্রেম ভাব আছে, যা একেবারেই সহ্য করতে পারে না লিলি।

www.BanglaBook.org

কলিংবেল বেজে উঠলো এই সময়।

উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল লিলি। অতিথিকে দেখেই ভাবল, এই লোকের হায়াত অনেক বেশি। মাত্রই পুলিশের এই আত্মীয়টার কথাই ভাবছিল সে। কামরুল নাম লোকটার। দূরসম্পর্কের এক মামার ছেলে।

'আসতে পারি?' কামরুল বলল। বেশ বিনীত ভঙ্গীতে, পুলিশের পোষাকে যা খুব একটা মানায় না।

'আসুন,' হাসিমুখেই বলল লিলি। যদিও এখন মেজাজ তুমুল খারাপ হয়ে গেছে তার।

উল্টোদিকের সোফায় বসল লোকটা।

'আপনি তো কখনো এই সময় আসেন না?' জিজ্ঞেস করল লিলি।

'ঠিক বলেছো, আসলে বিশেষ একটা কাজে এসেছি তোমার কাছে,' কামরুল বলল।

'আমার কাছে কাজ?' বেশ অবাক হলো লিলি।

'হ্যা, শামীম হত্যার কেসটা এখন আমার হাতে। বিশিষ্ট একজন ব্যবসায়ীর ছেলে সে। সেই লোক এখন পাগলপ্রায়। ছেলের হত্যাকারীকে ধরার জন্য তিনি পুরো পুলিশ ফোর্সের উপর চাপ প্রয়োগ করেছেন। এটা আমার জন্য এক বড় চ্যালেঞ্জ, হত্যাকারীকে খুঁজে বের করতে হবে।'

'বুঝতে পেরেছি, কিন্তু এখানে আমার কি করার আছে?'

'আমার ধারনা রাশেদ এই কাজটা করে নি, কিন্তু সে জানে কে বা কারা করেছে। রাশেদ তোমার বন্ধু। সে কি কখনো তোমার সাথে যোগাযোগ করেছে?'

'না তো,' মিথ্যে বলল লিলি।

'আচ্ছা, অপেক্ষা করো, করতেও পারে। কারন ছেলেটার সাথে তোমার খুব ভালো সম্পর্ক। আমি জানি, খবর নিয়েছি। সত্যি কথা বলতে, খবরটা জেনে আমার খারাপই লেগেছে। যাই হোক, সে তোমার সাথে যোগাযোগ করবেই। কাজেই তার ভালোর জন্য তুমি তাকে বলবে আমার সাথে যোগাযোগ করতে। আমার নাম্বার আছে তোমার কাছে। তাইলে সে নিজেও খুনের দায় থেকে বাঁচতে পারবে, আমিও আসল খুনিকে ধরতে পারবো।'

চুপ করে থাকল লিলি। লোকটা তাহলে সব জেনে গেছে, রাশেদের সাথে তার সম্পর্ক শুধুই যে বন্ধুর মতো নয়, তা ইউনিভার্সিটির প্রায় সবাই জানে। এতে হয়তো লোকটার খারাপ লেগেছে। কিন্তু একদিক থেকে ভালোই হয়েছে, নিজের মুখে কিছু বলতে হয় নি।

'আমি তাহলে উঠি,' কামরুল উঠে দাঁড়াল।

'চা-কফি কিছু দিতে বলি,' লিলি বলল।

www.BanglaBook.org

'ধন্যবাদ, যেতে হবে আমাকে,' কামরুল বলল, তারপর চলে গেল।

দরজা লাগিয়ে আবার টিভি সেটের সামনে বসল লিলি। কামরুল যা বলে গেল তা কি আসলেই সত্যি। রাশেদের উপর পুলিশের কোন সন্দেহ নেই। এমনও তো হতে পারে এটা একটা ফাঁদ। টিভি বন্ধ করে চুপচাপ কিছুক্ষন বসে রইল লিলি। কান্না পাচ্ছে তার। মনে হচ্ছে সত্যি সত্যি বড় কোন বিপদে পড়েছে রাশেদ।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২১

লোকটাকে এখন চেনাই যাচ্ছে না। কোট স্যুট পড়ে কেতাদুরস্ত হয়ে এসেছে। পরিচিত কেউ দেখলে ভিমড়ি খাবে। নামীদামি একটা রেস্টুরেন্টে বসে আছে। কোনার একটা টেবিল আগে থেকেই রিজার্ভ করে রাখা ছিল। সেখানেই আধঘণ্টা ধরে বসে আছে লোকটা। শিষ্যদের কাছে তিনি মুর্তিমান আতংক, লুসিফারের চেলা, বাইরের মানুষের কাছে পরিচিত আকবর আলী মৃধা নামে।

অনেকক্ষন ধরেই অপেক্ষা করছেন আকবর আলী মৃধা। ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে বসেছেন যেন। সময় কাটতেই চায় না। প্রফেসর মানুষেরা ক্লাসে যায় দেরি করে, তাই সেটাই তাদের অভ্যাস হয়ে যায়, এই ভাবনাটা মাথায় ঘুরঘুর করছে। এরা কখনো সময়ের মূল্য বোঝে না।

যার সাথে দেখা করার কথা তিনি বিশিষ্ট একজন ভদ্রলোক, সমাজের মাথা। ধনসম্পদের পাশাপাশি সামাজিক স্বীকৃতিও আছে লোকটার। সরকারী দফতরের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এখন। একসময় ইউনিভার্সিটিতে ছেলেমেয়েদের নৃবিজ্ঞান পড়াতেন।

রাশেদের সাথে দুই-দুইবার যে লোকটাকে দেখা গেছে তার পরিচয় বের করতে পেরেছেন আকবর আলী মৃধা। সেও একজন প্রফেসর। নাম ডঃ আরেফিন। এই লোকটাও একসময় পড়াতো, এখন সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে কাজ করেন। যার সাথে দেখা করার জন্য এসেছেন তার সহকর্মী লোকটা।

ঘড়ির দিকে তাকালেন। ছয়টা বাজতে চলল। আর দশমিনিটের বেশি অপেক্ষা করা যাবে না, শিষ্যদের নিয়ে সান্ধ্যকালীন সভায় বসেন তিনি। এই অনুষ্ঠান কোনভাবেই বাদ দেয়া সম্ভব নয়। সেখানে শিষ্যদের সাথে নানা বিষয়ে কথা বলেন। রাজনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস, ভূগোল সবই আলোচনা করা হয়। তিনি চান শিষ্যরাও জ্ঞানী হোক, তাতে ভবিষ্যতে যে দলটা তিনি করেছেন তাদের কেউ হারাতে পারবে না। তবে শিষ্যদের মধ্যে গাধা-গবেটই বেশি।

পরিচিত লোকটাকে আসতে দেখা গেল, এই গরমেও স্যুট-টাই পরনে। বয়সের ছাপ পড়েছে চেহারায়, তা না হলে দেখতে আগের মতোই আছে, ভাবলেন আকবর আলী মৃধা। এই বয়স্ক লোকটা তার একসময়ের বন্ধু। শাখাওয়াত হোসেন, এখন নামের আগে ড বিসর্গ যোগ হয়েছে। ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময়গুলোর কথা মনে পড়লো, কতোদিন আগের কথা!

www.BanglaBook.org

'আসাদ, কেমন আছিস?' পাশে বসতে বসতে বললেন ডঃ শাখাওয়াত।

একটু অবাক হলেন আকবর আলী মৃধা, আসাদ? সে আবার কে? পরমুহূর্তে নিজের আসল নামটা মনে পড়ে গেল তার। আসাদ শিকদার, এটাই ছিল তার পিতৃপ্রদত্ত নাম। অনেক দিন পর কেউ এই নামে ডাকলো।

'আমি ভালো, তোর খবর কি?' আকবর আলী মৃধা বললেন।

'এই তো, চলছে আর কি,' বললেন ডঃ শাখাওয়াত, আশপাশে তাকাচ্ছেন, খুঁজছেন কাউকে, সম্ভবত ওয়েটারকে। 'আচ্ছা, তুই আমাকে খবর দিলি কি মনে করে? তাও এতো দিন পর?'

'আছে, কারন আছে।' আস্তে আস্তে বললেন আকবর আলী মৃধা।

ওয়েটারকে কিছু খাবারের অর্ডার দিলেন ডঃ শাখাওয়াত। কাবাব জাতীয় খাবার, সাথে নান, কোক। অনেকদিন এইসব খাওয়া হয় না তার। আজ অনেক পুরানো এক বন্ধুর সাথে দেখা, এই উপলক্ষে খাওয়া যেতেই পারে।

'তোর কারন আগে শুনি? নিশ্চয়ই ছোটখাট কিছু হবে না?' ডঃ শাখাওয়াত বললেন, 'তোকে যতটুকু চিনি আমি, একেবারে বদলাসনি তুই, আগের মতোই উদ্ভট চিন্তাগুলো তোর মাথায় ঘোরাঘুরি করে।'

'ভুল বলিস নি একেবারে, এবারও হয়তো অন্ধের মতো কিছু একটার পিছে ঘুরছি, পরে দেখা যাবে কিছুই না।'

ডঃ শাখাওয়াতের ফোন নাম্বার জোগাড় করা খুব কঠিন কিছু ছিল না। শুধু ভাবছিলেন, এতোদিন পর ডাকলে আসতে রাজি হবে কি না। কিন্তু খুব জোরাজুরি করতে হয় নি। এমনিতেই রাজি হয়ে গেছে পুরানো বন্ধুর সাথে দেখা করার জন্য, ভাবছেন আকবর আলী মৃধা। প্রস্তাবটা আজই দিতে হবে। রাজি হবে কি না কে জানে। রাজি হলে ভালো তবে রাজি না হলে উপায় একটাই। মৃত্যু। কারন তার গোপনীয়তা যে কোন ভাবেই হোক রক্ষা করতে হবে।

'শাখাওয়াত, একটা কথা বলার জন্য ডেকেছি তোকে,' ইতস্তত করে শুরু করলেন আকবর আলী মৃধা।

'বল না, সমস্যা কি?'

ওয়েটার এসে খাবার সার্ভ করে গেল, ফলে দুজনেই চুপ রইলো কিছুক্ষন।

'ঘটনা হচ্ছে, তোর এক সহকর্মীকে আমার খুব দরকার, তার কাছে এমন একটা জিনিস আছে, যা যেকোন মূল্যে পেতে হবে আমাকে, এই কাজে সাহায্য করতে পারিস তুই,' বললেন আকবর আলী মৃধা।'

অবাক হয়ে কিছুক্ষন তাকিয়ে রইলেন ডঃ শাখাওয়াত।

'আমার সহকর্মী? কি নাম?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ভালো করেই চিনিস তুই লোকটাকে, সেও ইউনিভার্সিটিতে পড়াতো নাম ডঃ আরেফিন।'

চোয়াল ঝুলে পড়ল ডঃ শাখাওয়াতের। ঘামতে শুরু করেছেন তিনি। রাশেদ এবং ডঃ আরেফিনের উপর হামলাকারী তার সামনে বসা বন্ধুটির লোকজন হতে পারে। কিন্তু আসাদ নামে তার সেই বোকাসোকা বন্ধুটা এতো খবর জোগাড় করলো কি করে? তার হামলা করার কারনই বা কি? সেই প্রাচীন বই না অন্যকিছু? সিদ্ধান্ত নিলেন চুপ করে শুনবেন আগে।

'হ্যা, ডঃ আরেফিন বলে একজন সহকর্মী আছে আমার,' বললেন ডঃ শাখাওয়াত।

'ডঃ আরেফিনের সাথে রাশেদ নামে একটা ছেলেও আছে। ওদের কাছেই আছে এখন জিনিসটা। আমার এখান থেকে চুরি করা হয়েছে।'

'চুরির কেস? তাহলে থানায় খবর দে।' ডঃ শাখাওয়াত এমনভাবে বললেন যেন ভাঁজা মাছটিও উল্টে খেতে জানেন না।

'তুই বোধহয় খুব একটা গুরুত্ব দিচ্ছিস না, সেরকম চুরি হলে অবশ্যই খবর দিতাম। কিন্তু চুরি হয়েছে আমার একটা বই।'

'কি বই?' এমনভাবে জিজ্ঞেস করলেন যেন কিছুই জানেন না ডঃ শাখাওয়াত।

'সে অনেক ঘটনা, পরে বলবো তোকে, আমার শুধু ওদের ঠিকানাটা দরকার,' আকবর আলী মৃধা।

'বইটা এমন কি মূল্যবান? খুলে বল আমাকে,' ডঃ শাখাওয়াত বললেন।

'তুই শুধু আমাকে ঠিকানাটা দে, ব্যস, আর কিছু কি তোর জানার দরকার আছে, হ্যা?' একটু রাগত স্বরেই বললেন আকবর আলী মৃধা।

'দরকার আছে, কারন বইটা নিয়ে আমার কাছে এসেছিল ওরা, বইটার গুরুত্বও আমি জানি, কাজেই লুকানোর প্রয়োজন নেই তোর।' কাবাব মুখে দিতে বললেন ডঃ শাখাওয়াত।

এবার সত্যিই অবাক হলেন আকবর আলী মৃধা। মাথায় জট পাকিয়ে গেল যেন। বইটা নিয়ে ওরা শাখাওয়াতের কাছে এসেছিল, তার মানে কি? শাখাওয়াত কি করতে পারবে?

'তুই কি ভাবছিস বুঝতে পারছি আমি, প্রাচীন ভাষার উপর কমবেশি পড়াশোনা আমিও করেছি, তাই নিয়ে এসেছিল আমার কাছে, বইটা আমি রাখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু রাশেদ ছেলেটা রাখতে দিলো না।' ডঃ শাখাওয়াত বলে চলেছেন, 'বইটা আমারও চাই।'

'আচ্ছা, তাহলে তুই আমাকে বইটা উদ্ধার করতে সাহায্য কর, তারপর দুজনে মিলেই পাঠোদ্ধার করবো।' আকবর আলী মৃধা বললেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ঠিক আছে, কিন্তু তোর কথার উপর ভরসা কি? কাজ উদ্ধার হয়ে গেলে আমাকে ভুলে যেতে তোর সময়ও লাগবে না। তোর গুন্ডাবাহিনী আমি দেখেছি স্বচক্ষে।' ডঃ শাখাওয়াত বললেন।

'লুসিফারের কসম,' মাথায় হাত দিয়ে বললেন আকবর আলী মৃধা।

'লুসিফার তোর ঈশ্বর হতে পারে, আমার নয়। যাই হোক, তাহলে এই কথাই রইলো।' খাবারে আবার মনোযোগ দিলেন ডঃ শাখাওয়াত।

'ঠিকানা কোথায়?' চিবিয়ে বললেন আকবর আলী মৃধা।

'ধীরে বন্ধু, ধীরে। এতোদিন পর দেখা হলো, গল্প করি, খাই, ঠিকানা তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। তবে একটা কথা, ডঃ কারসন থাকলে কাজটা আরো সহজ হতো।'

'কি রকম সহজ হতো?'

'এই লোকটা আমার চেয়ে অনেক বেশি জানে, সে থাকলে পাঠোদ্ধার করা মোটেই কষ্টকর কিছু হতো না।' ডঃ শাখাওয়াত বললেন।

'মনে কর, সে আছে আমাদের সাথে।'

'কিভাবে?' অবাক হয়ে কিছুক্ষন তাকিয়ে রইলেন ডঃ শাখাওয়াত। তারপর বুঝতে পেরে হেসে উঠলেন হো হো করে। আকবর আলী মৃধার কাছে চেয়ার এগিয়ে নিয়ে বসলেন, 'তোরাই তাহলে কিডন্যাপার! তাই তো বলি, মুক্তিপন চায় না কেন?'

'মুক্তিপন চাই না আমার। কাজ হয়ে যাক, তারপর একেবারে মুক্তি দিয়ে দেবো ওকে।' বললেন আকবর আলী মৃধা।

কথাটায় হাসির কিছু ছিল না, কিন্তু কি কারনে দুজনেই হেসে উঠলেন হো হো করে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২২

অনেক অনেক পথ হেঁটেছেন তিনি। মাইলের পর মাইল। দিন নেই রাত নেই। কিন্তু তাতেও ভাগ্যে শিকে ছেড়েনি। একবার খুব কাছাকাছি চলে এসেছিলেন। তিব্বত-নেপাল সীমান্তের একটা জায়গায় আগুন জ্বালিয়ে কিছু একটা খাচ্ছিল বেঈমানটা। তিনি চলেও গিয়েছিলেন কাছাকাছি। কিন্তু ভাগ্য সহায় হয়েছে রামপ্রসাদের। কিভাবে যেন টের পেয়ে হাওয়া হয়ে গেছে লোকটা। তারপর আবার হাঁটা। সেই হাঁটাও যেন অনন্ত, শেষ হয় না। হেঁটে হেঁটে এরপর নেপাল ছাড়িয়ে আবার ভারতবর্ষ। যেখান থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিল। সেই বোম্বের দিকে যাচ্ছেন তিনি। খুব বেশি দূরে নয় এখান থেকে।

মানুষজন সবাই তাকায় তার দিকে। চেহারায় সাহেব অথচ সাদামাটা পোষাক পরনে, যা দেখে তারা মোটেও অভ্যস্ত নয়। তাদের চোখে একধরনের ভয়, ঘৃনাও দেখতে পান তিনি। সাম্রাজ্যবাদীদের পছন্দ করে না কেউ, বিশেষ করে ব্যবসা করতে এসে যারা জাঁকিয়ে বসে তাদের তো নয়ই। রবার্ট ক্লাইভ যার সাথে তিনি একদিন এই ভারতবর্ষের মাটিতে পা দিয়েছিলেন, সেই প্রথম প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের সুযোগে বাংলার মসনদ দখল করে ছিল। তারপর একে একে পুরো ভারত। সেই ক্লাইভও বাঁচতে পারে নি শান্তিতে। শেষে আত্মহত্যা করে প্রায়শ্চিত্ত করেছিল। বোম্বের এই বন্দরেই এসে নেমেছিলেন তিনি কিছুদিন আগে, ইউরোপের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে। সেখানেই কুড়িয়ে নিয়েছিলেন রামপ্রসাদকে।

যে এলাকাটায় আছেন সেখানে চলছে এক মহাযজ্ঞ। ট্রেন লাইন বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী নিজেদের স্বার্থেই ট্রেন ব্যবস্থা শুরু করেছে ভারতে। সহজ এই যানবাহনটি ইউরোপে চলছে আরো অনেক দিন ধরে। ভারতবর্ষে শুধুমাত্র নিজেদের সুবিধার জন্য ট্রেন লাইন বসানোর কাজ হাতে নিয়েছে ইংরেজরা। মাত্র কাজ শুরু হয়েছে, শেষ হতে কতোদিন লাগবে কে জানে। এখানে যারা কাজ করছে তারা জীবনে ট্রেন দেখে নি, হাজার চাকার আজব এক যন্ত্র খুব শিগগিরি তার যাদুকরি ক্ষমতা দেখানো শুরু করবে, কিন্তু এর সুফল ভারতবাসী পাবে আরো পরে। বর্তমান গভর্নর জেনারেল ডালহৌসির আমলেই অনেক ঘটনা ঘটেছে। তার মধ্যে ট্রেন লাইন এবং টেলিগ্রাফের তার বসানো উল্লেখযোগ্য দুটি ঘটনা।

দুপুর গড়িয়ে গেছে, কোথাও থাকবার ব্যবস্থা নেই। তিনি সাহেবদের

www.BanglaBook.org

মধ্যে পড়েন, চাইলেই যে কোন জায়গায় বসে বিশ্রাম নিতে পারেন না। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলে কোথাও সুখে নেই ভারতবাসী। ক্ষোভ,ঘৃনা, বিদ্বেষ বাড়ছেই সাধারন মানুষের মনে। হিন্দুরা তবু সাহেবদের ভাষা শেখায় মনোযোগ দিয়েছে, কিন্তু মুসলমানরা যারা এই কিছুদিন আগেও এই সাম্রাজ্যের প্রথম শ্রেনীর বাসিন্দা ছিল, তারা মোটেও উৎসাহী নয় ইংরেজদের সাথে তাল মিলিয়ে, হুজুর হুজুর বলে চলতে।

বোম্বে বেশি দূরে নয়। রামপ্রসাদকে কোথায় পাওয়া যাবে সেটাও ভালো করে জানা তার। রাস্তার একপাশে এখানে গাছ কেটে ট্রেন লাইনের কাজ চলছে, অন্যপাশে জনমানুষহীন। শ্রমিকরা কেউ দেখেনি এখনো তাকে। কাজেই তাড়াতাড়ি একটা গাছের আড়ালে চলে গেলেন তিনি। রোদের তেজ এখন অনেক কম। চারপাশ ছায়াঘেরা। নরম ঘাসের উপর আলতো বাতাস বয়ে যাচ্ছে। এরকম একটা জায়গায় আগেও গিয়েছিলেন তিনি। বহু আগে।

ক্ষুধা লেগেছে খুব, কিন্তু এখন দরকার বিশ্রাম, পা'গুলোকে একটু শান্তি দেয়া উচিত বলে মনে হলো তার।

ছোট একটা ঝোপ বেছে নিলেন তিনি। এখানে কিছুক্ষন ঘুমিয়ে থাকা যায়। তারপর ঘুম থেকে উঠে সারারাত হাঁটলে বোম্বে বন্দরে পৌছানো যাবে। সাথে কিছুই নেই, ঝাড়া হাত-পা। শুয়েই ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি, কিংবা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে রইলেন। স্বপ্নে ভেসে গেলেন অনেক দূর দেশে। ব্যাপারটা হয়তো শুধুই স্বপ্ন ছিল না, ছিল স্মৃতি, যা এখনো মাথায় রয়ে গেছে স্বপ্নের মতো করে।

কয়েকশ মানুষের বিশাল একটা দল। বেশিরভাগ কৃষ্ণবর্ণের মানুষ, উচ্চতা স্বাভাবিক। এরমধ্যে কিছু মানুষ আছেন যারা অভিজাত, তাদের গায়ের রঙ ঈষৎ তামাটে। মানুষের দলের সাথে আরো আছে, হাতি এবং ঘোড়ার বিশাল এক দল। অভিজাত মানুষদের বাহন হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে এদের। দলের মাঝামাঝি আছে সবচেয়ে দামি হাওদা, সেখানে যাত্রী একজনই, রানী মাকিদা, যাকে আরো অনেক নামেই ডাকা হয়। শেবা শহরে রাজধানী করেছেন বলে তাকে অনেকে ডাকে শেবার রানী বলে। অনেক দূরের এক শহরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন তারা। শহরের নাম জেরুজালেম, বর্তমান শাসকের নাম সলোমন। যিনি দাউদের পুত্র, সোলায়মান নামেও পরিচিত তিনি। পিতার মৃত্যুর পর শাসনে বসেছেন সলোমন।

সলোমনের বিশেষ এক আমন্ত্রনে যাত্রা শুরু করছেনে শেবার রানী। একটা চিঠি পাঠিয়েছেন সলোমন। বাহক কে ছিল কেউই জানে না। যাত্রায় রানী সাথে নিয়েছেন বিস্তর ধন-দৌলত। সম্রাটকে উপঢৌকন দেয়ার জন্য। সাড়ে চার টন সোনা নিয়েছেন সাথে, অন্যান্য সামগ্রী তো আছেই।

www.BanglaBook.org

রানীর হাওদার পাশাপাশি যাচ্ছে একটি ঘোড়া। সওয়ারীর নাম মুগওয়া। বয়স পয়তাল্লিশ থেকে আটচল্লিশের মতো। স্বাস্থ্যবান মানুষ তিনি। রানীর যেকোন প্রয়োজনে হাজির সবসময়। রানী যেকোন বিষয়ে পরামর্শ করেন তার সাথে।

জেরুজালেমের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করার পূর্বে মুগওয়ার সাথে কথা বলেছেন রানী। অন্যান্য পরামর্শকরা ছিল, কিন্তু মুগওয়া সম্মতি না দেয়া পর্যন্ত কোন কাজে হাত দেন না তিনি। মুগওয়ার পরামর্শেই বিপুল পরিমান সোনা নিয়েছেন সম্রাটকে উপহার দেয়ার জন্য।

মাথার উপর গনগনে সূর্য তার সমস্ত তাপ ঢেলে দিচ্ছে। এই সূর্যকেই আরাধ্য মানা হয় শেবায়। আফ্রিকার পূর্ব কোণে ছোট একটা জায়গায় অবস্থিত এই শেবা। শান্তশিষ্ট একটি রাজ্য, কোন যুদ্ধে নেই, ষড়যন্ত্রে নেই। রানী শান্তি পুর্নভাবে দেশ চালাচ্ছেন। অশেষ জ্ঞানের অধিকারিণী রানী এখন পূন্যাত্মাদের লীলাভূমি জেরুজালেমের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন। তিনি এখনো অবিবাহিত। সৌন্দর্য্যে তিনি অপরুপা। চাইলে যে কাউকে মনের সিংহাসনে বসাতে পারেন, কিন্তু মনের মতো কাউকে খুঁজে পান নি তিনি।

সম্রাট সলোমন এরমধ্যেই একজন জ্ঞানী শাসক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ধর্মীয় নানা সংস্কারে অবদান আছে তার। একশ্বেরবাদের প্রচারক তিনি। দিকে দিকে ধর্মের বাণী ছড়িয়ে দিচ্ছেন। সূর্যপূজারী রানীকে আমন্ত্রন পাঠিয়েছেন তিনি।

মুগওয়া আকাশের দিকে তাকালেন। আরো কিছুদিন বৃষ্টি হবে বলে মনে হচ্ছে না। চারপাশে শুষ্ক ধুসর মরু, পথ হারিয়ে অন্যদিকে চলে গেলে মহা সমস্যা। জেরুজালেমে যাওয়ার পথ একমাত্র তিনিই জানেন। তার দিকনির্দেশনায় চলছে পুরো দল। রানী বিশেষ পছন্দ করেন তাকে, সেই পছন্দের সূত্র ধরে ইচ্ছে করলে এখন পুরো দলটাকে বেপথে নিয়ে লুটে নিতে পারেন। কিন্তু সেরকম কোন ইচ্ছে তার নেই। এখানে এসেছেন বিশেষ এক উদ্দেশ্য নিয়ে। সেই উদ্দেশ্যএখন সফল হওয়ার পথে। কিন্তু কিছুটা সমস্যা আছে। দলে এমন কিছু লোক আছে, যারা তাকে মোটেও সহ্য করতে পারছে না। যে কোন সময় পেছন থেকে ছুরি মারতেও দ্বিধাবোধ করবে না।

চিন্তায় ডুবে গিয়েছিলেন তিনি। দূরে একটা হৈচৈএর শব্দে বাস্তবে ফিরে এলেন। এগিয়ে গেলেন তিনি। তেমন কিছু না, দুই সৈন্য লড়ছে। বাকিরা উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছে। মুখে হাসি ফুটে উঠলো মুগওয়ার। এটা একধরনের বিনোদন। এই শুষ্ক যাত্রায় এর দরকার আছে।

আগামী কাল দুপুরের মধ্যেই জেরুজালেমে পৌঁছে যাবেন বলে আশা করছেন মুগওয়া।

www.BanglaBook.org

রাতটা কাটিয়ে ভোরের আলো ফোটার আগেই রওনা দিল দলটা। জেরুজালেম খুব বেশি দূরের পথ নয় এখন। দুপুরের মধ্যেই তাই তারা পৌঁছে গেল জেরুজালেমের প্রবেশপথে।

দারুন এক অভ্যর্থনা অপেক্ষা করছিল অভিযাত্রীদের জন্য। প্রবেশদ্বারের দুপাশে সারি বেঁধে দাঁড়ানো কয়েকশ মানুষ অপেক্ষা করছিল তাদের বরন করে নেয়ার জন্য। তাদের হাতে ফুল। ছিটিয়ে দিচ্ছিল অতিথিদের উদ্দেশ্যে। একপাশে একদল বাচ্চা ছেলেমেয়ে গান গাইছে। দলটার সম্মুখভাগে মুগওয়া আছেন, পাশে রানীর পরামর্শকদের মধ্য থেকে দুজন। সবার মুখে স্মিত হাসি। এতো চমৎকার পরিবেশ আশা করেনি কেউ। চারপাশে সবাই আনন্দ করছে, যেন তাদের আগমন বিশেষ কিছু এখানকার জনগনের কাছে।

দলটার ঠিক মাঝখানে আছেন রানী। হাতির পিঠে সওয়ার। ঠিক রাজকীয় ভঙ্গীতেই বসে আছেন হাওদার উপর। হাত নাড়ছেন জনগনের উদ্দেশ্যে। অবাক হয়েছেন তিনিও। সম্রাট সলোমনের শাসনে যে এরা খুশি তা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। শহরটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ঘরবাড়ি সাজানো গোছানো, যেন একটা বাগানের মতো। সামনে তাকালেন তিনি। মুগওয়ার দিকে। এই লোকটার প্রতি কৃতজ্ঞ তিনি। এতো দূর দেশে আসার পেছনে মূল উৎসাহদাতা এই মুগওয়া। জন্ম কোথায়, হঠাৎ কোথা থেকে আবির্ভাব কিছুই জানেন না। কিন্তু তারপরও একেবারে আপন করে নিয়েছেন তাকে। লোকটার জ্ঞান, অভিজ্ঞতা সবই আকৃষ্ট করে। কোনকিছুই চাপিয়ে দেয় নি সে কখনো, শুধু দিক নির্দেশনা দিয়ে গেছে। বিনিময়ে আশাও করে নি কিছু তার কাছ থেকে। না টাকা-পয়সা, না কোন উচ্চতর পদ।

বেশি কিছুক্ষন যাওয়ার পর সম্রাটের প্রাসাদ চোখে পড়ল। এধরনের কিছু জীবনে চোখে পড়েনি মুগওয়ার, কিংবা আশাও করেন নি জীবনে দেখবেন কোনদিন। বিশালকায় এক নির্মান, ইট-পাথরে গড়া, মাঝে ঝকঝকে কাঁচের উপস্থিতি। প্রাসাদে ঢোকার পথে কিছু লোক দাঁড়িয়ে আছে স্বাগতম জানানোর জন্য। মুগওয়া দাঁড়ালেন। পেছনে পুরো দলটা দাঁড়িয়ে গেল। পুরো দল নিয়ে প্রাসাদে ঢোকা সমুচিত মনে করলেন না তিনি। শুধু রানী ঢুকবেন, সাথে তার পরামর্শকদল এবং উপঢৌকন বহনকারীরা।

হাতির উপর থেকে নেমে এলেন রানী। এবার সামনে থাকলেন তিনি। বাকিরা সারিবদ্ধভাবে পেছনে, অনুসরন করলো রানীকে। প্রাসাদে ঢোকামাত্র অদ্ভুত এক শব্দ করে উঠলেন রানী। বাকিরাও প্রায় স্তম্ভিত। পায়ের নিচে বিশাল এক হ্রদ খেলা করছে। পরিষ্কার পানিতে দেখা যাচ্ছে মাছ এবং সামুদ্রিক সব প্রানীদের। মেঝেটা কাঁচ দিয়ে তৈরি, স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ। বিরাট দরবারের শেষপ্রান্তে বসে আছেন সম্রাট সলোমন। রানী নিজের পরনের

www.BanglaBook.org

কাপড় উঁচু করে ধরেছেন, তার কাছে মনে হচ্ছে একটা হ্রদের পানির উপর হাঁটছেন।

সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়িয়েছেন সম্রাট সলোমন। রানীকে সম্ভাষন জানালেন তিনি। কিন্তু রানী এখনো বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। তার বাকি সঙ্গীরাও না।

আরো আশ্চর্য্যজনক জিনিস অপেক্ষা করছিল অতিথিদের জন্য, রানীর প্রিয় সিংহাসন দেখা যাচ্ছে। সম্রাটের সিংহাসনের পাশেই। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না মুগওয়া। সলোমনের অনেক আলৌকিক ক্ষমতার কথা শুনেছেন তিনি। কিন্তু এর তুলনা কি? কোন যাদুবলে সুদূর শেবা থেকে সিংহাসন তুলে নিয়ে এসেছেন তিনি?

মুগাওয়ার কাজ শেষ। রানীকে এতোদূর পৌঁছে দেয়াই ছিল তার মূল দায়িত্ব। দরবার থেকে বের হয়ে এলো সে। প্রাচীন নগরীটির সৌন্দর্য তাকে মোহিত করছে। কিন্তু এখানে থাকা যাবে না। আরো বড় কাজ অপেক্ষা করছে সামনে। এই শহর একসময় হয়ে উঠবে ধর্মীয় অনুভূতির প্রানকেন্দ্র। এর দখলের জন্য লড়বে লক্ষ কোটি মানুষ। বড় এক মহামানবের আবির্ভাব ঘটবে, তখন সবই বদলে যাবে, কিন্তু তার এখনো অনেক দেরি। আরো 950 বছর পর কুমারী মেয়ে মরিয়মের গর্ভে আসবে সে। তখন থেকে সভ্যতার ইতিহাস রচিত হবে নতুন করে।

চোখ কচলে উঠে বসলেন। ইদানীং তন্দ্রা বা ঘুমে স্মৃতির দেশে হারিয়ে যান তিনি। কুইন অব শেবা এখন শুধুই একটা মিথ। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বোম্বে আর বেশি দূরে নেই। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। পাখির দল নীড়ে ফিরেছে, কিন্তু তিনি মহাকালের পথে হাঁটছেন, সবাই যখন ঘরে ফেরে, তখন তার সময় হয় বাইরে যাবার। হাঁটা শুরু করলেন। দূর আকাশের চাঁদটাই বোধহয় তার এই দীর্ঘ সফরের একমাত্র স্বাক্ষী।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২৩

আকবর আলী মৃধা নিজের রুমে পায়চারী করছেন। বেশ গম্ভীর দেখাচ্ছে তাকে। একটা ফোনকলের জন্য অপেক্ষা করছেন তিনি। মেজাজ খারাপ হয়ে আছে যথেষ্টই। ইচ্ছে করলে রেস্টুরেন্টেই ঠিকানা দিয়ে দিতে পারতো শাখাওয়াত। কিন্তু দুদিন সময় নিয়েছে কোন কারনে কে জানে। অবশ্য আজ রাতের মধ্যে ফোন করার কথা। কিন্তু এখনো ফোনকলটা আসে নি বলে চিন্তিত আকবর আলী মৃধা।

শাখাওয়াত এখন অনেক কিছু জানে। বিশেষ করে ডঃ কারসনের ব্যাপারটা। ইচ্ছে করলেই এড়িয়ে যেতে পারতেন বিষয়টা। কেন যে বলতে গেলেন ডঃ কারসনকে নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। বুদ্ধিমানের জন্য ইশারাই যথেষ্ট। শাখাওয়াত বুঝতে পেরেছে ডঃ কারসনের অপহরনকারী আর কেউ নয়, আকবর আলী মৃধা। এখন লোকটা যদি পুলিশে খবর দেয়, তাহলেই সমস্যা। চিন্তায় পড়ে গেলেন তিনি। অবশ্য পুলিশে খবর দিয়ে দিলে এতোক্ষনে কিছু একটা হয়ে যেত, শাখাওয়াতের সাথে রেস্টুরেন্টে দেখা করার পর দুদিন পার হয়ে গেছে। সমস্যা কিছু হয় নি এখনো। আরেকটা ভালো জিনিস হচ্ছে পত্রপত্রিকায় লেখালেখিটা একটু কমে এসেছে ডঃ কারসনকে নিয়ে। কারন দেশে দেবার মতো আরো খবর আছে। এক কারসনকে নিয়ে পুলিশ কিংবা অন্যান্য বাহিনী সারা সময় কাটিয়ে দিতে পারে না। যদিও এতে ঘটনার গুরুত্ব কমে গেছে বলে ভাবেন না তিনি। পুলিশের প্রায়োরিটি লিস্টে এক নাম্বারেই আছে ডঃ কারসনের কেসটা। ডঃ কারসনকে এখন ঘুমের ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হচ্ছে।

ফোনটা বেজে উঠলো এই সময়। শাখাওয়াতের নাম্বার। মৃদু হাসি দেখা গেল আকবর আলী মৃধার ঠোঁটের কোনে।

একমিনিটের মধ্যে ডঃ আরেফিনের ঠিকানা নিয়ে নিলেন তিনি। এবার অপারেশনে যাওয়ার পালা। আজ রাতের মধ্যেই উদ্ধার করতে হবে বইটা। আটজনের একটা দল তৈরি করেছেন তিনি। বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত সবাই। একটা কমান্ডো দলের মতো। পযাপ্ত অস্ত্রশস্ত্রও আছে ওদের কাছে। ঠিক এক ঘণ্টার ভেতর বের হয়ে যাবে সবাই।

দলের নেতা হিসেবে রেখেছেন সালমান নামে একটি ছেলেকে। মানুষ না বলে ভয়ানক একটি প্রানী বলা যায় একে। রাস্তা থেকে তুলে এনেছিলেন ছেলেটাকে তিনি। আরো বছর পাঁচেক আগে। রাতে ড্রাইভ করে আসছিলেন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ময়মনসিংহ থেকে। গাজীপুরের কাছে গাড়ির হেডলাইটের আলোয় পথের পাশে পড়ে থাকতে দেখেছিলেন ছেলেটাকে। খালি গায়, শুধু একটা জিন্সের প্যান্ট পরনে। ছেলেটার চেহারা দেখেই পিলে চমকে গিয়েছিল তার। এতো সুন্দর, এতো সুদর্শন, এতো সুঠাম দেহের গড়ন অন্তত বাঙ্গালীদের মাঝে চোখে পড়ে না। গ্রিক দেবতা মনে হবে হঠাৎ। নিয়ে এসেছিলেন নিজের কাছে। কথা বলানোর চেষ্টা করেছেন অনেক, ছেলেটা হয় জন্ম থেকেই বোবা নয়তো ভান ধরে আছে। যাই হোক না কেন, একে দিয়ে সব কাজ করানো যায়। বিশেষ করে যেসব কাজে পেশীশক্তির প্রয়োজন হতে পারে। এমনিতে দিনরাত ব্যায়াম নিয়ে থাকে, রান্নাবান্না করে, বাইরে যেতে না বললে বাইরে বের হয় না। ব্যায়াম করার কারনে একটা লাভ হয়েছে। শরীরটা হয়েছে দেখার মতো। সিনেমায় ঢুকতে পারলে ভালো নাম কামাতে পারত। তাই হিন্দি সিনেমার নায়কের নামে নাম রেখেছেন তিনি। কথা বলতে পারে না ঠিকমতো, কিন্তু স্বভাবটা খুনে। রক্ত খুব পছন্দ করে। লুসিফারের উদ্দেশ্যে এখন পর্যন্ত যে কয়টা বলি চড়িয়েছেন, তাতে মূল জল্লাদের ভূমিকা ছিল এই সালমানের। এখন বয়স প্রায় পঁচিশের মতো। যখন উদ্ধার করেছিলেন তখন নিজের নাম পরিচয় কিছুই বলতে পারে নি ছেলেটা। মাথাটা একেবারে খালি। ছিল না কোন সাধারন জ্ঞান, তবে অক্ষরজ্ঞান আছে, বই পড়তে পারে, এমনকি ইংরেজীও। রিফ্লেক্স খুব ভালো ছিল। কথা বললে মন দিয়ে শোনে এবং বোঝে। আজ রাতের মিশন পুরোপুরি বোঝান হয়েছে ওকে। দলের বাকি সদস্যরা সাধারন। তবে এদেরকেও প্রশিক্ষন দিয়েছেন তিনি। অন্তত অস্ত্র চালানোয় পারদর্শী সবাই।

আটজনের দলটা দাঁড়িয়ে আছে বাড়ির উঠোনে। আজ বাকি সবাইকে চলে যেতে বলেছেন আগে আগে। শুধু সোহেল আছে তার সাথে। দোতলা থেকে নেমে এলেন তিনি। পরনে কালো আলখেল্লা। মুখে একধরনের কালো রঙ মেখেছেন। অপারেশনে নামার আগে এদের কিছুটা উদ্বুদ্ধ করা দরকার। এবারের কাজে কোনভাবেই ব্যর্থ হওয়া চলবে না।

BanglaBook.org

আজিজ ব্যাপারীর মন মেজাজ খারাপ। চেয়ারম্যান হওয়ার পর মনে হচ্ছে সবাই শত্রু হয়ে গেছে তার। পদে পদে ঝামেলা, শান্তিতে একটা দিন কাটাতে পারেন নি চেয়ারম্যান হওয়ার পর থেকে। তারমধ্যে শুরু হয়েছে বুড়ো বাপকে নিয়ে ঝামেলা। লোকটার আচার আচরন বেশ সন্দেহজনক। সালেহার ধারনা, তার শ্বশুড় জ্বীন। রাত-বিরাতে তাকে ঘরের বাইরে যেতে দেখেছে সে কয়েকবার। সুস্থ সবল মানুষের মতো চলাফেরা। কথাবার্তায়ও অনেক রহস্য

www.BanglaBook.org

পাওয়া গেছে বুড়োর। কিন্তু নিজের বাপকে নিয়ে কোন কথা শুনতে রাজি নন আজিজ ব্যাপারী।

নিজের মনেও যে কিছু সন্দেহ আসেনি তা নয়। কিন্তু কাউকে তা বলা যাবে না। প্রথম সন্দেহ হচ্ছে নুরুদ্দিনকে নিয়ে। ছেলেটা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে, বুঝদার ছেলে ছিল। এভাবে হারিয়ে যাওয়ার কথা নয়। ছেলের বাপ গত সপ্তাহেও এসেছিল। কিছু টাকা দিয়ে বিদায় দিয়েছেন। এভাবে কতোদিন? একদিন না একদিন টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করা যাবে না, তখন পুলিশ আসবে, মামলা মোকাদ্দমা হবে। এই ঝামেলার মূলেও তার বাবা আছেন এটা নিশ্চিত আজিজ ব্যাপারী। জয়নালের মৃত্যুও স্বাভাবিক নয়। কেউ খুন করেছে তাকে। সালেহার কথা যদি ঠিক হয়ে থাকে, তাহলে বুড়োর পক্ষে খুন করা অস্বাভাবিক কিছু হবে না। বুড়োর শরীর বাইরে থেকে যেরকম দেখা যায় আসলে হয়তো সেরকম নয়। এছাড়া সালেহাকে বাচ্চা-কাচ্চার ব্যাপারেও টেনশন করতে না করেছে তার বাবা, এটাও অস্বাভাবিক, তিনি কি মৌলানা না পীর, যে পানি পড়া দেবেন।

নিজের বুড়ো বাপকে সন্দেহ করছেন বলে একটু লজ্জাও লাগলো আজিজ ব্যাপারীর। এইতো ঠিক উঠোনের মাঝখানে বসে আছেন তিনি, প্রতিদিনকার মতো। হাতে মুড়ির পাত্রটা নিয়ে। এগুলো কি সবই অভিনয়? তার বাবা কি কোন মানুষ নয়, জ্বীন, ভূত বা অন্যকিছু?

গ্রামের কিছু লোক চলে আসাতে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়লেন আজিজ ব্যাপারী। বাবার কথা তার মনেই রইলো না।

* * *

সন্ধ্যা মেলানোর একটু আগে নিজের ঘরে ফিরে এলেন মজিদ ব্যাপারী। বুড়ো মানুষের মতো কুঁজো হয়ে হেঁটে আসতে খুব খারাপ লাগছিল। অভিনয় করতে আর ভালো লাগছে না। আজ রাতেই যা করার করে ফেলতে হবে বলে মনে মনে ঠিক করে ফেলেছেন তিনি। ঘরটার দিকে তাকালেন। এককোনায় মৃত স্ত্রীর ছবিটা চোখে পড়ল, কি সুন্দর সজীব চেহারা। সাদাকালোয় তোলা। কিন্তু এখনো চেহারাটা চোখে ভাসছে। মিশরের ক্লিওপেট্রা কিংবা নেফারতিতির তুলনায় কম সুন্দরী ছিল না তার মৃত স্ত্রী। তিনি নিজে অন্তত তাই মনে করেন। এখানকার পাট শেষ হয়েছে ভাবলেই বুকটা হু হু করে উঠছে। কিন্তু এখানে থাকাটা আর ঠিক হবে না। ছেলে, ছেলের বৌ দুজনের চোখে সন্দেহের বিষ দেখেছেন তিনি, যদিও কেউ মুখ ফুটে কিছু বলে নি। সন্দেহ একসময় অবিশ্বাসে রুপ নেবে, তারপর ঘৃনা কিংবা লোভে পরিনত হবে। এ

BanglaBook.org

ধরনের পরিস্থিতি হওয়ার আগেই চলে যেতে হবে এখান থেকে।

সন্ধার পর কিছু খান না তিনি। ছেলের বৌ এসে এক গ্লাস দুধ রেখে যায়, সেটাই তার একমাত্র আহার। আজও আসবে, অপেক্ষা করছেন মজিদ ব্যাপারী।

সালেহা এলো না। দুধ হাতে আজিজ ব্যাপারীকে দেখা গেল। বাপের জন্য নিজেই দুধ নিয়ে এসেছে হাতে করে। এ ধরনের দৃশ্য আগে কখনো দেখেছেন বলে মনে করতে পারলেন না মজিদ ব্যাপারী। খাটের উপর পা তুলে বসেছেন তিনি। এবার একটু নড়চড়ে বসলেন। নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্যে এসেছে তার ছেলে।

'বা'জান! তোমার দুধ?' বলে বাবার দিকে দুধের গ্লাসটা বাড়িয়ে দিয়েছে আজিজ ব্যাপারী।

দুধের গ্লাসটা হাতে নিলেন মজিদ ব্যাপারী। এক ঢোঁকে খেয়ে নিলেন সবটুকু। খেয়েই বুঝলেন ভুল হয়ে গেছে একটু। একজন বৃদ্ধ মানুষ এভাবে দুধ খাবে না, সে দুধ খাবে ধীরেসুস্থে। যাই হোক, যা হবার হয়ে গেছে।

'বা'জান, তোমার লগে কিছু কথা ছিল?'

'আইজ আমার মন মেজাজ ভালো না, গত রাইতে তর মা'রে স্বপ্নে দেখছি, সে আমারে ডাকে।' মিথ্যে করে বললেন মজিদ ব্যাপারী, গলার স্বরে কিছুটা কান্নাভাব আনলেন ইচ্ছে করে।। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে কথাগুলো বলছিলেন তিনি, আড়চোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে কথাগুলোর প্রতিক্রিয়া দেখতে চাইলেন।

একটু থতমত খেয়ে গেছে আজিজ ব্যাপারী। রীতিমতো আবেগপ্রবন কথা, মৃত্যুর দিকে ধাবিত একজন বুড়ো মানুষ যে ধরনের কথা বলে অনেকটা সেরকম।

'কি কইতে আইছিলি ক'?' আবার বললেন মজিদ ব্যাপারী। নিজেকে একটু সামলে নেয়ার অভিনয় করলেন তিনি।

'তোমার তো অনেক বয়স হইছে, চাইছিলাম তোমারে ঢাকায় নিয়া বড় ডাক্তাররে দেখাইয়া আসবো।' আজিজ ব্যাপারী বলল, যদিও ঠিক এই কথাটা বলার উদ্দেশ্যে আসে নি, তার উদ্দেশ্য ছিল নুরুদ্দিন কিংবা জয়নালকে নিয়ে কিছু কথা বলার। কিন্তু যা বলেছে চিন্তা করে দেখল তাও খুব খারাপ বলা হয় নি। ডাক্তারের কাছে পরীক্ষা করলেই সব বোঝা যাবে। বুড়ো কি আসলেই বুড়ো একজন মানুষ, নাকি অন্য কিছু, যার ভয়ে সালেহা আজ দুধ দিতে আসতে চায় নি।

'ঢাকা, সে তো মেলা দূর,' মজিদ ব্যাপারী বললেন, মনে মনে ভাবলেন এটাই উত্তম সুযোগ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'দূর হোক, তোমার ভালো চিকিৎসা করামু আমি, এছাড়া রাশেদের কুন খবর নাই, ওর হলে যামু, ওর খবর নিতে হবে আমার, জানে অশান্তি লাগতাছে খুব,' আজিজ ব্যাপারী বলল।

'ভালো কথা, কবে যাইতে চাও?'

'আপনি বললে কালই।'

'ঠিক আছে, চলো যাই, রাশেদরে যেমনেই হোক খুইজ্যা বাইর করতে হবে।'

'আমি যাই, সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠতে হবে, একটা গাড়ি পাইছি, সেটাতেই রওনা দিমু সকাল সকাল।'

'ঠিক আছে,' বললেন মজিদ ব্যাপারী।

আজিজ ব্যাপারী বের হয়ে গেলে নিজের মনে একটু হেসে নিলেন মজিদ ব্যাপারী। নাদান ছেলে। ডাক্তারের কাছে পরীক্ষার নামে দেখতে চায় তার বাপ আসলে কি। তার বাপ আসলে কি তা সে নিজেই জানে না, মনে মনে বললেন মজিদ ব্যাপারী। ঘুম আসছে না, তবু কাঁথা জড়িয়ে শুয়ে পড়লেন মজিদ ব্যাপারী।

আজ রাতের প্ল্যান বাতিল। নতুন প্ল্যান হচ্ছে ঢাকা। বাংলার রাজধানী।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২৪

রাত জাগা একটা নেশার মতো, একবার অভ্যাস হয়ে গেলে সহজে ছুটতে চায় না। ছোটকাল থেকেই রাত জাগার অভ্যাস তার। একেবারে জন্মগতও বলা যায়। পরিবারের সবাই রাত জাগতেন। বাবা, বড় ভাই, চাচা এবং তার পরিবারের সবাই। রাত জাগার কারন একেকজনের ছিল একেকরকমের। একান্নবর্তী পরিবার ছিল তখন। এখন কে কোথায় কেউ খবরও রাখে না। রাত জাগার ছোটবেলার অভ্যাসটা এখনো আছে ডঃ আরেফিনের। স্ত্রী ঘুমিয়ে গেলে চলে আসেন নিজের ঘরটায়। এখানেই একান্তে কেটে যায় অনেক সময়। বেশিরভাগ সময়ই কাটে বই পড়ে। মাঝে মাঝে গান শোনেন, গুন গুন করেন। ইউনিভার্সিটিতে পড়ানোর সময় ক্লাসে পড়ানোর বিষয়গুলোর উপর চোখ বুলাতে হতো। এখন সেই ঝামেলা থেকে মুক্ত। কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয় সেই সময়গুলো ভালো ছিল। তরুন সব প্রানের মাঝে সময় ভালোই কেটে যেত। এখন সরকারী অফিস, গৎবাঁধা জীবন।

একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট জীবন ডঃ আরেফিনের। সন্তান-সন্ততি নেই বলে টেনশনও কম। স্ত্রীকে সন্ধ্যায় কিছুটা সময় দেন। একসাথে টিভি দেখে, ডিভিডি প্লেয়ারে সিনেমা দেখে, তারপর একা সময় কাটান এই রুমটায়, স্ত্রী ঘুমিয়ে গেলে। বন্ধুবান্ধব খুব একটা নেই এখন। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে বিদেশ চলে যেতে, ইউরোপ, আমেরিকা কিংবা অস্ট্রেলিয়ায়। কিন্তু তারপরই বাদ দেন এসব পরিকল্পনা, কি দরকার, দেশই তো অনেক ভালো। শুধু যানজট, খুনখারাপি, দুর্নীতি যদি দূর করা যেতো তাহলে সবকিছুই সুন্দর হতো এখানে।

সুন্দর একটা চেয়ার বানিয়ে নিয়েছেন ডঃ আরেফিন, আরাম করে বসার জন্য। বই পড়া যায়, মাঝে ইচ্ছা করলে একটু ঘুমিয়েও নেয়া যায়। টেবিলের উপর বসানো কম্পিউটারটা অন করা। মেসেঞ্জারে বেশ কিছু বিদেশী বন্ধুদের দেখলেন তিনি। কিন্তু কথা বলতে ইচ্ছে করছে না কারো সাথে। এদের বেশিরভাগই তার সহপাঠী, ব্রিটেনে যখন পড়তে গিয়েছিলেন, সেই সময়কার। ইচ্ছে করলে সেখানেই থিতু হতে পারতেন। কিন্তু কেন যেন ভালো লাগলো না। চলে এলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে।

একটা বই বেছে নিলেন তিনি। শেলফে থরে থরে সাজানো বইগুলো থেকে। ইতিহাস তার প্রিয় বিষয়। অটোমান সাম্রাজ্যের উপর একটা বই নিলেন। আগেই পড়েছিলেন বইটা। কিন্তু ইতিহাস তার কাছে এমন একটা বিষয় বারবার পড়লেও যার আবেদন কমে না। ছয় সাতশ' বছরের রাজত্বও

www.BanglaBook.org

কিভাবে শেষ হয়ে এলো তার সুন্দর বর্ননা আছে বইটাতে। আছে বর্তমান সম্রাট বা রাজাদের উত্তরাধিকারীদের নামের তালিকা। যারা এখন থাকেন আমেরিকায় কিংবা ইংল্যান্ডে। তুরস্কের পাসপোর্ট তাদের কাছে বিষতুল্য। নিজেদের তারা এখনো রাজপরিবারের সদস্য হিসেবে বিবেচনা করেন। দারুন ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় পড়ার জন্য।

অনেক রাত হয়েছে, ঘুম আসছে না ডঃ আরেফিনের। বাসায় প্রানী বলতে এখন মাত্র চারজন, সেটাও রাশেদকে নিয়ে। ড্রাইভার থাকে এখান থেকে একটু দূরে। যেকোন প্রয়োজনে ডাকা যায়, রাত হলেও কোন সমস্যা নেই।

রাত বারোটা বেজেছে অনেকক্ষন হলো।

দরজায় বারবার নক করা শব্দ হলো এইসময়। চেয়ারে উঠে বসলেন ডঃ আরেফিন। এতো রাতে কে আসতে পারে?

জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছে রাশেদ এখন। জানালাটা খোলা। বাইরে থেকে সুন্দর ঠান্ডা বাতাস আসছে। সিগারেট ধরিয়েছে সে। চাঁদ উঠেছে। পরিষ্কার আকাশে তারাগুলো সব দেখা যাচ্ছে। মনটা উদাস হয়ে গেল রাশেদের। গাঁয়ের কথা মনে পড়ে গেল। সেখানে মাঝে মাঝেই বন্ধুদের সাথে রাতে ঘুরতে বের হতো। অনেক আগের কথা। গাঁয়ের বন্ধুরা কে কোথায় হারিয়েছে কে জানে। এখন ইচ্ছে করলেই সেইসব দিনে ফিরে যাওয়া যাবে না। মন খারাপের সময় সব পুরানো কথাগুলো মনে পড়তে থাকে। শামীমের কথা মনে পড়ছে। কতো ভালো বন্ধু ছিল তার। ঢাকায় আসার পর একমাত্র বন্ধু। যার সাথে সবকিছু ভাগ করে নেয়া যেত। তাদের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিল লিলি যদিও সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারনা ছিল না রাশেদের।

হাতে মোবাইল ফোনটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল রাশেদ। এখন বন্ধ সেটটা। গত কয়েকদিন ধরেই। ইচ্ছেই হচ্ছে না চালু করার। কার সাথে কথা বলবে। লিলির সাথে কথা বলা যায়, কি করছে, কেমন আছে, ক্লাসে যাচ্ছে কিনা, কিংবা বাবার সাথেও, উনার কাজকর্ম কেমন চলছে, চেয়ারম্যান হয়ে কি কি কাজ করছেন, কিন্তু আসলে মানসিক শান্তি না থাকলে কিছুই ভালো লাগে না। কথা বলতেও ইচ্ছে করে না। থাক বন্ধ আরো কয়েকদিন। সমস্যাটা কাটুক। তারপর কথা বলা যাবে। ইচ্ছে আছে গ্রামে গিয়ে কয়েকদিন কাটিয়ে আসার। বুড়ো দাদার সাথে কতোদিন খুনসুটি করা হয় না।

সিগারেটটা ফেলতে যাবে জানালা দিয়ে এই সময় মনে হলো কোন একটা নড়াচড়া ধরা পড়েছে তার চোখে। জানালার একটু পেছনে চলে এলো রাশেদ। যাতে বাইরে থেকে কেউ দেখতে না পায়। এই এলাকাটা নির্জন। ডঃ আরেফিনের ঠিক পাশের প্লটটা ফাঁকা। অন্যপাশেও একই ব্যাপার। ফলে

www.BanglaBook.org

বাড়ির চারপাশে কি হচ্ছে না হচ্ছে কিছুই লুকানো থাকে না। বাড়ির চারপাশটা উঁচু পাঁচিলে ঘেরা। পাঁচিলের মাথায় আবার কাঁচের টুকরো বসানো। টপকে এপাশে আসাটা তাই কঠিন একটা কাজ হবে যে কারো জন্য। সত্যিই কি কোন নড়াচড়া চোখে পড়েছে? দ্বিধায় পড়ে গেল রাশেদ। আরো কিছুক্ষণ জানালার পাশে দাঁড়িয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নিলো সে।

বারোটা বেজেছে অনেকক্ষন হলো। এতো রাতে চোর ছাড়া কে হতে পারে। ঘরের বাতিটা বন্ধ করে দিলো রাশেদ একটু এগিয়ে। জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াল আবার। এবার স্পষ্ট একটা অবয়ব চোখে পড়ল তার চোখে। পাঁচিলটা পার হচ্ছে। কালো পোষাক পরনে, মুখে একধরনের মুখোস। সাহসী বলে সুনাম আছে তার। অন্য যে কেউ হলে ভূত বলে ভয় পেয়ে যেত। কিন্তু ভূত-প্রেতে বিশ্বাস নেই রাশেদের। এবার আরো একজনকে দেখা গেল। একই পোষাক পরনে, আগেরজনের পেছন পেছন উঠছে। সাধারন চুরি করতে আসে নি এরা। হয় এরা ডাকাতি করতে এসেছে নয়তো শামীমকে যারা খুন করছে সেই দলের সদস্য।

দেরি করা ঠিক হবে না। ডঃ আরেফিনের রুমটা কাছেই। তাড়াতাড়ি বের হয়ে এলো সে। এখান থেকে পালাতে হবে এক্ষুনি। ওরা কতোজন এসেছে কে জানে? বইটা নেয়াই ওদের মতলব নয়, পারলে ওদের দুজনকে খুন করতেও দ্বিধাবোধ করবে না কালো পোষাক পড়া এই লোকগুলো।

ডঃ আরেফিনের দরজায় ক্রমাগত ধাক্কাতে লাগল সে।

রাশেদের মুখ দেখেই ডঃ আরেফিন বুঝলেন ঝামেলা হয়েছে। নিজের রুমে একটা রিভলবার রাখেন তিনি। লাইসেন্স করা। টেবিলের ড্রয়ারে তালাবদ্ধ থাকে সবসময়। তালা খুলে রিভলবারটা কোমরে গুঁজে নিলেন। স্যুটিং প্রাকটিস করেছেন কিছুদিন। নিশানা খুব একটা ব্যর্থ হয় না তার। আজ প্রয়োজনে অস্ত্রটি ব্যবহার করবেন বলে ঠিক করলেন। গুলি ভরা আছে কিনা দেখে নিলেন। নেই। ড্রয়ার খুলে গুলির ম্যাগাজিন থেকে ছয়টা গুলি ভরে নিলেন। কতোজন আছে ওরা কে জানে!

পাশের বেডরুমে স্ত্রী ঘুমাচ্ছে। বেচারী জানেও না কি বিপদ ঘটতে চলেছে এই বাড়িতে।

'তোমার ব্যাগটা আগে নিয়ে এসো, কাঁধে ঝুলিও,' ফিসফিস করে বললেন ডঃ আরেফিন।

রুম থেকে বের হয়ে এলো দুজন। ফাঁকা একটা স্পেসের পরই রাশেদের থাকার রুমটা। মাথা নিচু করে দুজনে ঢুকে পড়েছে রুমটায়। রাশেদ চলে গেছে আলমারীর দিকে, যেখানে তার ট্রাভেল ব্যাগটা রাখা আছে। ডঃ আরেফিন চলে গেছেন জানালার পাশে। মাথা নিচু করে। রিভলবার ধরে আছেন যেকোন সময় গুলি করতে প্রস্তুত অবস্থায়। ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চুপচাপ ডঃ আরেফিনের পাশে গিয়ে দাঁড়াল রাশেদ। শিক্ষক এখন গুটারের ভূমিকায়। দেখতে ভালোই লাগছে। সাহস আছে লোকটার, স্বীকার করতে বাধ্য হলো রাশেদ। জানালার ফাঁক দিয়ে রিভলবারের নলটা গলিয়ে দিয়ে গুলি করলেন ডঃ আরেফিন। বাইরে ধুপ করে একটা শব্দ হলো। আর্ত চিৎকার ভেসে এলো পাঁচিলের দিক থেকে। একজনকে ঘায়েল করা গেছে তাহলে, ভাবল রাশেদ।

হঠাৎ ভয়ানক একটা শব্দে কানা তালা লাগার জোগাড় হলো রাশেদের। মনে হচ্ছে কানের পাশ দিয়ে গরম কিছু একটা চলে গেছে। দেয়ালে গিয়ে লেগেছে জিনিসটা। বুলেট! ওরাও আক্রমন করেছে।

ডঃ আরেফিন উঁকি দিয়ে দিয়ে দেখছেন বারবার। কাউকে দেখতে পেলে গুলি করতে দ্বিধা করবেন না। একটু সরে এসে দাঁড়িয়েছে রাশেদ। মাথায় চিন্তার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। এখান থেকে পালাতে হবে যে করেই হোক। কিন্তু তার আগে সবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। ডঃ আরেফিনের স্ত্রী আছেন বাসায়, কাজ করে যে বুয়া সেও আছে। এদের রেখে পালানো হবে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া। যা কোন অবস্থাতেই করা যাবে না।

'আমি ম্যাডামকে সাবধান করে আসি,' ডঃ আরেফিনের কানে ফিসফিস করে বলল রাশেদ।

কোন উত্তর এলো না। ভদ্রলোকের সমস্ত মনোযোগ এখন বাইরে।

রুম থেকে বেরিয়ে এলো রাশেদ। ডঃ আরেফিনের কামরার পাশেরটাই বেডরুম। মাথা নিচু করে দৌড়ে খোলা জায়গাটা পার হলো রাশেদ। কোথা থেকে বুলেট এসে পড়বে তার ঠিক নেই। আবার শব্দ হলো। গুলির। শব্দটা খুব বেশি নয়। কিন্তু রাতের এই নিঃশব্দতায় অনেক জোরালো হয়ে উঠেছে এই আওয়াজ।

সখিনা বুয়া এর মধ্যে উপরে চলে এসেছে। দাঁড়িয়ে আছে বেডরুমটার সামনে।

'আপনি ভেতরে যান,' রাশেদ বলল বুয়াকে। মহিলা বয়স্ক, মাথার চুলে পাক ধরেছে। গুলির শব্দেও খুব বেশি ভয় পেয়েছে বলে মনে হলো না।

বেডরুমের দরজা খুলে গেছে। ডঃ আরেফিনের স্ত্রীকে প্রথমবার দেখল রাশেদ। বয়স হয়েছে, কিন্তু এখনো যথেষ্ট সুন্দরী।

'তোমার নাম রাশেদ?' জিজ্ঞেস করলেন মহিলা। গলার স্বর একেবারে স্বাভাবিক। অবাক হলো রাশেদ। এতোটা নির্বিকার থাকে কি করে এরা।

'জি, আপনাদের নিয়ে বাইরে যাবো আমরা,' রাশেদ বলল, কিন্তু তার কথার কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেল না মহিলা দুজনের মধ্যে।

'আমাদের নিয়ে চিন্তা করো না, আমরা ঠিক থাকবো। তোমরা যাও।' মহিলা বললেন বেশ আত্মবিশ্বাসের সাথে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাকিয়ে রইল রাশেদ বেশ কিছুক্ষন। মহিলা কি দেখতে পাচ্ছেন না আজ যেকোন সময় মারা পড়তে পারেন দুর্বৃত্তদের হাতে?

'চিন্তার কিছু নেই রাশেদ। নিচের তলার মেঝেতে ছোট একটা জায়গা আছে, যেখানে আমরা দুজন লুকিয়ে থাকতে পারবো। জায়গাটা এমন, উপর থেকে দেখলে কেউ বুঝতেই পারবে না মেঝের নিচে কিছু আছে। আমার বুদ্ধি ছিল সেটা। জিনিসপত্র রাখার জন্য কাজে দিতো। কিন্তু গতকালই জায়গাটা পরিষ্কার করা হয়েছে।'

আরো অবাক হলো রাশেদ। এমন কখনো শুনে নি সে। ইংরেজী বইয়ে পড়েছে বাড়ির নিচে সেলার থাকে, সেখানে সবকিছু জমা রাখা হয়। কিন্তু বাংলাদেশে কারো বাড়িতে এমন কিছু থাকতে পারে তা না জানলে বিশ্বাস করা কঠিন।

'সত্যিই কোন সমস্যা হবে না?' ইতস্তত স্বরে জিজ্ঞেস করল রাশেদ।

'আমরা দুজন এখনই নিচে যাচ্ছি।' ডঃ আরেফিনের স্ত্রী বললেন। তারপর সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন নীচে।

উপর থেকে দেখছে রাশেদ। সিঁড়ি যেখানে শেষ হয়েছে তার কাছেই জায়গাটা বড় একটা কার্পেট দিয়ে ঢাকা। সখিনা বুয়া কার্পেট উঠানো মাত্র সেখানে চারকোনা আকৃতির একটা ঢাকনা দেখা গেল। সখিনা বুয়া টান দিয়ে তুলে ফেলল ঢাকনাটা। উপর থেকে সব পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রাশেদ। ঢাকনার নীচে বেশ খানিকটা জায়গা। দুজন লুকিয়ে থাকার জন্য পর্যাপ্ত। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে বেশিক্ষন থাকতে হলে অক্সিজেনের অভাব হতে পারে। কিছু বলল না সে। এই দুজনকে নিয়ে সমস্যার আপাতত সমাধান হয়েছে।

মাথা নীচু করে দৌড়ে আবার নিজের রুমে চলে এলো রাশেদ। ডঃ আরেফিন এখনও রিভলবার তাক করে আছেন বাইরের দিকে। মাঝে মাঝে গুলি ছুড়ছেন।

'কয়জন ওরা? বুঝতে পারলেন কিছু?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল রাশেদ।

'সাত-আটজনের কম হবে না,' একই সুরে উত্তর দিলেন ডঃ আরেফিন।

'এখন আমাদের কি করা উচিত?' রাশেদ বলল।

জানালা থেকে এবার মুখ ফেরালেন ডঃ আরেফিন। চিন্তিত দেখাল তাকে। আসলেই কি করা উচিত ভেবে পাচ্ছেন না তিনি। বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি চলেছে। এতোক্ষনে পুলিশের খবর হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। পুলিশে এক বন্ধু ছিল, কিন্তু তার নাম্বারটাও হারিয়ে ফেলেছেন তিনি।

'তুমি গাড়ি চালাতে পারো?' জিজ্ঞেস করলেন ডঃ আরেফিন।

'অল্পস্বল্প,' রাশেদ বলল। শামীমের কাছে কিছুদিন তালিম নেয়া ছিল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিন্তু তাতে কতোটা কাজ হবে নিশ্চিত নয় সে।

'অল্পস্বল্প হলেই হবে, আমি তোমাকে কাভার দেবো, তুমি শুধু গাড়িতে উঠে ইঞ্জিন স্টার্ট দেবে, পারবে না?'

'পারবো মনে হয়,' রাশেদ বলল মৃদু সুরে। গলায় আত্মবিশ্বাসের অভাব।

'ঠিক আছে, চলো তাহলে,' বললেন ডঃ আরেফিন। নিচু হয়ে সরে এলেন জানালার কাছ থেকে। আক্রমনকারীরা সবাই পেছন দিয়ে নাও ঢুকতে পারে, সামনে কেউ থাকতে পারে। রাশেদের গায়ে গায়ে লেগে হাঁটছেন তিনি। কিছু বুলেট খরচ হওয়াতে আবার লোড করে নিয়েছেন রিভলবারটা। প্রস্তুত, যে কোন আক্রমনের জন্য।

দোতলা থেকে নেমে এলো দুজন। রাশেদ তাকাল কার্পেটটার দিকে, ডঃ আরেফিনও তাকালেন। অভয় দেয়ার ভঙ্গিতে হাসলেন।

সামনের দরজার পাশে দাঁড়াল দুজন। এবার দরজা খুলে বাইরে যেতে হবে। বাইরে যে কেউ অপেক্ষা করে নেই তা বলা যাবে না, থাকতেও পারে। দরজা খোলার সাথে সাথে গুলির শব্দ হলো। দরজা লক্ষ্য করে ছোড়া হয়েছে। তারমানে বাইরে আছে ওরা।

চিন্তার ভাঁজ পড়ল ডঃ আরেফিনের কপালে। এখান থেকে সশরীরে বের হওয়া যাবে না মনে হচ্ছে। ওরা মারতে এসেছে, বইটা ওদের মূল লক্ষ্য। কিন্তু বাসার ঠিকানা পেল কি করে? ওরা রাশেদকে চেনে, তাকে তো চেনে না। চিনলে খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন কিছু হবে না হয়তো। কিন্তু তারপরও চিন্তাটা খচখচ করতে লাগল ডঃ আরেফিনের মনের মধ্যে।

দরজার নবে আবার হাত রেখেছে রাশেদ। ইশারায় দরজা খুলতে নিষেধ করলেন ডঃ আরেফিন। ওরা এখন ওৎ পেতে আছে। বেরুনো মাত্র গুলি করবে। নিজের জানের মায়া নেই ডঃ আরেফিনের। কিন্তু স্ত্রী আর রাশেদের কথা ভেবে খারাপ লাগছে। তার স্ত্রী কোনভাবেই জড়িত নয় এই কাজের সাথে, আর রাশেদ, অল্পবয়সী একটা ছেলে, দুনিয়াই দেখে নি এখনো।

গোলাগুলির শব্দ বেড়ে গেছে হঠাৎ। মনে হচ্ছে চারপাশ থেকে গুলি হচ্ছে। দরজার পাশে দাঁড়াল রাশেদ। বলা যায় না বুলেট কাঠের দরজা ভেদ করে চলে আসতে পারে। কিন্তু এতো বুলেট খরচ করার কি দরকার ওদের, ভেবে পেলো না সে। ডঃ আরেফিন দাঁড়িয়ে আছেন রিভলবারটা ধরে। কেউ আসলে ছাড় দেবেন না। মৃত্যুর আগে দু'একটা সাথে নিয়ে মরবেন বলে যেন পণ করেছেন।

এই সময় হঠাৎ একটা শব্দ শুনে দারুন ভালো লাগল রাশেদের। মাইকিং করছে পুলিশ। পুরো বাড়িটা ঘিরে ফেলেছে তারা। আত্মসমর্পন করতে বলছে আক্রমনকারীদের। আরো কিছু বুলেটের শব্দ শোনা গেল। আর্তচিৎকার শোনা গেল কাছেই কোথাও। তারপর আবার সব চুপ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেশ কিছুক্ষন এভাবেই কেটে গেল। দুজন স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে আছে দরজার দু'পাশে। একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে আছে। আরো কিছুক্ষন পর দরজায় নক করার শব্দ পাওয়া গেল। হোল দিয়ে তাকিয়ে দেখল রাশেদ। পুলিশ।

'কে?' জিজ্ঞেস করলেন ডঃ আরেফিন।

'পুলিশ, পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রনে, আপনারা দরজা খুলতে পারেন,' কেউ একজন বলল দরজার ওপাশ থেকে।

'রাশেদ, তুমি নিশ্চিত পুলিশ ওরা?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন ডঃ আরেফিন।

'তাই তো মনে হলো,' রাশেদও বলল একই সুরে।

'দরজা খুলুন, বললাম তো ভয়ের কিছু নেই,' দরজার ওপাশ থেকে আবারো একই কণ্ঠ শোনা গেল, এবার কিছুটা বিরক্তি মেশানো ছিল কথাটায়।

দরজা খুলল রাশেদ।

পুলিশের একজন কর্মকর্তা। বয়স্ক এবং ভারিক্কি চেহারা। গম্ভীর চালে ভেতরে ঢুকলেন তিনি।

'পরিস্থিতি এখন আমাদের নিয়ন্ত্রনে,' বললেন পুলিশ কর্মকর্তাটি। ব্যাজটা দেখল রাশেদ। বজলুল করিম নাম ভদ্রলোকের।

কাঁধের ট্রাভেল ব্যাগটা সরিয়ে ফেলা দরকার। পুলিশ হয়তো জানতে চাইতে পারে কি আছে এর ভেতর। এক পাশে সোফা, তারপর পুলিশ কর্মকর্তার চোখের আড়ালেই ব্যাগটা রেখে দিল রাশেদ। ভদ্রলোক এখন ডঃ আরেফিনের দিকে তাকিয়ে আছেন। হয়তো হাতে ধরা রিভলবারটা দেখে অবাক হয়েছেন।

'লাইসেন্স আছে অস্ত্রটার?' জিজ্ঞেস করলেন বজলুল করিম ডঃ আরেফিনকে।

রিভলবারটা নামিয়ে রাখলেন ডঃ আরেফিন। 'জি, লাইসেন্স আছে,' মৃদু স্বরে উত্তর দিলেন তিনি।

'থানায় যেতে হবে আমাদের সাথে, মামলা করতে হবে, বিরাট বড় একটা ঘটনা ঘটে গেছে এখানে,' একটু থামলেন বজলুল করিম, রাশেদের দিকে তাকিয়েছেন, 'এই ছেলেটি কে?' ডঃ আরেফিনের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করলেন তিনি।

'আমার দুঃসম্পর্কের ভাতিজা,' ডঃ আরেফিন বললেন।

'যাই হোক, যা বলছিলাম, আটজনের একটা দল ছিল, এরকম আমি জীবনে দেখেনি, মনে হচ্ছিল কমান্ডো স্টাইলে অপারেশনে এসেছিল ওরা। হাতে আধুনিক অস্ত্র। সাতজন নিহত হয়েছে ওদের, একজন আহত।' বললেন বজলুল করিম। একটু বিশ্রাম নিলেন, তাকালেন চারদিকে। 'সাধারন ডাকাতি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলে মনে হচ্ছে না, দুলাভাই।'

'দুলাভাই!' অবাক হলেন ডঃ আরেফিন।

'হ্যা, আপা কল করেছিল বলেই তো এতো তাড়াতাড়ি আসতে পেরেছি,' এবার হো হো করে হাসলেন বজলুল করিম। 'উনি কোথায়, দেখছি না তো?'

অবাকভাব কাটেনি ডঃ আরেফিনের। রাশেদও বোকা বনে গেছে। ডঃ আরেফিনের স্ত্রী তাহলে থানায় জানিয়েছিল ঘটনা শুরু হওয়ার সাথে সাথে।

'রাশেদ, যাও তো ওদের বের করে নিয়ে এসো,' ডঃ আরেফিন বললেন রাশেদের উদ্দেশ্যে।

কার্পেটের নিচের ঢাকনা খুলে বেরিয়ে এলো দুজন একটু পর। বজলুল করিম সরাসরি ডঃ আরেফিনের স্ত্রীর পা ছুঁয়ে সালাম করলেন। দেখার মতো একটা দৃশ্য, মনে মনে বলল রাশেদ। জানা গেল ভদ্রলোক ডঃ আরেফিনের স্ত্রীর দূরসম্পর্কের চাচাতো ভাই। এখানে বদলি হয়ে এসেছেন কিছুদিন আগে।

'তবে সবচেয়ে অবাক হয়েছি আমি, আহত ছেলেটাকে নিয়ে, না দেখলে বিশ্বাস করবেন না, পুরো নায়কের মতো চেহারা। কমান্ডো পোশাকে মানিয়েছেও ভালো। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে ছেলেটা কথা বলতে পারে না,' সোফা বসে বলছেন বজলুল করিম।

'ওরা কারা, উদ্দেশ্য কি ছিল, কিছু বুঝতে পারলেন?' রাশেদ জিজ্ঞেস করল এবার।

'এখনই বলা যাবে না। তদন্ত করতে হবে। তবে দুলাভাইকে একটা মামলা করতে হবে, ডাকাতি মামলা। আগে ওদের নাম-পরিচয় বের করি, তারপর বুঝতে পারবো ওরা কারা এবং কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছিল।' বজলুল করিম বললেন।

রাশেদের সাথে চোখাচোখি হলো ডঃ আরেফিনের। দুজনের চোখ তারপর চলে গেল ট্রাভেল ব্যাগটার দিকে। বজলুল করিমের উল্টোদিকের সোফায় অতি নিরীহ ভঙ্গীতে পড়ে আছে যেটা।

পুলিশেরা চলে গেল একটু পরই। ডঃ আরেফিনও গেলেন ওদের সাথে। রাশেদ ফিরে এলো নিজের রুমে। সারারাত ঘুম হলো না তার। ভোরে দিকে চোখ ভারি হয়ে এলো তার। ট্রাভেল ব্যাগটা বিছানায় নিয়ে শুয়েছে সে। ওটাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২৫

সেদিন ছিল ঝকঝকে একটা দিন। দিনটি একজনের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ন। অনেকদিনের পরিশ্রম আর স্বপ্ন বোধহয় সত্যি হতে চলল। যে ইচ্ছে পূরণ হবার কথা আরো অনেক অনেক আগে, সেই স্বপ্ন আজই বোধহয় পূর্ন হতে যাচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা নিজের উপর আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছেন তিনি। কিছুদিন ধরেই নিজেকে খুব হীন, অসহায় প্রানী বলে বিবেচনা করছিলেন, এখন মনে হচ্ছে বেঁচে থাকার একটা অবলম্বন তৈরি হচ্ছে, শৈশব থেকে যে স্বপ্ন লালন করছিলেন তাই পূরন হবে আজ।

পোশাক পরিচ্ছদে কোন ত্রুটি রাখেন নি। রাজদরবারে যেতে হবে সেখানকার উপযোগী পোশাক পড়তে হবে, এর ব্যতিক্রম হলে চলবে না।

কি না করেছেন এই যাত্রায় যাওয়ার জন্য, কার কাছে হাত পাতেন নি তিনি! কিন্তু নাবিক হিসেবে কেউ তাকে তেমন মূল্য দেয় নি। সাত বছর আগের কথা, পর্তুগালে গিয়েছিলেন জন দ্য সেকেন্ডের কাছে তার পরিকল্পনায় অর্থ সংস্থান করার জন্য। শর্ত ছিল, ভারতবর্ষ আবিষ্কার করেই ফিরবেন এবং পুরো উপমহাদেশটাকে পুর্তগীজ উপনিবেশ বানাবেন, বিনিময়ে চাইলেন নৌবাহিনীর সর্বোচ্চ পদ আর নতুন ভূখন্ড থেকে আয়ের দশ ভাগের এক ভাগ। কিন্তু রাজার বিজ্ঞ পরামর্শদাতারা তার এই সুন্দর প্রকল্পটি বাতিল করে দিল তখন খোঁড়া একটা যুক্তি দিয়ে। এর তিন বছর পর আবারো গিয়েছিলেন তিনি লিসবনে, রাজার কাছে। কিন্তু এবারও একই ফল।

অবশ্য এর মধ্যে স্পেনের রানীর কাছেও একই আবেদন রেখেছিলেন তিনি। কিন্তু প্রস্তাবটি মুখ থুবড়ে পড়ে। এরপর গিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের রাজা হেনরি দ্য সেভেন্থ এর কাছে। অপেক্ষা করেছেন অনেক দিন, বলা যায় প্রায় এক বছর ভালো একটা খবর শোনার জন্য। কিন্তু তাও হয় নি।

তবে একটা লাভ হয়েছিল। একই প্রস্তাব নিয়ে অন্য কোথাও যাতে না যান এজন্য ১৪৮৯ সালে সরকারী একটা বিধিও চালু করা হয়েছিল, ক্রিস্টোফার কলম্বাস স্পেনের যেকোন স্থানে বিনামূল্যে খাবার এবং মাথার উপর ছাদ পাবেন। এছাড়া বছরে বারো হাজার স্থানীয় মুদ্রাও বরাদ্দ করা হয়েছিল তার নামে। কিন্তু এসব কোন কিছুতেই সন্তুষ্ট ছিলেন না তিনি। সমুদ্র তাকে ডাকছিল বেরিয়ে পড়ার জন্য। মনে মনে নিশ্চিত ছিলেন ভারতবর্ষ আবিষ্কার করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবেন।

শেষে ১৪৯২ সালে আবার স্পেনের রাজদরবারে দেখা যায় তাকে। এবার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঘটনা ভিন্ন। এমন একটা ইতিহাস রচনা করবেন তিনি যাতে পৃথিবী জুড়ে মানুষ মনে রাখবে তার নাম, ক্রিস্টফার কলোম্বাস।

একজন মাত্র লোকের কাছে ঋনী তিনি। রাজা ফার্নিনান্দের একান্ত সহকারী লোকটা। এই লোকটার কথা রাজা শোনেন। গ্রানাডা থেকে মুসলিমদের পরাজিত করেছেন রাজা কিছুদিন আগেই। মুসলমানদের তাড়িয়ে গ্রানাডাকে স্পেনের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন। কাজেই তার মন এখন খুবই প্রসন্ন। অবশ্য মন প্রসন্ন কি না তা জানতে প্যারে একজনই। লোকটার নাম জারমোনি। বয়স পয়তাল্লিশের কাছাকাছি। ভেনিস কিংবা রোম থেকে এসেছে লোকটা এবং রাজদরবারে জুড়ে বসেছে। রাজা অনেকসময় রানীর কথাও অগ্রাহ্য করেন, কিন্তু জারমোনির কথার বাইরে যান না। সেই জারমোনির সাথে পরিচয়টা হয়েছিল খুব অদ্ভুতভাবে। বেশ কিছুদিন আগে তার সাথে দেখা করতে আসে লোকটা। মনোবল হারিয়ে নিজের বাড়িতেই ছিলেন তিনি। গুটিয়ে নিয়েছিলেন নিজেকে সবকিছু থেকে। তারমধ্যে দেবদূত হিসেবে এই লোকটার আবির্ভাব তার বাড়িতে। অনেক রাতে।

পরিচয় দেয়াতে বসার ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন লোকটাকে তিনি। ছোট একটা বাড়ি, খুব দামি কোন আসবাব নেই, যা আছে সব একেবারে সাধারন।

'সময় হয়েছে মিঃ কলম্বাস,' মৃদু স্বরে বলেছিলেন জারমোনি। চেয়ারে বসতে বসতে বলেছিল লোকটা।

চোখ চকচক করে উঠেছিল কলম্বাসের। 'সময়? কিসের সময়?'

'অজানা পৃথিবীর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ার,' জারমোনি বললেন আবার।

উঠে দাঁড়িয়েছিলেন কলম্বাস, হাতে থাকা সুরার পাত্রটা ছলকে উঠল, কোনমতে সামলে নিলেন।

'যা আপনি সারাজীবন চেয়েছিলেন তাই হবে, আপনি নতুন করে কাজ শুরু করুন,' জারমোনি বললেন।

চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন কলম্বাস। ঘরে টিমটিম করে জ্বলছে হ্যারিকেনটা। তার মধ্যেও যে কেউ তার মুখের দিকে তাকালে উত্তেজনাটা লক্ষ্য করতে পারতো।

'আপনি কি আমার হয়ে সুপারিশ করেছেন জনাব জারমোনি?'

'এতো কিছু বলা যাবে না, শুধু এইটুকু জানুন, সময় হয়েছে, আপনি প্রস্তুতি নিন।'

সুরার একটি পাত্র জারমোনির দিকে বাড়িয়ে দিলেন কলম্বাস, কিন্তু সেদিকে মোটেও আগ্রহ দেখা গেল না অতিথির।

'এই মাসের মধ্যেই নতুন করে প্রস্তাবনা পাঠান, আশা করি সব ঠিক হয়ে যাবে,' জারমোনি বললেন, হাত দিয়ে সরিয়ে একটু দূরে রেখেছেন সুরার পাত্রটা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ, এতো দারুন একটা খবর শোনানোর জন্য,' গদগদ কণ্ঠে বলেছিলেন তিনি।

'এবার আসি আমি,' উঠে দাঁড়িয়েছিলেন জারমোনি। তারপর বের হয়ে গিয়েছিলেন, আর কিছু বলার সুযোগ দেন নি।

জারমোনির কথামতো নতুন করে আবারো প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন কলম্বাস, তারই সূত্র ধরে আজ দেখা করতে যাওয়া। কর্ডোভায় আছেন এখন রাজা। রানীও আছেন সাথে।

দু'একদিন আগেই এখানে এসেছেন তিনি। চমৎকার একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়ায় নিয়েছেন, হাজারহোক রাজদরবারে যাচ্ছেন তিনি। আলক্যাজার প্রাসাদে এর আগে কখনো যান নি কলম্বাস।

রাজদরবারে প্রবেশের পরই কলম্বাস একটা ধাঁধায় পড়ে গেলেন। রাজা অনুপস্থিত। জারমোনিও নেই। রানী আছেন, সাথে আছে তার পরামর্শক এবং মন্ত্রীসভার কিছু লোক। তিনি ভেবেছিলেন গেলেই সাদর সম্ভাষন পাবেন এবং তার প্রস্তাবনাটা গ্রহন করা হবে। কিন্তু পরিস্থিতি ভিন্ন এখানে। সিংহাসনে বসে আছেন রানী। রাজা ফার্নিনান্দ বিশেষ কাজে বাইরে গেছেন। বিকেলের মধ্যেই ফিরবেন প্রাসাদে। কিন্তু চলে যখন এসেছেন এখন আর পিছু ফেরার উপায় নেই কলম্বাসের। মহামান্য রানী ইসাবেলাকে কুর্নিশ করে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষন কলম্বাস।

'ক্রিস্টোফার কলম্বাস, আপনি পেশ করুন আপনার আর্জি, সবাই আছেন এখানে, তারা মতামত দেবেন,' রানী ইসাবেলা বললেন।

হতাশ হয়ে চারপাশে তাকালেন। সবাই যারা, গতবার যারা তার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিল। আবারো ওরা একই কাজ করবে নিশ্চিত তিনি।

'মহামান্য রানী, আপনার সদয় অনুমতির জন্য ধন্যবাদ,' বললেন কলম্বাস, তারপর শুরু করলেন, কিভাবে ভারতবর্ষে যাওয়া যাবে, কতো সময় লাগবে, দূরত্ব কতোদূর, কতোজন লোক লাগবে, সেখানে গেলে কি কি লাভ হতে পারে স্প্যানিশ রাজ্যের, তিনি নিজে কি আশা করেন, ইত্যাদি। আধ ঘণ্টার কিছু বেশি সময় লাগলো পুরো বক্তব্য দিতে। পুরো রাজদরবারে পিনপতন নীরবতা। সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনছে আগ্রহী এক নাবিকের বক্তব্য।

বক্তব্য শেষ হলে রানীর দিকে তাকালেন কলম্বাস। ভালো কিছু আশা করছেন রানীর মুখ থেকে। কিন্তু প্রশ্নটা আসলো এক মন্ত্রীর মুখ থেকে, যিনি নিজে একসময় নাবিক ছিলেন বলে দাবী করেন।

'আপনি ভারতবর্ষের যে দূরত্ব হিসেব করেছেন তা কি সঠিক?' প্রশ্ন করলেন মন্ত্রী।

www.BanglaBook.org

'আমার হিসেবে দূরত্ব হবে দুইহাজার চারশো মাইল, হয়তো কিছুটা কম বেশি হতে পারে, কিন্তু তা খুবই গৌন,' বললেন কলম্বাস বেশ আত্মবিশ্বাসের সাথে।

'কতোদিন সময় লাগতে পারে আপনার? একবছর অনেক বেশি হয়ে যায় জনাব কলম্বাস,' এবার বললেন অন্য একজন মন্ত্রী।

'আমরা যাত্রা করছি অজানার উদ্দেশ্যে, তাই কিছুটা সময় হাতে রেখেছি আমি, আশা করছি একবছরের মধ্যেই ফিরে আসবো,' কলম্বাস বললেন।

'আপনি খরচের হিসেব দিয়েছেন,' এবার রানী বললেন, 'এই মুহূর্তে আমাদের কাছে তা অনেক বেশি মনে হচ্ছে, এছাড়া রাজ্যে আরো অনেক কাজ আছে, এতো অর্থের সংস্থান করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় এখন,' একটু থামলেন রানী ইসাবেলা, তাকালেন কলম্বাসের দিকে, অসম্ভব মন খারাপ হয়েছে লোকটার দেখেই বুঝতে পারছেন তিনি, 'কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আপনার প্রস্তাবটা খালি হাতে ফিরিয়ে দিচ্ছি আমি, অদূর ভবিষ্যতে রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো হলে আমরা অবশ্যই আপনাকে সাহায্য করবো।'

আবার পিনপতন নীরবতা নেমে এলো পুরো রাজদরবারে। সবাই তাকিয়ে আছে কলম্বাসের দিকে। নিজেকে কোনভাবে শান্ত রেখেছেন তিনি। চোখ বেয়ে যে কোন সময় অশ্রু বেরিয়ে আসতে পারে, কিন্তু রাজদরবার কান্নার জায়গা নয়, এখানে কেঁদে কেউ কোনদিন সুবিধা করতে পারে নি।

'মহামান্য রানীর ইচ্ছাই শিরোধার্য,' বললেন কলম্বাস, তারপর কুর্নিশ করে বেরিয়ে আসলেন রাজদরবার থেকে।

দিনটা এখনো সুন্দর। সূর্য আলো ছড়াচ্ছে। কর্ডোভা অনেক সুন্দর একটা নগরী। কিন্তু হতাশ, বিষন্ন, হতোদ্যম কলম্বাসের কাছে সবকিছু বিষময় মনে হচ্ছে। জারমোনিকে কাছে পেলে শিক্ষা দিয়ে দিতেন এখন। যে ঘোড়াগাড়িটা ভাড়ায় নিয়ে এসেছিলেন, ভাড়া মিটিয়ে দিলেন। এই শহরে থাকার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। জেনোয়াতে নিজের আপন ঠিকানায় ফিরে যাবেন কি না বুঝতে পারছিলেন না। হার হয়েছে তার। চরম হার। মেরুদন্ডই ভেঙে গেছে যেন।

হাটতে হাঁটতে শহরের বাইরে চলে এলেন। দুপুরের রোদ কমে এসেছে। কম দামে একটা খচ্চর ভাড়া নিলেন। জুড়িগাড়িতে চড়া মানায় না তার। গম্ভীর মুখে খচ্চরটায় চড়ে বসলেন তিনি। তারপর রওনা দিলেন কর্ডোভা থেকে দূরে।

কিন্তু ঘটনার বাকি ছিল তখনো। রাজা ফার্নিনান্দ প্রাসাদে ফিরে শুনলেন ক্রিস্টোফার কলম্বাসকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে খালি হাতে। রানীর এই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হলেন তিনি। জারমোনি তখনো তার পাশে ছিল। বারবার বলছিল দারুন একটা সুযোগের অপচয় করা হয়েছে। স্পেনের নাম, ক্যাথলিক ক্রুশ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পৃথিবীময় ছড়িয়ে দেয়ার সুযোগ চলে গেছে। ক্রিস্টোফার কলম্বাসের মাধ্যমেই পুরো পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ার কথা রাজা ফার্নিনান্দের নাম, স্প্যানিশ রাজ্যের সুনাম।

রাজা ফার্নিনান্দ সাথে সাথে রাজকীয় বাহিনী থেকে লোক পাঠালেন কলম্বাসের খোঁজে। রানীকে ভর্ৎসনা করলেন। রানী ইসাবেলাকে বিয়ের মাধ্যমে ক্যাস্টিল রাজ্য এবং আরো কিছু রাজ্যকে একীভূত করে বড় একটা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় চিন্তায় ছিলেন রাজা। সম্প্রতি গ্রানাডা দখলের পর আরো শক্তিশালী হয়ে উঠেছে তার সাম্রাজ্য। এখন তাকে দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে হবে, সম্প্রসারন করতে হবে। অর্থ খরচের অজুহাতে নতুন সুযোগ ছাড়া যাবে না।

রাজদরবারে দ্বিতীয়বারের মতো এসে দাঁড়ালেন কলম্বাস। এবার সবকিছু হলো নতুনভাবে। নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা হলো। তিনটি জাহাজ নিয়ে অভিযাত্রার পরিকল্পনা হলো, সান্তা মারিয়া, পিন্টা এবং নিনা। নাবিকের দল হলো সব মিলিয়ে সাতাশি জন।

তারপর আগস্টের তিন তারিখ বিকেলে যাত্রা করলেন কলম্বাস। তার আগে জারমোনিকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতে ভুললেন না। কলম্বাস এই যাত্রায় ভারতবর্ষে হয়তো পৌঁছতে পারেন নি, কিন্তু তিনি আবিষ্কার করে বসেছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বীপপুঞ্জ এবং সেখানকার অধিবাসীদের তিনি ভারতীয় বলেই মনে করেছিলেন। ভারত আবিষ্কার করেছেন এই ধারনা নিয়েই মৃত্যু হয় তার। জারমোনি কলম্বাসের যাত্রার পরপরই হারিয়ে গিয়েছিল কর্ডোভা থেকে। রাজা ফার্নিনান্দ অনেক খুঁজেও বের করতে পারেন নি তাকে। একদম হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছিল সে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২৬

গভীর রাত। জায়গাটা চেনা। তা না হলে এই অন্ধকারে হেঁটে এখানে আসা খুব ঝামেলার একটা কাজ। চারপাশে ঘন জঙ্গল। তার মাঝে ছোট একটা ঘর। এতো রাতে পথ খুঁজে ঘরটার আশপাশে যাওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু এসবের পরোয়া করলে চলবে না এখন। প্রচুর সাপ আছে জঙ্গলটায়। যথাসম্ভব দেখে হাঁটতে থাকলেন তিনি। আর দেরি করা যাবে না। দেরি করলে রামপ্রসাদকে হয়তো খুঁজেই পাওয়া যাবে না।

হাতে ছোট একটা ছড়ি নিয়েছেন। পথ চলতে সাহায্য করছে জিনিসটা। ঘরটার প্রায় কাছে চলে এসেছেন। টিমটিম করে হ্যারিকেন জ্বলছে। এতো রাতেও জেগে আছে রামপ্রসাদ। ভেবেছিলেন বেকায়দা অবস্থায় ধরে ফেলবেন। এমনিতে রামপ্রসাদ লোকটা যথেষ্ট শক্তি ধরে গায়ে। তাকে উপরে তুলে ছুঁড়ে ফেলা অসম্ভব হবে না লোকটার পক্ষে।

আরো কাছে চলে এসেছেন ঘরটার। এবার আক্রমন করতে হবে। হাতে অস্ত্র বলতে কিছু নেই। ছড়ি আছে, কিন্তু তাকে অস্ত্র বলা ঠিক হবে না।

যতোটা জানেন এখানে একাই থাকছে রামপ্রসাদ। গত কিছুদিন ধরে। হয়তো এখান থেকে অন্যকোথাও যাবে লোকটা। কিংবা এখানে থেকে যাবে। যাই হোক না কেন, রক্ত ঝরাতে চান না তিনি, কিন্তু শান্তিতে না দিলে রক্ত ঝরাতে দ্বিধা করবেন না।

দরজাটা পুরোপুরি লাগানো না, চুরি করতে কেউ আসবে না এখানে অন্ত ত। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে বড় করে একটা নিঃশ্বাস নিলেন তিনি। সময় হয়েছে।

দরজা খুলে মুহূর্তে ঘরটায় ঢুকে পড়লেন তিনি এবং অবাক হয়ে গেলেন। রামপ্রসাদ একা নয়, আরো চারজন আছে তার সাথে। একটা সুটকেস হা করে খোলা। সবাই দেখছে কি আছে ভেতরে। অন্য সুটকেসটা এক পাশে সরানো, এখনো খোলা হয় নি মনে হচ্ছে। রাগ সামলাতে পারলেন না তিনি। সবাইকে অবাক করে দিয়ে ঝাপিয়ে পড়লেন লোকগুলোর উপর।

রামপ্রসাদ সরে দাঁড়িয়েছে একপাশে। লড়াই করছেন তিনি। চারজনের সাথে। সবাই পূর্ণবয়স্ক পুরুষ। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। তিনজন মিলে ধরে রেখেছে তাকে, একজন একের পর এক ঘুষি মারছে পেটে। সহ্য করছেন তিনি দাঁতে দাঁত চেপে। মুক্ত হবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু বলশালী তিনজনের কাছ থেকে ছাড়া পাওয়া সোজা কথা নয়। তিব্বতে থাকাকালীন আত্মরক্ষার

www.BanglaBook.org

কিছু কৌশল শিখেছিলেন, সেগুলো কাজে লাগানোর চিন্তা করলেন, বাঁ'পাশের একজনের তলপেটে কনুই দিয়ে একটা গুতো দিলেন, হাতটা একটু মুক্ত হওয়া মাত্র বাকি দুজনের উপর হামলে পড়লেন। ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো ওরা।

রামপ্রসাদ আক্রমনে যায় নি, মালিককে নিজের চোখে কচুকাটা করতে দেখেছে সে তিববতে যাওয়ার আগে। তার চিন্তা কিভাবে এখান থেকে পালানো যায়।

নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছেন তিনি। এখন মাঝখানে, চারজন বৃত্তাকারে ঘিরে রেখেছে তাকে। একজনের হাতে ছোট একটা ছুরি দেখা গেল। হাত বদল করছে ছুরিটা একহাত থেকে অন্যহাতে। বোঝা যাচ্ছে ছুরিবাজিতে ভালো দক্ষতা আছে লোকটার। বৃত্তাকারে ঘুরছেন তিনি, চোখে চোখ রেখে। ছুরিসহ হাত বাড়িয়ে দিয়েছে লোকটা, তার পেট লক্ষ্য করে। একপাশে সরে গেলেন তড়িৎ গতিতে, হাতটা ধরে ছুরিটা নিয়ে নিলেন নিজের হাতে।

একজোড়া জুতো শুরু থেকেই দৃষ্টি কেড়েছিল রামপ্রসাদের। হীরে লাগানো অনেকগুলো, নিঃসন্দেহে দামি হবে, কতো দামি সে সম্পর্কে ধারনা নেই। সুটকেস খুলে এর চেয়ে দামি কিছু চোখে পড়ে নি তার। বাকি সবকিছুই ছিল বই বা এধরনের জিনিস। একটা বইও সে আলাদা করে রেখেছে নিজের জন্য। দ্বিতীয় সুটকেসটা খোলা যায় নি এখনো। ভাঙ্গার চেষ্টাও করেছে সে। কিন্তু ব্যর্থ। এতো শক্ত কিছু দিয়ে বানানো জিনিস দু'টো যে হাজার চেষ্টাতেও কিছু করতে পারে নি সে একা। তাই এসব সঙ্গীসাথী জোগাড় করেছিল সে, শর্ত ছিল ভেতরে যাই থাকবে সমানভাগে ভাগ করে নেবে সবাই, রামপ্রসাদ একটু বেশি নেবে, কারন এতোদূর থেকে এগুলো টেনে এনেছে সে-ই। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ভেস্তে যেতে বসেছে সব। মালিকের হাতে ছুরি চলে এসেছে। বের হওয়ার রাস্তা খুঁজতে লাগল রামপ্রসাদ।

ছুরি হাতে কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থায় আছেন তিনি। এখনো চারজন ঘিরে আছে তাকে। কেউ আগে বাড়ছে না। কিন্তু এভাবে চলতে পারে না অনন্তকাল। এদেরকে একটা শিক্ষা দিয়ে দিতে হবে পুরো জীবনের জন্য। হাঁটু গেড়ে বসে বৃত্তাকারে ঘুরে চারজনের পা লক্ষ্য করে ছুরি চালালেন তিনি। তিনজনের ক্ষেত্রে লক্ষ্যভেদ করেছেন, গোড়ালীর উপর পায়ের রগ কেটে গেছে তিনজনের। পা ধরে বসে পড়েছে ওরা। রক্ত বেরুচ্ছে গলগল করে। এই রক্ত পড়া থামবে না। একজন এখনো দাঁড়িয়ে আছে, চোখে অবিশ্বাসের দৃষ্টি। বিশ্বাস করতে পারছে না এই বয়স্ক লোকটা এতো দ্রুত কিভাবে আক্রমন করছে। এবার এগিয়ে এলো লোকটা, ছুরি দিয়ে লোকটার ঘাড়ের নীচে ছুইয়ে দিলেন তিনি। ঘাড়ে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে লোকটা। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। তারপর ধরাম করে মেঝেতে পড়ে গেল।

www.BanglaBook.org

চারজনকে পরাস্ত করেছেন তিনি। এবার রামপ্রসাদের উদ্দেশ্যে তাকালেন। নেই। পালিয়েছে। সুটকেস দুটোর দিকে তাকালেন তিনি। একটা আধখোলা অবস্থায় পড়ে আছে। অন্যটা এখনো খুলতে পারে নি মনে হচ্ছে। বাইরে পড়ে থাকা নিজের সাধনার জিনিসগুলো আস্তে আস্তে খোলা সুটকেসটায় ভরলেন। তেমন কিছু নিতে পেরেছে বলে মনে হলো না। সাম্ভালার চামড়ার খোপটা পড়ে ছিল। ঢোকালেন। লক্ষ্য করলেন জুতো জোড়া নেই আর বইটা নেই। প্রাচীন এই বইটা অন্য কারো হাতে পড়লে মহাবিপদ। যদিও এর অর্থ কেউ উদ্ধার করতে পারবে বলে মনে করেন না তিনি। এছাড়া রামপ্রসাদ এদুটো জিনিস নিয়ে পালিয়ে কোথায় যাবে। যেখানেই যাক, উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত ওর পিছু ছাড়বেন না বলে প্রতিজ্ঞা করলেন তিনি।

চারজনই পড়ে আছে, ব্যথায় কাতরাচ্ছে। সহজে মরবে না। কষ্ট পেয়ে মরবে। সুটকেস দু'টো ঠিক ঠাক করে নিয়েছেন। লোকগুলোর দিকে তাকালেন আরেকবার। বেরিয়ে আসলেন ছোট ঘরটা থেকে। নাক খাড়া করলেন বাতাসে। রামপ্রসাদের গন্ধ নেয়ার চেষ্টা করলেন। পুবে গেছে বলে মনে হলো। হাঁটা ধরলেন তিনি। কিছুটা স্বস্তি পাচ্ছেন, এতোদিন পর সুটকেস দু'টো ফিরে পেয়ে।

এরপর দীর্ঘদিন তিনি ঘুরে বেড়ালেন ভারতবর্ষের পথে পথে। বোম্বে থেকে দিল্লি, মাদ্রাজ, জলন্ধর, অমৃতসর, কাশ্মীর, কলকাতা, পুনা, হায়দ্রাবাদ, কোচি সবগুলো শহরে গেলেন, পশ্চিমে করাচী, লাহোর বাদ দিলেন না কিছুই। কিন্তু রামপ্রসাদের কোন চিহ্নই পেলেন না কোথাও। সবগুলো শহরেই থাকলেন তিনি, কোথাও একবছর, কোথাও দুই, কোথাও এর চেয়ে বেশি। দেখলেন সিপাহী বিপ্লবসহ ইংরেজ রাজত্বের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর আন্দোলন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ দেখলেন, কিন্তু কিছুই প্রভাবিত করতে পারলো না তাকে। প্রায় এক শতক কাটিয়ে দিলেন এই অভিযাত্রায়। কিন্তু যার পেছনে এই যাত্রা সেই যেন নেই হয়ে গেছে একেবারে। এবার পুবের দিকে যাবেন বলে ঠিক করলেন। টানা অনেকদিন হাটার পর মনে হলো নতুন একটা জায়গায় এসেছেন তিনি। সবুজ, শ্যামল একটা এলাকা। এখানকার ভাষাও অন্যরকম। কলকাতায় আগে কিছুদিন থাকার ফলে বাংলা ভাষা কিছুটা জানা ছিল। সেই জ্ঞান এখানে কিছুটা কাজে দিচ্ছে। কিন্তু এখানকার উচ্চারন একেবারে অন্যরকম এবং স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথে ভাষার উচ্চারন ভঙ্গীও যেন আরো বদলে যাচ্ছে। রামপ্রসাদকে খুঁজে পান নি এখনো। শুধুমাত্র ধারনার উপর ভিত্তি করে চলে এসেছেন এই অঞ্চলে। ইংরেজ শাসনের বাইরে নয় এই অঞ্চল। কিন্তু খুব বেশি ব্রিটিশের পা পড়ে নি এখানে। ব্রহ্মপুত্র নদীর অববাহিকার এই এলাকাটা বেশ ভালো লেগে গেল তার। খুব সাধারন

www.BanglaBook.org

জীবনযাত্রা মানুষের। বড় কোন শহর নেই, দিল্লী বা বোম্বের মতো। এক অমাবশ্যা রাতে সুটকেস খুলে পান করলেন অমৃত সুধা। পঁচিশ বছরের যুবাতে পরিনত হলেন যেন। গায়ের রঙ বদলে গেছে, ইউরোপীয় ছাপ নেই এখন চেহারায়, মনে হচ্ছিল সম্ভ্রান্ত এবং অভিজাত বংশের সন্তান তিনি। তারপর পরিচয় হলো রহিম ব্যাপারীর সাথে। ব্যাপারী নিজের ছেলের মতো টেনে নিলো তাকে। প্রথমে দোকানে কাজ করালেও পরে নিজের মেয়ের সাথে বিয়ে দিয়ে একেবারে পাকাপোক্ত করে নিলো। নামও দিল একটা। মুসলিম নাম। আব্দুল মজিদ ব্যাপারী।

এখানেই রয়ে গেছেন তিনি এখনো। নিজের পূর্ব পরিচয় ভুলে, অনেককাল হলো। রামপ্রসাদের পিছু ধাওয়া করেন নি এরপর। সুটকেস দু'টোকে তালাবদ্ধ করলেন একটি ঘরে, যেখানে প্রবেশ নিষেধ, সকলের জন্যই।

কিন্তু সাভালা এখনো ডাকে তাকে। সুটকেসটায় শেবারনের দেয়া সেই চামড়ার খোপটা এতোদিনে একবারও খোলেন নি তিনি। এবার হয়তো সময় হয়েছে খোলার।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২৭

রাগে দুঃখে মাথার চুল ছিড়তে ইচ্ছে করছে আকবর আলী মৃধার। আরো একটা অপারেশন ব্যর্থ। এবার ক্ষতি হয়েছে সবচেয়ে বেশি। ট্রেনিং দিয়ে তৈরি করা আটজন লোককে হারাতে হয়েছে। সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে সালমানকে হারানোয়। একটা রত্ন ছিল ছেলেটা। বিস্তারিত কিছু জানেন না এখনো। পুলিশে নিজের দলের কিছু লোক আছে। তাদের কাছ থেকে জানা গেছে, শুধুমাত্র সালমানকে জীবিত পাওয়া গেছে, বাকিরা পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত। সালমানকে নিয়ে অবশ্য চিন্তার কিছু নেই, পুলিশকে সে কোন তথ্যই দিতে পারবে না যতো নির্যাতনই করা হোক না কেন, বোবা একজন মানুষ। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে অন্য দিক নিয়ে, রাশেদরা এখন আরো সতর্ক হয়ে উঠবে, কাউকে বিশ্বাস করবে না। এছাড়া পুলিশের বড় একজন কর্মকর্তা বের হয়েছে যে ডঃ আরেফিনের আত্মীয়। কাজেই পুলিশও ডঃ আরেফিনের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল এই সময়। ডঃ শাখাওয়াতের ফোন। অনেক রাত হয়ে গেছে। ঘুমায় নি লোকটা এখনো, ভাবলেন আকবর আলী মৃধা। ব্যর্থতার খবরটা হয়তো সেও পেয়ে গেছে।

'হ্যালো, বলো বন্ধু, এতো রাতে কি মনে করে?' বললেন আকবর আলী মৃধা, যেন কিছুই হয় নি এমন সুরে।

'খবর পেলাম মাত্র, ডঃ আরেফিনের বাসায় হামলা করেছে দুষ্কৃতিকারীরা, কিন্তু তাদের কোন ক্ষতি হয় নি, উল্টো আক্রমনকারীদের সাতজন মারা গেছে, পুলিশের সাথে বন্দুক যুদ্ধে," এক নিঃশ্বাসে ওপাশ থেকে বললেন ডঃ শাখাওয়াত।

'বাহ, খবর দেখি বাতাসের আগে ছড়ায়, তুমি জানলে কি করে?'

'তোমার সোর্স আছে যেমন, আমারো আছে,' বললেন ডঃ শাখাওয়াত, একটু থামলেন, 'এখন কি করবে তুমি?'

'শেষ একটা বুদ্ধি আছে আমার কাছে, তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমাও, তোমাকে অবশ্যই জানাবো, বইটা হাতে পাওয়া মাত্র,' বললেন আকবর আলী মৃধা।

'তুমি নিশ্চিত?'

'একশতভাগ।'

'ঠিক আছে, রাখলাম, পরে কথা হবে," বলে ফোন রেখে দিয়েছেন ডঃ শাখাওয়াত।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আকবর আলী মৃধা ফোনটা ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষন। রাশেদকে আটকানোর শেষ চালেই যেতে হচ্ছে তাহলে। ফোনটা তুলে একটা নাম্বার ডায়াল করলেন তিনি।

'ওস্তাদ, গুরু, বস, বলেন কি সেবা করতে পারি,' ওপাশ থেকে বলল একজন।

'রিপোর্টটা কালকের মধ্যে লাগবে আমার।'

'সকালেই পেয়ে যাবেন বস।'

'মনে থাকে যেন,' বলে ফোনটা কেটে দিলেন আকবর আলী মৃধা।

বারান্দায় চলে এসেছেন। বাইরে আজ তুমুল জোছনা। কিন্তু তার মন এখন খুবই অশান্ত। বইটা হাতে না পাওয়া পর্যন্ত কিছুতেই স্বস্তি পাবেন না তিনি, এটা এখন নিশ্চিত।

শেষ চাল দিতে হবে এখন। রাশেদ নিজ থেকে আসবে তার কাছে। সুড়সুড় করে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২৮

একটা মাইক্রোবাস ভাড়া নিয়েছেন আজিজ ব্যাপারী। পরিচিত একজনের কাছ থেকে। ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন সকালে। দুপুরের মধ্যে পৌঁছানোর কথা। কিন্তু দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে চলল। কখন পৌঁছানো যাবে বোঝা যাচ্ছে না। রাস্তাঘাটের অবস্থা খুবই খারাপ।

গাড়িতে যাত্রী দুজনই। আজিজ ব্যাপারী এবং তার বুড়ো বাপ। ড্রাইভার আছে। সামনের সিটে একাই বসে আছেন আজিজ ব্যাপারী। বারবার তাকাচ্ছেন পেছনের দিকে। বুড়ো কি করছে দেখার জন্য। বুড়ো কিছুই করছে না। ঘুমাচ্ছে। এতো ঘুম কি করে পায় কে জানে, ভেবে অবাক হন আজিজ ব্যাপারী। নাকি ভান ধরে আছে। নিজেকেই আবার ছি ছি করলেন, এ ধরনের বাজে চিন্তা করার জন্য। বুড়ো একজন মানুষ, কিছুটা বেশি ঘুমাতেই পারে।

তার নিজেরও ঝিম ঝিম ভাব আসছে, কিন্তু কেটে যাচ্ছে রাস্তার ঝাকিতে। গ্রামের রাস্তাও মনে হয় এর চেয়ে ভালো।

সন্ধ্যা গড়ানোর সময় ঢাকায় ঢুকল গাড়ি। কোন আত্মীয়-স্বজন নেই ঢাকায়। প্রথম স্ত্রীর দিকের কিছু লোকজন ছিল। স্ত্রীর মৃত্যুর পরও সেই যোগাযোগ কিছুটা ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিয়ের পর আর থাকে নি। ওরাও যোগাযোগ করে নি, তিনিও না। কাজেই ঢাকায় থাকার একমাত্র জায়গা হচ্ছে হোটেল। এখন মেডিক্যাল সেন্টার কিংবা ডায়াগনোস্টিকে যাওয়ার শারীরিক সামর্থ্য বা মনমানসিকতাও নেই। গাড়ি নিয়ে সোজা মগবাজার চলে এলেন তিনি। অনেক কাল আগে এখানকার কোন একটি হোটেলে রাত্রি যাপন করেছিলেন। প্রথমবার ঢাকায় এসেছিলেন সেবার। অনেককাল আগের কথা।

ড্রাইভার মগবাজার চেনে, সোজা চলে এলেন মগবাজার মোড়ে। কিছু খাওয়া দরকার। বুড়ো বাপের দিকে তাকালেন, ভাগ্য ভালো, ঘুম ভেঙেছে বুড়োর। চোখ পিটপিট করে তাকাচ্ছে। সেখানে শিশুর মতো রাজ্যের বিস্ময়।

বড় একটা রেস্টুরেন্ট দেখে তার সামনে গাড়ি থামাতে বললেন ড্রাইভারকে আজিজ ব্যাপারী। মাইক্রোবাস থেকে নামলেন। বুড়োকে নামালেন হাতে ধরে। ড্রাইভারকেও আসতে বললেন গাড়িটা পার্ক করে।

রেস্টুরেন্টে বেশি কিছু খেলেন না আজিজ ব্যাপারী, যদিও ক্ষুধা পেয়েছিল খুব। বুড়ো তো মুখে কিছুই দিল না। চিন্তিত মুখে বের হয়ে আসলেন আজিজ ব্যাপারী। বুড়ো বাপকে দেখছেন আড় চোখে। কেমন একটা অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে বুড়োর চেহারায়। পুরো পথে একটা কথাও বলেনি। নিজে তেমন কোন

www.BanglaBook.org

কাপড় চোপড় আনেন নি আজিজ ব্যাপারী। কিন্তু বুড়ো বেশ বড়সড় একটা ব্যাগ নিয়ে এসেছে সাথে। এতো বড় ব্যাগ আনার মানে কি বুঝতে পারলেন না আজিজ ব্যাপারী। কি আছে ওর ভেতরে? ব্যাগটা কাউকে ধরতেও দেয় নি বুড়ো। ভারি জিনিসটা নিজেই ধরে রেখেছে হাতে। যে লোকটার হাঁটতে কষ্ট হয় বলে ধরতে হয় মাঝে মাঝে সে কেন নিজের ব্যাগ নিজেই বহন করবে।

'বা'জান, ব্যাগটা আমার কাছে দেন, আপনের কষ্ট করার কি দরকার?' আগে এই কথা একবার বলেছিলেন, আবার বললেন আজিজ ব্যাপারী।

উত্তর এলো না কেন, শুধু একবার আজিজ ব্যাপারীর দিকে তাকালেন বুড়ো। তারপর এমনভাবে করে হাঁটতে থাকলেন যেন শুনতেই পান নি ছেলের কথা।

আর কিছু বললেন না আজিজ ব্যাপারী। যা খুশি করুক বুড়ো, তিনি আর বাঁধা দেবেন না বলে ঠিক করলেন।

রাশেদের মোবাইলে ডায়াল করলেন রেস্টুরেন্টের বাইরে এসে। সুইচড অফ। মেজাজটাই খারাপ হয়ে গেল। গত কিছুদিন ধরেই নাম্বারটায় ক্রমাগত চেষ্টা করে যাচ্ছেন তিনি, উত্তর একই, সুইচড অফ। এবার রাশেদের সাথে দেখা না করে বাড়ি ফিরবেন না বলে ঠিক করলেন। কি সমস্যায় পড়েছে ছেলেটা, বাপ হিসেবে তার দায়িত্ব আছে সেই সমস্যা থেকে ছেলেকে বের করে আনার। টাকা-পয়সার অভাব নেই তার। আর টাকা-পয়সা ছড়ালে যে কোন সমস্যার সমাধান করা যায় বলে বিশ্বাস করেন তিনি।

ড্রাইভার সিটে বসেছে। গাড়ি স্টার্ট দেবে। বুড়োর উদ্দেশ্যে তাকালেন আজিজ ব্যাপারী। একটু আগেই তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। এখন নেই। রেস্টুরেন্টের ভেতরে ঢুকলেন আজিজ ব্যাপারী। হয়তো টয়লেটে গেছে, ভাবলেন তিনি। কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে থাকলেন, কিন্তু খবর নেই। টয়লেটের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, দরজা খোলা। কেউ নেই। রেস্টুরেন্টটার ভেতরে তাকালেন, হয়তো কোন টেবিলে বসে আছে। কিন্তু না, কোথাও নেই। পুরো রেস্টুরেন্টটায় একটা চক্কর দিলেন তিনি।

নেই।

বাইরে এসে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষন। মাথায় আসছে না কিছুই। এতো অল্প সময়ের মধ্যে বুড়ো গেল কোথায়? এই শহরের কিছুই চেনে না বুড়ো। হারিয়ে গেছে? কিন্তু তা কি করে হয়, মাত্রই তো পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, মাইক্রোবাসটাও দাঁড়ানো সামনে। ইচ্ছে করেই কি চলে গেল লোকটা?

আরো কিছুক্ষন আশপাশে খোঁজাখুঁজি করলেন, লোকজনদের জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু ব্যস্ত এই শহরে কেউ কারো দিকে তাকানোর সময়ই করতে পারে না। কাজেই কেউ কিছু বলতে পারলো না। যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে

www.BanglaBook.org

মানুষটা।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। রাত কাটানোর মতো একটা ব্যবস্থা করা দরকার। আশপাশেই অনেকগুলো হোটেল আছে, ড্রাইভারকে স্টার্ট দিতে বললেন। রাস্তার উল্টোদিকে বড় একটা হোটেলের সামনে থামলেন আজিজ ব্যাপারী। এখানেই রাত কাটাবেন বলে ঠিক করলেন তিনি। মাইক্রোসহ ড্রাইভারকে পাঠিয়ে দিলেন, ড্রাইভারের পরিচিত একটা গ্যারেজে গাড়ি থাকবে, ড্রাইভারও থাকবে সেখানে। সকাল হলেই চলে আসবে এই হোটেলে।

চিন্তিত মুখে হোটেল রুমে ঢুকলেন আজিজ ব্যাপারী। আগে রাশেদকে নিয়ে চিন্তায় ছিলেন, এখন বুড়ো বাপও হারিয়ে গেছে। এতো বড় এই শহরে দুই দুইজন মানুষকে কিভাবে খুঁজে পাবেন বুঝতে পারছেন না তিনি। সারারাত ঘুম হলো না তার, এপাশ ওপাশ করলেন, বাজে সব দুঃস্বপ্ন দেখলেন, ছেলে এবং বাবাকে নিয়ে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২৯

সারারাত ঘুম হয় নি রাশেদের। সকালে কিছুক্ষন ঘুমিয়ে নেয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু দরজায় নক হলো এই সময়। বিরক্ত হলেও উঠে পড়ল রাশেদ। দরজা খোলার আগে পোশাক ঠিক করে নিলো সে।

ডঃ আরেফিন দাঁড়িয়ে। চোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে তিনিও ঘুমান নি।

'তুমি বোধহয় সারারাত ঘুমাও নি রাশেদ?' জিজ্ঞেস করলেন ডঃ আরেফিন।

কিছু বলল না রাশেদ।

'আমি একটু বাইরে যাচ্ছি, থানায়, তোমাকে নেয়া ঠিক হবে না,' বললেন ডঃ আরেফিন, একটু সময় নিলেন, 'তুমি কোথাও যেও না, বাসায় থেকো, বাইরে পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

'জি,আচ্ছা,' বলল রাশেদ।

'আমার মোবাইল নাম্বার তো আছেই তোমার কাছে, তেমন জরুরী কোন দরকার হলে ফোন দিও আমাকে,' বললেন ডঃ আরেফিন।

'ঠিক আছে,' বলল রাশেদ।

'যাও, ঘুমিয়ে নাও, আমি আসি,' বলে চলে গেলেন ডঃ আরেফিন।

এই কয়দিনে যতটুকু দেখেছে ডঃ আরেফিন লোকটাকে খুব পছন্দ করে ফেলেছে রাশেদ। চুপচাপ মানুষ। জানার আগ্রহ অনেক। কারো সাথে উঁচু গলায় কথা বলেন না। মাথা ঠান্ডা রাখতে পারেন বিপদে। এগুলো অনেক বড় গুন। সহজে আসে না এসব গুন, সাধনার ব্যাপার।

দরজা লাগিয়ে আবার বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল রাশেদ। চোখ বন্ধ হয়ে আসার কথা। কিন্তু তা হচ্ছে না। শরীর এবং মন দুটোর উপরই খুব চাপ যাচ্ছে। ক'বে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারবে সে, কিছুই বলা যাচ্ছে না। শামীমের মৃত্যুর পর থেকে পুরো জীবনটা যেন এলোমেলো হয়ে গেল। শামীম নিজে এমন বিপদ ডেকে এনেছিল যা সে নিজেও জানতো না। সাথে জড়িয়ে গেছে আরো কয়েকটা জীবন। সে মারা গেছে, এখন বাকিদের পালা হয়তো। মৃত্যুর হাত থেকে, ধরা পড়ার হাত থেকে কয়েকবার বেঁচে গেছে রাশেদ, কিন্তু ভাগ্য বারবার সহায় নাও হতে পারে।

মোবাইল ফোনটা হাতে নিলো রাশেদ। অনেক দিন ধরেই ফোনটা বন্ধ করে রাখা হয়েছে। লিলি, বাবা, এই দুজনের সাথে কথা বলাটা খুব জরুরী। এই দুজনই সবচেয়ে বেশি চিন্তা করছে হয়তো তাকে নিয়ে। বুড়ো দাদু,

www.BanglaBook.org

বাড়িতে থাকা সৎ মা, এদের জন্যও খারাপ লাগছে রাশেদের। সৎ মা হলেও কোনদিন আচরনে, স্নেহে বুঝতে দেন নি বাবার দ্বিতীয় স্ত্রী। বুড়ো দাদুর কথা তো আরো আলাদা, একেবারে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছেন রাশেদকে তিনি। কতো মজার মজার গল্পে সময় কেটে যেত দুজনের। একটু বড় হওয়ার পর রাশেদকে আর গল্প শোনাতেন না তিনি। বলতেন গল্প হচ্ছে বাচ্চাদের জন্য।

এই রুমেও একটা টিভি আছে, একটু পুরানো, এর মধ্যে একদিনও টিভিটা চালিয়ে দেখেনি রাশেদ। এখন ছাড়ল।

খবরের চ্যানেল দেখে সে সবসময়। এবারও দেশি খবরের চ্যানেল ছেড়ে বিছানায় আরাম করে শুয়ে পড়ল রাশেদ। দেশের খবর, রাজনীতির খবর, খেলার খবর কিছুই নেয়া হয় না অনেকদিন।

কিছুক্ষনের মধ্যেই বিরক্ত হয়ে উঠল সে। একই জিনিস বারবার দেখানো হচ্ছে, বিরক্তিকর। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রাশেদ। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। কপাল ভালো তাই গতরাতে সিগারেট খাওয়ার উদ্দেশ্যে এখানেই এসে দাঁড়িয়েছিল। আগে থেকে চোখে না পড়লে কাল রাতে এই বাড়ীর সবার মৃত্যু কেউ ঠেকাতে পারতো না। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এসেছিল আততায়ীরা। এই ধরনের অপারেশনের জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন হয়, তারমানে এর পেছনে যে বা যারা আছে, তারা আর্থিকভাবে বেশ শক্তিশালী। বইটা তাদের দরকার।

একটা সিগারেট ধরালো রাশেদ। বইটা ওদের দরকার, খুব দরকার। কথাটা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে তার। কিন্তু বইটার পাঠোদ্ধার করাবে তারা কা'কে দিয়ে। সে রকম কেউ কি আছে বাংলাদেশে? একজন ছিলেন, বেড়াতে এসেছিলেন, এখন নিখোঁজ, ডঃ কারসন। এমন কি হতে পারে ডঃ কারসনকে এরাই অপহরন করেছে? হতে পারে, খুবই সম্ভব। এ ব্যাপারটা মাথায় আসে নি কেন আগে ভেবে অবাক হলো রাশেদ। পুরো বিষয়টা নিয়ে সময় নিয়ে ভাবা দরকার আসলে।

ডঃ আরেফিনকে জানানো দরকার বিষয়টা। পুলিশ হয়তো এসব ব্যাপার চিন্তাও করে নি, আর চিন্তা করবেই বা কিভাবে, ওরা তো জানে না এখানে প্রাচীন বইয়ের কোন ব্যাপার আছে। ওদের ধারনা বিশাল অংকের মুক্তিপনের জন্যই অপহরন করা হয়েছে ডঃ কারসনকে। কতো টাকা চাইছে ওরা? অনেকদিন পত্রিকাও পড়া হয় না রাশেদের। এই কেসটার বর্তমান খবর কি কে জানে? এমনও হতে পারে ওরা কোন টাকাও চায় নি, কারন টাকা আদায় ওদের আসল উদ্দেশ্য না।

আসল উদ্দেশ্য প্রাচীন বইটার পাঠোদ্ধার।

www.BanglaBook.org

মাত্র এগারোটা বাজে। সারাদিন কি করে কাটবে ভেবে অস্থির লাগল রাশেদের। নিজেকে কেমন বন্দি মনে হচ্ছে। অপরাধ কিছু না করেই জেল খাটছে যেন সে। বের হতে হবে বাইরে। এখন নিশ্চয়ই ঝুঁকির কিছু নেই। কাল রাতের হামলায় ওরা ভীষন ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, খুব তাড়াতাড়ি আরো একটি হামলার সম্ভাবনা তাই অনেক কম।

টি-শার্টটা পরে সদর দরজার বাইরে এসে দাঁড়াল রাশেদ। একটু দূরেই পুলিশের একটা ভ্যান দাঁড়ান, রাস্তার উপরে, ডঃ আরেফিনের বাসার উপর নজর রাখছে। রাশেদকে দেখে একজন পুলিশ এগিয়ে এলো।

'কোথাও যাচ্ছেন?' জিজ্ঞেস করলো পুলিশের লোকটা।

'তেমন কোথাও না, একটু হাঁটতে বের হয়েছি,' রাশেদ বলল।

'আমাদের একজনকে দিচ্ছি আপনার সাথে।'

'লাগবে না?'

'লাগবে, আর নইলে বাড়ীর বাইরে যেতে পারবেন না আপনি,' বেশ কঠিন গলায় বলল পুলিশের লোকটা এবার। ব্যাজে নামটা দেখে নিল রাশেদ, নাজমুল।

'ঠিক আছে, কিন্তু পাশে পাশে হাঁটতে পারবে না। একটু দূরত্ব রেখে হাঁটতে বলবেন,' রাশেদ বলল।

নাজমুল লোকটা চলে গেল। কিছু বলল না। বেশ বিরক্ত হয়েছে মনে হলো।

হাঁটতে থাকল রাশেদ। কিছুটা দূরত্বে হাঁটছে পুলিশের একজন কন্সটেবল। ভালোই লাগছে রাশেদের।

ডঃ আরেফিনের বাড়িটা থেকে একটু দূরেই ছোটখাট একটা পার্ক। পার্কটার ভেতরে চলে এলো রাশেদ। এখানে সময় কেটে যাবে বেশ। সিমেন্টে বানানো একটা বেঞ্চে হেলান দিয়ে বসল রাশেদ। চোখ লেগে আসছে তার এখন। অথচ কিছুক্ষন আগেই ঘুম আসছিল না। কোনমতে তাকিয়ে আছে রাশেদ। সরাসরি উল্টোদিকে অন্য একটা বেঞ্চে বসেছে পুলিশের লোকটা। কিন্তু সবকিছু কেমন ঝাপসা দেখাচ্ছে। এক কাপ চা খেলে ভালো হতো, কিংবা মুখে একটু পানি ছিটালে ঘুম ঘুম ভাব হয়তো চলে যেতো, ভাবল রাশেদ।

পার্কের সীমানার মধ্যেই একজন তাকিয়ে আছে রাশেদের দিকে। তাকে এখন কেউ চিনতেও পারবে না। আটাশ ত্রিশ বছরের এক যুবকের মতো দেখাচ্ছে। হাল-ফ্যাশানের শার্ট এবং জিন্স পরনে। চোখে রোদচশমা। হাতে একটা সিগারেট, কিন্তু তাতে কোন আগ্রহ নেই তার। আগামী কিছুদিন রাশেদের ছায়া হয়েই থাকবে সে।

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩০

অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না লিলি। মুখেও কিছু একটা আটকানো। সম্ভবত টেপ। হাত-পা নাড়ানো যাচ্ছে না। শুধু চোখ দুটো খোলা তার। কিন্তু চোখ খোলা হলেও লাভ নেই। চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার।

একটা চেয়ারের সাথে বাঁধা সে, বুঝতে পারলো লিলি। দড়ি দিয়ে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। এতো গুমোট একটা পরিবেশে আর কিছুক্ষন থাকলে এমনিতেই মারা পড়বে সে। অক্সিজেনের অভাবে। চোখ ঘুরিয়ে তাকানোর চেষ্টা করলো লিলি। লাভ হলো না। দেখা যাচ্ছে না কিছুই।

এখানে কিভাবে এলো মনে করতে পারছে না সে। বিকেলে বাসায় ফিরছিল, সবসময়ের মতো একাই, রিক্সা নিয়ে। গাড়ি আসে নি নিতে, কি একটা পার্টস নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারনে। বাবা'কে বললে অন্য গাড়ি পাঠিয়ে দিতো। কিন্তু বাবা'কে বিরক্ত করতে ভয় পায় সে। কাজেই গাড়ির কোন সমস্যা হলে সচরাচর রিক্সা নিয়েই বাড়ি ফেরে। আজও ফিরছিল। ফুলার রোড দিয়ে। ইউনিভার্সিটির কাছেই এই রোডটা। সবসময় মানুষ থাকে, ছাত্ররা আসা-যাওয়া করে, ইউনিভার্সিটি কোয়ার্টার, ব্রিটিশ কাউন্সিল, একটা স্কুল, সবই আছে এই রোডটায়। ভয়ের কিছু থাকার কথা না। কিন্তু এর মধ্যেই একটা মাইক্রোবাস এসে দাঁড়িয়েছিল তার রিক্সার পাশে। রিভলবার দেখিয়ে তাকে উঠতে বলে মাইক্রোবাসটায়। চিৎকার করতে ইচ্ছে হয়েছিল তার। কিন্তু ঠিক দুপুরবেলার এই সময়টায় পুরো রোডটাই খাঁ খাঁ করছিল। কাজেই বাধ্যগত মেয়ের মতো মাইক্রোবাসটায় উঠে বসে সে। তারপর কিছু মনে নেই। সম্ভবত ক্লোরোফর্ম ধরা হয়েছিল নাকে। এইজন্য বাকি কিছুই আর টের পায় নি।

দিনেদুপুরে কিডন্যাপ। অনেক সাহস এদের। নিশ্চয়ই অনেকদিন ধরে তার উপর নজর রাখছিল কিডন্যাপাররা।

কিডন্যাপারদের উদ্দেশ্য ভালোই বুঝতে পারছে লিলি। নিশ্চয়ই অনেক টাকার মুক্তিপন দাবি করা হবে। লিলির বাবা মোঃ আখতার হোসেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, অনেকগুলো গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীর মালিক। বাড়ি-গাড়িও কম নয়। ইচ্ছে করলেই যেকোন অংকের টাকা দিয়ে দিতে পারেন তিনি।

দরজা খুলল এই সময়। আলোয় চোখ কুঁচকে গেল লিলির। কিছু বোঝা যাচ্ছে না। সামনে দীর্ঘকায় একজন মানুষ দাঁড়িয়ে, আলোর বিপরীতে বলে চেহারা দেখা যাচ্ছে না। আলখেল্লার মতো পোষাক পরনে। দরজাটা লাগিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঘরের বাতিটা জ্বালিয়ে দিল লোকটা।

এবার অন্য একটা জিনিস চোখে পড়ল লিলির। কামরার অন্যপ্রান্তে ঠিক একইরকমভাবে আরো একজনকে চেয়ারের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে। লোকটা বিদেশী। বয়স্ক, মুখে চাপ দাঁড়ি। মাথার চুল কিছুটা কম। লোকটাকে চেনা চেনা লাগলো লিলির। কোথাও দেখেছে সে এই বিদেশীকে। হ্যা, পত্রিকায়। বিদেশী যে বিজ্ঞানী অপহৃত হয়েছেন ইনিই তিনি। ডঃ কারসন। ব্রিটিশ নাগরিক। যাকে উদ্ধারের জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে পুরো বাংলাদেশের আইন-শৃংখলা বাহিনী।

দুজনের মাঝখানে একটা চেয়ার টেনে বসেছে দীর্ঘকায় লোকটা। এবার চেহারাটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এবং লোকটাকে মোটেও কিডন্যাপকারী বা সাধারন অপরাধীর মতো মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে যেন ইউনিভার্সিটির শিক্ষক কিংবা লেখক, সাংবাদিক। গায়ের রঙ ফর্সা, গালে একটা কাটা দাগ আছে যা চেহারাটায় অন্য এক মাত্রা নিয়ে এসেছে।

'লিলি,' লোকটা বলল গম্ভীর স্বরে, 'আপনাকে ধরে আনার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত।'

লিলি তাকাল সরাসরি লোকটার চোখের দিকে। প্রানহীন, ঠিক তার কথাগুলোর মতো।

'বিশেষ উদ্দেশ্যে আমরা আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছি। টাকার কথা ভাবলে ভুল করবেন আপনি। মুক্তিপন আদায় করা আমাদের আসল উদ্দেশ্য নয়।'

ঢোঁক গিলল লিলি। টাকা যদি আসল উদ্দেশ্য না হয়, তাহলে বুঝতে হবে এই লোকটার উদ্দেশ্য আরো খারাপ কিছু হবে।

'ঘাবড়াবার কিছু নেই,' বলল লোকটা।

চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে লিলি। যাদের অপহরন করা হয় বেশিরভাগ সময়ই তাদের ভাগ্যে জোটে মৃত্যু। তার ভাগ্যেও হয়তো তাই আছে। কান্না পাচ্ছে লিলির। কিন্তু কাঁদলে লোকটা আরো পেয়ে বসবে ভেবে কোনমতে নিজেকে সামলালো লিলি।

'খুব সহজ সরল চাওয়া আমার মিস লিলি, আপনার ছেলেবন্ধু, রাশেদকে চাই আমার, রাশেদকে পেলেই মুক্তি দেয়া হবে আপনাকে,' বলল লোকটা।

মাথা নাড়ল লিলি। কিছু বলতে চাইছে।

মুখ থেকে টেপ সরিয়ে দিলেন আকবর আলী মৃধা।

'এখানে চেঁচিয়ে কোন লাভ হবে না মিস লিলি, যা বলার শান্ত সুরে বলুন।'

'রাশেদ আপনার কি ক্ষতি করেছে?' মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করল লিলি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'রাশেদ জানে না সে আমার কি ক্ষতি করেছে, অবশ্য বেচারাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, ক্ষতি আসলে করেছিল আমার নিজের লোক, শামীম।'

'শামীম!'

'ও, হ্যা, ভুলেই গিয়েছিলাম, শামীম তো আপনারও বন্ধু ছিল, যাই হোক, খুব গুরুত্বপুর্ন একটা জিনিস শামীম আমার কাছ থেকে চুরি করে নিয়ে যায়, যা এখন আছে আপনার প্রিয় রাশেদের কাছে।'

'কি সেই জিনিস?'

'এতো বিস্তারিত জানার দরকার নেই আপনার,' বেশ রাগত স্বরে বললেন আকবর আলী মৃধা।

'কি করতে হবে আমাকে?'

'তেমন কিছুই না, একটা ফোন কল। তাকে ধরা দিতে হবে আমার কাছে, জিনিসটাসহ, তাহলেই আপনাকে মুক্তি দেয়ার চিন্তা করবো আমি।'

'ওর মোবাইল নাম্বার নেই আমার কাছে,' লিলি বলল।

'হাসালেন আমাকে,' বলল আকবর আলী মৃধা, 'নাম্বার অবশ্যই আছে, শুধু মনে করতে হবে আর মনে করাতে হয় কিভাবে ভালো জানা আছে আমার,' হাসলেন তিনি ক্রুর ভঙ্গীতে।

এর সাথে চালাকী করে লাভ হবে না, নিষ্ঠুর একজন মানুষ, একই সাথে বুদ্ধিমান, ভাবল লিলি।

'আমাকে কিছুটা সময় দিন,' বলল লিলি, জানে সময় নিয়ে লাভ হবে না, রাশেদকে ফোন করতেই হবে।

'ঠিক আছে, দিলাম সময়, ঠিক একঘন্টা পর আসছি আমি,' বললেন আকবর আলী মৃধা। তারপর বেড়িয়ে গেলেন ঘরটা থেকে।

যাওয়ার আগে বাতি নিভিয়ে গেছেন তিনি। ফলে ঘরটা আগের মতোই অন্ধকার হয়ে গেছে। এখানে চোখ খুলে রাখা আর বন্ধ রাখা একই কথা। কামরার অন্যপ্রান্তে চেয়ারে যে বিদেশী ভদ্রলোক বাঁধা আছে তার সাথে কথা বলতে পারলে ভালো হতো।

যাই হোক, রাশেদের সাথে কথা বলা ছাড়া উপায় নেই। বাসায় কি হচ্ছে কে জানে? এতোক্ষনে সবাই জেনে গেছে নিশ্চয়ই সে ফেরে নি। তারা হয়তো এখনো চিন্তাও করছেন না লিলিকে অপহরন করা হয়েছে। হয়তো ভাবছেন কোথাও গেছে, মোবাইল বন্ধ। সময় হলে ফিরে আসবে। রাতের মধ্যে যখন ফিরবে না তখন টনক নড়বে সবার। বাবাও নিশ্চয়ই উঠে পড়ে লাগবেন লিলিকে খুঁজে বের করার জন্য। চোখের কোনে একটু ভিজে উঠল লিলির। রাশেদ আসলেও এরা হয়তো তাকে মেরে ফেলবে। রাশেদকেও ছাড় দেবে না। বিদেশী একজনকেও অপহরন করেছে এরা। কাজ হাসিল হলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তিনজনের কাউকে ছাড় দেবে না ওরা। কেউ হয়তো কোনদিন জানতেও পারবে না কি হয়েছিল রাশেদ, লিলি এবং বিদেশী বিজ্ঞানীর।

একঘন্টা হতে এখনো অনেক দেরি। চোখ বন্ধ করে মনে মনে সুন্দর কিছু ভাবার চেষ্টা করছে লিলি। কিন্তু ভালো কিছু মাথায় আসছে না। আজে বাজে সব চিন্তা হচ্ছে।

রাশেদের সাথে ঘুরে বেড়াবার দিনগুলো ছিল আনন্দের। সেই দিনগুলো কি আবার ফিরে আসবে? সম্ভাবনা খুবই কম। এই খারাপ লোকেদের হাতে সব কিছুর পরিসমাপ্তি ঘটবে।

যাই হোক না কেন, সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে সে, মনে মনে ভাবল লিলি। মরার আগে মরে গিয়ে লাভ নেই। চেষ্টা করতে হবে এখান থেকে বের হওয়ার, যে করেই হোক।

যে কাজে ঢাকা এসেছিলেন তার কিছুই হলো না। উলটো বুড়ো বাপকে হারিয়ে একেবারে দিশেহারা বোধ করছেন আজিজ ব্যাপারী। সারারাত ঘুম হয় নি তেমন। সকালে উঠেই মাইক্রোবাসের ড্রাইভারকে ফোন করে নিয়ে এসেছেন। নাস্তা করা হয় নি এখনো। কাপড়-চোপড় বদলে হোটেলের বাইরে এসে দাঁড়ালেন তিনি। সবকিছু কেমন এলোমেলো লাগছে তার। নিজেকে খুব শক্ত এবং সাহসী বলে মনে করতেন। এখন মনে হচ্ছে ধারনা ভুল।

ড্রাইভার চলে এসেছে। ইউনিভার্সিটির যে হলে রাশেদ থাকে সেখানে যেতে বললেন তিনি ড্রাইভারকে। খুব বেশি দূর নয় মগবাজার এলাকা থেকে। অল্প সময়েই পৌঁছাতে পারবেন বলে মনে হলো। আজ শুক্রবার, ছুটির দিন। রাস্তাঘাট প্রায় খালিই।

বিশ মিনিটেই হলের সামনে চলে এলেন তিনি। পুরানো একটা হল, প্রথমবার রাশেদকে তুলে দিতে এসেছিলেন এখানে, কয়েকবছর আগের কথা। এতোদিনে একটুও পরিবর্তন হয় নি কোথাও। শ্যাওলা ধরা, রঙ চটা, হলটা আগের মতোই দাঁড়িয়ে আছে। রুম নাম্বার মনে ছিল আজিজ ব্যাপারীর। গটগট করে ঢুকে গেলেন ভেতরে। কেউ আটকালো না গেটে, তার চেহারায় হয়তো অভিভাবক ছাপ পড়ে গেছে, ভাবলেন তিনি।

রাশেদকে রুমে পাওয়া যাবে না এটা প্রায় নিশ্চিত। কিন্তু আশপাশের রুমের বাসিন্দাদের সাথে কথা বললে হয়তো কিছু জানা যেতে পারে। এটাই মূল উদ্দেশ্য আজিজ ব্যাপারীর। সিঁড়ি বেয়ে বেশ কয়েকতলা উঠলেন তিনি। রাশেদের রুমটার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

যা ভেবেছিলেন তাই। তালা লাগানো।

www.BanglaBook.org

ডানপাশের রুমে নক করলেন তিনি।

বেরিয়ে এলো একজন। বোঝাই যাচ্ছে ঘুম থেকে উঠেছে মাত্র। মুখ হাত ধোয়ারও সময় পায় নি।

'জি, বলুন?'

'আমি রাশেদের বাবা, এই রুমে যে থাকে,' রাশেদের রুমটা হাত দিয়ে দেখিয়ে বললেন আজিজ ব্যাপার।

'আচ্ছা, বলুন, গতকালও একজন এসেছিল, রাতে, রাশেদের খবর নেয়ার জন্য, কিন্তু রাশেদ তো বেশ কিছুদিন ধরেই নেই।'

'কে এসেছিল?' উৎকণ্ঠা নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন আজিজ ব্যাপারী। রাশেদ যে তেমন মিশুক নয় এটা তিনিও ভালো জানেন।

'আমি চিনি না, আগে দেখি নি, আমাদের একটু সিনিয়র হবে, ফর্সা, আটাশ-উনত্রিশ বয়স হবে লোকটার,' ছেলেটা বলল।

এ বয়সের লোক রাশেদের বন্ধু হবার কথা না। কিন্তু লোকটা কে জানতে পারলে ভালো হতো।

'কোন পরিচয় বলেছিল?'

'শুধু বলল পরিচিত, আর কিছু না।'

'আচ্ছা, রাশেদ কতোদিন ধরে নেই রুমে?'

'অনেকদিন হলো, মাসখানেকের মতো হবে মনে হয়।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে, আমার মোবাইল নাম্বারটা দিয়ে যাচ্ছি, কোন খবর পেলে আমাকে জানাবে, ঠিক আছে?'

'ভেতরে আসুন আপনি, বসুন।' বলল ছেলেটা।

চমৎকৃত হলেন আজিজ ব্যাপারী। এ ধরনের আতিথিয়তা আশা করেন নি তিনি।

'না বাবা, আমার আরো কিছু কাজ আছে,' বললেন আজিজ ব্যাপারী। নিজের একটা কার্ড দিলেন ছেলেটার হাতে, চেয়ারম্যান হওয়ার পর নিজের খরচে কার্ডটা ছাপিয়েছিলেন তিনি। বেশ কাজে দিলো এখন।

ছেলেটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাইরে চলে এলেন তিনি। থানায় যেতে হবে এখন। বুড়ো বাবার নিখোঁজ। একটা জি.ডি. করাতে হবে।

হলের বাইরে এসে কিছুক্ষন দাঁড়ালেন আজিজ ব্যাপারী। মনের ভেতর একটা খচখচানি থেকে গেল। রাশেদের সাথে দেখা করতে এসেছিল লোকটা কে? মনে মনে একটা প্রতিজ্ঞা করলেন তিনি, বুড়ো বাবা এবং ছেলেকে না নিয়ে বাড়ি ফিরবেন না তিনি। চেয়ারম্যানগিরি চুলোয় যাক।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩১

বাসায় চলে এসেছে রাশেদ কিছুক্ষন আগে। পার্কের বেঞ্চে বসে থেকে বেশ ঘুম পাচ্ছিল, কিন্তু বাসায় আসার পর এখন আর ঘুম পাচ্ছে না। বিছানায় কিছুক্ষন গড়াগড়ি করেছে সে। কিন্তু কাজ হয়নি। দুপুর হয়ে গেছে। একটু পরই খাবারের জন্য ডাইনিং রুমে যেতে হবে, তাই না ঘুমানোই ভালো হবে বলে ঠিক করল সে।

ডঃ আরেফিন সকালে বের হয়েছিলেন, এখনো ফেরেন নি। কখন ফিরবেন কে জানে, মোবাইল ফোনটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করল রাশেদ কিছুক্ষন। ফোনটা চালু করা দরকার। বাবার খবর, লিলির খবর নিতে হবে। এরা দুজনেই নিশ্চয়ই খুব টেনশনে আছে। বিছানা থেকে উঠে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াল রাশেদ। একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে মুখটা তেতো হয়ে গেছে, মাথায় ব্যথা আছে খানিকটা, না ঘুমানোর ফলেই এরকম হয়েছে। একটা প্যারাসিটামল খেয়ে নিতে হবে মনে করে।

মোবাইল ফোনের চার্জারটা ট্রাভেল ব্যাগ থেকে বের করল রাশেদ, তারপর চার্জে দিল। যাই হোক না কেন, মোবাইল খোলা রাখা উচিত। বাবা কিংবা লিলি কোন বিপদে পড়লে ওরা জানাতেও পারবে না।

বুয়া এসে খাওয়ার জন্য ডেকে গেছে মাত্র। ডাইনিং রুমে ঢুকে দেখল ডঃ আরেফিনের স্ত্রী বসে আছেন টেবিলে। মনে হচ্ছে অপেক্ষা করছেন রাশেদের জন্য।

একটা চেয়ার নিয়ে বসে পড়ল রাশেদ। ভদ্রমহিলার সাথে সৌজন্যমূলক কথা বলা দরকার। কিন্তু কথা আসছে না তার। একটু অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। তবে গতকাল রাতে ভদ্রমহিলার বুদ্ধিমত্তার জন্যই জানে বেঁচে গেছে সবাই।

'বাসায় কে কে আছে তোমার?' জিজ্ঞেস করলেন ডঃ আরেফিনের স্ত্রী। তাকিয়ে আছেন রাশেদের দিকে। গলার সুরটা নরম, স্নেহমাখা।

'বাবা-মা, দাদু,' রাশেদ বলল।

'তুমি একা? ভাই-বোন নেই?'

'না, আমি একমাত্র সন্তান।'

'একটা কথা জিজ্ঞেস করি, কিছু মনে করো না,' বলে একটু থামলেন মহিলা, 'তোমরা দু'জন কি কোন ঝামেলায় জড়িয়েছ?'

কি বলবে বুঝে উঠতে পারল না রাশেদ। মহা ঝামেলায় পড়েছে, কিন্তু বলা বোধহয় ঠিক হবে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ন-না, তেমন কিছু না, সমস্যা হবে না।' রাশেদ বলল ঢোঁক গিলে।

'আচ্ছা, ঠিক আছে, খাবার সময় আর প্রশ্ন করবো না। তুমি খাও, আমি দেখি।' ভদ্রমহিলা বললেন।

বেশ অস্বস্তির সাথে খেয়ে নিলো রাশেদ। যে পরিমান ক্ষুধা পেয়েছিল, সে তুলনায় খেতে পারলো না। ভদ্রমহিলা যথেষ্ট সাধাসাধি করলেন। এমন স্নেহ অনেকদিন পায় না সে। গ্রামে পড়ে থাকা মায়ের কথা মনে পড়ল, আপন মা'কে তেমন মনে পড়ে না, কিন্তু সৎ মা হলেও তার মুখটা এখন ভেসে উঠলো চোখের সামনে।

দুপুরের খাবারের পর নিজের রুমে চলে এলো রাশেদ। মোবাইল ফোনের চার্জ হয়ে গেছে। কাজেই দু'একটা ফোন করা যেতে পারে।

লিলির নাম্বারে চেষ্টা করল রাশেদ। বন্ধ।

বাবার নাম্বারে ডায়াল করলো এবার। দুটো রিঙ বাজার পরই অনেকদিন পর পরিচিত কণ্ঠটা শুনতে পেল রাশেদ।

'বাবা রাশেদ, তুমি কোথায়?' ওপাশ থেকে আজিজ ব্যাপারী জিজ্ঞেস করলেন।

'আছি, ঠিক আছি, ঢাকায়, আপনি কেমন আছেন? দাদাজান? মা?'

'আমরা ভালো আছি, তোমার খোঁজে ঢাকা আসছি, হলে গেছিলাম, অনেক পেরেশানিতে আছি বাবা রাশেদ। তুমি ঠিকানা দাও, আমি আসছি।'

'আপনি ঢাকায়? ক'বে এলেন?'

'আসছি গতকাল, তোমার ঠিকানা দাও, আমি আসবো।'

রাশেদ ঠিকানা দিলো। এতো দূর থেকে কষ্ট করে এসেছেন, ঠিকানা না দিলে খারাপ হতো। কতোদিন দেখা হয় না, শেষ দেখা হয়েছিল প্রায় ছয় মাস আগে।

ফোনটা রেখে দিল রাশেদ। বাবা যেকোন সময় চলে আসবেন। চিন্তা হচ্ছে লিলির জন্য। মেয়েটা কি দেশে নেই, না কি কোন ঝামেলায় পড়েছে?

দরজায় নক হলো এই সময়। ডঃ আরেফিন কি ফিরেছেন? দরজা খুলে অবাক হলো রাশেদ। ডঃ শাখাওয়াত দাঁড়িয়ে আছেন। হাসি হাসি মুখ করে। পরনে কোট-স্যুট। হাতে একটা ব্রিফকেস।

'আসতে পারি রাশেদ?'

'প্লিজ, আসুন,' বলে ভদ্রলোককে ভেতরে ঢুকতে দিলো সে।

একটাই মাত্র চেয়ার রুমটায়। সেটা টেনে নিয়ে বসেছেন ডঃ শাখাওয়াত।

'আমি এই পরিবারের খুব ঘনিষ্ট মানুষ। যখন খুশি আসতে পারি। কাল রাতের ঘটনা শোনার পর আর স্থির থাকতে পারি নি,' বললেন ডঃ শাখাওয়াত।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লোকটার কথাগুলো কেমন বানানো, মেকি মনে হলো রাশেদের কাছে। মুখে কথা বলছেন, কিন্তু চোখে মুখে একধরনের চালাকি খেলা করছে।

'খুব বাজে একটা সময় গেছে গতরাতে,' রাশেদ বলল। দাঁড়িয়ে আছে এখনো সে।

'ডঃ আরেফিন চলে আসবেন একটু পরই। ততোক্ষনে একটা কাজের কথা বলতে চাইছিলাম তোমাকে।'

'কাজের কথা?'

'হ্যা, কাজের কথা।'

'বলুন।'

'তুমি তো জানো প্রত্নতাত্ত্বিক ব্যাপারে আমার আগ্রহ কেমন। তোমার কাছে যে বইটা আছে, তার পাঠোদ্ধার করা জরুরী। পৃথিবীর মানুষকে জানানোর প্রয়োজন আছে এই আবিষ্কারটা সম্পর্কে। কিন্তু ডঃ আরেফিন নিজের স্বার্থে তা কখনোই হতে দেবেন না। কিন্তু আমি চাই জিনিসটা জনসমক্ষে আসুক।'

'আমি জানতাম আপনি ডঃ আরেফিনের খুব ভালো বন্ধু।'

'এখনো তাই আছি। কিন্তু কাজের ব্যাপারটা ভিন্ন। এমনিতেই সারা দুনিয়ার প্রত্নতাত্ত্বিক ঘরানার সবাই চেনে আমাকে। এক নামে। বাংলাদেশে নৃতাত্ত্বিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক ব্যাপারে সব ক্ষেত্রেই আমাকে ডাকা হয়। সে তুলনায় ডঃ আরেফিন সরকারী অফিসের একজন কর্মকর্তা ছাড়া আর কিছুই না।'

'কিন্তু যাই হোক না কেন, ডঃ আরেফিনকে জিজ্ঞেস না করে কিছু করতে পারবো না আমি।'

'তোমার সমস্যা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু ভেবে দেখো, এখানে বেশ কিছু টাকার ব্যাপারও আছে। আমি তোমাকে রাতারাতি বড়লোক করে দিতে পারি।'

'রাতারাতি বড়লোক হবার কোন ইচ্ছা আমার নেই,' রাশেদ বলল। বুঝতে পারছে ডঃ শাখাওয়াত লোকটা যেকোন উপায়েই বইটা নিজের করে নিতে চায়। কিন্তু ডঃ আরেফিনের সাথে বেঈমানী করার কথা চিন্তা করতে পারছে না সে।

'আপনি যেতে পারেন, ডঃ আরেফিন আসলে বলবো আপনার প্রস্তাবটার কথা।'

'আরেফিন একটা মাথামোটা। টাকার মূল্য ওর কাছে কখনোই ছিল না, এখনো নেই। যাই হোক, আমার প্রস্তাবটার কথা ওকে বলার দরকার নেই। এখানেই এর সমাপ্তি।' ডঃ শাখাওয়াত উঠে দাঁড়িয়েছেন। বিছানার উপর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ট্রাভেল ব্যাগটা রাখা, তার দৃষ্টি সেখানেই।

'ঠিক আছে, আপনি না করলে বলবো না, আর বললেও লাভ হতো না।'

'ওকে, আমার কার্ডটা রাখো,' একটা ভিজিটিং কার্ড বাড়িয়ে দিলেন রাশেদের দিকে ডঃ শাখাওয়াত, 'মন পরিবর্তন হলে একটা ফোন দিও। আমি আসি।'

চলে গেলেন ডঃ শাখাওয়াত। বিকেল হয়ে আসছে। সারারাত ঘুমানো হয় নি, সারাদিনও না। কিন্তু এখন ঘুমকে বিমুখ করতে ইচ্ছে করলো না রাশেদের। দরজা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে পড়লো। মনটা ভীষন খারাপ লাগছে। ডঃ শাখাওয়াতকে অনেক বিশ্বাস করেন ডঃ আরেফিন, সেই লোকটাই কি না বিশ্বাসঘাতকের মতো কথা বলে গেল! সামনে আরো কতো কি দেখতে হবে ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

* * *

রাতের মধ্যেই গ্রামে ফিরে এলেন তিনি। একেবারে সাধারন বেশে। কিন্তু কেউই এখন তাকে চিনতে পারবে না। একেবারে বদলে গেছেন, আগাগোড়া। এখানে না এসে তার উপায় নেই। সারাজীবনের সম্পদ এখানেই যত্ন করে রেখেছেন অনেকগুলো বছর। এবার সময় হয়েছে স্থান পরিবর্তন করার। গ্রামে ঢোকার পথে অন্ধকার একটা জায়গা বেছে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। যেখানে দাঁড়িয়েছেন সেখানে ঘন জঙ্গল। সচরাচর কেউ আসে না এখানে। রাত আরো বাড়ার জন্য অপেক্ষা। সবাই ঘুমিয়ে পড়লে কাজে বের হবেন তিনি। গন্তব্য ব্যাপারী বাড়ি, যার নতুন নামকরন হয়েছে চেয়ারম্যান বাড়ি। নিঃশব্দে সুটকেস দুটো নিয়ে আসতে পারলেই কাজ শেষ। তারপর আর কখনো এখানে পা ফেলা হবে না।

ঘড়ি কিনেছিলেন একটা সস্তায়, অন্ধকারেও দেখা যায়। সময় দেখলেন। বারোটার মতো বাজে। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, এর মধ্যে এটা নিশ্চিত। কিন্তু এখনই বের হওয়া ঠিক হবে না।

সুটকেস দু'টো নিয়ে সোজা আবার ঢাকায় চলে যেতে হবে। খুব সকালেই। সেখানে যা ঘটছে তা খুব ভালো কিছু হবে না। রাশেদের হলে গিয়েছিলেন তিনি। খবর নেয়ার জন্য। সেখানে ছিল না রাশেদ। অনেকদিন ধরেই নেই। তারপর হঠাৎ খুঁজে পেলেন ছেলেটাকে। একটা পার্কে বসেছিল। কাছে যেতে পারতেন, চিনতেই পারতো না। কিন্তু ঝুঁকি নেন নি তিনি। দূর থেকেই ওর উপর নজর রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আপাতত। বড় কোন ঝামেলায় জড়িয়েছে, তা না হলে হল ছেড়ে অন্য কারো বাসার থাকার কথা না

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাশেদের। এছাড়া বাড়ির সামনে পুলিশের ভ্যান দাঁড়ানো। নিশ্চয়ই ওদের উপর অর্ডার আছে, বাড়িটার দিকে নজর রাখার জন্য। সকালের মধ্যেই তাই ঢাকায় ফিরতে হবে। সোজা চলে যাবেন রাশেদ যে খানে আছে সেই বাড়িটার সামনে। ছেলেটাকে সাহায্য করতে হবে। হাজার হোক, নিজের রক্ত। তাকে এভাবে বিপদে ফেলে চলে যেতে মন সায় দিচ্ছে না। এছাড়া ছেলেটার কথাও ভাবছেন তিনি। একেবারে দিশেহারার মতো দেখাচ্ছিল ওকে। ছেলের খোঁজে এসে বুড়ো বাপকে হারিয়ে একেবারে দিশেহারা অবস্থা। ওর দিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

রাত তিনটের দিকে বের হলেন তিনি জঙ্গলটা থেকে। অল্প সময়েই চলে এসেছেন নিজের বাড়ির কাছে। এখানেই কেটেছে অনেকগুলো বছর তার। প্রায় লোকচক্ষুর আড়ালে। প্রিয় উঠোনটা পড়ে আছে, ফাঁকা। একপাশে তালাবদ্ধ ছোট ঘরটার দিকে এগুলেন তিনি। সুটকেস দু'টো বের করেই পালাতে হবে এখান থেকে। ছেলের বৌ সালেহার ঘুম ভাঙ্গে খুব সকালে। এই ঘরটা খোলা দেখলে সাথে সাথে হৈচৈ শুরু করে দেবে। মেয়েটাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি, একটা উপায় করে দেবেন। ওর জন্য বিশেষ একটা কিছু রেখে আসবেন বলে ঠিক করেছেন। তাতেই মেয়েটার মনোকামনা পূরন হবে।

সুটকেস দু'টো বের করে বাইরে চলে এলেন। শেষবারের মতো পুরো বাড়িটার দিকে তাকালেন। পুরানো সব স্মৃতি যেন ভেসে উঠছিল চোখের সামনে। কিন্তু এখন এসব ভাবার সময় নেই। যেতে হবে ঢাকায়। এখান থেকে রেল স্টেশন একঘণ্টা লাগবে হেঁটে যেতে। ভোরেই একটা ট্রেন আছে, তাতেই ঢাকায় ফিরতে হবে। যে করেই হোক। রাশেদের সমস্যা শেষ না করে শান্তি পাবেন না তিনি।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩২

রাত আটটায় ঘুম ভাঙল রাশেদের। দারুন একটা ঘুম হয়েছে তার। ঘুম অবশ্য এমনি এমনি ভাঙ্গেনি। দরজায় ক্রমাগত নক করছে কেউ। উঠে দাঁড়িয়ে দরজা খুলে দিল রাশেদ। ডঃ আরেফিন দাঁড়িয়ে আছেন।

'ঘুম হলো?' ডঃ আরেফিন বললেন হাসি মুখে।

'হ্যা,' মৃদু স্বরে বলল রাশেদ। এখনো চোখ থেকে ঘুম কাটেনি তার।

'তোমার জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে।'

'কি সারপ্রাইজ?'

'তোমার বাবা, বসে আছেন, নিচে ড্রইং রুমে।'

রাশেদের ইচ্ছে করছিল দৌড়ে যেতে। কিন্তু নিজেকে কোনভাবে আটকাল সে। অনেকদিন পর দেখা হবে আজ বাবার সাথে, দারুন একটা ব্যাপার।

রুম থেকে বের হয়ে এলো রাশেদ। পেছন পেছন ডঃ আরেফিন।

নিচে এসে রাশেদ দেখল কাচুমাচু ভঙ্গিতে চেয়ারে বসে আছেন আজিজ ব্যাপারী। কেমন উস্কোখুস্কো চেহারা, বয়স যেন কিছুটা বেড়ে গেছে এমনিতেই। স্বাস্থ্যও যেন কিছুটা খারাপ হয়েছে।

রাশেদকে দেখে উঠে দাঁড়িয়েছেন আজিজ ব্যাপারী। ছেলেকে নিয়ে আদরের বাড়াবাড়ি তিনি কখনো করেন নি, কিন্তু এবার বোধহয় নিজেকে সামলে রাখতে পারলেন না, জড়িয়ে ধরলেন রাশেদকে।

ডঃ আরেফিন দেখছিলেন পাশে দাঁড়িয়ে। একটা সোফায় গিয়ে বসলেন তিনি।

একটু স্থির হয়ে আজিজ ব্যাপারীর পাশে বসেছে রাশেদ। বয়স বাড়ার সাথে সাথে কেমন একটা দূর্বলতা চলে এসেছে আজিজ ব্যাপারীর চেহারায়, আচরনে, যা আগে কখনো চোখে পড়ে নি তার।

'বাবা, কি বিপদে আছো তুমি, খুলে বলো।' আজিজ ব্যাপারী বললেন রাশেদের পিঠে হাত দিয়ে।

ডঃ আরেফিনের দিকে তাকাল রাশেদ। আসলে খুলে বলার মতো কিছু পাচ্ছে না। আজিজ ব্যাপারীকে এতো কিছু খুলে বলতে গেলে উনি আরো টেনশন করবেন এই হচ্ছে তার ধারনা।

গলা পরিষ্কার করে নিলেন ডঃ আরেফিন। বাবা-ছেলে দুজনেই তাকাল তার দিকে।

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন ব্যাপারী সাহেব, কোন সমস্যায় নেই রাশেদ। খুব

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গোপন একটা কাজের মধ্যে আছি আমরা। কাজটা প্রায় শেষের পথে। আশা করি, বেশিদিন লাগবে না। কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের কিছুটা সতর্কতা অবলম্বন করতে হচ্ছে।' ডঃ আরেফিন বললেন।

রাশেদ তাকাল তার বাবার দিকে। আজিজ ব্যাপারী বিশ্বাস করেছেন কি না বোঝা যাচ্ছে না। চুপচাপ তাকিয়ে আছেন ডঃ আরেফিনের দিকে, বিশ্বাস করার চেষ্টা করছেন মনে হলো।

'ঢাকায় কোথায় উঠেছেন আপনি?' জিজ্ঞেস করলেন ডঃ আরেফিন।

'মগবাজারের একটা হোটেলে।'

'আচ্ছা, আমার ড্রাইভারকে নিয়ে যান হোটেলে, আপনার জিনিসপত্র নিয়ে আসুন। আপনি এখানেই থাকবেন আমার অতিথি হয়ে, রাশেদের সাথে। তাহলে আপনার আর কোন টেনশন থাকবে না। কাজ শেষ হলে তারপর চলে গেলেন রাশেদকে নিয়ে।' ডঃ আরেফিন বললেন।

মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো বাবা-ছেলে। প্রস্তাবটা ভালো। আজিজ ব্যাপারী ছেলের ব্যাপারে কোন ঝুঁকি নিতে চাচ্ছিলেন না। এখানে থাকলে ছেলে কি করছে না করছে সবই জানা যাবে। কিছুটা চিন্তামুক্ত থাকা যাবে অন্তত।

'আপনার সমস্যা হবে না?' জিজ্ঞেস করলেন আজিজ ব্যাপারী।

'এতো বড় বাড়িটায় মানুষ খুব কম আমরা, আপনারা থাকলে ভালোই হবে।'

'ঠিক আছে, আমি তাহলে হোটেলে যাই,' উঠে দাঁড়িয়েছেন আজিজ ব্যাপারী। বেশ নিশ্চিন্ত মনে হলো তাকে। ভালো একটা জায়গায়ই আছে তার ছেলে। যেখানে বাড়ির মালিক এতোটা অতিথিপরায়ন সেখানে তার ছেলের খারাপ থাকার কথা না।

ড্রাইভারকে নিয়ে আজিজ ব্যাপারী বের হয়ে যাওয়ার পর নিজের রুমে চলে এলো রাশেদ। ডঃ আরেফিন ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন মোবাইল ফোনে। তার সাথে পরে কথা বললেও হবে, আগে লিলিকে একটা ফোন করা দরকার। এখনো কি ফোন বন্ধ কি না কে জানে, ভাবল রাশেদ।

মোবাইল ফোনটা হাতে নিয়েছে তখনই ফোনটা এলো। অচেনা একটা নাম্বার থেকে। ধরবে কি ধরবে না চিন্তা করছিল রাশেদ। অবশেষে রিসিভ করলো সে কলটা।

'হ্যালো?' ওপাশ থেকে মিষ্টি একটা কণ্ঠ ভেসে এলো। যদিও কণ্ঠটা ঠিক স্বাভাবিক না, তবু চিনতে অসুবিধা হলো না রাশেদের। লিলির গলার স্বর। না চিনতে পারার কারনও নেই। বেশ অবাক হলো সে, একই সাথে আনন্দিতও।

'হ্যা, লিলি, বলো, তোমার ফোনে বারবার চেষ্টা করছি আমি, কিন্তু বন্ধ,' রাশেদ বলল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমার কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শোন রাশেদ। খুব বিপদের মধ্যে আছি আমি। কিডন্যাপ করা হয়েছে আমাকে,' একটু থামলো লিলি, ফুপিয়ে কান্নার শব্দ শুনতে পেল রাশেদ। 'ওরা বলেছে টাকা-পয়সার জন্য কিডন্যাপ করে নি আমাকে, ওদের দরকার অনেক পুরনো বইটা। সম্ভবত তোমার কাছে আছে।'

লিলির কথার সাথে একটা পুরুষ কণ্ঠও শুনতে পেল রাশেদ। লিলিকে ধমকাচ্ছে মনে হলো কেউ।

'কি বলছো এইসব?' বিশ্বাস করতে পারছে না রাশেদ, একটা বইয়ের জন্য যে কোন কিছু করতে দ্বিধা করছে না শামীমের পুরানো সহচরেরা।

'যা বলছে সত্যি বলছে,' এবার একটা পুরুষ কণ্ঠ শোনা গেল, বেশ গম্ভীর একটা কণ্ঠস্বর, 'আজ রাতে আমরা কিছুই করবো না আপনার মেয়েবন্ধুকে নিয়ে। কিন্তু আগামীকাল রাত বারোটার মধ্যে আমরা যদি বইটা না পাই, তাহলে লুসিফারকে তৃষ্ণার্ত রাখবো না আমরা।'

'প্লিজ, একটু শুনুন, ওকে মারবেন না। আপনারা যাই বলবেন তাই করবো আমি,' রাশেদ বলল।

'কাল সন্ধ্যার মধ্যে জানানো হবে বইটা নিয়ে কোথায় আসতে হবে। বেশি চালাকী করতে যাবেন না। পুলিশকে জানানো হবে মানে আত্মহত্যা করা। আমার কথা কি ক্লিয়ার?'

'হ্যা, বুঝতে পেরেছি আমি,' রাশেদ বলল। কাঁপছে সে। ব্যাপারটা নিয়ে লিলিকেও যে এতো ঝামেলায় পড়তে হবে তা মাথায় আসে নি তার।

'তাহলে পরবর্তী কলের জন্য অপেক্ষা করুন। বাই।' ফোনটা কেটে গেল।

চুপচাপ কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে রইল রাশেদ। বইটা হাতছাড়া করা ছাড়া আর কোন উপায়ই রইল না। সবচেয়ে বড় কথা লিলির জীবন নিয়ে এতোবড় ঝুঁকি নেয়ার কোন অধিকার তার নেই।

ডঃ আরেফিনকে জানানো দরকার। সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলো রাশেদ। তার হাত-পা এখনো কাঁপছে। শামীমকে কিভাবে খুন করেছিল এরা মনে আছে। নৃশংসতার চূড়ান্তে পৌঁছে যাওয়া কিছু মানুষ এরা। মানুষ না বলে পশু বলাই বোধহয় ঠিক হবে।

ডঃ আরেফিন মনোযোগ দিয়ে একটা পত্রিকা পড়ছিলেন। রাশেদের ব্যস্ত ভঙ্গীতে আসা দেখে তাকালেন ওর দিকে।

'খুব বড় বিপদে পড়েছি আমরা?' রাশেদ বলল, নিজেকে এখনো সংযত করতে পারে নি সে।

'খুলে বলো,' শান্ত সুরে বললেন ডঃ আরেফিন।

'আমার ক্লাসমেট, আমার বন্ধু, লিলিকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। শামীমের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খুনিরা করেছে কাজটা, ঐ বইটার জন্য।'

'আমরো তাই ধারনা ছিল, কিন্তু নিশ্চিত ছিলাম না শুধু,' ডঃ আরেফিন বললেন।

'আপনি জানতেন!'

'জানতাম বলা ঠিক হবে না। থানায় আখতার সাহেবের সাথে দেখা। মেয়েকে খুঁজে পাচ্ছেন না বলে পুলিশকে জানাতে এসেছিলেন। তার ধারনা কিডন্যাপ করেছে কেউ, অনেক টাকা হয়তো মুক্তিপন চাইবে।'

'আপনি আখতার সাহেবকে চেনেন? লিলিকে?'

'আখতার হচ্ছেন আমার আত্মীয়, চাচাতো ভাই, অনেক দুরসম্পর্কের। লিলিকে চিনি ছোট থেকেই।'

'টাকার জন্য কিডন্যাপ করে নি ওরা,' প্রায় চেঁচিয়ে বলল রাশেদ।

'বইটার জন্য করেছে। বুঝতে পারছি, কেন ওরা টাকা চেয়ে কোন ফোন দেয় নি আখতার সাহেবকে, চাইলে যেকোন অংকের মুক্তিপন দিয়ে দিতেন তিনি।'

'এখন আমাদের করনীয় কি?'

'মেয়েটাকে তুমি ভালোবাস, তুমিই বলো করনীয় কি?'

'বইটা দিতে যাবো আমি। উদ্ধার করে আনবো লিলিকে।'

'বইটা পেলেই যে লিলিকে ফেরতে দেবে ওরা তার কোন নিশ্চয়তা নেই। এমনকি তোমাকেও মেরে ফেলতে পারে। পুলিশের সাহায্য নিতে হবে আমাদের।'

'কিন্তু পুলিশে খবর দেয়া হয়েছে বুঝতে পারলে এমনিই মেরে ফেলবে মেয়েটাকে।'

'পুলিশে খবর না দিলে অনেক বড় ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাবে। এছাড়া, আমার ধারনা, ডঃ কারসনকে এরাই কিডন্যাপ করেছে বইটার পাঠোদ্ধার করার জন্য।'

'ডঃ কারসনকে নিয়ে আপনার ধারনা হয়তো ঠিক, কিন্তু আমি চিন্তা করছি লিলিকে নিয়ে।' রাশেদ বলল।

'বুঝতে পারছি। তুমি যাও, আমি ডঃ শাখাওয়াতের সাথে আলাপ করে দেখি।'

'ডঃ শাখাওয়াতের সাথে কথা বলা ঠিক হবে না। ভদ্রলোককে আমার পছন্দ হয় নি।' রাশেদ বলল একটু ঝাঁঝের সাথে। ডঃ শাখাওয়াতের সাথে বলা কথাগুলো মনে পড়ে গেল তার। লোকটা টাকার গরম দেখায় এবং স্বার্থপর একজন মানুষ।

কথাটা শুনে রাশেদের দিকে তাকিয়েছেন ডঃ আরেফিন। এ ধরনের

www.BanglaBook.org

একটা কথা রাশেদের কাছ থেকে আশা করেন নি তিনি।

'ওরা আর কি বলেছে?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'কাল আমাকে ফোন করে জানাবে, কখন, কোথায় যেতে হবে।'

'ঠিক আছে, আমিও যাবো তোমার সাথে। একা একা কিছু করতে যেও না।'

'আচ্ছা,' বলল রাশেদ। উপরে নিজের রুমে চলে আসল সে। এখন কলের জন্য অপেক্ষা। কখন করবে কে জানে। ট্রাভেল ব্যাগটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষন বসে থাকল সে। বইটা আছে, অনেকগুলো টাকাও আছে ব্যাগটায়।

দরজায় নক হলো এই সময়।

আজিজ ব্যাপারী এসেছেন। সাথে একটা ব্যাগ। তাকে বসতে দিল রাশেদ। নিজেও বসল একপাশে। নিজের বাবার এতো চিন্তিত চেহারা এর আগে কখনোই দেখেনি সে।

'বাবা, আপনি কিছু নিয়ে টেনশনে আছেন?' জিজ্ঞেস করল রাশেদ।

'তোমার দাদারে খুঁজে পাচ্ছি না।'

'খুঁজে পাচ্ছেন না মানে, বুঝলাম না,' সত্যি বুঝতে পারছে না রাশেদ। বুড়ো একটা মানুষকে খুঁজে পাওয়া যাবে না কেন।

'ঢাকায় নিয়া আসছিলাম তাকে, তারপর হারাইয়া গেল।'

'হারিয়ে গেল?'

'হ, সাথেই ছিল, হঠাৎ দেখি নাই, নাই তো নাই।'

'একটা মানুষ কি হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারে নাকি? আপনি হয়তো খুজে পান নি, বুড়ো মানুষ। তিনি তো ঢাকায় আগে কখনোই আসেন নি।'

'এখন কি করবো মাথায় আসতেছে না।'

'আপনি রেস্ট নেন, তারপর দেখি কি করা যায়।' রাশেদ বলল।

আজিজ ব্যাপারীকে শুইয়ে দিয়ে জানালার সামনে এসে দাঁড়াল রাশেদ। সমস্যা যেন পিছু ছাড়ছে না। বুড়ো মানুষটা নিশ্চয়ই খুব ঝামেলায় পড়েছেন। সাথে কোন টাকা-পয়সা বা কাপড়-চোপড় কিছুই ছিল না। এ অবস্থায় বুড়ো একটা মানুষকে কি পরিস্থিতিতে পড়তে হবে কে জানে।

বড় একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বাবার সাথে এসে শুলো রাশেদ। ঘুম আসছে না। কাল অনেক বড় একটা কাজ আছে। লিলিকে উদ্ধার করতেই হবে। এই বই তার মালিকের কাছে ফিরে যাক।

BanglaBook.org

* * *

রাত বারোটার দিকে বিশেষ একটা রুম থেকে বের হলো কামরুল। ঘেমে

www.BanglaBook.org

নেয়ে একাকার অবস্থা তার। জিজ্ঞাসাবাদে বেশ পরিশ্রম আছে। এছাড়া এমনিতেও বেশ পরিশ্রম যাচ্ছে কতো কিছুদিন ধরে। ঢাকা শহরে খুন-খারাপি,রাহাজানি-ছিনতাই যেন বেড়ে গেছে হঠাৎ করে। বড়লোকের উচ্ছৃখল কিছু ছেলেপেলে আছে অনেকগুলো কেসের পেছনে। ওদের ধরে নিয়ে আসা হয়, কিন্তু গায়ে হাত তোলার আগেই ফোন চলে আসে।

এখনকার কেসটা অন্যরকম। যে ছেলেটাকে ধরা হয়েছে, সে কি বোবা, না ভান ধরে আছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। গত চব্বিশ ঘণ্টায় একটা শব্দও বের করা যায় নি ওর মুখ থেকে। নাম কি, পরিচয় কি, ঠিকানা কোথায়, এখনো কিছুই জানা যাচ্ছে না। দেখতে রাজপুত্রের মতো, কিন্তু স্বভাব একেবারে অন্যরকম। এতো মারা হলো তারপরও বিনা আপত্তিতে সয়ে গেল। যেন এ ধরনের পিটুনি খেয়ে অভ্যস্ত ছেলেটা। ডঃ আরেফিনের বাসায় যে হামলা হয়েছে তাতে সাতজনই মারা গেছে, বেঁচে আছে এই একজনই। ছেলেটার মুখ থেকে কিছু বের করতে পারলে সবকিছু অনেক সহজ হয়ে যেত। মৃত মানুষ কথা বলে না, কিন্তু এখন ঐ সাতটা মৃতদেহ খুব গুরুত্বপূর্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদের ছবি তুলে থানায় থানায় পাঠানো হয়েছে। কোথাও কোন রেকর্ড আছে কি না দেখার জন্য। কিন্তু এখনো কোন রিপোর্ট আসে নি। এরা সাধারন কেউ ছিল না, দেখলেই বোঝা যায় দাগী সন্ত্রাসী অথবা ছিনতাইকারী ছিল। বিশেষভাবে ট্রেনিং দিয়ে হয়তো এ ধরনের অপারেশনে পাঠিয়েছে কেউ। বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ছিল এর পেছনে। এতোগুলো মানুষ ডঃ আরেফিনের মতো একজন প্রাক্তন ইউনিভার্সিটি শিক্ষকের উপর হামলা করতে যাবে কেন সেটাও একটা বড় প্রশ্ন। সেই কারনটা বের করা গেলে হয়তো অনেক সহজ হয়ে যেতো সবকিছু। ডঃ আরেফিন অবশ্য সাধারন একটা ডাকাতি মামলা করে গেছেন। কিন্তু তাকেও বিনা জিজ্ঞাসাবাদে ছেড়ে দেয়া ঠিক হয় নি।

নিজের চেয়ারে এসে বসল কামরুল। আরো একটা সমস্যায় মেজাজ খারাপ তার। লিলিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। লিলির বাবা আশংকা করছেন অপহরন করা হয়েছে তার মেয়েকে। যদিও মুক্তিপন দাবি করে কেউ এখনো ফোন করে নি। মেয়েটা কি তার প্রেমিকের সাথে পালিয়েছে? হতেও পারে। অপহৃত হলে অবশ্যই ফোন আসতো এতোক্ষনে। মেয়ের প্রেমিককেও খুঁজছে পুলিশ অনেকদিন ধরে। কিন্তু কোন হদিস নেই ছেলেটার। শামীম হত্যা মামলা এমনিই ঝুলছে। এখনো চার্জশিট দাখিল করা হয় নি। রাশেদকে প্রধান আসামী করে একটা চার্জশিট তৈরি করে রেখেছে সে। কিন্তু মন কেন জানি সায় দিচ্ছে না। যতটুকু খোঁজখবর পাওয়া গেছে তাতে এই ছেলের খুন-খারাপিতে জড়িত থাকার কথা নয়। কিন্তু মনে হলেই তো হবে না, স্বাক্ষ্য

www.BanglaBook.org

প্রমান লাগবে, এই ছেলে খুনি না হলে অন্য কেউ খুন করেছে, তা খুঁজে বের করতে হবে।

চোখ বন্ধ করে ভাবছিল কামরুল। প্রায় ঘুম চলে আসছিল তার। কনস্টেবলের ডাকে জেগে উঠলো সে।

'স্যার, বড় স্যার ডেকেছে আপনাকে,' কনস্টেবল বলল।

উঠে দাঁড়াল কামরুল। এতো রাত পর্যন্ত , বড় স্যার জনাব বজলুল করিম তাহলে এখনো আছেন অফিসে!

বজলুল করিমের রুমে ঢুকে একটু অবাক হলো কামরুল। একেবারে পুলিশি পোশাকে এই রাতে তাকে আশা করা ঠিক না, কিন্তু চোখে ভুল দেখছে না সে। রীতিমতো পোশাক আশাকে সজ্জিত হয়ে এসেছেন ভদ্রলোক। আসার সময় গোসল এবং ক্লিন সেভড হয়ে এসেছেন। তাকে এখন একজন পুলিশ অফিসার মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে বিয়ে বাড়ির জামাইয়ের বড় ভাই।

'কামরুল বসো,' বেশ সাদর সম্ভাষন জানালেন বজলুল করিম, এটাও খুব অস্বাভাবিক ঘটনা কামরুলের কাছে।

বসে পড়ল কামরুল। তাকিয়ে আছে বসের দিকে, খুব জরুরী কিছু না হলে এতো রাতে বজলুল করিম সাহেব কখনোই থানায় আসেন না।

'তোমাকে ডেকেছি বিশেষ একটা কারনে,' বললেন বজলুল করিম সাহেব।

'জি, স্যার, বলুন।'

'যে সাতজন বন্দুকযুদ্ধে মারা গেছে গত রাতে, তাদের মধ্যে পাঁচজনের পরিচয় বের করতে পেরেছি আমরা। এর মধ্যে দুজনের বিরুদ্ধে রমনা থানায় মামলা ছিল, সাধারন ছিনতাইকারী ছিল ওরা, বাকি তিনজন মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত ছিল, যদিও গত ছয়-সাত মাস ওদের কারো কোন এক্টিভিটিজ ছিল না। কোথাও এদের কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি, মনে হচ্ছিল এরা খারাপ পথ ছেড়ে সম্ভবত ভালো হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, ধারনাটা ভুল। এই সময় ওরা অস্ত্র শস্ত্রের উপর ট্রেনিং নিয়েছে, তা না হলে এতো বড় একটা অপারেশনে নামা ওদের পক্ষে সম্ভব ছিল না,' একটু থামলেন বজলুল করিম, 'যাই হোক, একটা প্রশ্ন আমাকে খুব চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। ওরা ডঃ আরেফিনের বাসায় এতোটা সংগঠিত হয়ে হামলা করলো কেন? ডঃ আরেফিন ডাকাতি মামলা করেছেন। যদিও ডাকাতি ওদের আসল উদ্দেশ্য ছিল বলে আমি মনে করি না।'

বজলুল করিম সাহেবকে কখনোই বুদ্ধিমান মনে হয় নি কামরুলের কাছে, এখন মনে হচ্ছে যুক্তি দিয়ে বিচার করার ক্ষমতা তিনি রাখেন।

'এখন আমাদের কি করা উচিত বলে তুমি মনে করো?' প্রশ্নটা ছুড়ে

www.BanglaBook.org

দিলেন কামরুলের দিকে। যেন কামরুলের কাছ থেকেই সমাধান আশা করছেন তিনি।

'আমার মনে হয় ডঃ আরেফিনের উপর আলাদাভাবে নজর রাখা উচিত আমাদের, অন্তত কিছুদিনের জন্য। হয়তো গুরুত্বপূর্ন কিছু আমরা পেয়ে যাবো তার কাছ থেকে যা তিনি আমাদের কাছে খোলামেলাভাবে বলতে পারছেন না।'

'বাহ, মারাত্মক। এমন উত্তরই তোমার কাছ থেকে আশা করছিলাম আমি,' উঠে দাঁড়িয়েছেন বজলুল করিম। কামরুলের পাশে এসে দাঁড়ালেন।

'সকালেই সাদা পোশাকে দুইজন অফিসার পাঠিয়ে দাও। যেন ডঃ আরেফিনের কর্মকান্ডের উপর নজর রাখে এবং প্রতি ঘণ্টায় যেন তোমার কাছে রিপোর্ট করে। গুরুত্বপূর্ন কিছু জানলে সাথে সাথে আমাকে জানাবে তুমি, অ্যাম আই ক্লিয়ার?'

'জি,স্যার। ক্লিয়ার।' বলল কামরুল। বজলুল করিমের বুদ্ধিটা পছন্দ হয়েছে তার।

'এবার বাসায় যাও, রেস্ট নাও। অনেকগুলো পেন্ডিং কেস আছে আমাদের হাতে। আগামী কিছুদিনের মধ্যেই সব ক্লিয়ার করতে হবে।'

'জি, স্যার।'

রুম থেকে বেরিয়ে আসল কামরুল। সকাল সকাল কাজ শুরু করতে হবে। তার আগে দরকার ভালো একটা ঘুম। রাত অনেক হয়েছে। মোটরসাইকেলটা স্টার্ট দিলো সে।

* * *

দিনরাত কিছু বোঝা যায় না এখানে। চিরস্থায়ী অন্ধকারে বসবাস করতে করতে বিন্দুমাত্র আলোও সহ্য হচ্ছে না ডঃ কারসনের। উল্টোদিকের চেয়ারে বসে থাকা মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থাকেন মাঝে মাঝে। বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। এরকম একটা মেয়ে তারও আছে। স্ত্রীর সাথে ছাড়াছাড়ির পর মেয়েটা মায়ের সাথেই থাকে। বছরে একবার দুবার হয়তো দেখা হয়। অপত্য স্নেহ কি জিনিস, তা প্রকাশ করতে পারেন নি কোনদিন, কাজ নিয়ে মেতে থেকেছেন সারাজীবন। এখন শেষ বেলায় এসে প্রিয় স্ত্রী আর মেয়ের কথা সারাক্ষন মনে পড়ে। কে জানে তার এই বন্দিদশার কথা ওরা জানে কি না।

মেয়েটা চোখ বন্ধ করে পড়ে আছে। নড়াচড়া করছে না। সুন্দর চুলগুলো এলোমেলো হয়ে আছে। কিছুক্ষন আগেই শয়তানটা এসেছিল। মেয়েটাকে দিয়ে কথা বলালো মোবাইল ফোনে। কথা কিছুই বুঝতে পারেন নি। কিন্তু

www.BanglaBook.org

এটুকু বুঝেছেন মেয়েটাকে কারো সাথে কথা বলানো হলো। হয়তো মুক্তিপন বা অন্য কিছু দাবি আছে ওদের।

এতে হয়তো মেয়েটার মুক্তি পাওয়ার একটা সুযোগ তৈরি হলো। কিন্তু তাকে নিয়ে এদের কি পরিকল্পনা তা কিছুতেই মাথায় আসছে না তার। প্রাচীন সেই বইটা কোনদিন উদ্ধার হলে হয়তো এদের কাজে আসবেন তিনি, তারপরও তার মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। সম্ভবত মেরে ফেলা হবে তাকে। মানুষের নৃশংসতায় কখনোই অবাক হন নি তিনি। যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর সবচেয়ে হিংস্র প্রাণীতে পরিণত হয়েছে মানুষ। সেই আদিকালেও প্রত্নতাত্ত্বিক স্পটেও মানুষের নৃশংসতার অনেক প্রমান দেখেছেন তিনি। তাকে মুক্ত করে দেয়া হলে সেটা অপহরনকারীদের জন্যও ভালো হবে না। নিজেদের নিয়ে ওরা কোন ঝুঁকি নেবে না। শয়তানের উপাসক এরা, শয়তানের উদ্দেশ্যেই হয়তো বলি দেয়া হবে তাকে।

যাইহোক, আর কিছু মাথায় আসছে না ডঃ কারসনের। নিজ দেশ থেকে এতো দূরে এসে আত্মীয় পরিজনবিহীন অবস্থায় মারা যেতে কারো ভালো লাগার কথা নয়। যখন মেরে ফেলতে চাইবে তখন একটা অনুরোধ করবেন বলে ঠিক করেছেন তিনি। যেন প্রচন্ড মাত্রায় মরফিন দেয় ওরা, মৃত্যুটা যেন হয় তন্দ্রার ঘোরে। এখন যেমন মরফিনের ছোঁয়ায় শরীরের সব অনুভূতি যেন অকেজো হয়ে গেছে।

চোখ খুলে তাকিয়েছে মেয়েটি। কাঁদছে। নিজেরও কেমন কান্না পেতে লাগল ডঃ কারসনের।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৩

কমলাপুর রেলস্টেশনে অন্যসব যাত্রীর ভীড়ে এক যুবককে দেখা গেল, দু'টো সুটকেস হাতে। এ ধরনের সুটকেস আগে কেউ কখনো দেখে নি, তাই অনেককেই দেখা গেল আড়চোখে তাকিয়ে আছে জিনিস দু'টোর দিকে। যুবককে অবশ্য মোটেও ভাবিত বলে মনে হলো না। তার মাথায় নানা চিন্তা ঘুরছে। সুটকেস দুটো নিরাপদ জায়গায় রেখে রাশেদের কাছে যেতে হবে তাড়াতাড়ি। মগবাজারের যে হোটেলটায় আজিজ ব্যাপারী উঠেছিল সেটা মোটামুটি পছন্দ হয়েছে তার। সেখানেই একটা ট্যাক্সি ঠিক করল সে।

সকাল হয়েছে মাত্র। ঢাকা এখনো অনেক শান্ত। ভোরের নির্মল হাওয়ায় গাছের পাতাগুলো দুলছে এবং নরম রোদে চিকচিক করছে ঢাকার রাজপথ। দশমিনিটেই চলে এলো মগবাজার মোড়ে। সেখানে হোটেলে উঠে বেরিয়ে পড়ল সাথে সাথে। গন্তব্য রাশেদ যে বাড়িটায় উঠেছে সে জায়গাটা। মগবাজার থেকে বেশি দূরে না। একটা রিক্সা নিয়ে নিলো যুবক। বেশ ভালো লাগছে তার, যদিও সারারাত ঘুম হয় নি একফোঁটা। অনেকদূর থেকে সুটকেস দুটো টেনে নিয়ে যেতে হয়েছে স্টেশনে। ট্রেনেও ঘুম হয় নি। শিস দিচ্ছিল যুবক। অচেনা এক সুর। এতো অদ্ভুত সুন্দর শিস রিক্সাওয়ালা কখনো শোনে নি, তাই বারবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে যুবককে দেখছিল।

* * *

অন্যদিনের মতো ভোরেই ঘুম ভেঙ্গেছে সালেহার। তারপরই সর্বনাশটা চোখে পড়ে। তালাবন্ধ ঘরের দরজা হাট করে খোলা। ভেতরে কি ছিল কোন ধারনাই নেই। কিন্তু চোর এসে কিছু না নিয়ে যায় নি তা কিভাবে হবে। হৈচৈ করার আগে ঘরটায় ঢুকল সালেহা। সে বিয়ে হয়ে এই বাড়ি এসেছে অনেক বছর হলো, কিন্তু কোনদিন এই ঘরটা খোলা পাওয়া যাবে কল্পনাও করে নি। তেমন কিছুই নেই ঘরটায়। বড় একটা পালংক ছাড়া। সাজানো গোছানো পালংকটা। সুন্দর চাদর পাতা, পরিপাটি করে। যেন গতকালই কেউ পরিষ্কার করে গেছে ঘরটা, ধূলো মাত্র নেই কোথাও।

বিছানার উপর কাগজে মোড়ান কিছু একটা পড়ে থাকতে দেখল সালেহা। কেন জানি মনে হলো জিনিসটা তার জন্যই রেখে যাওয়া হয়েছে। কাগজটা খুলল সে। অদ্ভুত সুন্দর একটা গন্ধে পুরো বাড়িটা যেন মৌ মৌ করে উঠল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জিনিসটা তেমন কিছুই না, গোলাকার একটা চকলেটের মতো দেখতে জিনিসটা। জিভে ছুঁইয়ে দেখল সালেহা। মিষ্টি স্বাদের মনে হচ্ছে। আঁচলে লুকিয়ে ফেলল সাথে সাথেই। দরজাটা লাগিয়ে বাইরে চলে আসল। মনে হচ্ছে শ্বশুরের কাজ। কিন্তু তিনি তো আরো দু'একদিন আগেই ঢাকা গেছেন।

মনে কোন সন্দেহ রাখল না সালেহা, যা হবার হবে। মন বলছে চকলেটের মতো এই জিনিসটা খেলেই মনোকামনা পুর্ন হবে তার। খারাপ কিছু হলে মারা যেতে পারে, কিন্তু ঝুঁকিটা নেবে সে।

চকলেটটা মুখে দিল সালেহা। সারা শরীর যেন তার ঝনঝন করে উঠলো সাথে সাথে। মাথা ঘুরিয়ে পড়ে গেল উঠোনটায়।

* * *

আজ সকাল সকাল ঘুম ভেঙ্গেছে কামরুলের। একটু দেরি করে ডিউটিতে গেলে অসুবিধা ছিল না। কিন্তু বজলুল করিমের সাথে গতরাতে কি কথা হয়েছিল মনে পড়ে গেল তার। সাদা পোষাকে ডঃ আরেফিনের উপর নজর রাখতে বলেছিল বস। সব অফিসারই ব্যস্ত। গোয়েন্দা সংস্থাকে এ বিষয়ে কিছুই জানানো হয় নি, কাজেই সেখান থেকে লোক পাওয়া যাবে না। ডঃ আরেফিনের সাথে একবার মাত্র দেখা হয়েছে। তিনি খুব লক্ষ্য করেছেন তার চেহারা এমন মনে হলো না। কামরুল ঠিক করল সে নিজেই যাবে। পরচুলা আর নকল গোঁফ আছে বাসায়। নাটক করার অভ্যাস ছিল একসময়। তখন প্রায়ই এসব পড়তে হতো, আলমারীর এককোনায় পরচুলা আর নকল গোঁফটা রেখে দিয়েছিল সে। এখন মাঝে মাঝে কাজে লাগে।

গোসল সেরে, নাস্তা করে তৈরি হয়ে নিল সে। আটটা বাজতে গেল। ডঃ আরেফিন যদি এর মধ্যে বের হয়ে যান তাহলে মহামুশকিল। কাপড়-চোপড় পড়ে নিলো ঠিকঠাক মতো। পরচুলা এবং নকল গোঁফও লাগালো সে। আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে কিছুক্ষন দেখল কামরুল। একেবারে অচেনা লাগছে। মনে হচ্ছে মাঝবয়েসী একজন মানুষ, যে ব্যবসা করতে গিয়ে লোকসানের পর লোকসান দিচ্ছে।

নিজের দিকে তাকিয়ে হাসল কামরুল। এখন তাকে দেখে কেউ চিনতে পারবে না। এটা নিশ্চিত। কিন্তু তারপরও একমাত্র বজলুল করিম সাহেবকে জানিয়ে রাখতে হবে, কি করতে যাচ্ছে সে।

বাসা থেকে বের হয়ে একটা রিক্সা নিলো কামরুল। ডঃ আরেফিনের বাসা কাছাকাছিই। যেতে বেশীক্ষন সময় লাগবে না।

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৪

কালো একটা জিন্স, বুট জুতো আর একটা টি-শার্ট পরেছে রাশেদ। ঘুম ভেঙ্গেছে অনেক সকালে। বাবা আজিজ ব্যাপারী তখনো ঘুমাচ্ছিলেন। ডাকতে ইচ্ছে করল না রাশেদের। অনেক জার্নি করে এসেছে ঢাকায়, রেস্ট নিতে পারে নি, ঘুম থেকে ডেকে তুলে অহেতুক কষ্ট দেয়া হবে।

নাস্তাও সেরে নিয়েছে সে। মোবাইল ফোনটা হাতে নিয়ে নিচের ড্রইং রুমে বসে আছে রাশেদ। অপেক্ষা শুরু হয়ে গেছে। আজ দিনের মধ্যে যেকোন সময় ফোন আসতে পারে। সেই কল কোনভাবেই মিস করা যাবে না। একজন মানুষের জীবন মরনের প্রশ্ন। আর সেই মানুষ যদি পছন্দের কেউ হয়...

লিলির বাবা কি করছেন কে জানে, এতোক্ষনে পুলিশে খবর দিয়ে দেয়ার কথা। লিলির এক ভাই আছে পুলিশে, নাম জিজ্ঞেস করে নি কোনদিন রাশেদ। পুলিশ নিশ্চয়ই বসে নেই। কিন্তু ওরা কিছু করতে পারবে না। যা করার রাশেদকেই করতে হবে।

খবরের কাগজ দিয়ে গেছে মাত্র। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ছিল রাশেদ। ডঃ আরেফিনের কণ্ঠ শুনে পত্রিকাটা সরিয়ে রাখল সে।

'গুড মর্নিং, রাশেদ।' সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে নামতে বললেন ডঃ আরেফিন।

'গুড মর্নিং।'

পাশের সোফায় এসে বসেছেন ডঃ আরেফিন। কাগজে মোড়ান একটা প্যাকেট এগিয়ে দিলেন রাশেদের দিকে।

'তোমার নিরাপত্তার জন্য, নাও,' বললেন তিনি।

হাত বাড়িয়ে জিনিসটা নিলো রাশেদ। বেশ ওজন মনে হলো জিনিসটার। প্যাকেট খুলে বিস্ময়ে চোখ বড় বড় হয়ে গেল রাশেদের। একটা পিস্তল। ডঃ আরেফিনের হাতে এর আগে যে পিস্তলটা দেখছিল সে, সেটা না, নতুন একটা পিস্তল এটা।

'কিন্তু আমি তো চালাতে জানি না,' রাশেদ বলল।

'দাঁড়াও, তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি,' বলে পিস্তলটা নিজের হাতে নিলেন ডঃ আরেফিন এবং দশ মিনিটের মধ্যে হাতে-কলমে গুলি কিভাবে করতে হয়, কিভাবে বুলেট ভরতে হয়, কোমরে বা পকেটে রাখতে হলে কি কি করতে হয়, শিখে গেল সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পিস্তলটা কোমরে গুঁজে রাখল রাশেদ। কিভাবে রাখতে হবে শিখিয়ে দিয়েছেন ডঃ আরেফিন। ভদ্রলোক অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপারে এতো খোঁজখবর রাখেন এবং চালাতেও জানেন দেখে অবাক হয়েছে রাশেদ। যে কেউ দেখলে সাদাসিদে একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু মনে করবে না লোকটাকে দেখে, কিন্তু ভেতরে ভেততে একজন যোদ্ধা এই লোক, কোন কিছু সহজে ছেড়ে দিতে জানে না।

মোবাইল ফোনটা বুক পকেটে রেখেছে রাশেদ। যে কোন সময় ফোন আসতে পারে, তৈরি থাকতে হবে।

'রাশেদ, আমি ছুটি নিয়েছি আজকে, আমাদের কাজও অবশ্য থেমে গেছে ডঃ কারসনের অভাবে,' রাশেদের উল্টোদিকে সোফায় বসতে বসতে বললেন ডঃ আরেফিন।

'জি, আমি জানি,' রাশেদ বলল।

'আজ তোমার সাথে আমি যাবো, কিন্তু গাড়ি নেবো না, মোটরবাইক চালাতে জানো তুমি?' ডঃ আরেফিন বললেন।

'অল্প-স্বল্প।'

'অল্প-স্বল্পে হবে না, ভালো জানতে হবে, আমিই চালাবো তাহলে।'

'আপনি?'

'হ্যা, পরিচিত গ্যারেজটায় বলে রেখেছি, ভালো একটা মোটরবাইক দিন দু'য়েকের জন্য দিয়ে যাবে আমার কাছে গ্যারেজটার মালিক।'

অবাক হলো রাশেদ। রীতিমতো ফিল্মি হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা, যদিও নায়কের ভূমিকায় প্রৌঢ় একজন মানুষকে দেখা যাচ্ছে।

'ঠিক আছে, কিন্তু দু'টো হেলমেট চাইতে ভুলবেন না।'

হাসলেন ডঃ আরেফিন।

উঠে দাঁড়ালেন। পায়চারী করতে থাকলেন।

রাশেদ পত্রিকাটা টেনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল আবার। এখন শুধু অপেক্ষা। একটা ফোন কলের। কখন আসবে?

* * *

একটা হলুদ ট্যাক্সিক্যাব ভাড়া করেছে যুবক সারাদিনের জন্য। ডঃ আরেফিনের বাসা থেকে বেশ কিছুটা দূরে অলস ভঙ্গীতে পড়ে আছে গাড়িটা। চালক সিটে বসে ঘুমাচ্ছে। এর পাশেই ছোট একটা চায়ের দোকানে বসে আছে যুবক। একচোখ ডঃ আরেফিনের বাসার গেটের দিকে। দোকানদারকে জিজ্ঞেস করে বাড়ির বাসিন্দাদের কথা জেনে নিয়েছে সে। মালিকের নাম ডঃ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কামাল আরেফিন। আগে ইউনিভার্সিটিতে পড়াতেন। এখন বোধহয় কোথাও চাকরী করেন। বাসাটা থেকে কেউ বের হয় নি এখনো। দুপুর গড়াতে চলল। দোকানটায় লোকজন কম, সিগারেটের অভ্যাস না থাকলেও সকাল থেকে এখন পর্যন্ত দশটা বেনসন টেনে ফেলেছে সে। চা খাওয়া হয়েছে পাঁচ কাপ। খালি মুখে বসে থাকলে দোকানদার হয়তো বসতে দেবে না। মুখটা তেতো হয়ে আছে তার।

মাথার উপর ঝাঁ ঝাঁ রোদ। রাশেদ কি সমস্যায় পড়েছে সেটাই বোঝা যাচ্ছে না। মজার ব্যাপার হলো কিছুক্ষন পরেই আজিজ ব্যাপারীকে বের হয়ে আসতে দেখল সে ডঃ আরেফিনের বাসা থেকে। স্বভাবসুলভ ডাক চলে এসেছিল গলা থেকে। শেষ মুহূর্তে কোনমতে নিজেকে থামিয়েছে যুবক। এই দিকেই আসছে আজিজ ব্যাপারী। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে যুবকের। চিনতে পারবে কি না কে জানে?

সিগারেট নিতে এসেছে আজিজ ব্যাপারী দোকানটায়। এক ঝলক তাকিয়েছিল তার দিকে, কিন্তু চিনতে পারে নি, বা পেছন ফিরে তাকায় নি। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল যুবক। দেখে বেশ মায়া লেগেছে অবশ্য। চুলে পাক ধরে গেছে আজিজ ব্যাপারীর চামড়া ঝুলে গেছে। বেশ বয়স হয়ে গেছে ওর, ভাবল সে। হয়তো আর বছর দশেক বাঁচবে। নিজের ছেলের কাছেও পরিচয় দিতে না পারা বড় একটা দুঃখ হয়ে থাকল তার কাছে। এদের জন্য কোন কিছু করাই সম্ভব হবে না তার জন্য। প্রকৃতি ব্যতিক্রম সহ্য করে না। সে নিজে অবশ্য ব্যতিক্রম, তা'তে তার নিজেরও তেমন হাত ছিল না। এলিক্সির অফ লাইফের উত্তরাধিকারী হয়েছেন তিনি। সেটা আর কারো সাথে ভাগ করে নেয়া সম্ভব না।

বসে বসে তন্দ্রার মতো আসছে, পুরনো কোন স্মৃতিতে ডুবে যাওয়ার আগেই সচেতন হয়ে নড়ে চড়ে বসল যুবক। এখন ভাবালুতার সময় নয়। রামপ্রসাদের খোঁজে এই অঞ্চলে আসা হয়েছিল। সেই খোঁজ এখনো সম্পূর্ন হয় নি। সম্পূর্ন করাও সম্ভব নয়। প্রিয় জুতো-জোড়া এবং প্রাচীন একটা বই নিয়ে পালিয়েছিল রামপ্রসাদ। বইটায় এলিক্সির অফ লাইফের বর্ননা আছে, কিভাবে তৈরি করতে হবে তার বিবরন দেয়া আছে। কিন্তু যে ভাষায় তা লিপিবদ্ধ করা আছে, তা আজকের যুগের মানুষের পক্ষে বের করা সম্ভব না। তিব্বতে যে কাজে যাওয়া হয়েছিল অনেক অনেক আগে, সে কাজ সম্পূর্ন হয় নি, খে-লান ভাতৃসম্প্রদায়ের হয়তো কোন অস্তিত্বও নেই। কিন্তু সাম্ভালার খোঁজে যাবেন তিনি এবার। হয়তো সভ্যতার ছোঁয়ায় পুরো অঞ্চলটাই বদলে গেছে, কিন্তু তারপরও যেতে হবে। এখানে কাজটা শেষ হলেই।

আরো কিছুক্ষন পর গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ল সে। একটু হাঁটাহাঁটি করা

www.BanglaBook.org

দরকার। অল্পবয়সী একটা ছেলে একটা মোটরবাইকে করে মাত্র ঢুকেছে ডঃ আরেফিনের বাসায়।

* * *

মোটরবাইকে করে পনেরো-ষোল বছরের একটা ছেলেকে ঢুকতে দেখল কামরুল। হ্যাল-ফ্যাশানের বাইক। ছেলেটাকে কেন জানি মনে হলো গ্যারেজে কাজ করে এমন কেউ। এর কি কাজ থাকতে পারে এখানে। বজলুল করিমকে বলে বাসার সামনে থেকে পুলিশের পাহারা উঠিয়ে দিয়েছে সে। ডঃ আরেফিনের বাসা থেকে অল্প দূরে দাঁড়িয়ে আছে কামরুল। দুপুর হয়েছে। ক্ষুধা লেগেছে প্রচন্ড। বাসা থেকে সারাদিন বের হয় নি কেউ। আজব লাগল তার কাছে, যতোদূর জানে ডঃ আরেফিন এখন সরকারী কর্মকর্তা। অফিসে যান নি কেন কে জানে।

ছেলেটা বেরিয়ে এসেছে, এবার মোটরবাইক ছাড়া। তারমানে মোটরবাইকটা রেখে গেছে ডঃ আরেফিনের বাসায়। নিশ্চয়ই কোন কারন আছে এর পেছনে। ডঃ আরেফিনের কাছে গাড়ি আছে, সেটা বাদ দিয়ে মোটরবাইকের কি দরকার পড়ল তার।

সারাদিন এখানেই কেটেছে কামরুলের। খুব ধৈর্যের কাজ। দুটো বাজে প্রায়। চলে যেতে ইচ্ছে করছে। এখানে শুধু শুধু সময়ের অপচয় হচ্ছে মনে হয়। কিন্তু পরক্ষনেই মন পরিবর্তন করল সে, সন্ধ্যা পর্যন্ত দেখে যাবে। কোন কাজ মাঝপথে ছেড়ে দেয়া একেবারেই অপছন্দ কামরুলের।

মোবাইল ফোনটা বেজে উঠলো এই সময়।

'জি,স্যার, বলুন?' বলল কামরুল। ওপাশে বজলুল করিম আছেন লাইনে।

'ঠিক আছে স্যার। আমি সন্ধ্যায় আসবো।' আরো কিছু কথা বলে রেখে দিল সে।

খবর পাওয়া গেছে, ইউনিভার্সিটি এলাকায় খোঁজ নিতে নিতে এক রিক্সাওয়ালা বলেছে তার রিক্সা থামিয়ে এক ছাত্রিকে জোর করে মাইক্রোবাসে করে তুলে নিয়ে গেছে কিছু লোক। দুপুর বেলায় নাকি ঘটনা ঘটেছে, ফুলার রোডে। ঘটনাটা লিলির সাথে মিলে যায়। কারন বাড়ি ফেরার পথে ফুলার রোড দিয়েই বেশিরভাগ সময় যাতায়াত করে লিলি। কিন্তু চিন্তা অন্য দিকে, কিডন্যাপ যেহেতু করেছে, তাহলে সন্ত্রাসীরা মুক্তিপন চাইছে না কেন?

তিনটা পর্যন্ত হাটল কামরুল। তারপর রাস্তার ওপাশের একটা চায়ের দোকানে গিয়ে বসল। ক্লান্ত ছিল, তাই লক্ষ্য করল না একজন যুবক তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

* * *

ঠিক পাঁচটায় এলো ফোনটা। সারাদিন অপেক্ষা করতে করতে সোফায় বসেই ঘুমিয়ে পড়েছিল রাশেদ। বুক পকেটে থাকা মোবাইলে রিং বাজার সাথে সাথে চমকে গিয়েছিল, এতোটাই যে মোবাইলটা হাত থেকে পড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। ড্রইং রুমে টেলিভিশনে হিসটোরি চ্যানেল দেখছিলেন ডঃ আরেফিন। ঘুরে তাকালেন তিনি।

কলটা রিসিভ করল রাশেদ।

'হ্যালো,' ওপাশ থেকে গতরাতে শোনা সেই গম্ভীর কণ্ঠটা ভেসে এলো।

'জি, বলুন, আপনার কলের জন্যই অপেক্ষা করছি,' রাশেদ বলল, মনে হচ্ছে হার্টবিট বেড়ে গেছে তার, কপালে ঘাম জমেছে।

'ভালো, শুনে খুশি হলাম। আরো খুশি হবো বইটা নিয়ে ঠিক আটটায় চলে এলে।'

'কোথায়?'

'বেশি দূরে কোথাও না। সোহরাওয়ার্দী উদ্যান।'

'সোহরাওয়ার্দী উদ্যান!!'

'সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, নাম শোন নি? ওখানে গেটে এসে দাঁড়াবে তুমি। আমি কল দিয়ে জানিয়ে দেবো কি করতে হবে।'

'ঠিক আছে।'

'ওকে, বাই।' কেটে গেছে ফোনটা।

ডঃ আরেফিনের দিকে তাকাল রাশেদ। ভদ্রলোকের মনোযোগ টিভির দিকে। বিশেষ কিছু দেখাচ্ছে বোধহয়।

'ফোন এসেছে মাত্র, কথা বললাম,' রাশেদ বলল, ডঃ আরেফিনের সোফাটার পাশে দাঁড়িয়ে।

'কি বলল?' ঘাড় না ঘুরিয়েই জিজ্ঞেস করলেন ডঃ আরেফিন।

'আটটায় যেতে বলল, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে।'

'সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে!' ডঃ আরেফিন এবার তাকালেন রাশেদের দিকে। 'উদ্যানে কি বাতাস খেতে যাবো!'

'স্যার, আমি কোন ঝামেলা করবো না। বইটা দিয়ে লিলিকে নিয়ে চলে আসবো। আর কিছু না। পিস্তলটা নিচ্ছি ঠিকই, কিন্তু ব্যবহার করবো না।'

'ঠিক আছে, কিন্তু প্রস্তুতি নিয়ে রাখা ভালো,' এবার গম্ভীর গলায় বললেন ডঃ আরেফিন।

'আমরা বেরুবো কখন?'

'জায়গাটা কাছেই, যেতে বেশি সময় লাগবে না। তবুও একটু আগেই বের হবো আমরা। এই ধরো ছয়টার দিকে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আপনি তৈরি?'

'আমি তৈরি, বাইরে বাইকটাও চলে এসেছে।'

'চলুন তাহলে।'

বাইরে বেরিয়ে এলো দুজন। সন্ধ্যা হতে চলেছে। মোটরবাইকে স্টার্ট দিয়েছেন ডঃ আরেফিন, মাঝখানে পোশাক বদলে নিয়েছিলেন, পরনে এখন জিন্সের প্যান্ট, কালো টি-শার্ট। শিক্ষকদের এ ধরনের বেশে দেখে অভ্যস্ত নয় ছাত্ররা। রাশেদেরও একটু অস্বস্তি লাগছে, ভদ্রলোককে একেবারে তরুন মনে হচ্ছে। পেছনে বসে আছে সে।

বাসার গেটের বাইরে আসা মাত্র আরো দুটি যান্ত্রিক বাহন স্টার্ট দিল। হলুদ ট্যাক্সি ক্যাবে বসে আছে এক যুবক, গ্লাস নামিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে সে, অন্যটা মোটরবাইক। সাধারন পোশাকে কামরুল চালাচ্ছে সেটা।

ডঃ আরেফিন এবং রাশেদ দুজনেই হেলমেট পরে নিয়েছে, পেছনে আসতে থাকা অনুসরনকারীদের লক্ষ্য করলো না ওরা।

* * *

একটা মাইক্রোবাস দাঁড়ানো আছে বাংলা একাডেমীর একপাশে। অন্ধকারে দাঁড়ানো গাড়িটা। ঠিকমতো লক্ষ্য না করলে কেউ দেখতে পাবে না। পেছনের দিকে আছে ছয়জন লোক। চেহারায় হিংস্রতা যেন ফুটে বের হচ্ছে। এদের মধ্যে একজনের চেহারা একটু কোমল। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই লোকটা আসলে কোন পুরুষ নয়, একজন মেয়ে। পুরুষ সাজিয়ে আনা হয়েছে। দুপাশ থেকে রিভলবার ধরে আছে দুজন। নির্দেশ আছে মুখ একটু খুললেই যেন গুলি চালিয়ে দেয়া হয়। এই তিনজন বসে আছে মাঝখানের সিটে। বাকি তিনজন সামনের সিটে। এদের হাতেও অস্ত্র তৈরি। ড্রাইভারের পাশের সিটে বসে আছে এই দলের সবচেয়ে বয়স্ক লোকটা। দেখে মনে হচ্ছে নেতা সেই।

একটু পর পর ঘড়ি দেখছে সে। সন্ধ্যা হয়েছে কিছুক্ষন আগে। সামনে ইউনিভার্সিটি, টি.এস.সি চত্বর। টিএসসি'র উল্টোদিকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ঢোকার বেশ বড় একটা গেট। সাতটা বাজে মাত্র, পুরো এলাকায় প্রচুর মানুষের আনাগোনা। ছাত্রই বেশি। এছাড়া বেড়াতে আসা মানুষেরও অভাব নেই।

জায়গাটা পছন্দ করার তেমন কোন কারন নেই। এতো বড় ঢাকায় কোন জায়গা খালি নেই। সবখানেই মানুষ। এই এলাকাটা তুলনামূলকভাবে অনেক নির্জন, পথচারী বা যানবাহনের পরিমান অন্য যে কোন এলাকা থেকে কম। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন যে কারন তা হচ্ছে আস্তানা থেকে কাছে।

www.BanglaBook.org

টেনশন হচ্ছে না আকবর আলী মৃধার। দোয়েল চত্বরের কাছে পুলিশের একটা ভ্যান সবসময় দাঁড়িয়ে থাকে। এছাড়া টি.এস.সি'তে আছেই। কিন্তু কাজটায় কোন ঝামেলা আশা করছেন না তিনি। ছেলেটা পুলিশে খবর দেবে বলে মনে হয় না। সবার কাছে যে অস্ত্র দিয়েছেন সবগুলোই সাইলেন্সার যুক্ত। রাশেদকে শব্দহীন একটা মৃত্যু উপহার দেয়ার আশা রাখেন আকবর আলী মৃধা। লিলিকেও বাঁচতে দেয়া যাবে না। কোন প্রমান রাখবেন না তিনি। পেছনে কোন সূত্র ছেড়ে যাওয়া যাবে না।

স্বভাবসুলভ আলখেল্লা পরেন নি তিনি আজ। কালো জিন্সের সাথে শার্ট পড়েছেন। বয়স অনেক কম লাগছে, মনে হচ্ছে যৌবনকালে ফিরে গেছেন। আরো এক ঘণ্টা অপেক্ষায় কাটাতে হবে। তারপর সত্যি সত্যি হয়তো চিরযৌবন পাওয়ার পথ খুঁজে পাবেন।

* * *

ট্যাক্সিক্যাবটা ছেড়ে দেয়া হয়েছে কিছুক্ষন আগে। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের গেটে দাঁড়িয়ে আছে যুবক। আশপাশে অনেক লোকজন, চায়ের দোকান, চটপটির দোকান, এর মাঝে নির্দিষ্ট কারো উপর নজর রাখা কঠিন। ডঃ আরেফিন এবং রাশেদ মোটরবাইকটা পার্ক করে একটা চায়ের স্টলে বসে আছে। রাশেদের কাঁধে একটা ব্যাগ। দুজনের চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে খুব টেনশনে আছে। কিন্তু কারনটা কি বুঝতে পারছে না যুবক। কারো সাথে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করছে মনে হয়। সাড়ে সাতটার মতো বাজে, ঘড়ি নেই, পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া এক তরুণের কাছে জিজ্ঞেস করে নিলো যুবক।

ইচ্ছে করলে এখন রাশেদের পাশে গিয়ে বসা যায়। কিন্তু ঝুঁকি হয়ে যায়, চিনতে পারবে না যদিও। আরো একজনকে মোটরবাইকে করে পিছু নিতে দেখেছে যুবক, সেই ডঃ আরেফিনের বাসা থেকে। রাশেদ এবং ডঃ আরেফিনের একটু পেছনে মোটরবাইকে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই লোকটা। এই লোকটার উদ্দেশ্য কি বোঝা যাচ্ছে না। তবে ক্ষতিকর কিছু হবে বলে মনে হচ্ছে না। ঠিক তার মতোই নজর রাখছে। সময় হলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে সব।

মাথার ভেতরে মৃদু যন্ত্রনা হচ্ছে তার। মনে হচ্ছে ঝামেলা হতে যাচ্ছে, কিছুক্ষনের মধ্যে। হাতে কোন অস্ত্র নেই। কিন্তু নিজ হাতে বানানো কিছু জিনিস আছে, ছোট ছোট তীর, তীরের মাথায় একধরনের কেমিক্যাল লাগানো। কারো গায়ে একবার ছুঁড়ে দিলে এক সেকেন্ডের ভেতর কাজ শুরু করে জিনিসটা। অবশ করে দেয়। অনেককাল আগে আফ্রিকার কালো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মানুষদের কাছে এগুলো বানানো শিখেছিল সে। আজ যেভাবেই হোক, রাশেদকে সাহায্য করতে হবে। একটা সিগারেট ধরালো যুবক। চারদিকে এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন কারো আসার কথা, অপেক্ষা করতে করতে বিরক্ত একজন মানুষ। রাশেদের হাতের মোবাইলটা বেজে উঠলো এই সময়। কান খাড়া করল যুবক। কিন্তু কিছুই বোঝা যাচ্ছে না দূর থেকে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৫

মোবাইলে ফোনটা এলো ঠিক আটটার সময়। রাশেদ তাকিয়ে ছিল স্ক্রিনের দিকেই। রিং হওয়া মাত্রই ধরে ফেলল।

'হ্যালো, রাশেদ বলছি।'

'খুব ভালো, এখন কোথায় তুমি?'

'যেখানে থাকার কথা,' একটু ঝাঁঝের সাথে বলল রাশেদ।

'গুড, তোমার সাথে আর কে আছে?'

'আর কেউ নেই?'

'ডঃ আরেফিন, তিনি নেই?'

বুঝতে পারল রাশেদ, মিথ্যে বলে লাভ হবে না। নিশ্চয়ই ওরা দেখেছে দূর থেকে।

'আপনিও নিশ্চয়ই একা আসেন নি।'

'হ্যা, আমিও একা আসি নি, যাই হোক, তোমার এর পরের কাজ হচ্ছে পার্কের ভেতরে ঢুকে পড়া, কিন্তু এবার একা ঢুকবে, ডঃ আরেফিন যেখানে বসে আছেন, সেখানেই থাকবেন।'

'তারপর?'

'নাক বরাবর হাঁটবে, ঠিক দু'শো পা। তারপর দাঁড়াবে।'

'তারপর?'

'আমি থাকবো সেখানে, সাথে থাকবে তোমার প্রিয় বান্ধবী লিলি। ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু চালাকী করলে সাথে সাথে বুলেট খরচ করতে দ্বিধা করবো না আমি।'

'ঠিক আছে, আমি কোন ঝামেলা চাই না। লিলিকে নিয়ে চলে যাবো। ওর যদি কিছু হয় আমি কিন্তু কাউকে ছাড়বো না।'

'আমাকে হুমকি দিয়ে কিছু করতে পারবে না রাশেদ। অনুরোধ করো, কাজ হবে। যাই হোক, নষ্ট করার মতো সময় নেই। ঢুকে পড়ো। আমি আসছি।'

মোবাইলটা রেখে ডঃ আরেফিনের দিকে তাকাল রাশেদ।

'তুমি যাও, আমি পেছনে থাকবো।'

'একটু দূরত্ব রেখে হাঁটবেন, যাতে ওরা বুঝতে না পারে,' রাশেদ বলল।

'বুঝবে না।'

রাশেদ ঢুকে গেল গেটের ভেতরে। সোহরাওয়ার্দী উদ্যান আগের মতো নেই। এককালের রেসকোর্স ময়দান এখন অনেকটাই আলোকিত। ঘন হয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থাকা গাছগুলোর ফাঁকফোকর দিয়ে আলো আসছে। দুশো পা হিসেব করে হাঁটা খুব ঝামেলার কাজ বলে মনে হলো রাশেদের কাছে। বেশ কিছুটা পথ চলে এসেছে সে। পচিশ-ছাব্বিশ-সাতাশ। পা ফেলছে আর মনে মনে গুনছে রাশেদ। দৃষ্টি সামনের দিকে।

পেছনে হাঁটছে আরো তিনজন। রাশেদের সাথে বেশ কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে। একজন আরেকজনের অবস্থান সম্পর্কে বেশি একটা অবগত নয়। আশপাশে আরো অনেক মানুষজন আছে। তাদের আগ্রহের প্রধান কেন্দ্রবিন্দুতে আছে রাশেদ। ডঃ আরেফিন মাথায় একটা ক্যাপ পড়ে নিয়েছেন। পরনে জিন্সের প্যান্ট।

* * *

পোশাক সচেতন মেয়ে লিলি, ছেলেদের পোশাক আগে কখনো পরে দেখে নি সে। কিন্তু বাধ্য হয়ে পরতে হয়েছে এখন। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সে। পাশে আকবর আলী মৃধা। একটু আগে মাইক্রোবাসটা থেকে নামিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে লিলিকে। আকবর আলী মৃধা একাই দাঁড়িয়ে আছেন, লিলির কোমরের সাথে সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলটা ধরে। অন্য কেউ দেখে বুঝতেও পারবে না, পিস্তলের নলে ঝুলছে একটা মেয়ের জীবন। সাঙ্গপাঙ্গরা আশপাশেই আছে, তৈরি হয়ে। এককেটা গাছের পেছনে কাভার নিয়ে। কাজেই অনেকটা নিরাপদ বোধ করছেন আকবর আলী মৃধা।

আজ তার অনেকদিনের আশা পূরন হতে যাচ্ছে। ডঃ কারসনকে ব্যবহার করে বইটার পাঠোদ্ধার আজ রাতের মাঝেই করবেন তিনি। তারপর, মনে মনে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন তিনি। তারপর...সমগ্র পৃথিবীর উপর রাজত্ব করবেন।

* * *

রাশেদকে অনুসরন করতে গিয়ে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো মনে। ডঃ আরেফিন এবং মোটরবাইক চালক দুজনকেই দেখতে পেয়েছে সে এখন। এদের কাছ থেকে ক্ষতির শঙ্কা নেই রাশেদের জন্য। এরা রাশেদের উপকারই করতে এসেছে। সমস্যা হচ্ছে যার সাথে দেখা করতে এসেছে রাশেদ তাকে নিয়ে। সেই লোক একা আসে নি। আরো বেশ কিছু লোক নিয়ে এসেছে। যাদের একজনকে এক ঝলক দেখে ফেলেছে যুবক। গাছের আড়াল থেকে আগ্নেয়াস্ত্র তাক করে রেখেছে রাশেদের দিকে। হুকুম পাওয়া মাত্র গুলি করবে।

কি করতে হবে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে সে। দ্রুত হেঁটে রাশেদ যেদিকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যাচ্ছিল সেদিকে চলে গেল যুবক। দুজন অস্ত্রধারীকে দেখা গেল। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রাশেদের দিকে। বিনা শব্দে একজনের পেছনে চলে গেল যুবক। লোকটার সমস্ত মনোযোগ অন্যদিকে। দুহাতে লোকটার মাথা ধরে ফেলল সে, প্রচন্ড শক্তিতে ঘুরিয়ে দিল। মট করে একটা শব্দ হয়েছে মাত্র, ঘাড় ভেঙ্গে গেছে লোকটার। মারা গেছে সাথে সাথে। মাটিতে পড়ে যাতে শব্দ না হয়, সেজন্য লোকটার দেহ আস্তে করে নিচে নামাল যুবক। হাতের পিস্তলটা নিয়ে নিলো। এ ধরনের জিনিস কখনো চোখে পড়ে নি তার। কিভাবে চালাতে হয় কে জানে। কোমরে গুঁজে নিলো পিস্তলটা।

লোক আরো আছে, তবে কতজন ঠিক নিশ্চিত হতে পারছে না যুবক। এবার একটু ডানে অন্য একটা গাছের আড়ালে আরেকজনকে দেখা গেল। ঠিক একই ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে, পিস্তল তাক করে। পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল যুবক। একটু পরে এই লোকটাকেও মাটিতে লুটিয়ে পড়তে দেখা গেল, প্রাণহীন দেহে।

খোলা একটা জায়গায় দুজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, মনে হচ্ছে অপেক্ষা করছে কারো জন্য। এদের একজন বেশ লম্বা এবং স্বাস্থ্যবান, অন্যজন ছোটখাট, অনেকটা মেয়েলী ধরনের। বোঝা যাচ্ছে এই দুজনই অপেক্ষা করছে রাশেদের জন্য। এদের উল্টোদিকে যেতে হবে, কারন সেখানে আরো একজনকে দেখা যাচ্ছে, গাছের পেছনে দাঁড়ানো, মাঝে মাঝে উঁকি দিচ্ছে। দুজনকে এরমধ্যেই যমঘরে পাঠানো হয়েছে, একেও পাঠাতে হবে। পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল যুবক। এবার আর কাছে যাওয়ার ঝুঁকি নেয়া যাবে না। নিজের হাতে বানানো ছোট কিন্তু কার্যকর অস্ত্রটা ব্যবহার করতে হবে, বিষ মেশানো ছোট ছোট সুঁই, এগুলোর মাথায় মাখানো রয়েছে এক ধরনের বিষ, বাঁশের তৈরি ছোট একটা চোঙ্গার মাধ্যমে ফুঁ দিয়ে ছুড়ে দিতে হয়, সুঁইয়ের মাথা শরীরে ঢোকা মাত্র মারা যাবে যে কোন প্রানী। মানুষ তো শব্দ করারও সময় পাবে না।

* * *

কামরুলের নজর ডঃ আরেফিনের দিকে। ভদ্রলোক একদম ভোল্ট পালটে ফেলেছেন। পরিচিত কেউ দেখলে সহজে চিনতেই পারবে না। ছেলেটার পেছন পেছন যাচ্ছেন ডঃ আরেফিন আর তার পেছনে আছে কামরুল। নিঃশব্দে হাঁটছে সে, ডঃ আরেফিন বুঝে গেলে এদের আসল উদ্দেশ্য কি ছিল কখনো জানা হবে না। আরো কিছুদূর গিয়ে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়লেন ডঃ আরেফিন। বার বার উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করছেন সামনে কি হচ্ছে। কামরুলও তাই করেছে। এই প্রথমবার তার মনে হলো এখানে একা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আসা ঠিক হয় নি। ব্যাক আপ দরকার। সত্যি সত্যি কিছু ঘটতে চলেছে এখানে। ডঃ আরেফিনের হাতে জিনিসটা দেখে আরো অবাক হলো কামরুল। কোমর থেকে একটা পিস্তল বের করে হাতে নিয়েছেন ডঃ আরেফিন। তৈরি হয়ে আছেন যে কোন মুহূর্তে বুলেট খরচ করার জন্য। এখানে খুব বাজে কিছু হয়ে গেলে তার সব দায়িত্ব এসে পড়বে তার ঘাড়ে, ভাবল কামরুল। কাজেই বজলুল করিমকে একটা ফোন করে সব জানিয়ে রাখা ভালো। আট-দশজনের একটা দল পেলে পরিস্থিতি মোটামুটি সামাল দেয়া যাবে।

'স্যার, হ্যালো, স্যার,' মোবাইলে ফিসফিস করে বলল কামরুল।

'জোরে বলো শুনতে পাচ্ছি না,' ওপাশ থেকে বজলুল করিমের কণ্ঠ শোনা গেল।

'আমার কিছু হ্যান্ড লাগবে, এক্ষুনি।'

'তুমি কোথায়?'

'সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে, এক্ষুনি পাঠান, কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে এখানে।'

'সময় লাগবে না, শাহবাগ মোড় থেকে ব্যাকআপ যাবে তোমার কাছে, এলার্ট থেকো। সাবধান।'

'ধন্যবাদ, স্যার, রাখি,' ফোনটা রেখে দিল কামরুল।

নিজের কাছে থাকা পিস্তলটা বের করল সে। তৈরি হয়ে থাকতে হবে। ডঃ আরেফিনের মতো লোক যদি অস্ত্র বের করতে পারে তাহলে পরিস্থিতি আসলেই হয়তো ভালো না। ঘাম হচ্ছে খুব। খুব বেশি টেনশনে থাকলে এমন হয় তার।

ডঃ আরেফিন তাকিয়ে আছেন রাশেদের দিকে। দুজন মানুষকে দেখা যাচ্ছে খোলা একটা জায়গায় দাঁড়ানো। কিন্তু পেছনে তড়িৎগতিতে এপাশ থেকে ওপাশে ছুটে গেল কে? মানুষ দুজন অবশ্য লক্ষ্যই করলো না। কোমর থেকে পিস্তল বের করেছেন তিনি। রাশেদ প্রায় পৌঁছে গেছে ঐ দুজনের দিকে। বোঝাই যাচ্ছে, ছোটখাট গড়নের মানুষটা আর কেউ না, লিলি। মেয়েটাকে পুরুষের বেশে নিয়ে এসেছে যাতে কেউ বুঝতে না পারে। এমনিতেই রাত। অন্ধকারে এই পোশাকে দেখলে কেউ সহজে কিছু বুঝতে পারবে না। বুদ্ধিটা ভালোই করেছে শয়তানের দল। ছোটখাট গড়নের সাথে দাঁড়ানো স্বাস্থ্যবান মানুষটাকেই মনে হচ্ছে নাটের গুরু। শামীমের হত্যাকারী এরাই। হাত নিশপিশ করে উঠলো ডঃ আরেফিনের। নিশানা কখনো ভুল হয় না তার। এখান থেকে গুলি ছুঁড়ে লোকটা মাথা ফুটো করে দিতে পারেন তিনি। কিন্তু লিলি যতক্ষন পর্যন্ত নিরাপদ না হবে, ততক্ষন ঝুঁকিপূর্ন কিছুই করা যাবে না।

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৬

লিলিকে দেখে ইচ্ছে করছিল দৌড়ে যেতে কিন্তু নিজেকে সংযত করলো রাশেদ। তারজন্য মেয়েটা এতো ঝামেলায় পড়েছে। ছেলেদের পোশাকে আগে কখনো দেখে নি লিলিকে সে, অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

লিলির সাথের লোকটা তাকিয়ে আছে তার দিকে, জ্বলজ্বলে চোখে। অদ্ভুত একটা ঘৃনামিশ্রিত ভয় যেন মেরুদন্ড কাঁপিয়ে দিল তার। এই লোকটাই শামীমের মৃত্যুর জন্য দায়ি। কি নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে ছেলেটাকে। এ ছাড়াও আরো কতো প্রান নিয়েছে এই খুনি কে জানে। মানুষ নামের শয়তান একটা।

আরো একটু সামনে এগুতেই হাত দিয়ে ইশারা করে থামতে বলল লোকটা। লিলির কোমরের কাছে একটা পিস্তল ধরা, দেখতে পেল রাশেদ। ঝুঁকির কোন কাজ করা ঠিক হবে না, মনে মনে ভাবল রাশেদ।

'ঐখানেই দাঁড়াও,' বলল লোকটা।

দাঁড়াল রাশেদ।

'আমার জিনিস কোথায়?'

উত্তর দিলো না রাশেদ। সে তাকিয়ে আছে লিলির দিকে। মেয়েটাও তাকিয়ে আছে। মাথা নাড়ছে ডানে বামে, যেন কিছু না বলে রাশেদ।

'আমার কথা কানে যাচ্ছে না?' এবার বাজখাই গলায় চেঁচিয়ে উঠলো লোকটা।

হাত ইশারা করে কাঁধের ট্রাভেল ব্যাগটা দেখাল রাশেদ।

'ব্যাগটা এদিকে ছুঁড়ে মারো।'

'আগে লিলিকে আমার কাছে আসতে দিন।'

'আগে তুমি ব্যাগটা ছুঁড়ে দাও এদিকে।'

'আমি নিরস্ত্র, ভয়ের কিছু নেই। আপনি আগে লিলিকে এদিকে আসতে দিন।'

'না, আমি যা বলছি, তাই করতে হবে।'

'যদি না করি?'

'তাহলে প্রথমে তোমার বান্ধবীকে খুন করবো, তারপর তোমাকে। মৃত মানুষের ব্যাগের কোন প্রয়োজন হয় না।'

আশপাশ দিয়ে কিছু লোকজন আসা যাওয়া করছে। মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে ওদের দিকে। কিন্তু কিছু লক্ষ্য করে নয়। খুব সাধারন ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। কাজেই কারো বোঝার উপায় নেই কি হচ্ছে এই তিনজনের মধ্যে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাশেদের মনে হচ্ছে ডঃ আরেফিনকে পাশে রাখা ভালো ছিল, তাতে অস্ত্রের ভয় লোকটাকে দেখানো যেত। কিন্তু সে পুরোপুরি নিরস্ত্র। ডঃ আরেফিন যে পিস্তলটা দিয়েছিল সেটা ইচ্ছে করে বাসায় সোফার নিচে রেখে এসেছে। এখন মনে হচ্ছে, খুব ভুল কাজ হয়েছে সেটা।

'রাশেদ, আমাদের মেরে ফেলুক, কিন্তু বইটা যেন ওর হাতে না পড়ে, ছিঁড়ে ফেলো অথবা আগুনে পুড়িয়ে দাও।' লিলি বলল লোকটার দিকে তাকিয়ে, যেন চোখের আগুন দিয়েই পুড়িয়ে মারতে চায় লোকটাকে।

লিলির গালে আচমকাই একটা চড় বসিয়ে দিয়েছে লোকটা। পড়ে যাচ্ছিল লিলি, সাথে সাথে হাত ধরে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে লোকটা।

'এর নাম আকবর আলী মৃধা, শয়তানের উপাসক। কোনভাবেই বইটা এই শয়তানের হাতে পড়তে দিও না, রাশেদ,' আবার বলল লিলি।

'তুমি ওর কথা শুনবে না আমার কথা?' বললেন আকবর আলী মৃধা। 'আমার কথা না শুনলে দুজনকেই মরতে হবে।'

'ঠিক আছে।'

'কী ঠিক আছে?'

'ব্যাগটা ছুঁড়ে দিচ্ছি আমি, কিন্তু লিলির দিক থেকে পিস্তলটা সরিয়ে নিতে হবে আপনার।'

'তোমার শর্তে রাজি না হলে।'

'আপনি আমাদের মারবেন ঠিক আছে, কিন্তু নিজেও বাঁচতে পারবেন না। ডঃ আরেফিন আছেন পেছনে, দূর থেকে লক্ষ্যভেদ করা উনার কাছে ডালভাত।'

'ঠিক আছে, সরাচ্ছি আমি,' বললেন আকবর আলী মৃধা। পিস্তলটা সরিয়ে নিলেন লিলির দিক থেকে।

'এবার ছুঁড়ে মারো, লিলিকে ছেড়ে দিচ্ছি আমি।'

'ঠিক আছে, ছুঁড়ে দিচ্ছি আমি।'

কাঁধ থেকে ট্রাভেল ব্যাগটা নামাল রাশেদ। মাথায় চিন্তার ঝড় বইছে। বইটা হাতছাড়া করতে মন চাইছে না। কিন্তু লিলিকে বাঁচানোর এটাই একমাত্র উপায়।

প্রাচীন বইটা বের করে আনল রাশেদ। হাতে ধরে রাখল কিছুক্ষন। দারুন এক রহস্যের খোঁজ আছে বইটায়। মানবসম্প্রদায়ের ইতিহাস নতুন করে রচনা করার সুযোগ। কিন্তু শয়তানের উপাসক এই বাজে লোকটার হাতেই সমর্পন করতে হচ্ছে জিনিসটা।

'আপনি আগে লিলিকে ছাড়ুন, ঠিক আমাদের দুজনের মাঝখানে পৌঁছাবে যখন, তখনই বইটা দেবো আমি।' রাশেদ বলল।

লোকটা বই পাওয়া মাত্র হয়তো লিলিকে গুলি করতে পারে, এমনকি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাকেও। যদিও ডঃ আরেফিন কাভার দিচ্ছেন, কিন্তু এই পাজি লোকটা সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে এসেছে এটা নিশ্চিত করে বলা যায়। ওরা আশপাশেই আছে। বইটা আকবর আলী মৃধার হাতে যাওয়া মাত্র গুলি ছুড়বে।

কিন্তু এখন আর কিছু ভাবার সময় নেই। লিলিকে উদ্ধার করতে গিয়ে নিজের প্রান বিসর্জন দিতেও রাজি রাশেদ। জেনেশুনে একটা মেয়েকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়ার কোন অধিকার নেই তার।

লিলিকে ছেড়ে দিয়েছেন আকবর আলী মৃধা। একপা দু'পা করে এগিয়ে আসছে লিলি। চারপাশে সব শব্দ যেন থেমে গেছে। নিজের বুকের ধুকপুকানি পরিস্কার শুনতে পাচ্ছে রাশেদ। এখন যে কোন মুহূর্তে যে কোন কিছু হয়ে যেতে পারে।

আরো কয়েক পা এগিয়ে এসেছে লিলি। ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে এখন সে।

বইটার দিকে আরো একবার তাকাল রাশেদ।

তারপর ছুঁড়ে দিল আকবর আলী মৃধার উদ্দেশ্যে।

* * *

চোখের সামনে সবকিছু স্লো মোশনে হতে দেখল যেন রাশেদ। আকবর আলী মৃধা হাত থেকে পিস্তল ফেলে দিয়েছেন বইটা ধরার জন্য। কিন্তু ধরতে পারলেন না তিনি। চিলের মতো গতিতে কেউ একজন ঝাপিয়ে পড়ে বইটা নিয়ে নিলো। তারপর একটা ডিগবাজি খেয়ে মাটিতে পড়ে রইল কিছুক্ষন। রাশেদ তাকিয়ে আছে বড় বড় চোখ করে, বিশ্বাস হচ্ছে না। আকবর আলী মৃধা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ফায়ার'।

বইটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে মানুষটা। অল্প বয়সী এক যুবক, অন্ধকারে চোখদুটো যেন জ্বলছে।

'আমার জিনিস, আমি নিয়ে যাচ্ছি,' রাশেদের উদ্দেশ্যে বলল সে কথাগুলো। চোখগুলো খুব চেনা, খুব আপন মনে হচ্ছিল রাশেদের কাছে।

তারপর দৌড় দিল। চোখের নিমেষেই হারিয়ে গেল সারি সারি গাছের ফাঁকে।

আকবর আলী মৃধা ফেলে দেয়া পিস্তলটা তুলতে গেছেন, কিন্তু পারলেন না। তার হাতের উপর শক্ত বুট পরা একটা পা পড়েছে, ককিয়ে উঠলেন তিনি। পা'এর মালিকের উদ্দেশ্যে তাকালেন উপর দিকে। চিনলেন না, তবে বুঝতে অসুবিধা হলো না আইন-শৃংখলা বাহিনীর লোক, চেহারায় কঠিন একটা ছাপ আছে।

'হ্যান্ডস আপ,' বলল সেই লোকটা।

www.BanglaBook.org

মাথার উপর দু'হাত তুলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছেন আকবর আলী মৃধা। চারপাশে তাকালেন। কিন্তু নিজের শিষ্যদের মধ্যে কাউকে দেখতে পেলেন না। ছয়জন ছিল ওরা। সবাই কি পালিয়েছে?

'কা'কে খুঁজছেন?' জিজ্ঞেস করল লোকটা।

'কাউকে না।'

'যাদের খুঁজছেন তারা সবাই জাহান্নামের পথ ধরেছে।'

আকবর আলী মৃধা তাকালেন সামনের দিকে। সেখানে মুক্তির আনন্দ দেখতে পেলেন তিনি।

রাশেদ বইটা ছুঁড়ে মারার সাথে দৌড়ে রাশেদের পাশে চলে এসেছিল লিলি। এখন কামরুলকে এখানে দেখে অবাক হলো সে। আকবর আলী মৃধাকে গ্রেফতার করেছে এর মধ্যে।

ডঃ আরেফিনও চলে এসেছেন রাশেদের কাছে। হাতে পিস্তলটা তৈরি এখনো। অ্যাকশন মিস করেছেন বলে মন একটু খারাপ মনে হচ্ছে।

'লিলি, তুমি ঠিক আছো?' কামরুল এসে জিজ্ঞেস করলো লিলিকে। একহাতে হ্যান্ডকাফে ধরে রেখেছে সে আকবর আলী মৃধাকে।

'ঠিক আছি, কামরুল ভাই,' রাশেদের দিকে তাকাল লিলি, 'আমার বন্ধু রাশেদ। রাশেদ, ইনি হচ্ছেন আমার আত্মীয় কামরুল ভাই।'

'শুধু বন্ধু না বিশেষ কিছু?' হেসে জিজ্ঞেস করল কামরুল।

উত্তর দিলো না লিলি। রাশেদের হাতে হাত রাখল।

'পুলিশে খবর দেয়া হয়েছে, সবার অজান্তেই এখানে কিছু খুন হয়েছে,' থামল কামরুল। খুন শুনে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে লিলি।

'আমি খুন করি নি। যে লোকটা বইটা নিয়ে পালিয়েছে তার কাজ।'

কামরুল বলল, 'ছয়টা লাশ পেয়েছি আমি, অসম্ভব শক্তিশালী লোক, ঘাড় মটকিয়ে মেরেছে দুই জনকে, বাকিদের কিভাবে মেরেছে বুঝতে পারি নি এখনো, কোন ধরনের বিষ প্রয়োগ করেছে। কৌশলটা বের করতে হবে। তবে আমাদের এখানে এই ধরনের কৌশলের প্রয়োগ আগে কখনো দেখি নি।'

ডঃ আরেফিনের দিকে তাকাল রাশেদ। কামরুল এবং সেই যুবকের উপস্থিতি কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না তার।

'আমি নজর রাখছিলাম ডঃ আরেফিনের উপর। তার পেছনে পেছনেই এখানে আসা। ভাগ্য ভালো, লিলিকেও উদ্ধার করা গেছে।'

পুলিশের বেশ কিছু সদস্য হাজির হলো এই সময়।

'আমি এই ক্রিমিনালকে নিয়ে যাচ্ছি, আপনারাও সবাই থানায় আসুন।' কামরুল বলল।

www.BanglaBook.org

আকবর আলী মৃধাকে দু'দিক থেকে দুজন পাহারা দিয়ে নিয়ে গেল সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের বাইরে। যেখানে পুলিশের গাড়ি অপেক্ষা করছিল।

অন্য একটা গাড়িতে থানার উদ্দেশ্যে রওনা দিল রাশেদ। সাথে লিলি এবং ডঃ আরেফিন। বড় একটা বোঝা যেন বুকের উপর থেকে নেমে গেছে মনে হচ্ছে। আসল অপরাধীকে ধরা গেছে। কিন্তু সেই যুবক কেন বলল বইটা তার ছিল। মাথায় কিছুই ঢুকছে না তার। হাসল রাশেদ। এই বিষয়ে আর মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। বইটা চলে গেছে তার মালিকের সাথে এটাই বড়।

* * *

থানায় বসে আছে এখন ওরা। লিলির কাছ থেকে ডঃ কারসনের নাম জানা গেছে। তিনি কোথায় আছেন আকবর আলী মৃধার কাছ থেকে জেনে নিয়েছে পুলিশ। তাকে আনতে পুলিশের একটা স্পেশাল ফোর্স পাঠানো হয়েছে।

লিলির বাবা আখতার হোসেন সাহেবকেও খবর পাঠানো হয়েছে। তিনিও আসছেন।

বজলুল করিমের রুমে বসে আছে তিনজন। রাশেদ, লিলি এবং ডঃ আরেফিন। কামরুলও আছে।

'যে আসামীকে আমরা ধরে এনেছি, অনেক বড় প্ল্যান ছিল তার,' বলল কামরুল।

'সব বের করে আনবো আমরা। পুলিশ কি জিনিস চেনে নি এই লোক।' বললেন বজলুল করিম। তার মুখে হাসি ধরছে না।

'এই লোকটাই শামীমের খুনি।' রাশেদ বলল। ট্রাভেল ব্যাগটা থেকে তাকে উদ্দেশ্য করে শামীমের লেখা চিঠিটা বের করে বজলুল করিমের হাতে দিলো সে।

'আপনার নাম ছিল সন্দেহের তালিকায় একেবারে এক নম্বরে মিঃ রাশেদ। এই চিঠিটা হয়তো আপনাকে রক্ষা করবে। আমরা চিঠিটা শামীমের হাতে লেখা কি না তা মিলিয়ে দেখবো। সে পর্যন্ত আপনি ঢাকার বাইরে কোথাও যাবেন না।' বললেন বজলুল করিম।

'ডঃ কারসনের অপহরন কেসটাও আমাদের জন্য ছিল বিশাল এক ঝামেলা,' বলল কামরুল। 'সেটাও মিটে যাচ্ছে আশা করি।'

'আর লিলির কেসটা মিটে গেছে সে তো সামনেই দেখতে পাচ্ছি,' বললেন বজলুল করিম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'জি, স্যার। কিন্তু উদ্যানে আসামীর সঙ্গীসাথীদের খুনিকে ধরতে পারলাম না আমরা। এতো ক্ষিপ্র গতির মানুষ আমি জীবনে দেখি নি। চোখের নিমেষে হারিয়ে গেল।'

'তাকেও বের করবো আমরা, পালিয়ে যাবে কোথায়, এর মধ্যে সব থানায় খবর দিয়ে দেয়া হয়েছে,' বললেন বজলুল করিম, 'যাক, আজ একসাথে বেশ কয়েকটা কাজ হয়ে গেল,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি।

'কিন্তু মিঃ রাশেদ, আপনাকে যা বলা হলো অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন আশা করি। ঐ আকবর লোকটার স্বীকারোক্তি না পাওয়া পর্যন্ত শামীমের খুনির সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ যাবে না আপনার নাম। প্রতি সপ্তাহে থানায় এসে হাজিরা দিয়ে যাবেন। এটা একটা ফর্মালিটি।'

'ঠিক আছে, আমার কোন সমস্যা নেই।'

ডঃ আরেফিনের দিকে তাকাল রাশেদ। ভদ্রলোক এখনো মনমরা হয়ে আছেন। বইটা হারানোর দুঃখ ভুলতে পারছেন না মনে হলো।

'আরেফিন ভাই, আপনাকে কিন্তু নায়কের মতো দেখাচ্ছে আজ, আপাকে বলতে হবে,' ঠাট্টা করে বললেন বজলুল করিম।

মুখে হাসি ফুটল ডঃ আরেফিনের। কিছু বলতে গিয়েও বললেন না।

কিছুক্ষন পর লিলি চলে গেল। তার বাবা এসে নিয়ে গেল তাকে। পুলিশ উদ্ধার করেছে এটুকুই জানলেন ভদ্রলোক। লকআপে আসামীকে দেখে গিয়েছেন। তেমন কোন প্রশ্ন করেন নি কাউকে। মেয়েকে ফিরে পেয়েছেন সুস্থ, স্বাভাবিক অবস্থায় এটাই যেন তার কাছে অনেক কিছু।

রাত বেশি হয় নি। পুলিশের একটা গাড়িতে করে পৌঁছে দেয়ার প্রস্তাব করলেন বজলুল করিম। কিন্তু না করলেন ডঃ আরেফিন। তার ধারে নেয়া মোটরবাইকটা থানায় আনা হয়েছে। রাশেদকে পেছনে নিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন তিনি।

আসার আগে কামরুলকে ধন্যবাদ জানাতে ভুলল না রাশেদ। কিন্তু আসল ধন্যবাদ জানানোর জন্য সেই যুবককে খুঁজে পাওয়া যাবে না। যার জন্য এক শয়তানের উপাসকের সমস্ত পরিকল্পনা ভন্ডুল হয়ে গেছে। একা হাতেই সবকিছু বদলে দিয়েছে লোকটা। যেন রাশেদের পক্ষ হয়ে কাজ করেছে। এই যুবকের পরিচয় হয়তো কোনদিনও জানা হবে না। কিছু কিছু ব্যাপারে রহস্য থাকাই ভালো।

ঝড়ের বেগে মোটরবাইক চালাচ্ছেন ডঃ আরেফিন। চোখ বুজে আছে রাশেদ, মনে হচ্ছে যেন হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে। আজ শামীম হত্যার আসল আসামী ধরা পড়েছে। এর চেয়ে আনন্দের আর কি হতে পারে।

www.BanglaBook.org

উপসংহার

রমনার ভেতর রাত কাটিয়েছে যুবক। সারারাত প্রায় জেগেই ছিল সে। সকালের দিকে চোখ লেগে আসছিল। কিন্তু ঘুমায় নি। বইটা বুকের সাথে জড়িয়ে রেখেছে যুবক। কতো কতো বছর পর আবার তার হাতে এসেছে জিনিসটা। সেই রামপ্রসাদ বইটা কাজের কিছু নয় বলে ফেলে এসেছিল কোথাও। কতো হাত ঘুরেছে কিন্তু এর মধ্যে কেউ এটার মর্মোদ্ধার করতে পারে নি। কেউ যাতে না পারে, তাই প্রাচীন বইটা কিছুক্ষন আগে রমনার লেকে জলাঞ্জলী দিয়েছে যুবক, টুকরো টুকরো করে। পৃথিবীতে তার মতো মানুষ একজনই যথেষ্ট। বইটা যতদিন থাকতো ততদিন তার পেছনে ছুটতো মানুষ। কিন্তু এখন আর সে সম্ভাবনা নেই। বইটার আসল রহস্যের খোঁজ আছে তার মাথায়, মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষে। সেখান থেকে কেউ আর এর পাঠোদ্ধার করতে পারবে না।

সুটকেস দু'টো নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়বে যুবক। দেরি করার সময় নেই। ছয় ছয়টা খুন হয়েছে উদ্যানে। পুলিশ নিশ্চয়ই তাকে খুঁজছে। এখানে, এই ঢাকায় থাকা মানে প্রতিমুহূর্তে ঝুঁকির মধ্যে থাকা। এক্ষুনি এই এলাকা ছাড়তে হবে। ছাড়তে হবে দেশটাও।

তার নিজস্ব কোন পরিচয় নেই, নেই কোন পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট। একসময় পুরো দুনিয়া ঘুরে বেড়ানো অভিযাত্রী এখন ঘুরে বেড়াবে নাম পরিচয়হীন এক যাযাবরের মতো। দেশ থেকে দেশে ঘুরে বেড়ানো এখন আগের মতো সোজা হবে না। সমস্ত পৃথিবীটাকে মানুষ ভাগ করে নিয়েছে। নিজের ভূ-খন্ডে বিদেশী কাউকে আগের মতো সম্মানের চোখে দেখা হয় না।

যুগে যুগে অনেক নাম ধারন করেছে সে, হোরাস, নেবুলাস, মার্কাস ডাসিডিয়াস, সেইন্ট দ্য জারমেইন, মুগওয়া, জারমোনি, এরকম আরো কতশত নাম। সামনে আরো কতো নাম ধারন করতে হবে কে জানে। কিন্তু এই শস্য শ্যামলা ভূমিতেই প্রথমবারের মতো নিজের উত্তরাধিকারী রেখে যাচ্ছে সে। এখান থেকে যাবার সময় হয়েছে এখন। অনেক দূরে কোথাও।

বহুদিন আগের অসম্পুর্ন এক যাত্রায় গিয়েছিল। সুদূর তিব্বতে। সাম্ভালা যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে তাকে। এবারের যাত্রা হবে সাম্ভালার উদ্দেশ্যে। হোটেল রুমে যাওয়া হয় নি এর মধ্যে। সেখানে সুটকেস দুটো আছে। সুটকেস দু'টো নিয়েই বের হয়ে পড়তে হবে।

জন্ম জানা নেই, মৃত্যু অনিশ্চিত। মানুষ হিসেবে তাকে সংজ্ঞায়িত করাটা

www.BanglaBook.org

হয়তো বোকামী হয়ে যাবে। মানুষের মতোই কিন্তু মানুষ বলা যাবে না। দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো যুবকের বুক থেকে। একজন না-মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকতে হবে পৃথিবীর আলো বাতাসে।

ভোরের প্রথম আলো এসে পড়ছে চোখে মুখে তার। অনেক কাল পর নিজেকে মুক্ত মনে হচ্ছে, পৃথিবী, সংসার, রঙের সম্পর্ক, সব কিছু থেকে। সুন্দর এই পৃথিবীতে আরো অনেককাল বেঁচে থাকার কথা তার। শুরু থেকে এখন পর্যন্ত বদলে গেছে সবকিছু। তার নিজের ভেতরেও ঘটেছে অনেক পরিবর্তন। কিন্তু অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অপরাধের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ইচ্ছেটা মন থেকে একেবারে চলে যায় নি এখনো। নিজের রঙের এক ধারা রেখে যাচ্ছেন এই শহরে। তাকে দেখে বুকটা ভরে গেছে তার, সাহসী, সৎ এবং বিবেকবান একজন মানুষ হয়ে উঠবে রাশেদ।

লম্বা লম্বা পায়ে হাটছে যুবক। শহর জেগে উঠেছে। যানবাহন, মানুষের ভীড় বাড়ছে। এই ভীড়ের মাঝেই একেবারে হারিয়ে গেল সহস্রাব্দ প্রাচীন এক পথিক।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

সাম্ভালা

দ্বিতীয় পর্ব

শরীফুল হাসান

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

প্রারম্ভ

অন্ধকারে একটা গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে আছে ত্রিস্তান। তার সাথে আরো কিছু লোক ছিল, কাউকে এখন পাওয়া যাচ্ছে না। সবাই একেক দিকে চলে গেছে। অথবা মারা পড়েছে।

দূরে কোথাও কিছু শেয়াল ডেকে উঠেছে। এছাড়া কোথাও কোন শব্দ নেই। আছে, পানির শব্দ। স্রোতস্বিনী মেঘনা পাশ দিয়েই বয়ে যাচ্ছে। ঘন গাছপালা চারদিকে, পায়ের নীচে এঁটেল কাদা। দাঁড়িয়ে থাকতে রীতিমতো যুদ্ধ করতে হচ্ছে ত্রিস্তানকে। আকাশে চাঁদ নেই। তবে বোঝা যাচ্ছে রাত অনেক হয়েছে। দ্বিপ্রহরের কম হবে না।

নড়াচড়া করার সাহস হচ্ছে না অথচ বড় বড় সব মশা একাধারে কামড়ে যাচ্ছে। পায়ের উপর দিয়ে একটা সাপ চলে গেল মনে হলো একবার। যা কিছুই ঘটুক, জীবিত ধরা পড়া চলবে না ওদের হাতে। ঐ লোকগুলোর উপর প্রচুর অত্যাচার করা হয়েছে। ওরা শোধ নেবে এবার। পরনের পোশাক ছিঁড়ে গেছে। কনুইয়ের কাছটা চটচট করছে, হাত দিয়ে দেখল ত্রিস্তান, রক্ত, কোথাও লেগে ছড়ে গেছে। পায়ে বুটের মতো জুতো ছিল, সেগুলো হারিয়ে গেছে কোথাও। খালি পায়ে হাঁটা সমস্যা, চারদিকে কাদা, আঠার মতো আটকে রাখে নিচের দিকে। মুখে এই কাদা কিছুটা মেখে নিয়েছে ত্রিস্তান। অন্ধকারে তাকে খুঁজে পাওয়া তাই কিছুটা কঠিন হবে যে কারো পক্ষে।

সুদূর মাতৃভূমির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। কোন ভুলে এখানে মরতে এসেছিল কে জানে। দেশে থাকলেও অবশ্য খুব ভালো কোন জীবনের ভরসা ছিল না। চুরি-ডাকাতি থেকে একটার পর একটা খুনের অভিযোগ ছিল তার বিরুদ্ধে। ধরা পড়লে ফাঁসি। এখন অবশ্য মরতেই বসেছে। সঙ্গী সাথী সব শেষ। দলনেতাও নেই। কিন্তু মৃত্যুর আগে এমন একটা কিছু হাতে এসেছে যা একজন সাধারন নাবিকের কল্পনারও বাইরে। বিশাল এক রত্নভান্ডার। যার খোঁজ এখন শুধুমাত্র তার হাতেই আছে। দলনেতা শুধু একটা নক্সা এঁকে দিয়েছে। যে এলাকার নক্সা এঁকেছে তা হাতের তালুর মতো পরিচিত ত্রিস্তানের কাছে। এখন শুধু বেঁচে ফিরতে হবে এখান থেকে। তারপর সরাসরি দেশে ফিরবে। পর্তুগালে না ফিরতে পারলে স্পেনে স্থায়ী ঠিকানা গাড়তে সমস্যা হবে না। অথবা গোয়াও যাওয়া যায়, যদিও তা নিরাপদ হবে না। স্পেনে ফিরতে পারলেই হলো। কিছুদিন পার হলে আবার এখানে আসবে সে। দলবল নিয়ে। এতো বিশাল ধনসম্পদ এভাবে নষ্ট হতে দেয়া যায় না। তিবাও তার দুঃসম্পর্কের ভাই ছিল। গর্ব হতো লোকটাকে নিয়ে, বুক ভরা সাহস ছিল, ভয় কাকে বলে যেন জানতো না। পুরো আরাকান থেকে বাংলা একাই সামাল দিত। সাধারন মানুষের কাছে মূর্তিমান এক আতংক ছিল লোকটা। কিন্তু চালে সামান্য ভুলের কারনে

www.BanglaBook.org

আজ তার মাশুল গুনতে হয়েছে জীবন দিয়ে। দুই দিকেই শত্রুতা বাড়ানো ঠিক হয় নি তিবাওয়ের।

ঠিক পাঁচ বছর আগে গোয়ায় নেমেছিল ত্রিস্তান। পঁচিশ বছরের ঝকঝকে যুবক। দেশে টিকে থাকা কঠিন হয়ে যাচ্ছিল দিন দিন, তাই ভাইয়ের ডাকে এই জলকাদাময় দেশে আসতে কোন দ্বিধা করে নি সে। এছাড়া দেশে থেকে প্রিয়তমা রেবেকা'কে অন্য কারো বাহুলগ্না দেখতেও ভালো লাগছিল না তার। গোয়া থেকে সরাসরি কলকাতা হয়ে বাংলায় চলে এসেছিল ত্রিস্তান। বিশ্বস্ত একজনকে পাশে পেয়ে খুশি হয়েছিল ভাই তিবাও। বাংলায় জলের উপর ত্রাসের রাজত্ব ছিল যার। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে, লুটপাট, খুন কিছুই বাকি রাখে নি। কখনো আরাকান রাজার সাথে থেকেছে আবার কখনো একা। লুট করা ধন-সম্পদ লুকিয়ে এসেছিল কিছুদিন আগে। ফেরার পথে এক এক করে সাথে যাওয়া দশজন সঙ্গীকে খুন করতে হাত একটুও কাঁপে নি তিবাওয়ের। সঙ্গীদের খুন করতে হয়েছে যাতে তারা কেউ সেই ধন-সম্পদের খবর বলে দিতে না পারে। কাউকেই বিশ্বাস করতে পারে নি তিবাও। আপন ভাই আন্তোনিওকে নিজ হাতে খুন করেছিল। উত্থানের পর পতন আসে। একদিকে মোগল অন্যদিকে আরাকান, দুই দিকে শত্রুতা করে নিজের শেষ ডেকে এনেছিল তিবাও। সন্তান সন্ততি এবং স্ত্রী আরাকানরাজের অনুগ্রহে বেঁচে আছে কিনা জানে না। তাই মৃত্যুর আগ মুহূর্তে একমাত্র কাছের আত্মীয় ত্রিস্তানকে দিয়ে গেছে সেই ধন-সম্পদের নক্সা। ত্রিস্তানের বিশ্বাস হচ্ছিল না তখনও। কিন্তু বিশ্বাস না করে উপায়ও নেই। মৃত্যুপথযাত্রী একজন নিশ্চয়ই তার সাথে রসিকতা করবে না।

পার্চমেন্টে আঁকা নক্সাটা চামড়ার একটা খোপে ঢুকিয়ে রেখেছে ত্রিস্তান। বুকে হাত দিয়ে খোপটার অবস্থান আবার পরীক্ষা করে নিলো। চারপাশে এখনো কোন শব্দ নেই। আক্রমনকারীরা কি চলে গেল? স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ছাড়ার আগে পরিচিত একটা শব্দে মাথাটা নামিয়ে নিলো ত্রিস্তান। একটা তীর এসে বিঁধেছে গাছের গায়ে, একটু আগে যেখানে তার মাথাটা ছিল। তারমানে ওরা দেখে ফেলেছে!

বৃষ্টি শুরু হয়েছে বড় বড় ফোঁটায়। আশ্রয় ছেড়ে এলোপাথারি দৌড় দিয়েছে ত্রিস্তান। সাঁ সাঁ করে পাশ দিয়ে আরো কিছু তীর চলে গেল। পেছনে যাওয়ার পথ নেই। সামনে স্রোতস্বিনী প্রমত্তা নদী। মরতে রাজি ত্রিস্তান, কিন্তু ধন-সম্পদের নক্সা ঐ লোকগুলোর হাতে পরতে দিতে রাজি না। তিবাওয়ের অনেক কষ্টে জমানো সম্পদ তার শত্রুদের হাতে পরতে দেয়ার আগে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করাও শ্রেয়। পানিতে ঝাঁপ দেয়ার আগে রেবেকার চেহারা ভেসে উঠলো চোখের সামনে, সেই সাথে তিবাওয়ের শেষ নিঃশ্বাস নেয়ার দৃশ্য। আরো কিছু দৃশ্য ভেসে উঠার আগে মেঘনার শীতল পানিতে তলিয়ে গেল সে, সাথে চামড়ার খোপে তিবাওয়ের বিশাল ধন-সম্পদের নক্সাও।

সময়টা ছিল ষোলশ পয়ষট্টি। বাংলায় পর্তুগীজ জলদস্যুদের পরাজয়ের বছর।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১

একবছর আগে।

চেয়ারে বসে ঢুলছিল লোকটা, কন্সটেবল রহিম। মশার কামড়, পায়ের উপর দিয়ে ইঁদুরের চলে যাওয়া সব উপেক্ষা করে। এভাবে ঘুমিয়ে অভ্যাস করে নিয়েছে, সমস্যা হয় না। কিন্তু আজকের রাতটা কিছুটা অন্যরকম। চুপচাপ চারদিক, লোকজনের আনাগোনাও কম। এরকম ব্যস্ত একটা থানা চব্বিশ ঘন্টাই মুখর থাকে। অথচ আজ শান্ত, যেন কোথাও কোন ঘটনা ঘটছে না। কিন্তু ঘটবে, কিছু একটা ঘটবে। পাশে হাজতে সাতজন কয়েদী, কাউকে এখনো চালান করা হয় নি কোর্টে। এদের মধ্যে একজনের অবস্থা বেহাল। রিমান্ডে নিয়ে ইচ্ছেমতো ধোলাই করা হলেও কিছুই বের করা যায় নি মুখ থেকে। কেমন বেচারার মতো পড়ে আছে। বাকি হাজতীরা সবাই সাধারন চুরি, ছিনতাইয়ের আসামী। কিন্তু এই একজনের বিরুদ্ধে কেস মারাত্মক। রীতিমতো প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত সন্ত্রাসীর মতো নেতৃত্ব দিচ্ছিল আট জনের একটা দলের। আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত একটা দল ছিল। দলের বাকি সবাই নিহত হলেও কপাল গুনে বেঁচে গেছে। যদিও পুলিশের এতে লাভ হয় নি বিন্দুমাত্র। একটা কথাও বের করানো যায় নি মুখ থেকে। পুলিশের এমন একটা ধারনা তৈরি করতে পেরেছে লোকটা যে সে বোবা।

হাজতে সবাই ঘুমাচ্ছে, দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে ঘুমাচ্ছে দু'একজন। বাকিরা কোনমতে মেঝেতে কুন্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে।

ঘড়ির কাটা তিনটার ঘর ছুঁই ছুঁই করছে। বাইরে কোথাও করুণ সুরে ডেকে উঠেছে কুকুরের দল। আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠলো হাজতীদের একজন, সবচেয়ে দূর্বল যে। প্রথমে চোখ খুলল, তাকাল চারদিকে। সবাইকে বেঘোরে ঘুমাতে দেখে মৃদু হাসি ফুটল মুখে। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। কালো জিন্সের প্যান্ট পরনে, উপরে কিছু নেই। ফর্সা শরীরটায় পেশিগুলো যেন কিলবিল করছে। এখানে সেখানে আঘাতের চিহ্ন। হেঁটে কিছুটা সামনে এলো। তাকিয়ে আছে কন্সটেবল লোকটার দিকে, বেশ নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে। হাজতের লম্বা লম্বা শিকগুলো দু'হাতে ধরল, তারপর হাসল। এই শিক দিয়ে তাকে আটকানো যাবে না এই তথ্যটা বোকা পুলিশগুলো জানে না।

কিছুক্ষনের মধ্যেই দেখা গেল শিক বাঁকিয়ে ধীরে হাজতের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে সে। কন্সটেবল বেচারা টের পায় নি কিছু, ঘুমাচ্ছে। হাসল, এবার বেরুতে হবে থানা থেকে।

দশ মিনিট পর একজনকে বের হয়ে আসতে দেখা গেল থানা থেকে, জিন্সের

www.BanglaBook.org

প্যান্ট পরনে, উপরের অংশে পুলিশের নীল শার্ট, লক্ষ্য করে তাকালে সেখানে কন্সটেবল রহিমের ব্যাজটা দেখা যাবে। হাঁটছে মাথা নীচু করে, যেন খুব তাড়াহুরা। থানা থেকে বের হয়ে বড় রাস্তায় চলে এলো, পেছনে কেউ তাকিয়ে নেই। আরো একটু সামনে গিয়ে শুন্য রাস্তায় নীল শার্টটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। পেশিবহুল ফর্সা শরীরটা অন্ধকারেও দেখা গেল ঝকঝক করছে। লম্বা লম্বা পায়ে হাঁটতে থাকল, যেন নিজের গন্তব্য সে জানে, কোন কাজ অর্ধেক ফেলে রাখা তার পছন্দ নয়।

শার্টটা পড়ে রইল রাস্তায়, ট্রাক-বাসের চাপায় পিষ্ট হতে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২

সন্ধ্যার পর পর গ্রামের সীমানায় একজনকে দেখা গেল। তরুণ এক যুবাপুরুষ। তীক্ষ্ম চোখ, খাড়া নাক, ফর্সা গায়ের রঙ। চুল ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে। লম্বা, ঋজু দেহের মানুষটাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। যেন অনেকটা হেঁটে এসেছে। চোখ কিছুটা লাল, যেন অনেকদিন ঘুমায় নি। গ্রামের শেষ মাথায় বিশাল অশ্বত্থ গাছটার গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। চিন্তা করছে আরো এগুবে না এখানেই রাত কাটাবে। আরো অনেকদূর যাওয়ার কথা তার, ঠিক পথে এগুচ্ছে না ভুল পথে সেটাও বুঝতে পারছে না। বারবার পুরানো বাড়ির আঙ্গিনায় ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু সে অনেক দূরের ব্যাপার। অনেকটা পথ পাড়ি দিয়ে এতোদূর এসেছে সে, এখন আর ফেরার পথ নেই। এগিয়ে যেতেই হবে তাকে, যত কষ্টই হোক না কেন।

অশ্বত্থের গোড়াটা বেশ মোটা। মাথার উপর ছাদের মতো ডালপালা ছড়িয়ে আছে, সেখানে তাকালে আকাশ দেখা যায় না। মনে হয় পুরো আকাশটাকে আড়াল করে রেখেছে এই অশ্বত্থ গাছটা। চারদিকে জনমানব কেউ নেই। চাইলে এখানে রাত কাটিয়ে দেয়া যায়, কেউ আসে বলে মনে হয় না জায়গাটায়। তবে সাপ-খোপের ভয় আছে। কিন্তু ভয় পেলে চলবে না এখন। বিশ্রাম দরকার।

গ্রামটা প্রাচীন। বিদ্যুতের আলো পৌছে নি এখনো। দূরে কুঁড়ে ঘরগুলোতে কেরোসিনের বাতি জ্বলতে দেখা যাচ্ছে। মিটিমিটি তারার মতো। গাছের গুড়িতে হেলান দিয়ে বসেছে তরুণ। এইসব এলাকার লোকজন সন্ধ্যার পরপরই ঘুমিয়ে পড়ে। শেষ রাতের দিকে রওনা দেবে ঠিক করে একটু কাত হয়ে বসল তরুণ। সঙ্গে থাকা জিনিসপত্রের দিকে তাকাল। বেশ ভারি। এগুলো নিয়েই এতোদূর আসতে হয়েছে তাকে, যেতে হবে অনেকদূর। কোথাও রেখে যাওয়ারও উপায় নেই। বিশ্বাস করা যায় না কাউকে, অবশ্য বিশ্বাস করার মতো কেউ নেই তার। দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো তার বুক চিরে। একা একা বয়ে বেড়াবার মতো কিছু গোপনীয়তা আছে তার, যা কারো কাছে খুলে বলা যাবে না। মাঝে মাঝে বলতে ইচ্ছে করে, পৃথিবীকে জানাতে ইচ্ছে করে নিজের অস্তিত্ব। কিন্তু খুব বিপজ্জনক হয়ে যেতে পারে ব্যাপারটা। তার নিজের জন্য, সেই সাথে পৃথিবীর মানুষদের জন্যও। অনেক ইতিহাস বদলে যাবে, যা জেনে এসেছিল মানুষ সারা জীবন ধরে সেই সব বিশ্বাসে চির ধরবে। এরকমটা হতে দেয়া যাবে না। মানুষ নিজেই নিজের অতীত বের করে আনুক, হোক না তা অনুমান নির্ভর, হোক না তার নিজস্ব ধ্যান-ধারনার উপর তৈরি করা বিশ্বাসের প্রাসাদ। জ্ঞান-বিজ্ঞান তার নিজের পথেই সত্য খুঁজে বের করবে। সেখানে অহেতুক হস্তক্ষেপ নিষ্প্রয়োজন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দু'চোখ জুড়ে ঘুম আসছে। চারদিকে তাকিয়ে পরিবেশটা আবার দেখে নিলো তরুণ। সুটকেস দু'টোর দিকে তাকাল। যদিও কারো আসার কথা না এদিকে তবু পড়ে থাকা পাতা দিয়ে জিনিস দু'টোকে ঢেকে রাখল সে। আরো কিছুক্ষন শুন্য চোখে তাকিয়ে রইল আকাশের পানে। অনন্ত নক্ষত্রবীথির প্রতিটি তারা তার পরিচিত, কেউ কেউ এর মধ্যে ঝরে পড়েছে, জন্ম হয়েছে নতুন তারার। সবকিছু বদলায়, কেবল তারই কোন বদল নেই, পরিবর্তন নেই।

একটু হাসল তরুণ, বিষন্নভাবে। তারপর একসময় ঘুমিয়ে পড়ল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩

বিকেলের শেষ আলোয় পুরো পৃথিবীটাই যেন বদলে গেছে। বিশেষ করে পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে এই সৌন্দর্য্য উপভোগ করার আনন্দই আলাদা। বান্দরবনের কোন এক পাহাড়ের চূড়ার দাঁড়িয়ে আছে রাশেদ। কেন জানি তার ইচ্ছে করছিল সেখান থেকে ঝাঁপ দিতে। এক হাজার ফুট উঁচু পাহাড়টা, পড়তে পড়তে বেশ কিছুটা সময় লাগার কথা এবং সেটা উপভোগ-করার জন্যই ঝাঁপ দিতে ইচ্ছে করছে রাশেদের। মৃত্যুর জন্য নয়। এই জীবনটা তার অনেক প্রিয়, অনেক আপন, এই পৃথিবীকে তার অনেক কিছু দেয়ার আছে, মনে মনে এটাই বিশ্বাস করে সে। কল্পনায় দেখে পাহাড়ের চূড়া থেকে পড়ছে, একেবারে মাটিতে আঘাত করার আগ মুহূর্তে হঠাৎ ডানা বের হয়ে আসবে পিঠ থেকে, সেই ডানা ঝাপটিয়ে সে চলে যাবে ডুবন্ত সূর্যকে ছুঁয়ে আসতে। কি অদ্ভুত চিন্তা! মাথায় টোকা দিল রাশেদ। এইসব হাবিজাবি চিন্তা মাথায় কেন যে ঘুরপাক খায় কে জানে।

ইউনিভার্সিটির পড়া শেষ হয়েছে কিছুদিন আগে। চাকরি-বাকরির চেষ্টা করার আগে কিছুদিন দেশটা ঘুরে দেখার ইচ্ছে হয়েছে রাশেদের। শামীমের অনেকগুলো টাকা ছিল তার কাছে। টাকাগুলো শামীমের মায়ের কাছে দিয়ে এসেছে। খুব কেঁদেছিলেন মহিলা, হাউমাউ করে। নিজেও চোখের পানি লুকিয়ে রাখতে পারে নি রাশেদ।

সবকিছু নতুন করে শুরু করতে হবে আবার। চাকরি করতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। আজিজ ব্যাপারী বার বার করে বলে রেখেছেন যে কোন সময় যেন চলে আসে গ্রামের বাড়িতে। চাকরির প্রয়োজন নেই। যে সম্পত্তি করে রেখেছেন তা রাশেদের জন্য যথেষ্ট। বাড়িতে নতুন একজন অতিথিও এসেছে। রাশেদের সৎ ভাই। সালেহার সন্তান। অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার। কিন্তু মিরাকল তো ঘটেই। মায়ের জন্য তাই খুশি রাশেদ। একা একা থাকার কষ্ট থেকে বেঁচে গেছে মহিলা।

পিঠে হাত পড়াতে ঘুরে তাকাল রাশেদ। নতুন বন্ধু জুটেছে একজন, রাজু নাম ছেলেটার। হাসিখুশি, প্রানবন্ত। ইউনিভার্সিটির হল ছেড়ে একটা মেসে উঠেছিল রাশেদ, সেখানেই পরিচয়। সারাক্ষন কিছু না কিছু করার জন্যে ছটফট করে ছেলেটা। কোথাও স্থির হয়ে বসতে পারে না।

"কি রে দোস্ত, লিলির কথা মনে পড়ছে?" রাজু জিজ্ঞেস করল। হাসছে, যেন মজার কোন কথা বলে ফেলেছে।

উত্তর দিলো না রাশেদ। দূরে ডুবতে থাকা সুর্য্যটার দিকে তাকাল। লিলি এখন

www.BanglaBook.org

অনেক দূরে। ইংল্যান্ডে, পড়তে গেছে। আদৌ দেশে ফিরবে কি না জানা নেই। অপহরনের সেই ঘটনার পর মেয়েকে দেশে রাখা ঠিক মনে করেন নি তার বাবা। লিলি খুব কেঁদেছিল, চেয়েছিল রাশেদও যেন তার সাথে পড়তে যায়। কিন্তু রাজি হয় নি রাশেদ। দেশ ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে নি তার। এখন ই-মেইল করে প্রতিদিন। মাঝে মাঝে উত্তর দেয় রাশেদ, মাঝে মাঝে দেয় না। কি হবে উত্তর দিয়ে?

"চল, হোটেলে ফিরে যাই," রাশেদ বলল।

"না ফিরলে কি হয়, চল আজ রাতটা এখানেই কাটিয়ে দেই," রাজু বলল।

"তোর কি মাথা খারাপ! তাঁবু আছে আমাদের কাছে? খোলা আকাশের নীচে থাকলে ম্যালেরিয়ায় মরবো দুজনেই," রাশেদ বলল।

"মরা কি এতোই সোজা! এতো ভয় পাস কেন? আচ্ছা জানিস, এই জঙ্গলে নাকি ভালুক আছে?"

"থাকতেই পারে। এতে অবাক হওয়ার কি আছে?"

"অবাক হওয়ার কিছু নেই! আচ্ছা, না থাকলে নেই। চল ফিরে যাই," কিছুটা অভিমানের সুরে বলল রাজু।

না হেসে পারলো না রাশেদ। ছেলেমানুষের মতো বায়না ধরে রাজু মাঝে মাঝে। এতো বড় হয়েছে কিন্তু এখনো ছোট মানুষের মতো আচরন ওর।

"চল," রাশেদ বলল।

বিরক্ত মুখে পিছু পিছু হাঁটছে রাজু। তার অনেক দিনের শখ জঙ্গলে কিংবা পাহাড়ে রাত কাটানোর। আজ এতোদূর এসেও তা হলো না। কি আর করা? সব শখ সবসময় পূরন হয় না।

পাহাড়ি ঢাল বেয়ে নীচে নেমে এলো দুজন। সূর্য ডুবেছে কিছুক্ষন হলো। তারপরও আলো-আধারির একটা খেলা চলছে দূরের আকাশে। এখানে জনমানব নেই। পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরালো রাশেদ। কেমন গা ছমছম করা পরিবেশ। ভয় পাওয়ার মতো কোথাও কিছু ঘটেনি। কিন্তু তারপরও কেন জানি মনে হচ্ছে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে যাওয়া দরকার। যেন কেউ পেছন থেকে তাকিয়ে দেখছে তাদের দুজনকে। জংগলে নানা ধরনের অদ্ভুত ঘটনা ঘটে বলে শুনেছে। সবই লোকমুখে বানানো, ভয় দেখানো কথাবার্তা। কিন্তু একা একা থাকার সময় এসব কথাই যেন বেশি মনে পড়ে। রাজুর দিকে তাকাল রাশেদ। পাশেই হাঁটছে, গুনগুন করে গান গাচ্ছে। মুখটা হাসি হাসি। ওর মুখে বিষন্নতা কখনো দেখেছে কি না মনে করতে পারলো না রাশেদ। অদ্ভুত এক ছেলে। এই কারনেই ওকে বেশ ভালো লাগে।

"তুই এতো সিগারেট খাস কেন রে?" জিজ্ঞেস করলো রাজু, পাশে হাঁটতে হাঁটতে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"এতো আর কই? দিনে দু'তিনটের বেশি তো না।"

"আমি আজ গুনেছি, এর মধ্যে পাঁচটা সিগারেট শেষ, রাত তো বাকিই আছে।"

"গার্ডিয়ানগিরি কম করিস," হেসে বলল রাশেদ, "টেনশনের সময় সিগারেট একটু বেশি লাগে।"

"টেনশন? কিসের টেনশন?"

উত্তর দিলো না রাশেদ। আসলেই, কিসের টেনশন তার? গত একবছরের মতো হলো টেনশনমুক্ত থাকার চেষ্টা করেছে। সেক্ষেত্রে অনেকটা সফলও সে। পরীক্ষা দেয়ার পর থেকে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া আর কোন কাজ করে নি। শামীমকে নিয়ে সেই ঘটনায় যে ধকল গেছে তার ধাক্কা সামলানোর জন্য এই সময়টা প্রয়োজন ছিল। তবে লিলি পাশে থাকলে ভালো হতো। মেয়েটা চলে যাওয়াতে মাঝে মাঝে খুব অস্থির লাগে। সব ছেড়েছুড়ে ইংল্যান্ডে চলে যেতে ইচ্ছে হয়।

এছাড়া আরেকটা ব্যাপারেও মন মাঝে মাঝে খারাপ হয়। বৃদ্ধ দাদা আব্দুল মজিদ ব্যাপারীর অন্তর্ধান। ঢাকায় এসে সেই যে হারিয়ে গেল আর খোঁজ পাওয়া যায় নি। বেঁচে আছে না মরেই গেছে কে জানে। কতোবার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে, সন্ধানদাতার জন্য পুরষ্কারের ঘোষনা রাখা হয়েছে তার হিসেব নেই। কিন্তু কোন খবরই পাওয়া যায় নি। লোকটা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। দাদার তালা দেয়া সেই টিনের ঘরটাও খোলা পাওয়া গিয়েছিল। সেখান থেকে কিছু হারিয়েছে বা চুরি গেছে তা বোঝার কোন উপায় ছিল না। কেননা সেখানে কি ছিল তা কেউ জানতো না। যে জানতো তার কোন হদিস নেই। নাকি দাদা নিজে এসে সব নিয়ে গেছেন! সেই ধরনের শারীরিক সামর্থ্য তার থাকার কথা না।

এ ধরনের নানা চিন্তা ঘুরপাক খায় রাশেদের মাথায়, নানা প্রশ্ন আসে। কিন্তু উত্তর খোঁজার মতো কোন আগ্রহ তৈরি হয় না ইদানীং।

অন্ধকার হয়ে এসেছে এখন। মোবাইল ফোনের টর্চটা জ্বালিয়ে নিয়েছে রাশেদ। চলতে সমস্যা হচ্ছে। চারদিকে শুধু গাছ আর গাছ। আরেকটু নামার পর মনে হলো কিছু একটা যেন ভুল হচ্ছে। পথটা কেমন অচেনা লাগছে। রাজুর দিকে তাকাল রাশেদ, ছেলেটা ওর দিকে তাকিয়ে আছে। কিছু একটা বলতে চাচ্ছে।

"কিছু বলবি?" জিজ্ঞেস করল রাশেদ।

"হারিয়ে গেছি আমরা!" কাঁদো কাঁদো গলায় বলল রাজু।

"ধুর বোকা। আমরা কি বাচ্চা ছেলে নাকি যে হারিয়ে যাবো?"

উত্তর দিলো না রাজু। সামনের ঘন বনের দিকে তাকিয়ে আছে। এই পথ দিয়ে পাহাড়ে উঠে নি তারা এটা নিশ্চিত। তারমানে উল্টোদিকে চলে এসেছে।

"চল সামনে আগাই," বলল রাশেদ। মোবাইলের টর্চটা ধরে এগুলো, পেছনে রাজু।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেশ কিছুক্ষন পাশাপাশি হাঁটলো দু'জন। কিন্তু এখন সামনে পেছনে করে হাঁটতে হচ্ছে। যথারীতি সামনে আছে রাশেদ, পেছনে রাজু । ছেলেটা পারলে রাশেদের কাঁধের উপর চড়ে বসে।

প্রথমে পাতলা থাকলেও সামনে গাছগুলো যেন একটা আরেকটার সাথে জড়িয়ে আছে। এছাড়া সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে জায়গাটা ঢালু হয়ে না নেমে সোজা চলে গেছে, অনেকটাই সমতল। তবে এখানে কেউ আসে না সচরাচর তা বোঝা যাচ্ছে। জোনাকীর আলো জ্বলছে চারদিকে। মোটামুটি অন্ধের মতো পথ চলছে ওরা। সামনে কি আছে কোন ধারনাই নেই।

আরো কিছুদূর যাওয়ার পর গাছের সংখ্যা ক্রমশ কমতে শুরু করলো। দূরে কোথাও মিটিমিট করে হারিকেন জ্বলছে বলে মনে হলো রাশেদের কাছে। আরো কাছে গেলে হয়তো নিশ্চিত হওয়া যাবে। এখানে কারো পক্ষে থাকা অসম্ভব, হ্যারিকেন আসবে কোত্থেকে।

কিন্তু না, হ্যারিকেনের আলো জ্বলছে, ছোট একটা কুঁড়েঘর এখন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রাশেদ। রাজুও দেখেছে। সেও কিছুটা অবাক হয়েছে মনে হলো। হঠাৎ রাজু কে পড়ে যেতে দেখল রাশেদ। অন্ধকারে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। ওর দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই মনে হলো কেউ এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে, কেমন বোটকা একটা গন্ধ আসছে। ঘুরে দেখতে যাবে তার আগে মাথায় প্রচন্ড যন্ত্রনা অনুভব করলো রাশেদ। শক্ত কিছু একটা লেগেছে মাথায়। জ্ঞান হারানোর আগে কালো একটা ছায়া চোখে পড়ল তার।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৪

নিজের রুমে বসে আছেন ডঃ আরেফিন। সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে অনেকক্ষন হলো। লাইট নেভানো। কম্পিউটার চলছে, তার আলোয় হাল্কা আলোকিত হয়ে আছে রুমটা। স্ত্রী বেড়াতে গেছে ঢাকার বাইরে, ভাইয়ের বাসায়। বেশ কয়েকদিন থাকবে। তাই বেশ একা একা কাটছে দিনগুলো। চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন কিছুদিন হলো। গৎবাঁধা কাজে মন বসছে না। ইচ্ছে আছে দেশের বাইরে কোথাও যাওয়ার, বিশেষ করে ইংল্যান্ডে। বেশ কিছু বন্ধুবান্ধব আছে সেখানে, সবচেয়ে বড় কথা ডঃ নিকোলাস কারসন আছেন সেখানে। তার সাথে সবসময় ই-মেইলে যোগাযোগ হয়। বাংলাদেশে এসে মৃত্যুর কাছাকাছি চলে গিয়েছিলেন ভদ্রলোক। যাই হোক, সেখান থেকে বেঁচে ফিরেছেন দেশে। বছর খানেক সময় পার হয়েছে, এর মধ্যে নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করেছেন ভদ্রলোক। ভারত এবং তিব্বতে যাওয়ার প্ল্যান আছে ভদ্রলোকের। কিন্তু বাংলাদেশে আর আসছেন না এটা নিশ্চিত।

ই-মেইলে ভারতে গিয়ে দেখা করার জন্য অনুরোধ করেছেন ডঃ কারসন। সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না ডঃ আরেফিন। তবে মন টানছে। নতুন করে জড়াতে ইচ্ছে করছে কোন অভিযানের সাথে।

একটু আগে শেষ মেইলটা এসেছে ডঃ কারসনের কাছ থেকে। মেইলটা খুললেন তিনি, সেখানে লেখাঃ

"প্রিয় ডঃ আরেফিন,

আশা করি ভালো আছো।

দীর্ঘদিন বিশ্রামে কাটিয়ে বিরক্ত লাগছিল। তাই ইউনিভার্সিটির আরেকটা প্রজেক্টের সাথে জড়িয়ে পড়লাম অবশেষে। শেষবার তোমাকে বলেছিলাম আমার পরবর্তী গন্তব্য হবে ইন্ডিয়া এবং তিব্বত। গন্তব্যে কোন পরিবর্তন হয় নি, আমার সহকারী থাকবে তিনজন, দু'জন ভারতীয় এবং একজন বাংলাদেশি। তোমার অনুমতি না নিয়েই নাম দিয়ে দিয়েছি। ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষকে রাজি করাতে অবশ্য বেগ পেতে হয়েছে কারন ঐ সব অনুসন্ধানে তোমাকে নেয়ার কোন সুযোগই ছিল না, কেননা তুমি ভারতের নাগরিক নও, এছাড়া এধরনের কাজে বাস্তবসম্মত কোন অভিজ্ঞতাও তোমার নেই। কিন্তু গবেষনা এবং রহস্যের প্রতি তোমার যে আগ্রহ আমি দেখেছি তাতে মাঝে মধ্যে বিরক্ত হলেও মনে হয়েছে এই অভিযানে তোমাকে আমার দরকার। আরো একটা ব্যাপার তোমাকে বলে রাখা দরকার, আমার সহকারি হিসেবে তোমাকে সামান্য টাকাও দেয়া হবে। যদিও জানি, টাকা-পয়সা নিয়ে তোমার কোন মাথাব্যথা নেই।

www.BanglaBook.org

আগামীকালের মধ্যে তোমার মতামত জানাতে ভুলো না। যদিও জানি তুমি আসছো, তারপরও নিশ্চিত করো যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব।

তোমার উত্তরের অপেক্ষায়...

ডঃ নিকোলাস কারসন।"

মেইলটার উত্তর দেয়ার সময় আছে এখনো। কতোদিনের প্রজেক্ট অথবা ভারত এবং তিব্বতের কোথায় কোথায় যেতে হবে, কি কাজ করতে হবে বিস্তারিত কিছুই লেখেন নি ডঃ কারসন।

সিগারেট ধরিয়ে পায়চারি করতে করতে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন ডঃ আরেফিন। বছরখানেক আগেই দুর্দান্ত এক বন্দুকযুদ্ধ হয়েছিল এখানে। কি উত্তেজনাময় দিনই না ছিল সেসময়গুলো। জান যেতে পারতো তার। শেষপর্যন্ত সব মিটে গেলেও আসল জিনিসের সন্ধান পান নি তিনি। পাওয়া যাবে বলেও মনে হয় না। যাক সে সব কথা। ডঃ কারসনের সাথে যোগ দিতে হবে। সেখানে হয়তো দারুন কোন রোমাঞ্চ অপেক্ষা করছে তার জন্য, কে জানে।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন তিনি। কম্পিউটারে সামনে বসলেন ডঃ আরেফিন। মেইল টাইপ করাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। জানালা দিয়ে একটু আগে তাকিয়েছিলেন বাইরে। ঘন অন্ধকারে খেয়াল করেন নি, নইলে দেখতেন গাছের আড়াল থেকে কেউ একজন তাকিয়ে আছে তার রুমটার দিকে। তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে।

* * *

প্রফেসর সুব্রমানিয়াম প্রভাকর ঘুম থেকে উঠেন ঘড়ি ধরে, ঠিক সোয়া পাঁচটায়। এতো সকালে ঘুম থেকে উঠার কারন বাইরে হাঁটতে যাওয়ার ইচ্ছা। হেঁটে শরীরের মেদ যদি কিছুটা ঝরানো যায়। প্রায় ছয় ফুট লম্বা তিনি, শরীরটাও তেমন। কালো কুচকুচে একটা পাহাড় বলা যায় তাকে। বিছানার পাশের আলমিরায় বাইরে যাওয়ার জন্য প্রতিরাতে ট্রাউজার এবং পাম্পসু রেখে যায় তার দীর্ঘদিনের সঙ্গী রামহরি। সেগুলো সেভাবেই পড়ে থাকে। এতো ভোরে কোনদিন হাঁটতে বের হয়েছেন বলে মনে পড়ে না। ঘুম থেকে উঠার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আবার ঘুমিয়ে পড়েন, অ্যালার্মটা অফ করে। তারপর আবার উঠেন আটটার দিকে। তখন একটু আফসোস হয় কেন বাইরে থেকে হেঁটে এলেন না, আলসেমীকে প্রশয় দেয়া হচ্ছে, আগামীকাল ভোরে অবশ্যই হাঁটতে বের হবেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। সারাদিন বাইরে থেকে রাতে বাসায় ফিরে রামহরি কে বলে রাখেন যেন ট্রাউজার আর পাম্পশু জায়গামতো রাখা হয়। রামহরি হেসে মাথা নাড়ে। গত প্রায় একবছর ধরে আলমিরায় ট্রাউজার আর নীচে পাম্পশু রাখা আছে, আজ পযন্ত সরানোর প্রয়োজনবোধ করে নি সে।

www.BanglaBook.org

ঠিক নয়টায় ইউনিভার্সিটিতে ঢুকলেন তিনি। ক্লাস নিলেন একটা। টিচার্স লাউঞ্জে বসে আড্ডা দিলেন দীর্ঘদিনের সহযোগী অধ্যাপক আমেদকারের সাথে। তারপর হঠাৎই পেলেন চিঠিটা। ইংল্যান্ড থেকে এসেছে। পরিচিত এক লোকের কাছ থেকে। খুব একটা আগ্রহবোধ না করলেও খুলতে হলো চিঠিটা, কারন সাথে তার নিজের ইউনিভার্সিটির একটা চিঠিও রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে ভারত, নেপাল এবং তিব্বতে যে অনুসন্ধান পরিচালিত হবে তাতে চেন্নাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাকে মনোনীত করা হয়েছে। বাকি দুটো বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ইংল্যান্ডের, অন্যটি ভারতেরই আরেকটি বিশ্ববিদ্যালয়। নৃবিজ্ঞানী এবং পুরাতত্ত্ববিদ হিসেবে প্রফেসর সুব্রমানিয়ামের পরিচিতি আছে, তার দু'টো বই পাঠ্য করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে। অনুসন্ধানে ভারত থেকে অপর যে লোকটা যোগ দেবে তাকে চেনেন তিনি, কোন এক সময় একসাথে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল। কিন্তু বিচিত্র এক কারনে লোকটাকে একেবারেই সহ্য হয় না প্রফেসর সুব্রমানিয়ামের। সবসময়ই যেন তার পিছু লেগে থাকে। এবারও যেমন সুন্দর একটা কাজে ঝামেলার মতো তার পিছু লেগে থাকবে লোকটা। ইদানীং আর ইউনিভার্সিটির বাইরে গিয়ে মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে চান না প্রফেসর সুব্রমানিয়াম, কিন্তু দলনেতার নামটা দেখে কিছুটা দ্বিধায় পড়ে গেছেন। ডঃ কারসনের সাথে কাজ করার ইচ্ছে তার অনেকদিনের। অন্যদিকে এখন যে পরিমান স্বাস্থ্যের অধিকারী তিনি তাতে কায়িক পরিশ্রমের কোন কাজ তার শরীরে সইবে কি না কিংবা চাইলেও ঠিকভাবে করতে পারবেন কি না তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

যাই হোক, বিষন্ন মনে বাসায় ফিরে এলেন। ইংল্যান্ড থেকে আসা চিঠিটা হাতে নিয়ে, চিঠিটা এখনো খোলাই রয়েছে, পড়ার টেবিলে রেখে দিলেন অবহেলায়। যে কোন ধরনের অনুসন্ধানে গেলে সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠতে হয়, দৌড়-ঝাপ করতে হয়, এসব চিন্তা করেই মাথা কেমন ভোভো করছে তার। এছাড়া এতোদিন রামহরির উপর নিজের সব দায়িত্ব দিয়ে রেখেছেন তিনি, সেই রামহরি যদি না যায় তাহলে বিপদ আরো বাড়বে। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে একটা চিঠি লিখবেন বলে ঠিক করলেন, সেখানে রামহরিকে তার সঙ্গী হিসেবে নেয়ার অনুমতি চাওয়া হবে। রামহরি যদি যায় তার সাথে কেবলমাত্র তখনই তিনি যেতে রাজি হবেন। তার আগে নয়। সিদ্ধান্তটা নেয়ার পর একটু হাল্কা লাগছে তার।

BanglaBook.org

* * *

বেশ কিছুদিন ধরেই অদ্ভুত অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙে সন্দীপ চক্রবর্তীর। এই সব স্বপ্নের কোন মানে নেই। বিদঘুটে সব ব্যাপার-স্যাপার মাথায় ঘোরে, কাজেই এইধরনের স্বপ্ন দেখাটা মোটেই অস্বাভাবিক কিছু না। রাত তিনটের দিকে ঘুম ভেঙে

www.BanglaBook.org

যাওয়াতে বিছানা ছেড়ে উঠে ল্যাপটপ খুলে বসল সে। স্ত্রী সোমা ঘুমাচ্ছে বেঘোরে, একমাত্র ছেলে শান্তনুকে কিছুদিন হলো আলাদা ঘর দেয়া হয়েছে, সেখানেই সে ঘুমায়। কাজেই ল্যাপটপ খুলে বসলে টের পাওয়ার কেউ নেই।

রাতের এই সময়টা ভালো লাগে সন্দীপের। কোন শব্দ নেই কোথাও, বিরক্ত করার কেউ নেই। কাজে মন বসে। অবশ্য এখন কোন কাজ নেই হাতে। আগামীকাল ছুটির আবেদন করবে সে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে, পাক্কা একমাসের ছুটি চাই। ছেলেকে নিয়ে বেড়াতে যেতে হবে, কলকাতার বাইরে দূরে কোথাও। নেপাল, দার্জিলিং, পুরী অথবা বাংলাদেশে। বাংলাদেশে যাওয়াটা বেশ মজার হবে বলে ধারনা তার। কোন এক কালে তার পূর্বপুরুষরা সেই বাংলাদেশ থেকেই এসেছিল এখানে, দেশভাগেরও অনেক আগে। এখনো অনেক আত্মীয়স্বজন হয়তো রয়ে গেছে সেখানে, যদিও যোগাযোগ নেই। ঢাকায় অবশ্য কারো সাথে দেখা করার উদ্দেশ্য নিয়ে আসবে না সে, হোটেলে থেকে দেশের দু'একটা জায়গা ঘুরে আসবে, কক্সবাজার কিংবা সেন্টমার্টিনে যাওয়া যেতে পারে। ইন্টারনেটে ঘাটাঘাটি করে দেখেছে, খরচও অনেক কম। ব্যক্তিগত মেইলবক্সটা ওপেন করল সন্দীপ। অনেক দিন পর। বেশ কিছু মেইল জমে আছে। কিন্তু বিশেষ একটা মেইলে নজর আটকে গেল তার।

ডঃ কারসনের মেইল!

ভদ্রলোক এখনো মনে রেখেছেন তাকে! কতোদিন আগের কথা! এতোদিন পরে মেইল করার কারনই বা কি!

মেইল খুলে কিছুক্ষন চুপচাপ বসে থাকল সন্দীপ। অনেক দিন পর দারুন একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। উত্তেজনায় চকচক করে উঠলো তার চেহারা। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরালো একটা। মেইলটার উত্তর দেয়া দরকার, এক্ষুনি। এই সুযোগ হাতছাড়া করা যাবে না।

ছেলেকে ছুটিতে বেড়াতে নিয়ে যাবার পরিকল্পনা নিমিষেই উধাও হয়ে গেছে, পরের বছর গেলেও হবে। কিন্তু এই সুযোগ বারবার পাওয়া যাবে না।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৫

চোখ খুলে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলেন তিনি। ভোর হয়েছে সবেমাত্র। কিন্তু এর মধ্যেই তার চারপাশে কমপক্ষে শ'খানেক মানুষের উপস্থিতি দেখতে পেলেন। তাকে ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সবার চোখে মুখে প্রশ্নবোধক চিহ্ন। দু'একজনকে দেখা গেল উদ্বিগ্ন মুখে তার সুটকেসগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। গ্রামের সবলোক যেন একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। শ'খানেক লোক জমা হয়েছে, দূরে আরো লোকজন আসছে দেখা যাচ্ছে, ছেলে বুড়ো সব।

সবার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। এই হাসির অর্থ কি তিনি নিজেও জানেন না, বোকার হাসি বলা যেতে পারে। তবে এতে লোকগুলোর মধ্যে প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলেন তিনি, কারো কারো চোখ কপালে উঠে গেছে, বাকিদের চেহারায় বিস্মিত হবার ছাপ স্পষ্ট। নিজেদের মধ্যে কয়েকজন ফিসফিস করে কথা বলছে। লখানিয়া লখানিয়া শব্দটা কয়েকবার শুনলেন মনে হলো।

উঠে বসে আড়মোড়া ভাঙলেন, ভয়ের কিছু নেই এদের। গায়ের সাধারন মানুষ এরা। তার মতো লোক আগে কখনো দেখেনি মনে হচ্ছে, নাকি ঘটনা অন্যকিছু?

এবার উঠে দাঁড়ালেন এবং বিপদে পড়ে গেলেন। কোত্থেকে বুড়ি এক মহিলা ঝাপিয়ে পড়ে কাঁদতে শুরু করেছে তাকে ধরে। বেচারীকে ছেড়ে দিলেন না, পড়ে গেলে ব্যথা পাবে। এতে হিতে বিপরীত হলো। চারপাশের সবাই হাততালি দেয়া শুরু করেছে। এবার বয়স্ক একজন এগিয়ে এলো তার দিকে।

"তুই লখানিয়া না?"

পরিষ্কার হিন্দীতে জিজ্ঞেস করল লোকটা। বেশ লম্বা, মুখে পাকালো গোঁফ, লালচে চুল। সর্দারগোছের কেউ হবে হয়তো।

মাথা নাড়লেন তিনি, বলতে চাইলেন আমি আব্দুল মজিদ ব্যাপারী। কিন্তু গলা দিয়ে কোন কথা বেরুল না। এরা কি তাকে লখানিয়া মনে করছে? লখানিয়া কে?

সবাই কি বুঝলো কে জানে, তবে চার-পাঁচজন লোক এসে তাকে কাঁধে তুলে নিলো। হৈহুল্লোড় শুরু হয়েছে, বুড়ি মহিলা হাসছে এবার, আনন্দের হাসি। হাত তালি দিচ্ছে কেউ কেউ। লাফ দিয়ে কাঁধ থেকে নেমে পড়লেন তিনি। সুটকেস দু'টো সাথে রাখতে হবে যে করেই হোক। দু'একজন এসে হাত লাগাতে চাইলে ইশারায় নিষেধ করলেন তিনি। ওরা আর এগুলো না।

সুটকেস দু'টো হাতে নিয়ে হাঁটছেন তিনি। পেছনে দলবেঁধে আসছে গ্রামের লোকগুলো। লখানিয়া, লখানিয়া বলে চেঁচাচ্ছে তারস্বরে। বুঝতে পারলেন এখন অন্তত এদের হাত থেকে নিস্তার নেই। কোন এক লখানিয়ার সাথে তার মিল খুঁজে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পেয়েছে গ্রামের লোকেরা, বুড়ি মহিলা সম্ভবত লখানিয়ার মা।

যাই হোক, মাতৃস্নেহ কা'কে বলে অনেক আগেই বিস্মৃত হয়েছেন। তবে আবছা যে মনে পড়ে না তা নয়। এখন খুবই মনে পড়ছে। দাঁড়িয়ে চোখ দু'টো মুছে নিলেন। সেই মায়ের কোলে আবার ফিরে যেতে ইচ্ছে হলো তার।

পেছনে একদঙ্গল লোক আর সামনে বুড়ির হাত ধরে হাঁটছেন তিনি। গ্রামের শেষ মাথায় ছোট একটা কুড়ে ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। সামনে ছোট উঠোন, একপাশে ছোট একটা রান্নাঘর। এটাই হয়তো লখানিয়ার বাড়ি। যে লখানিয়া হয়তো নিরুদ্দেশ বহু বছর ধরে, যার প্রতীক্ষায় তার বুড়ি মা ছানি পড়া চোখে যাকে দেখে তাকেই নিজের ছেলে বলে মনে করে। নিজেকে লখানিয়া ভাবতে খারাপ লাগছে না। এতে যদি বুড়ির মনের কষ্ট কিছুটা হলেও কমে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে সবার দিকে তাকালেন, হাসি মুখে। যেন নিজের বাড়িতে ফিরতে পেরে খুশি।

"লক্ষ্মী, তোর লখানিয়া ফিরা আইছে," সর্দার গোছের লোকটা বুড়িকে জড়িয়ে ধরে বলে।

বুড়ি বাকরুদ্ধ, কথা বলে না, চোখ দিয়ে সমানে অশ্রু ঝরছে।

"হ্যা, আমি এসেছি, মার কাছে ফিরে এসেছি, আপনারা সবাই যার যার কাজে যান," উপস্থিত সবার উদ্দেশ্যে বললেন তিনি।

"লখানিয়া, তুই আমারে চিনস নাই?" সর্দার লোকটা কাছে এসে বলল।

কি বলবেন বুঝতে পারছেন না তিনি। বুড়ি এগিয়ে এলো সাহায্য করতে।

"লখানিয়া, এ তোর মামা, জংগু।"

"মামা, আমি আস্তে আস্তে সব চিনতে পারবো।"

"ঠিক আছে, তোমরা থাকো, আমরা যাই," জংগু সর্দার ঘুরে দাঁড়াল। "চলেন সবাই। অনেক দিন পর ছেলে ঘরে ফিরছে, মায়ে-ছেলে কথা বলুক।"

সবাই চলে গেলে বুড়ির হাত ধরে ঘরে ঢুকল লখানিয়া। কুড়ে ঘরটা দিনের আলোতেও অন্ধকার। চারদিকে নিদারুন অভাবের ছাপ স্পষ্ট। বুড়ি ঠিকমতো খেতে পায় কি না তাতেও সন্দেহ। ঠিক করলেন লখানিয়া হয়ে এখানেই কিছুদিন কাটিয়ে দেবেন। তারপর দেখা যাক কি হয়।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৬

সময়টা ১৭৬০ খৃস্টাব্দ। মে মাসের কোন এক দিন।

গ্রীষ্মের দুপুরে যখন ঘুমে চোখ লেগে এসেছিল তখনই দূরে শত্রু জাহাজটা চোখে পড়ল পাখির বাসায় বসে থাকা আন্দ্রু মিচনারের। বেচারার বয়স অল্প, সারাদিন কাজ ফেলে লাফালাফিতে ব্যস্ত থাকে। তাই শাস্তি হিসেবে পাখির বাসার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। সে কাজ অবশ্য ঠিক মতোই করছে মিচনার ছোঁড়া। ওর জন্ম আয়ারল্যান্ডের এক জেলে পরিবারে। কাজ করতে না চাওয়াতে একদিন খুব পেটালেন মিচনার সিনিয়র, ফলাফল জুনিয়র মিচনারের ঘর পালানো, জাহাজে খালাসীর কাজ নেয়া। হাসি-খুশি অল্প বয়েসী মিচনার কম সময়েই সবার মন জয় করে নিলো। কিন্তু বাঁদরামি যার স্বভাবজাত তাকে বেশিদিন সহ্য করা কঠিন। ফলে অবধারিতভাবেই ক্যাপ্টেন জেমস হার্ডওয়েল তাকে পাখির বাসায় পাঠিয়ে দিলেন। এমনতি ক্যাপ্টেন খুব কঠিন মানুষ, নিয়মকানুনের ব্যাপারে খুব কড়া। কিন্তু মিচনারের প্রতি অদ্ভুত এক স্নেহ কাজ করে বলেই হয়তো আরো কঠিন কোন শাস্তি দেন নি।

জাহাজটা সাউথহ্যাম্পটন থেকে রওনা দিয়েছে আজ উনত্রিশ দিন হলো। ব্ল্যাক ডাহলিয়া নামের ছোট জাহাজটা একটা সওদাগরী জাহাজ। গন্তব্য অনেকদূর। সেই ভারতবর্ষ।

পথে এর মধ্যেই বেশ কয়েকবার ঝড়ের কবলে পড়লেও ক্যাপ্টেন হার্ডওয়েলের সুদক্ষ চালনায় পার হয়ে গেছে জাহাজটা। কিন্তু এখন সামনে যে সমস্যা মোকাবেলা করতে হবে তা সেসব ঝড়ের চেয়ে অনেক বড় কিছু। পর্তুগীজ জলদস্যুরা পুরো সাগরে রাজত্ব করছে, সাথে যোগ দিয়েছে কিছু স্প্যানিশ জলদস্যুও। নিজের জাতভাইরাও পিছিয়ে নেই। তবে এক্ষেত্রে স্বাভাবিক একটা নিয়ম মেনে চলার চেষ্টা করে জলদস্যুরা। সেটা হচ্ছে প্রয়োজন না হলে নিজের দেশের জাহাজকে আক্রমন করে না ওরা। কিছু কিছু জলদস্যুরা নিজের দেশের সরকারের পক্ষ হয়েও কাজ করে। বিশেষ করে শত্রু দেশের বানিজ্য জাহাজ কিংবা যুদ্ধ জাহাজ ধ্বংস করতে পারলে সেদেশের রাজাও তোয়াজ করে চলে তাদের। এ ক্ষেত্রে পর্তুগীজরা অনেক এগিয়ে। স্প্যানিশদের সাথে খুব একটা লাগতে যায় না ওরা, হয়তো নিজেদের জাতভাই মনে করে, ওদের মূল লক্ষ্য ইংলিশ অথবা ডাচ জাহাজ।

ডেকে এসে দাঁড়িয়েছেন ক্যাপ্টেন হার্ডওয়েল, চিন্তিত মুখে তাকিয়ে আছেন দূরে। যদিও আন্দ্রু মিচনারের কাছ থেকে শত্রুর খবর এখনো পান নি। আরো কিছু দূর গেলেই আফ্রিকা উপকূল, সেখান থেকে ভারতবর্ষ বেশি দূরে হবে না। কিন্তু এটুকু এলাকাই সবচেয়ে গোলযোগপূর্ন বলে জানেন তিনি। কোনরকম এই এলাকাটুকু পার

www.BanglaBook.org

করতে পারলে আর চিন্তা নেই। তারপরের পুরো জায়গাটায় ইংলিশ জাহাজের প্রাধান্য।

দড়ি বেয়ে নীচে নেমে এসেছে আন্দ্রু মিচনার। চেহারায় কিশোরছাপটা যায় নি এখনো। উপরে ঠান্ডায় বসে থেকে চেহারায় কেমন নীল কালশিটে পড়ে গেছে।

"আই, আই, ক্যাপ্টেন," ক্যাপ্টেনের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে মিচনার।

বিরক্তচোখে তাকালেন ক্যাপ্টেন। ছোঁড়া উপর থেকে নীচে নেমে এসেছে কি মনে করে!

"রিপোর্ট করো।"

"পর্তুগীজ জাহাজ। সম্ভবত জলদস্যু, স্যার!"

"কতোদূরে?" যথাসম্ভব শান্ত থাকার চেষ্টা করলেন ক্যাপ্টেন হার্ডওয়েল। একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা ফার্স্ট মেট জনসনের দিকে তাকিয়ে ইশারা করলেন।

"মাইলখানেক!"

দাঁড়ালেন না ক্যাপ্টেন, ডেকের একপাশে উঁচু জায়াগায় চলে গেলেন। ফার্স্ট মেট জনসন ঘন্টা বাজিয়েছে, পিলপিল করে জাহাজের নাবিক এবং অফিসাররা এসে জমা হয়েছে ডেকে।

"কামান তৈরি করো, যার যার কাছে বন্দুক আছে প্রস্তুত থাকো। ঐ জলদস্যুদের ছেড়ে কথা বলবো না, জাহান্নামের পথ ওদের দেখিয়ে দেবো আজ," উত্তেজিত কণ্ঠে কথাগুলো বললেন ক্যাপ্টেন। এমনিতে শান্ত মানুষ, কিন্তু রেগে গেলে চোখ-মুখ লাল হয়ে যায়। একজন নাবিক এসে বন্দুক এগিয়ে দিলো তার হাতে। গুলি ভরা আছে কি না পরীক্ষা করে দেখে নিশ্চিত হয়ে নিলেন তিনি। তারপর জাহাজের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, হাতে দূরবীন নিয়ে।

জাহাজের সবাই প্রস্তুত অবস্থায় আছে। কামানের সামনে গোলা রাখা হয়েছে, ক্যাপ্টেনের ইশারা পাওয়া মাত্র ছোড়া হবে। পাখির বাসা থেকে নেমে এসেছে মিচনার। উদ্বিগ্ন মুখে তাকাচ্ছে এদিক-সেদিক। জলদস্যুদের আক্রমনের কথা সহকর্মীদের কাছে শুনেছে সে, কিন্তু নিজের সেই অভিজ্ঞতা এতো তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে ভাবতে পারে নি। ক্যাপ্টেন যতোই বড় কথা বলুক ঐ জলদস্যুদের সাথে পাল্লা দেয়ার মতো অবস্থা ব্ল্যাক ডাহলিয়ার নেই। এখানকার নাবিকরা যুদ্ধবিদ্যায় তেমন পারদর্শী না। কেউ একজন তার হাতে একটা গাদা বন্দুক ধরিয়ে দিলো। এই বন্দুক কিভাবে চালাতে হয় মোটামুটি শিখে নিয়েছিল মিচনার কিছু দিন আগেই। সেই শিক্ষাটা এখন হয়তো কাজে লাগবে।

শত্রু জাহাজ কাছে চলে এসেছে। ক্যাপ্টেন এখনো কোন সংকেত দেন নি আক্রমন করার জন্য, হয়তো আশা করছেন ওটা হয়তো শত্রুদের জাহাজ হবে না। কিন্তু তার সেই ধারনা ভেঙে গেলে যখন শত্রুর জাহাজ থেকে ছোড়া কামানের প্রথম

www.BanglaBook.org

গোলাটা জাহাজের প্রধান মাস্তুল ছেদ করে গেল।

রন-হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন ক্যাপ্টেন, সাথে সাথে কামান দাগা শুরু করলো ব্ল্যাক ডাহলিয়ার কামানচি'রা। বৃষ্টির মতো গুলি ছুঁড়ছে জলদস্যুর জাহাজ থেকে। আক্রমনের জবাব দেবার আগেই ব্ল্যাক ডাহলিয়া'র কয়েকজন আহত হয়ে পড়ে গেল। বন্দুক ছেড়ে এককোনায় লুকাল মিচনার। চারপাশে শোরগোল। কামানের বোমা আর গুলিবর্ষন চলছে সমানতালে। কিছুক্ষন আগে আকাশ পরিষ্কার থাকলেও এখন কেমন অন্ধকার করে এসেছে। শত্রুর জাহাজের অবস্থান দেখা যাচ্ছে না।

পরপর আরো তিনটে গোলা এসে পড়ল ঠিক ডেকের মাঝখানে। উড়িয়ে দিয়ে গেল কাঠের পাটাতনটা। জাহাজের পাশেও এসে লেগেছে দু'একটা গোলা। পাগলের মতো গুলি করছে ব্ল্যাক ডাহলিয়া'র নাবিকরা, কিন্তু লক্ষ্যবস্তু না দেখে এলোপাথারি গুলিতে শত্রুর কোন ক্ষতি হচ্ছে কি না বোঝা যাচ্ছে না।

ক্যাপ্টেন তার কোমরে ঝোলানো তলোয়ার বের করে এনেছেন। মিচনার তাকিয়ে আছে ক্যাপ্টেনের দিকে। লোকটার কি মাথা খারাপ হয়েছে! গোলাগুলির শব্দে কানা তালা লেগে যাচ্ছিল তার। ক্যাপ্টেন চেঁচিয়ে কিছু বলছেন তার নাবিকদের। কিন্তু কেউ কিছু শুনছে বলে মনে হচ্ছে না। গোলাবারুদও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। একমাত্র ভরসা ওদের রক্ষা করতে এখন যদি কোন ইংলিশ জাহাজ চলে আসে, তাছাড়া এই জাহাজের ডুবে যাওয়া কেউ আটকাতে পারবে না।

জাহাজের পাশে কিছু নৌকা ঝোলানো থাকে সাধারনত, বিপদকালীন সময়ে কাজে লাগানোর জন্য, এই জাহাজেও তাই আছে। কয়েকজন নাবিক চেষ্টায় আছে সেগুলো নীচে নামিয়ে পালিয়ে যেতে। ক্যাপ্টেনের চোখ এড়াল না ওদের এই চেষ্টা। হারামজাদা কাপুরুষের দল বলে ওদের একজনের উপর তলোয়ার তুললেন তিনি, কিন্তু নামাতে পারলেন না। তার আগে পেছন থেকে অন্য এক কাপুরুষ তার পেটে তলোয়ার ঢুকিয়ে দিয়েছে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না মিচনার। তার এতো পছন্দের একজন মানুষ এভাবে বিশ্বাসঘাতকদের হাতে মারা যাবে মানতে কষ্ট হচ্ছিল তার। কিন্তু কিছুই করার নেই এখন। ক্যাপ্টেন মারা গেছেন সাথে সাথে। বাকি নাবিকরা ক্যাপ্টেনকে মরতে দেখে লড়াই-এ ক্ষান্ত দিয়ে এখন পালাতে ব্যস্ত।

আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এলো মিচনার। জাহাজ ডুবে যাচ্ছে। জাহাজের তলা দিয়ে হুরমুড় করে পানি ঢুকছে। এই জাহাজ ডুবতে বেশিক্ষন লাগবে না। নৌকাগুলোর কোন একটায় উঠা যায় কি না সেই চেষ্টা করতে হবে।

এগিয়ে যাচ্ছিল মিচনার, ছোট মানুষ হওয়াতে কেউ তার দিকে তেমন নজর দিচ্ছিল না। শত্রু জাহাজের গোলাগুলি অবশ্য থেমে নেই। তাই হামাগুড়ি দিতে হচ্ছিল তাকে। কিন্তু বেশিদূর এগুতে পারলো না। সামনে একজোড়া বুট দেখতে গেল সে, ঠিক তার মুখের সামনে। বুটের মালিকের সন্ধানে উপরে তাকাল মিচনার।

www.BanglaBook.org

"কি রে নেংটি ইঁদুর, পালাতে চাস?"

ফার্স্ট মেট জনসনের কুৎসিত চেহারা দেখা গেল।

উত্তর দিলো না মিচনার। উঠে দাঁড়াল ধীরে ধীরে। তারপর হ্যা-সূচক মাথা নাড়ল।

হাসল জনসন। ইশারায় যেতে বলল একটা নৌকায়।

ভীত পায়ে আস্তে আস্তে এগুল মিচনার। এই লোকটাকে মোটেও বিশ্বাস করা যায় না। যে কোন সময়ে মত পালটে ফেলতে পারে।

জনসনকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় মনে হলো কিছু একটা ঠিক নেই। ঘুরে তাকাতে গিয়েই বুঝতে পারল ধারনা ঠিক। কিন্তু কিছু করার ছিল না। জনসনের ঘুষি ঠিক নাক বরাবর লাগল। সাথে সাথে জ্ঞান হারাল মিচনার।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৭

অন্ধকারে কিছু দেখতে পাচ্ছে না রাশেদ, তবে বুঝতে পারছে হাতদুটো বাঁধা তার। দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে বসিয়ে রাখা হয়েছে। কতোক্ষন জ্ঞান ছিল না বোঝা যাচ্ছে না। হাতঘড়িটা দেখতে পেলে বোঝা যেতো, কিন্তু তা সম্ভব নয়।

অনেক গরম জায়গাটা। টপ্‌টপ করে ঘাম পড়ছে মাথা থেকে। পানির তেষ্টাও পেয়েছে। কিন্তু পানি দেবে কে? কাউকেই তো দেখা যাচ্ছে না। রাজু কোথায়? ওরও তো এখানে থাকার কথা? ভাগ্যভালো মুখ আটকে দেয় নি। রাজুকে ডাকা যাবে। তবে আরেকটা ব্যাপার বুঝতে পারলো রাশেদ অপহরনকারী যেহেতু মুখে কিছু দিয়ে আটকে দেয় নি, তারমানে আশপাশ থেকে বিপদের কোন আশংকা করছে না ওরা।

চুপচাপ থাকার সিদ্ধান্ত নিলো রাশেদ। রাজু হয়তো আশপাশেই আছে। এছাড়া যে তাদের আটকে রেখেছে সেও নিশ্চয়ই আসবে। কে এই লোক? ওদের দুজনকে এভাবে অতর্কিতে হামলা করার কারন কি? ওরা তো কোন ক্ষতি করতে আসে নি। পথ হারিয়ে ফেলেছিল মাত্র।

ডানদিকে কারো নড়াচড়ার শব্দ পেল রাশেদ। নিশ্চয়ই রাজু।

"রাজু?" ফিসফিস করে বলল রাশেদ।

কোন সাড়া এলো না অবশ্য। আরেকবার ডাকার আগে বাইরে কারো পায়ের আওয়াজ পেল। চোখ বন্ধ করে ফেলল সাথে সাথে। জ্ঞান ফিরে পেয়েছে এটা বুঝতে দেয়া যাবে না।

দু'জন লোক ঢুকেছে ঘরটায়। আলতো করে চোখ খুলে দেখল রাশেদ। দুজনেই লুঙ্গি পরনে, কালো চাদরে শরীর ঢেকে রেখেছে, অন্ধকারে চেহারা ভালো করে লক্ষ্য করতে পারলো না তার আগেই চোখ বন্ধ করে ফেলতে হয়েছে। তবে এদের একজন তালগাছের মতো লম্বা, অন্যজন ঠিক বিপরীত, অস্বাভাবিক বেঁটে, বামনের কাছাকাছি। অচেতনের ভান করে শুয়ে থাকলেও লোক দুজনের নড়াচড়া বোঝার চেষ্টা করছে রাশেদ। সমস্যা হচ্ছে নিজেদের মধ্যে কোন কথা বলছে না লোকগুলো। এক কোনায় গিয়ে বসেছে। ওরা হয়তো পাহারা দিতে এসেছে, ভাবল রাশেদ। কিন্তু রাজু কোথায় গেল?

নিজেদের মধ্যে কথা বলছে লোকগুলো এখন। ভাষাটা অচেনা লাগল রাশেদের কাছে। উপজাতীয় কোন ভাষা মনে হচ্ছে। কোন কারনে কারো উপর বিরক্ত লোক দু'টো এটুকু বুঝতে পারল রাশেদ।

দু'জনের একজন উঠে দাঁড়িয়েছে, হেঁটে আসছে তার সামনে, টের পেল রাশেদ। চোখ খোলা যাবে না, দেখা যাক ওরা কিছু করে কি না। তাকে পাশ কাটিয়ে সামনে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চলে গেল লোকটা। ঐদিকে কি? এর আগেরবার তাকিয়ে ঘুটঘুটে অন্ধকার ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে নি রাশেদের।

চোখ খুলল রাশেদ, লোকটার হাতের ছোট হারিকেনের আলোয় পরিষ্কার দেখতে পেল ঠিক তার মতোই দুজন লোককে বেঁধে রাখা হয়েছে একটা বাঁশের খুটির সাথে। ওদের একজন রাজু। অন্যজনকে চিনতে পারলো না রাশেদ, তবে দেখে বাঙ্গালীই মনে হচ্ছে। মধ্যবয়স্ক একজন মানুষ, পোড় খাওয়া চেহারা। রাজু এখনো অচেতন।

বেঁটে লোকটা প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে একটা ছুরি বের করে এনেছে। লম্বা ধারালো ছুরি, হারিকেনের আলোয় চকচক করছে। ছুরি হাতে মধ্যবয়স্ক লোকটার সামনে নাড়াচাড়া করছে যেন যেকোন সময় বসিয়ে দেবে গলায় অথবা বুকে। তার তালগাছের মতো লম্বা সঙ্গীও উঠে দাঁড়িয়েছে এবার, রাশেদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ওর হাতেও একটা ছুরি দেখতে পেল রাশেদ।

উদ্দেশ্য পরিষ্কার। ওরা খুন করবে এবার সবাইকে।

এই ধরনের দৃশ্য আগে কখনো দেখেনি রাশেদ। মনে মনে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল সে। অসহায়ের মতো মৃত্যু এবং কোন কারন ছাড়াই। কিন্তু মধ্যবয়স্ক লোকটার আকস্মিক কান্ডে হতভম্ব হয়ে গেল রাশেদ সাথে দুই দুষ্কৃতিকারীও।

কোনভাবে নিজের হাতের বাঁধন ছুটিয়ে ফেলেছিল মধ্যবয়স্ক মানুষটা আগেই। সামনে ছুরি নিয়ে যখন খেলা করছিল বেঁটে শয়তান, আচমকা আঘাত করতে দেরী করে নি। দুই হাত এককরে বুকের ঠিক মাঝখানে আঘাত করেছে, তারপর একটু উঠে হাঁটু দিয়ে চোয়ালের ঠিক নীচে বসিয়ে দিয়েছে। কিছু বোঝার আগেই অজ্ঞান হয়ে গেছে বাটকুটা।

মধ্যবয়স্ক মানুষটা উঠে দাঁড়িয়েছে এখন। যে দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়েছিল হাত সেটা ধরে আছে বা'হাতে। রাশেদের সামনে দাঁড়ানো ঢ্যাঙা লোকটা এবার রাশেদকে বাদ দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ছুরি একহাত থেকে অন্য হাতে নিচ্ছে বিদ্যুৎ গতিতে যাতে শত্রু বুঝতে না পারে কোনদিক দিয়ে আক্রমন করবে সে।

মধ্যবয়স্ক লোকটাও কম না, সেও পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে বারবার। দুজন ঘুরছে চক্রাকারে। হারিকেনের আলোয় অদ্ভুত লাগছিল রাশেদের। অচেনা ঐ লোকটাই তার ভরসা, কোনভাবে যদি কিছু হয়ে যায় লোকটার তাহলে লম্বু বদমাশটার হাত থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না তাকে আর রাজুকে।

দুজন চক্রাকারে ঘুরছে এখনো। আক্রমন করার আগে পরস্পরকে বোঝার চেষ্টা করছে যেন। লম্বা হওয়ায় একটু সুবিধাজনক অবস্থায় আছে বদমাশটা। মাঝে মাঝে ছুরি চালাচ্ছে মাঝবয়েসী লোকটাকে লক্ষ্য করে, পাকা খেলোয়াড়ের মতো এড়িয়ে যাচ্ছে লোকটা। আরো কিছুক্ষন এভাবে চক্রাকারে নিজেদের প্রদক্ষিন করল দুজন।

এরমধ্যে জ্ঞান ফিরে পেয়েছে রাজু। অবাক চোখে তাকিয়ে আছে সামনের

www.BanglaBook.org

দিকে। রাশেদের সাথে চোখাচোখি হলো এক মুহূর্তের জন্য। বিস্ময়ে বেচারার চোখ কপালে উঠে যাওয়ার মতো অবস্থা।

আবারো ছুরি বাড়িয়ে দিয়ে ঘাই দেয়ার চেষ্টা করেছে লম্বা লোকটা। সেই সুযোগে মাথা নিচু করে বসে হাতের দড়িটা লম্বা লোকটার পা বরাবর ছুড়ে দিয়েছে মাঝ বয়েসী মানুষটা। কোরবানীর সময় গরুর পায়ে যেভাবে দড়ি ঢোকানো হয় অনেকটা সেরকমভাবে। দুই পা পেঁচিয়ে যাওয়ায় ভারসাম্য রাখতে পারল না লম্বা লোকটা। ধাম করে পড়ে গেল মেঝেতে। এক পাশে রাখা ছোট একটা চৌকির কোনায় মাথাটা লাগল তার।

চোখ বন্ধ করে ফেলেছিল রাশেদ, লোকটা পড়ে যাওয়ার সাথে সাথে। মনে হচ্ছিল লম্বুর মাথার খুলি ফেটে গিয়ে মগজ বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু সেরকম কিছু হয় নি, লম্বু এখনো তাকিয়ে আছে, কপালের একপাশ কেটে গিয়ে দরদর করে রক্ত বের হচ্ছে। হাত থেকে ছুরিটা ছুটে গিয়ে ঠিক রাশেদের পায়ের সামনে এসে পড়েছে।

ধীরস্থিরভাবে রাশেদের সামনে এসে দাঁড়াল মাঝবয়েসী লোকটা, একটু ঝুঁকে ছুরি তুলে নিলো। লম্বা লোকটার কাছে গেল, করুন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বেচারা, বুঝতে পারছে নিজের ছুরিতেই জান যাবে তার।

কিন্তু ছুরিটা লম্বা লোকটার পেটে না বসিয়ে এর বাট দিয়ে মাথায় আঘাত করলো মাঝ বয়েসী লোকটা। সাথে সাথে চেতনা হারাল লম্বু।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল রাশেদ, চোখের সামনে কারো মৃত্যু দেখতে ভালো লাগে না তার।

কৃতজ্ঞতার চোখে মাঝবয়েসী লোকটার দিকে তাকাল রাশেদ।

কিন্তু ওদের দুজনের দিকে ভ্রুক্ষেপ করলো না লোকটা। ছুরিটা কোমরে গুঁজে বেরিয়ে যাচ্ছে ছোট ঘরটা থেকে।

"আমাদের খুলে দিয়ে যান, প্লিজ," চেঁচিয়ে বলল রাশেদ, অনেকটা আর্তনাদের মতো শোনাল তার কণ্ঠস্বর।

ঘুরে দাঁড়াল মানুষটা। দুজনের দিকে তাকাল এক এক করে।

"নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরা করে নাও," গম্ভীর কণ্ঠে বলল লোকটা।

"প্লিজ, ওরা মরে নি, অজ্ঞান হয়েছে মাত্র। আপনি চলে যাওয়ার পর বদমাশগুলো জ্ঞান ফিরে পেলে মহা ঝামেলায় পড়ে যাবো আমরা।"

হাসল লোকটা, বয়স হলেও হাসিটা শিশুসুলভ।

"হমম, ঠিক আছে।"

রাশেদের দিকে না এসে রাজুর দিকে এগুলো লোকটা। হাতের বাঁধন খুলে দিলো। তারপর রাজুকে ইশারা করল রাশেদের বাঁধন খুলে দেয়ার জন্য।

কিছুক্ষন আগের বন্দী তিনজন এখন মুক্ত। হারিকেনের আলোয় লোকটাকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এবার আরো কাছ থেকে দেখছে রাশেদ। জুলপিতে পাক ধরেছে, চুলে কিছুটা লালচে ভাব মানুষটার এবং সবচেয়ে অদ্ভুত হচ্ছে লোকটার চোখ। একদম নীল। এই ধরনের নীল চোখা মানুষ আগে কখনো চোখে পড়ে নি তার।

"এখান থেকে বের হয়ে কোন দিকে যাবো?" জিজ্ঞেস করল রাশেদ।

"সেটাও কি আমি বলে দেবো!"

"আমরা আসলে এই এলাকায় একেবারেই নতুন, কিছুই চিনি না।"

"ঠিক আছে, তাহলে আমার পেছন পেছন এসো, ঠিক জায়গায় তোমাদের পৌঁছে দেবো।"

রাশেদের সাথে গা ঘেষে দাঁড়িয়ে আছে রাজু।

"ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবে মানে? পরপারে পাঠিয়ে দেয়ার মতলব নাকি?" ফিসফিস করে রাশেদের কানে কানে বলল রাজু।

হাতে চিমটি কেটে ওকে চুপ থাকার জন্য ইশারা করল রাশেদ।

"ভয়ের কিছু নেই। চাইলে তোমাদের এখানে ফেলে যেতে পারতাম, তা যখন করি নি তাহলে তোমাদের চিন্তার কিছু নেই।"

"এই লোকগুলোর সঙ্গীসাথীরা নিশ্চয়ই আশপাশে আছে, খুব সাবধানে এগুতে হবে," রাশেদ বলল।

"জাস্ট ফলো মি," বলল লোকটা, তারপর কুড়েঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

লোকটা বেরিয়ে যাবার পরও কিছুক্ষন স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে রইল দুজন। একজন আরেকজনের মুখের দিকে তাকাচ্ছে, কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না।

হঠাৎ মনে হলো বেঁটে লোকটা নড়ে উঠেছে। লক্ষ্য করা মাত্রই দৌড়ে দরজার সামনে চলে গেল রাজু। রাশেদও দেরী করলো না। ঐ শয়তানদের হাতে পড়ার চেয়ে মাঝ বয়েসী লোকটার সাথে যাওয়া অনেক নিরাপদ।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৮

কয়েকদিনের মধ্যেই গোটা গ্রামটা পরিচিত হয়ে উঠেছে। বেশ কয়েকজনের সাথে রীতিমতো দোস্তিও হয়ে গেছে। সময়টা খারাপ কাটছে না লখানিয়ার। অনেক দিন এই ধরনের জীবনযাপন থেকে দূরে থেকেছেন। এখন কিছুটা উপভোগ করে নিতে পারলে ক্ষতি কি।

এক্সিডেন্টে স্মৃতিশক্তি হারিয়েছেন এরকম ব্যাখ্যা দিয়ে গ্রাম থেকে দীর্ঘদিন দূরে থাকার অজুহাতকে শক্ত ভিত্তি দিয়েছেন তিনি, সেই সাথে কাউকে ঠিকভাবে চিনতে না পারার পেছনেও একই কারনের কথা বলেছেন। এখন খুব কাছের কাউকে না চিনলেও কেউ কিছু মনে করে না। ধরে নেয় ভুলে গেছে বেচারা। গ্রামটায় তার বন্ধু নিতান্ত কম না, সবচেয়ে বড় কথা বেশ কয়েকজন মেয়েবন্ধুও ছিল প্রাক্তন লখানিয়ার। মেয়েমহলে লখানিয়া যে জনপ্রিয় ছিল এটা বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না। কিন্তু নিজেকে সামলে রেখেছেন তিনি, যা হয়তো অনেকের কাছে অস্বাভাবিক লাগতে পারে। রাতে চেলো মদ খেয়ে সবাই যখন এখানে সেখানে ঢু মারতে যায় তিনি তখন ফিরে আসেন নিজের কুঁড়েঘরে। লখানিয়ার বুড়ি মা তখনো তার জন্য অপেক্ষায় থাকে খাবার নিয়ে। হ্যারিকেনের আলোয় নিজের হাতে খাইয়ে দেয় শতাব্দী প্রাচীন এক পথিককে যে এখানে তার ছেলের ভূমিকা নিয়েছে।

প্রতারনা করতে ভালো লাগে না তার, কিন্তু এই বুড়ো মানুষটার অপত্যস্নেহকে কোনভাবে অপমান করা তার পক্ষে সম্ভব না। তার চেয়ে এই মাতৃস্নেহ উপভোগ করা অনেক বেশি আনন্দের।

সবাই রাতে ঘুমিয়ে গেলে বাইরের ছোট উঠোনটায় চলে আসেন তিনি। ঘুম আসতে চায় না সহজে কিংবা দীর্ঘদিনের স্মৃতিরা যেন ঘুমকে কাছে আসতে দেয় না। বারবার পুরানো সব কথা মাথায় ঘুরতে থাকে। তার নিজের সেই গ্রাম, সেই নদী, সেই গাছপালা, মানুষ। কোথায়? কতোদূরে?

১৭৬০ খৃস্টাব্দ

প্রচন্ড ঠান্ডায় কাঁপছে মিচনার। কতক্ষন ধরে পানিতে ভেসে আছে মনে করতে পারছে না সে। আশপাশে কাউকে দেখা যাচ্ছে না, কিছুই দেখা যাচ্ছে না বলা ঠিক হবে। শুধু কালো পানি। রাতের অন্ধকারে সমুদ্রের পানি যেন অন্ধকারের সাথে মিলেমিশে গেছে। এভাবে আর বেশিক্ষন টেকা যাবে না। এমনিতেই তলিয়ে যাবে সে, সমুদ্রের তলদেশে হারিয়ে যাবে চিরদিনের জন্য। যদিও স্বপ্ন ছিল অনেক কিছু করার, অনেক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেশ দেখার, অনেক কিছু জানার। কিন্তু সবকিছু এখানেই থেমে যাবে। এই ঠান্ডা বরফের মতো শীতল পানিতে।

নির্জীবের মতো আরো কিছুক্ষন ভেসে থাকল মিচনার। ভাবার চেষ্টা করলো কি হয়েছে তার প্রিয় জাহাজটার, সেই সাথে সঙ্গী নাবিকদের। ক্যাপ্টেনের মৃত্যু নিজের চোখেই দেখেছে সে, শত্রুরা নিশ্চয়ই তাদের জাহাজ লুট করে ডুবিয়ে দিয়েছে। অনেকেই নৌকা নিয়ে পালিয়ে যেতে পেরেছে। সেও হয়তো ঐসব দলের মধ্যে থাকতে পারতো। কিন্তু ফার্স্ট মেট জনসন...

মাথায় হাত দিয়ে দেখল মিচনার, ঠান্ডায় জমে গেছে সারা শরীর। তাই কিছু অনুভব করতে পারছে না। জনসন একটা ঘুষি বসিয়েছিল, সেই সাথে পেছন থেকে কেউ একজন মাথায় আঘাত করেছিল, মনে পড়ছে না এখন।

হঠাৎ পানির নীচে কিসের আলোড়ন টের পেল। তার চারপাশের পানি কেমন ঘুরছে মনে হচ্ছে, চক্রাকারে। হাঙররা শিকারের চারপাশে প্রথমবার চক্কর দেয় বলে শুনেছে সে। হাঙরের পেটেই যেতে হচ্ছে তাহলে। পায়ে কিসের স্পর্শ পেয়ে শিউরে উঠলো। আর স্থির থেকে লাভ নেই, প্রানপন সাঁতার কাটার চেষ্টা করল মিচনার। কিন্তু পানি যেন জমে আছে, হাত-পা নাড়ানোই সার, একবিন্দু নড়তে পারে নি নিজের অবস্থান থেকে। শক্তি ফুরিয়ে আসছে।

হাঙর নিশ্চয়ই একটা না, অনেকগুলো হবে।

হঠাৎ সব থেমে গেল। ঠিক যেভাবে আলোড়ন শুরু হয়েছিল আচমকা, ঠিক তেমনি সব থেমে গেল। চারপাশে এখন সব স্থির, পানিও স্থির। চারদিকে তাকাল মিচনার। নিকষ অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তবে বোঝা যাচ্ছে এটা ঝড়ের পুর্বাভাস। বড় ঝড়ের আগে সমুদ্রের পানি এভাবে স্থির হয়ে যায় বলে শুনেছে সে বুড়ো নাবিকদের কাছ থেকে আর সামুদ্রিক প্রানীরাও তা আগে থেকে টের পেয়ে সাবধান হয়ে যায়।

আকাশের দিকে তাকাল মিচনার। কালো অন্ধকার আকাশ, মেঘে ঢেকে আছে। বিদ্যুৎ চমকালো এই সময়। সমুদ্রের পানি আবার নড়তে শুরু করেছে। বড় বড় ঢেউ উঠছে, সেই ঢেউয়ে একবার উপরে উঠে আবার নীচে নামছে মিচনার। ক্রমাগত লবনাক্ত পানি পেটে ঢুকছে। কিছুই করার নেই ভাগ্যের হাতে নিজেকে সপে দেয়া ছাড়া। আশপাশে স্থলভাগের কোন দেখা নেই, থাকলেও হয়তো এই অন্ধকারে তার চোখে পড়বে না।

ঢেউয়ে দুলতে দুলতে ডানদিকে অনেকটা সরে এসেছে মিচনার। প্রানপন চেষ্টা করছে স্বাভাবিক থাকার, ভয় পেয়ে লাভ নেই। এবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে। মুষলধারে। মুখ কিছুক্ষন হা করে থাকল মিচনার, বৃষ্টির পানিতে জিভ ভেজানোর চেষ্টা। লবনাক্ত পানিতে মুখটা তেতো হয়ে আছে।

www.BanglaBook.org

আর কতোক্ষন এভাবে ভাসতে হবে জানা নেই, বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা হুল ফোটানোর মতো বিঁধছে মাথায়। গা এলিয়ে দিয়ে চুপচাপ পড়ে রইল মিচনার। ঢেউয়ের মাত্রা বেড়েছে। অসহায়ের মতো উপরে উঠছে আর নামছে সে। মনে আশা ছিল এই বৃষ্টি হয়তো থেমে যাবে আস্তে আস্তে, ঢেউয়ের তেজ কমবে।

কিন্তু না, সে আশায় গুড়েবালি। সবকিছু এলোমেলো করে দেয়ার মতো বিশাল এক সাইক্লোন জন্ম নিচ্ছিল কিছুদিন ধরে। সেটাই এখন আঘাত করার জন্য তৈরি, সেই আঘাতে মিচনার আরো দূরে কোথাও ভেসে গেলো।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৯

কতোক্ষন দৌড়েছে মনে করতে পারছে না রাশেদ, মনে হচ্ছে অনন্তকাল ধরে দৌড়াচ্ছে সে। সামনে মধ্য বয়স্ক সেই লোকটা, পেছনে রাজু। লোকটার সাথে তাল মিলিয়ে দৌড়ানো খুব কঠিন কাজ। এই বয়সেও অনেক প্রানশক্তি ধারন করে বোঝাই যাচ্ছে। চারপাশে ঝোপঝাড়, অসমান মাটিতে অন্ধকারে দৌড়ানো খুব কঠিন। আর দৌড়ানো সম্ভব নয় বলে দাঁড়াল রাশেদ। হাফাচ্ছে, বড় করে নিঃশ্বাস নিলো কয়েকবার। রাজু এসে পাশে দাঁড়াল এই সময়।

"আর পারছি না," দম নিতে নিতে বলল রাশেদ।

"আমার অবস্থাও কাহিল।"

"উনাকে থামতে বল," রাশেদ বলল।

"যাক না, উনি না থাকলেও সমস্যা হবে না।"

"লোকটা এতো উপকার করলো আমাদের, অথচ নামটাই জানতে পারলাম না," মাটিতে বসে পড়েছে রাশেদ। দাঁড়াতেও কষ্ট হচ্ছে তার।

"নাম দিয়ে দরকার নেই, এই ধরনের লোকের সাথে পরিচিত হওয়া মানেই ঝামেলা।"

বিস্মিত দৃষ্টিতে রাজুর দিকে তাকাল রাশেদ, বন্ধুর মুখ থেকে অনেক দিন পর বুদ্ধিমানের মতো একটা কথা শুনতে পেয়ে।

"আমরা তাহলে কি করবো?" রাশেদের পাশে বসতে বসতে বলল রাজু।

চুপ করে থাকল রাশেদ। এখনো উঠার শক্তি পাচ্ছে না সে। সারা শরীর বেয়ে দরদর করে ঘাম নেমে আসছে।

"কি করবো বল না?" আবারো জিজ্ঞেস করল রাজু।

"এখানে বসে থাকাটা নিরাপদ না!" ভারী একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল দুজনেই। চমকে সামনে তাকাল। মধ্য বয়েসী লোকটা দাঁড়িয়ে আছে, একটু আগেও বেশ অনেকটা এগিয়ে ছিল লোকটা। ওদের দুজনকে বসে পড়তে দেখে নিশ্চয়ই থেমেছে লোকটা, ভাবল রাশেদ।

"কিন্তু আর পারছি না," রাজু বলল।

"পারতে হবে, এই বয়সেই এমন হাঁপিয়ে পড়লে চলবে না," কিছুটা ঠাট্টার সুরে কথাগুলো বলল লোকটা।

উঠে দাঁড়াল রাশেদ, এখানে বসে থাকা আসলেই নিরাপদ না।

"কোনদিকে যাবো?"

"জাস্ট ফলো মি," যেন আদেশ দিল লোকটা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নির্দ্বিধায় হুকুম মেনে নিলো দুজন। নিকষ অন্ধকারে অচেনা একজন মানুষের পেছনে হাঁটতে থাকল।

* * *

সন্দীপ তারচেয়ে বয়সে অনেক ছোট, ওকে অনেক আগে থেকেই চেনেন। অন্য লোকটাকে দেখে তেমন ভরসা পেলেন না তিনি, বাংলাদেশ থেকে এসেছে। বেশ নরমসরম চেহারা, ভারিক্কি ভাব নেই। মাঝামাঝি ধরনের স্বাস্থ্য, তবে চোখ দুটোতে দারুন বুদ্ধির ছাপ আছে মনে হলো তাঁর কাছে। সন্দীপ এই বয়সেই গাম্ভীর্য্য জিনিসটা ভালোই আয়ত্ত্ব করে ফেলেছে। বাংলাদেশি ভদ্রলোকের নাম ডঃ আরেফিন। পরিচয় হওয়ার সময় হেসেছিল লোকটা, হাসিটা বেশ।

তাকে দেখে সন্দীপের মধ্যে তেমন ভাবান্তর দেখতে পেলেন না প্রফেসর সুব্রামানিয়াম। কেমন চুপচাপ, গম্ভীর হয়ে আছে। কি যেন ভাবছে গভীর মনোযোগে। আগের ছটফটে ভাব নেই, এখন বেশ পরিনত, শান্ত মনে হচ্ছে সন্দীপকে।

আজ সকালেই তিনজন এক হয়েছেন দিল্লীর নামী এক হোটেলে। সকালে এসে পৌঁছেছেন তিনি। সন্দীপ আর ঐ বাংলাদেশী ভদ্রলোক এসেছে গতরাতে।

এখন লবীতে বসে তিনজন তিনদিকে তাকিয়ে আছে। যেন কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না।

ডঃ আরেফিনকে দেখে মনে হচ্ছে উশখুশ করছেন, সঙ্গীদের সাথে পরিচয় হয়েছে কেবল, আরো কথা বলতে চান। কিন্তু চুপচাপ থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার দুই সহকর্মী। তাই অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও একটা ম্যাগাজিন টেনে নিলেন ডঃ আরেফিন। ডঃ কারসন মেইলে লিখেছিলেন সকালে আসবেন, তখন তিনজন যেন তার জন্য লবীতে অপেক্ষা করে। একটু আগে জানা গেছে তার ফ্লাইট ডিলে হয়েছে। সন্দেহ হচ্ছে প্রফেসর সুব্রামানিয়ামের। ডঃ কারসন হয়তো ইচ্ছে করেই দেরী করছেন। যদিও এমনটা ভাবার কোন যুক্তি নেই তার কাছে।

"আর কতোক্ষন অপেক্ষা করতে হবে, এর চেয়ে রুমে ফিরে যাই," ডঃ আরেফিনের দিকে তাকিয়ে বলল সন্দীপ।

উত্তর দেয়ার আগে প্রফেসর সুব্রামানিয়ামের দিকে তাকালেন ডঃ আরেফিন। ভদ্রলোক অন্যদিকে তাকিয়ে আছেন। এই দুজনের মধ্যে কোন সমস্যা আছে, কেন যেন মনে হলো তার।

"আরো কিছুক্ষন দেখি," ডঃ আরেফিন বললেন। "আপনি কি বলেন?" প্রফেসর সুব্রামানিয়ামের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন।

কাঁধ ঝাঁকালেন প্রফেসর। হাসার চেষ্টা করে মুখ বাঁকালেন, যদিও এ দিয়ে তিনি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কি বুঝিয়েছেন তিনি নিজেও জানেন না।

উঠে দাঁড়িয়েছেন ডঃ আরেফিন। সামনে মহাসমস্যা আছে বোঝা যাচ্ছে। এই দুই ইন্ডিয়ান প্রফেসরের সাথে কাজ করা মহা ঝামেলা হয়ে যাবে। ছেলেমানুষের মতো আচরন করছে দুজন। পরস্পরকে ভালো করে চিনেও না চেনার ভান করছে।

"কেমন আছেন সবাই?"

কণ্ঠটা চেনা মনে হলো ডঃ আরেফিনের কাছে। ঘুরে দাঁড়ালেন। ভোজবাজির মতো উদয় হয়েছেন ডঃ কারসন। চমকে গেলেও প্রকাশ করলেন না তিনি।

"দুঃখিত, অনেকক্ষন বসিয়ে রেখেছি আপনাদের," হাসিমুখে বললেন ডঃ কারসন। এগিয়ে এসে সবার সাথে হাত মেলাচ্ছেন। হাতে একটা ট্রাভেল ব্যাগ। বড় ব্যাগটা ট্রলিতে করে নিয়ে যাচ্ছে বেয়ারা, তারমানে মাত্রই হোটেলে ঢুকেছেন।

"সন্দীপ, সুব্রামানিয়াম এবং আরেফিন, আপনারা তিনজনই এসেছেন দেখে খুব ভালো লাগছে," একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন ডঃ কারসন, এমন জায়গায় চেয়ারটা রেখেছেন যাতে তিনজনের মুখোমুখি বসা যায়।

মাথা নাড়াল সন্দীপ, সুব্রামানিয়ামও তাই করলেন। ডঃ আরেফিন হাসলেন।

"আমি রুমে যাচ্ছি, ঠিক আধ ঘন্টা পর সবাই আমার রুমে আসবেন, সেখানেই ব্রিফ করবো আমাদের কাজ সম্পর্কে," ডঃ কারসন বললেন। বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাকে।

"কিন্তু আপনার তো ফ্লাইট ডিলে হয়েছিল?" জিজ্ঞেস করলেন প্রফেসর সুব্রামানিয়াম।

"একটা সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু চেষ্টাটা সফল হয় নি মনে হচ্ছে," কপট মন খারাপের চেহারা করে বললেন ডঃ কারসন।

"আপনার রুম নাম্বার কতো ডঃ কারসন?" জিজ্ঞেস করলেন ডঃ আরেফিন।

"নাইন টু টু। আমি উঠি তাহলে, ঠিক ত্রিশ মিনিট পর আশা করছি আপনাদের," বললেন ডঃ কারসন।

"ঠিক আছে," বললেন ডঃ আরেফিন। বাকি দুজনের দিকে তাকালেন। উঠে দাঁড়িয়েছে ওরাও।

সন্দীপকে বেশ চিন্তিত মনে হচ্ছে। প্রফেসর সুব্রামানিয়াম দুজনের দিকে হাত নাড়িয়ে চলে গেছেন।

"কি হলো আপনি রুমে যাবেন না?" সন্দীপকে জিজ্ঞেস করলেন ডঃ আরেফিন।

"একটু বসুন, কিছু কথা আছে," প্রায় ফিসফিস করে বলল সন্দীপ।

অবাক হলেও বসলেন ডঃ আরেফিন।

"মনে হচ্ছে আমাদের অনুসরন করছে কেউ," গলা আরো নামিয়ে বলল সন্দীপ, এদিক-সেদিক তাকাচ্ছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আমাদের? কে অনুসরন করবে?"

"সেটাই তো বুঝতে পারছি না।"

"হমম, সত্যি বলতে আমি তেমন কোন লক্ষন দেখতে পাই নি এখনো," ডঃ আরেফিন বললেন।

"আমি পেয়েছি, কাল রাতে ডিনার করতে নীচে নেমেছিলাম, রুমে ফিরে দেখি আমার জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করা হয়েছে।"

"রুম সার্ভিস করতে পারে।"

"তা পারে, কিন্তু ওরা করে নি এটা নিশ্চিত।"

"কিভাবে নিশ্চিত হলেন?"

"ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কোন রুম সার্ভিস পাঠানো হয়েছিল কি না আমার রুমে, সে বলল কাউকে পাঠানো হয় নি।"

"এতে তেমন কিছু প্রমান হয় না, হয়তো জিনিসপত্র আপনিই নাড়াচাড়া করেছিলেন, পরে ভুলে গেছেন," ডঃ আরেফিন বললেন।

অবাক চোখে তাকাল সন্দীপ। ডঃ আরেফিন তার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করে নি দেখে সে কিছুটা হতাশ মনে হলো।

"ঠিক বলেছেন, হতেও পারে। হয়তো আমারই ভুল ধারনা," দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল সন্দীপ।

"চলুন তাহলে উঠি," উঠে দাঁড়িয়ে বললেন ডঃ আরেফিন। পাঁচ মিনিট এর মধ্যে চলে গেছে। ডঃ কারসনের রুমে যাওয়ার আগে রুমে ফিরে গোসলটা সেরে নিতে চান তিনি, কিন্তু এই সন্দীপ কথা শুরু করলে সহজে থামার পাত্র নয় তা সে বুঝে গেছে কিছুক্ষনের মধ্যেই।

ডঃ আরেফিন উঠে যাওয়ার পর আরো কিছুক্ষন লবীতে বসল সন্দীপ। কোথায় যেন একটা গন্ডগোল আছে, ধরতে না পারা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছে না সে।

দূরে কাউন্টারের কাছে শশ্রুধারী একটা যুবক তাকিয়ে আছে তার দিকে। যদিও তা চোখে পড়ে নি সন্দীপের।

সন্দীপ উঠে দাঁড়াতে মোবাইল ফোন বের করল শশ্রুধারী।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১০

"আমি রাশেদ, আর ও আমার বন্ধু রাজু," নিজেদের পরিচয় দিয়ে মাঝ বয়েসী লোকটার সাথে হাত মেলাল রাশেদ।

উত্তরে নিজের নাম বলার কথা লোকটার, কিন্তু সে ভদ্রতার ধার না ধেরে একটা সিগারেট ধরিয়েছে লোকটা। যেন এর চেয়ে বড় কাজ আর নেই।

চেহারায় ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট। প্রায় ঘন্টাচারেক দৌড়ানোর পর পাহাড় পাড়ি দিয়ে সমতলে নেমে আসতে পেরেছিল ওরা। এই লোক না থাকলে ওদের দুজনের পক্ষে তা কখনোই সম্ভব হতো না। পুরো এলাকাটাকে মনে হয় হাতের তালুর মতো চেনে।

"আমার নাম তানভীর, তানভীর রহমান," একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বলল লোকটা।

হোটেল রুমে এসে পৌঁছেছে ওরা কিছুক্ষন হলো। তানভীর রহমানও নাকি একই হোটেলের বাসিন্দা, শুনে কিছুটা কাকতালীয় মনে হলেও মেনে নিয়েছে রাশেদ, নিজের রুমে ডেকে বসিয়েছে আলাপ করার জন্য। যদিও সারা রাতের পরিশ্রমে শরীর যেন আর মানতে চাইছে না।

"ধন্যবাদ, তানভীর সাহেব, কাল রাতে আপনি আমাদের বাঁচিয়েছেন," রাশেদ বলল, সমর্থনের জন্য রাজুর দিকে তাকাল। রাজু বিছানার এককোনায় বসে আছে, মুখ ভার করে, কারন বুঝতে পারলো না রাশেদ।

"ধন্যবাদ দেয়ার কিছু নেই, ইটস ওকে," সিগারেটে বড় একটা টান দিয়ে বলল তানভীর রহমান।

"আমরা আসলে পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম, কিন্তু আপনি..."

"আমি...আমি..." কিছুক্ষন আমতা আমতা করলো তানভীর, মনে হচ্ছে বলতে চাইছে না।

"ওরা আমাদের আটকে রেখেছিল কেন?" কথা অন্যদিকে ঘোরানোর জন্য বলল রাশেদ।

"সম্ভবত ওরা মাদক অথবা অস্ত্র চোরাচালানী, নিজেদের ঘাঁটির অবস্থান কারো কাছে ফাঁস হয়ে যাক তা ওরা চায় নি।"

"হমম, হতে পারে, আপনি কিভাবে আটকে পড়লেন তা কিন্তু বলেন নি," গম্ভীর মুখে প্রশ্ন করল রাজু, বেশ কিছুক্ষন ধরেই সে চুপচাপ ছিল।

"পাহাড়ে পাহাড়ে ঘোরা আমার একটা নেশা বলতে পারো, হঠাৎ ওদের হাতে ধরা পড়ে যাই," তানভীর রহমান বলল। অ্যাসট্রেতে সিগারেট গুঁজে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

"আপনার রুম নাম্বার কতো?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"দুইশ দুই, এখানে আরো কয়েকদিন আছি, চাইলে এসো, গল্প করা যাবে।"

দরজা খুলে দিল রাশেদ। তানভীর রহমান বের হয়ে গেল রুম থেকে।

রাজুর দিকে ফিরল রাশেদ।

"তোর কি হয়েছে রে?" রাজুকে জিজ্ঞেস করল।

"কিছু না।"

"কিছু একটা তো হয়েছে।"

"তুই লক্ষ্য করেছিস ভদ্রলোকের চোখের রঙ, কেমন নীল," বলল রাজু, পায়চারি করছে রুমটায়। "এছাড়া উনার কথা একেবারেই বিশ্বাস হয় নি আমার, কোথাও কোন ঘাপলা আছে।"

"কি রকম শুনি?" বিরক্তির সুরে জিজ্ঞেস করল রাশেদ।

"সেটাই তো বুঝতে পারছি না," হতাশ কণ্ঠে বলল রাজু।

"তোর আর বুঝে কাজ নেই, নাস্তার অর্ডার দে, নাস্তা খেয়ে ঘুমাবো," বলল রাশেদ। তারপর বাথরুমে ঢুকে গেল।

পায়চারি করছে রাজু এখনো। কোথাও একটা খটকা আছে, কি সেটা বের করা পর্যন্ত শান্তি হবে না।

রুমে টেলিফোন সেটটার দিকে তাকাল রাজু। নাস্তার অর্ডার দিতে হবে, সেই সাথে একটা তথ্য জেনে নিলে ভালো হয়।

নাম্বার ঘোরাল।

"নাস্তা পাঠান চারশ আট নাম্বার রুমে।"

"পাঠাচ্ছি স্যার।"

"আরেকটা কথা, দুইশ দুই নাম্বার রুমে যে গেস্ট আছেন তার নাম বলা যাবে?"

"কেন স্যার, কোন সমস্যা?"

"সমস্যা নেই। জানা দরকার। হয়তো আপনারও তাতে লাভ হবে।"

"ভদ্রলোকের নাম লরেন্স ডি ক্রুজ, এই মাত্র বাইরে চলে গেছেন তিনি। কিছু বলতে হবে?"

উত্তর না দিয়ে রিসিভারটা রেখে দিলো রাজু। তার ধারনা পুরোপুরি ঠিক, কোথাও কোন সমস্যা আছে।

* * *

দিনগুলো বেশ কেটে যাচ্ছে লখানিয়ার। কোন চিন্তাভাবনা নেই, সারাদিন এখানে সেখানে গল্পগুজব আর আড্ডায় সময় ভালোই কাটছে। সমস্যা হচ্ছে বুড়ি বায়না ধরেছে বিয়ে করতে হবে। বিয়ে! মনে মনে হাসে লখানিয়া। গত জীবনটা যার সাথে পার করেছেন তার কথা মনে পড়ে যায়। বিয়ে করার কোন ইচ্ছে জীবনে ছিল না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিন্তু রহিম ব্যাপারীর অনুরোধ ফেলতে পারেন নি। এবার আর সেরকম কোন ভুল করা চলবে না। যে উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন তা পুরো করতে হবে যে কোন মূল্যে।

তিব্বতে বৃদ্ধ শেবারনের দেয়া সেই চামড়ার খোপটা সুটকেসে আছে। গতরাতেও বের করে দেখছিলেন। সাম্ভালায় যাওয়ার ম্যাপ আছে সেখানে। যদিও কিছু বুঝতে পারেন নি ম্যাপটা দেখে। কবে কে ম্যাপটা বানিয়েছিল জানা হয় নি। বৃদ্ধ শেবারন ম্যাপটা পেয়েছিল তার গুরুর কাছ থেকে, সেই গুরুও বোধহয় অন্য কারো কাছ থেকে পেয়েছিল জিনিসটা। এখন হাজার বছর পর এই ম্যাপ দিয়ে সঠিক জায়গা বের করা প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। যদিও অসম্ভবকে জয় করার মতো সাহস, শারীরিক শক্তি, ধৈর্য এবং সময় সবই আছে তার হাতে। এখন শুধু বের হওয়ার অপেক্ষা। এখানে থেকে থেকে কেমন মায়া জন্মে যাচ্ছে সবকিছুর উপর।

"লখানিয়া, খেয়ে যা," বুড়ির ডাক এলো বাইরে থেকে।

ছোট খাটিয়ায় উঠে বসল লখানিয়া। বুড়ি পারলে নিজের হাতে খাইয়ে দেয় ছেলেকে। ডাল, সব্জি আর রুটি। তাও অমৃতের মতো লাগে।

বারান্দায় খাবার সাজিয়ে বসে আছে বুড়ি। বড় একটা বাটিতে দুই তিন পদ রাখা, একপাশে কাসার গ্লাসে পানি। ছেলেকে না খাইয়ে বুড়ি খায় না, তাই বুড়ির সামনে পেট পুরে খেয়ে নেয় লখানিয়া।

একপাশে দাঁড়িয়ে গ্লাসের পানি দিয়ে হাত ধুয়ে নিলো লখানিয়া। সেখান থেকেই চোখে পড়ল বুড়ি কাঁদছে।

"ও মা, তুমি কাঁদো ক্যান?"

জিজ্ঞেস করে লখানিয়া।

উত্তর দেয় না বুড়ি, চোখ মুছে খাবার প্লেট এগিয়ে দেয় ছেলের দিকে।

রুটি ছিড়ে শবজি দিয়ে খাওয়া শুরু করে লখানিয়া। কিন্তু খাবার নামতে চায় না গলা দিয়ে। আড় চোখে তাকায় বুড়ির দিকে। চোখ এখনো ভেজা ভেজা। যেন কিছু একটা জানে কিন্তু লুকোতে চায়।

"মা, তুমি এমন করলে আমি কিন্তু খাবো না?"

"খা বাবা, তুই না খেলে রান্না করে কা'কে খাওয়াবো," মৃদু স্বরে বলে বুড়ি।

আর কথা বাড়ায় না লখানিয়া। এটুকু বোঝা যাচ্ছে আর সবাইকে ফাঁকি দেয়া গেলেও বুড়িকে ফাঁকি দেয়া যায় নি। মায়ের চোখ ঠিকই নিজের সন্তানকে চিনতে পারে। কিন্তু এসব নিয়ে কথা বলে বুড়ো মানুষটাকে কষ্ট দিতে ইচ্ছে করছে না।

এখানে আর বেশিদিন থাকা যাবে না। সময় হয়েছে যাত্রা শুরু করার। যাওয়ার আগে সুটকেস দু'টোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা দরকার। এতো ভারি দু'টো জিনিস নিয়ে দীর্ঘ যাত্রায় যাওয়ার কোন মানে নেই। শুধু শেবারনের দেয়া খোপটা নিলেই চলবে। সাম্ভালা'র খোঁজ সেখানেই আছে।

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১১

১৭৬০ খৃস্টাব্দ।

এতো সুন্দর মুখ কখনো দেখে নি তাই কিছুক্ষন স্থির হয়ে তাকিয়ে রইল মিচনার। চারপাশ কেমন অদ্ভুত সুন্দর, মায়াময়। আলো আধারীতে কেমন মায়াবী লাগছে সবকিছু। যেন চারদিকে সবকিছু ভাসছে, সে নিজেও কিছুটা ভাসমান অবস্থায় আছে বলে মনে হলো। দুলছে ধীরে ধীরে। মনে হয় পৃথিবীর বাইরে অন্য কোন জগতে চলে এসেছে সে। সেই জগতে এই অদ্ভুত সুন্দর মুখশ্রীর মানুষ বাস করবে, সেটাই স্বাভাবিক। কালো চোখগুলোর তুলনা কি, ঢেউ খেলানো চুলগুলো দুলছে সেই সুন্দর মুখশ্রীর চারদিকে। চোখে ইশারা, যেন কিছু বলতে চায়, কিছু দেখাতে চায়।

আশপাশে তাকাল মিচনার। সুন্দরী মেয়েটার হাতে একটা কিছু আছে, একটা পানপাত্র। ইশারায় সেটা নিতে বলল মেয়েটা। মন্ত্রমুগ্ধের মতো আদেশ পালন করছে মিচনার, যেন এর বাইরে যাওয়ার উপায় নেই। পানপাত্রটা হাতে নিয়ে স্থির হয়ে কিছুক্ষন তাকিয়ে রইল সে। টলটলে স্বচ্ছ এক ধরনের পানীয় দেখা যাচ্ছে। ইশারায় পান করতে বলছে মেয়েটা। যন্ত্রচালিত পুতুলের মতো তা পান করে নিয়েছে মিচনার, চোখ বন্ধ করে। জানে না কি হবে সামনে, মৃত্যু! এই পানীয় কি বিষ না অন্যকিছু। বুদ্ধিবিবেচনা করার অধিকার যেন নেই তার। পানীয়টা গলা দিয়ে যাওয়ার সময় কেমন অদ্ভুত একটা স্বাদ লেগে রইল মুখে। চোখ খুলে তাকিয়ে দেখল কেউ নেই আশপাশে। চারপাশ কেমন দুলছে। চারদিক আলোয় ভরে গেছে। হাঁসফাঁস করছে সে, এ নিশ্চয়ই স্বপ্ন, জেগে উঠতে হবে যে করেই হোক।

জেগে উঠলো মিচনার।

সাগরে কতোক্ষন ভেসেছিল মনে নেই। শুধু মনে আছে প্রচন্ড ঝড়ের তোড়ে ভেসে গিয়েছিল সে। জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। ডুবে যায় নি কেন সেটাই আর্শ্চয্য। চোখ মেলে তাকিয়ে অবাক হলো মিচনার। চারপাশ আলোয় আলোকিত, ঝকঝকে বালিতে সুর্য্যের দিকে মুখ করে শুয়ে আছে সে। মাথার উপর সুর্য্য আলো দিচ্ছে, সামনে সমুদ্রের টলটলে নীল পানি। চারপাশে তাকাল, ছোট সুন্দর একটা সৈকতে শুয়ে আছে সে। বালি যেখানে শেষ সেখানে শুরু হয়েছে নারকেল গাছের সারি। লম্বা লম্বা গাছগুলো বাতাসে অল্প অল্প দুলছে।

নিজেকে চিমটি কেটে নিলো মিচনার, সে কি স্বর্গে চলে এসেছে? কাল রাতে ঝড়ে মারা পড়েছে? কিন্তু চিমটিটা জোরে দিয়েছিল, তাই ব্যথায় ককিয়ে উঠল। উঠে দাঁড়াল। চাইলে এখানে অনন্তকাল শুয়ে থাকা যায়, কিন্তু ক্ষুধা বলেও একটা ব্যাপার আছে।

www.BanglaBook.org

কিভাবে কখন এখানে এসেছে মনে পড়ছে না, হয়তো প্রচন্ড ঝড়ে সাগরের ঢেউয়ে এতোদূর চলে এসেছে। হতে পারে, সবই সম্ভব, হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিল মিচনার। সহজে মারা যাওয়ার লোক নয় সে, পুরো পৃথিবী দেখার উদ্দেশ্যে বাড়ি ছেড়ে ছিল একদিন। সেই উদ্দেশ্য পূরন না করে মৃত্যু তার কাছে ভিড়তে পারবে না।

একটা স্বপ্ন দেখছিল সে, স্বপ্ন না বাস্তব তা পরিষ্কার নয়, কেননা মুখে এখনো সেই অদ্ভুত স্বাদটা লেগে আছে। কিন্তু এমন একটা স্বপ্ন বাস্তব হয় কি করে? অদ্ভুত সুন্দর সেই মুখ, সেই হাসি আর চারপাশের অপার্থিব পরিবেশ বাস্তবে অসম্ভব। সেই পানপাত্র! এমন জিনিস চোখে দেখে নি কোনদিন, সবচেয়ে বড় ব্যাপার যে পানীয় সে পান করেছে তার স্বাদ এখনো মুখে লেগে আছে কি করে!

সূর্য্য যদিও মধ্যগগনে তবু খুব একটা তাপ অনুভব করছে না মিচনার, সমুদ্রের হাওয়ায় গা জুড়িয়ে যাচ্ছে তার। পরনের কাপড়-চোপড় শতচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এর মধ্যে। তাই শুধু প্যান্টটা রেখে শার্ট ছুঁড়ে ফেলে দিল সে। হাঁটছে, তপ্ত বালির উপর। যদিও তাতে কোন সমস্যা হচ্ছে না তার।

গতকাল বিকেলে সামান্য খাওয়া জুটেছিল কপালে, তারপর শত্রুর জাহাজের হঠাৎ আক্রমন, সমুদ্রে পড়ে যাওয়া, ঝড়ের কবলে পড়ে সুন্দর এই সমুদ্রসৈকতে চলে আসা, অনেক সময় পার হয়ে গেলেও এখনো ক্ষুধা অনুভব করছে না মিচনার। সেই সাথে তৃষ্ণাও। মুখে লেগে থাকা স্বাদটা চেনার চেষ্টা করছে সে। কিন্তু চেনাজানা কোন পানীয় কিংবা খাবারের সাথে এর কোন মিল নেই।

জায়গাটা ঘুরে দেখা দরকার, চারপাশে সবকিছু চমৎকার, ছবির মতো। কিন্তু কোন মানুষ দেখা যাচ্ছে না, কোনকালে কেউ এসেছিল তার কোন লক্ষনও চোখে পড়ছে না। জায়গাটাকে দ্বীপ বলেই মনে হচ্ছে। পুরোটা ঘুরে না দেখা পর্যন্ত নিশ্চিত বোঝা যাবে না।

হাঁটছে মিচনার, বয়স কম হলেও তার শারীরিক গড়ন অদ্ভুত সুন্দর, যেন গ্রীক দেবতাদের আদলে তৈরি করা হয়েছে। আকাশের দিকে তাকাল, এখন মধ্য দুপুর। খুব ঘুম পাচ্ছে তার। ছায়াময় একটা জায়গা বেছে নিয়ে শুয়ে পড়ল সে। ঘুম থেকে উঠে যা করার করতে হবে।

* * *

ডঃ কারসনের রুমে বসে আছে তিনজন, সন্দীপ, ডঃ আরেফিন এবং প্রফেসর সুব্রামানিয়াম, তিনজনকেই কিছুটা গম্ভীর দেখাচ্ছে। ডঃ কারসন দাঁড়িয়ে আছেন সামনে। ছোট একটা টেবিলে ল্যাপটপ এবং একটা প্রজেক্টর মেশিন দেখা যাচ্ছে, উলটো পাশের দেয়ালটাকে প্রজেক্টরের পর্দা হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। ডঃ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কারসনের মাত্রই তার বক্তব্য শেষ করলেন। এখন তাকিয়ে আছেন তার সহকর্মীদের দিকে। তিনজনই মোটামুটি নির্বাক, যেন কথা বলার ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। ডঃ আরেফিনকে কিছুটা উশখুশ করতে দেখা গেল, যেন কিছু বলতে চান, কিন্তু ইশারায় নিষেধ করেছেন ডঃ কারসন। তিনি প্রফেসর সুব্রামানিয়াম কিংবা সন্দীপের মুখ থেকে কিছু শুনতে চান আগে।

"মিঃ সুব্রামানিয়াম, আপনি কিছু বলুন? এই বিষয়ে আপনার ধারনা কি?"

জিজ্ঞেস করলেন ডঃ কারসন।

উত্তর দেয়ার আগে বাকি দুজনের দিকে তাকালেন প্রফেসর সুব্রামানিয়াম, তাকে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত মনে হচ্ছে।

"আমি আসলে কনফিউজড, এই বিষয়ে একসময় কিছুটা আগ্রহ থাকলেও মিথ বলে উড়িয়ে দিয়েছিলাম, এখন মনে হচ্ছে ভুল করেছিলাম আমি।"

"ডঃ সন্দীপ, আপনার কি মত?" এবার সন্দীপের দিকে ফিরলেন ডঃ কারসন।

"এই ভারতে লক্ষ লক্ষ মিথ আছে, একজন বিজ্ঞানী হয়ে প্রমান ছাড়া কোন কিছুতেই বিশ্বাস করবো না আমি। আপনার দেখানো বিষয়গুলো যদিও অকাট্য প্রমান নয়, তবু মনে হচ্ছে আমাদের একবার চেষ্টা করা উচিত।"

"ডঃ আরেফিন, আপনি কিছু বলবেন?"

কিছুটা অস্বস্তিবোধ করছেন ডঃ আরেফিন। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষনায় মিথকে গুরুত্বের সাথে দেখা হলেও বাংলাদেশে সেভাবে কাজ করার সুযোগ কখনো আসে নি। ডঃ কারসন যা বলেছেন কিছুক্ষন আগে তাতে সত্যতা থাকলে তা মানবজাতির ইতিহাসে বড় একটা আবিষ্কার বলে বিবেচিত হবে সন্দেহ নেই, সবচেয়ে সমস্যা হচ্ছে এই বিষয়ে তার ব্যক্তিগত কোন পড়াশোনা বা অভিজ্ঞতা কোনটাই নেই।

"আমি আসলে এই বিষয়ে একেবারেই অজ্ঞ, আমি আপনার সাথে আছি," বললেন ডঃ আরেফিন, সঙ্গী দুজনের দিকে তাকালেন।

"ওকে, ফাইন, কাল ভোরে রওনা দেবো আমরা, ঠিক সাড়ে ছটায়," প্রজেক্টর থেকে ল্যাপটপের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিলেন ডঃ কারসন।

উঠে দাঁড়িয়ে একে একে বেরিয়ে এলো তিনজন ডঃ কারসনের রুম থেকে। এক অসম্ভবের পেছনে দৌড়ানোর অভিযানে বের হতে যাচ্ছে তারা। একে অপরকে বিদায় জানিয়ে যে যার রুমের দিকে হাঁটতে থাকল।

ডঃ আরেফিনের মনে হলো পরিচিত কাউকে পাশ কাটালেন তিনি। অল্প বয়স্ক সুন্দর এক তরুণ। যদিও মুখটা দাড়িতে ঢাকা, তবু চোখ দু'টো চেনা মনে হলো। এই দৃষ্টি আগে কোথাও দেখেছেন। কোথায়? মনে করতে পারলেন না। ধীর পায়ে নিজের রুমের দিকে হাঁটতে থাকলেন।

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১২

"লরেন্স ডি ক্রুজ! এটা আবার কেমন নাম?" অবাক কণ্ঠে বলল রাজু।

"ভদ্রলোক খ্রিস্টান, তাই নাম এরকম, অবাক হওয়ার কি আছে," বিছানায় হেলান দিয়ে বসল রাশেদ।

"তোর কাছে অবাক লাগলো না, আমাদের কাছে নাম বলল তানভীর রহমান, অথচ হোটেলে নাম লেখানো লরেন্স ডি ক্রুজ!"

"উনি হয়তো ইচ্ছে করেই হোটেলে ভুল নাম এন্ট্রি করিয়েছেন," রাশেদ বলল।

"নাকি আমাদের কাছে ভুল নাম বলেছেন?"

"বাদ দে, ঐ লোকের সাথে আমাদের আর কাজ নেই," ঘুম পাচ্ছিল রাশেদের, তাই কথা বাড়াতে চাচ্ছে না।

"আমি কিছু বললেই বাদ দে, ঠিক আছে দিলাম," রাশেদের বিছানার পাশের ছোট চেয়ারটায় আরাম করে বসল রাজু।

"আমরা এসেছি বেড়াতে, বিপদে পড়েছিলাম উদ্ধার পেয়ে গেছি," রাশেদ বলল, "এখন শান্তিমতো ঢাকা পৌছাতে পারলেই খুশি।"

"কবে যাবি?"

"আজ রাতেই যাবো, যা দেখার দেখেছি, এখন ঘুমা, বিকেলে বের হবো।"

"তুই ঘুমা, আমি বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসি।"

"তোর কি ক্লান্তি বলে কিছু নেই?"

"না, এতোদূর এসে ঘুমিয়ে সময় নষ্ট করতে চাচ্ছি না, তুই ঘুমো। আমি বিকেলের আগ চলে আসবো।"

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে রাজু। একা একা বাইরে যেতে ভালো না লাগলেও কিছু করার নেই। হোটেল রুমে বসে বসে বিরক্ত হওয়ার চেয়ে বাইরে হেঁটে আসা ভালো।

জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে রাশেদের দিকে তাকাল। ঘুমিয়ে পড়েছে এর মধ্যেই ছেলেটা। দরজাটা লাগিয়ে বাইরে চলে এলো রাজু।

সন্ধ্যা পর্যন্ত বান্দরবন শহরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে গেল রাজু। এর মধ্যে দুপুরে রেস্টুরেন্টে কালি ভুনা দিয়ে পেটপুরে খেয়ে নিয়েছে। এখন হোটেলে ফেরা দরকার।

শহরটা ছোট, হোটেলটা শহরের শেষ দিকে, ছোট এক টিলার উপর বানানো। ধীর পায়ে ফিরছে রাজু। বারবার লরেন্স লোকটার কথা মনে পড়ছে তার। অদ্ভুত মানুষ। কি চমৎকারভাবে দুজন দুষ্কৃতিকারীকে সামাল দিয়ে বাঁচিয়েছে ওদেরকে। নিজের নাম নিয়ে ভুল তথ্য দেয়ার কি কারন থাকতে পারে তা মাথায় ঢুকছে না। যাই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হোক, এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই, হাঁটতে হাঁটতে নিজেকে বলছিল রাজু। দৃষ্টিসীমার মধ্যে হোটেল চলে এসেছে। ক্লান্ত লাগছে খুব, বিশ্রাম নেয়া দরকার ছিল। রাশেদ হয়তো এতোক্ষনে ঘুম থেকে উঠেছে। যদিও মোবাইলে কল করে নি এখনো।

হোটেলের লবীতে এসে কিছুক্ষন দাঁড়াল রাজু। তানভীর রহমান ওরফে লরেন্স ডি ক্রুজ বাইরে গিয়েছিল সকালে, সেও হয়তো এতোক্ষনে ফিরে এসেছে। রুম নাম্বার মনে আছে। সেখানে গিয়ে সরাসরি জিজ্ঞেস করা যায় কেন ওদের দুজনকে ভুল নাম বলছে লোকটা। অবশ্য এর কোন প্রয়োজন আছে কি না বুঝতে পারছে না রাজু। ঐ লোকের সাথে তাদের আর কোন কাজ নেই, যোগাযোগ করারও কোন প্রয়োজন নেই। উনার নাম ছল্টু হলেই বা কি আর বল্টু হলেই বা কি।

কিন্তু তারপরও নিজেকে সামলাতে পারলো না রাজু। ভদ্রলোক ভয়ংকর কিছু নন, উপকারী মানুষ বলা যায়। একবার গিয়ে অন্তত দেখা করা যায়। রাশেদকে ছাড়া একা একা যাওয়া ঠিক হবে না, রুমের দিকে হাঁটতে থাকল রাজু।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৩

নিজের রুমে বসে আছেন ডঃ আরেফিন। ল্যাপটপটা সামনে খোলা রেখে সিগারেট ধরিয়েছেন। অনেকক্ষন হলো ডঃ কারসনের রুম থেকে এসেছেন। ঘুমিয়ে পড়া উচিত এখন। কিন্তু ঘুম আসছে না। অদ্ভুত এক প্রোজেক্ট নিয়ে এসেছেন ডঃ কারসন। 'সাম্ভালা' শব্দটার সাথে পরিচিত ছিলেন না, আজই প্রথম ডঃ কারসনের মুখে নামটা শুনে চমকে গেলেন। আগে কখনো শব্দটা শোনেন নি এটা নিশ্চিত। তবু এমন একটা অনুভূতি হওয়ার কারন কি?

ডঃ কারসন একটা প্রেজেন্টেশন তৈরি করে রেখেছিলেন তার তিন সহকর্মীর জন্য, পেনড্রাইভে করে জিনিসটা নিয়ে এসেছেন ডঃ আরেফিন।

সিগারেটটা আসট্রেতে গুঁজে দিয়ে পেনড্রাইভ থেকে ফাইলটা বের করে ওপেন করলেন, ডঃ কারসন কিছু লেখা এবং কিছু ছবির সাথে নিজের ভারী কণ্ঠের ধারাবর্ননা যোগ করে ভালো একটা প্রেজেন্টেশনটা তৈরি করেছেন।

প্রেজেন্টেশনটা চালু করলেন।

"আমি ডঃ নিকোলাস কারসন, চমৎকার একটা বিষয় আজ আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি। শব্দটা আপনাদের মধ্যে অনেকেই শুনেছেন, অনেকেই শোনেন নি। শব্দটা হচ্ছে 'সাম্ভালা'। এর মানে কি? 'সাম্ভালা' কি একটা স্থান? একটা জাতি? বিশেষ কোন জ্ঞানের নাম? সত্যিকারভাবে বলা যায় সাম্ভালা আসলে এটা একটা স্থানের নাম। আরো অনেক নামে ডাকা হয় একে, যেমন সাংগ্রিলা, জ্ঞানগঞ্জ, সিদ্ধাশ্রম ইত্যাদি। বলা হয়ে এখানে অমররা বাস করেন। আমাদের পৃথিবীর মধ্যেই এমন একটি শহর যেখানে মৃত্যু, শোক, জরা-ব্যাধি মানুষকে স্পর্শ করে না। এখানকার জনসংখ্যা সীমিত।"

এবার কিছু ছবি দেখা যাবে, মরুভূমির ছবি, বরফে ঢাকা পাহাড়ের চূড়ার ছবি, গহীন জঙ্গলের ছবি এবং এই ধরনের আরো কিছু ছবি।

"আপনারা কিছু ছবি দেখলেন, এই ছবিগুলো দেখানোর উদ্দেশ্য হলো ধারনা করা হয় এই ধরনের কোন স্থানে সাম্ভালার অবস্থান, যদিও সঠিকভাবে ঠিক কোথায় তা কেউ বলতে পারে না, কারো ধারনা এর অবস্থান হিমালয়ের পর তিব্বতের কোন এক পাহাড়ী এলাকায়, কারো ধারনা মঙ্গোলিয়ার মরুভূমির নীচে এবং কারো ধারনা ভারতের কোন এক জঙ্গলে। তিব্বতে এর অবস্থান, এখন পর্যন্ত এই ধারনাটাই বেশি শক্তিশালী, তবে বাকি সম্ভাবনাগুলোকেও উড়িয়ে দেয়া যাবে না।"

ছবিটার দিকে চোখ আটকে গেল ডঃ আরেফিনের। 'কালচক্র'এর ছবি এটি।

www.BanglaBook.org

আগে কোন একটা যাদুঘরে দেখেছেন। হিন্দু এবং বৌদ্ধ দুই ধর্মেই মানা হয় একে।

ডঃ কারসনের ধারবর্ননা চলছে, "ছবিটা কালচক্রের। কালচক্র হিন্দু এবং বৌদ্ধ দুটো ধর্মেই বেশ গুরুত্বের সাথে দেখা হয়। কালচক্র হচ্ছে সময়ের চক্র বা সময় চক্র। যেহেতু সময়ই সব কিছুর নিয়ামক তাই এই চক্রে পৃথিবীর যাবতীয় শক্তি আধারিত আছে বলে বিশ্বাস করে বৌদ্ধরা।"

"কালচক্রের প্রসঙ্গ আসার কারন বলতে গেলে এর সাথে সাম্ভালার সম্পর্কও বলতে হয়। সাম্ভালার প্রথম রাজা যাকে সাংস্কৃত ভাষায় সুচন্দ্র বলা হয়ে থাকে তিনি একবার মহাজ্ঞানী গৌতম বুদ্ধের কাছে মহাজ্ঞান বা নির্বান চাইলেন। বুদ্ধ তখন অবস্থান করছিলেন অনেক দূরে, কিন্তু সেখান থেকেই কালচক্রের সূত্র শিখিয়েছিলেন সুচন্দ্রকে, সেই সাথে সুচন্দ্রের পুরো দেশবাসীকেও। এই সূত্র শেখার কারনেই সাম্ভালার মানুষজন নির্বান লাভ করে এবং অমরত্ব পায়।"

"এখন কথা হলো, এগুলো হচ্ছে মিথ, যা মানুষের মুখে মুখে পরিবর্তিত হয়েছে হাজার বছর ধরে। এর উপর ভিত্তি করে কোন অভিযানে যাওয়া নিতান্ত বোকামী ছাড়া আর কিছুই না। কিন্তু ইদানীং কলকি রাজার উথানের আভাস পাওয়া যাচ্ছে।"

"এখন আপনারা জিজ্ঞেস করবেন কলকি রাজা আবার কি জিনিস? হিন্দুদের প্রধান দেবতা বিষ্ণুর দশম অবতার হচ্ছে এই কলকি রাজা যিনি পৃথিবী থেকে কলিযুগের অবসান ঘটিয়ে আবার সত্য যুগ ফিরিয়ে আনবেন। তার সাথে থাকবে একটি সাদা ঘোড়া। যদিও হিন্দু ধর্ম মতে কলি যুগ শেষ হতে ঢের বাকি, কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মমতে সাম্ভালায় পঁচিশজন কলকিরাজা রয়েছেন, যাদের কেউ যে কোন মুহূর্তে আবির্ভূত হতে পারেন।"

এবার কিছু ছবি দেখা যাবে, দেবতা বিষ্ণু সাদা ঘোড়া আর হাতে তলোয়ার নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন।

"এছাড়া ভারতে বসবাসকারী আগা খানের অনুসারী শিয়া মুসলিমদের একটি দল ধারনা করে, তাদের নবীর নাতিদের কেউ একজন কলকি রাজা হিসেবে আবির্ভূত হবেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে, ব্যাপারগুলো কিভাবে যেন জট লেগে যাচ্ছে। আমাদের উদ্দেশ্য হবে এই জটগুলো খোলা আর সেজন্য সাম্ভালার খোঁজ পাওয়া খুব জরুরি হয়ে পড়েছে।"

"এখানে আরো একটি ভবিষ্যতবানীর কথা না বললেই নয়, শ্রী বীরব্রামেন্দ্র স্বামী প্রায় এক হাজার বছর আগে তার দিব্য মহাকাল জ্ঞান গ্রন্থে বলে গেছেন, দুই হাজার বারো বা তার কিছু পর কলকি রাজা আসবেন যখন চাঁদ, সূর্য্য, মঙ্গল এবং বৃহস্পতি একই চিহ্নে প্রবেশ করবে। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের মতে সেই সময় সমাগত।"

"শেষ করার আগে, বিশেষ একটা কথা না বললেই নয়, আমাদের এই পৃথিবীর অনেকেই সাম্ভালার খোঁজ জানেন। ইংল্যান্ডে এক বিশেষ সাধুপুরুষের সাথে কিছুদিন

www.BanglaBook.org

আগে আমার দেখা হয়েছিল, তিনি এমন একটা জিনিস দেখিয়েছেন যা কেবল সাম্ভালায় থাকতে পারে। অদ্ভুত একটি প্রানীর ছবি, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় ইউনিকর্ন, শিংওলা ঘোড়া, সাদা রঙের। ছবিটা একনজর দেখিয়ে চলে গেলেন তিনি, আর খুঁজে পেলাম না। আপনারা ভাবছেন ছবিটা হয়তো ডিজিটাল কারিগরির মাধ্যমে করা, কিন্তু বিশ্বাস করুন নকল ছবি এবং সত্যিকার ছবির পার্থক্য বুঝতে পারি আমি। কাজেই এটা নিশ্চিত ছবিটা নকল ছিল না। সেই ছবিতে ঘোড়া ছাড়াও ছিলেন সাধুপুরুষ নিজে এবং আরো দুজন ভদ্রলোক, যারা প্রাচীন তিব্বতি পোশাক পড়ে ছিলেন। চারপাশ ছিল বরফে আচ্ছাদিত। এ থেকে আরো একটা ধারনা পেলাম, জায়গাটা বরফ আচ্ছাদিত এলাকায় অবস্থিত এবং সম্ভবত জায়গাটা তিব্বতে।"

"বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত করবো না, কলকি রাজা সত্যি না মিথ্যা তা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই, পৃথিবী টিকে থাকবে বা ধ্বংশ হবে তা নিয়েও ভাবি না। কিন্তু ঐ ইউনিকর্ন আর সাম্ভালার অস্তিত্ব যদি সত্যি থেকে থাকে তাহলে তা আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে, যে করেই হোক। আশা করি আপনারা আমার পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ।"

ল্যাপটপটা বন্ধ করলেন ডঃ আরেফিন। ডঃ কারসনের উপস্থাপনা চমৎকার ছিল। কিন্তু তারপরও কোথাও যেন কোন একটা ফাঁক রয়েছে যা আপাতত ধরতে পারছেন না। সাম্ভালার সাথে অমরত্বের সংযোগ আছে, সেখানে যারা থাকে তারা চিরসুখী, তারা কেন পৃথিবীর মানুষের সাথে যোগাযোগ করে তাদের দুঃখদুর্দশা দূর করার চেষ্টা করছেন না? এর আগে অমরত্বের পেছনে তিনিও ছুটেছিলেন কিছুদিন, আলেয়ার পিছে ছোটার মতো ব্যাপার হয়ে গিয়েছিল অনেকটা, খুব কাছে গিয়েও লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেন নি। তবু আফসোস নেই। চেষ্টা যা করার করেছিলেন।

আবার একটা সিগারেট ধরালেন। বুঝতে পারছেন ঘুম আসবে না। মাথায় নানা চিন্তা ঘুরছে। সাম্ভালা বিষয়ে আরো খবর নিতে হবে। সহকর্মী এবং দলনেতার উপর ভরসা করে থাকা ঠিক হবে না।

জানালার বাইরে পুরো দিল্লী এখনো সজীব, সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠতে হবে বলে ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিছানার কাছে গেলেন ডঃ আরেফিন। তখনি মনে হলো কেউ রুমের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ধীর পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। দরজার একপাশে সরে দাঁড়ালেন যাতে কেউ আচমকা ঢুকে পড়লে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকা যায়।

দরজার নবটা ঘুরছে।

দরদর করে ঘামছেন তিনি। তৈরি, আঘাত করার জন্য।

* * *

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অন্যান্য গ্রামের মতো এই গ্রামটিও অতি সাধারন। ভারতবর্ষের এই অঞ্চলে বিদ্যুতের আলো পৌঁছেনি এখনো। ফলে গ্রামবাসী খুব রাত করে না। তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে।

এখন রাত দশটার মতো বাজে। ছোট খাটিয়ায় শুয়ে আছে লখানিয়া। নির্ঘুম। ঘরের অপর প্রান্তে ছোট খাটিয়াটার দিকে তাকিয়ে আছে। বুড়ি শুয়ে আছে সেখানে। এতোক্ষনে ঘুমিয়ে পড়ার কথা। কিন্তু নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত উঠা ঠিক হবে না।

আজ রাতেই সরে যেতে হবে এখান থেকে। লখানিয়া হিসেবে সময়টা খারাপ কাটে নি। আরো কিছুদিন থাকতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু বুড়ির ভাবসাব ভালো ঠেকছে না ইদানীং। ছেলেকে বিয়ে দিয়ে পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করার জন্য মরীয়া হয়ে আছে। প্রতিদিনই কোন না কোন পাত্রীর খবর নিয়ে লোক আসছে। এই অবস্থায় এখানে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

সুটকেস দু'টোর একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে। কুড়ে ঘরটার পেছনে একটা ঝোপের পাশে গর্ত করে রাখা হয়েছে গত কয়েকদিন ধরে। আজ সেখানে সুটকেস দু'টো রেখে চলে যেতে হবে। বৃদ্ধ শেবারনের দেয়া চামড়ার খোপটা শুধু নেয়া হবে সাথে।

বিছানা ছেঁড়ে উঠে দাঁড়াল লখানিয়া। বুড়ির দিকে তাকাল। চিন্তার কিছু নেই, বেঘোরে ঘুমাচ্ছে। বালিশের নীচ থেকে প্লাস্টিকের ছোট একটা প্যাকেট বের করে বুড়ির মাথার কাছে রাখল। বেশ কিছু টাকা আছে এখানে, যা দিয়ে বুড়ির বাকি জীবন সুন্দরভাবে কেটে যাবে।

বাইরে ঝকঝকে জোছনা। কাঁধে শুধু একটা ঝোলা নিয়ে পথে নামবে আজ লখানিয়া। সুটকেস দু'টোর গতি করা হয়েছে একটু আগে। এমনভাবে গর্তে রেখে আসা হয়েছে যাতে আবার জায়গাটা চিনতে সমস্যা না হয়। আবার কবে এই গ্রামে আসা হয় তার নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু আসতে একদিন হবেই, সেদিন পর্যন্ত বুড়ি বেঁচে থাকবে কি না কে জানে।

এই গ্রামটা পার হওয়ার সাথে সাথে লখানিয়া নামটাও হারিয়ে যাবে। আবার নতুন কোন পরিচয়ে পরিচিত হবে সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৪

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে রাশেদ আর রাজু। কিছুটা ইতস্তত করছে। নক করবে কি করবে না। ভেতরে বাতি জ্বলছে, তারমানে ভদ্রলোক রুমে আছেন। ইশারায় রাজুকে নক করতে বলল রাশেদ। রাজু তাকাল চারদিকে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। লোকজনের চলাচল কিছুটা কম এখন। কেউ তাদের দিকে তাকিয়ে নেই, তাকিয়ে থাকলেও অবশ্য ক্ষতির কিছু ছিল না।

দরজায় নক করতে গিয়ে দেখা গেল দরজাটা খোলা। রাশেদের দিকে তাকাল রাজু, অনুমতি চাচ্ছে ভেতরে ঢোকার। নবে হাত দিয়ে আলতো করে ধাক্কা দিতে খুলে গেল দরজাটা।

বাতি জ্বলছে, কোন সাড়াশব্দ নেই অবশ্য।

"তানভীর সাহেব, আপনি কি আছেন?" কম্পিত কণ্ঠে বলল রাজু।

কোন উত্তর এলো না।

ছোট প্যাসেজের মতো জায়গাটা পেরিয়ে রুম। রাজু সামনে, পেছনে রাশেদ। এরমধ্যে দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে রাশেদ যাতে বাইরের কেউ তাদের দেখতে না পায়।

ছোট রুমটায় ঢুকে বেশ একটা ধাক্কা খেল দুজন। একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে তানভীর আহমেদ ওরফে লরেন্স ডি ক্রুজ। বুকে বিশাল একটা ছোরা গেঁথে আছে। রক্তে চারপাশ ভেসে যাচ্ছে। ভয়ে দিশেহারা হয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল রাজু, হাত ধরে ওকে থামাল রাশেদ।

"এখান থেকে চলে যাওয়াই বুদ্ধিমানের মতো কাজ হবে," ফিসফিস করে বলল রাজু।

"একটু দাঁড়া," রাশেদ বলল, এগিয়ে গেল নিথর হয়ে পড়ে থাকা তানভীরের দেহটার দিকে। হেলে পড়া একটা হাত তুলে নিয়ে পালস দেখার চেষ্টা করল।

রাজুর দিকে ঘুরে তাকাল, ইশারা করল সামনে আসতে।

"ভদ্রলোক এখনো বেঁচে আছেন," ফিসফিস করে বলল রাশেদ।

"আমাদের এখন কি করা উচিত?"

"নীচে রিসেপশনে জানানো দরকার, ওরা অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করবে।"

"কিন্তু আমরা কেন এখানে, নিজেদের পক্ষে কি বলবো আমরা?"

চিন্তায় পড়ে গেল রাশেদ, আসলেই নিজেদের পক্ষে বলার মতো কিছু পাচ্ছে না। অবশ্য ছুরিতে খুনীর আঙুলের ছাপ থাকবে, সে ছাপ তার আর রাজুর সাথে মিলবে না এটা নিশ্চিত। তবু পুলিশি একটা ঝামেলার শঙ্কা থেকে যায়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"তোমরা..."

নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল দুজন, তাই তানভীরের দিকে লক্ষ্য করতে পারে নি। চোখ খুলে তাকিয়েছে লোকটা, দূর্বল স্বরে কথা বলার চেষ্টা করছে।

"কে আপনাকে মারলো?" উত্তেজিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রাজু।

"তোমরা এখান থেকে চলে যাও, ওদের ধারনা তোমরা আমার সাথে জড়িত," কোনমতে কথাগুলো বলল তানভীর।

"কাদের ধারনা আমরা আপনার সাথে জড়িত? কিসের সাথে জড়িত?"

"আমাকে একটু পানি দাও।"

রাজুকে ইশারায় পানির বোতল আনতে বলল রাশেদ। ঘামছে সে, কোন সমস্যায় জড়াতে যাচ্ছে কে জানে।

কোনমতে পানি খাওয়ালো রাজু মধ্যবয়স্ক লোকটাকে। বোঝাই যাচ্ছে কোনমতে বেঁচে আছে, বেশিক্ষন টিকবে না।

"আমি আর আমার বন্ধু সঞ্জয়, বিশেষ একটা দলের সাথে জড়িত, যারা এই পাহাড়ি অঞ্চলে অস্ত্র-মাদক ব্যবসা নিয়ন্ত্রন করে," বলল তানভীর, "হয়তো লক্ষ্য করে থাকবে আমার চোখের রঙ নীল। এর কারন আমার পর্তুগীজ পূর্বসুরি। আমি এমন এক পরিবারের সদস্য যার শুরু হয়েছিল একজন পর্তুগীজ জলদস্যু থেকে। হঠাৎ করেই সেই প্রপ্রপিতামহের একটা গোপন সম্পদ আমার হাতে চলে আসে। কোটি কোটি টাকার গুপ্তধনের নক্সা। বুঝতে পারি গুপ্তধন এই পাহাড়ি অঞ্চলের কোথাও লুকানো আছে। তারপর সেটা আমি সঞ্জয়কে জানাই, কারন সঞ্জয় আমার অনেকদিনের বন্ধু, যা করার একসাথে করেছি আর এই এলাকায় কোন কাজ করতে হলে তা একা করতে পারব না আমি, কারো না কারো সাহায্য লাগবে, তাই সঞ্জয়কে বেছে নিয়েছিলাম। কিন্তু ও আমার সাথে বেঈমানি করল। আমাকে মেরে নক্সাটা ছিনিয়ে নিতে এসেছিল।"

"তারপর?" উত্তেজনায় রাজুর চোখ চকচক করছে।

একটানা অনেকগুলো কথা বলে ক্লান্ত হয়ে গেছে তানভীর। রাশেদ তাকিয়ে আছে, লোকটার কথার গুরুত্ব বোঝার চেষ্টা করছে। মৃত্যুপথযাত্রী একজন নিশ্চয়ই বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে বলবে না।

"কিন্তু পারে নি, নক্সাটা এখনো আমার কাছেই আছে," মৃদু হাসি ফুটেছে তানভীরের চেহারায়।

"কোথায়?"

"তোমাদের দুজনকে আমার ভালো লেগেছে, তাই বলছি," ফিসফিস করে বলল তানভীর।

উত্তেজনায় কাঁপছে রাজু, রাশেদ দাঁড়িয়ে আছে, লোকটার হাত এখনো তার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাতে। কেমন শীতল অনুভব করছে সে।

"তোমাদের ঘরে আছে জিনিসটা, লাল যে ট্রাভেল ব্যাগটা আছে ওতে ঢুকিয়ে রেখেছি," তানভীর বলল।

"কখন করলেন এই কাজ?" বিস্ময়ে কপালে চোখ উঠে যাওয়ার মতো অবস্থা রাজুর।

"তুমি তখন বাইরে ছিলে, রাশেদ ঘুমাচ্ছিল, দরজার লক খুলে ভেতরে ঢোকা আমার জন্য কোন সমস্যাই না, সবসময় ভয় ছিল কখন ওরা এসে কেড়ে নেবে নক্সাটা আমার কাছ থেকে, তাই তোমাদের ওখানে লুকিয়ে রেখেছিলাম, ভেবেছিলাম পরে একসময় নিয়ে নেবো তোমাদের অজান্তেই।"

অবাক হলো রাশেদ, সে ঘুমিয়ে ছিল আর একটা লোক তার রুমে ঢুকে তার ব্যাগ নাড়াচাড়া করেছে! সে কিছু টেরই পায় নি!

"আমি বোধহয় মরবো না, তোমরা তাড়াতাড়ি রুমে যাও, তারপর বেরিয়ে পড়ো," দূর্বল স্বরে বলল তানভীর। "আমি এখন রিসেপশনে খবর দেবো অ্যাম্বুলেন্স পাঠানোর জন্য।"

"আপনি পারবেন?" জিজ্ঞেস করল রাজু।

"তুমি শুধু টেলিফোন সেটটা এখানে এনে দাও।"

দৌড়ে বিছানার পাশে রাখা টেলিফোন সেট তানভীরের সামনে রাখল রাজু।

"তোমরা যাও। আমি যদি বেঁচে ফিরতে পারি তাহলে যোগাযোগ হবে, নইলে ঐ গুপ্তধনের পুরো মালিকানা তোমাদের দুজনের!" মৃদু হেসে বলল তানভীর।

"আপনার আসল নাম কি? তানভীর না লরেন্স?"

"জেনে গেছো দেখা যায়। আমি লরেন্স, লরেন্স ডি ক্রুজ। যাও এবার। ওরা হয়তো এবার তোমাদের দুজনের পেছনে লাগবে।"

আর অপেক্ষা করা ঠিক হবে না ভেবে রাজুকে ইশারা করল রাশেদ। তারপর দুজনই বেরিয়ে এলো রুমটা থেকে। এখন নিজেদের রুমে যেতে হবে, লাল ট্রাভেল ব্যাগটা খুলে দেখতে হবে সত্যিই লোকটা কিছু রেখেছে কি না সেখানে!

লোকটার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে তাদের হাতে বেশি সময় নেই। সঞ্জয়ের দল নিশ্চয়ই এখন খুঁজছে ওদেরকে। দেরি করা যাবে না। তাড়াতাড়ি পা চালাল রাশেদ। সিড়ি বেয়ে উপরে উঠার সময় মনে হলো লোক লেগে গেছে এরমধ্যে। দৌড় দিল রাশেদ, কিছু না বুঝে রাজুও দৌড়াচ্ছে তার পেছন পেছন। গন্তব্য নিজেদের রুম।

BanglaBook.org

১৭৬০ খৃস্টাব্দ

www.BanglaBook.org

টানা পাঁচ সপ্তাহ দ্বীপটায় ঘুরে বেড়াল মিচনার। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ন একটা দ্বীপ, বন্যপ্রাণী বলতে কিছু বন্য শুয়োর, কাঠবেড়ালী, নানা জাতের পাখি আছে, ফলমূলের মধ্যে নারকেল আর কলাগাছে ভরা দ্বীপটা। যদিও ক্ষুধাতৃষ্ণা অনেকটাই জয় করতে পেরেছে সে ইতিমধ্যে। মুখের মধ্যে সেই অদ্ভুত স্বাদটা এখনো আছে। এরমধ্যে কোন মানুষের দেখা পায় নি। কোনদিন মানুষের পায়ের ছাপ এই দ্বীপে পড়েছে কি না সন্দেহ আছে। নিজের মতো স্বাধীনতার আনন্দ উপভোগ করছে সে। ইদানীং নিজের মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছে মিচনার। পরিবর্তনটা ভয়াবহ। রক্ত দেখতে ভালো লাগে তার।

বন্য কিছু শুয়োর আছে দ্বীপটায়। কারন ছাড়াই এদের কয়েকটাকে মেরেছে সে। ধারাল পাথর দিয়ে ছুরির মতো একটা জিনিস বানিয়ে নিয়েছে। এতো ধারাল হয়েছে জিনিসটা যে হাত ছোঁয়ালেই কেটে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়। প্রানীগুলোকে মেরে ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে সেগুলোকে ফেলে দিয়েছে সমুদ্রে। নিজের এমন হিংস্রতা দেখে নিজেই অবাক মিচনার। একটা পিঁপড়ে মারতেও যার হাত কাপতো সে এখন নির্দ্বিধায় খুন করছে অবোধ প্রানীগুলোকে। রক্ত দেখতে ভালো লাগছে তার। খুবই ভালো।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৫

দরজার একপাশে দাঁড়িয়ে তৈরি ডঃ আরেফিন। নবটা পুরো ঘুরে গেছে। কেউ একজন ঢুকবে ভেতরে।

"আপনি?"

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ডঃ আরেফিন। এভাবে চোরের মতো আসার প্রয়োজন পড়লো কেন লোকটার ভেবে অবাক হলেন। আরেকটু হলেই আঘাত করতে যাচ্ছিলেন তিনি।

"আমার খুব টেনশন হচ্ছে?"

ফিসফিস করে বললেন প্রফেসর সুব্রামানিয়াম। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। "পানি খাবো।"

"ভেতরে আসুন।" বলে দরজা ছেড়ে দাঁড়ালেন ডঃ আরেফিন। প্রফেসরের ভাবভঙ্গী ভালো ঠেকছে না তার কাছে। দরজায় নক করলেই হতো, তা না করে চুপিচুপি রুমে ঢোকার চেষ্টা করাটা ভালো লাগে নি।

সরাসরি বিছানায় গিয়ে বসেছেন প্রফেসর সুব্রামানিয়াম। হাঁপাচ্ছেন অল্প অল্প। নীচের তলার একটা রুমে উঠেছেন, সেখান থেকে হয়তো হেঁটে এসে হাঁপিয়ে গেছেন, এমনিতেই মোটা শরীর তার। অল্প পরিশ্রমে কাতর হয়ে পড়েন। এই ধরনের লোক নিয়ে কোন কাজে নামা কতোটা যুক্তিযুক্ত বুঝতে পারছেন না ডঃ আরেফিন। ফ্রিজ থেকে ঠান্ডা পানির বোতল আর একটা গ্লাস এগিয়ে দিলেন প্রফেসর সুব্রামানিয়ামের দিকে।

পানি খেয়ে কিছুটা ধাতস্থ হয়েছেন প্রফেসর।

"আমার মনে হয় বড় কোন সমস্যায় পড়তে যাচ্ছি আমরা," প্রফেসর সুব্রামানিয়াম বললেন।

"কেন এরকম মনে হচ্ছে আপনার?"

"জানি না, কিন্তু মনে হলো আমাদের পেছনে কেউ লেগে আছে," ফিসফিস করে বললেন প্রফেসর, চারপাশে তাকাচ্ছেন যেন কথা বলতে ভয় পাচ্ছেন।

দরজা লাগিয়ে এসেছেন ডঃ আরেফিন। নক করছে কেউ। ভীত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়েছে প্রফেসর। ইশারায় দরজা খুলতে নিষেধ করছেন।

উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগুলেন ডঃ আরেফিন।

সন্দীপ চক্রবর্তী দাঁড়িয়ে আছে। ডঃ আরেফিন দরজা খোলা মাত্রই ঝড়ের বেগে রুমে ঢুকে পড়ল। প্রফেসরকে দেখে একটু থমকে গেলেও নিজেকে সামলে নিয়ে উল্টো দিকে রাখা একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আপনি এতো রাতে?"

"এলাম, গল্প করতে।"

"আচ্ছা।"

"কিন্তু মনে হচ্ছে ভুল সময়ে এসে পড়েছি," বিড়বিড় করে বলল সন্দীপ, কথাটা কানে গেছে প্রফেসরের, কিন্তু না শোনার ভান করলেন তিনি।

দুজনের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন ডঃ আরেফিন। গলা পরিষ্কার করে নিলেন।

"বুঝতে পারছি, আপনারা দুজনেই এসেছেন বিশেষ কোন সমস্যা নিয়ে আলাপ করার জন্য। সময় নষ্ট করে লাভ নেই। বলে ফেলুন," প্রফেসরের দিকে তাকালেন ডঃ আরেফিন। "আপনিই বলুন প্রফেসর সুব্রামানিয়াম।"

একটু সময় নিচ্ছেন প্রফেসর, সন্দীপের সামনে হয়তো কিছুটা অস্বস্তিবোধ করছেন। এখন কিছুটা স্বাভাবিক দেখাচ্ছে তাকে।

"আমার মোবাইলে একটা ফোন কল এসেছিল বিদেশি একটা নাম্বার থেকে, আমাকে সাবধান করা হয়েছে আমি যেন এই অভিযানে না যাই," বললেন প্রফেসর সুব্রামানিয়াম, "এছাড়া এখানে আসার পর থেকেই কেউ আমার উপর নজর রাখছে বলে মনে হচ্ছে।"

"কি দেখে এমন মনে হচ্ছে আপনার?"

"বুঝিয়ে বলতে পারবো না, কেউ পেছন দিক থেকে কিংবা লুকিয়ে লুকিয়ে দেখলে আমাদের ষষ্ট ইন্দ্রিয় সেটা টের পায়।"

"মিঃ চক্রবর্তী, এবার আপনি বলুন?" ডঃ আরেফিন বললেন।

"আমি কোন ফোন কল পাই নি, কিন্তু কেউ একজন আমাকে অনুসরন করছে এটুকু টের পাচ্ছি," সন্দীপ বলল। প্রফেসরের দিকে না তাকিয়ে কথা বলছে সে।

চুপ করে কিছুক্ষন চিন্তা করলেন ডঃ আরেফিন। কিছু একটা হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে, দুই দুজন বয়স্ক লোকের পক্ষে একই ধরনের মিথ্যে বলার কোন মানে নেই। সে অবশ্য কিছু টের পায় নি। হয়তো তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় খুব ভালোভাবে কাজ করে না!

এই দুজনকে এখন বিদায় করা দরকার।

"কাল ভোরে আমরা যাত্রা শুরু করবো, তাড়াতাড়ি উঠতে হবে," ডঃ আরেফিন বললেন। "কাজেই এখনই ঘুমাতে যাওয়া প্রয়োজন আমাদের সবার। ডঃ কারসনকে এখনই কিছু জানানোর প্রয়োজন নেই। আমরা তিনজন লক্ষ্য রাখবো সবদিকে, চোখ-কান খোলা রাখবো। কেউ যদি আমাদের অনুসরন করে তাহলে কোন না কোন উপায়ে বুঝতে পারবো আমরা। তারপর যে কোন একটা ব্যবস্থা নেয়া যাবে।"

"আমি উঠি তাহলে," সন্দীপ বলল, উঠে দাঁড়িয়েছে সে।

"আচ্ছা," ডঃ আরেফিন বললেন।

সন্দীপ বেরিয়ে গেলে প্রফেসরের দিকে তাকালেন। ভদ্রলোক এখনো চুপচাপ

www.BanglaBook.org

বসে আছেন। মনে হয় আরো কিছু বলতে চাচ্ছেন।

"প্রফেসর, আপনার না একজন ব্যক্তিগত সহকারী আছে, কি যেন নাম?"

"রামহরি, রুমে আছে এখনো।"

"আপনি তো তাহলে একা নন। ঘুমাতে যান। দেখা যাক না কি হয়? ভয়ের কিছু নেই।"

উঠে দাঁড়িয়েছেন প্রফেসর। দরজার দিকে যেতে যেতে পিছু ফিরে তাকালেন।

"কেন জানি মনে হচ্ছে সামনে খুব ভয়াবহ বিপদ অপেক্ষা করছে," বলে দরজাটা লাগিয়ে বেরিয়ে গেলেন প্রফেসর।

দরজা লক করে বিছানায় এসে বসলেন ডঃ আরেফিন। ঘুমে চোখ জড়িয়ে যাচ্ছে তার। সকাল সকাল বেরুতে হবে ভাবতেই অস্থির লাগছে। ঠিক মতো ঘুম না হলে কোন কাজ করেই আরাম নেই। এছাড়া দুজন যা বলে গেল তাতে বোঝা যাচ্ছে সামনে সত্যিই হয়তো বড় কোন ঝামেলা অপেক্ষা করছে।

চোখ লেগে এসেছিল প্রায়। দরজায় ক্রমাগত ধাক্কাচ্ছে কে যেন। লাগিয়ে উঠে পড়লেন ডঃ আরেফিন। ধীর পায়ে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

"ডঃ আরেফিন, আমি প্রফেসর সুব্রামানিয়াম।"

বিরক্ত হলেও দরজা খুললেন ডঃ আরেফিন। এই লোকটা জ্বালাবে দেখছি!

"আপনি? ঘটনা কি?"

"কেউ একজন রুমে ঢুকে আমার ল্যাপটপ নিয়ে গেছে, রামহরিকে বেঁধে রেখে গেছে চেয়ারের সাথে," হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন প্রফেসর।

অবাক হলেন ডঃ আরেফিন। সন্দেহ তাহলে পুরো মিথ্যে নয়।

"ডঃ কারসনের রুমে চলুন, এ নিয়ে হৈচৈ করার প্রয়োজন নেই।"

"চলুন।"

রুম থেকে বেরুনোর আগে ল্যাপটপটা সাথে নিতে ভুললেন না ডঃ আরেফিন।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৬

রুমে ঢুকে প্রথমেই লাল ব্যাগটা যেখানে রাখা ছিল সেদিকে তাকাল রাশেদ। ব্যাগটা আছে। রাজু আছে পেছনে। সিঁড়ি বেয়ে তাড়াহুরো করে উঠতে গিয়ে দুজনই এখন হাঁপাচ্ছে।

"এখন কি করবো আমরা?" রাজু জিজ্ঞেস করল।

"আগে ব্যাগটা খুলে দেখি।"

চেইনটা একটানে খুলে ফেলল রাশেদ। কাপড়চোপড় সরিয়ে দেখছে, কিছুটা হতাশ মনে হলো তাকে। ব্যাগ থেকে একটা একটা করে যাবতীয় জিনিসপত্র এক এক করে বিছানায় ছুঁড়ে মারছে, কোথাও নেই নক্সাটা। লরেন্স কি তাহলে মিথ্যে বলল?

"নেই তো!" রাশেদ বলল। বিছানায় বসে পড়েছে।

"সাইড পকেটে দ্যাখ।"

"তুই দ্যাখ।"

ট্রাভেল ব্যাগটার সাইড পকেটের চেইন খুলে হাত ঢুকিয়েছে রাজু। বিস্মিত মনে হচ্ছে তাকে, ছোট চারকোনা একটা বাক্স বের করে আনলো সে। বাক্সটা কাঠের, কালো রঙের।

"খুলে দ্যাখ, মিথ্যে বলে নি মনে হচ্ছে," উত্তেজনায় কেঁপে গেল রাশেদের কণ্ঠস্বর।

আস্তে আস্তে বাক্সটার উপরের অংশটা খুলল রাজু। কাগজের মতো কিছু একটা দেখা যাচ্ছে, মোড়ানো, সাবধানে বের করে বিছানায় রাখল কাগজটা।

"নক্সা!" ফিসফিস করে বলল রাজু।

"যেখানে ছিল সেখানে রেখে দে, এখন থেকে সরে যেতে হবে এক্ষুনি," উঠে দাঁড়িয়েছে রাশেদ, যা যা জিনিসপত্র বিছানায় ফেলেছিল একটা একটা করে ব্যাগে ঢুকাচ্ছে।

"কোথায় যাবো?"

"দেখি, ঢাকায় গেলে ভালো হয়।"

"ঠিক আছে।"

কথা বলতে বলতে হঠাৎ দরজায় দুজন অতিথিকে লক্ষ্য করলো রাজু। তারা দুজন যখন কথা বলছিল লোকগুলো নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে সব শুনেছে। শক্তসমর্থ দুজন মানুষ। এখানকার স্থানীয়, চাকমা অথবা অন্য কোন জাতিগোষ্ঠীর লোক হতে পারে। সবচেয়ে ভয়ানক কথা দুজনের হাতেই পিস্তল!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ব্যাগ গোছানো থামিয়ে দাঁড়াল রাশেদ, রুমের চারপাশে তাকাল। দরজা ছাড়া এই রুম থেকে বের হওয়ার আর কোন পথ নেই। অনাহূত দুই আগুন্তক মনে হয় তৈরি হয়ে এসেছে, এরাই হয়তো নীচে লরেন্সের উপর আক্রমন করেছে, কে জানে?

এই ধরনের পরিস্থিতিতে কি করা উচিত মাথায় আসছিল না রাশেদের। রাজুর দিকে তাকাল একবার। বেচারার মুখ শুকিয়ে গেছে, লোক দুজনকে দেখেই মনে হচ্ছে মানুষ মারা ওদের কাছে ডালভাত। চোখ-মুখে হিংস্রতা ফুটে বেরুচ্ছে।

"হাত উপরে," কড়াগলায় হুকুম দিল পিস্তলধারীদের একজন।

হাত উপরে তুললো রাশেদ। মাথা খাটিয়ে কোন একটা বুদ্ধি বার করার চেষ্টা করছে। রাজুও দুই হাত উপরে তুলেছে। একহাতে কাঠের বাক্সটা দেখা যাচ্ছে।

"ঐ বাক্সটা বিছানায় রাখ," এবার বলল দ্বিতীয়জন।

সুবোধ বালকের মতো বিছানায় কাঠের বাক্সটা রেখে সরে দাঁড়াল রাজু।

পিস্তল হাতে নিয়ে এগিয়ে আসছে দ্বিতীয়জন, বিছানা থেকে বাক্সটা নেয়ার জন্য, পেছন থেকে তাকে কাভার দিচ্ছে তার সঙ্গী।

হঠাৎ রাজুকে পড়ে যেতে দেখল রাশেদ, মনে হলো অজ্ঞান হয়ে গেছে। কিন্তু না, পুরোপুরি পড়ে যায় নি, অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে এমন ভান করে বিছানার দিকে এগিয়ে আসা লোকটার পায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে রাজু। হাত থেকে পিস্তল কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করছে। দুজনের মধ্যে ধ্বস্তাধ্বস্তি চলছে। দরজার সামনে দাঁড়ানো পিস্তলধারী লক্ষ্য ঠিক করার চেষ্টা করছে, কিন্তু ধ্বস্তাধ্বস্তির মধ্যে গুলি করলে নিজের লোকও আহত হতে পারে দেখে গুলি করতে পারছে না। রাশেদ এখনো দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ, দু'হাত তুলে। কি করা উচিত বুঝতে পারছে না। রাজু হঠাৎ এভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে কল্পনাও করতে পারে নি।

লোকটাকে পেঁচিয়ে ধরে বিছানা থেকে একটু দূরে সরে গেছে রাজু, পিস্তলটা ফেলে দিতে পেরেছে লোকটার হাত থেকে, ইশারায় কাঠের বাক্সটা বিছানা থেকে তুলে নিতে বলছে রাশেদকে। লোকটাকে সামলাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হলেও হাল ছাড়ে নি রাজু। দরজার কাছে দাঁড়ান লোকটা পিস্তল তাক করেছে রাজুর দিকে। বুঝতে পারছে তার সঙ্গীর অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। রাজু দেখতে তেমন স্বাস্থ্যবান না হলেও প্রচন্ড শক্তি ধরে, যা বাইরে থেকে কেউ বুঝতে পারবে না।

এবার বিছানার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল রাশেদ, এক হাতে কাঠের বাক্স অন্য হাতে মেঝেতে পড়ে থাকা পিস্তলটা নিয়ে নিয়েছে। তাক করার সময় নেই, দরজার সামনে দাঁড়ান লোকটার হাঁটু বরাবর গুলি ছুঁড়ল রাশেদ।

পুরো হোটেল যেন কেঁপে উঠেছে গুলির আওয়াজে। দরজার সামনে দাঁড়ান লোকটার চোখে বিস্ময়, হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়েছে, তার বাম পা ছুঁয়ে বুলেট চলে গেছে। কাঁপা হাতে পিস্তল ঘুরাচ্ছে সে রাশেদের দিকে। কিন্তু সে সময় পেলো না,

www.BanglaBook.org

দ্বিতীয় বুলেট খরচ করল রাশেদ। সরাসরি ডান পায়ে লেগেছে বুলেট। দরদর করে রক্ত বের হয়ে আসছে। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠেছে লোকটা। হাত থেকে পিস্তল ফেলে দিয়েছে।

রাজুর দিকে তাকাল রাশেদ। অবাক চোখে তাকিয়ে আছে রাজু তার দিকে, বিশ্বাস করতে পারছে না এ ধরনের ক্ষিপ্রতা রাশেদের মধ্যে আছে। রাশেদ যখন গুলি ছুঁড়ছিল নিজের বেষ্টনীতে থাকা শত্রুকে অজ্ঞান করে ফেলেছে সে। এবার উঠে দাঁড়াল।

"রাশেদ, পুলিশ আসবে এক্ষুনি, চল পালাই," রাজু বলল।

ট্রাভেল ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়েছে রাশেদ, জিন্সের প্যান্টের পকেটে পুরে রেখেছে পিস্তলটা। দরজার সামনে আহত লোকটা এখনো গোঙ্গাচ্ছে। এগিয়ে গিয়ে ওর মাথায় একটা আঘাত করে অজ্ঞান করে ফেলল রাজু। নীচে শোরগোল শোনা যাচ্ছে।

দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো দুজন। হোটেলের লোকজন কিংবা পুলিশ আসার আগেই পালাতে হবে। দৌড়ে সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এ দাঁড়াল দুজন। ছোট একটা জানালা আছে এখানে, কাঁচ নেই। ইশারায় রাজুকে জানালা দিয়ে লাফ দিতে বলল রাশেদ।

এতো উঁচু থেকে লাফ দেয়ার অভিজ্ঞতা দুজনের কারো নেই। কিন্তু এখন চিন্তা করার সময় নেই। ছোট জানালাটা দিয়ে শরীর গলিয়ে দিল রাজু, তারপর লাফ দিল।

রাজু লাফিয়ে পড়ার পর নীচের দিকে তাকালো না রাশেদ। লোকজনের কথাবার্তা হৈ চৈ শোনা যাচ্ছে। এক্ষুনি হয়তো হোটেলের লোকজন এসে পড়বে। কাঁধে ব্যাগটা শক্ত করে ঝুলিয়ে নিয়ে জানালা এসে দাঁড়াল রাশেদ, তারপর ঝাপ দিল।

১৭৬০ খৃস্টাব্দ

দ্বীপ জীবন ভালোই কাটছিল মিচনারের। এতো চমৎকার পরিবেশ হয়তো আর কোথাও পাওয়া যাবে না। কিন্তু মানুষের দেখা মিলছে না। ফলে আস্তে আস্তে বিরক্তি এসে গেছে তার। আর কতো শুয়ে বসে আরামে সময় কাটানো যায়। সৈকত থেকে একটু ভেতরে নিজের ছোট একটা আবাস তৈরি করে নিয়েছে সে, ডালপালা দিয়ে। সেখানেই রাত কাটায়, মাঝে মাঝে ঘুম না এলে সৈকতে এসে বসে থাকে। আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে পেছনে ফেলে আসা নিজের শহর আর লোকজন নিয়ে ভাবে। সবাই হয়তো জানে সে মারা গেছে।

তারপর এলো সেই দিন। সকালে ঘুম ভেঙে গেলেও আলসেমী করে উঠে নি মিচনার। দুপুর পর্যন্ত মাঝে মাঝে শুয়ে থাকে, তারপর উঠে গাছ থেকে নারকেল

BanglaBook.org

পেড়ে খেয়ে নেয়। আজও সেরকম করার ইচ্ছে। কিন্তু সৈকতে কোন কিছু নড়তে দেখে ঝটপট উঠে দাঁড়াল সে। একটা গাছের আড়ালে লুকাল। মানুষ মনে হচ্ছে, সাদা চামড়ার। দু'জন লোক, নাবিকের পোশাক পরনে। সৈকতে একটা ডিঙ্গি নৌকা দেখা যাচ্ছে। এরাও হয়তো তার মতো জাহাজ ডুবির শিকার, ভাবল মিচনার।

দুজন লোকের একজন বেশ বয়স্ক, অন্যজন তার মতোই তরুণ। নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে। দূরে থাকায় কিছুই বুঝতে পারছে না মিচনার। ওদের কথাবার্তা শোনার জন্য আরেকটু কাছে যাওয়া দরকার। বড় পাইন গাছের আড়াল থেকে সৈকতের কাছাকাছি একটা নারকেল গাছের পেছনে দৌড়ে গেল সে।

লোকগুলো স্প্যানিশ, চেহারা এবং কথাবার্তা শুনে কিছুটা ধারনা হয়েছে মিচনারের। এই লোকগুলোকে মেরে ঐ ডিঙ্গি নৌকাটা দিয়ে এই দ্বীপ থেকে বের হওয়া যায়। কিন্তু এই অঞ্চল সম্পর্কে কোন ধারনাই নেই তার। হয়তো অনিশ্চিতের উদ্দেশ্য যাত্রা হবে সেটা। এখানে দিনের পর দিন একেঘেয়ে জীবন কাটানোর কোন মানে নেই।

লোক দুজন সৈকত ছেড়ে এদিকেই আসছে, হয়তো পানি খুঁজছে। গাছের আড়ালে নিজেকে আরো বেশি লুকালো মিচনার। লোকগুলো ভালো না খারাপ না বুঝে ওদের সামনে পড়া ঠিক হবে না। এই ক'দিনে রোদে পুড়ে তার গায়ের রঙ তামাটে হয়ে গেছে, আইরিশম্যান বলে কেউ ভাববে না সহজে। অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলো মিচনার।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৭

জুলাই ৪, ১৭৭৬ এর বিকেল। ফিলাডেলফিয়ার স্টেট হাউজে শ'খানেকের উপর লোক জমায়েত হয়েছে। স্টেট হাউজের বাইরেও কিছু লোক ঘোরাঘুরি করছে উদ্বিগ্ন মুখে। আজ বিশেষ একটা দিন। বিশেষ একটা ঘটনা ঘটতে চলেছে। স্বাধীনতার স্বাদ সবাই পেতে চায়। আজই হয়তো সেই স্বাধীনতার দলিল তৈরি হবে এই স্টেট হাউজে। তেরোটি স্টেটের কংগ্রেসম্যান এর মধ্যেই উপস্থিত।

বারবার পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাম মুছছিল এডওয়ার্ড রুতলেজ। এই ধরনের উত্তেজনাকর মুহূর্ত তার জীবনে আর আসে নি। গত এক সপ্তাহ হলো ফিলাডেলফিয়ায় এসেছে সে। তারপর থেকে একের পর এক সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। যা করতে যাচ্ছে তা কি আদৌ ভালো ফল নিয়ে আসবে? ইংরেজ রাজ তাদের এই কর্মকান্ডকে দেখবে দেশদ্রোহিতা হিসেবে, এর ফল মৃত্যুদন্ড, সোজা ফাঁসিকাঠ। কিন্তু তারপরও আমেরিকা একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে জেগে উঠতে পারে এই সম্ভাবনার কথা মনে হলো জীবনের ঝুঁকি নিতেও তেমন দ্বিধা হয় না।

জেফারসন, আড্যামস এবং ফ্রাঙ্কলীন মিলে স্বাধীনতার ঘোষনাপত্রের কাজ করছে অনেকদিন হলো। এই তিনজনের সাথে আরো দুজনকে যোগ করে একটা কমিটিও গঠিত হয়েছে বেশ কিছুদিন হলো যার চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করছেন থমাস জেফারসন। স্বাধীনতার ঘোষনাপত্র তৈরি করতে গিয়ে বিস্তর পড়াশোনা করতে হয়েছে জেফারসনকে, সেই সাথে কমিটির সবার সাথে দীর্ঘ আলোচনার পর গতকালই ঘোষনাপত্র জমা দেয়া হয়েছে কংগ্রেসে। আজ এখানে জমায়েত হয়েছে তেরোটি স্টেটের ছাপান্নজন প্রতিনিধি যাদের প্রত্যেকের স্বাক্ষর জরুরি আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষনা করার জন্য।

বেশ কিছুক্ষন পায়চারি করার পর বিশাল হল রুমটার এক কোনায় স্থির হলো রুতলেজ। এখান থেকে পুরো হলরুমের পরিস্থিতি ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে। সবার মুখে অজানা এক শংকা কিংবা দ্বিধা লক্ষ্য করলো রুতলেজ। সে নিজেও কিছুটা একই অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। জন হ্যানকক কংগ্রেসের বর্তমান সভাপতি, সবার আগে স্বাধীনতার ঘোষনাপত্রে তারই স্বাক্ষর করার কথা। কিন্তু ভদ্রলোককে দূর থেকে দেখে কিছুটা আত্মবিশ্বাসহীন বলে মনে হচ্ছে রুতলেজের কাছে। একমাত্র বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলীনকে কিছুটা উৎফুল্ল দেখাচ্ছে, বয়স হয়ে গেছে লোকটার, সত্তরের কাছাকাছি, কিন্তু এখনো প্রানচঞ্চল, যে কোন কাজের মাঝে নিজেকে জড়িয়ে রাখতে ভালোবাসেন। তার স্নেহমাখা বুদ্ধিদীপ্ত কথা তার মতো তরুণকে জাগিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট।

www.BanglaBook.org

পুরো হলরুমে গুমোট একটা পরিবেশ। সবাই কথা বলছে, কেউ কারো কথা শুনছে বলে মনে হচ্ছে না। ঘোষনাপত্রে স্বাক্ষর করার আগ মুহূর্তে সবাই কেমন যেন নেতিয়ে পড়েছে। কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত, নতুন পৃথিবীর সূচনা করার আগে পুরানো পৃথিবীর সাথে সম্পর্কের সূতো কাটতে সবাই যেন কিছুটা ভীত। ফাঁসিকাঠে কেউ ঝুলতে চায় না তা খুবই স্বাভাবিক। রুতলেজ নিজেও সেই দলের। ছাব্বিশ বছরের এই জীবন, মাত্র শুরু, আরো অনেক কিছু দেখার আছে, শোনার আছে। স্ত্রীর মিষ্টি হাসি, ছোট ছোট বাচ্চাদের কলকাকলি, ওদের সাথে খেলা, আইনব্যবসা, বাবার সম্পত্তি, দাসের উপর রাজত্ব করা কোনকিছুর ঝুঁকি নিতেও ইচ্ছে করছে না এখন। সবার মধ্যে উশখুসানিভাব।

রুতলেজের ঠিক বিপরীতে আরো একজন দাঁড়িয়ে আছে। বড় একটা থামের পাশে। চারপাশের পরিবেশ পর্যবেক্ষন করছে গভীর মনোযোগে। পঞ্চাশের কোঠায় বয়স। কালো লম্বা আলখেল্লা পরনে, মাথায় কাঁচাপাকা চুল, চোখ দুটি যেন জ্বলছে, যে কেউ ঐ চোখ দুটোর দিকে তাকালে বুঝবে অনেক কিছু দেখেছে চোখজোড়া। চেহারা অভিব্যক্তিহীন। দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সাথে ব্যক্তিগত সর্ম্পকের কারনেই এখানে তার আগমন। বিশিষ্ট ব্যক্তি দুজনের একজন জর্জ ওয়াশিংটন এবং অপরজন বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলীন। আমেরিকার পতাকা ডিজাইন করার ক্ষেত্রে কংগ্রেসের বানানো কমিটিতে এই দুজনের সাথে তিনিও ছিলেন। যে ডিজাইন তৈরি করে দিয়েছেন তা কিছুটা সংস্কারের মাধ্যমে এখনকার পতাকাটা তৈরি করেছে মাডাম রোজ। নিজেকে প্রফেসর পরিচয় দিতেই ভালো লাগে তার।ফ্রাঙ্কলীন তাকে এই নামেই ডাকেন।

আজ সেই সূত্রেই এখানে আগমন, স্বাধীনতার ঘোষনাপত্রে স্বাক্ষর হওয়ার কথা, এই বিশেষ মুহূর্তের জন্য অনেক অনেক বছরের অপেক্ষা ছিল তার। ঘোষনাপত্রে 'সকল মানুষের সমঅধিকার' এই কথাগুলো মনে প্রানে বিশ্বাস করেন তিনি, যদিও এই ব্রিটিশ শাসিত আমেরিকায় দাসত্ব প্রথা এখনো ব্যপকহারে প্রচলিত। রুতলেজের মতো বাচ্চাছেলের কাছেও পঞ্চাশ জন দাস আছে কাজ করার জন্য। তবে তেমন একদিনের স্বপ্ন দেখেন যখন এই আমেরিকায় সব মানুষ একসাথে কাজ করবে, উপার্জন করবে, ব্যক্তিস্বাধীনতায় পূর্ন জীবন-যাপন করবে। সেই দিনের সূচনার জন্য আজকের এই স্বাধীনতার ঘোষনাপত্রে স্বাক্ষরের চেয়ে ভালো কিছু হতে পারে না।

কেউ একজন তাকে ধাক্কা দিয়ে চলে গেল, দুঃখিত বলার প্রয়োজনও বোধ করলো না। লোকটাকে চিনতে পেরেছেন তিনি। নিউ জার্সির আব্রাহাম ক্লার্ক। বেচারা বোধহয় দারুন টেনশনে আছে, তাই চারদিকে কি ঘটছে লক্ষ্য করছে না। অবশ্য সবার অবস্থাই এক। তিনি নিজেও দারুন অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে আছেন, আজ যদি স্বাধীনতার ঘোষনাপত্রে সাক্ষর না হয় তাহলে তা আর কোনদিনই হবে না। পুরো আমেরিকার সবাই হবে দাস, বৃটিশ রাজের, রাজা তৃতীয় জর্জের। কিন্তু তা কখনোই

www.BanglaBook.org

হতে দেয়া যাবে না।

থমাস জেফারসন আর অন্যান্য কংগ্রসম্যানরা চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে আছে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে। মৃদু গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। স্বাধীনতার ঘোষনাপত্র চূড়ান্ত হলেও সবাই অপেক্ষা করছে বিশেষ একটা মুহূর্তের জন্য। কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট জন হ্যানককে বিশেষভাবে চিন্তিত দেখাচ্ছে, বারবার তাকাচ্ছে ফ্রাঙ্কলীনের দিকে, উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে তার বয়স বেশি, অভিজ্ঞতাও বেশি। কিন্তু তিনিও নিশ্চুপ।

কয়েকজন এর মধ্যেই তর্ক জুড়ে দিয়েছে নিজেদের মধ্যে, তর্কের বিষয়বস্তু এখনই স্বাধীনতার ঘোষনাপত্র স্বাক্ষর করা অথবা অপেক্ষা করা সঠিক মুহূর্তটার জন্য।

ফ্রাঙ্কলীনের সাথে চোখাচোখি হলো তার। তিনি ইশারায় কিছু বলতে চাইলেন, যদিও ফ্রাঙ্কলীনের মনোযোগ অন্যদিকে। পুরো হলরুমের আবহাওয়া গরম হয়ে উঠেছে। এর মধ্যেই কয়েকজনের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল। দেশদ্রোহিতার অপরাধে বৃটিশ রাজের ফাঁসিকাঠে মাথা পেতে দেয়ার ঝুঁকি নিতে অনেকেই রাজি নয়। তেরোটা স্টেটের প্রায় পঞ্চাশ জন উপস্থিত থাকলেও দ্বিধাবিভক্ত মানুষের সংখ্যাই বেশি। দ্বিধান্বিত হবার সুযোগ দিলে তা একসময় সবার মাঝে ছড়িয়ে যাবে। এখনই সময়, পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাওয়ার আগে এখনই একটা কিছু করা দরকার। আমেরিকা হবে স্বাধীন মানুষদের বসতি, এক নতুন আটলান্টিস।

মোটা থামের আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এলেন তিনি। কেউ এখনো তার দিকে নজর দেয় নি।

"ঈশ্বর আমেরিকা তৈরি করেছেন স্বাধীন থাকার জন্য," হঠাৎ বজ্রকণ্ঠে ঘোষনা করলেন তিনি।

পুরো হলরুমের কোলাহল এক মুহূর্তেই থেমে গেল। সবাই ঘুরে তাকিয়েছে বক্তাকে দেখার জন্য। অচেনা একজন মানুষকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল তারা, ঈষৎ ঋজু ভঙ্গীতে। চোখ থেকে যেন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে।

"ঘোষনাপত্রে স্বাক্ষর করুন সবাই, আমরা আর বৃটিশ রাজের নীচে থাকবো না, আমরা স্বাধীন একটা জাতি," গম্ভীর কণ্ঠে বলে চলেছেন তিনি, সবাই তাকিয়ে আছে মন্ত্রমুগ্ধের মতো, হলরুমে পিনপতন নীরবতা।

"স্বাক্ষর করুন এই পার্চমেন্টে যেখানে আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষনা লেখা, আপনার পূর্বপুরুষদের জন্য, আপনার অনাগত ভবিষ্যতের জন্য, সুন্দর নিরাপদ এক আমেরিকার জন্য যেখানে মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ থাকবে না," বলে চলেছেন তিনি।

লোকজনের চোখে অবাক বিস্ময়, কে এই অচেনা ভদ্রলোক, কোথা থেকে আগমন, উত্তরের জন্য একে অপরের দিকে তাকাচ্ছে, কিন্তু কারো কাছে কোন উত্তর

www.BanglaBook.org

নেই।

"আজ সাহসীকতার দিন, আজ শেকল ভাঙার দিন, আজ আমরা নতুন পৃথিবীর জন্ম দিতে যাচ্ছি, নতুন এক সভ্যতা যা একসময় বিশ্ব শাসন করবে, আমরা ভীরু নই, কাপুরুষ নই, দেখিয়ে দিন আমরাও পারি," বলেছিলেন তিনি।

উপস্থিত কংগ্রেসম্যান এবং সাধারনের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনা দেখা গেল, মনে হলো জাদুর চমকে হঠাৎ কেউ তাদের জাগিয়ে দিয়েছে।

"ঘোষনাপত্রে স্বাক্ষর করুন, এক নতুন বিশ্ব তৈরি করার সুযোগ হাতছাড়া করবেন না," কথাগুলো বলে আস্তে আস্তে পিছু সরে গেলেন তিনি।

কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট জন হ্যানককের সামনে পার্চমেন্টে লেখা স্বাধীনতার ঘোষনাপত্র ছিল। সবার প্রথম তিনিই স্বাক্ষর করলেন, তারপর একে একে তেরোটি স্টেটের কংগ্রেসম্যানরা এগিয়ে এলো, তাদের মধ্যে রীতিমতো হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে, কে কার আগে স্বাক্ষর করবে।

ঠিক চৌত্রিশ জন স্বাক্ষর করলেন আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষনাপত্রে যার মধ্যে থমাস জেফারসন, জন এডামস পরবর্তীতে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। সর্বকনিষ্ঠ স্বাক্ষরদাতা ছিল রুতলেজ।

স্বাক্ষর অনুষ্ঠান শেষে তার কপি পাঠিয়ে দেয়া হলো নিকটবর্তী প্রেসে। খবরের কাগজ এবং জনসাধারনের মাঝে স্বাধীনতার ঘোষনাপত্রের বার্তা পৌঁছে দিতে হবে। উৎফুল্ল হয়ে সব কংগ্রেসম্যান বেরিয়ে এলো বাইরে। আজ তারা স্বাধীনতা ঘোষনা করেছে, আজ থেকে তারা স্বাধীন।

কিন্তু অচেনা সেই লোকটার কথা বেমালুম ভুলে গেল সবাই যার কথায় সব দ্বিধা ভুলে আজকের এই ঐতিহাসিক ঘটনা সম্ভব হয়েছে। দূরে একটা গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে সব দেখছিলেন তিনি। মুখে মৃদু হাসির রেখা। পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। ফ্রাঙ্কলীনের কাছ থেকে বিদায় নেয়া হয় নি, ওয়াশিংটনের সাথে আবার কখনো দেখা হবে কি না ঠিক নেই, কিন্তু এখানে তার কাজ ফুরিয়েছে। নতুন পৃথিবীর গোড়াপত্তন করা হয়েছে। একসময় এই আমেরিকা হয়তো মাথা তুলে দাঁড়াবে, সব মানুষকে সমমর্যাদা দেবে, সেই দিনের স্বপ্ন দেখেন তিনি।

তারিখটা ৪ জুলাই, স্বর্নাক্ষরে লেখা থাকবে ইতিহাসের পাতায়, তার নাম হয়তো থাকবে না সেখানে। অনাগত ভবিষ্যত জানবে না এর পেছনের ইতিহাসের কথা। নিজেকে ইতিহাসের অংশ মানতেই ভালো লাগে তার, সেখানে বইয়ের পাতায় নাম লেখা না থাকলেই বা কি যায় আসে।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, সবার চোখের অলক্ষ্যে কালো আলখেল্লা পড়া মানুষটা হারিয়ে যায় অন্ধকারে। এবার তার গন্তব্য অন্য কোথাও, অন্য কোনখানে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দুপুরে ঘুমানোর চেষ্টাটা বাদ দিয়ে বিছানায় উঠে বসলেন তিনি। বহুদিন আগের কিছু স্মৃতি ভিড় করেছিল মাথায়। সব স্বপ্নের মতো মনে হয়। আমেরিকা এখন স্বাধীন একটা দেশ, সেই ৪ঠা জুলাই ধুমধামের সাথে পালন করা হয়। পুরো পৃথিবীতে মোড়লের দায়িত্ব নিয়েছে এখন আমেরিকা, অথচ সেদিন এ ধরনের কোন উচ্চাভিলাষ আমেরিকার গোড়াপত্তনকারীদের মধ্যে দেখা যায় নি। আমেরিকা এখন জ্ঞানে-বিজ্ঞানে কিংবা অর্থে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ। ভাবতে ভালো লাগলেও ঠিক যেধরনের স্বপ্ন ছিল তার আমেরিকাকে নিয়ে তার অনেকটাই ভেঙে গেছে। যাক, ওসব নিয়ে এখন না ভাবলেও চলবে।

উঠে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি, দূরে আকাশের গায়ে ঝাপসা দাগের মতো পাহাড়ের চিহ্ন দেখা যায়। ঐ খানেই তার গন্তব্য, হিমালয়ের কোলে। গতবার বাগসু দিয়ে ঢুকেছিলেন তিব্বতে, দিল্লি থেকে বাগসু যাওয়া অনেকটাই সহজ ছিল, কিন্তু এবার বাগসু বলে কোন জায়গার নাম খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এই নামের জায়গাটা যেন পৃথিবী থেকেই উঠে গেছে। প্রায় দেড়শ বছর আগে বাগসু গিয়েছিলেন তিনি, সেখান থেকে তিব্বত। তার স্মৃতিতে এখনো মরচে ধরে নি। এবার বাংলাদেশ থেকে রওনা দিয়েছেন তিনি। মেঘালয় দিয়ে ভূটান হয়ে তিব্বতে যাওয়ার ইচ্ছে তার।

লখানিয়া পরিচয়ে জাল আইডি তৈরি করেছেন, টাকা খরচ করলে পাওয়া যায় না এমন কিছু নেই এদেশে। তবে দেড়শ বছরে এই অঞ্চল দারুনভাবে বদলে গেছে। পথঘাট, বাড়িঘর, মানুষজন সবকিছু বদলে গেছে।

মেঘালয়ের এই শহরটা ছোট, চারপাশে প্রচুর গাছপালা। এখনো বড় বড় অট্টালিকায় ঢাকা পড়ে নি শহরের আকাশ। মানুষজনও প্রানবন্ত, সজীব। এখানে আরো কয়েকটা দিন থেকে যেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু হাতে সময় নেই বেশি, তিব্বতে যাওয়ার জন্য উতলা হয়ে আছে মন। সেই বৃদ্ধ শেবারন আর প্রাচীন সেই মন্দির হাতছানি দিয়ে ডাকছে তাকে। হয়তো এখন সেখানে কিছুই নেই, হয়তো আছে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৮

"এখন কি করবো আমরা?" ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল রাজু। বড় একটা ঝোপের ভেতর লুকিয়ে আছে দুজন। পাশে দাঁড়িয়ে আছে রাশেদ, কাঁধে ট্রাভেল ব্যাগটা ঝোলানো।

"ঢাকায় ফিরবো।"

"কিভাবে? এতোক্ষনে হয়তো পুলিশে খবর চলে গেছে, চারদিকে আমাদের নিশ্চয়ই খোঁজা হচ্ছে।"

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। হোটেলের তিনতলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে দৌড়ে রাস্তার একপাশে এসে দাঁড়িয়েছে দুজন, বড় একটা ঝোপের আড়ালে। এখানে থেকে হোটেল দেখা যাচ্ছে। পুলিশের একটা গাড়ি কিছুক্ষন আগে হোটেলের সামনে এসে থেমেছে। খোঁজাখুঁজি শুরু করে নি এখনো মনে হচ্ছে। তবে শিগগির করবে।

"জানি না কিভাবে, তবে ঢাকা যেতেই হবে।"

"বাস স্ট্যান্ডে যাই চল, একটা না একটা বাস পেয়েই যাবো।"

"ওরা আগে বাস স্ট্যান্ডে খোঁজ লাগাবে, এর চেয়ে কোন মাইক্রোবাস ভাড়া করে যাওয়া ভালো, তবে তার আগে এখান থেকে বেরুতে হবে।"

রাস্তার পাশের ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো রাশেদ। এখন ঝুঁকি নিতেই হবে। রাজুকে ইশারায় আসতে বলল। খুব স্বাভাবিকভাবে হাঁটছে দুজন, যেন কোন তাড়া নেই। সন্ধ্যায় হাঁটতে বের হয়েছে।

পাশ দিয়ে একটা স্কুটার যাচ্ছে, হাত দিয়ে থামাল রাশেদ। দুজন উঠে পড়ল দুপাশ দিয়ে।

"কোথায় যাবো?" জিজ্ঞেস করল রাজু।

"কথা বলিস না বেশি, চুপ করে থাক শুধু," রাশেদ বলল।

স্কুটারচালককে ইশারায় চালাতে বলল সামনের দিকে। শহরের মাঝখানে রেন্ট এ কারের একটা দোকান চোখে পড়েছিল, সেখানে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু পাওয়া যাবে।

সন্ধ্যার পরপরই রওনা দিল দুজন। একটা মাইক্রোবাস পাওয়া গেছে। ভাড়া বেশি চাইলেও আপত্তি করে নি রাশেদ। আগে এই শহর থেকে বের হতে হবে। এর মধ্যেই হয়তো দুজনের খোঁজে নেমে পড়েছে পুলিশ। ঐ লোক দুজন নিশ্চয়ই ধরা পড়েছে পুলিশের হাতে। আর লরেন্সের কি অবস্থা কে জানে। মারা না গিয়ে থাকলে হয়তো আবার দেখা হবে। নিজের গরজেই ওদের খুঁজে বের করবে লোকটা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ

ঘন্টা তিনেক দ্বীপটায় ঘোরাঘুরি করলো লোকগুলো। এখন ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে সৈকতে। হয়তো কিছুক্ষনের মধ্যেই রওনা দেবে। এই সময়টা পুরোপুরি আড়ালে থেকে ওদের লক্ষ্য করেছে মিচনার। দু'একবার ইচ্ছে হয়েছে ওদের উপর আক্রমন করতে, কিন্তু নিজেকে অনেক কষ্টে দমিয়েছে সে। এদের মাধ্যমেই হয়তো আবার দস্যুভূমিতে ফেরা যাবে।

আড়াল থেকে বের হয়ে ওদের সামনে যাবে কি না তা নিয়ে দ্বিধা কাজ করছিল মনে। কিন্তু যখন মনে হলো ওরা এখন চলে যাবার জন্য প্রস্তুত তখন আর নিজেকে থামাতে পারলো না মিচনার। এই দ্বীপে একা থেকে বিরক্তি চলে এসেছে।

দৌড়ে নৌকার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে মিচনার। চমকে গেছে লোক দুজন। মোটামুটি পুরো দ্বীপ হেঁটে এসেছে ওরা। কোথাও মানুষের অস্তিত্ব তাদের চোখে পড়ে নি। এখন সামনে সাদা চামড়ার সুদর্শন এক পুরুষকে দেখে চমকে গেছে দুজন। হাত নেড়ে সামনে এসে দাঁড়াল মিচনার। তার পরনের প্যান্ট শতচ্ছিন্ন, উপরের অংশ খালি। চেহারা রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে, চোখ গাঢ় সবুজ।

সাহেবী ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে দিল মিচনার একজনের দিকে।

হাত মেলাল লোকটা।

"আমার নাম গঞ্জালেজ, রাফায়েল গঞ্জালেজ, তুমি?"

প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য মুখ খুলল মিচনার। কিন্তু গলা থেকে কোন আওয়াজ বেরুচ্ছে না। বারবার বলতে চাইল আমার নাম আন্দ্রু মিচনার, স্কটল্যান্ডে বাড়ি। জাহাজ ডুবির পর এই দ্বীপে আটকা পড়েছি। কোন শব্দই বের হচ্ছে না মুখ থেকে।

অসহায়ের মতো তাকিয়ে রইল মিচনার। সে কি চিরকালের জন্য বোবা হয়ে গেল? দ্বীপে পা রাখার পর কারো সাথে কথা বলার প্রয়োজন পড়ে নি, তাই এতোদিন মনে হয়েছিল সব ঠিক আছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আর কোন দিন কথা বলতে পারবে না সে। মুখের ভেতর সেই পানীয়ের স্বাদটা এখনো আছে। সেই জন্যই কি এমন হচ্ছে?

"আমার মনে হয় ছেলেটা বোবা," রাফায়েল গঞ্জালেজের সঙ্গী বলল।

"লুই, হতে পারে, ছেলেটা মনে হয় আমাদের সাথে যেতে চাচ্ছে?" রাফায়েল গঞ্জালেজ বলল।

"তোমার কি মনে হয় নেয়া ঠিক হবে?"

"বুঝতে পারছি না, তবে এরকম একটা জনশুন্য দ্বীপে একা একা থাকাটা খুব কঠিন হবে ওর জন্য।"

"তাহলে নিয়ে নাও।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"কিন্তু ক্যাপ্টেনকে কি বলবো?"

"সে আমি বুঝিয়ে বলবো। আর দেখছো না ছেলেটা কেমন শক্ত সমর্থ, ওকে জাহাজে কোন কাজে লাগিয়ে দেবো।"

নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল রাফায়েল গঞ্জালেজ আর সঙ্গী লুই। পরিষ্কার সব বুঝতে পারছিল মিচনার। তাকে এখানে ফেলে যাবে না এতেই সে খুশি কিছুটা। একই সাথে কথা বলতে পারছে না ভেবে খারাপ লাগছে।

ইশারায় নৌকায় উঠতে বলল রাফায়েল। ছোট নৌকা তারপরও তিনজনের জন্য যথেষ্ট। ঢেউয়ের দোলায় দুলতে দুলতে এগিয়ে যাচ্ছে নৌকাটা। অনেক দূরে ঝাপসা একটা কাঠামো চোখে পড়ল মিচনারের। কাঠামোটা একটা জাহাজের। পরিচিত মনে হলো তার কাছে। আরো একটু কাছে যাওয়ার পর একেবারে পরিষ্কার চিনতে পারলো সে জাহাজটা। এটাই সে জাহাজ যা তাদের ব্ল্যাক ডাহলিয়াকে আক্রমন করেছিল। যার জন্য ক্যাপ্টেন জেমস হার্ডওয়েল মারা গেছেন, যার জন্য আজ তার এই অবস্থা। জাহাজটাকে তার কৃতকর্মের শাস্তি পেতে হবে, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল মিচনার।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৯

হোটেল রুমে বসে আছে তিনজন। প্রফেসর সুব্রামানিয়াম, সন্দীপ এবং ডঃ আরেফিন। কেউ কারো সাথে কথা বলছে না। প্রফেসরের রুমে এখন গভীর নিরবতা। রামহরিকে ছাড়ানো হয়েছে। সে যে বলেছে তার সারমর্ম হলো, দরজার নক করা শুনে সে ধারনা করে প্রফেসর ফিরে এসেছে, দরজা খোলা মাত্র দাড়িওয়ালা এক লোক তাকে ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে, কোন একটা ভারী জিনিস দিয়ে তার মাথায় আঘাত করে। এরপরের কোন কিছু তার মনে নেই। জ্ঞান ফিরে নিজেকে চেয়ারের সাথে বাঁধা অবস্থায় দেখতে পায়। মুখে টেপ লাগানো ছিল, তাই চেঁচানোর সুযোগ ছিল না।

একটু আগে সন্দীপকে তার রুম থেকে ডেকে এনেছেন ডঃ আরেফিন। পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ করা দরকার ডঃ কারসনকে সব জানানোর আগে। আসলে কিসের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছে তা আগে বিচার বিবেচনা করা দরকার। তারপর সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে। প্রফেসর কিছুটা মুষড়ে পড়েছেন তার ব্যক্তিগত ল্যাপটপ চুরি হয়ে গেছে বলে। সেখানে রাখা গুরুত্বপূর্ন ফাইলের চেয়ে আদ্যিকালের যন্ত্রটার শোকই ভুলতে পারছেন না ভদ্রলোক।

সন্দীপ বসে আছে গম্ভীর ভঙ্গিতে। রামহরি দাঁড়িয়ে আছে এক কোনায় চুপচাপ।

"আমাদের এখন কি করা উচিত?" জিজ্ঞেস করলেন ডঃ আরেফিন। প্রশ্নটা তার দুই সহকর্মীর প্রতি।

উত্তর এলো না। প্রফেসর এবং সন্দীপ দুজনেই তাকিয়েছে ডঃ আরেফিনের দিকে।

"আমার মনে হয়, ডঃ কারসনকে জানানো দরকার ব্যাপারটা, আমাদের পেছনে কে বা কারা লেগেছে তা জানা জরুরি। মনে হচ্ছে এই অভিযান যতোটা সহজ মনে হচ্ছে ততোটা সহজ হবে না," সন্দীপ বলল, উঠে দাঁড়িয়েছে চেয়ার ছেড়ে। ডঃ আরেফিনের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

"এর চেয়ে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা আছে আমার, মৃত্যুর মুখ থেকে অনেকবারই বেঁচে ফিরেছি, তাই এসব নিয়ে ভয় করি না।"

মৃদু হাসির রেখা দেখা গেল প্রফেসরের মুখে।

"তোমার সাহস কতো তা ভালোই জানা আছে আমার," কিছুটা টিটকিরি দিয়ে বললেন প্রফেসর।

"দেখুন সুব্রামানিয়াম জি, খোঁচা দিয়ে কথা বলবেন না, আপনার সাহসও আমি ভালোই জানি," সন্দীপ বলল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আমি জানি না আপনাদের দুজনের মধ্যে সমস্যা কি, তবে এটুকু বুঝি একসাথে কাজ করতে এসেছি আমরা, আগে যদি কোন ঘটনা ঘটেও থাকে তা এখন ভুলে থাকা দরকার," ডঃ আরেফিন বললেন।

"আমরা যে কাজে বের হতে যাচ্ছি, মনে হয় সামনে অনেক ঝামেলা হবে এবং সেই সময়গুলোতে আমাদের একসাথে কাজ করতে হবে। একে অপরকে দোষারোপ করে লাভ হবে না।"

"আমি তাকে খোঁচা দিই নি, তিনিই আক্রমন করেছেন আমাকে," সন্দীপ বলল।

"আচ্ছা, বাদ দিন। এবার কাজের কথা বলি, যে বা যারা প্রফেসরের ল্যাপটপ চুরি করেছে তারা এখন আমাদের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানে। আমরা কি করবো, কোথায় যাবো, কি খুঁজবো সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারনা পেয়ে গেছে তারা, কাজেই মনে হয় এ ব্যাপারে ডঃ কারসনের মতামত খুব জরুরি।"

"হ্যা, জরুরি। তিনিই এই অভিযানের নেতা," প্রফসর সুব্রামানিয়াম বললেন।

"যে বা যারাই আমাদের পেছনে লেগে থাকুক, ডঃ কারসন নিশ্চয়ই সে সম্পর্কে কিছু না কিছু জানেন। তিনি এখানে আসার সময় নিয়ে আমাদের সাথে কিন্তু রহস্য করেছিলেন," ডঃ আরেফিন বললেন।

দরজার বাইরে নক শোনা গেল। কথা বন্ধ করলেন ডঃ আরেফিন। রামহরি তার জায়গা থেকে সরল না, গতবার দরজা খোলার অভিজ্ঞতা তার ভালো হয় নি। ইশারায় সবাইকে চুপ থাকতে বলে দরজার দিকে এগিয়ে গেলো সন্দীপ।

ডঃ কারসনকে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সবাই। একসঙ্গে সবাইকে দেখে কিছুটা অবাক হয়েছেন ডঃ কারসন।

"কি ব্যাপার আপনারা সবাই একসাথে?" রুমে ঢুকতে ঢুকতে জিজ্ঞেস করলেন ডঃ কারসন।

"একটা ঝামেলা হয়েছে ডঃ কারসন," প্রফেসর সুব্রামানিয়াম বললেন।

"ঝামেলা?"

"আমার ল্যাপটপ চুরি হয়েছে, যেখানে আমার যাবতীয় তথ্য ছিল।"

"আচ্ছা, তাহলে পুলিশে কমপ্লেইন করুন," স্বাভাবিকভাবেই বললেন ডঃ কারসন।

"সেখানে যাবতীয় তথ্য ছিল, এমনকি আপনি যে ব্রিফ করলেন সেগুলোও," প্রফেসর সুব্রামানিয়াম বলল।

"ওহ, গড!"

"এছাড়া আমার মনে হচ্ছিল, কেউ যেন আমার উপর নজর রাখছে, সেই কাজটা করেছে মনে হচ্ছে," সন্দীপ বলল।

"লোকটা দেখতে কেমন?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"দাঁড়ি আছি, নকল না সত্যি কে জানে।"

"রামহরিও তো দাঁড়িওয়ালা একটা লোকের কথাই বলল," ডঃ আরেফিন বললেন।

একটা চেয়ার টেনে বসলেন ডঃ কারসন। বেশ চিন্তিত মনে হচ্ছে তাকে। চারদিকে তাকিয়ে কিছু একটা বোঝার চেষ্টা করলেন।

"বিষয়টা এতোদূর গড়াতে পারে বুঝতে পারি নি," বিড়বিড় করে বললেন ডঃ কারসন।

"আপনার কথা বুঝতে পারলাম না ডঃ কারসন," সন্দীপ বলল।

"আসলে, সেই লন্ডন থেকেই কেউ একজন পিছু নিয়েছে আমার," ডঃ কারসন বললেন, "বিশেষ একটা অভিযানে বের হয়েছি আমি, অনেকেই জানতো, কিন্তু সেটা কি নিয়ে একমাত্র ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ আর ভারত সরকারের উঁচু মহল ছাড়া আর কেউ জানে না।"

"আপনার কি ধারনা আমাদের এই অভিযান বাধাগ্রস্ত করার জন্যই কেউ পিছু নিয়েছে?"

"হয়তো আমাদের আগেই ওরা আমরা যা খুঁজতে বের হয়েছি তা বের করতে চায়, কিন্তু সেটা এতো সহজ হবে না," ডঃ কারসন বললেন।

"ওরা হয়তো এখন আমাদের উদ্দেশ্য জেনে গেছে, কি কারনে আমরা সবাই একত্রিত হয়েছি, কিন্তু কিভাবে আমরা আমাদের উদ্দেশ্য সফল করবো তা ওরা জানতে পারবে না," ডঃ কারসন বললেন।

"আপনি কি নিশ্চিত এটা কোন সংঘবদ্ধ দলের কাজ?"

"যে লোকটা এখানে এসেছে আমাদের পেছনে সে নিশ্চয়ই একা নয়, কারো মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে সে।"

"কে হতে পারে? আপনার সাথে কারো রেষারেষি আছে এমন কেউ?"

"ব্যক্তিগতভাবে আমার সাথে কারো কোন রেষারেষি নেই, তবে কেউই একজন আমার পিছু নিয়েছে সেই প্যারিস থেকে," ডঃ কারসন বললেন।

"প্যারিস থেকে?"

"হ্যা, গত বছর বাংলাদেশ থেকে ফিরে লুভ্যর মিউজিয়ামে এক জোড়া জুতো উপহার পাঠাই আমি, সাধারন জুতো ছিল না, দামী সব হীরে লাগানো ছিল সেই জুতোর গায়ে," ডঃ কারসন বললেন।

"আপনি বাংলাদেশ থেকে হীরে লাগানো জুতো নিয়ে এসেছিলেন?" অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ডঃ আরেফিন। "কই, আমি তো কিছু জানি না!"

"কাউকে বলি নি, এই জুতো জোড়ার ইতিহাস দারুন চমকপ্রদ, তোমাদের ওখানে মিউজিয়ামে এতো দামী জিনিস সংরক্ষন করার ব্যবস্থা নেই।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"কিন্তু আপনি আমাদের বলে দেখতে পারতেন। ডঃ শাখাওয়াত ঐ সময় সন্দেহ করেছিলেন, আমারও মনে হয়েছিল আপনি কিছু একটা লুকাচ্ছেন," রেগে গেছেন ডঃ আরেফিন। "এভাবে আমাদের বোকা না বানালেও পারতেন।"

"স্বীকার করছি তোমাদের না বলাটা ভুল হয়েছে," ডঃ কারসন বললেন, "কিন্তু ঐ জুতো জুড়ো গবেষনার দাবীদার, যা তোমাদের দেশে বসে করা সম্ভব না।"

"ঠিক আছে, মানলাম," ডঃ আরেফিন বললেন, "কিন্তু এর সাথে প্রফেসরের ল্যাপটপ চুরি হয়ে যাওয়ার সম্পর্ক আছে বলতে চান?"

"নিশ্চিত নই, থাকতেও পারে। তবে এসবে ভয়ের কিছু নেই, যে কাজে বের হয়েছি তা সফল করতেই হবে যে করেই হোক। সত্যিই যদি সাম্ভালা বলে কিছু থেকে থাকে তাহলে তা মানবচক্ষুর আড়ালে থাকবে না। সত্য উদঘাটন আমরা করবোই। বিপদ যাই আসুক না কেন।"

চুপচাপ শুনছিলেন প্রফেসর সুব্রামানিয়াম। "আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তা করা দরকার তাহলে? এই বিষয়ে আপনার মতামত কি?"

"নিরাপত্তার জন্য সবসময় দুজন থাকবে আমাদের সাথে, কাল সকালেই যোগ দেয়ার কথা আমাদের সাথে, ব্যবস্থা করে রেখেছি, বাংলাদেশে অভিজ্ঞতা খুব একটা সুখকর ছিল না আমার জন্য," ডঃ কারসন বললেন।

উত্তর দিলেন না ডঃ আরেফিন। ডঃ কারসনের অপহরনের ঘটনা অনেকেই জানে।

"আমি তাহলে উঠি," ডঃ কারসন বললেন, "আপনারাও যার যার রুমে যান, ভোরে দেখা হচ্ছে লবিতে।"

বেরিয়ে গেলেন ডঃ কারসন। একে একে বিদায় নিয়ে বাকিরাও চলে গেল। প্রফেসর সুব্রামানিয়াম রামহরিকে ইশারা করলেন দরজা বন্ধ করে দিতে। ল্যাপটপ হারানোর শোক ভুলতে পারছেন না তিনি। ছয় বছর আগে কেনা, তাঁর লাখ লাখ ফাইল ছিল ল্যাপটপটায়। যেগুলো তাঁর সারাজীবনের পরিশ্রমের ফল। ডঃ কারসনের কাছে এর ক্ষতিপূরন চাইতে হবে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২০

রাতের অন্ধকারে একরকম পালিয়ে ঢাকা চলে এসেছে রাশেদ। রাজুও সাথে আছে। ভোরে ফার্মগেটের কাছে মাইক্রোবাস নামিয়ে দিয়েছে দুজনকে। ইচ্ছে করলে মাইক্রোবাসটা নিয়ে বাসার সামনে যেতে পারতো রাশেদ, কিন্তু সেই ঝুঁকি নেয় নি। অচেনা কাউকে বাসা চেনানোর প্রয়োজন নেই।

তিনতলার এই ফ্ল্যাটটায় রাশেদ থাকে, সেই সাথে রাজুও। আরো একটা ছেলে থাকে, বয়সে ছোট। দিনরাত পড়াশোনা নিয়ে থাকে। নাম সবুজ। রাশেদ আর রাজুকে এতো ভোরে বাসায় আসতে দেখে অবাক হয়েছে সবুজ। দু'জনকেই বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল। ভোরের আলো সবে ফুটতে শুরু করেছে।

এসেই ঘুমিয়ে নিয়েছে রাশেদ। বান্দরবানে যাওয়ার পর টেনশনবিহীন ঘুম এখনো হয় নি। বিকেলে উঠে বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরালো রাশেদ। শরীরটা ঝরঝরে লাগছে।

"কি রে? তুই কখন উঠলি?" পেছনে রাজু এসে দাঁড়িয়েছে।

"এই তো, কিছুক্ষন আগে, তুই কোথায় ছিলি?"

"নীচে।"

চুপচাপ বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল দু'জন কিছুক্ষন।

"নীচে গিয়েছিলাম কেন জিজ্ঞেস করলি না?" বলল রাজু। হাতে একটা খবরের কাগজ ছিল, সেটা বাড়িয়ে দিল রাশেদের দিকে।

"পত্রিকা দিয়ে কি করবো?"

"পড় না, শেষ পাতায় খবরটা আছে।"

পত্রিকাটা হাতে নিলো রাশেদ, শেষ পাতায় চলে গেল সরাসরি।

<u>বান্দরবনে মাদকচক্রের দুজন গুলিবিদ্ধ</u>

নিজস্ব প্রতিবেদক:- বান্দরবন শহরের অভিজাত হোটেল 'নিউ মুন ইন্টারন্যাশনাল'-এ গতকাল বিকেলে আহত অবস্থায় সঞ্জয় বাহিনীর দুই সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধারনা করা হচ্ছে, প্রতিপক্ষ গ্রুপের সাথে মাদক ব্যবসায় আধিপত্য নিয়ে সংঘাতের ফলে হোটেল রুমে গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। আহত দুজনের নাম এখনো অজ্ঞাত। হোটেল রুম থেকে প্রতিপক্ষ গ্রুপের দুই ক্যাডার পুলিশ আসার আগেই পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। তবে তাদের ধরার জন্য প্রয়োজনে চিরুনী অভিযানে নামবে বলে নিশ্চিত করেছে পুলিশের একাধিক সূত্র। উল্লেখ্য, সঞ্জয় গ্রুপ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পুরো পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মাদক ব্যবসার প্রধান নিয়ন্ত্রনকারী হিসেবে চিহ্নিত। সঞ্জয় সিং এই গ্রুপের প্রধান।

"ইন্টারেস্টিং," বিড়বিড় করে বলল রাশেদ।

"তোর কাছে ইন্টারেস্টিং মনে হলো, আমাদের দুজনকে এখন খুঁজছে পুলিশ, তাও মাদক ব্যবসার দায়ে, বুঝতে পারছিস ব্যাপারটা তুই?"

"আমি শুধু চিন্তিত লরেন্সকে নিয়ে, লোকটা মারা গেছে না বেঁচে আছে বোঝা যাচ্ছে না। পত্রিকায় কিন্তু কিছুই লেখে নি।"

"বাদ দে, চল বাইরে যাই, অনেক দিন ইউনিভার্সিটিতে যাওয়া হয় না," রাজু বলল।

"তুই যা, আড্ডা দিয়ে আয়, ঐ বাক্সটা কোথায়?"

"আছে, তোর ব্যাগেই আছে। কি করবি ওটা দিয়ে?"

"দেখা দরকার। লরেন্স সত্যি কথা বললো কি না পরীক্ষা করে দেখতে হবে।"

"হমম, আমি শুধু একটা জিনিস বুঝেছি এটা সাধারন কাগজ না, পার্চমেন্ট বলে একে, ইন্টারনেট ঘেঁটে কিছু ছবির সাথে মিলিয়ে দেখছিলাম।"

"হতে পারে। আর কিছু বুঝেছিস?"

"ধৈর্য্য কম। তুই দ্যাখ। সত্যিই যদি কোন গুপ্তধনের নক্সা হয় তাহলে বেরিয়ে পড়বো দুজনে।"

"আরে নাহ। গুপ্তধনের গল্পে আমার বিশ্বাস নেই। তবু জিনিসটা ঘেঁটে দেখা দরকার।"

"তুই ঘাটাঘাটি কর। আমি আসছি।"

বলে বেরিয়ে গেল রাজু। বাসায় এখন একা রাশেদ। সবুজও বাইরে, কোথায় জানি টিউশনি করে। রাত আটটার আগে বাসায় ফিরবে না।

রুমে ঢুকে আরো কিছুক্ষন শুয়ে থাকল। সময় কাটছিল না, বারবার লিলির কথা মনে হচ্ছিল। গত কয়েকদিন কোন মেইল আসে নি। মেয়েটা বোধহয় আস্তে আস্তে ভুলে যাচ্ছে তাকে। এমনটাই স্বাভাবিক, এমনই হয়। দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো রাশেদের বুক চিরে। শামীমের কথা মনে পড়ছে, রাজু এখন তার খুব ভালো বন্ধু, কিন্তু শামীমের জন্য অন্য এক ধরনের মায়া কাজ করছে যা ব্যাখ্যা করে বোঝানো সম্ভব নয়। পিশাচ শ্রেনীর কিছু মানুষের নির্মমতার বলি হয়েছে ছেলেটা।

ট্রাভেল ব্যাগটা চোখে পড়ল। বাক্সটা আছে ব্যাগে। খুলে দেখলে হয়। কৌতূহল জয় করার কোন কৌশল রাশেদের জানা নেই, কাজেই উঠে গিয়ে ব্যাগ খুলে ছোট বাক্সটা বের করে নিয়ে এসে বিছানায় বসল সে।

মসৃন, নক্সাকাটা বাক্সটা, কাঠের রঙ মিশমিশে কালো। ভেতরে ভাঁজ করা পার্চমেন্ট কাগজটা বের করে আনল। অনেক পুরানো, একটু এদিক-সেদিক হলেই

www.BanglaBook.org

নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই খুব সাবধানে কাগজটা বিছানার উপর বিছাল রাশেদ।

লম্বায় বারো ইঞ্চি, প্রস্থে ষোল ইঞ্চির মতো মাপ হবে কাগজটার অনুমান করল রাশেদ। ছোট ছোট করে কি যেন লেখা, প্রায় মুছে গেছে, একপাশে একটা ম্যাপও আছে মনে হচ্ছে। কালের স্পর্শে অনেক কিছুই মুছে গেছে। সবার নীচে সাক্ষর দেখা যাচ্ছে। অক্ষরগুলো চেনা হলেও ভাষাটা সম্ভবত স্প্যানিশ অথবা পর্তুগীজ, ধারনা করল রাশেদ। 'সবঁ হড়সব ব ঃরনধড়' এই টুকু পরিষ্কার বুঝতে পারছে সে। হড়সব নিশ্চয়ই নাম আর ঃরনধড় নিশ্চয়ই তিবাও বিড়বিড় করে বলল রাশেদ। এছাড়া 'অথধনর্যসর', 'পড়ষরহধ' এই শব্দগুলোও মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে।

বাকি লেখাগুলো ঝাপসা, অস্পষ্ট। একমাত্র বিশেষজ্ঞ ছাড়া এর অর্থ বের করা মোটামুটি অসম্ভব। একপাশে ছোট করে একটা ম্যাপও আঁকা। ত্রিভুজ আকৃতির। অনেকটা পাহাড়ের মতো দেখতে। কমপক্ষে তিন-চারশ বছর পুরানো লেখা হবে, পার্চমেন্টের যুগ শেষ হয়েছে কবে।

লাইব্রেরীতে যাওয়া দরকার, ইন্টারনেটেও বসা যায় অবশ্য। কোন কিছু নিয়ে কাজ করার জন্য লাইব্রেরীই পছন্দ রাশেদের। বাংলায় পর্তুগীজ সম্পর্কে নিশ্চয়ই অনেক লেখা পাওয়া যাবে ইউনিভার্সিটি অথবা পাবলিক লাইব্রেরীতে।

সুন্দর করে ভাঁজ করে কাগজটা আবার বাক্সে ভরে রাখল রাশেদ। বাসায় বসে বসে বিরক্ত হওয়ার চেয়ে বাইরে যাওয়া ভালো। টি-শার্ট আর জিন্স পড়ে বেরিয়ে এলো রাশেদ। সন্ধ্যা হয়েছে অনেকক্ষন। আকাশে সুন্দর চাঁদ উঠেছে। হঠাৎ আব্দুল মজিদ ব্যাপারীর কথা মনে পড়ল। বুড়ো এখন কোথায় আছে, আদৌ বেঁচে আছে কি না কে জানে।

১৭৬০ খৃস্টাব্দ

জাহাজটা মাঝারি আকারের, দুই মাস্তুল, মাঝিমাল্লা আর নাবিক মিলিয়ে আট জন যাত্রী। নাম এল মাতানকা। নামটার অর্থ কি জানে না মিচনার। ঘন্টাখানেক আগে দুই অফিসারের সাথে জাহাজে এসে উঠেছে। এরমধ্যে কাজেও লাগিয়ে দেয়া হয়েছে তাকে। জাহাজের ডেক পরিষ্কারের কাজ। এক বালতি পানি, একটা কাঠের মগ আর মেঝে পরিষ্কারের ঝাড়ু, এই হচ্ছে তার সম্বল। আগেও এই ধরনের কাজ করতে হয়েছে ব্ল্যাক ডাহলিয়াতে শাস্তি হিসেবে, কাজেই খারাপ লাগছে না তার কাছে। তবে চারপাশের লোকজনের চেহারা দেখে বেশি একটা ভরসা পাওয়া যাচ্ছে না।

লোকগুলো সব অদ্ভুত ধরনের, কিছু একটা করার জন্য মুখিয়ে আছে। কোমরে তলোয়ার ঝুলছে। পারলে বের করে এখনি কারো কল্লা কেটে নেয় এমন অবস্থা। কয়েকজন দুস্যু এর মধ্যে মিচনারের সাথে খোঁচাখুঁচি করে গেছে। সাড়া না পেয়ে

www.BanglaBook.org

ফিরে গেছে হতাশ হয়ে।

জাহাজের দু'পাশে সারি সারি কামান বসানো। তৈরি যে কোন সময় আক্রমন করার জন্য, শুধু হুকুমের অপেক্ষা। জাহাজের ক্যাপ্টেনকে দেখা হয় নি এখনো, লোকটা সম্ভবত নিজের কামরা ছেড়ে বেরুয় না। জলদস্যুদের কথা অনেক শুনেছে, এখন ঠিক ওদের মাঝখানে এসে অদ্ভুত লাগছে সবকিছু।

রাফায়েল গঞ্জালেজকে আসতে দেখল মিচনার। লোকটা দেখতে নরম, মিশুকে, মুখে সবসময় একটা হাসি ঝুলে থাকে।

"কাজ শুরু করে দিয়েছো তাহলে?" রাফায়েল গঞ্জালেজ বলল ঠিক সামনে এসে।

উত্তরে কোন কথা বের হলো না মিচনারের মুখ থেকে। মাথা দুলিয়ে একটু হাসল।

"তুমি কি বোবা নাকি?"

মাথা নাড়াল মিচনার।

"হা করো তো দেখি," রাফায়েল গঞ্জালেজ বলল।

মুখ হা করল মিচনার। গভীর মনোযোগে কিছুক্ষন তাকিয়ে রইল রাফায়েল। চেহারা থেকে হাসিভাবটা উধাও হয়ে গেছে।

"তোমার সাথে পরে কথা বলবো, যাই," বলল রাফায়েল, তারপর চলে গেল।

মন দিয়ে আবার কাজে লেগে পড়ল মিচনার। তার এই দুরাবস্থার জন্য এই লোকগুলো দায়ী। শাস্তি এদের পেতেই হবে, কিন্তু কিভাবে?

নাবিকদের মধ্য থেকে মধ্য বয়স্ক একজন এগিয়ে এসেছে তার দিকে। আড় চোখে তাকাল মিচনার, লোকটার ভাবসাব ভালো মনে হচ্ছে না। মারবে নাকি?

"অ্যাই, তুই কি ইংলিশ?"

মাথা নাড়ল মিচনার।

"কথা বলতে পারিস না, উত্তর দে?"

আবারো মাথা নাড়াল মিচনার।

"তোকে দেখে কেমন সন্দেহ হচ্ছে? তুই ইংলিশ? আমাদের জাহাজে কোন ইংলিশের বাচ্চার ঠাঁই নেই," এবার চেঁচিয়ে বলল লোকটা, চারদিকে তাকাচ্ছে সমর্থনের আশায়। কয়েকজন হৈ হৈ করে উঠল।

"চোপ! এই জাহাজে কে থাকবে আর কে থাকবে না তা ঠিক করবো আমি, তুই বলার কে?"

বাজখাই গলায় বলল কেউ, আপার ডেক থেকে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়েছে সবাই, এই কণ্ঠস্বর তাদের পরিচিত, একমাত্র মিচনারের কাছেই তা অপরিচিত।

লোকটাকে দেখে অবাক হলো মিচনার। সাড়ে ছ'ফিটের কম লম্বা হবে না, পেটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শরীর। পরনের পোশাকটা অনেক পুরানো, কোমরে স্বাভাবিকভাবেই তলোয়ার আর পিস্তল ঝুলছে। মুখে দাঁড়ি। চেহারায় খুনে একটা ভাব, দেখলেই বোঝা যায় এই লোক সাধারণ কেউ না।

সবার পেছনে সরে দাঁড়িয়েছে, মিচনার দাঁড়িয়ে আছে একা। লোকটা উপর থেকে নীচে নেমে এলো। মিচনারের ঠিক সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখ থেকে মদের কড়া গন্ধ পাচ্ছে মিচনার, সাথে তামাকের গন্ধও মিশে আছে।

"তোর নাম কি রে?"

গলার স্বর নিচু করে বলল ক্যাপ্টেন।

উত্তর দিলো না মিচনার। চারপাশে তাকাল।

"বোবা, কথা বলতে পারে না," নাবিকদের মধ্য থেকে কেউ একজন বলল।

"চোপ! ও বোবা কি না আমি বুঝবো," আবারও গর্জে উঠল ক্যাপ্টেন, "অ্যাই, তোর বাড়ি কি ইংল্যান্ডে?"

না-সূচক মাথা নাড়াল মিচনার।

"এই তো, বুঝতে পারিস সবকিছু। যা কাজ কর," বলল ক্যাপ্টেন, তারপর ধীরে ধীরে আপার ডেকে গিয়ে দাঁড়াল। পকেট থেকে দূরবীন বের করে দূরে কিছু দেখার চেষ্টা করল।

নীচে সবাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, ক্যাপ্টেন কিছু একটা বলবে মনে হচ্ছে। কিন্তু কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে থেকে নিজের কেবিনে চলে গেল সে। নাবিকরাও যার যার কাজে ফিরে গেল।

মিচনারও দাঁড়িয়েছিল কিছুক্ষন চুপচাপ। তারপর কাজে লেগে পড়ল। ক্যাপ্টেন লোকটা বুদ্ধিমান। লোকটার চোখ দেখেই বুঝতে পেরেছে সে। একে বোকা বানানো সহজ হবে না।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২১

পথঘাটের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। গত একশ বছরে পৃথিবী এগিয়ে গেছে অনেক, তার কল্পনার চেয়েও দ্রুত গতিতে। তারহীন ছোট যন্ত্রের মাধ্যমে এখন নিমিষেই মানুষ পৃথিবীর যেকোন প্রান্তে কথা বলতে পারে। চলার জন্য রয়েছে অত্যাধুনিক মোটরযান, প্লেনসহ অনেক কিছু। এখন পৃথিবী ঘুরে বেড়ানো অনেক সহজ। তবু আগের সেই ভ্রমনগুলো ছিল অসাধারন। তার সাথে কোন কিছুরই তুলনা চলে না। এক দেশ থেকে আরেকদেশে যাওয়া, পথে নানা ধরনের বিপদের সম্মুখীন হওয়া, নানা ধরনের অ্যাডভেঞ্চার থেকে মানুষ এখন বঞ্চিত হচ্ছে। শেষবার তিব্বতে যাওয়ার পথটা ছিল বন্ধুর। সঙ্গী রামপ্রসাদকে সঙ্গে নিয়ে কতো পথ পাড়ি দিয়ে সেই রহস্যের দেশে গিয়েছিলেন তার হিসেব নেই। তিব্বত সম্পর্কে নানা-ধরনের বই-পুস্তক জোগাড় করেছেন ইতিমধ্যে। সেগুলো পড়ছেন, বদলে যাওয়া পৃথিবীতে কোথায় কি হচ্ছে কিংবা হয়েছে তা জানার চেষ্টা করছেন। এককালের স্বাধীন তিব্বত এখন চীনের আয়ত্বে। রীতিমতো পৃথিবী থেকে আলাদা করে রাখা হয়েছে জায়গাটাকে। স্বাধীনতাকামী মানুষ তাদের নেতা দালাইলামার নেতৃত্বে বের হয়ে এসেছে সে দেশ থেকে, এখন ভারতবর্ষ তাদের থাকার ঠিকানা হলেও তাদের মন পড়ে থাকে সুদূর তিব্বতের বরফে ঢাকা পাহাড় চূড়ায়।

শহরটা পাঁচ হাজার ফুট উপরে, নাম মাইরাং, মেঘালয়ের ছোট শহর। এখানেই একটা হোটেলে আছেন তিনি গত কয়েকদিন ধরে। হোটেলটা একটা পাহাড়ের উপর। জানালা খুললেই দূরে বড় বড় পাহাড়ের চূড়া চোখে পড়ে। এই রাজ্যের রাজধানী শিলং থেকে মাইরাং-এর দূরত্ব পয়তাল্লিশ কিলোমিটার। বৃষ্টি প্রধান এলাকা, যদিও চেরাপুঞ্জিতে বৃষ্টির হার সবচেয়ে বেশি। গত কয়েকদিন হোটেল রুমে বসে এসব নিয়েই পড়াশোনা করছেন তিনি। হোটেলে উঠার রেজিস্টারে নিজের নাম লিখিয়েছেন লখানিয়া সিং। এই নামই এখন তার পরিচয়।

বিকেলে হাঁটতে বের হবেন বলে ঠিক করেছিলেন। পাহাড়ি এলাকা, খাসিয়া পাহাড়ের পাদদেশের এই জনপদ অনেক সুন্দর, চারপাশে লোকজনের ছড়াছড়ি। বেশিরভাগ লোকজনের থ্যাবড়া নাক, ছোট ছোট চোখ। বোঝাই যায় এরা এখানকার স্থানীয়, খাসিয়া। অন্যান্য অঞ্চল থেকে আসা লোকজনও কম না। টুরিস্টের সংখ্যাও যথেষ্ট।

বের হতে গিয়েও থেমে গেলেন। বৃষ্টি শুরু হয়েছে। রুমে টিভি ছেড়ে দিলেন। কিভাবে রিমোট চালাতে হয় জানেন না, তবু এখানে সেখানে টিপতে লাগলেন। পরিচিত একটা জায়গা দেখে স্থির হয়ে গেলেন হঠাৎ করে। ঠিক যেমন দেখেছিলেন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তেমনটা নয়, তবে অনেক কাছাকাছি। অনেক অনেক আগের স্মৃতি মনে পড়ে গেল।

সময়টা খ্রিস্টপূর্ব ৩৯৯।

গ্রীষ্মের দুপুরে এথেন্সের পথে হাঁটতে গিয়ে অদ্ভুত বোধ করছে যুবক হেকাক্লিস। সব যেন চুপচাপ, অতিমাত্রায় শান্ত। কোথাও মানুষজনের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। গতকিছুদিনের ঘটনায় এমনিতেই এথেন্সবাসীর মন ভালো নেই। স্পার্টার সাথে পেলোপনেশীয় যুদ্ধে পরাজয়ের কারনে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সব দিক থেকেই চাপের মধ্যে আছে তারা। এর সাথে তাদের সবার প্রিয় এবং অপ্রিয় ব্যক্তিটি এভাবে হঠাৎ চলে যাবে এ কথা তারা চিন্তাও করতে পারে নি। ঝড় থেমে যাওয়ার পর চারপাশ এখন নীরব, নিশ্চুপ।

নিজেকে জানো বলেছিলেন তিনি, সদা হাস্যময়, কঠিন পরিস্থিতিতেও ব্যঙ্গ করতে যার একটুও বাঁধে না সেই ব্যক্তিটি এখন আর নেই। পুরো জীবনটা সাদাসিদেভাবে কাটিয়ে শেষ পুরস্কারটা পেলেন মৃত্যু। তার মৃত্যুতে এখন পুরো শহর শোকাহত। এই শোক খুব সহজে কাটবার নয়, এমনকি হাজার বছর পার হলেও।

হাঁটতে হাঁটতে শহরের শেষ প্রান্তে চলে এসেছে হেকাক্লিস। ডেলফির মন্দিরও আজ খালি। পুরোহিত আর তার কিছু শিষ্য বসে আছে। চোখ বন্ধ করে কোন কিছু পড়ছেন পুরোহিত। মন দিয়ে শুনছে শিষ্যরা। এদের অধিকাংশকেই চেনে হেকাক্লিস। সক্রেটিসের সামনে এরা মনোযোগী শ্রোতার মতো বসে থাকতো, প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে জ্ঞান আহরনের চেষ্টা ছিল সবার মধ্যে। সে নিজেও এই দলের একজন অংশ। আজ তিনি নেই, তার শিক্ষা আছে। তার তৈরি করা ছাত্র আছে যারা তার জ্ঞানকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে গিয়ে হোঁচট খেল হেকাক্লিস। লক্ষন ভালো নয়। পিথিয়াদের কেউ থাকলে জেনে নেয়া যেতো। অবশ্য তার ক্ষেত্রে পিথিয়ারা আজ পর্যন্ত কোন মন্তব্য বা ভবিষ্যতবানী করে নি। তার চোখের দিকে তাকিয়েই ওরা বুঝে যায় সীমাহীনকে নিয়ে ভবিষ্যতবানী করার ক্ষমতা তাদের নেই।

পুরোহিত সোলনিয়াস কথা বন্ধ করে তাকিয়ে আছে হেকাক্লিসের দিকে। কিছু একটা জিজ্ঞেস করতে চায়, হেঁটে সামনে গিয়ে দাঁড়াল হেকাক্লিস।

"আমাদের এখন করনীয় কি জনাব সোলনিয়াস?" প্রশ্ন করল সে।

"অপেক্ষা, সময় সব ক্ষত পূরন করে দেয়," বিমর্ষ গলায় বললেন পুরোহিত। সামনে বসা শ্রোতারা সবাই চুপ করে বসে আছে, কারো মুখে হাসি নেই। সদাহাস্য কুৎসিতদর্শন এক লোক তাদের শোকের সাগরে ভাসিয়ে চলে গেছে।

"এই বিচারের প্রতিবাদ করবো আমরা?" বলে উঠলো কেউ একজন।

"হ্যা, প্রতিবাদ হবেই।" আরেকজন বলল।

"মেনেতুস, লাইকন আর আনতুসকে ছাড়বো না।"

www.BanglaBook.org

"বিচারকদেরও ছাড়বো না।"

উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠছে তরুণ এথেন্সবাসীরা। নিজেদের চোখের সামনে প্রিয় সক্রেটিসের এমন মৃত্যু তারা কেউ মানতে পারছে না।

"হেকাক্লিস, আমাদের এখন কি করা উচিত?" তরুণদের মধ্যে থেকে জিজ্ঞেস করল একজন।

"সক্রেটিস আমার শিক্ষক ছিলেন, যা শিখেছি সব তার কাছ থেকে, আমরা তার শিক্ষাকে ধরে রাখবো, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবো, আত্মমর্যাদাশীল থাকবো। যেমন তিনি থেকেছিলেন।"

"কিন্তু যারা তার প্রান নিলো তার কোন বিচার হবে না?"

"তিনি নিজে শাস্তি মাথা পেতে নিয়েছিলেন, যতোদূর জানি বিবেকের কাছে তিনি ছিলেন পরিষ্কার একজন মানুষ। তার শাস্তির রায় যারা দিয়েছিলেন তাদের একজন আজ আত্মহত্যা করেছেন।"

"আমরা প্রতিশোধ চাই?"

"তিনি প্রতিশোধকামী ছিলেন না, তিনি ছিলেন শিক্ষক, জ্ঞানের পূজারি। এই দেশ আজ তাকে সম্মান দিতে পারে নি, একদিন সেই অভাব বুঝবে।"

"জনাব হেকাক্লিস, আপনি আসুন," তরুণদের মধ্যে কেউ একজন বলল।

হেকাক্লিস বুঝতে পারছে তার কথা ভালো লাগছে না রক্ত গরম এই সব তরুণদের কাছে।

"আমি আসি," পুরোহিত সোলনিয়াসের উদ্দেশ্যে বলে বেরিয়ে এলো হেকাক্লিস।

চাইলে প্লেটো'র কাছে যাওয়া যায়। সক্রেটিসের সবচেয়ে প্রিয় শিষ্য। কোন কিছু লেখালেখি করতে পছন্দ করতেন না সক্রেটিস, তাঁর বেশিরভাগ কথা লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব নিয়েছিল প্লেটো। এমনকি মৃত্যুর আগে বিচারকদের সামনে বলা কথাগুলো সক্রেটিসের জবানবন্দি হিসেবে লিখে রেখেছিল প্লেটো। গত কিছুদিন ধরে অবশ্য কারো সাথে দেখা করছে না প্লেটো, নিজেকে ঘরে বন্দি করে রেখেছে। প্রিয় শিক্ষকের এভাবে চলে যাওয়াটা মেনে নিতে পারছে না।

দুপুরের রোদে হাঁটতে খারাপ লাগছে না হেকাক্লিসের। কিছুটা উদ্বিগ্নবোধ করছে ডেলফির মন্দিরে তরুণদের কথাবার্তা শুনে। সবাই উত্তেজিত অবস্থায় আছে। সরকার নিজের সমালোচনার কণ্ঠ রোধ করতে একজনের মৃত্যু কার্যকর করেছে। প্রয়োজনে আরো রক্ত ঝরাতে দ্বিধা করবে না এই সরকার। এক্ষেত্রে তার কিছু না কিছু করনীয় আছে। এমনিতেই এথেন্সের অবস্থা এখন টালমাটাল, এর মধ্যে সক্রেটিসের মৃত্যু যেন ঘিয়ে আগুন ঢেলে দিয়েছে।

ঘোড়ার গাড়ি যাচ্ছে পাশ দিয়ে। দেখেই চিনতে পারল হেকাক্লিস। মেনেতুসের গাড়ি। সরকারের একজন প্রভাবশালী কর্তা। সক্রেটিসের বিরুদ্ধে অভিযোগকারীদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মধ্যে একজন ছিল এই মেনেতুস। বয়স পঞ্চাশের কোঠায়। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, তীক্ষ্ন চোখ আর খাড়া নাক চেহারায় অনেকটা বাজপাখির সাদৃশ্য এনে দিয়েছে। সাথে দেহরক্ষি আছে দুজন, সরকার থেকেই সম্ভবত দেয়া হয়েছে। তারমানে সরকার গন্ডগোলের আশংকা করছে।

পা চালাল হেকাক্লিস। প্লেটোর কাছে যেতে হবে। এখন একমাত্র প্লেটোই পারে সক্রেটিসের আদর্শকে সামনে নিয়ে যেতে। যদিও অনেক ক্ষেত্রেই সক্রেটিসের ব্যতিক্রম প্লেটো, তবে আইনকে নিজের পথে চলতে দিতে তাদের কারোই আপত্তি নেই। সাধারন জনগন এবং তরুণ সম্প্রদায়কে শান্ত করতে হবে। শহরে কোন রকম অরাজকতা হতে দেয়া যাবে না। স্বয়ং সক্রেটিস কখনো ধ্বংসাত্মক পথে অগ্রসর হন নি, তিনি নিশ্চয়ই চাইতেন না তাঁর অনুসারীরা ধ্বংসযজ্ঞে মেতে উঠুক।

কিন্তু দেরী হয়ে গেছে ততোক্ষণে। চারপাশ থেকে লোক আসতে শুরু করেছে রাস্তায়। সবার লক্ষ্য মেনেতুসের দিকে। আজ মেনেতুসকে বাঁচানোর মতো কেউ নেই।

দৌড়ে মেনেতুসের ঘোড়ার গাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল হেকাক্লিস।

"জনাব মেনেতুস, এক্ষুনি চলে যান এখান থেকে," হেকাক্লিস বলল।

"তার আগে বলো তুমি কে? তোমাকে তো কখনো দেখি নি এথেন্সে," রাগী গলায় বলল মেনেতুস। গদিতে আরো আরাম করে বসেছে।

"অধমের নাম হেকাক্লিস।"

"স্পার্টান নাকি?"

"না, আমার পরিচয়..." আর কিছু বলার সুযোগ পেলো না হেকাক্লিস। কোথা থেকে চার-পাঁচজন লোক টেনে হিঁচড়ে মেনেতুসকে নামিয়ে আনলো ঘোড়ার গাড়ি থেকে। দেহ রক্ষি দুজন তাকিয়ে আছে, বুঝতে পারছে এখন সাহায্য করতে গেলে তাদের জীবনও হুমকির মুখে পড়তে পারে।

মেনেতুসের চারপাশে এখন কমপক্ষে পঞ্চাশ জন লোক জমে গেছে। সবার মুখে প্রচন্ড ঘৃনা দেখতে পেল হেকাক্লিস। এরা আজ কোনমতেই ছাড়বে না মেনেতুসকে। অযথা রক্তপাত পছন্দ করে না হেকাক্লিস, কিন্তু এদের থামানোর পথও জানা নেই তার।

এরচেয়ে এই শহর ছেড়ে চলে যাওয়া ভালো। স্পার্টায় যাওয়া যায়, কিংবা পারস্যের দিকে। আশি বছর আগে স্পার্টার সম্রাট লিওনাইডেস মাত্র তিনশ সৈনিক নিয়ে দেশ রক্ষা করতে বের হয়েছিল, যোদ্ধাদের সেই নগর-রাস্ট্র এখন অনেক পরিনত, বিশেষ করে রাজনৈতিক এবং সামাজিক মাপকাঠিতে এথেন্সের তুলনায় অনেক এগিয়ে গেছে।

পেছনে মারামারি শুরু হয়ে গেছে। কয়েকজন ইতিমধ্যে মেনেতুসের উপর চড়াও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয়েছে। সরকারি কিছু লোকও চলে এসেছে মেনেতুসকে রক্ষা করার জন্য। এই সময় এখানে থাকাটা নিরাপদ না, ইতিহাসে চমকপ্রদ সব ঘটনার স্বাক্ষ্য হতে তার ভালো লাগে, আজকের এই মারামারি তার পছন্দ না, সক্রেটিসেরও নিশ্চয়ই পছন্দ হতো না এইসব মারামারি। লোকটা জ্ঞানের খেলা খেলত, মানুষের মধ্যে প্রশ্ন তৈরি করতো, উত্তরের আকাংখা সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখতো। সেই লোকটাই এখন নেই। মানবসম্প্রদায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিকের সান্নিধ্যের লোভেই এই এথেন্স নগরীতে তার আগমন, সেই মানুষই যখন নেই তখন এখানে থাকাটা বৃথা।

ধীর পায়ে হেঁটে চলল হেকাক্লিস। অন্য কোথাও যেতে হবে, দূরে কোথাও।

৭

টিভি বন্ধ করে দিলেন তিনি। ডেলফির মন্দিরটা দেখে অনেক পুরানো কথা মনে পড়ে গেল। মন্দিরটা একটা ধ্বংসস্তুপ এখন। অথচ একসময় ভবিষ্যতবানী পাওয়ার আশায় দূর দুরান্ত থেকে প্রতিদিন অনেক লোকের আগমন হতো। স্বয়ং আলেকজান্দার দ্য গ্রেট এখানে এসেছিলেন ভবিষ্যত জানার আশায়। পিথিয়া তখন বলতে চায় নি। আলেকজান্দারের হুমকিতে ভবিষ্যতবানী করতে বাধ্য হয়েছিল তৎকালীন সুন্দরী পিথিয়া, তবে ভবিষ্যতবানীটি মোটেই চমৎকার কিছু ছিল না। দূর দেশে আলেকজান্দার অল্প বয়সেই মারা যাবে এটাই ছিল পিথিয়ার ভবিষ্যতবানী। আলেকজান্দার ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন, কিন্তু এপেলোর মন্দিরে একজন পিথিয়াকে শাস্তি দেয়া সম্ভব ছিল না তার পক্ষে। পরবর্তীতে পিথিয়ার ভবিষ্যতবানী সত্যি হয়েছিল। আজ সে স্থান ধ্বংসস্তুপ। এথেন্স ছিল দার্শনিকদের সূতিকাগার। মানব ইতিহাসে সক্রেটিসের পর প্লেটো আর এরিস্টেটলের দর্শনে পশ্চিমা বিশ্ব সমৃদ্ধ হয়েছে। তবে সক্রেটিসের করুন মৃত্যু প্লেটোর জীবনে দারুন এক ছাপ রেখে গিয়েছিল এটা তিনি জানেন।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে। আকাশ ঘন কালো মেঘে ঢাকা। একটা রেইনকোট কেনা দরকার। মেঘালয়ের এই শহরে প্রায় প্রতিদিনই বৃষ্টি হচ্ছে। তাই বেশিরভাগ সময় হোটেলে বন্দি অবস্থায় সময় কাটাতে হচ্ছে। তবে আর কয়েকদিন। এখানে সময় ফুরিয়ে এসেছে তার।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২২

রাত দশটার দিকে বাসায় ফিরলো রাশেদ। সারা সন্ধ্যা বাইরে হেঁটে ক্লান্ত। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে চিন্তা করছিল কি করা যায়। কাজে নেমে পড়তে হবে। প্রফেসর আরেফিনের সাথে যোগাযোগ করে তার মতামত জানতে হবে। তিনি নিশ্চয়ই এসব ব্যাপারে কিছু না কিছু জানেন। গত বছরের ঘটনার পর আর তেমন যোগাযোগ থাকে নি প্রফেসরের সাথে। সরকারি চাকরীটা ছেড়ে দিয়েছেন প্রফেসর এটুকু শুধু জানা আছে। সেবার প্রফেসরের সাহায্য না পেলে কি যে হতো কে জানে।

দরজা নক করতে সবুজ খুলে দিল। টি-শার্ট আর থ্রি কোয়ার্টার প্যান্ট পরনে, মুখে এলোমেলো দাঁড়ি। বয়স কম হলেও বেশ ভারিক্কি ভাব চেহারাটায়। সারাদিন পড়াশোনা নিয়ে থাকে, একাডেমিক বইয়ের বাইরে সাধারন বই পড়াতেও বেশ আগ্রহ ছেলেটার। এখন যেমন পড়ার টেবিল ছেড়ে উঠে এসেছে।

"কি রে সবুজ, রাতের খাওয়া দাওয়া হয়েছে?" ঢুকতে ঢুকতে জিজ্ঞেস করল রাশেদ।

"কখন। তোমাদের জন্য বসে থাকবো নাকি? তোমরা কখন না কখন আসো!"

"কেন, রাজু আসে নি?"

"না, রাজু ভাইয়া তো আসে নি।"

ভেতরে ঢুকে কাপড়-চোপড় বদলালো রাশেদ। নিজের বিছানায় বসে কিছুক্ষন ভাবলো। রাজুর এতোক্ষনে চলে আসার কথা। অন্তত একটা ফোন তো করবে!

"সবুজ, এদিকে আয়," ডাকল রাশেদ।

পড়ার টেবিল ছেড়ে বাধ্য ছেলের মতো এগিয়ে এলো সবুজ।

"তুই বাসায় এসেছিস কখন?"

"সাড়ে সাতটার দিকে, টিউশনি শেষ করেই চলে এসেছি," সবুজ বলল।

"আচ্ছা, তুই যা," বলল রাশেদ। মোবাইল ফোনটা হাতে নিলো। ডায়াল করল রাজুর নাম্বারে।

মোবাইল বন্ধ। পরপর তিনবার চেষ্টা করল রাশেদ। ফলাফল একই। তাকে না জানিয়ে বাইরে থাকে না রাজু। আর সেরকম কোন জায়গাও নেই রাজুর থাকার মতো। দশটার উপর বাজে, এই সময় রাজুর না ফেরা, মোবাইল ফোন বন্ধ থাকা কোন ভালো লক্ষন নয়।

রাজুর আরো দু'একজন বন্ধু আছে, তাদের নাম্বারে চেষ্টা করল রাশেদ। কেউ কিছু জানে না, দেখা কিংবা কথা হয় নি রাজুর সাথে কারো। তাহলে রাজু গেল কোথায়?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"ভাইয়া, খাবার টেবিলে বাড়া আছে," সবুজ এসে দাঁড়িয়েছে সামনে, টের পায় নি রাশেদ।

"ফ্রিজে রেখে দে, আমি খাবো না।"

"আচ্ছা," বলে চলে গেল সবুজ। ডাইনিং রুমে টেবিলে প্লেট নাড়াচাড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছিল রাশেদ।

আরো কয়েকবার রাজুর মোবাইলে ডায়াল করল। একই অবস্থা। ফোনটা বিছানার এক কোনায় ছুঁড়ে মারল রাশেদ। বিরক্ত লাগছে। এই ধরনের টেনশন ভালো লাগে না তার। এর আগেও শামীমকে নিয়ে এই ধরনের টেনশনে পড়তে হয়েছিল। ফলাফল ছিল খুবই খারাপ।

ঘন্টা খানেক বিছানায় এপাশ-ওপাশ করলো রাশেদ। ডঃ আরেফিনের সাথে কথা বলা দরকার। পার্চমেন্টের নক্সাটা এখন তার কাছে আছে, জিনিসটাকে খুব বেশি গুরুত্ব দিচ্ছিল না সে। যদিও এখন মনে হচ্ছে যথেষ্টই গুরুত্ব দেয়া উচিত। ভদ্রলোকের মোবইলে বেশ কয়েকবার চেষ্টা করে বন্ধ পাওয়া গেল। তাই টেলিফোন নাম্বার ডায়াল করলো রাশেদ।

"হ্যালো, আমি রাশেদ বলছি, ডঃ আরেফিনকে চাচ্ছি," রাশেদ বলল।

"উনি তো দেশের বাইরে গেছেন," ওপাশ থেকে মহিলার কণ্ঠ শোনা গেল।

"ক'বে আসবেন?"

"তিনমাসের জন্য গেছেন, ইন্ডিয়ায়।"

"আচ্ছা, কোন নাম্বার আছে, যোগাযোগের জন্য?"

ভদ্রমহিলা একটা ই-মেইল আই ডি বলল রাশেদকে, যোগাযোগের এটাই একমাত্র পথ, কারন ডঃ আরেফিন কাউকে তাঁর ইন্ডিয়ার মোবাইল নাম্বার দিতে বারন করেছেন।

ফোন রেখে দিল রাশেদ। ডঃ আরেফিন ঢাকায় নেই এটা একটা বড় দুঃসংবাদ তার কাছে। বিছানা ছেড়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল রাশেদ। পায়চারি করছে। মাথায় একরাশ দুঃচিন্তা রাজুকে নিয়ে। লরেন্স ডি ক্রুজ হয়তো তাদের মিথ্যে বলে নি, এই পার্চমেন্টে সত্যিই হয়তো গুপ্তধনের ঠিকানা বলা আছে। রাজু হয়তো এখন বিপদে পড়েছে। এমনিতেই ক্লান্ত, পায়চারি করতে করতে ঘুম এসে যাচ্ছে তার। বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল। গভীর ঘুমে ডুবে গেল কিছুক্ষনের মধ্যেই।

রাশেদের ঘুম ভাঙল সকাল সাতটায়। পুরো ফ্ল্যাটে শুনশান নিরবতা। সবুজ পাশের রুমে ঘুমাচ্ছে নিশ্চয়ই। উল্টোদিকে রাজুর খাটের দিকে তাকাল রাশেদ। খালি বিছানা, গতরাতে কেউ ঘুমায় নি বোঝা যাচ্ছে। এরকম কখনো হয় নি, অন্তত ফোন করে জানায় রাজু। অজানা এক আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠলো রাশেদের।

বিছানা ছেড়ে ব্রাশ করে নিলো রাশেদ। নাস্তা বাইরে গিয়ে করলেও হবে, বুয়া

www.BanglaBook.org

আসবে একটু পর, কিন্তু পেট চো চো করছে। নীচের হোটেলে খেয়ে নিলেই চলবে। ইউনিভার্সিটির হলে যেতে হবে, মাঝে মাঝে শহিদুল্লাহ হলে থেকেছে রাজু, ওর কোন এক বড় ভাইয়ের সাথে।

দরজা খুলে বাইরে যেতে গিয়ে একটু থমকে দাঁড়াল। পার্চমেন্ট কাগজের বাক্সটা বাসায় রেখে যাওয়া বোধহয় ঠিক হচ্ছে না। নিজের সাথে রাখতে পারলে সবচেয়ে ভালো। রুমে ঢুকে ছোট একটা ব্যাজে জিনিসটা ভরে নিলো রাশেদ। এবার নিশ্চিন্তে বাইরে যাওয়া যায়।

সকাল হলেও আলোয় ঝলমল করছে চারদিক, মনে হচ্ছে যেন দশটা-এগারোটা বাজে। অনেকদিন এতো সকালে ঘুম থেকে উঠা হয় না। নীচের হোটেলের মালিক রাশেদকে দেখে দাঁত বের করে একটা হাসি দিল।

"ভাইজান, নাস্তা করবেন নি?"

"হ্যা, পরোটা, ডিম আর চা দিতে বলো," বলল রাশেদ, কোনার দিকের একটা টেবিলে গিয়ে বসে পড়ল। এখান থেকে বাইরের রাস্তাটা পরিষ্কার দেখা যায়। এই সকালেও ঢাকা অনেক ব্যস্ত। লোকজন হুড়োহুড়ি করে বাসে উঠছে, নামছে। কর্মস্থলে যাওয়ার তাড়া ভীষন। ঠিক এই কারনেই চাকরি করতে ইচ্ছে করে না তার, নিয়ম মেনে কাজ করতে হবে ভাবতেই ভালো লাগে না, নিজের স্বাধীনতায় অন্য কারো হস্তক্ষেপ ভালো লাগে না। কিন্তু একটা কিছু তো করতে হবে, সারা জীবন বাপের উপর ভর দিয়ে থাকা ঠিক হবে না। ইউনিভার্সিটির পড়া শেষ, বন্ধুবান্ধবেরা অনেকেই বেসরকারি চাকরিতে ঢুকে যাচ্ছে, কেউ কেউ বিসিএস-এর প্রস্তুতি নিচ্ছে। দু'একজন বিয়ে করেছে। একমাত্র সেই পড়ে রয়েছে পেছনে। জীবনে তেমন কোন উচ্চাশা নেই তার। সব কেমন যেন খাপছাড়া হয়ে গেছে শামীমের মৃত্যুর পর থেকে।

গরম পরোটা আর ডিম ভাজা চলে এসেছে। অনেক দিন হোটেলে সকালের নাস্তা করা হয় না, তাই ভালোই লাগছে খেতে। নাস্তা করতে করতে রাস্তার দিকে চোখে চলে গেল রাশেদের। চার-পাঁচজন মানুষের ছোট একটা দল দেখা যাচ্ছে, ছোটখাট গড়নের, টাইট জিন্স পরনে, চেহারায় মারদাঙ্গা একটা ছাপ আছে। হোটেলের সামনে দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে যাচ্ছে লোকগুলো। কথা বলছে না নিজেদের মধ্যে, তবে ইশারা করছে একজন আরেকজনকে বুঝতে পারল রাশেদ। যে বিল্ডিং-এ থাকে সে থাকে সেটার দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে লোকগুলো। উদ্দেশ্য খুব সুবিধার মনে হচ্ছে না। ওদের সাথে অস্ত্র থাকা মোটেও অস্বাভাবিক কিছু না। নিজেকে একটু আড়ালে সরিয়ে নিলো রাশেদ। সাথে থাকা মোবাইল ফোনটা তুলে সবুজকে ডায়াল করলো। রিং হচ্ছে, ধরছে না। ঘুমাচ্ছে বোধহয়। আরো একবার কল করলো, এবার ফোন ধরল সবুজ।

"সবুজ, তাড়াতাড়ি নীচে আয়," যথাসম্ভব গলা নামিয়ে বলল রাশেদ।

www.BanglaBook.org

"রাশেদ ভাই, নীচে কেন?" ঘুমজড়িত গলায় বলছে সবুজ।

ধমক দিতে গিয়ে থেমে গেল রাশেদ। ঘুমের ঘোরে হয়তো বুঝতে পারবে না।

"এক্ষুনি উঠে পড়, শার্টটা পড়ে নীচে হোটেলে চলে আয়।"

"ভাইয়া, কোন সমস্যা?"

"যা বলছি, কর, নইলে বিপদে পড়বি।"

"ঠিক আছে, আসছি।"

লাইন কেটে গেল। চুপচাপ বসে অপেক্ষা করছে রাশেদ। নাস্তা এখন গলা দিয়ে নামবে না। চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। দৃষ্টি বিল্ডিংটার দিকে। ছয়তলার বা দিকের ফ্ল্যাটটায় থাকে ওরা। লোকগুলো ঢুকে গেছে ভেতরে। বাড়িটায় কোন গার্ড নেই। একজন সুপারভাইজার থাকে সে আসে এগারোটার দিকে। সবুজ এখনো নীচে নামে নি। উত্তেজনায় চায়ের কাপে চুমুক দিতে ভুলে গেছে রাশেদ। বান্দরবনে হোটেল রুমে হামলা করেছিল তারাই হয়তো এদের পাঠিয়েছে। ওরা এসেছে রাশেদের কাছ থেকে পার্চমেন্টের বাক্সটা উদ্ধার করে নিয়ে যেতে। রাজুর না ফেরার পেছনেও হয়তো এদেরই হাত আছে। পুরো ব্যাপারটা নিছক কল্পনাও হতে পারে। তবে খারাপ ব্যাপারগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে সত্যে পরিনত হয়।

সবুজকে আসতে দেখা যাচ্ছে। লুঙ্গি আর শার্ট পরনে, ঐ লোকগুলোকে পাশ কাটিয়ে গেট দিয়ে বের হয়ে এসেছে মাত্র। রাশেদকে না পেয়ে সবুজকে পেলে ওরা নিশ্চয়ই ছেড়ে কথা বলতো না। কিন্তু এখানকার ঠিকানা ওরা পেল কি করে? রাজুকে নিয়ে ভয়টা তাহলে অমূলক নয়। নিশ্চয়ই ওদের হাতে ধরা পড়েছে রাজু, ওর কাছ থেকে ঠিকানা নিয়েছে লোকগুলো।

হোটেলের সামনে আসতেই সবুজকে চুপচাপ থাকতে ইশারা করল রাশেদ।

"ভাইয়া, ঘটনা কি? ঐ লোকগুলো কারা? কেমন ভালো মনে হচ্ছে না," চুপচাপ রাশেদের পাশে বসে বলল সবুজ।

"আমারও তাই ধারনা।"

"আপনারা কোন ঝামেলায় জড়িয়েছেন? কাল রাতে রাজু ভাই ফিরলো না, এখন অচেনা কতোগুলো লোক আমাদের ফ্ল্যাটে যাচ্ছে।"

"নাও তো যেতে পারে," রাশেদ বলল।

"আপনি নিশ্চিত না হলে আমাকে ডেকে পাঠাতেন না," সবুজ বলল, ওয়েটারকে ইশারায় চা দিতে বলল।

"ওরা বের হয়ে গেলে তুই ঢুকে যাস, তোর চিন্তার কিছু নেই, তবে আমাকে সরে যেতে হবে।"

"কোথায় যাবেন?"

"জানি না, তবে এখনই যাওয়া দরকার। তুই রাজুর কোন খবর পেলে আমাকে

www.BanglaBook.org

জানাবি।"

"ঠিক আছে," বলল সবুজ।

বিল দিয়ে বেরিয়ে আসল রাশেদ। চড়া রোদ উঠে গেছে। সাথে কাঠের ছোট ব্যাগটা ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু এখানে আর থাকা যাবে না। ওরা নিশ্চয়ই নজর রাখবে। পালাতে হবে এখান থেকে, রাজুর খোঁজ নিতে হবে। সেই সাথে লরেন্স ডি ডুজোনাও। লোকটা বেঁচে আছে না মরে গেছে কে জানে।

হাঁটতে যাবে হঠাৎ কি মনে করে পেছনে ফিরে তাকাল রাশেদ। লোকগুলো ফিরে এসেছে এর মধ্যে। সে তাকানো মাত্র একজনের সাথে চোখাচোখি হয়ে গেল, সেই লোকটা যাকে রাজু অজ্ঞান করে দিয়ে এসেছিল বান্দরবানের হোটেলে। লোকটাও তাকে চিনতে পেরেছে সাথে সাথে।

"ধর ওকে," সঙ্গীসাথিদের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বলল লোকটা।

আর দাঁড়িয়ে থাকার উপায় নেই। দৌড় দিল রাশেদ। সামনে ঝড়ের বেগে একটা লোকাল বাস যাচ্ছে। একবার বাসের পাদানিতে পা দিতে পারলে আর ধরতে পারবে না ওরা। একহাতে দরজার কাছের একটা হাতলে ধরে পা বাড়িয়ে দিল রাশেদ। ভেতর থেকে কেউ একজন টান দিয়ে ঢুকিয়ে নিল তাকে।

"কি ভাইজান, মরার কি খুব শখ নাকি?" কন্ডাক্টর লোকটা বলল।

উত্তর দিলো না রাশেদ। বলার কিছু নেই। বাসের সব যাত্রী অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। কয়েকজন বেশ বিরক্তও। লোকজন ঠেলে মাঝখানের দিকে চলে গেল রাশেদ। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। চার-পাচজনের দলটা তাকিয়ে আছে তার দিকে। চেহারায় রাগ আর হতাশা। একপাশে কালো একটা মাইক্রোবাস দাঁড়ানো দেখা যাচ্ছে। সেটার দিকে যাচ্ছে এখন ওরা। হয়তো বাসটাকে ফলো করবে। ছাড় পাওয়ার সম্ভাবনা খুব ক্ষীন। মাথা খাটিয়ে কাজ করতে হবে। ওদের হাতে ধরা পড়া চলবে না। বাসের সামনের কাঁচে ফার্মগেট লেখা আছে, ওখানেই নামতে হবে। তারপর যা হবার হোক।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২৩

ভোরে রওনা দিয়েছে দলটা। ঝিরঝির বৃষ্টি হচ্ছিল তখন। বাইরে দাঁড়ানো দুটি পিক-আপ জাতীয় গাড়ি আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। সাথে সাথে রওনা দিয়েছে দলটা। ঘড়িতে তখন কাটায় কাটায় ছয়টা।

রাতে ভালো ঘুম হয় নি ডঃ আরেফিনের। বিছানায় এপাশ ওপাশ করে কাটিয়েছেন। একধরনের উত্তেজনা কাজ করছে মনে। সামনে ভয়াবহ ঝক্কিঝামেলা পোহাতে হবে, মনে হচ্ছে। পেছনে এরমধ্যেই লোক লেগে গেছে। আসলে এই ধরনের অভিযানগুলো গোপনে করা অনেকক্ষেত্রেই দুরূহ হয়ে পড়ে। হয়তো ডঃ কারসনের উপর অনেকদিন ধরেই কেউ নজর রাখছিল। ভারতে আসার উদ্দেশ্য জানতে চেয়েছিল। গতরাতে প্রফেসরের রুম থেকে ল্যাপটপ চুরি করে এখন তাদের যাত্রার উদ্দেশ্য জানতে বাকি নেই অনুসরনকারির। হয়তো আজ সকালেও তাদের পেছন পেছন আসছে লোকটা।

নিজের একজন সহকারি আগেই যোগাড় করে রেখেছিলেন ডঃ কারসন। আজ ভোরেই লোকটা হাজির হয়েছে পিক-আপগুলো নিয়ে। পর্যটকদের সাথে গাইডের কাজ করে লোকটা, ঝুনঝুনওয়ালা টুরস এন্ড ট্রাভেলস ওর কোম্পানীর নাম। দারুন চালু মানুষ, চোখে-মুখে কথা বলে। সপ্রতিভ। প্রথম দেখায় খারাপ লাগে নি লোকটাকে। বয়স চল্লিশের নীচেই হবে। মহারাস্ট্রের লোক। প্রফেসর আর সন্দীপকে এক গাড়িতে দেয়া হয়েছে, সাথে প্রফেসরের সহকারি রামহরিও আছে। অন্য গাড়িটাতে ডঃ কারসনের সাথে আছেন তিনি আর ডঃ কারসনের গাইড বা ব্যবস্থাপক সুরেশ ঝুনঝুনওয়ালা। অদ্ভুত নাম, আগে কখনো শোনেন নি ডঃ আরেফিন। বিচিত্র দেশ, লোকজনের নাম বিচিত্র তো হবেই।

ভোরে রওনা দেয়াতে নাস্তা করা হয় নি কারো। তাই পথের মাঝে কোথাও থেমে নাস্তা করে নেবেন বলে ঠিক করেছেন ডঃ কারসনের সাথে কথা বলে। গাড়ি দু'টো একটানা চলেছে সাড়ে দুইঘন্টার মতো। নয়টার মতো বাজে এখন। ড্রাইভারদেরও একটু বিশ্রামের প্রয়োজন আছে। ড্রাইভার দুজনের একজন নেপালি আরেকজন পাঞ্জাবী। নেপালি ড্রাইভার ভালো ইংরেজি জানে, রাস্তাঘাটও চেনে। দুজনেই সুরেশের পরিচিত।

ডঃ কারসনের দিকে তাকিয়ে হাসলেন ডঃ আরেফিন। ভদ্রলোকের চোখে এখনো ঘুম লেগে আছে। বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে বেচারাকে।

"ক্লান্ত লাগছে?"

"না। আসলে রাতে ভালো ঘুম হয় নি," হেসে উত্তর দিলেন ডঃ কারসন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"এরপর নাস্তা সেরে নেবো আমরা, এরপরের স্টপেজে," ঝুনঝুনওয়ালা বলল। সে সামনের সীটে বসেছে। গায়ে চক্রাবক্রা শার্ট, জিন্সের প্যান্ট, মাথায় হ্যাট, চোখে কালো চশমা। দেখতে বেশ দেখাচ্ছে। মাঝে মাঝে হিন্দি গানের সুরে শিস বাজাচ্ছে।

"রাত আমরা কোথায় কাটাবো, আসলে আমরা যাচ্ছি কোথায়?" বেশ উত্তেজনা নিয়ে প্রশ্ন করলেন ডঃ আরেফিন।

ডঃ কামলন উত্তর দিলেন না। হাসলেন, মৃদু হাসি, যেন ডঃ আরেফিনের কথায় মজা পেয়েছেন।

"ডঃ আরেফিন, অধৈর্য্য হবেন না, যাত্রা সবে শুরু। শুরুতে আমরা যাবো ধর্মশালায়।"

"ধর্মশালা? আচ্ছা। আমাদের জিনিসপত্র কোথায়? খননকাজে তো অনেক কিছু লাগবে।"

"সব নেয়া হয়েছে। অন্য গাড়িটায়। আপনি চিন্তা করবেন না। এই ধরনের অভিযানে কি কি দরকার পড়তে পারে সব জানা আছে আমার।"

"আমি জানি চিন্তার কিছু নেই," ডঃ আরেফিন বললেন। তাকালেন জানালা দিয়ে বাইরের দিকে। সুন্দর দৃশ্য চারদিকে। একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে কিছুক্ষন আগে।

জায়গাটার নাম সামালখা। ন্যাশনাল হাইওয়ের একপাশে ছোট একটা শহর। দিল্লি থেকে দূরত্ব মাত্র বাহাত্তর কিলোমিটার। রাস্তার পাশে ছোট একটা রেস্টুরেন্ট দেখে গাড়ি থামাতে ইশারা করেছে ঝুনঝুনওয়ালা।

গাড়ি থেকে নেমে চারপাশে তাকালেন ডঃ আরেফিন। হাইওয়ের পাশে চমৎকার একটা জায়গায় রেস্টুরেন্টটা। সামনে আরো কিছু গাড়ি পার্ক করা। সন্দীপ আর প্রফেসরকে তাদের গাড়ি থেকে নামতে দেখা গেল। দুজনেই গম্ভীর, কেউ কারো দিকে তাকাচ্ছে না পর্যন্ত। ছোট মানুষের মতো আচরন, ভাবলেন ডঃ আরেফিন।

সুরেশ ঝুনঝুনওয়ালার পেছন পেছন রেস্টুরেন্টে ঢুকল সবাই। শুধু ড্রাইভার দুজন বাইরে রয়ে গেল গাড়িগুলোকে পাহারা দিতে। হাইওয়েতে প্রায়ই গাড়ি চুরি হয়। সাবধানে থাকার জন্য ওদের রেখে আসা হয়েছে। সবার নাস্তা শেষ হলে পরে ওরা দুজন নাস্তা করবে।

রেস্টুরেন্টে ঢুকে ভালো লাগল ডঃ আরেফিনের। ছিমছাম নিরিবিলি পরিবেশ। আরো বেশ কিছু লোকজন আছে, তবে ভেতরটা অন্ধকার বলে কাউকে ঠিকমতো দেখতে পেলেন না। তা না হলে কোনায় বসে থাকা শ্মশ্রুধারী তার চোখ এড়াতে পারতো না।

১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ

www.BanglaBook.org

রাত হচ্ছে ঘুমানোর সময়। কিন্তু এইসব জাহাজে সবার কাজ ভাগ করে দেয়া থাকে। যদিও জাহাজ এখন চলছে না, কিন্তু সার্বক্ষনিক কিছু লোক আছে পাহারায়। ডেকে, জাহাজের পেছনে এবং সামনে। পাখির বাসায়ও একজন আছে। যদিও এদের এখন জেগে থ্যাকার কথা, কিন্তু এরা সবাই ঘুমাচ্ছে। আসলে এই মধ্য রাতে বিপদের আশংকা করছে না কেউ।

মিচনার জেগে আছে। চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে বাংকারে। ঠিক সময়টার অপেক্ষা করছে। এখানে কোথাও ঘড়ি নেই, সময় আন্দাজ করে নিতে হয়। যখন মনে হলো বারোটা বেজে গেছে বাংকার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মিচনার। নাবিকেরা সবাই ঘুমাচ্ছে, নাক্ ডাকিয়ে। সারাদিন প্রচন্ড পরিশ্রমের পর এই ঘুমটা ওদের কাছে খুব জরুরি। সাবধানে পা ফেলে উপরে ডেকে চলে এলো মিচনার। ডেকের একপাশে একজন দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়ানোর ভঙ্গি দেখেই বুঝতে পারলো জেগে নেই লোকটা।

আকাশে চাঁদ উঠেছে। দিনের আলোর মতো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সবকিছু। মাঝখানে মাস্তুলের গোড়ায় বড় বড় তিনটা কাঠের পিপে দেখা যাচ্ছে। মিচনার জানে এগুলোতে কি আছে। বারুদ আর গোলা। হেঁটে সামনের দিকে গেল সে। জাহাজ এখন স্থির হয়ে আছে। ডেক থেকে নীচে পানির দিকে তাকাল। স্থির পানিতে সুন্দর চাঁদটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। পুকুরের মতো শান্ত পানি এখানে।

হেঁটে জাহাজের পেছনের অংশে চলে এলো মিচনার। এখানে কেউ নেই। কোনার দিকে দুটো বড় কাঠের পিপের দিকে চোখ পড়ল। কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে পিপেগুলো। মৃদু হাসি ফুটল মিচনারের মুখে। সাধারনত এভাবে রাখা হয় না বারুদে ভরা পিপে। তাতে বৃষ্টির পানিতে বারুদ ভিজে নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে। কিন্তু জাহাজের ক্যাপ্টেন অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী, তার ধারনা আগামী কয়েকদিন অন্তত বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা নেই এই এলাকায়।

দু'হাত পকেটে ঢুকিয়ে আবার হেঁটে সামনে এলো মিচনার। পকেটে দেয়াশলাইটা চুরি করেছিল পাশের বাংকারে শুয়ে থাকা নাবিকের কাছ থেকে। এখন কাজে লাগবে জিনিসটা। ডেকের হোল্ডে আরো বেশি পরিমান বারুদের মজুদ থাকার কথা। হোল্ডে তালা দেয়া। গায়ের জোরে চেষ্টা করলো কয়েকবার মিচনার, খোলার জন্য। কিন্তু খোলা সহজ না, আর যে শব্দ হবে তাতে দাঁড়িয়ে ঘুমানো লোকটা টের পেয়ে যেতে পারে। এরচেয়ে সহজে যে কাজটা করা সম্ভব সেটা করাই ভালো মনে হলো তার কাছে।

ডেকের পাশে দাঁড়াল মিচনার। আজ প্রতিশোধ নিতে হবে। এই জলদস্যুরা নিজেদের অপ্রতিরোধ্য মনে করে। বিনা কারনে ব্লাকি ডাহলিয়াকে ধ্বংস করে দিয়েছে এই এল মাতানকা। নিজের পালিয়ে যাওয়ার পথটা দেখে নিলো আরেকবার। ছোট নৌকা যেটায় করে এই জাহাজে এসেছে সেটা তৈরি আছে। শুধু দড়িটা কেটে নীচে

www.BanglaBook.org

নামিয়ে নিলেই হবে। দু'পাশে আরো বেশ কিছু নৌকা আছে, সেগুলোর ব্যবস্থা করা দরকার। ছোট একটা ছুরি দিয়ে বাকি নৌকাগুলোর দড়ি কেটে ধীরে ধীরে নীচে নামিয়ে দিলো মিচনার। বদমাস নাবিকগুলোর পালানোর পথ বন্ধ। যাত্রীবিহীন নৌকাগুলো মৃদু স্রোতে আস্তে আস্তে দূরে সরে যাচ্ছে জাহাজটা থেকে।

ডেকের সামনে এসে দাঁড়াল মিচনার। পকেট থেকে দেয়াশলাইয়ের প্যাকেটটা বের করলো। সময় এসে গেছে। একটা কাঠি বের করে ধরালো। এবার শুধু জায়গামতো ফেলতে হবে। ডেকের উপর রাখা তিনটা পিপের মাঝখানেরটার উপর জ্বলন্ত কাঠিটা ছুঁড়ে দিল। এবার আরেকটা ধরিয়ে ডেকের হোল্ডের ফাঁক গলিয়ে ঢুকিয়ে দিল।

পুরো পৃথিবী কেঁপে উঠলো যেন হঠাৎ। প্রচন্ড শব্দে বিস্ফোরিত হয়েছে বারুদে ঠাসা পিপে তিনটা। আগুন ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। হোল্ডের দিকে তাকিয়ে আছে মিচনার। আসল ধাক্কাটা ওখান থেকেই আসার কথা। দশ সেকেন্ডের বেশি অপেক্ষা করতে হলো না। এবার বিস্ফোরনের মাত্রাটা হলো দ্বিগুনের বেশি। পুরো জাহাজ কেঁপে উঠেছে। তলা ফেটে গেছে বোঝাই যাচ্ছে। জাহাজের নাবিকেরা উঠে পড়েছে প্রথম বিস্ফোরনের সাথে সাথে। ডেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমানো নাবিক সংবিত ফিরে পেয়ে এগিয়ে আসছে তার দিকে। হাতে খোলা তলোয়ার। মিচনারই যে এই বিস্ফোরনের হোতা বুঝতে দেরি হয় নি তার।

কিন্তু দাঁড়ানোর মতো অবস্থায় নেই মিচনার। একের পর এক বিস্ফোরন কাঁপিয়ে দিচ্ছে পুরো জাহাজটাকে। প্রধান মাস্তুল কড়াত করে ভেঙে পড়েছে দুজন নাবিকের উপর। আর দেরি করা ঠিক হবে না। দৌড়ে নৌকাটায় উঠে দড়ি কেটে দিল মিচনার। নীচের পানিতে ঝপাৎ করে পড়েছে নৌকাটা। কয়েকজন নাবিক রেলিং ধরে তাকিয়ে আছে। বিশ্বাস করতে পারছে না বোবা আইরিশটা তাদের জাহাজের ধ্বংসের কারন।

পুরো জাহাজটাই ভেঙে পড়ছে, একটু একটু করে। নাবিকদের আহাজারিতে ক্রমে ভারি হচ্ছে রাতের আকাশ। নৌকার বৈঠা দিয়ে জোরে টানছে মিচনার। নাবিকদের কয়েকজন এরমধ্যে পানিতে ঝাঁপ দিয়ে তার নৌকার দিকে আসার চেষ্টা করছে। দু'একজন ডুবন্ত জাহাজ থেকেই তার উদ্দেশ্যে গুলি ছুঁড়ছে। পাশ দিয়ে কয়েকটা গুলি চলে গেছে। আরেকটু হলেই লাগতে পারতো শরীরে। গায়ের সব শক্তি দিয়ে বৈঠা চালাচ্ছে মিচনার। এই এলাকা পার হতে হবে তাড়াতাড়ি।

নিরাপদ দূরত্বে এসে জাহাজের দিকে তাকাল মিচনার। প্রায় ডুবে গেছে জাহাজটা। উপরের কিছু অংশ এখনো ভেসে আছে। কিছু নাবিক সাঁতার কাটছে। কিছু তলিয়ে যাচ্ছে। দৃশ্যটা ভালো লাগল মিচনারের কাছে। ক্যাপ্টেনের মৃত্যুর বদলা নেয়া হয়েছে। এখন সে স্বাধীন, মুক্ত। পৃথিবীর যে কোন জায়গায় যেতে পারে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কোথাও কোন পিছুটান নেই। আয়ারল্যান্ডের সেই বাড়ি বহুদূর। সেখানে আর কখনোই যাওয়া হবে না তার।

•

ছয় মাস আগে

"এতো সুন্দর জিনিস আগে চোখে পড়ে নি আমার," হেসে বলল বিনোদ চোপড়া। ব্যাকব্রাশ করা ঝকঝকে চুল, মুখে অকৃত্রিম হাসি।

"মাত্রই আমাদের এই মিউজিয়ামে এসেছে, মিঃ কারসনের উপহার হিসেবে," সহকারি কিউরেটর উত্তর দিল।

"মিঃ কারসন, নামটা পরিচিত।"

"ডঃ নিকোলাস কারসন, ভদ্রলোক প্রত্নতত্ত্ববিদ, হার্ভাড ইউনিভার্সিটিতে পড়ান।"

"ঠিকানা দেয়া যাবে?"

"দুঃখিত। সম্ভব না।"

"ঠিক আছে," কিছুটা বিব্রতবোধ করল বিনোদ চোপড়া। এই মহিলার কাছ থেকে এরকমটাই আশা করেছিল সে। "বিস্তারিত জানতে চাই এই জুতোজোড়া সম্পর্কে।"

"দেখুন, নীচেই সব লেখা আছে।"

"ষোড়শ শতকে তৈরি। কিন্তু এতো চমৎকার হীরে কিভাবে এই জুতোগুলোতে..."

"মসিয়ে, এখানে যা লেখা আছে এর বেশি কিছু আমি জানি না," কাঠখোট্টা উত্তর দিল মহিলা।

"ঠিক আছে, আমি আসলে এগুলোর ব্যাপারে খুব আগ্রহী। বিশেষ করে এই জুতোজোড়া পাওয়া গেছে আমাদের এলাকায়, মানে ভারত উপমহাদেশে। সেই সময় এই ধরনের জুতো কিভাবে ওখানে গেল সেটাই ভাবছি।"

"ভাববারই বিষয়। অন্যদিকে কিছু কাজ আছে আমার, কিছু মনে করবেন না," বলল মহিলা, তারপর চলে গেল গটগট করে।

কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল বিনোদ চোপড়া। অ্যান্টিক নিয়ে তার প্রচুর পড়াশোনা। কিন্তু এই ধরনের অ্যান্টিক তার চোখে পড়ে নি কখনো। ডঃ কারসনকে খুঁজে বের করতে হবে। খুব কঠিন কাজ হবে না সেটা। সে নিজেও একজন সৌখিন প্রত্নতত্ত্ববিদ, যার উদ্ধার করা বেশিরভাগ জিনিসই ইউরোপ-আমেরিকার বিলিয়নেয়ারদের নিজস্ব কালেকশনকে সমৃদ্ধ করেছে। ভারত তার নিজের দেশ হলেও সেখানে তার নামে হুলিয়া আছে, প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তু চুরি করার দায়ে। প্যারিসে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিজের স্থায়ী নিবাস করে নিয়েছে, যেখানে ল্যুভর আছে তার আশপাশে থেকে কাজ করা সুবিধাজনক। ইউরোপীয় অ্যান্টিক শিকারীরা তাকে পছন্দ করে। প্রতিটি জিনিসের সঠিক ইতিহাস তার জানা। ডঃ কারসনের পেছনে লাগতে হবে। এই ভদ্রলোক নিশ্চয়ই আরো অনেক কিছু জানেন।

ল্যুভর মিউজিয়ামের বাইরে এসে দাঁড়াল বিনোদ চোপড়া। নীচের বেসমেন্টে তার [illegible] পার্ক করা। সেদিকে না গিয়ে সরাসরি চার্লস দ্য গল এয়ারপোর্টে চলে গেল সে। ডঃ কারসনের সাথে দেখা করতে হবে। গন্তব্য লন্ডন।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২৪

ফার্মগেটে এসে নেমে পড়ল রাশেদ বাস থেকে। চারদিকে প্রচুর মানুষ। গিজগিজ করছে। জনস্রোতে মিশে যেতে হবে। ঐ লোকগুলো কালো একটা মাইক্রোবাসে করে বাসের পেছন পেছন আসছিল। এখনো হয়তো আশপাশে আছে। মাথা নীচু করছে হাঁটছে রাশেদ। মিরপুরে যাওয়ার পথে লোকজনের সংখ্যা বেশি। প্রায় শদুয়েক লোক বাসের জন্য অপেক্ষা করছে। ভিড়ের মাঝে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করল রাশেদ। একটা বাসের কাউন্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকাচ্ছে। কিছু চোখে পড়ছে না। এতো লোকজন আর গাড়িঘোড়ার মাঝে নির্দিষ্ট কাউকে খুঁজে পাওয়া কঠিন। কালো মাইক্রোবাসটাকে খুঁজছে তার চোখ জোড়া। ওরা নিশ্চয়ই আশপাশে আছে। আবার এমনও হতে পারে রাশেদ যে বাসে উঠেছিল সেটা ফলো করে চলে গেছে সামনে।

গরমে ঘামছে রাশেদ। এখনো মাত্র সকাল। সারাদিন পড়ে রয়েছে। বাসায় ফিরে যাওয়াটা বিপদজ্জনক হতে পারে। ওরা কাউকে বাসার সামনে নজর রাখতে পাঠাতে পারে, অসম্ভব কিছু না। সবচেয়ে ভয় লাগছে রাজুকে নিয়ে। বেচারা হয়তো ঝামেলায় পরে গেছে। নইলে এতোক্ষনে অন্তত একবার তার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করতো।

একটার পর একটা বাস আসছে, যাত্রি বোঝাই হয়ে চলে যাচ্ছে। এভাবে কতোক্ষন এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে বুঝতে পারছে না রাশেদ। একটা সিগারেট ধরাতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু কাউন্টারের পেছনের নিরাপদ জায়গাটা থেকে সরতে ইচ্ছে করছে না। মনে হচ্ছে এই জায়গাটাই নিরাপদ। কাউন্টারে টিকিট বিক্রি করা লোকটা বারবার তাকাচ্ছে তার দিকে, সন্দেহের দৃষ্টিতে। অনেকক্ষন দাঁড়িয়ে আছে, কোন টিকিটও কেনে নি, ব্যাপারটা সন্দেহ করার মতোই। সন্দেহ বাড়ানোর সুযোগ না দিয়ে একটা টিকিট কিনে ফেলল রাশেদ, মিরপুরের। তারপর এমনভাবে চারদিকে তাকাতে থাকল যেন কোন বন্ধুর এখানে আসার কথা, তারা একসাথে মিরপুরে যাবে।

এই সময় দূরে কালো মাইক্রোবাসটা চোখে পড়ল। রাস্তার উল্টোদিকে, খুব ধীর গতিতে চালাচ্ছে চালক, ভেতরে বসা লোকগুলো চারপাশে তাকিয়ে খুঁজছে কাউকে। পেছনে গাড়ির জ্যাম লেগে গেল ওদের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই যেন। কয়েকটা বাস ক্রমাগত হর্ন চেপে যাচ্ছে।

এখানে দাঁড়িয়ে থাকাটা নিরাপদ মনে করলো না রাশেদ। একটা বাস এসে পড়েছে, টিকিট নিয়ে লাইনে থাকা লোকগুলো ঝাঁপিয়ে উঠার চেষ্টা করছে বাসটাতে। যেন খুব বিরক্ত এমন ভঙ্গিতে বাসের দিকে এগিয়ে গেল রাশেদ। বেশ কিছু লোকের সাথে ঠেলাঠেলি করে উঠে পড়ল বাসে। বসার জায়গা নেই। কোনমতে একপাশে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দাঁড়াল রাশেদ। জানালা দিয়ে তার দৃষ্টি বাইরের দিকে। কালো মাইক্রোবাসের লোকগুলো এখনো খুঁজছে তাকে তা আর বলে দিতে হবে না। নিজেকে পাশে দাঁড়ানো লোকজনের মাঝে যথাসম্ভব আড়াল করার চেষ্টা করল সে।

বাস ছেড়ে দিয়েছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রাশেদ। আপাতত এই এলাকা ছেড়ে দিতে পারলে বাঁচে। মিরপুরে নেমে পড়ে একটা কিছু করতে হবে। তবে কেন জানি মনে হচ্ছে আপাতত ফ্ল্যাটে ফেরা ঠিক হবে না। থাকার ব্যবস্থ করতে হবে অন্য কোথাও। কিছু মাথায় আসছে না। ঢাকায় কোন আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধব নেই। চাইলে হোটেলে উঠা যায়। এ সময় লিলি থাকলে ভালো হতো। এর আগের বার লিলি অনেক সাহায্য করেছিল।

কিছুক্ষন পরই কয়েকজন যাত্রী নেমে যাওয়াতে বসার সিট পেল রাশেদ, জানালার পাশে। বাইরে থেকে চমৎকার বাতাস আসছে। ঘুম আসছিল রাশেদের। সিটে হেলান দিয়ে কিছুক্ষনের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল সে।

* * *

ধর্মশালা এখন ভারতের বুকে ছোটখাট এক তিব্বত। ছোট লাসা বলে ডাকে কেউ কেউ। চৌদ্দতম দালাই লামার স্থায়ী আবাস। হাজারো তিব্বতি সেখানে থাকে। ভারত সরকারের চীন নীতি তিব্বতিদের এখানে স্থায়ীভাবে থাকার সুযোগ করে দিয়েছে। তিব্বতের সরকার এখান থেকেই পরিচালিত হয়ে আসছে ১৯৬০ সাল থেকে। দালাই লামা এখানে চলে আসেন ১৯৫৯ সালে।

আরো অনেক তথ্য ঘাটাঘাটি করছেন ডঃ আরেফিন। তাদের প্রত্নতাত্ত্বিক কাজের সাথে ধর্মশালার কোন যোগসূত্র আছে এটা পরিষ্কার। কিন্তু সেটা ঠিক কি বুঝতে পারছেন না। একমাত্র ডঃ কারসন জানেন তিনি কি করতে যাচ্ছেন। 'সাম্ভালা' তিব্বতের একটা মিথ, তাই হয়তো আপাতত ধর্মশালায় যাচ্ছেন ডঃ কারসন। আরো তথ্য যোগাড়ের জন্য, আপাতত এটাই ব্যাখ্যা হতে পারে।

সামালখা থেকে রওনা দিয়েছেন অনেকক্ষন হলো। দুপুরের আগে আর কোথাও থামার সম্ভাবনা নেই। একটু পরপর পেছনে তাকিয়ে প্রফেসরদের গাড়িটা দেখে নিচ্ছেন ডঃ আরেফিন। অল্প দূরত্ব বজায় রেখে চলছে পেছনের মাইক্রোবাসটা।

সুরেশ ঝুনঝুনওয়ালা ঘুমাচ্ছে। ডঃ কারসন জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন। তাকে খুব গম্ভীর দেখাচ্ছে। যেন মনোযোগ দিয়ে কিছু ভাবছেন।

ল্যাপটপ খুলে মেইল চেক করছেন ডঃ আরেফিন। বেশ কিছু মেইল এসেছে দেখা যাচ্ছে। স্ত্রীর মেইলটা খুলে পড়লেন। সব খবর ভালো, কোথাও কোন সমস্যা নেই দেখে স্বস্তি পেলেন। এরমধ্যে রাশেদ একবার যোগাযোগ করেছিল বলে

www.BanglaBook.org

জানিয়েছে তার স্ত্রী। রাশেদ! অনেকদিন পর। এতোদিন পর তার সাথে যোগাযোগ করার কারন কি? অবশ্য এমনি খবরাখবর নেয়ার জন্যও ফোন করতে পারে। রাশেদের কথা মনে পড়তেই গতবছরে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো মনে পড়ে গেল তার। অমরত্বের সন্ধানে তিনি নিজেও কতোটা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন ভাবতে এখন অদ্ভুত লাগছে। আসলেই কি সেরকম কোন ব্যাপার আছে? এবারও বলা যায় এক মিথের পেছনে ছুটতে এসেছেন তিনি। ফলাফল হয়তো শুন্য, কিন্তু নিজেকে এই ধরনের কাজে ব্যস্ত রাখতে খারাপ লাগে না তার। ঘরে বসে বসে বই পড়ার চাইতে পৃথিবী দেখে বেড়ানো অনেক ভালো।

"ডঃ আরেফিন," ডঃ কারসন ডাকলেন মৃদু স্বরে।

"জি, বলুন।" ল্যাপটপ বন্ধ করে বললেন ডঃ আরেফিন।

"আমরা ধর্মশালায় কেন যাচ্ছি বলুন তো?"

"জানি না।"

"সেখানে একজন শেবারনের সাথে দেখা করবো। তার কাছ থেকে কিছু তথ্য পাওয়া যাবে।"

"শেবারন?"

"মন্দিরের পুরোহিত। জানি না কতোটুকু সাহায্য করবে।"

"আমরা অনুরোধ করবো সবাই মিলে।"

"না, তা করা যাবে না। আমি একাই যাবো। অনেক মানুষ দেখলে হয়তো কথা বলতে রাজি হবে না।"

"হমম, তাও হতে পারে।"

"আপনার কি গতবছরের ঘটনা মনে আছে?"

"মনে আছে।"

"আমার ধারনা দুটো ব্যাপার কোন না কোনভাবে একটা আরেকটার সাথে জড়িত।"

"কি রকম?"

"গতবার এক কালো জাদুকরের পাল্লায় পড়েছিলাম। অমরত্বের খোঁজে হন্যে হয়ে গিয়েছিল লোকটা।"

"হ্যা।"

"সেখানে আরো একজনকে দেখতে পেয়েছিলাম আমি। অদ্ভুত একটা মানুষ। দেখতে সুদর্শন, সুঠাম দেহের অধিকারী, কিন্তু নিষ্ঠুর।"

"আপনি যার কথা বলছেন বুঝতে পারছি। সেই লোকটাই আমার বাসায় আক্রমনের নেতৃত্ব দিয়েছিল।"

"তাকে কি পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছিল?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"হ্যা। এখন হয়তো জেলে আছে।"

"হমম। সেই লোকটাকে আমার বিশেষ কিছু মনে হয়েছে। লোকটা কথা বলতো না, কিংবা বলতে পারতো না। কিন্তু তার চোখ দুটো ছিল অসাধারন। মনে হয় অনেক কিছু দেখেছে ঐ চোখ দুটো দিয়ে।"

"হঠাৎ সেই লোকের কথা মনে হওয়ার কারন কি?"

"জানি না। মনে হলো তাই বললাম।"

চুপ করে রইলেন ডঃ আরেফিন।

"সাম্ভালা আর অমরত্ব, দুটো বিষয় পরস্পর সম্পর্কিত," ডঃ কারসন বললেন, "তাই এই বিষয়ে তথ্য জোগাড় করা একটু কঠিন হবে।"

"হোক কঠিন। আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করবো ডঃ কারসন।"

মৃদু হেসে আবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন ডঃ কারসন।

"সুরেশ, এরপর আমরা কোথায় থামবো?" ডঃ আরেফিন জিজ্ঞেস করলেন সুরেশ ঝুনঝুনওয়ালাকে। একটু আগে মনে হচ্ছিল ঘুমিয়ে আছে, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এতোক্ষন ডঃ কারসনের সাথে তার যেসব কথাবার্তা হয়েছে সবই কানপেতে শুনেছে সুরেশ।

"এরপর পানিপথ, তারপর কাঠিয়াল, আম্বালা, চন্ডিগড়, হোসিয়ারপুর, কাংরা, শেষে ম্যাকলডগঞ্জ।"

"তাহলে তো অনেক পথ বাকি।"

"জি স্যার। তাই তো ঘুমিয়ে নিচ্ছি। আপনিও ঘুমান।"

চলন্ত গাড়িতে কখনো ঘুম আসে না ডঃ আরেফিনের। ল্যাপটপ খুলে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ল ঘাঁটাঘাঁটিতে।

* * *

হোটেলে একটা রুম ভাড়া নিলো রাশেদ। আপাতত এছাড়া কোন উপায় নেই। ঢাকায় চেনা কেউ নেই আর। ডঃ আরেফিন থাকলে তিনি হয়তো সাহায্য করতে পারতেন।

হোটেল রুমটা ছোট, কোনমতে একটা খাট রাখা, পাশে ছোট একটা বাথরুম। মাথার উপর সিলিং ফ্যান ঘুরছে বনবন করে। এই মুহূর্তে পছন্দসই হোটেল খুঁজে বের করার মতো সময় নেই রাশেদের হাতে। টাকা-পয়সার তেমন কোন সমস্যা না। বাবা চেয়ারম্যান হওয়ার পর টাকা পাঠানোর পরিমান বেড়ে গেছে।

রুমে ঢুকে কিছুক্ষন বিছানায় বসে থাকল রাশেদ। চিন্তা করছে কি করা যায়। হাতের ব্যাগটা খাটের নীচে ঢুকিয়ে দিল অবহেলায়। এই জিনিসটাই সব ঝামেলার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মূল বলে মনে হচ্ছে।

দুপুর হয়ে গেছে, খিদে পেয়েছে, কিন্তু নীচে যেতে ইচ্ছে করছে না। এই সব ছোট হোটেলে রুমে খাবার পাঠায় কি না কে জানে। উঠতে যাবে মোবাইল ফোন বেজে উঠলো এই সময়।

"হ্যালো," অচেনা নাম্বার থেকে কল এসেছে, তাই যথাসম্ভব নীচু স্বরে বলল রাশেদ।

"আপনি কোথায়?"

"কাকে চান, আপনি কে?"

"আমি তানভীর, ন-না, স্যরি, লরেন্স ডি ক্রুজ।"

"লরেন্স? আপনি এখন কোথায়?"

"আমি ঢাকায়।"

"কিভাবে সম্ভব!" রাশেদের গলায় বিস্ময় ঝরে পড়ল, "সেইদিন না দেখলাম মারা যাবার মতো অবস্থা।"

"অবস্থা এখনো খারাপ। কোনমতে ঢাকায় এসেছি।"

"আচ্ছা, বলুন কি করতে পারি?"

"আমার জিনিসটা ফেরত দাও।"

"ফেরত দেবো?"

"অবশ্যই এটাই তো কথা হয়েছিল তাই না।"

"যদি না দেই?"

"দেখো, এমনিতেই তোমার এক বন্ধু মহা ঝামেলায় আছে। এখন যদি আমি তোমার পেছনে লাগি তাহলে কিন্তু সামলাতে পারবে না।"

"রাজুর কি হয়েছে?"

"যতোটুকু জানি সঞ্জয়ের পাল্লায় পড়েছে। এখনো বাঁচিয়ে রেখেছে কি না কে জানে?"

"কি বলছেন? বিশ্বাস করি না।"

"বিশ্বাস তো করার কথা। আমার ধারনা তোমার পেছনেও এরমধ্যে লোক লেগে গেছে।"

"আপনি এতো কিছু জানেন কি করে?"

"সঞ্জয়ের দলে আমার লোক আছে। এখন তুমি যদি সঞ্জয়ের পাশাপাশি আমাকেও শত্রু বানিয়ে ফেলো তাহলে কিছু বলার নেই।"

"আপনার জিনিস আপনি নিয়ে যান।"

"নিয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা নেই আমার, তুমি এসে দিয়ে যাও, আমি কাঠালবাগানে থাকি।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"দেখা যাক, আমি আপনাকে বিকেলে ফোন দেবো।"

"ঠিক আছে, রাখলাম। এখন আর বেশি কথা বলতে পারছি না।"

ফোন রেখে দিল রাশেদ। লরেন্স লোকটাকে বিশ্বাস করা যাচ্ছে না, এছাড়া ঐ লোকের হাতে সাম্ভালাটা দিয়ে দিলেও সঞ্জয়ের লোকেরা তাকে ছেড়ে দেবে কি না তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আপাতত জিনিসটা হাতছাড়া না করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে বলে মনে হলো রাশেদের কাছে।

নীচে নেমে এসে ছোট একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকল রাশেদ। খেয়ে দেয়ে আবার একটু ঘুমিয়ে নিতে হবে। সামনে অনেক ঝামেলা আছে মনে হচ্ছে।

* * *

পুরো ব্যাপারটাই ঝামেলা মনে হচ্ছে ডঃ আরেফিনের কাছে। ঠিক যে রকম প্রত্নতাত্ত্বিক কাজের ধারনা করা হয়েছিল সেরকম কিছু হচ্ছে না। কেমন নিশ্চুপ মনে হচ্ছে ডঃ কারসনকে। বাকি দুজনও চুপচাপ। যেন কোন আগ্রহ নেই কাজে। অথচ মনে মনে উত্তেজনায় ফুটছেন ডঃ আরেফিন। তার আসল আগ্রহ সাম্ভালা'র প্রতি। কিন্তু ডঃ কারসন এখন রওনা দিয়েছেন ধর্মশালার উদ্দেশ্যে। সাম্ভালা আর যেখানেই হোক ধর্মশালার ধারে কাছে নেই এটা অন্তত নিশ্চিত ডঃ আরেফিন।

গাড়ি চলছে স্বাভাবিক গতিতে। আরো অনেক পথ বাকি। চারপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে ভালোই লাগছে ডঃ আরেফিনের কাছে। মাঝে মাঝে তাকাচ্ছেন ডঃ কারসনের দিকে। ভদ্রলোক ঘুমিয়ে নিচ্ছেন। সামনের সীটে সুরেশ ঝুনঝুনওয়ালাও ঘুমাচ্ছে, নাক ডেকে। চলন্ত গাড়িতে নাক ডাকিয়ে ঘুমাতে পারাটা রীতিমতো অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে হয় ডঃ আরেফিনের কাছে।

এখানে এসে মোবাইলের সীম বদলে নিয়েছেন ডঃ আরেফিন। নাম্বারটা শুধু কয়েকজনের কাছে আছে। তাই খুব বেশি একটা কল আসে না। ঢাকায় স্ত্রীকে দিয়ে রেখেছেন। প্রতিদিন সকাল, দুপুর আর রাতে তিনবার কথা হয়। এর বাইরে প্রফেসর সুব্রামানিয়াম, সন্দীপ আর ডঃ কারসনের কাছে আছে নাম্বারটা। তাই হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠাতে কিছুটা অবাক হলেন ডঃ আরেফিন। একটু আগেই স্ত্রীর সাথে কথা হয়েছে তার, এতো তাড়াতাড়ি কল করার কথা না।

ফোনটা এসেছে সন্দীপের নাম্বার থেকে। ডঃ কারসনের দিকে তাকালেন তিনি, ভদ্রলোক বেঘোরে ঘুমাচ্ছেন, টের পাবেন না মনে হয়।

"হ্যালো, সন্দীপ সাহেব, বলুন," চাপা গলায় বললেন ডঃ আরেফিন।

"চোখকান খোলা রাখবেন ডঃ আরেফিন, মনে হয় আমাদের পিছু নিয়েছে কেউ," ওপাশ থেকে একই রকম সুরে সন্দীপের কণ্ঠ শোনা গেল।

www.BanglaBook.org

"তাই! আপনি নিশ্চিত?"

"হোটেলের সেই লোকটা, আমি নিশ্চিত।"

"ঠিক আছে, মনে থাকবে।"

ফোন রেখে দিলেন ডঃ আরেফিন। একটা লোক দিল্লী হোটেল থেকে তাদের পিছু নিয়েছে, এমনকি প্রফেসরের রুম থেকে ল্যাপটপ চুরি করেছে, অথচ এই ব্যাপারে কোন উচ্চবাচ্য করছেন না ডঃ কারসন, ব্যাপারটা আশ্চর্য্য লাগছে ডঃ আরেফিনের কাছে। লোকটা এখনও তাদের পিছু নিয়েছে, উদ্দেশ্য জানতে পারলে অনেক সুবিধা হতো।

রেডিওতে হিন্দী গান বাজছে। গানের তালে তালে হাতে তাল ঠুকছে ড্রাইভার, একবর্নও বুঝতে পারলেন না ডঃ আরেফিন। এসি চলছে, কিন্তু তারপরও গরম লাগছে, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তার। সকালে গলায় টাই পড়েছিলেন, এবার টাইয়ের নটটা একটু ঢিলা করে নিলেন।

"বাবু, খারাপ লাগছে?" ওপাশ থেকে জিজ্ঞেস করলো সুরেশ ঝুনঝুনওয়ালা, লোকটা কখন ঘুম থেকে উঠেছে টের পান নি তিনি।

"না, তেমন কিছু না। গরম লাগছে।"

"গাড়ি থামাবো।"

"না, গাড়ি চলুক," বললেন ডঃ আরেফিন। ড্রাইভারের পাশের মিররে পেছনে তাকালেন। প্রফেসরদের গাড়িটা দেখা যাচ্ছে। তার পেছনে আরো একটা গাড়ি চোখ এড়াল না তার। হয়তো এই গাড়িটাই পিছু নিয়েছে তাদের।

শার্টের বোতাম খুলে একটু আরাম করে বসলেন ডঃ আরেফিন। এখন অসুস্থ হওয়া চলবে না। সামনে অনেক কিছু অপেক্ষা করছে তার জন্য।

১৭৬০ খৃস্টাব্দ

আফ্রিকা উপকূল।

সন্ধ্যার পর ঘুম ভাঙল মিচনারের। বালিতে শুয়ে পড়েছিল সে নৌকা থেকে নেমেই। টানা দুই দিন নৌকা চালিয়ে সারা শরীর অস্থির হয়ে উঠেছিল বিশ্রাম নেয়ার জন্য। পিপাসায় সাগরের নোনা পানি দিয়েই চালিয়ে দিয়েছে, এছাড়া পেটে এক দানাও পড়ে নি কয়েকটা দিন। সবচেয়ে খারাপ লাগছিল ঘুম না হওয়াতে। তাই তীরে পৌছে আর দেরি করে নি মিচনার। নৌকাটাকে পাড়ে লাগিয়েই সোজা লম্বা এক নারকেল গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়েছে। তপ্ত দুপুরেও ঘুম আসতে দেরি হয় নি তার। এখন ঘুম ভাঙতে চোখ কচলে উঠে বসলো সে। চারপাশে কালো কালো কিছু প্রানী ঘোরাফেরা করছে। আবার ঠিকমতো তাকাল। কালো প্রানী আর কেউ না, কিছু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মানুষ। ছোট ছোট ছেলে মেয়ে। মাথায় ঝাকড়া চুল, শীর্ন দেহ, ঝকঝকে দাঁত। এই সন্ধ্যাবেলায়ও ওদের দাঁতগুলো যেন ঝকঝক করছে। ওরা দূর থেকে দেখছে তাকে, অবাক দৃষ্টিতে। হয়তো এই রকম সাদা চামড়ার মানুষ ওদের চোখে পড়ে নি কখনো। তাই কাছে আসতেও ভয় পাচ্ছে। আয়ারল্যান্ডের কথা মনে পড়ে গেল। এই কালো মানুষেরা সেখানে তার বাড়িতে চাকরের কাজ করে। মানুষ হিসেবে ওদের কোন মর্যাদাই দেয়া হয় না। ঐ লোকগুলোকে আফ্রিকা থেকে চালান করা হয়েছে। এটা নিশ্চয়ই আফ্রিকা। ক্যাপ্টেন বলেছিল আফ্রিকান উপকূল আরে বেশি দূরে নয়। বাচ্চাগুলোর কৌতুহল বেশি, দু'একজন সামনে এসেও আসছে না, ভয় পাচ্ছে। বাকিরা দূরে দাঁড়িয়ে বোঝার চেষ্টা করছে।

উঠে দাঁড়াল মিচনার, আড়মোড়া ভাঙল। পরনের কাপড় ছিঁড়ে গেছে, খালি পায়ে বালিতে হাঁটতে কষ্ট হলেও ধীরে ধীরে তীর ছেড়ে মূলভূমির দিকে হাঁটতে থাকল সে। পেছনে একদঙ্গল ছেলেমেয়ে। ওরা যখন আছে ওদের বাবা-মা'রাও আছে আশেপাশে। হঠাৎ কানের পাশ দিয়ে কিছু একটা চলে গেল বলে মনে হলো মিচনারের কাছে। তীর। আফ্রিকানরা তীরের মাথায় বিষ মেশায় বলে শুনেছে কোথাও, তাই দেরি না করে একেবেকে দৌড়াতে থাকল সে। চারদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে। বড় কিছু নারকেল গাছ ছাড়া আড়াল নেয়ার কোন জায়গা নেই। একটা তীর আসার পর আরো কিছু ছুটে এসেছে তার দিকে, সব কটাই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে এখন পর্যন্ত। কিন্তু কতোক্ষন তীরের হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে সন্দেহ আছে। তাই দৌড় বাদ দিয়ে দু'হাত উপরে তুলে দাঁড়িয়ে পড়ল মিচনার। আত্মসমর্পনের এই ভাষা সব যোদ্ধাই চেনে, অন্তত এই অবস্থায় কেউ তার দিকে দিকে তীর ছুঁড়বে না বলে ধারনা করলো মিচনার।

বেশ কিছুক্ষন চুপচাপ হাত তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। বাচ্চাগুলো উধাও হয়ে গেছে এরমধ্যে। হয়তো ওদের বাবা-চাচারা আশপাশেই আছে। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মিচনার। ওরা হয়তো দেখতে চাইছে তার আচার আচরন। এদিক-সেদিক দেখলেই তীর দিয়ে গেঁথে ফেলতে দ্বিধা করবে না।

কালো লোকটা কোথা থেকে তার সামনে এসে দাঁড়াল বুঝতে পারে নি মিচনার। লম্বায় তার সমান হবে, তবে লিকলিকে শরীর। ঝকঝকে দাঁত আর একমাথা কোঁকড়া চুল। হাতে ছোট একটা ধনুক, কাঁধে ঝোলানো বেশ কিছু তীর দেখা যাচ্ছে।

ইশারায় কিছু একটা বলল কালো লোকটা, বুঝতে পারলো না মিচনার। এবার আরো কিছু লোককে দেখা গেল, অন্ধকার ফুঁড়ে উদয় হয়েছে যেন। সবাই দেখতে একইরকম প্রায়, বয়স বোঝা যায় না, নিজেদের মধ্যে কথা বলছে যা মিচনারের বোঝার বাইরে।

এবার অন্য একজন এগিয়ে এসেছে, লোকটাকে দলের প্রধান মনে হলো, একটু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভারিক্কি চেহারা, স্থূল শরীর। তাকে দেখে বাকি সবাই সরে দাঁড়িয়েছে।

"হেই তুই, এখানে এলি কেমন করে?" পরিষ্কার ইংরেজিতে বলল লোকটা।

অবাক হলেও প্রকাশ করলো না মিচনার।

"জাহাজ ডুবে গেছে। কোনমতে এখানে এসেছি," ক্ষীনস্বরে বলল মিচনার।

"যমের কাছে এসে পড়েছিস, সাদা চামড়া পেলে আমি সেটা তুলে নেবো বলে কসম কেটেছি," বলল লোকটা, ইশারা করলো সঙ্গীসাথীদের। এগিয়ে এসে মিচনারের হাত আঁকড়ে ধরল দুজন।

"আমাকে মেরে ফেলবেন?"

"এখানে না, আগে গ্রামে ফিরি। সবার সামনে তোর চামড়া ছুঁলে নেবো, হারামজাদা।"

উত্তর দেয়া সমীচিনবোধ করলো না মিচনার। সাদা চামড়ার উপর বেজায় আক্রোশ লোকটার। এখন চুপচাপ এদের সাথে যাওয়াই ভালো। পরে সুযোগ বুঝে পালাতে হবে। সেই সুযোগ পাওয়া যাবে কি না কে জানে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২৫

সন্ধ্যার দিকে হাঁটতে বের হয়েছেন তিনি। সারাদিন হোটেল রুমে থেকে হাফ ধরে যায়, যদিও সময়টা একেবারে অযথা নষ্ট হচ্ছে না। পড়াশোনা করে সময় কাটাচ্ছেন আপাতত। ভালো কিছু বই কিনেছেন স্থানীয় বইয়ের দোকান থেকে, ওরা বলেছে আরো ভালো বই তারা এনে দেবে। বই পড়ে বেশ কয়েকটা দিন কেটে গেছে। চলে যাওয়ায় সময় এসে গেছে।

যে রাস্তায় হাঁটছেন রাস্তাটা ফাঁকা থাকে সন্ধ্যার দিকে। যদিও আজ অনেক মানুষজন দেখা যাচ্ছে। সবাই কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে হাঁটছে মনে হচ্ছে। আরো দূরে বড় একটা বট গাছের তলার বেশ কিছু মানুষের জটলা দেখতে পেলেন তিনি। শান্ত, নিরুত্তাপ এই শহরে এই ক'দিনে এতো লোক কোথাও একসাথে দেখতে পান নি তিনি। তাই কিছুটা অবাক হলেন।

দ্রুত পা চালালেন। বটগাছের গোড়া ঘিরে লোকজন দাঁড়িয়ে আছে। ভিড় ঠেলে কিছুটা কাছে যেতেই বুঝতে পারলেন ঘটনা। এক সাধু পুরুষ ঘাটি গেড়েছে। শহরের কিছু লোকজন এরমধ্যে সাধু লোকটার চারপাশে নিরাপত্তা বলয় তৈরি করে নিয়েছে, যাতে কেউ খুব কাছে যেতে না পারে।

ভিড়ের মধ্যেই লোকটার চেহারা দেখার চেষ্টা করলেন। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আধো অন্ধকারে পুরোপুরি দেখা যাচ্ছে না চেহারা। এছাড়া দাঁড়িগোফ আর লম্বা চুলের আড়ালে এদের সত্যিকার চেহারা কেউ দেখেছে কি না সন্দেহ আছে। তিনি আবার উঁকি দিলেন। সৌম্য চেহারা, সাধুদের যেমন হয়, পাকা চুল ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে, মুখ ভর্তি কাঁচাপাকা দাঁড়িগোফ।

ভিড়ের মধ্যে পাশের লোকটাকে গুতো দিলেন আস্তে করে।

"উনি কে?" ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন।

"যজ্ঞেশ্বর সন্ন্যাসী। কেন আপনি নাম শোনেন নি?" অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল মধ্য বয়স্ক লোকটা।

"জি না, শুনি নি।"

"তাহলে শুনে রাখুন। উনি যেমন তেমন সাধু নন। পাঁচশ বছর বয়স উনার। প্রতিবছর একবার করে এই শহরে আসেন। কাউকে ভালো লাগলে তার উপকার করে যান।"

"তাই?"

"হমম। বহু সাধু দেখেছি। কিন্তু ইনি অন্যরকম জিনিস। সাবধানে কথা বলতে হয়।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আচ্ছা। পাঁচশ বছর ধরে বেঁচে আছেন?"

"আমি তো তাই শুনেছি," এবার হেসে বলল মধ্য বয়স্ক লোকটা। "আমার মনে হয় না এতো বছর বয়স হবে, এগুলো বানানো কথা। তবে লোকটা অনেক কিছু জানে।"

"কি জানে?"

"আপনি যে কোন প্রশ্ন করতে পারেন, উত্তর পেয়ে যাবেন।"

"কি বলছেন, সত্যি নাকি?"

"এটাও বানানো কথা," মধ্য বয়স্ক লোকটা বলল, হাসলো আবার। "লোকজন এসব কথা বানাতে পছন্দ করে। আবার কে জানে সত্যিই লোকটা হয়তো অনেক কিছু জানে।"

"আচ্ছা।"

"জয় বাবা যজ্ঞেশ্বর। আমি যাই," বলল মধ্য বয়স্ক লোকটা। তার বেরিয়ে গেল ভিড় ঠেলে।

কিছুক্ষন চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। লোকজন অনেক কিছুই বানিয়ে বলে, বলতে পছন্দ করে। কিন্তু কথাগুলোয় বিন্দুমাত্র সত্যতা নেই এটাও হয়তো ঠিক না।

ভিড় ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এলেন তিনি। উল্টোদিকের মেহগনি গাছের গোঁড়ায় গিয়ে দাঁড়ালেন। এখন থেকে যজ্ঞেশ্বর সন্ন্যাসীকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ভিড় বাড়ছে ক্রমশ। এখন মাত্র সন্ধ্যা। রাত বাড়ার সাথে সাথে ভিড় নিশ্চয়ই কমে আসবে। তখন এই সাধু পুরুষের সাথে কথা বলবেন বলে ঠিক করলেন তিনি। এখন অপেক্ষা করার পালা।

* * *

পুরানো একটা বাড়ি, দোতলা। শতাব্দী প্রাচীন তো হবেই। চারপাশের বিশাল বিশাল অ্যাপার্টমেন্টগুলোর পাশে নিতান্তই ভাঙাচোরা একটা জিনিস বলা যায়। একটু আগে এসএমএস-এ এই ঠিকানাটা পেয়েছে রাশেদ। কাঠালবাগানের ঢাল ধরে নেমে কিছুটা হেঁটে গেলেই বাড়িটা চোখে পড়ে। বাড়িটার সামনে ছোট একটু উঠোন, চারপাশ গাছগাছালিতে ভরা। গেটের সামনে কিছুক্ষন চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল রাশেদ। ঢোকা ঠিক হবে কি না কে জানে। আসল জিনিসটা সাথে আনে নি ইচ্ছে করে। লোকটাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করার মতো সময় এখনো আসে নি। মঞ্জুর ব্যাপারে যা বলেছে তাও সঠিক কি না বোঝা যাচ্ছে না। তবে ঝামেলা কিছু আছে সামনে এটা নিশ্চিত।

একটা সিগারেট ধরাল রাশেদ। ছোট লোহার গেটটা অনেক পুরানো, তবে মজবুত। গেটে কড়াৎ করে শব্দ হওয়াতে চমকে সরে দাঁড়াল রাশেদ। বৃদ্ধ এক লোক

www.BanglaBook.org

দাঁড়িয়ে আছে, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রাশেদের দিকে। বয়স একশ"র কম হবে না বুড়োর, ভাবল রাশেদ। চোখ ঘোলা, তবে একসময় চোখের মনি নীল ছিল তা বোঝা যাচ্ছে।

"ভেতরে যান," প্রায় আদেশের সুরে বলল বৃদ্ধ।

সিগারেট ফেলে দিয়ে গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল রাশেদ। এতো নিরিবিলি ছিমছাম জায়গায় এর আগে কখনো গেছে কি না মনে করতে পারলো না। বাইরে রোদ থাকলেও এখানে গাছের কারনে রোদের কোন দাপট নেই। বড় বড় কিছু গাছ পুরো বাড়িটাকে ছায়া দিয়ে রেখেছে।

বৃদ্ধ আগে আগে যাচ্ছে পথ দেখিয়ে। লম্বা শরীরটা দড়ি পাকানো, এখনো যথেষ্ট শক্তি ধরে বোঝা যাচ্ছে। নীচতলায় ঢোকার আগেই লম্বা টানা বারান্দার পাশ দিয়ে সিড়ি উঠে গেছে দোতলায়। বৃদ্ধের পেছন পেছনে সিড়ি বেয়ে উপরে উঠলো রাশেদ। এখানেও লম্বা বারান্দা, একপাশে টানা কয়েকজোড়া কাঠের দরজা। কয়টা রুম আছে আন্দাজ করতে পারলো না রাশেদ।

বারান্দায় গোল একটা টেবিল, মার্বেল পাথরের। দুপাশে গোলাকার দুটি চেয়ার। একটায় বসার জন্য ইশারা করলো বৃদ্ধ। তারপর দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেল।

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে চারদিকে তাকাল রাশেদ। এখান থেকে বাইরের রাস্তাটা সুন্দর দেখা যায়। তবে দূরে হওয়াতে তেমন শব্দ আসে না। উপরের দিকে তাকাল এবার। ছাদ বেশ উপরে, লম্বা রডে একটা ফ্যান ঝোলানো, যদিও ফ্যানটা এখন ঘুরছে না। মনে হচ্ছিল যে কোন সময় ফ্যানটা রড থেকে খুলে নীচে পড়ে যাবে, ঠিক তার মাথার উপর।

"কি খবর রাশেদ?"

প্রশ্নটা শুনে চমকে তাকাল রাশেদ। একটু দূরেই লরেন্স দাঁড়িয়ে আছে। আগের চেয়ে শীর্ন দেখাচ্ছে, তবে কিছুদিনে বিশ্রামে গায়ের রঙ বেশ উজ্জ্বল। চেহারাটা হাসি হাসি, যেন অনেক দিন পর পুরানো বন্ধুর দেখা পেয়েছে।

"ভালো, আপনি কেমন আছেন?"

"দেখতেই পাচ্ছো, তেমন কিছু হয় নি, পেটে গোটাকয়েক সেলাই পড়েছে। নড়তে কষ্ট হয়।"

"আমাকে ডেকেছেন কেন?"

"আমার জিনিস কই?"

"সাথে নেই। ভয়ের কিছু নেই সাবধানে রেখেছি।"

"আচ্ছা, আমার জিনিস নিয়ে আমার সাথেই চালাকি," বলল লরেন্স, রাশেদের উল্টোদিকের চেয়ার বসল।

"কাউকে বিশ্বাস করতে পারছি না, বিশেষ করে রাজু গায়েব হয়ে যাওয়ার পর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থেকে।"

"রাজুকে তো আমি গায়েব করি নি।"

"সেটা বুঝবো কি করে?"

"কিছু কিছু জিনিস বিশ্বাস করতে হয় রাশেদ। আমি যেমন তোমাদের দেখেই বিশ্বাস করেছিলাম, তোমাদের প্রানে বাঁচিয়েছিলাম, আশা করি ভুলে যাও নি।"

"তা ভুলি নি।"

"তাহলে যাও, আর দেরি করো না। যে হোটেলে উঠেছো সেখান থেকে আমার জিনিস নিয়ে এসো। পারিবারিক সম্পত্তি ওটা।"

"আমি হোটেলে উঠেছি আপনি জানলেন কি করে?"

"তুমি যেখানে থাকো সেখানে খবর নিয়েছি। এছাড়া ঢাকায় তোমার তেমন কেউ নেই যাবার মতো।"

"ঠিক আছে, বুঝলাম। আমি তাহলে আসি।"

"তুমি হোটেল থেকে একবারে এখানে চলে এসো। দুজনে বসে প্ল্যান করে কাজ করতে হবে। বুঝতেই পারছো সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত কোথাও যেতে পারছি না আমি।"

"রাজুর কি হয়েছে?"

"এখনো বেঁচে আছে এটুকু জানি। কোথায় আছে তা বলতে পারছি না। সেটা তোমাকেই খুঁজে বের করতে হবে।"

"হ্যা। এর আগে এক বন্ধুকে হারিয়েছি আমি।"

"যাওয়ার আগে নাস্তা করে যাও," বলবে লরেন্স। ট্রলিতে চা বিস্কিট নিয়ে বৃদ্ধকে ঢুকতে দেখা যাবে।

"ইনি আমার চাচা," বৃদ্ধকে পরিচয় করিয়ে দেবে লরেন্স, "এঞ্জেল ডি ক্রুজ। আমার বাবার ছোট ভাই।"

কিছু বলবে ভেবেও বললো না রাশেদ। চায়ের কাপ হাতে নিলো। সন্দেহ হচ্ছিল চায়ে কিছু মেশানো আছে কি না। পরমুহূর্তে খুব বেশি সন্দেহপ্রবন হয়ে যাচ্ছে বলে নিজেকেই সাবধান করলো সে।

চা খেয়ে বাইরে চলে এসেছে রাশেদ। কিছুক্ষন এলোপাথারি এদিক-সেদিক হাঁটল। বারবার বোঝার চেষ্টা করলো পেছনে কেউ অনুসরন করছে কি না। নিশ্চিত হওয়ার পর একটা সিএনজি নিয়ে রওনা দিলো মিরপুরের উদ্দেশ্যে।

BanglaBook.org

* * *

সন্ধ্যার পর ছোট একটা হোটেলের সামনে দাঁড়াল মাইক্রোবাসটা। দিল্লি থেকে ছয়শ কিলোমিটার দূরের ধর্মশালায় একদিনেই হয়তো পৌছানো যায়। কিন্তু এই যাত্রার

www.BanglaBook.org

ধকল নিতে চাচ্ছেন না ডঃ কারসন। তাই চন্ডীগড়ে এসে সুরেশ ঝুনঝুনওয়ালাকে বললেন আজ রাত এখানেই কাটাতে চান। বাকিদেরও তেমন আপত্তি নেই। বিশেষ করে প্রফেসর সুব্রামানিয়াম বিশ্রাম না নিয়ে আর এক কিলোমিটার যেতেও রাজি হচ্ছিলেন না। সেই ভোরে রওনা দিয়েছেন দিল্লি থেকে, একদিনে এতো পরিশ্রম আগে কখনো করেন নি।

দোতলায় পাশাপাশি রুম নেয়া হলো। রাত হয়ে গেছে। সারাদিনের পরিশ্রমের পর একা একা কিছুটা সময় সবারই দরকার ছিল। নিজের রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে আগে ফ্রেশ হয়ে নিলেন ডঃ আরেফিন। এখানকার আবহাওয়ার সাথে ঢাকার আবহাওয়ার তেমন কোন পার্থক্য নেই, কিন্তু এরপর থেকে ধর্মশালার যতো কাছে যাবেন তাপমাত্রা ততো কমতে থাকবে। সারাদিন ইন্টারনেটে বসে ধর্মশালা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছেন, খুব যে সফল হয়েছেন তা বলা যাবে না। তবে অনেক কিছুই জানা গেছে। জায়গাটা মনোরম, প্রাকৃতিক পরিবেশ অসাধারন, এটা নিঃসন্দেহে বলা যাবে। ব্রিটিশরাজ জায়গাটাকে গ্রীষ্মকালীন পিকনিক স্পট হিসেবে ব্যবহার করতো একসময়। এছাড়া এখানে ছিল গুর্খাদের প্রথম ব্যাটালিয়ন। ১৯০৫ সালে ধর্মশালা আর এর পার্শ্ববর্তী কাংরা উপত্যকায় ভয়াবহ এক ভূমিকম্পে প্রায় কুড়ি হাজার লোক মারা যায়, এখানকার বাগসুনাগ মন্দিরসহ ইউরোপীয়দের তৈরি বাড়িঘর দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গুর্খারা শহরটি আবার তৈরি করে। ভারতের স্বাধীনতা ইতিহাসে এই গুর্খারা বিশেষ একটি জায়গা দখল করে আছে, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোসের ন্যাশনাল ইন্ডিয়ান আর্মির বড় একটা স্থান দখল করেছিল গুর্খা ব্যাটালিয়নের সদস্যরা।

আরো অনেক তথ্য মাথায় ঘোরাঘুরি করছিল, ঘুমও আসছিল, যদিও এই সময়টা ঘুমাতে ইচ্ছে করে না ডঃ আরেফিনের। চাইলে বাইরে ঘুরে আসা যায়। সুরেশ ঝুনঝুনওয়ালা আছে, গোটা চন্ডীগড় শহর নাকি তার হাতের তালুর মতো চেনা। চাইলে ওকে নিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু লোকটাকে ঠিক বিশ্বাসী মনে হয় নি। মনে হয় অতি ধুরন্ধর একটা মানুষ, বিশেষ কোন উদ্দেশ্য আছে লোকটার মনে মনে।

দরজায় টোকা পড়ায় কিছুটা বিরক্ত হলেন ডঃ আরেফিন। আরো কিছুক্ষন বিশ্রাম নেয়ার ইচ্ছে ছিল। দরজা খুলে প্রফেসর সুব্রামানিয়ামকে দেখে বিরক্তির পরিমানটা আরো কিছুটা বাড়ল। খেয়াল না করলে বোঝা যাবে না, কিন্তু এর মধ্যেই ভদ্রলোক যে পান করে এসেছেন তা বোঝা যাচ্ছে।

"বসতে পারি ডঃ আরেফিন?" বললেন প্রফেসর সুব্রামানিয়াম, উত্তরের তোয়াক্কা না করে ভেতরে ঢুকে পড়লেন।

দরজা বন্ধ করে বিছানার এক কোনায় বসলেন ডঃ আরেফিন। ভদ্রলোক এখন কেন এলেন বোঝা যাচ্ছে না।

"ঐ সন্দীপ চক্রবর্তীকে আমার পছন্দ নয়," থেমে থেমে বললেন প্রফেসর।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"কাল আমি ঐ মাইক্রোতে যাবো না।"

"তাহলে আমি যাবো, আমার কোন সমস্যা নেই," ডঃ আরেফিন বললেন।

"ভালো, আমি আসি," বলে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলেন প্রফেসর।

দরজা বন্ধ করে চুপচাপ কিছুক্ষন বসে থাকলেন ডঃ আরেফিন। এই দুজনের মধ্যে সমস্যাটা আসলে কি নিয়ে তা জানতে পারলে ভালো হতো। কোন না কোন সমাধান হয়তো বের করা যেতো। খিদে পেয়েছে, রুম বয়কে বললেই খাবার পাঠিয়ে দেবে। এছাড়া পাশেই বেশ কিছু ছোট ছোট রেস্টুরেন্ট চোখে পড়েছিল। সেখানে গিয়েও খাওয়া যায়।

রুম থেকে বেরিয়ে এলেন ডঃ আরেফিন। দোতলার বারান্দা থেকে নীচে তাকালেন। দূরে সুরেশ ঝুনঝুনওয়ালাকে দেখা যাচ্ছে। হেঁটে রাস্তা পার হয়ে কোথাও যাচ্ছে। বারবার তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক। চেহারায় চোর চোর ভাব, যেন ধরা পড়তে চাচ্ছে না। একটা থামের আড়ালে সরে এলেন ডঃ আরেফিন। সুরেশের গতিবিধির উপর নজর রাখতে হবে। কিছু একটা সমস্যা আছে কোথাও। ডঃ কারসনকে সাবধান করতে হবে, হয়তো ভুল লোককে বিশ্বাস করার মাশুল দিতে হতে পারে তাদের সবাইকে।

আবার তাকালেন। দূরের অন্ধকারে সুরেশকে এখন দেখা যাচ্ছে না। লোকটা হাওয়া হয়ে গেছে। সিড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলেন ডঃ আরেফিন। পাশের রেস্টুরেন্টের দরজায় সন্দীপ দাঁড়িয়ে আছে, হাতে সিগারেট, বরাবরের মতো গম্ভীর মুখে। সন্দীপের সাথে সুরেশ সম্পর্কে আলাপ করতে হবে। এখন পর্যন্ত সন্দীপকে মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছে, কিন্তু মন বলছে কাউকে বিশ্বাস করা যাবে না, কাউকে না।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২৬

রাত একটা বাজে। ছোট এই শহরটার জন্য অনেক রাত। যজ্ঞেশ্বর সন্ন্যাসীর সামনে এখন আর কোন দর্শনার্থী নেই। শেষ জন চলে গেছে একটু আগে। দূর থেকে দাঁড়িয়ে সব দেখেছেন তিনি। সন্ন্যাসী কারো সাথে কথা বলে নি। শুধু শুনেছে আর আশির্বাদের ভঙ্গিতে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছে। লোকটা কারো কাছ থেকে কোন টাকা পয়সা, খাবার-দাবার কিছুই .নেয় নি। এতে কিছুটা অবাক হয়েছেন তিনি। এধরনের নির্লোভ মানুষ অনেক দিন চোখে পড়ে নি তার। ভারতবর্ষে এখনো নিঃস্বার্থ এবং জাগতিক চেতনার উর্ধে মানুষ আছে তাহলে। আরো কিছুক্ষন অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

বিশাল এক বট গাছের তলায় আস্তানা গেড়েছেন সন্ন্যাসী। চারপাশ শুনশান। ঝি ঝি পোকা আর ব্যাঙের ডাক ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। দীর্ঘ সময় ধরে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে পা ব্যথা হয়ে গেছে তার। যজ্ঞেশ্বর ঘুমুতে যায় নিশ্চয়ই, তার আগেই লোকটার সামনে হাজির হতে হবে। হেঁটে রাস্তা পার হলেন তিনি। পঞ্চাশ গজ দূরে থাকতেই তাকে দেখতে পেয়েছে সন্ন্যাসী। বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে। দূর থেকেই সন্ন্যাসীর চোখে অবাক দৃষ্টি দেখতে পেলেন তিনি। চমৎকৃত হলেন। এই সন্ন্যাসী খুব সাধারন সন্ন্যাসী নন।

কিছুটা দূরত্ব রেখে দাঁড়ালেন তিনি।

"আপনার সাথে দেখা হয়ে যাওয়া পরম ভাগ্যের ব্যাপার," বিশুদ্ধ ইংরেজিতে বলল যজ্ঞেশ্বর সন্ন্যাসী। "আশা করি ভালো আছেন।"

অবাক হলেন তিনি, কিন্তু চেহারায় কোন ভাবান্তর প্রকাশ পেল না।

"আসুন, বসুন," বলে ইশারায় সামনে বসতে বলল সন্ন্যাসী। নিজেও বসল মাটিতে আসন গেড়ে।

কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে থেকে বসলেন তিনি। তাকিয়ে আছেন সন্ন্যাসীর দিকে। বোঝার চেষ্টা করছেন যজ্ঞেশ্বরের মনে আসলে কি চলছে।

"আমার কথায় হয়তো অবাক হয়েছেন," যজ্ঞেশ্বর বলে চলল, "আমি আপনার কথা শুনেছি। অনেক শুনেছি। মানবসভ্যতায় আপনার অনেক অবদান।"

"আপনি কি বলছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না," বললেন তিনি, "আমার নাম লখানিয়া সিং। সাহায্যের আশায় এসেছি আপনার কাছে।"

"আমি আপনাকে সাহায্য করবো? সেই সৌভাগ্য কি আমার হবে?"

"এভাবে বলবেন না প্লিজ," অনুরোধ করলেন তিনি।

"ঠিক আছে বলুন কি করতে পারি," যজ্ঞেশ্বর সন্ন্যাসী বলল।

www.BanglaBook.org

চারপাশে তাকালেন তিনি। চমৎকার জোছনা আজ। যজ্ঞেশ্বরের চেহারাটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন। মাথায় জট পাকানো চুল, মুখে ঘন দাঁড়ি। মোটা ভ্রু আর খাড়া নাক। গায়ের রঙ একসময় টকটকে ফর্সা ছিল বোঝা যায়।

"আপনি খুব ভালো ইংরেজি জানেন," বললেন তিনি।

"ধন্যবাদ। আসলে ইউরোপে একসময় ছিলাম কিছুদিন। তারপর..."

"তারপর?"

"না, তারপর কি হয়েছিল সেটা বলা বারন।"

"ঠিক আছে, না বললেও অসুবিধা নেই।"

যজ্ঞেশ্বরের চেহারায় কিসের যেন ছাপ পড়েছে, যেন কষ্ট পাচ্ছে খুব। হয়তো অতীত কোন স্মৃতি মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি নিজের অজান্তেই।

"আপনি আমাকে কিভাবে চেনেন?" জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

"আমরা জানি আপনি এসেছিলেন। অনেক অনেক আগে এবং আপনি আবার আসবেন সেটাও আমরা জানি।"

"আমরা মানে?"

"আমি একা নই। আমার গুরু আছেন, তার অনেক শিষ্যের মতো আমিও জানি আপনি আছেন, আসবেন কোন একদিন। আমার গুরু হয়তো তার গুরুর কাছে আপনার কথা শুনেছেন।"

"আপনি কি নিশ্চিত আমিই সেই লোক?"

"হ্যা, আমি নিশ্চিত।"

"আপনার কাছে আসার কি কারন থাকতে পারে বলে ধারনা আপনার?"

"সাম্ভালা!"

অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। এতো নিখুঁত উত্তর আশা করেন নি তিনি। ভাবছিলেন হয়তো আন্দাজে কথা বলছে, ভড়কে দেয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু শেষ শব্দটা উচ্চারন করার সাথে সাথে জমে যাওয়ার মতো অবস্থা হলো তার।

"সাম্ভালা? আপনি কিভাবে জানেন?"

"আমি আর কিছু জানি না। শুধু এই শব্দটা শুনেছিলাম গুরুর কাছে থেকে।"

"আচ্ছা।"

"আপনার গুরু তিনি এখন কোথায়?"

"জানি না। জানার প্রয়োজনও বোধ করি না," বলে হাসল যজ্ঞেশ্বর সন্ন্যাসী, "যখনি মনে পরে তিনি চলে আসেন।"

"কিভাবে চলে আসেন?"

"মনের মাঝে চলে আসেন, খুব গভীরভাবে ডাকতে হয়। তাকে দেখি, প্রশ্ন করি তারপর আবার তিনি হাওয়ায় মিলিয়ে যান।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাঁটতে হাঁটতে বেশ কিছুদূর চলে এসেছেন দুজন। সামনে বিশাল এক ঢাল, তারপর বিশাল এক উপত্যকা। জোছনার আলোয় কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। যজ্ঞেশ্বরের চেহারায় অদ্ভুত ধরনের বিষন্নতা দেখতে পেলেন তিনি।

"আপনি হাজার বছর ধরে আমাদের দেখছেন, এই জগতের আসল উদ্দেশ্য কি?"

উত্তর দিলেন না তিনি। কতো বছর ধরে পৃথিবী দেখছেন সেই হিসেব এখন নিজের কাছেই নেই, কি দেখেছেন আরো কি দেখতে হবে সেটাও অজানা। তবে এতো দীর্ঘ সময়েও জগত সৃষ্টি বা এর কোন উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন ধারনা করতে পারেন নি। হয়তো এমন দিন আসবে যেদিন মানুষ সব জেনে যাবে। সেদিনই হয়তো এই প্রশ্নের উত্তর মিলবে।

"আমি জানি না, আসল উদ্দেশ্য কি। আমি একজন পরিব্রাজক। দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই।"

"বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আমার কাছে এসেছেন আপনি। যদি কিছু মনে না করেন খোলাখুলি বলতে পারেন।"

চাঁদের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা ভাবলেন তিনি। যজ্ঞেশ্বরের কথাবার্তা ভালো লেগেছে, কিন্তু নিজেকে কারো কাছে উন্মুক্ত করে দেয়ার সময় এখনো আসে নি।

"আমি আপনার সাথে কিছুদিন থাকবো বলে ঠিক করেছি," বললেন তিনি, "পুরো ভারতবর্ষ ঘুরে দেখবো।"

"আমার কোন আপত্তি নেই," যজ্ঞেশ্বর বলল। "তবে আমার রাত কাটে গাছতলায়, মানুষের দেয়া খাবারে বেঁচে থাকি। এই জীবন আপনার ভালো লাগবে না।"

"দেখা যাক ভালো লাগে কি না," বললেন তিনি, ঘুরে দাঁড়ালেন, "হোটেলে যাচ্ছি আমার কিছু জিনিসপত্র নিয়ে আসতে।"

যজ্ঞেশ্বরকে একা রেখে হাঁটতে শুরু করেছেন তিনি। হোটেলে সামান্য যা কিছু আছে তা নিয়ে আসতে হবে। এই যজ্ঞেশ্বরই তাকে সাম্ভালা'র খোঁজ দিতে পারবে হয়তো।

১৭৬০ খৃস্টাব্দ

ছোটখাট একটা গ্রাম। গোটাকয়েক ছনের ঘর এদিক-সেদিক ছড়িয়ে ছিটিতে আছে। মিচমারকে নিয়ে দলটা যখন গ্রামে পৌঁছাল তখন রাত হয়ে গেছে। পুরো গ্রামের লোকজন জড়ো হয়েছে গ্রামের মাঝখানের একটা ফাঁকা জায়গায়। আগুন জ্বালানো হয়েছে। আগুনের চারপাশ ঘিরে গ্রামের উৎসুক জনতা এক হয়েছে। হাল্কা আলোয়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কালো কালো মুখগুলো চোখে পড়ল মিচনারের। এদের অধিকাংশই সাদা চামড়ার মানুষ দেখেনি এটা নিশ্চিত। নারী-পুরুষ সবার গায়ে লজ্জা নিবারনের সামান্য কাপড়টুকু নেই এবং এতে তারা লজ্জাবোধও করছে না। সবার কৌতুহল মিচনারকে নিয়ে।

এরা হয়তো মানুষখেকো। এরকম জাতির কথা বহুবার শুনেছে মিচনার জাহাজের নাবিকদের কাছে। এদের হাতেই হয়তো তার মৃত্যু লেখা আছে। তবে সাগরে এতো ঝড়ঝঞ্ঝার পরও যেহেতু সে বেঁচে আছে এতো সহজ হবে না তাকে মেরে ফেলা।

দলনেতা লোকটা সবার সামনে হাঁটছে। মাঝখানে মিচনার, চারপাশে কয়েকজন ঘিরে ফাঁকা জায়গাটার দিকে নিয়ে যাচ্ছে তাকে। চারপাশে তাকাচ্ছে মিচনার। এখান থেকে পালানো সহজ হবে না। চারপাশ ফাঁকা, দৌড়ে বেশিদূর যেতে পারবে না সে। এরা ধরে ফেলবে। কাজেই পালিয়ে না গিয়ে অন্য কোন কৌশলে বাঁচা যায় কি না সেই চেষ্টা করে দেখতে হবে।

নিজের লোকজনদের মাঝে গিয়ে হুঙ্কার দিলো দলনেতা। উত্তেজিত কণ্ঠে কিছু একটা বলল। একটু আগে যেসব চেহারায় বিস্মিতভাব দেখেছিল এখন সেখানে তীব্র ঘৃনা দেখতে পেল মিচনার। হয়তো তার চামড়া সত্যি সত্যি খুলে নেবে বলে ঘোষনা দিয়েছে দলনেতা, কিন্তু সেটা নিশ্চিত হওয়ার কোন উপায় নেই।

আগুনের চারপাশ ঘিরে থাকা মানুষগুলো উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। তারা সাদা চামড়ার মানুষটার শেষ পরিনতি দেখতে চায়। মিচনারকে ঠিক মাঝখানে রেখে তাকে বৃত্তাকারে ঘিরে রেখেছে কিছু লোক। হঠাৎ কোন একটা শব্দে এলোমেলো হয়ে গেল সবকিছু। সাঁ সাঁ শব্দে বেশ কিছু তীর গেঁথে ফেলেছে মিচনারের পাশের দুজনকে। উবু হয়ে মাটিতে বসে পড়েছে মিচনার। চারপাশে ভয়ানক হট্টগোল শুরু হয়ে গেছে হঠাৎ করেই। লোকজন পড়িমরি করে পালাচ্ছে। কোন মতে মুখ তুলে তাকাল মিচনার। ছোট ছোট ঘরগুলোকে আগুনের শিখা গ্রাস করেছে। দলনেতা লোকটা এখনো দাঁড়িয়ে আছে, বুঝতে পারছে না কি করবে। তার হাতে একটা বর্শা। কিন্তু অন্ধকারে যারা আক্রমন করেছে তাদের কেউ কাছে আসছে না। বীরদর্পে হুঙ্কার দিচ্ছে দলনেতা।

মাটিতে বুকে হেঁটে এগুচ্ছে মিচনার। এখান থেকে পালাতে হবে। তার রক্ষীদের কেউই এখন আশপাশে নেই। যে যার মতো জীবন নিয়ে পালাচ্ছে। এই গ্রামের কোন শত্রুপক্ষ আক্রমন করেছে হয়তো। আকস্মিক এই আক্রমন ঠেকানোর মতো কৌশল জানা নেই লোকগুলোর। ফলে একের পর একজনকে তীরবিদ্ধ হয়ে পড়ে যেতে দেখল মিচনার। বুকে হেঁটে গা বাঁচিয়ে অনেকদূর চলে এলো সে। গ্রামের মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটা এখন আর ফাঁকা নেই। তীরবিদ্ধ বেশ কিছু লাশ সেখানে পরে আছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দলনেতা চেঁচাচ্ছে, সঙ্গীসাথীদের ডাকছে। কিন্তু তার কথায় কান দেয়ার মতো কেউ নেই। সবাই পালাচ্ছে, মিচনারও।

আরো কিছুদূর বুকে হেঁটে ছোট খাট একটা ঝোপ চোখে পড়লো মিচনারের। ঐ ঝোপের আড়ালে একবার যেতে পারলে পারলে তাকে খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে যে কারো জন্য।

পেছন ফিরে তাকাল মিচনার। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠেছে ছোট কুড়ে ঘরগুলোয়। সেই আলোয় মুখে রঙচং মাখা কিছু লোককে দেখতে পেল। এরাই আক্রমনকারী। কাঁধে তীরধনুক, হাতে লম্বা বর্শা। যারা এখনো মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছে মৃত্যু যন্ত্রনায় তাদের গেঁথে ফেলছে বর্শা দিয়ে। দু'একজনের হাতে ধারাল তলোয়ারও দেখতে পেল মিচনার। বেশ কিছু পুরুষ আর মহিলাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলা হয়েছে। টেনে নিয়ে যাচ্ছে কয়েকজন মিলে।

ঝোপ আর বেশি দূরে নয়। হঠাৎ গুলির শব্দে চারপাশ কেপে উঠলো যেন। অবাক হলো মিচনার। অসভ্য এই বর্বরদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র আসার কথা না। ঝোপের পেছনে গিয়ে তাকাল সে। এবার সাদা চামড়ার কয়েকজনকে দেখা গেল। হাতে পিস্তল আর চাবুক। বন্দিদেরকে চাবুক দিয়ে আঘাত করছে। দূর থেকেও ওদের বিশ্রীভাষায় গালাগালি শুনতে পেল।

এরা দাস ব্যবসায়ী। এই অঞ্চল থেকে কালো মানুষদের ধরে নিয়ে যাবে ইউরোপে। বিক্রি করবে। ঝোপের পেছনে চুপচাপ বসে থাকল মিচনার। সবাই না যাওয়ার আগে এখান থেকে নড়া যাবে না। আকাশে সুন্দর চাঁদ উঠেছে। সুন্দর হাওয়া বইছে। ঘুমে চোখ লেগে আসছিল মিচনারের। চোখ বুজে কিছুক্ষন ভাবার চেষ্টা করল মিচনার। এখান থেকে পালিয়ে কোথায় যাবে সে? সবই তো অচেনা। তার সেই চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটলো মাথায় শীতল কিছু একটা স্পর্শ পেয়ে। লম্বা একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। মুখে চুরুট ঝুলছে। হাতের পিস্তলটা ঠিক তার কপালে ঠেকানো।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২৭

উদ্দেশ্যহীন কোন কিছুই করতে ভালো লাগে না রাশেদের। অথচ এখন ঠিক সেরকম একটা পরিস্থিতির শিকার সে। চাইলেও সবকিছু ছেড়ে দিয়ে চলে যাওয়া সম্ভব না। কাঠালবাগানের বাড়িটার গেট দিয়ে ঢোকার সময় অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি হচ্ছিল। যা করতে যাচ্ছে তা হয়তো ঠিক হচ্ছে না। শুধু রাজুর কথা ভেবে সরে যেতে পারছে না। এমনিতে গুপ্তধন বা এই জাতীয় কেচ্ছা তার ভালো লাগে না কখনো। কিন্তু লরেন্সের কথামতো গুপ্তধনের নক্সা এখন তার কাছে। সেই নক্সার পেছনে কিছু লোকও লেগে গেছে ইতিমধ্যে।

দোতলার কোনার একটা রুম দেয়া হয়েছে রাশেদকে। বাইরে থেকে খাওয়া-দাওয়ার ঝামেলা সেরে এসেছিল, তাই রুমে ঢুকেই সটান বিছানায় শুয়ে পড়ল রাশেদ। লরেন্সের সাথে রাতে আর দেখা হবে না, এঞ্জেল ডি ক্রুজ একটু আগে তাই বলে গেল। লোকটা দেখতে প্রাচীনকালের জলদস্যুর মতো। চেহারায় মায়া-দয়ার চিহ্নমাত্র নেই। শুধু জলদস্যুর পোশাক পরাতে পারলেই হতো। কাটা কাটা চেহারায় খুনে চোখ দুটি যেন অন্ধকারেও জ্বলজ্বল করে। এরা আসলেই যে ইউরোপীয়ের বংশধর তা এদের চোখ আর গায়ের রঙ দেখলেই বোঝা যায়।

বালিশের নীচে ছোট বাক্সটা রেখে শুয়েছে রাশেদ। তার ঘুম খুব পাতলা, সামান্য শব্দেই ঘুম ভেঙে যায়। বালিশের নীচে জিনিসটা সবচেয়ে নিরাপদ তাই। এঞ্জেলকে নিয়ে ভয়, লোকটা না ঘুমের মধ্যে আক্রমন করে বসে। তাই উঠে দরজাটা ঠিকমতো লাগানো হয়েছে কি না পরীক্ষা করে দেখল রাশেদ। জানালাও লাগানো, বাইরে থেকে কারো ঘরে ঢোকা সম্ভব না।

অনেকক্ষন শুয়েও ঘুম আসছিল না রাশেদের। কেমন একটা অস্বস্তি, পরিচিত জায়গায় না ঘুমাতে পারলে এমন হয় তার, প্রথম প্রথম ঘুম আসতেই চায় না। নানা ধরনের চিন্তা আসছিল মাথায়। এই লরেন্স লোকটাকে ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। আবার রাজুও উধাও। সে হয়তো দারুন বিপদের মধ্যে আছে, এতো দিনে খারাপ কিছু ঘটেও যেতে পারে। শামীমের সাথে যেমনটা হয়েছিল। বাবার কথা মনে পড়ছে। আব্দুল আজিজ ব্যাপারী এখন ভালো আছেন, চেয়ারম্যান হিসেবে ভালো কাজ করছেন বলে শুনেছে রাশেদ। যদিও নুরু নামে ছোট একটা ছেলে আর জয়নাল নামে এক লোকের মারা যাওয়ার জন্য বেশ ঝামেলা পোহাতে হয়েছে আব্দুল আজিজ ব্যাপারীকে। বৃদ্ধ দাদার কথা মাঝে মাঝেই মনে পড়ে। শেষ কবে দেখা হয়েছিল মনে পড়ছে না। কোথায় আছে, বেঁচে আছে কি না কেউ জানে না।

আরো অনেক আবোল-তাবোল চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ল রাশেদ। ঘুম

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভাঙল দরজায় ক্রমাগত ধাক্কানোর শব্দে। যেন দরজা ভেঙে ফেলতে চাচ্ছে। চাপা গলায় কারো ডাক শুনতে পাচ্ছে রাশেদ। বিছানায় উঠে বসল। কি করা উচিত ঠিক করতে পারছে না। এভাবে ধাক্কাতে থাকলে দরজা এমনিতেই ভেঙে যাবে। তারচেয়ে উঠে গিয়ে খুলে দেয়া ভালো।

চাপা গলার স্বরটা চিনতে পারল রাশেদ। লরেন্সের গলা। কিন্তু এতো রাতে এভাবে দরজা ধাক্কানোর মানে কি? দরজার সামনে গিয়ে চুপচাপ কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে রইল রাশেদ।

আবারো ধাক্কা পড়ছে।' দরজার ছোট একটা হোল দিয়ে তাকাল রাশেদ। লরেন্সকে দেখা যাচ্ছে, ক্রাচে ভর দিয়ে কোনমতে দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারেও চেহারাটা কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

আস্তে আস্তে দরজা খুলল রাশেদ, একটু পিছিয়ে এলো সম্ভাব্য বিপদের আশংকায়।

ক্রাচ নিয়েই হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকেছে লরেন্স, পেছনে এঞ্জেল ডি ক্রুজ। দুজনের চেহারায় উত্তেজনার ছাপ স্পষ্ট।

"কি ব্যাপার, তুমি দরজা খুলছিলে না কেন?" গরগর করে জিজ্ঞেস করল লরেন্স।

"কেন? কি হয়েছে?"

"আমাদের এক্ষুনি যেতে হবে।"

"কোথায়?"

"সে কথা পরে শুনলেও চলবে। এখন তৈরি হয়ে নাও।"

"আমি শুধু একটা ব্যাগ নেবো।"

"ঠিক আছে, ব্যাগ নিয়ে চলো।"

"কে কে যাচ্ছি আমরা?"

"আমি, তুমি আর আঙ্কেল," লরেন্স বলল। "সঞ্জয় যে কোন সময় এখানে অ্যাটাক করতে পারে।"

"আপনি জানলেন কি করে?"

"তোমাকে তো আগেই বলেছি। বিশ্বস্ত লোক আছে আমার সঞ্জয়ের দলে।"

"আচ্ছা।"

"তুমি তৈরি?"

ব্যাগটা বিছানার একপাশে ছিল, তাতে বালিশের নীচ থেকে ছোট বাক্সটা ভরে নিল রাশেদ।

"হ্যাঁ, তৈরি।"

"চলো তাহলে।"

www.BanglaBook.org

"কি সে যাবো আমরা?"

"মাইক্রো আছে একটা," রুম থেকে বেরুতে বেরুতে বলল লরেন্স।

"আপনি নিশ্চয়ই এখন গাড়ি চালাতে পারবেন না।"

"আমি চালাবো তোমাকে কে বলেছে? আঙ্কেল এঞ্জেল আছেন না, তিনি চালাবেন।"

অবাক হয়ে বৃদ্ধ এঞ্জেল ডি ক্রুজের দিকে কিছুক্ষন তাকিয়ে থাকল রাশেদ। মৃদু হাসি নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেছে বৃদ্ধ। পেছনে লরেন্স। দোতলা বাড়িটা পুরো অন্ধকার। সাবধানে সিড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলো তিনজন। ছোট একটা গ্যারেজ থেকে ঝরঝরে একটা মাইক্রোবাস বের করে আনল এঞ্জেল।

লরেন্স তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু এখন করারও কিছু নেই। আপাতত লরেন্সকে অনুসরন করতে হবে। ঘড়ির দিকে তাকাল রাশেদ। বারোটার মতো বেজে গেছে। বাইরে কোলাহল কিছুটা কম। অচেনা অজানা দুটো মানুষের সাথে রওনা দিয়েছে সে, কপালে কি আছে কে জানে, দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো রাশেদের বুক চিরে।

* * *

সকালে ব্রেকফাস্টে তেমন কিছু খাওয়া হয় নি ডঃ আরেফিনের। এক কাপ চা শুধু। এখন দুপুর বারোটা বাজতে চলল। খিদেয় পেটে ছুঁচো নাচছে। কথামতো প্রফেসর সুব্রামানিয়ামের সাথে রওনা দিয়েছেন তিনি। সন্দীপ আছে ডঃ কারসনের সাথে। এই গাড়িতে প্রফেসর সুব্রামানিয়ামের সহকারি রামহরিও আছে অবশ্য। লোকটা চালু, তবে গাড়িতে চড়ামাত্রই কেন জানি নেতিয়ে পড়ে। কথা বলে না, তবে যখন বলা শুরু করে তখন ভালোই লাগে শুনতে। হিন্দি জানে না রামহরি। মাদ্রাজি ভাষায় কথা বলে যার বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারাও কঠিন ডঃ আরেফিনের জন্য।

মাঝে মাঝে সামনে তাকাচ্ছেন ডঃ আরেফিন, ল্যাপটপে ইন্টারনেট চালু রেখেছেন। বিভিন্ন জিনিস ঘাটাঘাটি করছেন, তবে মনোযোগ দিতে পারছেন না। মনে হচ্ছে কোথাও কোন সমস্যা আছে।

নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছেন প্রফেসর। এই দুপুর বেলায়ও এভাবে কেউ ঘুমাতে পারে! আড় চোখে মাঝে মাঝে প্রফেসরের দিকে তাকাচ্ছেন ডঃ আরেফিন। লোকটা সহজ সরল নাকি বেশি চালাক বুঝতে সমস্যা হচ্ছে। এর চেয়ে সন্দীপ অনেক বেশি সাবলীল, চেহারায় একটা গাম্ভীর্য্য ধরে রাখার চেষ্টা করলেও সহজে মেশা যায়। এই দুজনের মাঝখানের সমস্যাটা কি সেটা ধরতে পারলে অনেক কিছু বোঝা যেত, কিন্তু কেউ মুখ খুলবে বলে মনে হয় না।

www.BanglaBook.org

সামনের গাড়ি থেমেছে। সম্ভবত চাকা পাংচার। তাই বাধ্য হয়ে গাড়ি থামাতে বাধ্য হলো ড্রাইভার। এক নাগাড়ে বসে থেকে হাতে পায়ে খিল ধরে যাচ্ছিল, এই সুযোগে একটু হেঁটে নেয়া যাবে ভেবে গাড়ি থেকে নামলেন ডঃ আরেফিন।

তাদের গাড়িগুলো থেকে নিরাপদ দূরত্ব রেখে আরো একটি গাড়ি থেমেছে লক্ষ্য করলেন ডঃ আরেফিন। সন্দেহের কিছু না থাকলেও দূর থেকে গাড়িটার যাত্রীদের দেখার চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু ড্রাইভার ছাড়া বাকি যাত্রীদের দেখা যাচ্ছে না।

সুরেশ ঝুনঝুনওয়ালা ব্যস্ত ভঙ্গিতে মোবাইলে কথা বলছে কারো সাথে। ডঃ কারসন মাত্র নেমেছেন মাইক্রোবাস থেকে। তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন ডঃ আরেফিন।

"আমাদের আর বেশি সময় লাগবে না," মৃদু হেসে বললেন ডঃ কারসন। "চলে এসেছি প্রায়।"

"আচ্ছা।"

"প্রফেসর কি করছেন গাড়িতে বসে?"

"ঘুমাচ্ছেন।"

"ও। ঘুমাক। সামনে আমাদের অনেক কাজ।"

"জি। যদি কিছু মনে না করেন একটা প্রশ্ন করতে চাচ্ছিলাম?"

হেসে ডঃ আরেফিনের দিকে তাকালেন ডঃ কারসন।

"সমস্যা নেই। বলুন।"

"আমাদের এই গবেষনার কথা আর কেউ কি জানে?"

"আগেই বলেছি আমার ইউনিভার্সিটি জানে। এমনকি সুব্রামানিয়াম আর সন্দীপের ইউনিভার্সিটিও জানে।"

"যদি সাম্ভালা খুঁজে পাই আমরা তাহলে কি করবো?"

হা হা করে হেসে ফেললেন ডঃ কারসন। "আপনি এটা নিশ্চিত থাকুন আমরা সেখানে কোন শুটিং স্পট বানাবো না।"

বোকার মতো প্রশ্ন করেছেন বলে নিজেকেই ধমক দিতে ইচ্ছে করল ডঃ আরেফিনের।

"মানে বলতে চাচ্ছিলাম, তারপরের পদক্ষেপ কি হবে?"

"সেটা আসলে আমিও জানি না। সত্যি সত্যি যদি জায়গাটা থেকে থাকে, তাহলে তা ঢাকঢোল পিটিয়ে সারা পৃথিবীকে জানানো প্রয়োজন মনে করি না আমি।"

"এই ধরনের একটা সত্য তাহলে হয়তো চিরদিনের জন্যই ঢাকা পড়ে থাকবে?"

"কিছু কিছু সত্য লুকিয়ে রাখাই ভালো," পাশ থেকে বলল সন্দীপ। সে এতোক্ষণ পাশে দাঁড়িয়ে কথা শুনছিল।

"এতে হয়তো আমাদের ইতিহাসই বদলে যেতে পারে, মানবসভ্যতা এক নতুন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মোড় নিতে পারে।"

"তা পারে। তবে এর কুফলও রয়েছে," ডঃ কারসন বললেন।

"কি রকম?"

"সারা পৃথিবী যদি এমন একটা জায়গার কথা জেনে যায় যেখানে ক্ষুধা নেই, মৃত্যু নেই, তাহলে দলে দলে লোক চলে আসবে এখানে। একটা অরাজকতার সৃষ্টি হবে।"

"সেটা অবশ্য ঠিক।"

"আসলে আমরা জানি না সামনে কি আছে। সাম্ভালা হয়তো সত্যিই একটা মিথ, আরো লক্ষ লক্ষ মিথের মতো। কাজেই সত্যি জিনিসটা আছে কি না নিশ্চিত হবার পরই আমরা একটা সিদ্ধান্তে যাবো," ডঃ কারসন বললেন। সুরেশের দিকে তাকিয়ে আছেন।ড্রাইভার স্পেয়ার চাকা লাগিয়ে নিয়েছে এর মধ্যে।

"চলুন যাওয়া যাক," ডঃ কারসন বললেন।

"হ্যা," বললেন ডঃ আরেফিন। হেঁটে পেছনের মাইক্রোটার দিকে এগিয়ে গেলেন।

একটু পর দুটো গাড়ি স্টার্ট দিলো। আয়নার পেছনের গাড়িটার অবস্থান লক্ষ্য করছিলেন ডঃ আরেফিন। ঐ গাড়িটাও স্টার্ট দিয়েছে। এখন আর সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তাদের অনুসরন করছে কেউ।

* * *

যজ্ঞেশ্বরের সঙ্গে সময় খারাপ কাটছে না। এমনিতে তিনি নিজে চুপচাপ মানুষ, কিন্তু যজ্ঞেশ্বর আলাপি। তার অভিজ্ঞতার ভান্ডারও বিচিত্র সব কাহিনীতে ভরপুর। রাতে যখন লোকজন কমে আসে, তখন সারাদিনের নির্বাক যজ্ঞেশ্বর যেন প্রান ফিয়ে পায়। কথা বলতেই ভালো লাগে লোকটার বুঝতে পেরেছেন তিনি, তাই আগ্রহী শ্রোতার ভূমিকায় ভালোই কাজ চালিয়ে নিচ্ছেন। নানা ধরনের গল্পের পশরা নিয়ে বসে যজ্ঞেশ্বর, এর মধ্যে অনেক কাহিনীই অলৌকিক, সেখানে তার নিজের গুনগানও থাকে।

মেঘালয়ের ছোট শহর ছেড়ে যজ্ঞেশ্বরের সাথে রওনা দিয়েছেন তিনি। হেঁটে হেঁটে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। যজ্ঞেশ্বর মাঝে মাঝে বিরতি দিচ্ছে যেখানে তার ভক্ত সংখ্যা প্রচুর। সেখানে একটানা দু'তিন থেকে আবার যাত্রা করেন দুজনে। এভাবেই চলছে। খাওয়া-দাওয়ার অভাব হয় না, ভক্তরা প্রচুর খাবার নিয়ে আসে। তবে বেশিরভাগ সময়ই সেসব খাবারে রুচি হয় না তার। যজ্ঞেশ্বর খাবারের ব্যাপারে রীতিমতো আগ্রহী। ভক্তদের সামনে কোনকিছু মুখে না তুললেও ভক্তরা যাওয়ার পর

www.BanglaBook.org

ঝামেলে পড়ে খাবারের উপর। তিনি সামান্য কলা কিংবা আপেল খেয়ে নেন।

রাত হয়েছে। যজ্ঞেশ্বর ধ্যানে বসেছে। কিছুক্ষন আগেও প্রচুর ভক্ত ছিল সামনে। ধমকা-ধমকি করে তাড়াতে হয়েছে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতবাসীকে দেখে অবাকই লাগে তার। এরা এখনো শিক্ষার আলো পায় নি। নানা ধরনের সামাজিক ব্যাধিতে আক্রান্ত। এখানে বাল্যবিবাহ চলছে, যৌতুক চলছে, পুত্রসন্তানের জন্য বিশেষ আবেদন-নিবেদন যজ্ঞেশ্বরকে সামলাতে হয়। সব কিছুরই সমাধান আছে যজ্ঞেশ্বরের কাছে। শুধু হাত তুলে আশীর্বাদ করে ভক্তদের, তাতেই নাকি ওদের মনোকামনা পূর্ন হবে। মনে মনে মনে হাসেন তিনি।

জায়গাটা মেঘালয়ের সীমানার দিকে। বড় একটা টিলার উপর ঘাঁটি গেড়েছে যজ্ঞেশ্বর। চারদিক গাছগাছালিতে ঢাকা। রাতের অন্ধকারে গা ছমছমে একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছে। টিলার পুবে ছোট একটা গ্রাম। বৈদ্যুতিক আলোয় ছোয়া এখনো পায় নি গ্রামটা। সেখান থেকে আর আশপাশের দু'তিনটে গ্রাম থেকে সারাদিন পিলপিল করে মানুষ এসেছে। এখন এই রাতে চারদিক নীরব, শুধু ঝিঁঝি পোকার ডাক শোনা যাচ্ছে।

গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। ভাবছেন যজ্ঞেশ্বরের সাথে এভাবে চলে আসা ঠিক হলো কি না। যজ্ঞেশ্বর অনেক কিছুই জানে, কিন্তু সেই জানা যেন অনেকটাই ভাসা ভাসা। ঠিক গভীরে যেতে পারে নি এখনো। হয়তো সেই চেষ্টাই করে যাচ্ছে এখনো। যজ্ঞেশ্বরের দীক্ষাগুরুর দেখা পেলে হয়তো অনেক প্রশ্নের উত্তর মিলতো। কিন্তু গুরুর সাথে দেখা করার কোন ভাবলক্ষন পাওয়া যাচ্ছে না।

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন, ধ্যান ছেড়ে যজ্ঞেশ্বর কখন তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে টের পান নি।

"কি ভাবছেন আকাশের দিকে তাকিয়ে?" পাশে বসতে বসতে জিজ্ঞেস করলো যজ্ঞেশ্বর।

"কিছু না। আচ্ছা, জগতের সবই কি মায়া?"

"এই প্রশ্নের উত্তর আমার চেয়ে ভালো জানেন আপনি। আমিও সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে যাচ্ছি, পাই নি।"

"সবাই বলে আপনার বয়স নাকি পাঁচশো বছর?" যজ্ঞেশ্বরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

"আমাদের দেশের মানুষের এটাই সমস্যা। যে কোন কিছুকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড় করতে ভালোবাসে। পাঁচশো বছর বেঁচে থাকলে বেঁচে থাকার খায়েশ মিটে যেতো।"

হাসলেন তিনি কথাটা শুনে। বেঁচে থাকার ইচ্ছে তার এখনো মরে যায় নি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এখনো অনেক কিছু দেখার বাকি, বোঝার বাকি, শেখার বাকি।

"আপনার গুরু এখন কোথায়?"

"তিনি এখন ধর্মশালায়।"

"ধর্মশালা? জায়গাটা কোনদিকে?"

"আপনি যাবেন?"

"আপনার গুরুর সাথে দেখা হওয়া খুব দরকার।"

"ঠিক আছে। আমরা আস্তে আস্তে সেদিকে এগুচ্ছি। তবে তিনি সেখানে থাকবেন কি না কে জানে।"

"কোথায় যান তিনি?"

"আমরা সন্ন্যাসীরা এক জায়গায় বেশিদিন থাকি না। বিচিত্র এই পৃথিবী, এর মানুষ। এগুলো না দেখলে জীবনটাই বৃথা।"

"তা ঠিক।"

"ঘুমিয়ে পড়ুন। কাল সকাল সকাল রওনা দেবো।" বলে উঠে পড়েছে যজ্ঞেশ্বর।

ঘুমানোর জন্য ছোট্ট একটা কাঁথা ব্যবহার করে যজ্ঞেশ্বর, নিজের জন্যও একটা জোগাড় করেছেন তিনি। আজ রাতে ঘুম আসছে না। এরকম খোলা প্রান্তরে ঘুমানো অনেক কঠিন একটা ব্যাপার। যজ্ঞেশ্বরের সমস্যা হয় না, শোয়ামাত্র নাক ডাকা শুরু করে। কিন্তু তার ঘুম আসে না। অদ্ভুত সেই জায়গাটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠে। সারা পৃথিবী ঘুরে দেখেছেন, কিন্তু এই একটি মাত্র জায়গায় পা পড়ে নি তার। এই যাত্রায় তা পূরন করতেই হবে যে করেই হোক।

আধো ঘুম আর জাগরনে রাতটা পার করে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মশার কামড়ে সেটা সম্ভব হচ্ছে না। যজ্ঞেশ্বর এতো নির্বিকারভাবে ঘুমায় কি করে কে জানে। উঠে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষন পায়চারি করলেন তিনি। রাশেদের কথা মনে পড়ছে, ছেলে আজিজ ব্যাপারীর মুখটা ভেসে উঠছে বারবার। ওরা ভালো আছে নিশ্চয়ই, যদিও রাশেদকে নিয়ে খুব একটা ভরসা পাচ্ছেন না। মনে হচ্ছে বড় কোন বিপদে পড়তে যাচ্ছে ছেলেটা। গতবার বাঁচানোর জন্য তিনি ছিলেন, এই বার ছেলেটা একা, সব প্রতিকূলতা একাই সামলাতে হবে রাশেদকে।

দূরের আকাশে তাকিয়ে বিড়বিড় করে কিছু বললেন তিনি। সেখানে তারারা জ্বলছে মিটিমিটি, যেন হাসছে তার দিকে তাকিয়ে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২৮

এতো চমৎকার একটা জায়গা দেখবেন কল্পনাও করেন নি ডঃ আরেফিন। এ যেন **ছবির মতো** সাজানো। সবুজ আর সাদা মিলেমিশে এক হয়ে গেছে যেন । **মাইক্রোবাসের** জানালা দিয়ে তাকিয়ে দূরের পাহাড় দেখছেন তিনি। চূড়ায় সাদা **বরফের** টুপি পড়ানো পাহাড়গুলো যেন ডাকছে কাছে যাওয়ার জন্য। শীতকাল মাত্র **শুরু**, ঠান্ডা বাতাস কেমন শরীর জুড়িয়ে দিচ্ছে। আঁকাবাঁকা পথ, খুব সাবধানে **চালাতে** হচ্ছে ড্রাইভারকে। ঘন্টাখানেক হলো হাইওয়ে থেকে বাঁক নিয়ে ধর্মশালার **পথে** এসেছে গাড়িটা। এই এলাকা দু"ভাগে ভাগ করা, আপার ম্যাকলডগঞ্জ আর লোয়ার ম্যাকলডগঞ্জ। আপার ম্যাকলডগঞ্জকেই সাধারনত ধর্মশালা বলা হয়ে থাকে আর এখানেই তিব্বতের অস্থায়ী রাজধানী করেছেন চৌদ্দতম দালাইলামা।

কুয়াশার মতো মেঘে মাঝে মাঝে ঢেকে যাচ্ছে গাড়িটা। ভালো লাগছে ডঃ আরেফিনের। এই অভিযানে না আসলে এতো চমৎকার দৃশ্য দেখা হতো না। দূরে দেবদারু গাছ সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে, আর আছে পাইন, ইউক্যালিপটাস গাছ। লম্বা লম্বা একেকটা গাছ যেন আকাশ ছোঁয়ার সাধ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাশে তাকালেন, প্রফেসর সুব্রামানিয়াম ঘুমাচ্ছে, সামনের সীটে বসা তার সাগরেদ রামহরিরও একই অবস্থা। ওদের ঘুম ভাঙানোর প্রয়োজনবোধ করলেন না ডঃ আরেফিন। হয়তো এই সমস্ত জায়গা ওদের পূর্বপরিচিত।

মাঝে মাঝে পেছনে তাকিয়ে ডঃ কারসনের গাড়িটা দেখে নিচ্ছেন তিনি। আরো কিছুদূর এগুলেই শহর, বলেছিল সুরেশ ঝুনঝুনওয়ালা। যদিও অনেকক্ষন হয়ে গেলেও শহরের কাছে এখনো পৌঁছেনি গাড়ি এটা নিশ্চিত।

মোবাইল ফোনটা বেজে উঠলো এই সময়। অচেনা নাম্বার। ঢাকা থেকে কেউ করেছে সম্ভবত। রিসিভ করলেন ডঃ আরেফিন।

"হ্যালো,"

"আমি, কেমন আছো?" স্ত্রীর গলা পরিষ্কার চিনতে পারলেন।

"কোন নাম্বার থেকে কল করেছো?"

"বাইরে থেকে। বাসার অবস্থা কি জানো?"

"কেন? কি হয়েছে?" জিজ্ঞেস করতে গিয়ে গলা কেপে উঠলো ডঃ আরেফিনের।

"লন্ডভন্ড অবস্থা। পুরো বাড়ি এলোমেলো, বিশেষ করে তোমার রুম তছনছ করে ফেলেছে।"

"আমার রুম? কারা করেছে? তোমরা কোথায় ছিলে?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আমি আর বুয়া সকালে বাইরে গেছি, গুলশানের দিকে। বাসা লক করে গিয়েছিলাম। বেশিক্ষন থাকি নি, ঘন্টাখানেক পরে এসে দেখি এ অবস্থা।"

"কি কি নিয়ে গেছে?"

"সব ঘেঁটে দেখলাম। কিছুই নেয় নি।"

"কিছুই নেয় নি?"

"না। শুধু ঘাঁটাঘাঁটি করেছে, এলোমেলো করেছে। সম্ভবত কিছু একটা খুঁজছিল।

"তুমি পুলিশ ডেকেছো?"

"না। ডাকিঁ নি।"

"তোমার ভাগ্নে রাসেলকে নিয়ে এসো। একা একা এই বাড়িতে থাকা ঠিক হবে না।"

ওপাশ থেকে হাঁফানোর শব্দ পাচ্ছেন।

"শুনতে পাচ্ছো আমার কথা?" জিজ্ঞেস করলেন ডঃ আরেফিন।

"কারা তোমার পেছনে লেগেছে আরেফিন?" শান্ত স্বরে ওপাশ থেকে প্রশ্ন এলো।

"জানি না।"

"ঠিক আছে। তবে একটাই কথা, সাবধানে থেকো। আর যতো তাড়াতাড়ি পারো চলে এসো।"

"চেষ্টা করবো।"

"ঠিক আছে, রাখি তাহলে।"

ফোন রেখে কিছুক্ষন চুপচাপ বসে রইলেন ডঃ আরেফিন। ঝড় বয়ে যাচ্ছে মাথায়। কে বা কারা করতে পারে এই কাজ! এমন কোন শত্রু নেই তার, সাধারন ডাকাতেরা আসে নি এটা নিশ্চিত। টাকা-পয়সা, সোনা-গয়না কিছুই খোয়া যায় নি। তাহলে কিসের খোজে এসেছিল কেউ?

কিছুতেই হিসেব মেলাতে পারছিলেন না। হঠাৎ আচমকা ব্রেক করেছে গাড়িটা। হুমড়ি খেয়ে সামনে পড়ে যেতে যাচ্ছিলেন, কোনমতে নিজেকে সামলে নিলেন ডঃ আরেফিন। ঘুম ভেঙে গেছে প্রফেসর আর তার সহকারীর। অবাক চোখে চারপাশে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করছে কি হয়েছে। তেমন কিছুই হয় নি। একটা বেড়াল রাস্তা পার হচ্ছিল, ওটাকে বাঁচাতে গিয়েই আচমকা ব্রেক কষতে হয়েছে ড্রাইভারকে। ভারতীয় মানুষ, কোথাও যাত্রার সময় বেড়াল পথ কাটলে সেটাকে অশুভ হিসেবে দেখে ওরা। কাজেই রাস্তার পাশে গাড়ি দাঁড় করালো ড্রাইভার। কিছু না বলে নেমে পড়লেন ডঃ আরেফিন। বাকি দুজনও নামলো।

ডঃ কারসনের গাড়িটা এসে দাঁড়িয়েছে পাশে। হন্তদন্ত হয়ে নেমে এসেছেন ডঃ

www.BanglaBook.org

কারসন।

"কি ব্যাপার, এভাবে হঠাৎ নেমে গেলেন কেন আপনারা?"

"গাড়ির সামনে দিয়ে বেড়াল রাস্তা পার হয়েছে। কাজেই কিছুক্ষন পর ছাড়া রওনা দেয়া যাবে না," গম্ভীর মুখে বললেন প্রফেসর।

"কি বলছেন? একজন ইউনিভার্সিটির শিক্ষক হয়েও এই ধরনের বিশ্বাস আছে আপনার?"

"জি, আছে," বললেন প্রফেসর, সমর্থনের জন্য চারদিকে তাকালেন। সবাই আসলে একটু বিশ্রাম চাচ্ছিল, কাজেই সমর্থন পেতে সমস্যা হলো না প্রফেসরের। ঠিক হলো আধ ঘন্টা রাস্তার পাশে অপেক্ষা করে তারপর রওনা দেবে দলটা।

কিছু করার নেই, তাই চারপাশের পরিবেশটা দেখে নিচ্ছিলেন ডঃ আরেফিন। সুরেশ ঝুনঝুনওয়ালার দিকে চোখ পড়লো এই সময়। লোকটা মোবাইল ফোনে কথা বলছে কারো সাথে। পাশে দাঁড়িয়েও একটা অক্ষর বুঝতে পারলেন না ডঃ আরেফিন। মনে কেমন সন্দেহ দানা বাঁধছে, এই লোকটাকে চোখে চোখে রাখতে হবে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২৯

১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দ, পর্তুগীজ শাসিত মোজাম্বিক

মিচনারের দিনগুলো খারাপ কাটছে না। সারাদিন কাজ আর রাতে ঘুম। পশুর মতো খাটতে পারে সে, তাই রাতে ঘুমও খারাপ হয় না। এক ঘুমে রাত কাবার। গত কয়েকবছরে তার শরীর আরো শক্ত, পেশীবহুল হয়েছে, চেহারায় এসেছে স্থিরতা। সাদা চামড়ার লোক হিসেবে বাকিদের চেয়ে তার অবস্থান অনেকটাই ভালো। ইচ্ছে করলেই এখান থেকে পালিয়ে যেতে পারে মিচনার, কিন্তু সঠিক সময়ের অপেক্ষায় রয়েছে সে। এখান থেকে যাওয়ার সময় এখনো আসে নি। তবে সময় ঘনিয়ে এসেছে এটা নিশ্চিত।

গত কয়েক বছরে নিজের মধ্যে অদ্ভুত এক পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে মিচনার। পরিবর্তন না বলে পরিবর্তনহীনতা বলা ভালো হবে। কালোদের দেশে আসার পর অনেকগুলো দিন পার হয়ে গেলেও তার চেহারায় কোন পরিবর্তন আসে নি। ইচ্ছে করলে না খেয়ে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিতে পারে সে, তাতে কোন সমস্যা হয় না। কিন্তু কেউ যাতে বুঝতে না পারে এজন্য খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দেয় নি সে। গত কিছুদিন ধরে অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখছে মিচনার, প্রতিদিন একই স্বপ্ন দেখার কি মানে সে জানে না। জানতেও চায় না। বিশেষ একজনের খোঁজ করতে বলা হয় তাকে, সেই বিশেষ একজন অনন্ত জ্ঞানের অধিকারি। খুঁজে বের করতে হবে তাকে, তাহলেই তার মুক্তি মিলবে। কিন্তু মুক্তি চায় না মিচনার, এই জীবনটা তার ভালোই লাগছে। ক্ষুধা নেই, প্রেম নেই, আপন কারো ভালোবাসা নেই, আছে শুধু অনির্দিষ্টকাল বেঁচে থাকার সম্ভাবনা। তারপরও এই বেঁচে থাকাটাই পরম আনন্দের। এই জীবন ক'জনের ভাগ্যে মেলে।

পর্তুগীজ সেটেলাররা কালোদের এই দেশ ভালোই দখলে রেখেছে। এখান থেকে কালোদের তারা চালান দেয় নিজেদের অন্যান্য কলোনীগুলোতে। বিশেষ করে দক্ষিন আমেরিকার ব্রাজিলে জাহাজ ভরে ভরে দাস পাঠাচ্ছে তারা। ভারত যেমন বিখ্যাত তার মসলার জন্য, ব্রাজিল বিখ্যাত হয়েছে উঠেছে সেখানকার চিনিশিল্পের কারনে। পুরো ইউরোপে চিনি সরবরাহের দায়িত্বে আছে ব্রাজিলের কালো মানুষেরা। তবে ইদানীং নৌপথে ফরাসি আর ডাচরাও এগিয়ে এসেছে। দাস সংগ্রহের সবচেয়ে ভালো উৎস তাদের নজর এড়িয়ে যায় নি। ফলে সংঘর্ষ অনেকটাই অনিবার্য্য হয়ে উঠেছে। এখন দেখার বিষয় পর্তুগীজরা তাদের দখল বজায় রাখতে পারে কি না। আগে আরবদের সংস্পর্শে এসে অনেক কালো মানুষই ইসলাম ধর্ম গ্রহন করেছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পর্তুগীজরা এখন এদের ঘাটায় না, বরং একসাথে মিলে মিশে কাজ করার চেষ্টা করে। লিসবনে মোজাম্বিককে আলাদা স্টেটের মর্যাদা দেয়া হয়েছে, যেমন দেয়া হয়েছে ভারতের সমুদ্রবর্তী অঞ্চল গোয়াকে।

সন্ধ্যার পর পর কাজ শেষ করে ছোট তাঁবুর মতো ঘরটায় এসেছে শুয়েছে মিচনার। গ্রীষ্মকাল, বাইরে একবিন্দু বাতাস নেই। ছোট একটা হাতপাখা বানিয়ে নিয়েছিল সে কতোদিন আগে। জিনিসটা কেমন নেতিয়ে গেছে, আগের মতো ভালো বাতাস পাওয়া যায় না। কামরাটায় একাই থাকে মিচনার, পাশাপাশি অন্য কামরাটায় থাকে গঞ্জালেজ, পাতো আর ডি ক্যাসিয়াস। তিনটাই হাড়ে হারামজাদা। সারাদিন মাথায় বদ বুদ্ধি কিলবিল করে ওদের। দিনে বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়, রাতে গ্রাম থেকে মেয়ে মানুষ তুলে নিয়ে এসে ফুর্তি করে। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে ওদের জ্যান্ত পুতে ফেলতে। কিন্তু নিজেকে সামলায় মিচনার। মাথা গরম করে কিছু করার সময় এখনো আসে নি। সাত বছর পার হয়ে গেছে এখানে। আরো কিছুদিন থেকে যাওয়া যায়।

বাইরে হঠাৎ হট্টগোলের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল মিচনারের। পরপর দু'বার গুলির শব্দও পাওয়া গেল। বিছানায় উঠে বসল মিচনার। পরনের প্যান্ট গলিয়ে নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। চারদিকে আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে। অন্ধকারে এদিক সেদিক দৌড়াদৌড়ি করছে লোকজন। ছোট্ট একটা ক্যাম্প এটা। খুব বেশি সৈন্য রাখা হয় না পাহারা দেয়ার জন্য। স্থানীয় নেতাদের সাথে আপোষের মাধ্যমে এখানে কাজ করে পর্তুগীজ প্রশাসন। কাজেই সাহায্য পাবার সম্ভাবনা এখন নেই বললেই চলে।

তাঁবুর একপাশে আড়ালে চলে এলো মিচনার। বিছানা ছাড়ার আগে গাদা পিস্তলটা সাথে নিতে ভোলে নি। কিন্তু আক্রমনকারীদের সাথে সামান্য এই অস্ত্র নিয়ে দাঁড়ানো নিছক বোকামী ছাড়া আর কিছু নয়। কাজেই চুপচাপ সবকিছু পর্যবেক্ষন করার সিদ্ধান্ত নিলো মিচনার। পাশের কামরা থেকে বেশ হৈ চৈ ভেসে আসছে। কালো কয়েকজন টেনে হিচড়ে বের করে এনেছে পাতো আর গঞ্জালেজকে। হাতের বর্শা দিয়ে একটু পরপর খোঁচা দিচ্ছে, বিশ্রীভাষায় গালাগাল করছে। বোঝাই যাচ্ছে এই তিন শয়তানকে শায়েস্তা করার জন্য আক্রমন করেছে স্থানীয় কালোরা। সোয়াহিলি গোত্রের লোক ওরা, এমনিতে শান্ত, ব্যবসায়ী গোষ্ঠী। কিন্তু মা-বোনদের ইজ্জতে হাত দিলে কেউই সেটা সহ্য করে না। ছোট এই পর্তুগীজ ক্যাম্পটা আজ সেটাই প্রত্যক্ষ করতে যাচ্ছে।

আট থেকে দশ জন পর্তুগীজকে ক্যাম্পের মাঝে জড়ো করা হয়েছে। তাদের ঘিরে আছে সোয়াহিলী যোদ্ধারা। মুখে রঙ মেখে, হাতে লম্বা বর্শা কিংবা বাঁকানো তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। পাতো আর গঞ্জালেজকে আলাদা করা হয়েছে বাকিদের কাছ থেকে। লোকগুলোর মাঝে ডি ক্যাসিয়াসকে চোখে পড়ল না। হয়তো

www.BanglaBook.org

পালিয়েছে সময়মতো, ভাবলো মিচনার।

স্থানীয় বাদ্যযন্ত্রে যুদ্ধের দামামা বাজাচ্ছে কেউ, অতর্কিত হামলায় জয় পেয়েছে যোদ্ধারা। এখন উদযাপন করার সময়। পাতো আর গঞ্জালেজ ছাড়া বাকিদের একে একে মেরে ফেলল ওরা। বর্শার আগা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে। বেশি সময় লাগলো না। এরা সবাই নিরাপরাধ, সাধারন পর্তুগীজ নাগরিক, এতো দূর দেশে আনা হয়েছে চাষাবাদের কাজে লাগানোর জন্য। এরাই মারা গেল প্রথমে। এবার আসল অপরাধীদের পালা। পাতো আর গঞ্জালেজ এতোক্ষন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্বজাতিদের মৃত্যু দেখছিল। এখন নিজেদের মরন কাছে এসেছে দেখে কাঁপতে লাগল ভয়ে।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে এসব দেখবে না পালাবে ঠিক করতে পারছিল না মিচনার। পালানোই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তবে শয়তান দুটোর শাস্তি দেখে যেতে পারলে ভালো লাগতো। অত্যাচারীর সাজা হবেই।

পিছনে মৃদু ফোঁপানোর মতো আওয়াজ শুনে তাকাল মিচনার। উবু হয়ে বসে আছে কেউ, তাঁবুর পেছনে। কাঠামোটা চেনা চেনা লাগছে। একটু এগিয়ে গেল। এবার পরিষ্কার হলো, ডি ক্যাসিয়াসের চেহারাটা। কাঁদছে। বুঝতে পারছে মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে, এখান থেকে পালাতে পারবে না। যে কোন সময় ধরে ফেলবে সোয়াহিলি যোদ্ধারা। মিচনারকে দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষন, যেন বলার ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না।

"ওদের মেরে ফেলেছে?" কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ডি ক্যাসিয়াস।

হ্যা সূচক মাথা নাড়াল মিচনার।

"এবার আমার পালা। আমি পালাতে পারবো না," নিজে নিজেই বলছে ডি ক্যাসিয়াস। "তুমি পালাও মিচনার। তোমার কোন দোষ না থাকলেও ওরা তোমাকে ছাড়বে না।"

উত্তরে কিছু বললো না মিচনার। ইশারায় উঠে দাঁড়াতে বলল ডি ক্যাসিয়াসকে। অবাক হলেও উঠে দাঁড়াল ডি ক্যাসিয়াস। মিচনার ততোক্ষনে বুকে হেঁটে এগুতে লাগল সামনে, দেখাদেখি ডি ক্যাসিয়াসও আসতে লাগল পেছন পেছন।

বেশ কিছুদূর এসে একবার তাকাল মিচনার। পাতোর মাথা আলাদা হয়ে মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে আর গঞ্জালেজের মাথা নিয়ে উদ্দাম নৃত্য করছে এক সোয়াহিলি যোদ্ধা।

এখানে আরো কিছুদিন থাকার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু স্বপ্নের সেই কণ্ঠস্বরের নির্দেশমতো আরো পূবে যাওয়ার সময় চলে এসেছে। দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা ক্যাম্পটাকে পেছনে ফেলে ঘন জঙ্গলে হারিয়ে গেল মিচনার, অনেক দিন পর সঙ্গী পেয়েছে সে, ডি ক্যাসিয়াস বিনা প্রশ্নে অনুসরন করছে মিচনারকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

* * *

বুড়ো এঞ্জেল ভালো গাড়ি চালায়। সারারাত চালিয়ে এসেছে, অথচ একবারও ঝাঁকিতে ঘুম ভাঙ্গে নি রাশেদের। ঠিক এগারোটায় ঘুম ভাঙল। পাহাড়ি একটা বাঁক পার হচ্ছে তখন মাইক্রোবাসটা। এসব পথ আর বাঁক যেন মুখস্থ এঞ্জেলের। দক্ষ হাতে পার হয়ে যাচ্ছে একেকটা বাঁক। হাই তুলে পাশে তাকাল রাশেদ। লরেন্স ঘুমাচ্ছে এখনো, ক্রাচটা একপাশে সরানো। অন্যপাশে ছোট একটা ল্যাপটপ, সাথে ওয়ারলেস ইন্টারনেট সংযোগ আছে।

জায়গাটা পরিচিত রাশেদের। এই কয়েকদিন আগেই রাজুকে সাথে নিয়ে এসেছিল। আবার বান্দরবনে যাচ্ছে সে। এবার অপরিচিত দুজনের সাথে। এভাবে বিশ্বাস করে এদের সাথে আসা ঠিক হলো কি না একবারও ভেবে দেখে নি কেন ভেবে অবাক হচ্ছে এখন রাশেদ। অবশ্য রাতের পরিস্থিতি এমন ছিল চিন্তা করার খুব বেশি সুযোগ ছিল না।

আর অল্প গেলেই বান্দরবন শহর। চিন্তার কিছু নেই, তাই আবার হেলান দিয়ে বসে পড়ল রাশেদ। ঘুমিয়ে গেল কিছুক্ষনের মধ্যেই।

গভীর বনে ছুটছে রাশেদ, কিছু একটা ধাওয়া করছে পেছনে। অন্ধকার বনের আরো ভেতরে চলে যাচ্ছে, দৌড়াতে গিয়ে পায়ে কাঁটা ফুটছে, এখানে সেখানে কেটে যাচ্ছে, কিন্তু কোন কিছুকেই গ্রাহ্য করছে না। এক নাগাড়ে ছুটে যাচ্ছে রাশেদ, পেছন ফিরে দেখার চেষ্টা করছে কে ধাওয়া করছে তাকে, কিন্তু কিছুই দেখা যাচ্ছে না, শুধু বন কাঁপিয়ে কিছু একটা আসছে তাকে ধরতে। দেখা যাচ্ছে, চেহারাটা পরিচিত, খুবই পরিচিত, কিন্তু মনে করতে পারছে না কে লোকটা। হঠাৎ পুরো পৃথিবী যেন কেঁপে উঠলো, ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল রাশেদ। ঘামছে, পানির পিপাসা পেয়েছে খুব। বিছানার পাশে ছোট একটা সোফায় বসে আছে লরেন্স, ল্যাপটপে কাজ করছে। রাশেদের দিকে তাকাল।

"ঘুম ভাঙল এতোক্ষনে?" বলল লরেন্স, ব্যস্ত হয়ে পড়ল আবার ল্যাপটপে।

উঠে দাঁড়াল রাশেদ। তাকাল রুমটার দিকে। চমৎকার একটা হোটেল রুম। বেশ বড় আর খোলামেলা। জানালা দিয়ে আলো এসে পড়েছে।

"আপনি এই রুমে?"

"আংকেল আর আমি ডাবল একটা রুম নিয়েছি, তিনি ঘুমাচ্ছেন," বলল লরেন্স, ল্যাপটপ থেকে চোখ না সরিয়ে, "একটু শব্দেই উনার ঘুম ভেঙে যায়, তাই তোমার রুমে এসে বসেছি।"

"হোটেলে ঢুকেছি কখন আমরা?"

"বারোটার দিকে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আমার তো কিছুই মনে নেই," মাথা ঝাঁকাল রাশেদ, মাইক্রোবাস থেকে নেমে হোটেল রুমে আসা, এই রকম কিছু মনে পড়ছে না কেন। লরেন্স নিশ্চয়ই কোলে করে নিয়ে আসে নি তাকে?

"ঘুমের ঘোরে ছিলে, তাই টের পাও নি," বলল লরেন্স।

"আমার ব্যাগ কোথায়?"

"আমার কাছে।"

আর কথা বাড়াল না রাশেদ, চুপচাপ বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেল। এতো গভীর ঘুমের কারন এবার কিছুটা আন্দাজ করা যাচ্ছে। নিশ্চয়ই খাবারে কিছু মিশিয়ে দিয়েছিল লরেন্স যাতে তার ব্যাগটা নিতে পারে। সফল হয়েছে লোকটা। ঐ ব্যাগটা ছাড়া তার আর কোন মূল্য নেই এখন লরেন্সের কাছে। ব্যাগটা আবার ফেরত পেতে হবে। নইলে রাজুকে বাঁচানোর কোন অবলম্বনই থাকবে না তার কাছে।

বাথরুম থেকে বের হয়ে নীচে নেমে এলো রাশেদ। খাওয়া-দাওয়া করা দরকার। লরেন্স বা ওর চাচার হাত থেকে কিছু খাওয়া যাবে না।

হোটেলের রিসেপশনে দাঁড়াল রাশেদ। বাইরে যাওয়া যায় খাবারের জন্য, প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে ম্যানিব্যাগটা দেখে নিলো। বেশ কিছু টাকা-পয়সা আছে সাথে। চলতে সমস্যা হবে না।

দুপুর গড়িয়ে গেছে। হাঁটতে হাঁটতে রাস্তায় চলে এসেছে রাশেদ। একটু দূরে মোটামুটিমানের একটা হোটেল দেখা যাচ্ছে। পেছনে ফিরে তাকাল একবার। তার তিনতলা হোটেল রুমের জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে একজন। লরেন্স। ঘুরে হাঁটতে থাকল রাশেদ। লোকটার ভাবসাব ভালো ঠেকছে না। রাজুর বিপদ বলে, নইলে এতোক্ষনে ঢাকায় চলে যেতে পারতো রাশেদ। গুপ্তধনের খোঁজ করার ইচ্ছে তার কোন কালেই ছিলো না, এখনো নেই। লরেন্স তার চৌদ্দপুরুষের ধন উদ্ধার করে ধনী হয়ে যাক, তাতে তার কিছু যায় আসে না।

অন্যমনস্কভাবে হাঁটছে রাশেদ। পেছনে ষন্ডামার্কা অনুসরনকারীকে তাই লক্ষ্য করলো না।

* * *

BanglaBook.org

এবার একটানা হাঁটা। এতে সমস্যা নেই তার, বরং হাঁটতেই বেশি ভালো লাগে। গতবার ভারতবর্ষ যেমন দেখেছিলেন এবার অনেক পরিবর্তন চারদিকে। আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে প্রত্যন্ত গ্রামে। ট্রেন চলছে, বাস চলছে, আকাশে উড়োজাহাজ। বাষ্পীয় ইঞ্জিনের দিন শেষ, টরেটক্কা টেলিগ্রাম এমনকি ডাক ব্যবস্থাও অচল প্রায়। হাতের মুঠোয় থাকা ছোট একটা যন্ত্রে পুরো পৃথিবী যেন ধরা পড়েছে। জিনিসটা

www.BanglaBook.org

ছেলের হাতে দেখেছেন। কিন্তু হাতে নিয়ে দেখা হয় নি, প্রয়োজনবোধ করেন নি আসলে। এখনো যে প্রয়োজন আছে তা নয়, কাকে ফোন করবেন তিনি। কারো নাম্বারই তো জানা নেই। আর পরিচয়ই বা দেবেন কি? আব্দুল মজিদ ব্যাপারী এখন হারিয়ে যাওয়া এক বৃদ্ধের নাম।

যজ্ঞেশ্বর এবার আর কোথাও থামবে না, গন্তব্য ধর্মশালা। কথা প্রসঙ্গে জানতে পেরেছেন ধর্মশালার পুরানো নামই বাগসু। যজ্ঞেশ্বরের গুরু নাকি এখন সেখানেই আছে। দিনের বেলা গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নেন দুজনে আর রাতে হাঁটেন। যজ্ঞেশ্বরের কোন ক্লান্তি নেই হাঁটায়। কাঁধে ছোট একটা ঝোলা আর হাতে ত্রিশুল নিয়ে অবিরাম হেঁটে যায়।

বিকেল হয়ে গেছে। মেঠোপথের ধারে ছোট একটা হোটেলে খেয়ে নিয়েছে যজ্ঞেশ্বর। খিদে লাগলেও খাবারের ধরন দেখে পছন্দ হয় নি তাই খাওয়া হয় নি তার। মোটা রুটি আর সব্জি-ডাল। পুষ্টিকর খাবার সন্দেহ নেই, কিন্তু খাবারের উপর মাছি উড়ছিল বলে খাওয়ার শখ মিটে গেছে।

নিজের ছোট চাদর পেতে শুয়ে আছেন তিনি। মৃদু মন্দ বাতাসে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। যদিও এই সময়ে ঘুমানো ঠিক হবে না। ঘুম আর আধো ঘুমে দূরে পরিচিত মানুষটাকে আসতে দেখলেন তিনি। যজ্ঞেশ্বর আসছে। হেলে দুলে হাঁটে, অনেকটা সেই মানুষটার মতো।

খ্রিস্টপূর্ব ৩২৩ সাল

ব্যাবিলনের আকাশে ঝকঝকে চাঁদ। জুন মাসের মৃদু গরমে শহরবাসি মোটেও বিরক্ত নয়। কিছুদিন হলো এখানে অবস্থান করছেন পুরো গ্রীক এবং পারস্য অধিপতি মহান আলেকজান্দার। নেবুচাদনেজারের প্রাসাদে তাই দিনরাত কড়া পাহারা। আলেকজান্দারের সৈন্যরা শহরের বাইরে তাঁবু গেড়েছে, সেনাপতিদের রাখা হয়েছে রাষ্ট্রীয় অতিথিশালায়।

মহান আলেকজান্দার গত তেরো বছরের একটানা অভিযানে ক্লান্ত। ক্লান্ত তাঁর সৈনিকেরাও। তারা বাড়ি ফিরতে চায়। ভারত অভিযানে গিয়ে তাই এই কারনেই আর সামনে অগ্রসর হন নি আলেকজান্দার। স্ত্রী রোক্সানার চেহারা দেখার আকুলতা আর সিংহাসনের উত্তরাধিকারি জন্ম নেয়ার সময় পাশে থাকার ইচ্ছেয় ম্যাসিডোনিয়া যাবেন তিনি। সেখানে আরো কিছুদিন বিশ্রামের পরে আবার বেরুবেন নিজের সীমানা আরো বাড়ানোর জন্য।

দেয়ালে হেলান দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে পার্সিয়াস। আলেকজান্দারের যুদ্ধ সংক্রান্ত মন্ত্রনাদাতা। যে কোন যুদ্ধের আগে তার সাথে পরামর্শ

www.BanglaBook.org

করতে ভোলেন না মহান আলেকজান্দার। গত তেরো বছর ধরে আলেকজান্দারের সাথে আছে সে। কোন যুদ্ধে পিছ পা হতে দেখে নি সে তার সম্রাটকে। বরং সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে দেখেছে। দারিয়ুস তার বিশাল সেনাবাহিনি নিয়েও পারস্যকে রক্ষা করতে পারে নি। যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে গেছে। তার পুরো পরিবার আলেকজান্দারের দারুন ভক্তও। এমনকি দারিয়ুসের এক বোন আলেকজান্দারের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ।

এই ব্যক্তি পুরো পৃথিবী জয় করে নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে আসবে, এই বিশ্বাস তার আছে। বয়স মাত্র বত্রিশ। নিজের বয়সের কথা চিন্তা করে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো পার্সিয়াসের বুক চিরে।

কাল সকালে বন্ধু মেদিয়াসের প্রাসাদে যাওয়ার কথা। মেদিয়াস আলেকজান্দারের অন্তরঙ্গ বন্ধু। লোকটাকে কখনো বিপজ্জনক মনে হয় নি পার্সিয়াসের কাছে। কিন্তু ইদানীং কেন যেন অজানা এক আশংকা কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে তাকে। মনে হচ্ছে কোথাও কোন ষড়যন্ত্র দানা বেঁধে উঠছে। বিশেষ করে এন্টিপাটার আলেকজান্দারের অনুপস্থিতিতে মেসিডোনিয়া আর গ্রীসে অরাজকতা সৃষ্টির পায়তারা করছে, এই খবর কানে এসেছে পার্সিয়াসের। এমনকি আলেকজান্দারের মা চিঠি পাঠিয়েছেন এন্টিপাটারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য। আলেকজান্দার শুনে রাগে চিড়বিড় করে উঠেছে, ডেকে পাঠিয়েছে এন্টিপাটারকে, জবাবদিহি করার জন্য। কিন্তু নিজে না এসে এক ছেলেকে পাঠিয়েছে এন্টিপাটার। ব্যাপারটা কিছুটা হলেও অস্বস্তির জন্ম দিয়েছে পার্সিয়াসের মনে।

এন্টিপাতার আলেকজান্দারের বাবার আমলের লোক, যে কোন কাজে তার উপর ভরসা করতেন সম্রাট ফিলিপ। ছেলের শিক্ষার দায়িত্ব তিনি দিয়েছিলেন এরিস্টেটলের উপর, যে এরিস্টেটল আবার এন্টিপাটারেরও গুরু ছিল। আলেকজান্দারের মা অলিম্পিয়ার সাথে এন্টিপাটারের বিশেষ সম্পর্কের ব্যাপারে কানাঘুষা শোনা গিয়েছিল, এমনকি অনেকে ধারনা করে আলেকজান্দারের সত্যিকার বাবা হচ্ছে এন্টিপাটার।

রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে আলেকজান্দারের সাথে দেখা করার কথা ভাবল পার্সিয়াস। দীর্ঘদিন পরিশ্রমের পর এবার সত্যিই একটু অবসর কাটাতে চাইছে আলেকজান্দার। সেই অবসর কোনভাবে নষ্ট করতে দিতে রাজি নয় পার্সিয়াস, কিন্তু ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ন, কেননা এর সাথে সম্রাটের জীবন-মরনের প্রশ্ন মিশে আছে।

প্রাসাদে যে কোন সময় প্রবেশের অধিকার আছে পার্সিয়াসের, আর রাতের এই সময়টা হয়তো নিরিবিলিতে পাওয়া যাবে মহান সম্রাটকে। কাজেই দ্বিধা না করে দৃঢ় পদক্ষেপে প্রাসাদের সামনে এসে দাঁড়াল পার্সিয়াস। রক্ষীরা বিনাবাক্য ব্যয়ে ঢুকতে

www.BanglaBook.org

দিল তাকে।

প্রবেশপথে দেখা হয়ে গেল আলেকজান্দারের অন্যতম অ্যাডমিরাল নিয়ারচুসের সাথে। বোঝাই যাচ্ছে যথেষ্ট পরিমান পান করে ফেলেছে ইতিমধ্যে। পা ফেলতে কষ্ট হচ্ছে কিছুটা। পার্সিয়াসকে দেখে এগিয়ে এলো।

"কি হে পার্সিয়াস, এতো রাতে?" হেড়ে গলায় জিজ্ঞেস করল নিয়ারচুস।

"একটু কাজ ছিল।"

"ক্যাসান্দার আছে ভেতরে, যাও দেখ কথা বলতে পারো কি না।"

"ক্যাসান্দার? এতো রাতে?"

"বাপের সাফাই গাইতে এসেছে। আমি বলে এসেছি ওর কথা কানে না তুলতে।"

"আচ্ছা, আমি যাই।"

"যাও, কাল দেখা হবে মেদিয়াসের ওখানে," বলে টলতে টলতে বেরিয়ে গেল নিয়ারচুস। প্রাসাদের বাইরে ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়ানো ছিল। উঠে চলে গেল।

কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে থেকে আবার হাঁটতে থাকল পার্সিয়াস। ক্যাসান্দারের এতো রাতে উপস্থিতি ভালো ঠেকল না তার কাছে।

প্রাসাদের একাংশ অন্ধকার। দোতলার একটা রুমে আলো জ্বলছে। আলেকজান্দার জেগে আছেন তাহলে। ভীরু পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলো পার্সিয়াস। সিঁড়িতে লোলাসের সাথে দেখা হলো। ক্যাসান্দারের ভাই, এন্টিপাটারের ছেলে। হাবাগোবা টাইপের। সম্রাটের দেখাশোনা করে, খাবার-দাবার পরিবেশনের দায়িত্বে আছে। রুপোর ট্রে-তে কিছু খাবার আর পেয়ালা দেখা যাচ্ছে। সাবধানে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে লোলাস, যাতে কিছু পড়ে না যায়। পার্সিয়াসকে দেখে কিছুটা অপ্রস্তুত মনে হলো বেচারাকে। যেন কোন অপরাধ করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে। ওকে পাশ কাটিয়ে দ্রুত গতিতে উঠে গেল পার্সিয়াস, বয়স তার চল্লিশের উপর হলেও শারীরিকভাবে সে যথেষ্ট শক্তিশালী।

রুমের প্রহরীরা আটকালো না পার্সিয়াসকে। ভেতরে ঢুকে কিছুটা থমকে গেল সে। আলেকজান্দার একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে। এই ক'দিনেই বয়স যেন অনেক বেড়ে গেছে, যদিও মাত্র তেত্রিশ চলছে তার। একটু দূরে ক্যাসান্দার দাঁড়ানো, বিমর্ষ চেহারায়। পার্সিয়াসকে দেখে মুখে হাসি ফুটল আলেকজান্দারের।

"কি ব্যাপার পার্সিয়াস?" মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন আলেকজান্দার।

"মহানুভব, আপনার সাথে কিছু কথা ছিল।"

ক্যাসান্দারকে ইশারায় চলে যেতে বললেন আলেকজান্দার। কিছুটা বিরক্ত দৃষ্টিতে পার্সিয়াসের দিকে তাকিয়ে বের হয়ে গেল ক্যাসান্দার। এই সময় রুমে লোলাস ঢুকল, খাবার-দাবার নিয়ে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"তুমি পরে এসো," গম্ভীর কণ্ঠে বললেন আলেকজান্দার।

নীরবতা নেমে এলো কামরায়। কিভাবে কথা শুরু করবে বুঝতে পারছিল না পার্সিয়াস।

"কি বলতে চেয়েছো বলো," আলেকজান্দার বললেন।

"মহানুভব, ম্যাসিডোনিয়া আর এথেন্সে বিদ্রোহ দানা বাঁধছে......"

"এসব আমি জানি।"

"মহানুভব, এই মুহূর্তে কাউকে কাউকে আমাদের সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা উচিত। বিশেষ করে ক্যাসান্দার, লোলাস..."

"ক্যাসান্দার, লোলাস... ওরা পিঁপড়ে! আমার কি ক্ষতি করবে?"

"তা ঠিক। তবে আগামী কয়দিন খুব সাবধানে থাকতে হবে। কোথাও কোন ষড়যন্ত্র দানা বাঁধছে।"

"তোমার আগের অনেক পরামর্শ কাজে লাগিয়ে আমি উপকৃত হয়েছি। তবে এটা বিশ্বাস করতে সত্যিই কষ্ট হচ্ছে ক্যাসান্দার আর লোলাসের মতো অপদার্থ আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে।"

"আর মেদিয়াস..."

"ওর সম্পর্কে কিছু বলতে হবে না। সে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমার ক্ষতি হোক এমন কিছুই সে করবে না।"

চুপ করে কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে রইল পার্সিয়াস। আলেকজান্দারের সামনের বিপদ সম্পর্কে সে নিজেও ততোটা নিশ্চিত নয়, আর ধারনার উপর ভর করে একজন বিশ্বজয়ী সম্রাটের সাথে কথা বলা যায় না। তবে মেদিয়াস সম্পর্কে আসলে বলার কিছু নেই। সম্রাটের প্রতি তার আনুগত্য প্রশ্নাতীত, কিন্তু আগামীকাল সেখানে সাবধানে থাকার কথা বলতে চেয়েছিল সে সম্রাটকে।

"আর কিছু বলবে?"

"জি না, মহানুভব। আমি আসি।"

"কাল সারাদিন আমি মেদিয়াসের ওখানে কাটাবো। তুমি চলে এসো।"

"জি।"

"এবার তুমি যাও, আমি গোসলে যাবো।"

চুপচাপ বেরিয়ে এলো পার্সিয়াস। এখানে থাকার দিন শেষ হয়েছে। এই প্রথমবারের মতো সম্রাট তার কথায় কর্নপাত করলো না। কিছুটা রাগ হচ্ছিল নিজের উপর। কিন্তু যথেষ্ট প্রমান কিংবা কোন আলামত নেই তার কাছে।

বাইরে পুরো জোছনা। শহরের একপাশে সারি সারি তাঁবু, সেখানে নিজের তাঁবুতে গিয়ে শুয়ে পড়লেই হয়। কিন্তু আজ রাতে কিছু ভালো লাগছে না। শেষবারের মতো ব্যবিলনের আকাশের দিকে তাকাল। সেখানে অজস্র তারা জ্বলছে, নিভছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ব্যাবিলনের ধূমধাম এর মধ্যেই প্রায় বিলীন হয়ে গেছে, অদূর ভবিষ্যতে এই শহর কোথায় তলিয়ে যাবে তার নিশ্চয়তা নেই। এখান থেকে অনেক দূর চলে যেতে হবে। আর পেছনে তাকানোর মানে নেই, হাঁটতে হাঁটতে অদ্ভুত সুন্দর শহরটা পেরিয়ে এলো সে।

যজ্ঞেশ্বরের হেলেদুলে হাঁটা দেখে নিয়ারচুসের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। সেদিন রাতে এভাবেই হাঁটছিল নিয়ারচুস। তার সাথে আর কোনদিন দেখা হয় নি। সেই রাতে চলে যাবার দশদিনের মধ্যে আলেকজান্দার মারা যান। কি কারনে মারা যান তা কেউ বের করতে পারে নি। সম্ভবত খাদ্যে বিষক্রিয়া, কিংবা অজানা কোন জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিলেন, কেউ তা বের করতে পারে নি। শুধু অসম্ভব ব্যথায় শেষ ক'দিন কষ্ট পেয়েছিলেন এই দ্বিগ্বিজয়ী যোদ্ধা। অনেক দূরে বসেও সব খবর পেয়েছিলেন তিনি। কষ্ট পেয়েছিলেন, কিন্তু এর বেশি কিছু না। লোকটাকে সাবধান থাকতে বলেছিলেন, শোনে নি।

যজ্ঞেশ্বর এসে দাঁড়িয়েছে সামনে, চেহারা আনন্দে ঝলমল করছে।

"আপনার জন্য একটা খবর আছে?"

"কি খবর?" শোয়া অবস্থা থেকে উঠে বসলেন তিনি।

"আমার গুরুজি ধর্মশালায় আছেন এখন। থাকবেন আর দু'দিন।"

"দু'দিন হেঁটে আমরা পৌঁছাতে পারবো ধর্মশালায়?"

"হেঁটেই যেতে হবে তার কোন মানে নেই। রাতে বাস ছাড়বে, কালকের মধ্যে চন্ডিগড় পৌঁছাতে পারবো আমরা। সেখান থেকে অন্য কোনভাবে ধর্মশালায় যাওয়া যাবে।"

"ঠিক আছে, বাস ছাড়বে কয়টায়?"

"এগারোটায়।"

"আপনি তৈরি হয়ে নিন। আমি এর মধ্যে টিকিটের ব্যবস্থা করে আসি।"

"আমি সবসময় তৈরি।"

হেসে তাকাল যজ্ঞেশ্বর, যেন এরকম একটা উত্তরই আশা করছিল সে। চাদর ভাঁজ করে ছোট ব্যাগে ভরে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। এখান থেকে বাসস্টপ বেশ খানিকটা দূরে। এইটুকু পথ হেঁটে যেতে হবে। যজ্ঞেশ্বরও তার তল্পিতল্পা গুছিয়ে নিয়েছে।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। পাখিরা নীড়ে ফিরছে, আর তিনি বের হয়েছেন অচেনার উদ্দেশ্যে।

* * *

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছোটবেলা থেকেই অদ্ভুত নেশা ছিল আকাশের। পুরানো জিনিসপত্র সংগ্রহ করা। সেটা নবাবী আমলের মুদ্রাই হোক, বিশেষ কোন স্ট্যাম্প অথবা পুরানো কোন চিত্রকর্ম। সেই অদ্ভুত নেশা একসময় কিভাবে পেশায় রুপ নিলো নিজেও টের পায় নি বিনোদ। ততদিনে ব্যবসাটার সাথে জড়িয়ে গেছে দারুনভাবে। ভারতের এমন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ অথবা সৌখিন সংগ্রাহক নেই যে তাকে চেনে না। কিন্তু সম্রাট আকবরের ব্যবহৃত একটা তলোয়ার বিক্রি করতে গিয়ে দারুন বিপদে পড়ে যায় সে। ইন্ডিয়ান গোয়েন্দা সংস্থার পেতে রাখা ফাঁদ থেকে কোনমতে ছাড়া পেয়ে পালিয়ে যায় নেপালে। সেখান থেকে সোজা লন্ডন, প্যারিস। এরপর ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক অ্যান্টিক চোরাকারবারিদের দলে জড়িয়ে যায়। তৈরি করে নিজের এক শক্ত নেটওয়ার্ক। সারা দুনিয়া থেকে মাল আসে তার কাছে, চোরাই পথে। সেগুলো সঠিক জায়গায় বিক্রি করার দায়িত্ব তার। মুনাফা খারাপ না, প্যারিসে নিজের বিশাল বাড়ি, লন্ডন আর মাদ্রিদে অ্যাপার্টমেন্ট, দুবাইয়ে রেস্টুরেন্ট ব্যবসা এরকম আরো অনেক সম্পদ গড়ে তুলেছে ইতিমধ্যে। কিন্তু অ্যান্টিক ব্যবসা থেকে নিজেকে সরাতে পারে নি। এটা যেন তার রক্তে মিশে আছে।

প্রায় পনেরো বছর পর ভারতে পা রেখেছে সে। আত্মীয়স্বজন তেমন কেউ নেই আর। বাবা-মা মারা গিয়েছিলেন অনেক আগেই। একভাই সুইডেনে থাকে, ব্যবসা করে, বোনটা থাকে অস্ট্রেলিয়ায়। এছাড়া ছুটো-ছাটা আত্মীয়স্বজন যারা আছে তারা এখন আর তাকে দেখে চিনতে পারবে না এটা নিশ্চিত। বিনোদ খান্না থেকে বিনোদ চোপড়া নাম বদলে নিয়েছিল অনেক আগেই। কাজেই এমিগ্রেশন কিংবা অন্য কোথাও ধরা পড়ার সম্ভাবনা নেই। আর পনেরো বছর আগের একটা ঘটনার কথা মনে করে নেই পুলিশ বাহিনী। দেশে হাজার হাজার অঘটন ঘটছে।

ধর্মশালায় পৌছেছে বেশিক্ষন হয় নি। ম্যাকলডগঞ্জে এর আগের বার যখন এসেছিল তখন এতোটা সাজানো গোছানো ছিল না। এখন পর্যটকদের জন্য চমৎকার সব হোটেল তৈরি হয়েছে, প্রফেশনাল গাইড আছে সবকিছু ঘুরিয়ে দেখানোর জন্য। ডঃ কারসন যে হোটেলে উঠেছেন তার উল্টোদিকের ছোট রেস্টহাউসটায় উঠেছে বিনোদ চোপড়া। একটানা গাড়ি চালিয়ে ক্লান্ত। এখন বিশ্রাম নেয়া দরকার।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩০

১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দ

সন্ধ্যায় ঘরে ঢুকে কিছুক্ষন চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো মিচনার। অন্যদিন ঘরে আলো জ্বলে, ছোট একটা হ্যারিকেনের আলোয় ঘরটাকে প্রানময় মনে হয় মিচনারের কাছে। অথচ আজ অন্ধকার ঘরটায় ঢুকেই বুঝতে পেরেছে কিছু একটা ঠিক নেই। ঘরের দুপাশে ছোট দু'টি বিছানা পাতা, পাশে ছোট একটা টেবিল। দেয়ালে যীশু খ্রিস্টের ছোট একটা মূর্তি টানানো। ডি ক্যাসিয়াসের কাজ।

ছোট বিছানায় ডি ক্যাসিয়াস শুয়ে আছে, শুকনো দড়ির মতো। সারা শরীরে শুধু হাড় ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। চোখ গর্তে ঢুকে গেছে। সাদা দাড়ি আর চুলে মুখভরা। হাত নেড়ে ইশারায় মিচনারকে কাছে ডাকল ডি ক্যাসিয়াস।

চুপচাপ পাশে গিয়ে বসল মিচনার। গত বত্রিশ বছর ধরে তার সঙ্গী ডি ক্যাসিয়াস। এই সময়ে ডি ক্যাসিয়াস তরুণ থেকে বৃদ্ধে পরিনত হয়েছে, যদিও তার কোন পরিবর্তন ঘটে নি এই দীর্ঘ সময়ে। মৃত্যুর সাথে এখন অবিরাম যুদ্ধ চলছে এই বৃদ্ধের, যে কোন সময়ে হেরে যেতে পারে। এতো দীর্ঘ সময় একসাথে থেকে মিচনারের রহস্য জানে ডি ক্যাসিয়াস।

"কাছে এসো, বেলো," ইশারায় মিচনারকে ডাকল ডি ক্যাসিয়াস।

সামনে গিয়ে দাঁড়াল মিচনার। এই দীর্ঘ সময়ে নিজের নাম কখনো বলে নি তাই বেলো নামে ডাকে তাকে ডি ক্যাসিয়াস।

"তোমার মতো আমারও বাঁচার সাধ হয়," কাশির দমকে শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছিল ডি ক্যাসিয়াসের।

চুপ করে রইল মিচনার। কিছু বলার নেই, বহুবার শুনেছে এই কথা।

"আমি মরলে এখান থেকে চলে যেও," ডি ক্যাসিয়াস বলল, "যৌবনে অনেক পাপ করেছি, হয়তো নরকে যাবো। তোমার কি ধারনা নরক বলে কিছু আছে?"

"আমি জানি না।"

"ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করবেন। তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করো, বেলো?"

"জানি না।"

"এই অমর জীবন নিয়ে কি করবে তুমি? আমি তো এখানেই মরে পচে মিশে যাবো। তাতেও কোন আক্ষেপ নেই, কিন্তু কোন অর্থ ছাড়া এই অসীম জীবন কিভাবে কাটাবে তুমি?"

"জানি না।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"পৃথিবীতে একমাত্র তুমি সেই সৌভাগ্যবান, একই সাথে দুর্ভাগাও যাকে অসীম জীবন দিয়েছেন ঈশ্বর।"

"আমি একা নই।"

"তুমি একা নও!" বিস্ময়ে ডি ক্যাসিয়াসের চোখ বেরিয়ে আসতে চাইছে কোটর ছেড়ে।

"না, আমি একা নই।"

"দারুন। সেই লোকও তাহলে একই সাথে সৌভাগ্যবান এবং দুর্ভাগাও।"

"আমি ওকে শেষ করে দেবো।"

"একজন অমর কি মরতে পারে?"

"শুধু আমার হাতেই তার মরন সম্ভব।"

"কিন্তু ওকে মারতেই হবে কেন? তুমি কি তাকে চেনো? সে তোমার কোন ক্ষতি করেছে?"

ছোট হ্যারিকেনটা জ্বালাল মিচনার। এতো প্রশ্নের জবাব দিতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু উত্তর জানা তার নিজের কাছেও অনেক জরুরি।

"জানি না কেন মারতে হবে। আমার মাথার ভেতর কে যেন বলে, লোকটাকে খুঁজে বের করতে, মেরে ফেলতে।"

"তুমি কি চাও?"

"আমার চাওয়ার কিছু নেই। সে যা চাইবে তাই করতে হবে আমাকে।"

"সে কে?"

"আমার মাথার ভেতর যে কথা বলে।"

দম নিতে কষ্ট হচ্ছে ডি ক্যাসিয়াসের। পাশে গিয়ে বসল মিচনার। হ্যারিকেনের মৃদু আলোতে ডি ক্যাসিয়াসের চেহারাটা ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। শীর্ন হাতদুটো নিজের হাতে নিলো মিচনার।

"আমাকে পানি দাও," হাপাঁতে হাপাঁতে বলল ডি ক্যাসিয়াস।

উঠে গিয়ে পানি এনে দিলো এক গ্লাস। আজ রাতটা টিকবে না ডি ক্যাসিয়াস এটা নিশ্চিত। চিন্তিত মুখে করনীয় কি হবে ভাবছে মিচনার।

"এখন আমি যা অনুভব করছি তার স্বাদ তুমি পাবে না, বেলো," মৃদু কণ্ঠে বলল ডি ক্যাসিয়াস। তার চেহারা হঠাৎ সুন্দর হয়ে গেছে, হাসিতে ভরে গেছে মুখ। "এর নামই তাহলে মৃত্যু..."

শীর্ন হাত দুটো এলিয়ে পড়েছে মিচনারের হাতে। হাসি হাসি মুখটা কাত হয়ে পড়েছে একদিকে। জানালা দিয়ে সুন্দর জোছনার আলো এসে পড়েছে ঘরে। দারুন এক হাহাকার আচ্ছন্ন করে ফেলল মিচনারকে। জীবন অনেক সুন্দর। কিন্তু মৃত্যুও কি খুব অসুন্দর হবে? অসুন্দর হলে বন্ধুর চেহারাটা এতো হাসিখুশি কেন?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডি ক্যাসিয়াসের খোলা চোখ দু'টো আলতো করে বন্ধ করে দিলো মিচনার। মৃতদেহের সৎকার করতে হবে। তারপর বেরিয়ে পড়তে হবে।

এই অঞ্চলের লোকজন তাদের জানতো বাপ-ছেলে হিসেবে, যদিও চেহারায় মিল খুঁজে পায় কি কেউ। কিন্তু তা নিয়ে কারো মনে প্রশ্নও জাগে নি। দক্ষিন আফ্রিকার এই অঞ্চল দূর্গম। দূরের কয়লা খনিতে কাজ করে দু'পয়সা রোজগার করতো মিচনার। সেটা শুধুই ডি ক্যাসিয়াসের জন্য। নিজের জন্য তার কিছু লাগে না। এখন ডি ক্যাসিয়াস নেই, শুধু শুধু কাজ করার প্রয়োজনও নেই।

ছোট কুঁড়েঘর লাগোয়া এক চিলতে উঠোনে কবর খুদল মিচনার। তারপর সাদা চাদরে পেচিয়ে ডি ক্যাসিয়াসের লাশটা নামিয়ে দিলো নীচে। প্রার্থনা অনেক আগেই ভুলে গেছে। তবু কবর দেয়া হয়ে গেলে কিছুক্ষন তারপাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল মিচনার। ঈশ্বর বলে সত্যিই যদি কেউ থেকে থাকে তাহলে ডি ক্যাসিয়াসের আত্মার শান্তি হোক, এই বলে প্রার্থনা করলো মিচনার। সে নিজে ক্যাথলিক খ্রিস্টান পরিবারের ছেলে হলেও এখন সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস কিংবা ধর্মীয় কাজে কোন বিশ্বাস নেই তার। জীবনটা এখন ঘুম, কাজ, খাওয়া এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

বিষন্ন মনে ছোট ঘরটায় এসে দাঁড়াল মিচনার। এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার মতো কিছুই নেই। শুধু কিছু স্মৃতি পড়ে আছে এখানে-সেখানে। ডি ক্যাসিয়াসের কাপড়-চোপড়, বাইবেল, যীশু খ্রীস্টের মুর্তি।

আস্তে আস্তে আরো পূবে যেতে হবে। মাথার ভেতর অনবরত যে কথা বলে তার কথামতো এগুতে হবে।

বাইরে এসে কবরটার দিকে তাকাল মিচনার। ছোট একটা কাজ বাকি রয়ে গেছে। পাশ থেকে গাছের দুটো ডাল ভেঙে ক্রুশের মতো করে বানিয়ে কবরের উপর বসিয়ে দিলো সে। ডি ক্যাসিয়াসের ছেলে থাকলে তাই করতো।

রাত হয়ে গেছে। আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করলো মিচনার। আরো পূবে যেতে হবে। যেখানে মিলবে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর দেখা।

BanglaBook.org

* * *

শহরটা ছবির মতো সুন্দর। ম্যাকলডগঞ্জের এই অঞ্চলটা আলাদা এক তিব্বত। পথে ঘাটে তিব্বতিরা হাঁটছে, ঘুরছে। অনেকে সাধারন তিব্বতি পোষাক পরনে, অনেকের পরনে প্যান্ট-শার্ট। দোকানগুলোতে হিন্দির পাশাপাশি তিব্বতি ভাষায় সাইনবোর্ড টানানো। সুন্দর পরিচ্ছন্ন একটা শহর।

বিকেলের একটু আগে শহরে পৌঁছেছে তাদের গাড়িগুলো। ডঃ আরেফিন গাড়ি থেকে নেমে কিছুটা বিস্মিত হয়ে তাকিয়েছিলেন। ভারতের বুকে এ যেন ছোটখাট

www.BanglaBook.org

এক তিব্বত। পাহাড়ি আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে কাংরা ভ্যালীর উপরের অংশে শহরটা। চারপাশে দেবদারু, ওক আর পাইন গাছ। দূরে ধওলাধর পর্বতের ধবল চূড়া দেখা যায়।

পাহাড়ের গা ঘেষে পুরানো আমলের একটা হোটেল বুক করে রেখেছিল সুরেশ। সেই হোটেলের রুমে বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন ডঃ আরেফিন। কাজ শুরু হয় নি এখনো। অভিযানের মাত্রই শুরু। কিন্তু এরই মধ্যে দেশের জন্য প্রবল টান অনুভব করছেন। ধর্মশালার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য যেন টানছে না এখন। ডঃ কারসনের সাথে বসতে হবে। এখানে আসার কারন একবার বলেছনে ডঃ কারসন কিন্তু সেটাকে যথেষ্ট মনে হচ্ছে না। কিছু একটা বলেন নি ডঃ কারসন, হয়তো লুকোচ্ছেন কিংবা পরে বলবেন, ঠিক এরকম ধারনা হচ্ছে ডঃ আরেফিনের।

জানালা দিয়ে পুরো কাংরা উপত্যকা দেখা যাচ্ছে। যেদিকে তাকাচ্ছেন শুধু সবুজ আর সবুজ। মাঝে মাঝে পাহাড় চূড়ায় সাদা আভাস। জানালা দিয়ে শীতল হাওয়া এসে কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে তাকে।

রুমের টেলিফোন বেজে উঠলো এই সময়।

"ডঃ আরেফিন? হ্যালো," ওপাশ থেকে ডঃ কারসনের গলা শুনতে পেলেন।

"জি, বলুন।"

"আপনি তৈরি হয়ে নিন, আমরা বাইরে যাবো।"

"প্রফেসর আর সন্দীপ?"

"প্রফেসর ঘুমাচ্ছেন আর সন্দীপ এখন বাইরে যাবে না। আপনি চলুন।"

"ঠিক আছে, আমি আসছি," বলে ফোনটা রেখে দিলেন ডঃ আরেফিন। তৈরিই ছিলেন, শুধু হাল্কা একটা চাদর জড়িয়ে নিলেন। স্ত্রী বুদ্ধি করে জিনিসটা দিয়ে দিয়েছিল ব্যাগে।

রুম লক করে ডঃ কারসনের রুমের দিকে হাঁটতে থাকলেন তিনি।

সুরেশকে সাথে নিয়ে বের হয়েছেন ডঃ কারসন। সাথে আছেন ডঃ আরেফিন। পাশাপাশি হাঁটছেন দুজন, ধীর পায়ে। বিকেলের আলোর তেজ কমছে। যে কেউ দেখলে ভাববে পর্যটকদের সাধারন বৈকালিক ভ্রমন। ডঃ কারসনের দিকে মাঝে মাঝে আড় চোখে তাকাচ্ছেন ডঃ আরেফিন। ডঃ কারসনের চোখ যেন কিছু একটা খুঁজছে। পরিচিত কোন মুখ, কোন স্থাপনা কিংবা অন্যকিছু বুঝতে পারছেন না ডঃ আরেফিন। এই সাধারন হাঁটাহাঁটিতে তাকে নিয়ে আসার কোন কারন বুঝতে পারছেন না তিনি।

একটু দূরত্ব রেখে হাঁটছে সুরেশ, সিগারেট ফুঁকছে। বোঝাই যাচ্ছে এই এলাকার প্রতিটি ইঞ্চি সে চেনে, কাজেই বেশ আরাম করে হাঁটছে, কোন তাড়া নেই যেন।

আরো বেশ কিছুটা হাঁটার পর চমৎকার একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন ডঃ

www.BanglaBook.org

কারসন। ইংরেজি, তিব্বতি আর হিন্দিতে লেখা সাইনবোর্ড ঝোলানো বাড়িটার সামনে। নিজেদের স্থাপত্যরীতিতে বাড়িটা বানিয়েছে তিব্বতিরা। নীচ থেকে সিঁড়ি উঠে গেছে উপরে। সিঁড়ির পাশে ছোট দুটি ঝাউগাছ। আরো একটু উপরে উঠলে বিশাল কাঠের দরজা। বাড়িটার সামনের সাইনবোর্ডে লেখা ছিল 'লাইব্রেরি অফ তিবতিয়ান ওয়ার্ক্স এন্ড আর্কাইভস'। এই মুহূর্তে বন্ধ দরজাটা। এখানে তিব্বতের যাবতীয় প্রাচীন বইপত্র, পুঁথি এবং ঐতিহ্য ধারন করে এমন সব কিছু রাখা আছে। তিব্বতের প্রাচীন ভাষা থেকে শুরু করে ধর্মতত্ত্ব, বিজ্ঞান, ফিলোসফি ইত্যাদি নানা বিষয়ে এখানে ক্লাসও নেয়া হয়। শিক্ষকদের সবাই তিব্বতি। অনেকে ডক্টরেট করা বাইরের ইউনিভার্সিটি থেকে। নিজেদের সংস্কৃতি যেন হারিয়ে না যায় সেজন্য দালাই লামা ১৯৭০ সালে তৈরি করেছেন এই আর্কাইভস। এখানে ডঃ কারসনের নিশ্চয়ই কোন কাজ আছে, ভাবছেন ডঃ আরেফিন। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন একটু দূরে। ডঃ কারসন সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করেছেন। ডঃ আরেফিন এবং সুরেশ ঝুনঝুনুওয়ালাকে ইশারায় নিষেধ করেছেন উঠতে।

ঠিক পনেরো মিনিট পর বেরিয়ে এলেন ডঃ কারসন, চিন্তিত চেহারায়। হাতে ছোট একটা খাম। হলদে হয়ে যাওয়া খামটা কোটের পকেটে ঢুকিয়ে হাঁটছেন ডঃ কারসন। পাশাপাশি হাঁটছেন ডঃ আরেফিন। লোকটার গম্ভীর চেহারা দেখে কিছু বলা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছেন না। কিছুটা দূরত্ব রেখে হাঁটছে সুরেশ।

আরো কিছুটা দূরত্ব রেখে হাঁটছে আরেকজন। ক্লিন শেভড। গায়ে ভারী জ্যাকেট পরা। মাথায় ক্যাপ।

* * *

বেশ কিছুক্ষন আগে রুমে ফিরেছে রাশেদ। লরেন্সকে যেভাবে রেখে গিয়েছিল সেভাবেই বসে আছে এখনো। সামনে ল্যাপটপ। চেহারা দেখে লোকটার মনের ভাব বোঝার চেষ্টা করলো রাশেদ। লরেন্সের চেহারা স্বাভাবিক। কোন উত্তেজনা, আনন্দ বা দুঃখ কিছুরই যেন ছাপ পড়ে না সেখানে। একমনে কিছু একটা নিয়ে কাজ করছে বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু কি নিয়ে?

ল্যাপটপের পাশে ছোট ব্যাগটা দেখে চমকে উঠলো রাশেদ। ওকে না বলে জিনিসটা নিয়ে নিয়েছে, আবার সেটা সামনে রেখে দিয়েছে দেখে কিছুটা অবাক হলো। এই ব্যাগটাই আপাতত তার সম্বল। যে কোনভাবেই হোক এর দখল নিতে হবে আবার।

"কি করছেন আপনি ল্যাপটপে?"

"কাজ করছি," সাদামাটা উত্তর দিল লরেন্স।

www.BanglaBook.org

"সেটাই তো জানতে চাচ্ছি, কি কাজ?"

"এই অঞ্চলের একটা ম্যাপ নিয়ে কাজ করছি।"

"ম্যাপ তো চাইলে আমরা ঢাকা থেকে কিনে নিয়ে আসতে পারতাম।"

"তা পারতাম," এবার মুখ তুলে রাশেদের দিকে চাইলো লরেন্স, "সেটা কি ভাবি নি মনে করেছো?"

উত্তর দিলো না রাশেদ। ছোট ব্যাগটা এখনো খোলা হয় নি। ভেতরে পার্চমেন্ট কাগজটা বের করে নি তাহলে।

"রাশেদ, তুমি বাংলায় পর্তুগীজদের সম্পর্কে কিছু জানো?"

"তেমন কিছু না। বইতে যা পড়েছি।"

"কি পড়েছো?"

"পর্তুগীজ জলদস্যুদের কথা। ওরা বাংলায় লুটপাটের রাজত্ব কায়েম করেছিল।"

"ওদের নেতা কে ছিল জানো?"

"না। জানার দরকার পড়ে নি।"

"ওদের দলনেতা ছিল তিবাও। এক হিসেবে সে আমার পূর্বসূরি।"

"আচ্ছা। জানতাম না।"

"এই পার্চমেন্ট অনেক গুরুত্বপূর্ন। জিনিসটা পড়েছিল এঞ্জেল আংকেলের কাছে। তিনি কোন গুরুত্ব দেন নি। আমার বাবাও না। কিছুদিন আগে পুরানো জঞ্জালের মাঝে একে আবিষ্কার করি আমি।"

"আচ্ছা।"

"তুমি ভেবো না পার্চমেন্ট নিয়ে নিয়েছি বলে তোমার বন্ধুকে আমি খুঁজে বের করবো না। সঞ্জয়ের সাথে লড়াই করার জন্য আমার একজন সঙ্গী দরকার। এঞ্জেল বুড়ো হয়ে গেছে। তাই আমার সেই সঙ্গীটা হচ্ছো তুমি।"

"আমি কখনো লড়াই করি নি।"

"লড়াই করো নি, সেটা জানি। কিন্তু তোমার কারনে কিছুদিন আগে বড় এক অপরাধী ধরা পড়েছিল, বিদেশি এক নাগরিককে অপহরন করেছিল লোকটা। ঠিক বলেছি আমি?"

"আপনি কি করে জানলেন?"

"খবর না নিয়ে কাজ করি না আমি। আর পত্রপত্রিকায় এই খবরগুলো খুব মন দিয়ে পড়েছিলাম।"

চুপ করে রইল রাশেদ। ব্রিটিশ অধ্যাপক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক ডঃ কারসনের অপহরনের খবরটা পত্রিকার মাধ্যমে সবাই জানে। এর ভেতরের খবর কেউ জানে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আমাকে কি করতে হবে?"

"তেমন কিছুই না। শুধু থাকতে হবে আমার সাথে।"

"যতোক্ষন রাজুকে ফিরে না পাবো, আমি আছি।"

আবার ল্যাপটপে ব্যস্ত হয়ে পড়ল লরেন্স। চুপচাপ জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল রাশেদ। অন্ধকার হয়ে গেছে অনেক আগেই। বাইরে তাই কিছু দেখা যাচ্ছে না। মোবাইল ফোনটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে বাবা আব্দুল আজিজ ব্যাপারীর নাম্বারে চোখ পড়লো। বেশ কিছুদিন হলো কথা হয় না। মায়ের সাথেও কথা বলা দরকার। কিন্তু এখন কিছুই ভালো লাগছে না। চাইলে লিলিকে ফোন করা যায়। ওখানে এখন কয়টা বাজে কোন ধারনা নেই। তাই ফোনটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখল রাশেদ।

"রাশেদ?"

"বলুন।"

"কাল সকাল থেকে কাজে নেমে পড়তে হবে।"

"কি কাজ?"

"সেটা পরেই বলবো। তোমার কাজ হবে আমার সাথে থাকা। আমি যা করতে বলবো করবে। তোমার কোন ক্ষতি হবে না এটুকু বলতে পারি।"

"ঠিক আছে। দেখা যাক।"

আরো কিছুক্ষন ল্যাপটপে কাজ করে বের হয়ে গেল লরেন্স। বেশ রাত হয়ে গেছে। রুম সার্ভিসে ফোন করে খাবার পাঠাতে বলল রাশেদ।

সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠতে হবে। লরেন্সের সাথে কোথায় যেতে হবে কে জানে?

* * *

টানা দুইদিন ভ্রমনে ক্লান্ত তিনি। এই অঞ্চল কিছুটা শীতপ্রবন, তাই ঘাম কম হয়। চারদিকে উঁচু পাহাড়, মাঝখানে ছবির মতো সুন্দর এই জায়গাটা। এখানে এসে সোজা হোটেলে উঠেছেন তিনি। যজ্ঞেশ্বর গাইগুই করছিল, সন্ন্যাসীরা থাকবে খোলা আকাশের নীচে। কিন্তু কোনমতে রাজি করিয়েছেন ধর্মশালায় যে কয়েকটা দিন থাকবেন হোটেলেই থাকতে হবে। এখানে বাইরে প্রচন্ড শীত, গাছতলায় থাকাটা যে সুখকর হবে না সেটা যজ্ঞেশ্বরও ভালো বুঝতে পেরেছে। তাই শুরুতে গাইগুই করলেও রাজি হয়েছে। ছোট একটা পাহাড়ের একপাশে হোটেলটা পছন্দ হয়েছে তার। অনেকটা ইউরোপীয় ঘরানায় তৈরি। সম্ভবত সাদা চামড়ার পর্যটকদের কথা ভেবে বানানো হয়েছে হোটেলটা। চারপাশে সাধারন ভারতবাসীর সাথে তিব্বতিদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সমান পদচারনা তাকে কিছুটা বিস্মিত করেছে। এর আগে যখন এসেছিলেন অঞ্চলটা ছোটখাট একটা গ্রামের বেশি কিছু ছিল না। এখন রীতিমতো একটা শহরে পরিনত হয়েছে।

হোটেল রুমে বসে যজ্ঞেশ্বরের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। এখনো বিছানায় শুয়ে আছে। নরম তুলোয় তৈরি লেপের উম হয়তো বহুদিন পায় নি যজ্ঞেশ্বর, তাই ঘুম কাটতে চাইছে না সহজে। রুম হিটার থাকার কারনে বাইরে যতো শীতই থাকুক রুমের তাপমাত্রা উষ্ণ। জানালা দিয়ে তাকিয়ে বাইরে লোকজনের পদচারনা দেখছেন। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হতে চলেছে। দূরের পাহাড় চূড়ায় বরফ যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে তাকে। তিব্বত এখান থেকে বেশি দূরে নয়। কিন্তু এখন সেখানে যাওয়া খুব সহজ হবে না। সাধারন তিব্বতিরাই নিজেদের দেশে আগুন্তক। বিদেশী পর্যটকদের তিব্বত ভ্রমনের জন্য নিতে হয় নানা ধরনের সুপারিশ। সেই দিন এখন আর নেই।

মেঘালয়ে থাকা অবস্থায় নিজের একটা পাসপোর্ট বানিয়ে নিয়েছেন তিনি। টাকা দিলে এখানে সব কিছু পাওয়া যায়। কাজেই তিব্বতে যাওয়া নিয়ে ভাবছেন না তিনি। 'সাম্ভালা'র সন্ধানে তিনি পাতালেও যেতে রাজি। কেউ তাকে আটকাতে পারবে না।

জানালার বাইরে রাস্তাটায় পরিচিত একটা মুখ দেখে চমকে গেলেন তিনি। একে তিনি কোথাও দেখেছেন। কোথায়? মনে পড়ছে না। হ্যা, মনে পড়েছে। ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে দেখেছিলেন এই লোকটাকে। রাশেদ এরই বাসায় ছিল। মাঝবয়েসী লোকটা দেখতে শান্ত প্রকৃতির। তবে বিপদে পড়লে ভয় পায় না সেটা বোঝা গিয়েছিল সেদিন। এই লোক এখানে কেন? সাথে ইউরোপীয় একজনকেও দেখা যাচ্ছে। লোকটা কে? দুজনের কারো নাম জানা নেই তার। পেছনে অনুসরন করছে আরো একজন। সিগারেট হাতে। প্রথম দুজনের খুব কাছেই আছে লোকটা। রাশেদের পরিচিত মানুষটা এখানে কি করতে এসেছে? বাগসুতে কি কাজ থাকতে পারে ওর? শুধুই ভ্রমন নাকি অন্যকিছু?

পর্দার আড়ালে নিজেকে সরিয়ে ফেললেন তিনি। উপরের দিকে তাকালেই হয়তো দেখতে পাবেন ওরা। আচ্ছা, আরেকজনও তো আছে পেছন পেছন। বোঝাই যাচ্ছে অনুসরন করছে এই তিনজনকে। বাহ, খেলা দেখি জমে গেছে। নিশ্চয়ই কোন কাজে এসেছে এরা। নইলে এদের পেছনে লোক লাগার কথা না।

ইউরোপীয় লোকটা বয়স্ক, গম্ভীর মুখ। সাধারন পর্যটক নয়, নিশ্চয়ই কোন কাজে এসেছে। এই লোকের সাথে বাংলাদেশি ভদ্রলোকের সম্পর্ক কি সেটাই ভাবিয়ে তুলল তাকে। নিশ্চয়ই সাধারন কোন কাজে আসে নি ওরা। চোখ রাখতে হবে ওদের উপর।

লখানিয়া সিং নামেই পরিচিতি পেয়েছেন তিনি। বয়সও এখন অনেক কম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তরুণ দেহ নিয়ে নিজের ইচ্ছে মতো চলতে পারেন। জানালা থেকে সরে গিয়ে একপাশে রাখা সোফাটায় এসে বসলেন। ওরা কোন হোটেলে উঠেছে দেখা দরকার। এখানে আসার আগে যজ্ঞেশ্বরের পরামর্শমতো ভারী একটা সোয়েটার কিনেছিলেন। সেটা পড়ে নিয়ে বেরিয়ে এলেন রুম থেকে।

তখনো দৃষ্টিসীমার বাইরে যায় নি ওরা। তিনিও হাঁটতে থাকলেন, সাধারন পর্যটকের মতো। ওদের উদ্দেশ্য জানতে হলে ওদের উপর লক্ষ্য রাখতে হবে। সেটা কিভাবে করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। রাস্তার দু'পাশের দোকানগুলোতে বাতি জ্বলে উঠেছে।

ওদের হোটেলটা কাছেই। তিনজনকে ভেতরে ঢুকে যেতে দেখলেন তিনি। অপর অনুসরনকারী উল্টোদিকের হোটেলটায় ঢুকে গেল।

রাস্তার পাশের ছোট একটা দোকান থেকে এক জোড়া দস্তানা কিনলেন তিনি। কান ঢাকা টুপি, কালো চশমা, ছোট ম্যানিব্যাগ, এই ধরনের আরো বেশ কিছু জিনিস কিনে নিলেন। হাতে বানানো নানা ধরনের জিনিস শোভা পাচ্ছে দোকানটায়, বেশিরভাগই বৌদ্ধমূর্তি। চারপাশে তাকিয়ে সব ঠিক আছে কি না দেখে নিচ্ছেন। হোটেল থেকে আর কেউ বের হয় নি। তারপরও আরো কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।

কেউ বের হলো না। চলে আসতে যাবেন তখন দেখতে পেলেন উল্টোদিকের হোটেল থেকে অনুসরনকারি লোকটা বের হচ্ছে। দুই হাত পকেটে দিয়ে হনহন করে হাঁটছে লোকটা। পিছু নেবেন কি না চিন্তা করছেন। হাতে কাজ নেই, তাই পিছু নেয়াই ভালো হবে।

হঠাৎ কাঁধে কারো হাত পড়ায় পেছনে ঘুরে তাকালেন তিনি।

* * *

মৃত্যু এতো সহজ নয়, যদি নিজ থেকে ধরা না দেয় শত চেষ্টাতেও কাছে পাওয়া যায় না তাকে। চোখ খুলে ঝকঝকে আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল ত্রিস্তানের। বেঁচে আছে কি না বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু সত্যিই বেঁচে আছে সে। জায়গাটা স্বর্গ না নরক কোনটাই নয়। গত পাঁচ বছর ধরে এই অঞ্চলটাই তার নিজের দেশ। এখানেই মরে মিশে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল।

উঠে বসতে কষ্ট হচ্ছিল ত্রিস্তানের। পা ভেঙে গেছে মনে হচ্ছে। পিঠেও ভীষন ব্যথা। ডান হাতে ধরে রাখা জিনিসটা দেখে বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল। সেই চামড়ার খোল, তিবাওয়ের দেয়া। পানিতে ভিজে কেমন নেতিয়ে পড়েছে। ভেতরের পার্চমেন্টের কি অবস্থা কে জানে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কষ্ট হলেও ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল সে। পা ভাঙ্গেনি। মচকে গেছে। হেঁটে নদীর পাড় বেয়ে উপরে চলে এলো ত্রিস্তান। পরনের পোশাক শতচ্ছিন্ন, কোমরে এখনো ঝুলছে তলোয়ার রাখার খোপ। একটানে খোপটা ছিড়ে ফেলে দিল। কারো সাথে যুদ্ধ করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই আর। সব শেষ হয়ে গেছে। সোনাদ্বীপ এখন মগদের দখলে। পরিচিত বন্ধু আর নাবিকদের নিজের চোখে কচুকাটা হতে দেখেছে। যুদ্ধ শুরু করলেও টিকতে পারে নি ওরা। পানিতে পর্তুগীজদের অসাধারন দাপট হলেও ডাঙ্গায় অস্ত্রচালনায় তারা বড় অসহায়। তিবাওয়ের মৃত্যুর পর নেতৃত্ব দেয়ারও কেউ ছিল না। কাজেই নৃশংস মৃত্যু এড়াতে পালালো তারা, ঘরবাড়ি, স্ত্রী-সন্তান শত্রুদের হাতে ফেলে। তাতেও শেষ রক্ষা হয় নি। সে নিজে বেঁচে আছে কি করে সেটাই আশ্চর্য্য।

একটু দূরেই কিছু ঘরবাড়ি চোখে পড়ল। এসব এলাকায় কিছুদিন আগেও ডাকাতি করে গেছে ত্রিস্তান। এখানে তাকে হাতের নাগালে পেলে কেউ ছেড়ে কথা কইবে না। নদীর ধার ঘেষে বড় কাশবন। সেখানে একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়াল সে। দূর থেকে দেখার চেষ্টা করছে। এখন পর্যন্ত কোন মানুষ চোখে পড়ে নি। মগদের ভয়ে সবাই পালিয়েছে হয়তো।

খিদে পেয়েছে খুব। আশপাশে কোন ফলের গাছও চোখে পড়ছে না। দূরের বাড়িটার পাশে কিছু কলাগাছ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এতোদূর নিজে নিজে যেতে পারবে বলে বিশ্বাস হচ্ছে না। পা মচকে গেছে বলে ধারনা হয়েছিল, এখন মনে হচ্ছে ধারাল কিছুতে কেটে গেছে পা। একটু হাঁটার কারনে রক্ত বেরিয়ে প্যান্ট লাল হয়ে গেছে।

কাশবনের আড়ালে ছোট একটা জায়গা পরিষ্কার করে নিয়ে শুয়ে পড়ল ত্রিস্তান। রোদের তাপ কমলে পরে বের হওয়া যাবে। পিপাসায় গলা শুকিয়ে গেছে। চোখের উপর গনগনে আগুনের হলকা ছড়াচ্ছে সূর্য্য। হাত দিয়ে চোখ ঢেকে রাখল ত্রিস্তান।

কতোক্ষন ঘুমিয়েছে মনে নেই। ঘুম ভাঙল সন্ধ্যার পর। ঝি ঝি পোকার ডাক ছাড়া কোন শব্দ নেই। একটু দূরে বয়ে যাওয়া পানির শব্দও পাওয়া যায়ে। উঠে চারপাশে তাকাল ত্রিস্তান। দূরে ঘরবাড়িগুলো অন্ধকার। কোথাও আলো জ্বলে নি। হয়তো এই গ্রামটা এখন পরিত্যক্ত। আরাকানদের অত্যাচারে সবাই পালিয়েছে কোথাও।

একটা ক্রাচের মতো বানিয়ে নেয়া দরকার, তাতে হাঁটতে সুবিধা হতো। কিন্তু সেজন্য এই কাশবন ছেড়ে বেরুতে হবে। খিদেও লেগেছে বেশ। অন্ধকারে কোনমতে হাঁটতে থাকল ত্রিস্তান। কেউ দেখছে কি না সেদিকে লক্ষ্য রাখছে। অনেকদূর হাঁটার পর মনে হলো কেউ একজন তাকে অনুসরন করছে। বারবার পেছনে ফিরে তাকাচ্ছে, কিন্তু কাউকে দেখা যাচ্ছে না। অশরীরি কোন আত্মার উপস্থিতি উড়িয়ে দিতে পারছে না। কেমন একটা ভয় জেঁকে ধরেছে তাকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আরো একটু হাঁটার পর দাঁড়িয়ে গেল ত্রিস্তান। কাশবন থেকে কেমন সরসর আওয়াজ আসছে। চাঁদের আবছা আলোয় কাউকে যেন দেখতে পেল কাশবনের আড়ালে উঁকি দিচ্ছে। একজন না, অন্তত দুজন হবে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে বোঝার চেষ্টা করছে ত্রিস্তান। ভূতপ্রেতকে সে সবসময়ই ভয় পায়। অন্তত তলোয়ার আর পিস্তল দিয়ে এর মোকাবেলা করা যায় না। মনে সাহস রাখতে হবে।

মানুষের মতো দুটি আকৃতি বেরিয়ে এসেছে কাশবন থেকে।

ভয় কেটে গেল ত্রিস্তানের। বয়স্ক এক লোক, সাথে অল্পবয়েসী একটা মেয়ে। হিন্দু হবে। ধুতি পরনে লোকটা ভয়ে ভয়ে এগুচ্ছে সামনে। হাতে একটা লাঠি। আত্মরক্ষার অস্ত্র। মনে মনে হাসল ত্রিস্তান। শরীরে এখনো যা শক্তি আছে তাতে এই বুড়োকে ঘায়েল করতে কোন সমস্যা হবে না। অল্পবয়েসী মেয়েটার হাতে একটা কাঁচি। ওটাই ভয়ের জিনিস।

ত্রিস্তানের দশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে দুজন। বোঝার চেষ্টা করছে তার অবস্থা। দু'হাত উঁচু করে আত্মসমর্পনের ভঙ্গীতে দাঁড়াল ত্রিস্তান। এখন তার দরকার খাবার, আশ্রয়। কারো সাথে যুদ্ধ করার সময় নয় এখন।

কাঁচি উঠিয়ে এগিয়ে আসছিল মেয়েটা, তাকে আটকালো বৃদ্ধ। এখনো বিশ্বাস করতে পারছে না ভিনদেশি মানুষটাকে। কিছুদিন আগে এরাই তাদের সর্বশান্ত করে ছেড়েছে।

দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে ত্রিস্তানের, পায়ে কোন জোর পাচ্ছে না। দু'হাত উঁচিয়ে রেখে বসে পড়ল সে। মাথা ঘুরাচ্ছে। চোখে অন্ধকার দেখছে। হাতে চামড়ার খোপটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছে।

বৃদ্ধ আর অল্পবয়েসী মেয়েটা এগুচ্ছে ধীর পায়ে। দুজনেই প্রস্তুত। একটু এদিক সেদিক দেখলেই আঘাত করতে দ্বিধা করবে না। কিন্তু আরো কিছুদূর এগুতেই দেখতে পেল মাটিতে শুয়ে পড়েছে ভিনদেশি। চোখ বন্ধ। বেঁচে আছে কি না বোঝার জন্য এগিয়ে এলো বৃদ্ধ।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩১

১৮২০ খ্রিস্টাব্দ

টানা হেঁটেছে মিচনার। হয়তো বছরের পর বছর। সে নিজেও জানে না। জনমানুষ, সভ্যতা তাকে কাছে টানে নি। মোজাম্বিক উপকূল থেকে হেঁটে ইথিওপিয়া, ইরিত্রিয়া, তারপর লোহিত সাগরের বুকে ছোট জনমানুষহীন, নামহীন এই দ্বীপ। এখানেই কেটে গেছে অনেক বছর। কালে ভদ্রে এখানে কেউ আসে। ঘন জঙ্গল আর উঁচু নীচু জমি আশপাশের অধিবাসিদের আকর্ষন করতে পারে নি। মাঝে মাঝে কিছু জেলে চলে আসে ছোট ছোট নৌকা নিয়ে। মানুষজন কম, তাই এখানকার সাগরের পানিতে মাছও বেশি। গত কয়েকবছর জেলের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছিল ক্রমে। মাঝে মাঝে দ্বীপে এসে বিশ্রামও নিতো ওরা। তারপর আবার আসতো, আরো লোকজন নিয়ে। বোঝা যাচ্ছিল দ্বীপটা সবার দৃষ্টি কেড়ে নিচ্ছিল। ফলে নিষ্ঠুর হতে হয়েছিল মিচনারকে।

একা কোন জেলেকে পেলে গলা কেটে মেরে ফেলতো মিচনার। তারপর কিছু টুকরো ভাসিয়ে দিতো সাগরে, কিছু রেখে দিতে সৈকতে। বাকিদের দেখানোর জন্য। কালো মানুষেরা এমনিতেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে ওদের দেখা দিতো মিচনার। তার সাদা চকচকে প্রায় উদোম দেহ, চুলদাড়িতে ঢাকা মুখ দেখে কালোদের মধ্যে ফিসফিসানি শুরু হয়ে গিয়েছিল। সাদা মানুষদের এরকম রুপে দেখে অভ্যস্ত নয় ওরা। মিচনারকে ওরা জঙ্গলের দানব হিসেবে ধরে নিয়েছিল। কিন্তু তারপরও ওদের আসা কমে নি। ফলে একবার পাঁচজনের ছোট একটা দলকে একসাথে শেষ করে ফেলল মিচনার। লাশগুলো ফেলে রাখল নৌকায়। দৈত্য-দানবের কাজ মনে করে তারপর আর কেউ আসে না।

এরপর থেকে সুন্দর দিন কেটে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে পানিতে নিজের চেহারা দেখে মিচনার। কথা বলতে ভুলেই গেছে এতোদিনে, গলা দিয়ে গো গো শব্দ হয় শুধু। পুরানো স্মৃতি আর তেমন কিছু মনে নেই। নিজেকে এখন জংলী জানোয়ার ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। দ্বীপটায় অনেক শুয়োর, হরিন আছে। খিদে লাগলে শিকার করে মিচনার। আগুনের প্রয়োজন নেই তার এখন। কাঁচাই মাংস খায়। মাঝে মাঝে দ্বীপে চারপাশে সাঁতার কাটে, গাছের মগডালে বসে চারদিক দেখে। যে দিকে তাকায় শুধু সাগর আর সাগর। পুরো দ্বীপটার মালিক সে। বাধার কেউ নেই।

নিজের মাঝে অদ্ভুত এক নৃশংসতা অনুভব করে মিচনার। রক্ত দেখতে ভালো লাগে। তাই একের পর এক খুন করেও অনুশোচনা হয় না। বরং ইদানীং লোকজন কেউ আসে না বলে কিছুটা আফসোস হয়। এই নিষ্ঠুরতার উৎস কি জানে না সে। তার গায়ে এখন আসুরিক শক্তি, এই শক্তির উৎসও অজানা। চাইলে এই দ্বীপ থেকে

www.BanglaBook.org

বেরিয়ে আবার সভ্য জগতে ফিরে যেতে পারে। কিন্তু কি লাভ এই অভিশপ্ত জীবন নিয়ে ধুঁকে ধুঁকে বেঁচে থাকার। আগে মানুষ ছিল, এখন নিতান্ত পশু ছাড়া আর কিছুই না সে। তবে এখানে আর খুব বেশি দিন হয়তো থাকা হবে না। মাথার ভেতর কেমন গোলমাল সব হয়। কেউ যেন তাকে কিছু করতে বলে। আরো পুবে যেতে বলে। সেই জায়গাটা কোথায় জানে না মিচনার। পুবে আসতে আসতে এতোদূর চলে এসেছে সে। আর কতো পুবে যেতে হবে? কি আছে সেখানে? কে আছে?

সন্ধ্যার পর দ্বীপের সুন্দর সৈকতে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে মিচনার। অর্থহীন সবকিছু। হাতের কাছে বেশ কিছু কলা আর ডাব আছে, যেন ক্ষুধা পেলে খাওয়া যায়। কিন্তু ক্ষুধা যেন হারিয়ে গেছে। আসলে কোন কিছু করার উৎসাহ দিন দিন কমে যাচ্ছে। শুধু রক্ত দেখতে ইচ্ছে করে। অদ্ভুত এক নেশার মতো হয়ে গেছে। জঙ্গলের শিকার বেড়ে গেছে। ঐ সব জন্তুজানোয়ার অনেক শিকার করা হয়েছে। এখন আবার মানুষ শিকার করা দরকার। তার মনের একাংশ এখনো জানে কাজটা ঠিক নয়, বে-আইনি। অন্য অংশটা এখন বুনো, হিংস্র এক মানুষের দখলে। যে শুধু রক্ত দেখতে চায়। রক্ত।

* * *

সকালে ঝরঝরে মাইক্রোবাসে করে রওনা দিয়েছিল রাশেদ, লরেন্স আর এঞ্জেলের সাথে। সকাল না বলে কাক ডাকা ভোর বলা ঠিক হবে। এতো ভোরে শেষ কবে ঘুম ভেঙেছিল মনে করতে পারে নি রাশেদ। সেই শৈশবে দাদা ঘুম ভাঙাতো, খুব ভোরে, দুজনে হাঁটতে বের হতো গ্রামের পথ ধরে। কতদিন আগের কথা!

সঙ্গী দুজনই ছিল প্রস্তুত। তাই কোনমতে কাপড় পাল্টে তৈরি হয়ে নিয়েছিল রাশেদ। নাস্তা করার সময়ও দেয় নি ওরা। ভেবেছিল ভোরের এই সুন্দর দৃশ্য দেখতে দেখতে যাওয়া যাবে। কিন্তু লরেন্স তা হতে দেয় নি। কালো একটা রুমাল দিয়ে চোখ বেঁধে রেখেছে রাশেদের। যাতে কোথায় যাচ্ছে, কোন পথ দিয়ে যাচ্ছে জানতে না পারে। বাঁধা দেয় নি রাশেদ, লাভ হতো না। রাজুর কথা চিন্তা করে যে কোন ঝুঁকি নিতে রাজি সে।

ঘন্টা দেড়েক পর মনে হলো গাড়িটা একটানা উঠছেই, বাঁক ঘুরছে বারবার। দক্ষ চালক ছাড়া বান্দরবনের এই পাহাড়ি এলাকায় গাড়ি চালানো খুব কঠিন। এঞ্জেল মনে হচ্ছে খুব অভিজ্ঞ। একবারও এদিক-সেদিক হচ্ছে না। অবশ্য একটু বেচাল হলেই পাশের খাদে পড়ে যেতে হবে, সেক্ষেত্রে মৃত্যু অনিবার্য্য। বান্দরবনের পাহাড়িগুলো একটু বেশি উঁচু। তাজিনডং, কেওক্রারাডং আর মাওডক মুয়ালের অবস্থান এই বান্দরবনে। গতবার এসে নীলগিরির দিকে যাওয়া হয়েছিল, ইচ্ছে ছিল বিশাল কোন পাহাড়ে উঠার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠে নি।

www.BanglaBook.org

ক্ষুধা পেয়েছে, সকালে নাস্তা খাওয়া হয় নি। হঠাৎ ব্রেক কষেছে এঞ্জেল, কি যেন বলল লরেন্সকে। বুঝতে পারছে রাশেদ, এবার যাত্রা বিরতি হবে। চোখ থেকে কালো কাপড় খুলবে কি না বুঝতে পারছে না। এই পাহাড়ি এলাকাগুলো সব প্রায় একইরকম। দেড় ঘন্টা একটানা চলেছে মাইক্রোবাস। যতোটুকু বুঝতে পেরেছে দক্ষিনে এসেছে ওরা। সম্ভবত থানচির দিকে। থানচির একপাশে মায়ানমার। এককালের আরাকান। এখনো রোহিঙ্গারা এখানকার সীমানা পার হয়ে বাংলাদেশে ঢুকে পড়ে। একসময় এই পার্বত্য অঞ্চলে ছিল আরাকানরাজের দখলে।

লরেন্স এসে চোখের উপর থেকে কালো কাপড় সরিয়ে দিল। হঠাৎ চোখে আলোর ঝলকানিতে চোখ পিটপিট করে তাকাল রাশেদ। আস্তে আস্তে সয়ে এলো আলো। তাকাল চারদিকে। ছোট একটা বাজার আছে সামনে। সম্ভবত কোন কিছু কেনার জন্য এখানে মাইক্রোবাস থামিয়েছে এঞ্জেল।

"তুমি কিছু খাবে?" জিজ্ঞেস করল লরেন্স।

"খাবো না মানে? সকাল থেকে পেটে কিছু পরে নি," বেশ ঝাঁজের সাথে বলল রাশেদ। বেরিয়ে এলো মাইক্রোবাস থেকে।

একটানা বসে থেকে হাতে-পায়ে খিল ধরে গিয়েছিল। একটু নাড়াচাড়া করে নিলো। এঞ্জেল গেছে বাজারে। লরেন্স মোবাইলের নেটওয়ার্ক ধরার চেষ্টা করছে। পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করল রাশেদ। নেটওয়ার্ক নেই। পুরো পার্বত্য চট্রগ্রামে মোবাইল নেটওয়ার্ক বিস্তৃত হলেও কিছু কিছু জায়গায় এখনো নেটওয়ার্ক পাওয়া যায় না।

চারপাশে তাকাল রাশেদ। উঁচু উঁচু পাহাড় ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছে না। স্থানীয় অধিবাসি দেখা যাচ্ছে কিছু, বাঙালী নেই বললেই চলে। সম্ভবত একবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলে এসে পড়েছে ওরা। এতো ভেতরে বাঙালীদের বসবাস কম। পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাবই হয়তো এর কারন, ভাবল রাশেদ।

"কলা আর পাউরুটি ছাড়া আর কিছু পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না," বিড়বিড় করে বলল লরেন্স।

"আপাতত সেটাই যথেষ্ট," রাশেদ বলল।

"আজ রাতে আমরা কাছাকাছি একটা জায়গায় থাকবো, কাল যাবো আরো ভেতরে।"

"আমাকে এসব বলে লাভ কি? আমার তো চোখ বেঁধে রাখবেন।"

"এখন থেকে আর চোখ বাঁধবো না," হাসল লরেন্স, "বুদ্ধিমান হলে পালাবার চেষ্টা করবে না," প্যান্টের পকেট থেকে ছোট রিভলবারটা বের করে দেখাল।

ভয় পেয়েছে এমনভাব করলো রাশেদ, যদিও একেবারে ভয় পায় নি এটা বলাও ভুল হবে। লরেন্স নিজে হয়তো সন্ত্রাসী, তাই আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘোরে। লরেন্সের শত্রু সঞ্জয়ই নিশ্চয়ই একই প্রকৃতির হবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"রাজু কোথায়?"

"খুঁজে বের করবো। তার আগে এই চামড়ার পার্চমেন্টে কি লেখা আছে সেটা উদ্ধার করতে হবে।"

"ঠিক আছে," বলল রাশেদ। চুপচাপ চারদিক দেখতে থাকল। বান্দরবনকে পাহাড়কন্যা বলা হয়, কথাটা খুব একটা ভুল নয়। চারপাশ সবুজ আর সবুজ। চোখের সামনে দিয়ে এক ঝাঁক টিয়ে উড়ে চলে গেল। টিয়ে পাখি রাস্তার ধারে জনমানবের কাছে দেখেই অভ্যস্ত রাশেদ, এরকম স্বাধীন টিয়ে পাখির ঝাঁক আগে কখনো চোখে পড়ে নি। এই.মুহূর্তে নিজেকে সেই বন্দি টিয়ে পাখির মতোই মনে হচ্ছে তার কাছে। লরেন্সের ইচ্ছের দাসে পরিনত হচ্ছে সে ধীরে ধীরে, যা মোটেও সহ্য হচ্ছে না। কিন্তু দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করতে হবে সবকিছু।

কিছুক্ষনের মধ্যেই এঞ্জেল চলে এলো। হাতে দুই প্যাকেট পাউরুটি, কলা আর পানির বোতল। এই প্রত্যন্ত অঞ্চলেও পানির বোতলের উপস্থিতি অবাক করলো রাশেদকে।

স্থানীয় কিছু লোকজনকে দেখা যাচ্ছে, মারমা হবে হয়তো, ভাবল রাশেদ। পার্বত্য চট্টগ্রামের এই অঞ্চল বোমাং সার্কেলের অন্তর্গত। এখানে মারমাদের সংখ্যাই বেশি। জায়গাটা সম্ভবত সীমান্ত অঞ্চলের কাছাকাছি, এরকম মনে হওয়ার কোন কারন নেই। তবু মনে হচ্ছে মায়ানমারের সীমানার কাছাকাছি চলে এসেছে।

পাউরুটি দেখে খুব একটা ভরসা পেল না রাশেদ, দুটো কলা খেয়ে নিলো। এই অঞ্চলের কলায় নিশ্চয়ই কোন রাসায়নিক মেশানো নেই। এঞ্জেলও শুধু পানি খেয়ে নিলো। লরেন্সের কোন কিছুতেই আপত্তি দেখা গেল না। একটা পাউরুটির প্যাকেট একাই শেষ করে দিল। বাকিটা রেখে দিলো পরে খাবে বলে। খাওয়া-দাওয়া সেরে সিগারেট ধরিয়েছে লরেন্স। হাত বাড়াতে রাশেদকে একটা দিল। বেশ তরতাজা অনুভব করছে রাশেদ এখন। সিগারেটের কারনে নয়, পেটে কিছু পড়াতে শারীরিক শক্তি কিছুটা হলেও যেন ফিরে এসেছে।

"রাশেদ, তোমাকে আরেকটা কথা বলা দরকার," পাশে দাঁড়িয়ে নীচু স্বরে বলল লরেন্স।

"বলুন।"

"একটা শর্তেই তোমার বন্ধুকে উদ্ধার করবো আমি।"

"কি শর্ত?"

"সেটা হচ্ছে, এখানকার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমাকে ছেড়ে যেতে পারবে না তুমি।"

"রাজু চলে যাবে আর আমি থেকে যাবো?"

"হ্যা। ঠিক তাই।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিছুক্ষন চিন্তা করল রাশেদ। রাজুকে উদ্ধার না করা পর্যন্ত লরেন্সের সাথে কোন বিবাদে যাওয়া যাবে না।

"ঠিক আছে, আমি রাজি।"

"চলো তাহলে রওনা দেয়া যাক।"

মাইক্রোবাসের ড্রাইভিং সীটে এবার লরেন্স বসল। পাশের সিটটাতে রাশেদকে ইশারা করল বসতে।

উঠে বসল রাশেদ। এঞ্জেলকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। অথচ একটু আগেও ছিল।

স্টার্ট দিয়েছে লরেন্স।

"এঞ্জেল যাবেন না?"

"না, সে এখানে থাকবে। অপেক্ষা করবে।"

আর কিছু বলল না রাশেদ। চলতে শুরু করেছে মাইক্রোবাসটা। পাহাড়ি পথে ভালো চালাতে জানে লরেন্স, সেটা বোঝা যাচ্ছে। এই পথঘাট যেন হাতের তালুর মতো চেনে। পুরানো দিনের বাংলা গানের একটা ক্যাসেট ছেড়ে দিয়েছে এরমধ্যে। চোখ বন্ধ করল রাশেদ। এবার একটু ঘুমিয়ে নেয়া যায়। সামনে হয়তো অনেক ঝামেলা পড়ে আছে।

* * *

"এখানে কি করছেন? আপনাকে কতোক্ষন ধরে খুঁজছি?" যজ্ঞেশ্বর তার স্বাভাবিক বেশে দাঁড়িয়ে আছে পেছনে। গায়ে শুধু একটা চাদর জড়ানো।

"না, এমনি। একটু ঘুরতে বের হয়েছিলাম," বললেন তিনি। তাকালেন দূরে দাঁড়ানো অনুসরনকারির দিকে। লোকটার দিকে নজর রাখা দরকার ছিল। কিন্তু যজ্ঞেশ্বর এসে পড়াতে ঝামেলা হয়ে গেল।

"চলুন রুমে ফিরে যাই, বাইরে অনেক ঠান্ডা," যজ্ঞেশ্বর বলল।

"চলুন।"

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। দোকান-পাটে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলে উঠেছে। রাস্তার লোকজনও কমে আসবে কিছুক্ষনের মধ্যে। রুমে ফিরে কিছু করার নেই। যজ্ঞেশ্বরের গুরুর সাথে দেখা করার ব্যবস্থা করতে হবে। সেটা আজকেই হবে কি না বোঝা যাচ্ছে না। এখানে আসার পর যজ্ঞেশ্বর একবারও তার গুরুর সাথে দেখা করার কথা উল্লেখ করে নি। একবার শুধু বলেছিল সময় হলে গুরুই তাকে ডাকবে। সেই সময় কখন হবে কে জানে। ততোদিন চুপচাপ বসে থাকতে হবে হোটেল রুমে।

পাশাপাশি হাঁটছেন দুজন। যজ্ঞেশ্বরকে দেখে বোঝা যাচ্ছে সে খুব উপভোগ করছে সবকিছু। এই অঞ্চলে আগে আসে নি। সবকিছুই তার কাছে নতুন। এক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভারতবর্ষেই কতো ধরনের জায়গা আছে সেটা না ঘুরলে বোঝা যাবে না।

অন্যকিছু ভাবছেন তিনি। যজ্ঞেশ্বরকে রুমে পাঠিয়ে দিয়ে ঐ লোকটার কার্যকলাপের উপর নজর রাখা দরকার। কিংবা বাংলাদেশি ভদ্রলোকের এখানে আসার উদ্দেশ্য কি সেটা জানারও চেষ্টা করা যেতে পারে।

"আপনি রুমে ফিরে যান, আমি একটু পরে আসছি," বললেন তিনি।

"বিশ্রাম নেয়া দরকার আপনার।"

"আমি একটু ঘুরবো," বললেন তিনি, এবার একটু জোর গলায়।

যজ্ঞেশ্বরকে দেখে মনে হলো আহত হয়েছে, কিন্তু কিছু করার নেই। এই সময় রুমে গিয়ে বসে থাকা ছাড়া আর কিইবা করার আছে। তারচেয়ে যদি কোন তথ্য পাওয়া যায় তাহলে অনেক কাজে লাগবে।

যজ্ঞেশ্বর চলে যাচ্ছে। আটকালেন না তিনি। এখন কাজ করার সময়। তার উদ্দেশ্য কিংবা কাজের ধরন সম্পর্কে যজ্ঞেশ্বরের কোন ধারনাই নেই। এসবের সাথে ওকে যুক্ত করার কোন প্রয়োজন নেই এখন।

যজ্ঞেশ্বর চলে যাওয়ার পর রাস্তায় কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে থাকলেন তিনি। সেই লোকটাকে দেখা যাচ্ছে না। এরমধ্যে চলে গেছে কোথাও। হাঁটতে হাঁটতে কিছুদূর এগিয়ে লোকটাকে পেলেন তিনি। কথা বলছে কারো সাথে। লম্বা কোট আর মাথায় ক্যাপ পড়া থাকায় দুজনের কারো চেহারা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। তবে দ্বিতীয় লোকটা সম্ভবত বাংলাদেশি ভদ্রলোকের সঙ্গে ছিল। বেশ কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে দুজনের কার্যকলাপ বোঝার চেষ্টা করলেন তিনি। সম্ভবত কোন বিষয়ে মতের মিল হচ্ছে না দুজনের। টাকা বিনিময় হলো পরিষ্কার দেখতে পেলেন তিনি। টাকার জন্য কাজ করছে দ্বিতীয় লোকটা! হয়তো কোন তথ্য দিচ্ছে অনুসরনকারিকে। কিংবা অন্য কিছু।

কথাবার্তা শেষ হলে দুজন দু'দিকে চলে গেল। আরো অনেকক্ষন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে অনুসরনকারির পিছু নিলেন তিনি। লোকটা কোথায় যায় দেখা দরকার। হেঁটে রাস্তার পাশের ছোট একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকেছে লোকটা। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে তিনিও ঢুকলেন। চারপাশে কফির গন্ধ, মৃদু গানের শব্দ ভেসে আসছে। টুরিস্টে গিজগিজ করছে রেস্টুরেন্টটা। কোনার একটা টেবিল ফাঁকা, চেয়ার টেনে বসলেন তিনি। এখান থেকে পুরো রেস্টুরেন্টটা পরিষ্কার দেখা যায়। কিন্তু লোকটাকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও। সরাসরি বাথরুমে চলে গেছে হয়তো। কিংবা অনুসরন করা হচ্ছে বুঝতে পেরে কোথাও ঘাপটি মেরে আছে।

কফির অর্ডার দিলেন।

"আপনি কি আমাকে অনুসরন করছেন?" পরিষ্কার ইংরেজিতে বলল একজন।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন তিনি। হ্যা, যাকে খুঁজছিলেন সেই এসে দাঁড়িয়েছে সামনে।

www.BanglaBook.org

"না। এমনটা মনে হবার কারন?" নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন তিনি।

"বসতে পারি?"

মাথা ঝাঁকালেন তিনি। লোকটা সুদর্শন। কাঁচাপাকা চুল, তবে বয়স চল্লিশ ছাড়িয়েছে কি না সন্দেহ। খাড়া নাক আর বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। কেন জানি লোকটাকে পছন্দ হলো।

"আমার নাম বিনোদ, বিনোদ চোপড়া, আপনি?"

"আমি লখানিয়া সিং।"

"আসল নাম নয় নিশ্চয়ই!"

হাসলেন তিনি। কি উত্তর দেবেন বুঝতে পারছেন না। বিনোদ চোপড়ার কথাবার্তা খুব সরাসরি। গায়ে লাগার মতো।

"আসল নাম নয় কি করে বুঝলেন?"

"এমনি বললাম। আরেকটা কথা মনে হচ্ছে আপনাকে দেখে। এই অঞ্চলে এবারই প্রথম এলেন?"

"হ্যা, কেন?"

"এমনি। মনে হলো কেন জানি। কফি খাবেন না অন্য কিছু?"

"কফি।"

বেয়ারাকে ডেকে ব্ল্যাক কফির অর্ডার দিল বিনোদ। তারপর তাকাল তার দিকে, যেন খুব মনোযোগ দিয়ে চেহারাটা দেখছে।

"আমি কোথাও যেন আপনাকে দেখেছি, ঠিক সেই চেহারা, যেরকম শুনেছি," বিস্ময়মাখা কণ্ঠে বলছে ডবনোদ।

"কোথায় দেখেছেন? মেঘালয়ের বাইরে এবারই প্রথম এলাম।"

"মেঘালয় নয়। এমনকি এই ভারতেই নয়। অন্য কোথাও," চিন্তায় পড়ে গেছে বিনোদ।

এবার একটু অস্বস্তিবোধ করছেন তিনি। বিনোদ কিসের কথা বলছে? কোথাও তার কোন ছবি নেই। ইউরোপ ছেড়েছেন এক শতাব্দীর বেশি সময় আগে।

"যাক, বাদ দিন," বিনোদ বলল এবার। "আমার পেছনে লেগেছেন কেন? আপনি কি পুলিশের লোক?"

"কেন? কোন পুলিশি ঝামেলা আছে আপনার?"

"তা নেই," আমতা আমরা করে বলল বিনোদ। "তবে দেশে খারাপ লোকেরও তো অভাব নেই। হয়তো আমাকে টার্গেট করেছেন। যেরে সব ছিনিয়ে নিয়ে যাবার প্ল্যান আছে আপনার।"

"এতোদূর ভাবার দরকার নেই," বললেন তিনি। "আসলে অহেতুক ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম তো। আপনার তাই এমন ভুল ধারনা হয়েছে।"

কফি নিয়ে বেয়ারা হাজির হলো এই সময়। চিনি ছাড়া শুধু দুধ দিয়ে কফি ঢেলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিলেন তিনি। বিনোদ বেশ যত্ন করে কাপে কফি ঢালছে, চিনির কিউব দিলো দু'টো।

"খুব সাবধান মিঃ লখানিয়া," শান্ত স্বরে বলল বিনোদ, "এরপর যদি আমার পেছনে দেখি তখন আর কিছু জিজ্ঞেস করবো না।"

"কি করবেন?"

লম্বা কোটের পকেট থেকে ছোট, কালো একটা ধাতব জিনিস বের করে দেখাল বিনোদ, শুধু এক ঝলক।

"দেখেছেন তো জিনিসটা? ব্যবহার করতে এক সেকেন্ড দেরি হবে না আমার," বলল বিনোদ চোপড়া।

হাসলেন তিনি। এই ধরনের ভয় দেখিয়ে যে তাকে কাবু করা যাবে না বুঝতে পারে নি লোকটা। আস্তে করে আকাশের বাম হাতটা টেনে নিলেন। কব্জিটা ধরলেন আলতো করে।

"এই ধরনের ভয় দেখানো ঠিক নয় মিঃ বিনোদ," এবার ঠান্ডা গলায় বললেন তিনি।

আকাশের কব্জিতে চাপ বাড়িয়েছেন একটু। চেহারা প্রায় নীল হয়ে গেছে আকাশের। হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করছে প্রানপন। কিন্তু কাজ হচ্ছে না। বাম হাত ধরেছেন তিনি, সর্বশক্তি লাগিয়ে দিয়েছে বিনোদ। ঘেমে গেছে, চোখ লাল হয়ে গেছে বিনোদ চোপড়ার। কিন্তু এক বিন্দু চাপ কমাতে পারে নি কব্জির উপর থেকে। মনে হচ্ছে যে কোন সময় ভেঙে যাবে হাতটা। সহ্যের শেষ সীমায় পৌছে গেছে বিনোদ। যে কোন সময় চিৎকার করে উঠবে। এই সময় হাত ছেড়ে দিলেন তিনি। লম্বা কোটের পকেট থেকে ছোট পিস্তলটা বের করে নিলেন অন্যহাতে। তারপর নিজের পকেটে ভরে নিলেন।

"চাইলে আপনার এই অস্ত্রটা এখানেই গুড়ো করে ফেলতে পারি আমি," বললেন তিনি, "যেমন আপনার কব্জিটা গুড়ো করতে পারতাম।"

নিজেকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছে বিনোদ চোপড়া। অন্য হাত দিয়ে কব্জিটা ধরে আছে, বোঝাই যাচ্ছে যথেষ্ট কষ্ট পাচ্ছে ব্যথায়।

টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। আকাশের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললেন, "ঐ লোকগুলোর পেছনে যদি ঘোরাঘুরি করতে দেখি তাহলে কি হবে চিন্তাও করতে পারবেন না মিঃ বিনোদ। আশা করি বুঝতে পারছেন কোন লোকগুলোর কথা বলছি।"

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে বিনোদ, চেহারায় বিস্ময়। লখানিয়া সিং নামধারী লোকটা বেরিয়ে গেলো রেস্টুরেন্ট থেকে। যাওয়ার আগে কফির জন্য ধন্যবাদ জানাতে ভুলল না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩২

টানা তিনদিন অচেতন থাকার পর ঘুম ভাঙল ত্রিস্তানের। সারা শরীরে ব্যথা। কোনমতে চোখ মেলে তাকাল। কোথায় আছে, কিভাবে এসেছে এখানে কিছুই মনে পড়ছে না তার। ছোট একটা কুঁড়ে ঘরে শুয়ে আছে সে। একপাশের খোলা জানালা দিয়ে বাইরে থেকে রোদ ঢুকছে। উঠে বসতে গিয়ে বুঝতে পারল শরীর নাড়ানোই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে তার জন্য।

বৃদ্ধ লোকটাকে ঘরে ঢুকতে দেখল এই সময়। চিন্তিত চেহারায়, পেছনে অল্প বয়স্ক মেয়েটাও ঢুকল। হাতে একটা মাটির গামলা, সেখানে ধোঁয়া উঠা সাদা ভাত দেখা যাচ্ছে।

কুঁড়ে ঘরটার চারদিকে তাকাল ত্রিস্তান। অভাবের ছাপ স্পষ্ট চারদিকে। তেমন কোন আসবাব নেই, ছোট এই ঘরে একটাই বিছানা। দেয়ালে ছোট একটা খোপে হিন্দু দেবী মূর্তি।

বৃদ্ধকে দেখে হাত নাড়াল ত্রিস্তান। উত্তরে মুখটা আরো গম্ভীর হয়ে উঠল বৃদ্ধের।

"তোমার নাম কি?" গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল বৃদ্ধ। শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে।

"ত্রিস্তান..." আমতা আমতা করতে থাকল ত্রিস্তান, নামের বাকি অংশ মনে পড়ছে না।

"তোমরা আমাদের সব জ্বালিয়ে দিয়েছিলে," রাগান্বিত কণ্ঠে বলল বৃদ্ধ, "কিন্তু অসুস্থ মানুষকে মেরে ফেলার শিক্ষা পাই নি আমরা।"

"আমরা কি করেছি?" ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলল ত্রিস্তান। কিছুক্ষন আগেও মনে হচ্ছিল সব কিছু স্বাভাবিক, এখন মনে হচ্ছে ধারনাটা ভুল। অনেক কিছুই তার মনে পড়ছে না।

"কি করেছো মনে নেই?" তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো বৃদ্ধ। মারতে যাচ্ছিল আরেকটু হলেই, অল্প বয়েসী মেয়েটা থামাল কোনমতে।

হাসার চেষ্টা করল ত্রিস্তান। হাসি ফুটল না। আসলে কিছু মনে পড়ছে না এখন। কখন, কিভাবে এখানে এলো, এরা কারা কিছুই মাথায় ঢুকছে না।

"দাদু, উনি বিশ্রাম নিক," মেয়েটা বলল। "তুমি এখন যাও।"

গরগর করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বৃদ্ধ। বিছানার একপাশে মাটির গামলা রেখে ত্রিস্তানের মাথার নীচে বালিশ গুঁজে দিল মেয়েটা, যেন ভাত খাওয়াতে সুবিধা হয়।

আগে খেয়াল করে দেখেনি, এখন মেয়েটার চেহারা খুব পরিচিত মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছিল অনেক আগের কেউ একজন ফিরে এসেছে নতুন করে। হারিয়ে যাওয়া

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেই মেয়েটার নাম কিছুতেই মনে পড়ছে না। মেয়েটা যত্ন করে ভাত তুলে দিচ্ছে তার মুখে। এতো আন্তরিক সেবা এর আগে কবে পেয়েছিল মনে করতে পারছে না ক্রিস্তান। হয়তো মা থাকলে এমন সেবা পাওয়া যেতো। কিন্তু তার চেহারাও এখন অস্পষ্ট ক্রিস্তানের কাছে। শুধু ভাত আর সাথে কিছু শাক। সম্ভবত কচু শাক। বোঝাই যাচ্ছে এরা খুবই দরিদ্র। ভালো কিছু রান্না করে খাওয়ানোর সামর্থ্য ওদের নেই। পেটে খিদে। শুধু ভাত আর এই শাকই অপূর্ব লাগছিল তার মুখে। মনে হচ্ছিল অনেক দিন পর পেটে কিছু একটা পড়ল। শেষ কখন খাওয়া হয়েছিল কিছুই মনে পড়ছে না।

ভাত খাওয়া হয়ে গেলে শাড়ীর আচল দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিল মেয়েটা। তারপর চলে গেল ঘর থেকে। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল ক্রিস্তান। এতোক্ষন তার সাথে একটা কথা বলার চেষ্টা করে নি মেয়েটা।

চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকল ক্রিস্তান। মনে করার চেষ্টা করছে কি ঘটেছিল, এই অচেনা মানুষদের মাঝে সে কিভাবে এলো। গতরাতে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিল এতোটুকুই মনে পড়ছে। এর বাইরে যা মনে পড়ছে সব ঝাপসা। যেন স্বপ্নে দেখা কিছু। নিজেকে খুব অসহায় মনে হচ্ছে, নাম-পরিচয়হীন একজন মানুষ এখন সে। ভিনদেশি। এখানে থাকাটা খুব একটা নিরাপদ হবে না তা ঐ বুড়োর সাথে কথা বলে বোঝা গেছে। দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ক্রিস্তান। বিকেল হয়ে এসেছে।

* * *

ডঃ কারসনের রুমে জমায়েত হয়েছে সবাই। প্রফেসর সুব্রামানিয়াম গম্ভীর মুখে তাকিয়ে আছেন, সন্দীপ চিন্তিত ভঙ্গিতে বসে আছে, ডঃ আরেফিন চুপচাপ তাকিয়ে আছেন ডঃ কারসনের দিকে। এখন কাজ শুরু করার সময় হয়েছে। এই ব্যাপারে আলাপ করার জন্য সবাইকে ডেকেছেন তিনি। রাতের খাবার খেয়ে নিয়েছে সবাই। রামহরিকে দরজার বাইরে দাড় করিয়ে রেখেছেন প্রফেসর। যাতে আচমকা কেউ ঢুকতে না পারে, এছাড়া তাদের খালি রুমে যাতে কেউ ঢুকে না যায় সে কাজটাও হবে একসাথে। সুরেশ ঝুনঝুনওয়ালা হোটেলে নেই। পরিচিত কারো সাথে দেখা করতে গেছে।

বসে ছিলেন, দাঁড়ালেন ডঃ কারসন।

"আজ অনেক পুরানো একটা জিনিস আপনাদের দেখাবো," বললেন ডঃ কারসন। হাতের হলুদ খামটা দেখালেন সবাইকে। "এই খামটা জোগাড় করতে যথেষ্ট কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে আমাকে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অবাক চোখে তাকালেন ডঃ আরেফিন। এই খামটা তিবতিয়ান আর্কাইভস থেকে নিয়ে আসতে পনেরো মিনিটের বেশি সময় লাগে নি ডঃ কারসনের। ব্যাপারটা চোখ এড়ালো না বক্তার।

"আপনি যা ভাবছেন তা নয়, গত প্রায় একবছর ধরে জিনিসটা চাইছিলাম আমি, ভারতে নামার পরও নিশ্চিত ছিলাম না জিনিসটা আমাকে দেবে কি না। হাজার হোক, আমি একজন বহিরাগত অন্তত তিব্বতিদের চোখে। তারা নিজেদের প্রাচীন সংস্কৃতি অন্য কারো হাতে দিতে চায় না। জিনিসটা অনেক পুরানো, হাজার বছরের কম হবে না। এটা আসলে একটা কোড। এখানে প্রাচীন তিব্বতি হরফে বিশেষ একটা জায়গার ইঙ্গিত দেয়া আছে, অন্তত এখানকার প্রধান তাই মনে করেন। সব কোড ভাঙতে পারলেও এই কোডটা সবার চোখের আড়ালে রেখেছিলেন তিনি।" একটু থামলেন ডঃ কারসন।

"আমার ধারনা কোডটা সাম্ভালার সাথে সম্পর্কিত। যদিও এখানকার প্রধান বলছেন সাম্ভালা একটা কল্পনা মাত্র, এর খোঁজ কেউ পায় নি, কেউ পাবেও না। কিন্তু এই কোড এবং বাকি যেসব তথ্য আমাদের কাছে আছে তা এই তত্ত্ব সাপোর্ট করে না। আমাদের মধ্যে সন্দীপ হচ্ছে কোড বিশেষজ্ঞ। এই কোড ভাঙার দায়িত্ব তাই তাকেই দিচ্ছি," বললেন ডঃ কারসন। হলুদ রঙের খামটা এগিয়ে দিলেন সন্দীপের দিকে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও খামটা হাতে নিলো সন্দীপ। শুকে দেখল। তারপর খুলল আস্তে আস্তে। হাজার বছর পুরানো একটা কাগজ বেরিয়ে এলো। ঠিক কাগজ বলাও ঠিক হবে না। কাগজের চেয়ে জিনিসটা একসময় অনেক পুরু ছিল সেটা দেখেই বোঝা যায়। সেখানে কালো কালিতে নানা-ধরনের আঁকিবুঁকি, বেশিরভাগই ডট আর যতি চিহ্ন। নির্দিষ্ট কোন প্যাটার্ন নেই। যেন কোন অস্থিরমতি শিশু ইচ্ছে মতো কলম চালিয়েছিল। যদিও সন্দীপের চেহারা তা বলছেনা। তার চেহারা আরো গম্ভীর হয়ে উঠেছে। প্রফেসর সুব্রামানিয়াম অন্যদিকে তাকিয়ে আছেন।

"এরকম কোডের কথা শুনেছিলাম, দেখলাম প্রথম," অবশেষে মুখ খুলল সন্দীপ। "জানি না এই কোড ভাঙতে পারবো কি না। তবে চেষ্টা করবো অবশ্যই।"

"চেষ্টায় সফল হতেই হবে," ডঃ কারসন বললেন। "সন্দীপ চেষ্টা করতে থাকুক। আমরা কাল সকালে বের হবো।"

"কোথায়?" জিজ্ঞেস করলেন ডঃ আরেফিন।

"এখানে ছোট একটা উপত্যকা আছে। সুরেশ নিয়ে যাবে আমাদের। উপত্যকার মাঝে ছোট একটা বৌদ্ধ মন্দিরে যাবো।"

"তারপর?"

"সেখান থেকে আবার ফিরবো হোটেলে। এরমধ্যে আশা করি সন্দীপ তার কাজ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করে ফেলতে পারবে। যদি না পারে, তাহলে আগের প্ল্যান অনুযায়ী এগুবো।"

"আগের প্ল্যান?" প্রফেসর সুব্রামানিয়াম বললেন, অবাক হয়ে, "আগে কি প্ল্যান ছিল?"

"আপনাদের বলি নি? ওহ, খুব ভুলে যাই ইদানীং। এরপর তিব্বতের সীমানার দিকে যাবো। সেখানেই সীমান্ত অঞ্চলে খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করবো। পারমিশন নেয়া আছে আমাদের।"

"কিন্তু আমি কিন্তু খোঁড়াখুঁড়ি করতে পারবো না, রামহরি যাবে সাথে।"

"না। রামহরিকে নেয়া যাবে না। ও হোটেলেই থাকবে।"

"আচ্ছা। ঠিক আছে। আপনি যা ঠিক মনে করেন," বলে উঠে দাঁড়ালেন প্রফেসর সুব্রামানিয়াম, ডঃ আরেফিনের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলেন যদিও ডঃ আরেফিন কারনটা বুঝতে পেরেছেন বলে মনে হলো না।

"আমরা কিসের উপর ভিত্তি করে খুঁড়বো?"

"তথ্য আছে আমার কাছে। যথাসময়ে পাবেন," বললেন ডঃ কারসন। একটা সিগারেট ধরালেন।

"আমার মনে হয় সবকিছু পরিষ্কার করে জানার অধিকার আছে আমাদের," সন্দীপ বলল। খামটা সাইড টেবিলে রাখল আলতো করে।

"এই খামটা নিয়ে যান আপনি," সন্দীপের উদ্দেশ্যে বললেন ডঃ কারসন, "এই পুরোটা সময় আমাদের অনুসরন করা হয়েছে, জানেন আপনি? সেই লন্ডন থেকে কেউ একজন পিছু নিয়েছে আমার, এইটুকু বোঝার মতো বুদ্ধি আছে। তাই কোনকিছু আগে-ভাগে বলতে চাচ্ছি না। হয়তো বড় কোন ঝামেলায় পড়ে যেতে পারেন আপনারা।"

"সে যাই হোক," সন্দীপ বলল, "সেই দিল্লি থেকে ম্যাকলডগঞ্জ চলে এলাম, অথচ কি করতে হবে, কিভাবে করতে হবে, কিছুই তেমন জানি না।"

"সময়মতো সব জানবেন মিঃ সন্দীপ," গম্ভীর কণ্ঠে বললেন ডঃ কারসন, "আপাতত একটু ধৈর্য্য ধরুন।"

"আচ্ছা, আমি যাই তাহলে। মিটিং তো শেষ, তাই না?" বলল সন্দীপ।

"হ্যা, আজকের মিটিং এখানেই শেষ। আপনারা যার যার রুমে যেতে পারেন।"

সবাই বের হয়ে যাওয়ার পর বের হলেন ডঃ আরেফিন। সবকিছু কেমন ধোঁয়াশা লাগছে। কাল সকালে বের হতে হবে তাড়াতাড়ি। এরমধ্যে সন্দীপ যদি কোড ভেঙে কিছু বের করতে পারে তাহলে তো কথাই নেই। পরিশ্রান্ত লাগছিল। ধীর পায়ে হেঁটে রুমে ফিরে এলেন তিনি। ঢাকায় কল করা হয় নি গত দু'একদিন, আজ খবর নিতে হবে।

www.BanglaBook.org

* * *

আচমকা ঝাঁকিতে ঘুম ভাঙল রাশেদের। চারপাশে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। ঘুটঘুটে অন্ধকার। শুধু পাশের সীটে বসা লরেন্সের চেহারাটা আবছা দেখা যাচ্ছে। শুধু ড্যাশবোর্ডের আলোয় অপার্থিব দেখাচ্ছে চেহারাটা, ফ্যাকাশে, অভিব্যক্তিহীন মৃত লাশের মতো। কিন্তু লাশ কখনো হাসে না, মানুষ হাসে। লরেন্সের মুখটা হাসিহাসি।

"এতো ঝাঁকির মধ্যে কিভাবে ঘুমাও?" হেসে জিজ্ঞেস করল লরেন্স।

"জানি না।"

হেডলাইটের আলোয় সামনের এবড়োখেবড়ো রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে। একটু পর পর বাঁক। দক্ষ হাতে গাড়ির গতি সামলাচ্ছে লরেন্স। একটু এদিক-সেদিক হলেই পাশের খাদে পড়ে যেতে হবে।

"কোথাও কি থামবো না আমরা?" বিরক্তির সাথে জিজ্ঞেস করল রাশেদ।

"থামবো, আর আধ-ঘন্টার মধ্যে," লরেন্স বলল। "তোমার সীটের পাশে খবরের কাগজের প্যাকেটটা খোল।"

সীটের একপাশে রাখা খবরের কাগজের প্যাকেটটা আগে চোখে পড়ে নি রাশেদের। প্যাকেটটা হাতে নিলো, বেশ ভারী মনে হচ্ছে।

"কি আছে এখানে?"

"খুলেই দেখো," লরেন্স বলল।

প্যাকেটটা খুলল রাশেদ। কালো চকচকে একটা রিভলবার দেখা যাচ্ছে। একপাশে দু'টো ম্যাগাজিন।

"ম্যাগাজিন কিভাবে লোড করতে হয় জানো?" জিজ্ঞেস করল লরেন্স।

"এগুলো নিয়ে খুব বেশি নাড়াচাড়া করার সুযোগ হয় নি জীবনে," রাশেদ বলল, "আর নাড়াচাড়া করতেও চাই না।"

"নিজের নিরাপত্তার জন্যই তোমার জিনিসটা দরকার," লরেন্স বলল, "কিভাবে কি করতে হয় শিখিয়ে দেবো তোমাকে।"

"ঠিক আছে," বলল রাশেদ, প্যাকেট থেকে রিভলবারটা বের করে হাতে নিলো। বেশ ভারি জিনিস, ম্যাগাজিন দু'টো থেকে একটা বের করে অনায়াসে লোড করে নিলো।

"আরে, এতো দারুন ব্যাপার," লরেন্স বলল, "কে শিখিয়েছে?"

উত্তর দিলো না রাশেদ। ম্যাগাজিন লোড করা খুব কঠিন কিছু মনে হয় নি তার কাছে। ইংরেজি অনেক সিনেমায় দেখেছে কিভাবে ম্যাগাজিন লোড করে।

"শোন রাশেদ, এখন তুমি আমার সঙ্গী," লরেন্স বলল। "আমি যা বলবো তাই করবে। বেশি কিছু বা নিজে থেকে কিছু করার চেষ্টা করবে না। রিভলবারটা যেখানে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছিল সেখানেই রেখে দাও। প্রয়োজন হলে বলবো।"

"ঠিক আছে," মৃদু স্বরে বলল রাশেদ। খবরের কাগজে মুড়িয়ে রিভলবারটা সীটের পাশে রেখে দিলো।

"আজ রাতটা এক বন্ধুর ওখানে কাটাবো," লরেন্স বলল। "সেখানে আমার ইশারা ছাড়া কোন কথা বলবে না।"

"জি।"

খুব ধীরে চলছে গাড়িটা। গভীর অন্ধকারে হেডলাইটের আলো বেশিদূর যেতে পারছে না। কেমন ভুতুড়ে লাগছে সবকিছু, গা ছমছম করে উঠলো রাশেদের। মোবাইল ফোনটা পকেট থেকে বের করে নেটওয়ার্ক দেখে নিলো। একদম সিগন্যাল নেই।

দূরে আবছা কিছু একটা দেখা যাচ্ছে। ছোটখাট একটা কাঠামো। ভালো করে তাকাল রাশেদ। গাড়ির গতি আরো কমে আসছে। সম্ভবত আজ রাতের জন্য এটাই তাদের আশ্রয়স্থল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৩

মেয়েটার সাথে একজনের চেহারার খুব মিল। এমনকি মাঝে মাঝে মনে হয় রেবেকাই চলে এসেছে চোখের সামনে। সে একই দাঁড়ানোর ভঙ্গি, চাহনি। অনেক কিছু মনে না পড়লেও রেবেকার মুখটা ভোলে নি সে। অল্প বয়েসী মেয়েটার মনও খুব নরম। গত কিছুদিন অক্লান্ত পরিশ্রমে সারিয়ে তুলেছে তাকে। ভাগ্যকে সেজন্য ধন্যবাদ দেয় ত্রিস্তান। তার মতো একজন অচেনা মানুষ এতো সেবা, আতিথেয়তা পাবে তা অকল্পনীয়।

নিজের জীবনের অনেক কিছুই এখন ঝাপসা তার কাছে। রেবেকার মতো কিছু কিছু মুখ মনে পড়ে যায়। তিবাও, আন্তোনিওসহ অন্যান্য বন্ধুরা এখন শুধু স্মৃতি। মেঘনার তীরবর্তী এই অঞ্চল থেকে সরে যেতে হবে তাকে। এখানকার মানুষরা ঘৃনার চোখে দেখে তাকে। বৃদ্ধের আচরনেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। ব্যতিক্রম শুধু অল্পবয়েসী মেয়েটা। ইদানীং মনে হয় মেয়েটা হয়তো ভালোবাসে তাকে। মুখে বলে নি কখনো, কিন্তু আচার-আচরনে মাঝে মাঝেই বুঝতে পারে ত্রিস্তান।

বাংলাটা মোটামুটি বুঝতে পারে, বলতেও পারে টুকটাক। শুনে হাসে মেয়েটা। ওর নামটা মালতী রানি, উচ্চারন করতে গিয়ে "মালোটি" বলে ত্রিস্তান। বৃদ্ধও হাসি আটকাতে পারে না তখন। গত কিছুদিন হলো উঠে বসতে পারে ত্রিস্তান। মাঝে মাঝে বাইরে যায় হাঁটতে, গায়ের জোর এখনো ফিরে আসে নি। পুরো গ্রামটা হেঁটে আসে, দুপুরে খেয়ে নিয়ে ঘুমায় একটু। তারপর সন্ধ্যার পর উঠোনে বসে থাকে। ঝাপসা ঝাপসা নানা ছবি উঁকি দেয়, কোথাও যুদ্ধ করছে, কখনো সাঁতার কাটছে বন্ধুদের সাথে। অনেক দূরে নিজের দেশের কিছু ছবিও মাঝে মাঝে দেখতে পায়। সবই রেবেকার ঝাপসা মুখ। আর কোনদিন দেখা হবে না।

সন্ধ্যায় উঠোনে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে ত্রিস্তান। বৃদ্ধ বাইরে কোথাও গিয়েছিল, ফিরেছে একটু আগে। মালতী তাকে শুকনো মুড়ি আর গুড় দিয়েছে। তা নিয়ে গজগজ করছে বৃদ্ধ। শুনেও না শোনার ভান করে বসে আছে ত্রিস্তান। তাদের এই অবস্থার জন্য তাকেই দায়ী করে বৃদ্ধ সবসময়। হয়তো সে দায়ী, কিংবা তার জাতভাইরা। কিন্তু এখন কিছুই মনে পড়ে না। তাই চুপচাপ বসে বৃদ্ধের গালমন্দ শোনে, বৃদ্ধ একসময় শান্ত হয়ে চলে যায় ঘরে। ছোট একটা একচালা ঘর আছে একপাশে। সেখানে নানা-রকম মূর্তি সাজানো। সেখানে বসে পূজা করে। দেখে অবাক হয় ত্রিস্তান। কিন্তু কিছু বলে না।

আজ সন্ধ্যায় বৃদ্ধ ফিরে এসেছে একটু আগে। মূর্তির সামনে না গিয়ে সোজা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। তার মানে আজ আর উঠবে না। হয়তো শরীর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খারাপ। মালতী এসে দাঁড়িয়েছে পাশে। বাটিতে মুড়ি আর গুড় নিয়ে।

"মালতী," হেসে জিজ্ঞেস করল ত্রিস্তান। "উনার কি শরীর খারাপ?"

"হু।"

হাত বাড়িয়ে বাটিটা নিলো ত্রিস্তান।

"আমি কি খুবই খারাপ মালতী?"

"জানি না।"

মালতী চলে যেতে চাচ্ছিল, হাত চেপে ধরল ত্রিস্তান।

"তোমাকে আমার ভালো লাগে মালতী," ত্রিস্তান বলল। "আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।"

কিছুক্ষন চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল মালতী। কি উত্তর দেবে হয়তো বুঝতে পারছিল না।

"দাদুর সাথে কথা বলেন," ধীর কণ্ঠে বলল মালতী।

"ঠিক আছে," ত্রিস্তান বলল। মালতীর হাত ছেড়ে দিল।

বৃদ্ধের সাথে কথা বলে লাভ হবে না এটা ভালোই জানা আছে। কিন্তু তারপরও চেষ্টা করতে হবে এবং সেটা এখনি। উঠে দাঁড়াল ত্রিস্তান। বৃদ্ধের ঘরের দরজা খোলাই থাকে। ভিতরে হ্যারিকেন জ্বলছে। সোজা হয়ে শুয়ে আছে বৃদ্ধ। ওর নামটা কখনো জানা হয় নি ত্রিস্তানের। আজ জেনে নিতে হবে।

মালতী পূজার ঘরে চলে গেছে, এক ফাঁকে দেখে নিলো ত্রিস্তান। তারপর উঠোন পেরিয়ে বৃদ্ধের ঘরে ঢুকল।

বিছানায় সোজা হয়ে শুয়ে আছে বৃদ্ধ। চোখ খোলা। সেখানে প্রান আছে কি নেই বোঝা যাচ্ছে না। তাড়াতাড়ি পাশে গিয়ে দাঁড়াল ত্রিস্তান।

"আপনি ঠিক আছেন?" ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল ত্রিস্তান।

"এখনো ঠিক আছি," মৃদু স্বরে বলল বৃদ্ধ। ঠোঁট জোড়া কাঁপছে থরথর করে। "পানি খাবো।"

চেঁচিয়ে মালতীকে ডাকল ত্রিস্তান। তার ডাকার মধ্যেই এমন কিছু ছিল দৌড়ে ঘরে চলে এলো মালতী। হাতে পিতলের গ্লাসে পানি। বৃদ্ধের পাশে বসে মাথাটা তুলে পানি খাইয়ে দিল।

"মালতী, তোকে সৎ পাত্রে দিয়ে যেতে পারলাম না," হাপাঁতে হাপাঁতে বলল বৃদ্ধ।

"কথা বলো না, ঘুমাও।"

"এখন আর ঘুমানোর সময় নেই, এই বিদেশির সাথে চলে যা এই গ্রাম ছেড়ে।"

"কি বলছো এসব?"

"আজ রাতটা টিকবো না আমি," বৃদ্ধ বলল। "এই গ্রাম এখন পতিত হয়েছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এই এলাকা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যা। যেখানে কেউ এই বিদেশীকে চিনবে না।"

"দাদু, এভাবে বলো না। তোমার কিছু হবে না।"

"আমার সবকিছু আমি তোর জন্য রেখে যাচ্ছি," বৃদ্ধ বলল, হাত ইশারায় ঘরের কোনার দিকে একটা বড় সিন্দুক দেখাল। "ঐ সিন্দুকে সব সোনা আছে, আমার সারা জীবনের সঞ্চয়। ঐ দিয়ে তোরা নতুন জীবন শুরু করতে পারবি।"

"দাদু, আমি তোমাকে ছেড়ে যাবো না, এই গ্রাম ছেড়ে যাবো না," কাঁদতে কাঁদতে বলল মালতী।

"এই, তুমি একটু বাইরে যাও," ত্রিস্তানকে বলল বৃদ্ধ। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো ত্রিস্তান। "ঐ বিদেশীর কাছে একটা নক্সা ছিল, হয়তো কোন গুপ্তধনের। ওটাও আমি সিন্দুকে লুঁকিয়ে রেখেছি। বেচারা জিনিসটার কথা ভুলে গেছে। তুই নক্সাটা ওর হাতে পরতে দিবি না। তাহলে সর্বনাশ হবে। একবার ঐসব গুপ্তধনের খোঁজে বের হলে ওকে আর ফিরে পাবি না।"

"ঠিক আছে, ওটা লুকিয়ে রাখবো আমি," মালতী বলল ফোঁপাতে ফোঁপাতে।

"যা, আমার জন্য আরেক গ্লাস পানি নিয়ে আয়," বলল বৃদ্ধ।

দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো মালতী। বাইরে দরজার একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল ত্রিস্তান। ভেতরে ঢুকল। বৃদ্ধ আগের মতোই শুয়ে আছে। কিন্তু কোথাও যেন একধরনের অস্বাভাবিকতা আছে মনে হচ্ছে। বৃদ্ধের পাশে গিয়ে দাঁড়াল ত্রিস্তান। হ্যারিকেনের আলোয় বৃদ্ধের চোখ দু'টো শুন্য মনে হচ্ছে। কোন প্রান নেই। হাত দিয়ে নাড়ি দেখল ত্রিস্তান। ঝুঁকে বুকের উপর হাত রাখল। একদম নিস্প্রান। শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে না।

দৌড়ে ঘরে ঢুকেছে মালতী। হাতের গ্লাসের বেশিরভাগ পানিই পড়ে গেছে বাইরে। বৃদ্ধের মাথাটা তুলে পানি খাওয়াতে গিয়ে বুঝল দেরি হয়ে গেছে।

উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে ত্রিস্তান। ঘরে পাগলের মতো কাঁদছে মালতী। পৃথিবীতে হয়তো এই বৃদ্ধই তার একমাত্র আপনজন ছিল। তাকে হারানোর শোক তো হবেই।

কিন্তু ত্রিস্তানের মাথায় ঘুরছিল অন্য কথা। মালতীকে এখান থেকে নিয়ে যেতে হবে, অনেক দূরের কোন দেশে। যেখানে কেউ তাকে চিনবে না, পূর্বপরিচয় জানতে চাইবে না। সেখানে সে মালতীর সব দুঃখ ভুলিয়ে দেবে। কিন্তু মালতীকে একান্তে ডেকে বৃদ্ধ কি বলেছিল সেটা আর কখনোই জানা হবে না ত্রিস্তানের।

BanglaBook.org

১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ

দূরে ছোট একটা নৌকা দেখা যাচ্ছে। সম্ভবত মাছ ধরা নৌকা। যাত্রী তিনজন।

www.BanglaBook.org

এখানকার পানিতে অনেকদিন মাছ ধরতে আসে না কেউ। সাগরের দানোর কথা এখানকার জনপদে একটা মিথে পরিনত হয়েছে। ভয়ে কেউ আসে না এদিকটায়। ফলে মাছের অভয়ারন্যে পরিনত হয়েছে জায়গাটা। মাছ কিলবিল করে। বাঁশ দিয়ে লম্বা একটা বর্শা বানিয়ে নিয়েছে মিচনার। তার নিজেরও একটা নৌকা আছে, নৌকা না বলে ভেলা বলাই ভালো হবে। সেটা নিয়ে মাঝে মাঝে মাছ শিকারে যায় মিচনার। বর্শা দিয়ে ইচ্ছে মতো কিছু মাছ গেঁথে ফেলে। তারপর সেই মরা মাছগুলো আবার ফেলে দেয় পানিতে। এটা একধরনের খেলা তার কাছে। কিন্তু একই খেলা খেলতে আর কতো ভালো লাগে। মানুষ এসেছে অনেকদিন পর। এদের শিকার করতে পারার মধ্যেই আছে আসল আনন্দ। বড় বট গাছটা থেকে নেমে এলো মিচনার। তারপর গাছের আড়ালে লুকিয়ে দেখল নৌকাটার কার্যক্রম। এরা যদি মাছ ধরে নিয়ে ফিরে যেতে পারে তাহলেই সমস্যা। অন্যান্য জেলেদের তাহলে ভয় কেটে যাবে। দলে দলে আসতে থাকবে ওরা।

ছোট ভেলাটা দিনের আলো যায় না এমন এক জায়গায় লুকিয়ে রাখল মিচনার। কোমরে ছুরি গুঁজে ভেলাটায় চেপে বসল সে। আজ ঐ তিনটাকে এখান থেকে জ্যান্ত যেতে দেওয়া যাবে না।

স্রোত একেবারে কম এখানে। নিঃশব্দে এগিয়ে যাচ্ছে ভেলাটা। জেলেদের নৌকাটা একেবারে কাছেই। ওরা এখনো দেখতে পায় নি আগন্তুককে। লোকগুলোকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে মিচনার এখন। পরনের পোশাক ইউরোপীয় ধাঁচের, গায়ের রঙ ফর্সা। অনেকটা তার মতোই। গত পঞ্চাশ বছরে এই অঞ্চলে সাদা চামড়ার মানুষের দেখা পায় নি। এই লোকগুলো কোথা থেকে এলো, ভাবছিল মিচনার।

চিন্তা করার মতো সময় হাতে নেই। এই লোকগুলোকে খতম না করলে তার নিজের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এতো আরাম আয়েশে লোকচক্ষুর অন্তরালে আর কোথাও থাকা যাবে না।

ভেলা থেকে আস্তে করে শীতল পানিতে নেমে পড়ল মিচনার। এক হাতে বর্শাটা রাখতে ভুলল না। ভেলায় করে ওদের কাছে যাওয়ার আগেই ওরা দেখে ফেলবে। তাই এই সাবধানতা। পানির নীচে ইচ্ছে মতো দম বন্ধ রাখার ক্ষমতা আছে তার। কাজেই ডুব সাঁতার দিয়ে নৌকাটার কাছে চলে গেল মিচনার। ওরা জাল ফেলেনি। ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে এসেছে। নৌকাটার ঠিক নীচে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল মিচনার। তারপর শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ধাক্কা দিল নৌকার তলায়। উপরের তিনজন এই আকস্মিক ধাক্কা সামলাতে পারলো না। একজন পড়ে গেল সাথে সাথেই। তাকে বর্শা দিয়ে গেঁথে ফেলল মিচনার। চারপাশ লাল হয়ে গেছে রক্তে। নৌকার উপরের দুজন সমানে চেঁচাচ্ছে। ওদের চিৎকার শোনার মতো কেউ নেই আশপাশে। আবারও নৌকার তলায় ধাক্কা দিল মিচনার। দুজনের কেউ পড়লো না। নৌকার কিনার ধরে

www.BanglaBook.org

বসে পড়েছে। এবার কোমর থেকে ছুরি বের করল মিচনার। কাঠের তৈরি নৌকা, জায়গায় জায়গায় জোড়া দেয়া। ঠিক জায়গা দেখে ছুরিটা বসিয়ে দিল মিচনার নৌকার তলায়। ক্রমাগত খুঁচিয়ে যাচ্ছে ছুরির ধারাল আগা দিয়ে। কিছুক্ষনের মধ্যে ফুটো হয়ে গেল নৌকার তলাটা। উপায় না দেখে ঝাপ দিল আরেকজন। হয়তো সাঁতরে তীরে যাওয়ার ইচ্ছায়। কিন্তু মিচনার এখন অপ্রতিরোধ্য। রক্ত তার মধ্যে দারুন চাঞ্চল্য এনে দিয়েছে। বর্শাটা সর্বশক্তিতে ছুড়ে দিল মিচনার, পানির নীচে একেবেকে ছুরিটা এফোঁড়ওফোঁড় করে ফেলল লোকটাকে। রক্ত বেরিয়ে আসছে পিচকারির মতো। চারদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে। এবার আরেকজন বাকি।

অপেক্ষা করার সময় নেই। রক্তের গন্ধ আরেকজনেরও খুব পছন্দ। রকহেড। একটা হাঙর, নামটা মিচনারের দেয়া। হয়তো কাছাকাছিই আছে, রক্তের গন্ধে যেকোন সময় ছুটে আসবে। ওর সাথে যুদ্ধ করার কোন ইচ্ছেই মিচনারের নেই। তাই ডুব সাঁতারে ভেলাটার উপর ফিরে এলো মিচনার।

নৌকাটা ডুবছে। অসহায়ের মতো পানি সেঁচার চেষ্টা করছে জীবিত লোকটা। কিন্তু পানি ঢুকছে, নৌকাটার অর্ধেকের বেশি ডুবে গেছে। মাঝে মাঝে দূরে মিচনারের দিকে তাকাচ্ছে। দৃষ্টিতে অবিশ্বাস। একটা মানুষ পানির নীচ থেকে এভাবে আক্রমন করেছে এটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে লোকটার, বুঝতে পারল মিচনার। রকহেডের আসার সময় হয়েছে। একটু দূরে পানিতে আলোড়ন দেখা গেল। এই লোকটাকে নিজের হাতে মারতে না পারার আফসোস থাকবে।

কিছুক্ষনের মধ্যে সৈকতে ফিরে এলো মিচনার। শুয়ে পড়ল বালির উপর। অনেকদিন পর দারুন উত্তেজনাকর কিছু মুহূর্ত কেটেছে তার।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৪

যজ্ঞেশ্বরের গুরুর সাথে দেখা হয়েছে, এতোদূর আসাটা অনেকটাই সার্থক হয়েছে বলা যায়। মানুষটাকে দেখেই ভক্তি আসবে যে কারো। ফর্সা একহারা চেহারা, খাড়া নাক, প্রশস্ত কপাল আর বড় বড় দু'টো চোখ। এই চোখগুলো অনেক কিছু দেখেছে। মুখভর্তি সাদা দাড়ি, লম্বা জটা চুলে অদ্ভুত রহস্যময় দেখাচ্ছিল লোকটাকে।

এই লোকের সামনে যজ্ঞেশ্বর যেন নিতান্তই এক শিশু, হাত জোড় করে পায়ের সামনে বসে ছিল যজ্ঞেশ্বর। গুরুজী পরম স্নেহে হাত রেখেছিল শিষ্যের মাথায়, তাতেই যেন জীবন ধন্য হয়ে গেছে যজ্ঞেশ্বরের। তাকিয়ে তাকিয়ে সব দেখছিলেন তিনি।

ম্যাকলডগঞ্জের বাইরে ছোট একটা পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। একটু আগেই উপর থেকে নামলেন। যজ্ঞেশ্বরের গুরুর সাথে দেখা করে। পাহাড়ের মাথা অনেকটাই সমতল, সেখানে বড় একটা গাছের তলায় ধ্যানমগ্ন অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল গুরুকে। অনেক কথা হলো, যদিও অনেক কিছুই এড়িয়ে গেছেন ভদ্রলোক, তবু যা জানার জেনে নিয়েছেন তিনি। ভারতীয় জ্ঞানগঞ্জ আর তিব্বতি সাম্ভালা যে একই বিষয় এটাই ছিল গুরুর প্রধান ভাষ্য। ব্যাপারটা ঠিক মতো বুঝতে পারেন নি তিনি। জ্ঞানগঞ্জে নাকি অনেকেরই যাওয়া-আসা আছে। তবে সেটা তিব্বতের কাছাকাছি কোন জায়গা কি না তা পরিষ্কার করে বলেন নি গুরু। তার নিজের যেটুকু ধারনা তাতে জায়গাটা কৈলাস পর্বত এবং মানস সরোবরের কাছাকাছি কোন জায়গা হবে, আর অঞ্চলটা তিব্বতেরই অন্তর্গত।

দীর্ঘসময় ধরে কথা হয়েছে গুরুর সাথে। এক প্রসংগ থেকে নানা প্রসংগে চলে গেছেন। সম্রাট অশোকের সেই রহস্যময় নয় মানবের কথাও বাদ থাকে নি। গুরুর ধারনা নয় রহস্যময় মানব এখনো জীবিত এবং তাঁরা এখন সাম্ভালায় অবস্থান করছেন। মানবজাতির প্রয়োজনের সময় নাকি আবার চলে আসবেন। এঁদের একজনের সাথে নাকি গুরুজীর দেখাও হয়েছে। বিস্মিত হলেও বুঝতে দেন নি তিনি। চুপচাপ বাধ্য শ্রোতার মতো শুনে গেছেন। প্রশ্ন করেন নি কোন। তিনি নিজেই এক বিস্ময়ের নাম। নয় রহস্যময় মানব হয়তো সত্যি সত্যি আছে। হয়তো সাম্ভালায় কখনো যেতে পারলে তাদের দেখা মিলবে।

নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন লখানিয়া সিং বলে। চলে আসার সময়কার দৃশ্যটা চোখে ভাসছে এখনো। যজ্ঞেশ্বরকে অবাক করে তাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন গুরুজী। কানে কানে বলেছিলেন, "আমার কাছে পরিচয় গোপন করে লাভ নেই। আপনিই সেই বিশেষ একজন যার প্রতীক্ষায় ছিলাম আমি। তবে একটা ব্যাপারে সাবধান করে দিতে চাই। আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী আসছে। ঝড়ের গতিতে। সাবধানে থাকবেন।"

www.BanglaBook.org

উত্তর দেন নি তিনি। প্রতিদ্বন্দ্বী আবার কে? অভয় দেয়ার ভঙ্গীতে হেসেছিলেন। তারপর চলে এসেছেন।

যজ্ঞেশ্বর রয়ে গেছে গুরুর সেবায়। দু'একদিন পরে আসবে কিংবা নাও আসতে পারে। বেচারাকে জোর দেন নি তিনি। সন্ন্যাসী মানুষ, প্রাত্যহিক জীবনে তাল মেলাতে চায় না।

অনেকক্ষন ধরেই এখানে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। আগের রাতে ঐ লোকটাকে প্রচ্ছন্ন হুমকি দিয়ে ভালোই করেছেন। লোকটাকে অবশ্য তেমন ভয়ংকর কিছু মনে হয় নি। বিশেষ কোন স্বার্থে বাংলাদেশি মানুষটার পেছনে লেগেছে। স্বার্থটা কি জানতে পারলে খুব ভালো হতো।

দূরে তাকিয়ে পরিচিত মানুষটাকে দেখতে পেলেন। বাংলাদেশি সেই ভদ্রলোক আসছেন, সাথে আরো দুজন। একজন ইউরোপীয়, বয়স্ক। অপরজন ভারতীয়, স্বাস্থ্যবান মানুষ। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে দূর থেকেই বোঝা যাচ্ছে। এঁদের সাথে গাইড লোকটাও আছে। সবার হাতে ছোটখাট ব্যাগ। বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে তারা, বুঝতে পারছেন তিনি। নিজেকে একটু আড়ালে নিয়ে গেলেন। গতরাতের অনুসরনকারি পেছনে আছে কি না বুঝতে চেষ্টা করছেন। সম্ভবত নেই। যে হুমকি দিয়েছিলেন তাতে হয়তো ভয় পেয়েছে।

কিন্তু ধারনা ভুল। বিপরীত দিকে ছোট একটা টিলার উপর একজনকে দেখা যাচ্ছে। মাথায় টুপি, শীতের ভারী পোশাক পরনে। তারপরও চিনতে ভুল হলো না তার। গতরাতের লোকটাই। হাতে বাইনোকুলার। কাছাকাছি না এসে দূর থেকে নজর রাখছে।

একচিলতে হাসি খেলে গেল তার মুখে। হুমকি দেয়ার পরও যেহেতু জানের ভয় পায় নি তাহলে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। তবে এখন না, পরিস্থিতি যদি কখনো নিয়ন্ত্রনের বাইরে যাওয়ার মতো অবস্থা হয় তখন।

আস্তে আস্তে ছোট দলটাকে অনুসরন করছেন তিনি। এরা কি উদ্দেশ্যে এসেছে না জানা পর্যন্ত ভালো লাগছে না। মনে হচ্ছে সামনে বড় কোন বিপদ ওৎ পেতে আছে। ভয়কে জয় করেছেন অনেক আগেই। তবে গুরুজীর কথা একেবারে ফেলা দেয়াও হয়তো ঠিক হবে না। হয়তো এমন কেউ সত্যিই আছে যে তাকে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে। এই জীবনে কারো সাথে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করা হয় নি, মরনশীল মানুষের সাথে কোন কিছু করেই মজা নেই। সত্যিই যদি সেরকম কেউ আসে, তাহলে খারাপ হবে না।

নিজের মধ্যে অদ্ভুত উত্তেজনা টের পাচ্ছেন তিনি। তাকে চ্যালেঞ্জ করার মতো কেউ আসলে সত্যিই ভালো লাগবে।

শীতল হাওয়া বইছে। এই আবহাওয়ায় একসময় অভ্যস্ত ছিলেন তিনি। কিন্তু এখন গায়ে কাটা দিয়ে উঠছে। হাঁটতে হাঁটতেই পুরানো কিছু স্মৃতি মনে পড়ে গেল।

www.BanglaBook.org

কন্সট্যান্টিপোলের আকাশ সেদিন অন্ধকার হয়ে এসেছিল। দিনরাত যুদ্ধের দামামা বাজছে। রোম সাম্রাজ্যের শেষ চিহ্ন এই কন্সট্যান্টিপোলও এখন ধ্বংসের মুখে। দৃঢ় চিত্ত সম্রাট কন্সট্যান্টিন চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে আছেন প্রাসাদের বারান্দায়। এখান থেকে পুরো শহরটা ছবির মতো দেখা যায়। কন্সট্যান্টিপোলের তিন দিকে জল, একদিকে স্থল। দক্ষিণে গোল্ডেন হর্ণ, উত্তরে মারমারা উপসাগর আর পশ্চিমে বসফরাস প্রণালী। ভৌগলিক অবস্থানের কারনে বিশ্বের সুরক্ষিত নগরীগুলোর মধ্যে অন্যতম এই শহর। এর প্রতিরক্ষাব্যবস্থাও অত্যন্ত শক্তিশালী। গোটা নগরীর চারপাশে একাধিক দুর্ভেদ্য প্রাচীর ও সার্বক্ষণিক সশস্ত্র প্রহরা। এসব কারণে কন্সট্যান্টিপোল এক অজেয় দুর্গ। সেই অজেয় দূর্গে গত প্রায় উনপঞ্চাশ দিন ধরেই একটানা আক্রমন করে যাচ্ছে হানাদাররা।

মুখে চিন্তার ছাপ নিয়ে চারপাশ খুটিয়ে খুটিয়ে দেখছিলেন সম্রাট কন্সট্যান্টিন। প্রথম এবং দ্বিতীয় স্ত্রী মারা গেছে। কোন সন্তান ছাড়াই। বংশধরের জন্য বিয়ের প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে জার্মানী আর স্কটল্যান্ডে। এখনো কোন উত্তর আসে নি। হয়তো আসবেও না। কন্সট্যান্টিপোলকে রক্ষা করতে না পারলে কে বিয়ে দেবে মেয়েকে তাঁর সাথে? এই যুদ্ধের মধ্যেও বিয়ের কথা মাথায় আসায় বিরক্ত হলেন সম্রাট। শহরের চারপাশ ঘিরে যে প্রাচীর বানানো হয়েছিল, তা এক কথায় দুর্ভেদ্য। এই শহর দখল করতে হলে সুলতান মুহাম্মদকে অনেক বুদ্ধি করে এগুতে হবে। এককালে এই তরুণ সুলতানের বাবার ইচ্ছেতেই বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসতে পেরেছিলেন তিনি। কিন্তু মুরাদের অকাল মৃত্যুতেই সমস্যার শুরু। অটোমান সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসল তরুণ সুলতান মুহাম্মদ, মাত্র একুশ বছর বয়সে। তারপরই দুজনের মধ্যে বিরোধের শুরু। সেই বিরোধ যে যুদ্ধে রুপ নেবে তা বুঝতে পেরেছিলেন যখন সুলতান বসফরাসের দুই প্রান্তে দুটো দূর্গ নির্মাণ করেন। এই দূর্গগুলো নির্মানের ফলে বসফরাস প্রনালী পুরোপুরি সুলতানের নিয়ন্ত্রনে চলে যায়।

যুদ্ধের বার্তা পেয়েই সম্রাট কন্সট্যান্টিন খ্রিস্টান জাতিগুলোর উদ্দেশ্য সাহায্যের আহবান জানান, নিজের ভাইয়ের কাছেও বার্তাবাহক পাঠান। কিন্তু অটোমান আক্রমন প্রতিরোধে যে পরিমান সাহায্য আসার কথা তার সিকি পরিমান সাহায্যও তিনি পান নি। তাই শহরবাসী আর অল্প সৈনিক নিয়েই কন্সট্যান্টিপোল রক্ষায় নেমে যেতে হয় তাকে।

এরমধ্যে যতোটুকু শুনেছেন সুলতানের সৈন্য সংখ্যা প্রায় দুই লাখের কাছাকাছি, সমুদ্রে রনতরীর সংখ্যা তিনশোর উপরে। তবু মনোবল হারান নি তিনি। এর পেছনে তাঁর ব্যক্তিগত উপদেষ্টা লুকাসের অবদান স্বীকার করতেই হবে। দিনরাত ছায়ার মতো আছে তাঁর সাথে। গ্রিক এই লোকটা গত পাঁচ বছর ধরে আছে তাঁর সাথে, সিংহাসনে আরোহনের আগ থেকেই। যেন জানতো বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যের প্রধান হতে যাচ্ছেন তিনি। প্রজাহিতকর নানা কাজে যেমন উৎসাহ দিয়েছে, তেমনি ব্যবসা-

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বানিজ্য বা প্রতিরক্ষা বিষয়ক নানা কাজে তাকে পরামর্শ দিয়েছে। কন্সট্যান্টিপোল শুরু থেকেই প্রায় অপরাজেয়। প্রথম কন্সট্যান্টিন এভাবেই শহরটা তৈরি করেছিলেন যখন পশ্চিমে রোম সাম্রাজ্যের পতন হয়। এবার হয়তো আরেক কন্সট্যান্টিনের সাথেই এর পতন ঘটবে।

লুকাস একটু পেছনে দাঁড়িয়ে আছে, চুপচাপ, বিষন্ন ভঙ্গীতে। বয়স পয়তাল্লিশের কাছাকাছি। ঋজু দেহ, গভীর চোখ। সম্রাট কিছুক্ষন একা থাকতে চায় এটুকু বোঝে সে। বার্তাবাহক এসেছে একজন। তাকে দূরে দাঁড় করিয়ে রেখেছে লুকাস। সম্রাট এখন ভাবুক অবস্থায় আছেন, এখন তাকে বিরক্ত করা যাবে না। বার্তাবাহক যে বার্তা নিয়ে এসেছে তা জানে লুকাস। সুলতানের বার্তা। হয়তো এটাই শেষ বার্তা। শেষ সাবধানবানী। আত্মসমর্পন করার আহবান। সম্রাট কি রাজি হবেন? বুঝতে পারছে না লুকাস। রাজি হওয়ার সম্ভাবনা কম।

রেলিং-এ হেলান দিয়ে লুকাসকে কাছে ডাকলেন সম্রাট।

ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন লুকাস।

"তোমার কি ধারনা লুকাস? এই যুদ্ধে আর কতোদিন টিকতে পারবো আমরা?"

"মহামান্য সম্রাট, সুলতান বেপোরোয়া, কন্সট্যান্টিপোল তিনি দখল করবেনই। খুব বেশি আশার আলো আমি দেখতে পাচ্ছি না।"

"একজন সম্রাটকে এভাবে ভয় দেখালে লুকাস! আসলে তোমার সাহস দেখে আমি মাঝে মাঝে অবাক হই," মৃদু হাসলেন সম্রাট কন্সট্যান্টিন। "হয়তো এজন্যই তোমাকে আমার বেশি ভালো লাগে।"

এবার সোজা হয়ে দাঁড়ালেন সম্রাট। বিকেলের শেষ আলোয় তাঁর চেহারায় এক ধরনের অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছিল।

"ইটালী থেকে সাহায্য আসছে, আমার ভাইও সাহায্য পাঠাবে," বললেন সম্রাট, "সুলতানের লক্ষ সেনার একজনও এই শহরে ঢুকতে পারবে না।"

চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল লুকাস। উত্তর দিল না, সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল শুধু। বার্তাবাহকের চিঠিটা সম্রাটের হাতে দিল। রাজোকীয় ফরমান। ধীরে ধীরে পড়লেন সম্রাট কন্সট্যান্টিন।

"এই নিয়ে তিনবার পাঠালো, তাই না লুকাস?"

"জি, মহামান্য সম্রাট।"

"খাঁটি মুসলমানের মতো কাজ করেছে সুলতান। আত্মসমর্পন করতে বলেছে, তাও পরপর তিনবার। এবার গ্রহন না করলে চরম আক্রমন করবে, তখন আর কাউকে ছাড় দেয়া হবে না।"

"জি, মহামান্য সম্রাট।"

"আমি কি করবো জানো?"

উত্তরের আশায় লুকাসের মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন সম্রাট। কিন্তু কি উত্তর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেবে বুঝতে পারছে না লুকাস। জীবন বাঁচাতে চাইলে আত্মসমর্পন করা ভালো, কিন্তু সম্রাট কন্সট্যান্টিন মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে করবেন এটা নিশ্চিত।

"জানো না। আমি বলছি, আত্মসমর্পন করবো না আমরা। আমার বীর সৈনিকরা এই অটোমান তুর্কিদের থামাতে পারবে।"

"জি, মহামান্য সম্রাট।"

"বার্তাবাহককে পাঠিয়ে দাও। বলে দাও, যতদিন আমি বেঁচে আছি আত্মসমর্পনের প্রশ্নই উঠে না।"

"জি, মহামান্য সম্রাট।"

কিছুক্ষন পর বার্তাবাহককে পাঠিয়ে দিল লুকাস। তার মন বেদনায় ভারাক্রান্ত। কন্সট্যান্টিপোলের পতন অনিবার্য্য। সম্রাট তা বুঝতে চাইছেন না। এই মুহূর্তে সম্রাটের পাশে থাকাটা খুব জরুরি। কিন্তু এখানে থাকাটা আর নিরাপদ হবে না। সম্রাটকে বারান্দায় রেখে নীচে নেমে এলো লুকাস। হয়তো কাজটা কাপুরুষতা হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ধ্বংসোন্মুখ একটা শহরে সত্যিকার কোন কাজ নেই তার। সুলতান মুহাম্মদ বুদ্ধিমান, তরুণ এবং অসম্ভবকে সম্ভব করার সাহস রাখেন। যে বিশাল সৈন্যবাহিনী তিনি জড়ো করেছেন, সেই সাথে হাঙ্গেরীয় অস্ত্রবিদ ওরবানকে দিয়ে যে সব অস্ত্রশস্ত্র বানিয়েছেন কন্সট্যান্টিপোল দখল তিনি করবেনই তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেই দখলের পর এখানে থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তার আগেই চলে যেতে হবে এখান থেকে। দূরে কোথাও। সম্ভব হলে ব্রিটানিয়া অথবা অন্য কোথাও।

শহরের প্রধান গীর্জায় কিছুক্ষন সময় কাটিয়ে সন্ধ্যার পর পর বেরিয়ে পড়ল লুকাস। চারপাশ ঘিরে রেখেছে অটোমান তুর্কিরা। এরমধ্য দিয়ে বের হয়ে যাওয়াটা খুব ঝুঁকির কাজ হয়ে যেতে পারে। বাইজেনটাইন অথবা তুর্কি যে কারো দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু ঝুঁকি নেয়া ছাড়া আর কোন পথ নেই। শহরের বাইরে যাওয়ার এবং ঢোকার সবগুলো প্রবেশপথে বাইজেনটাইন সৈন্যরা পাহারা দিচ্ছে। তারপরও এমন একটা পথ চেনেন তিনি তা কেউ ব্যবহার করে নি কখনো।

ঠিক বারোটার পর বাইজেনটাইন এবং অটোমান সৈন্যদের ফাঁকি দিয়ে কন্সট্যান্টিপোলের বাইরে চলে এলো লুকাস। ছোট একটা পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে এখন সে। এতো রাতে বসফরাসের পশ্চিম তীরে মশালের লাফালাফি চোখে পড়ল। অন্ধকারের কারনে কিছু বোঝা যাচ্ছিল না, তবু নিশ্চয়ই বড় কোন কাজে নেমেছেন সুলতান। হয়তো অদ্ভুত কোন ফন্দি করেছেন। এখান থেকে তা বোঝার উপায় নেই। গোল্ডেন হর্ণে লাগানো শেকলের কারনে যুদ্ধজাহাজগুলো ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারছেন না সুলতান। হয়তো তারই কোন সমাধানে নেমেছেন। আগামীকাল সকালেই হয়তো সব বোঝা যাবে। কিন্তু ততক্ষনে এই শহরের সীমা ছাড়িয়ে ইউরোপের দিকে পাড়ি জমাবে লুকাস। পেছনে পড়ে থাকবে বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যের শেষ রাজধানী এবং শেষ সম্রাট। সেদিন ছিল মে মাসের সাতাশ তারিখ,

www.BanglaBook.org

১৪৫৩ সাল, এর দুই দিন পরই বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটে যা একসময় রোমান সাম্রাজ্যের শেষ চিহ্ন হিসেবে টিকে ছিল এশিয়ায়।

হাঁটতে হাঁটতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন তিনি। কন্সট্যান্টিপোলের নাম এখন ইস্তানবুল। সম্রাট কন্সট্যান্টিন আত্মসমর্পন করেন নি, বীরের মতো প্রান দিয়েছেন যুদ্ধে। সমাহিত করার জন্য তাঁর লাশ পাওয়া যায় নি, সাধারন সৈনিকদের সাথে এককাতারে যুদ্ধ করেছিলেন সম্রাট, নিজের রাজকীয় পোশাক ছুঁড়ে ফেলে। সুলতান মুহাম্মদ ছিলেন অসাধারন সম্রাট, শহর দখল করেই তিনি জনগনকে মেরে ফেলেন নি। মুসলমান সাম্রাজ্য কায়েম করেছিলেন। কন্সট্যান্টিপোল জয় করার জন্য এমন সব কৌশল আবিষ্কার করেছিলেন সুলতান যা তাকে ইতিহাসের সেরা সমরবিদের পরিচয় এনে দেবে। আশিটি রনতরী একরাতের মধ্যে ডাঙ্গায় তুলে কাঠের পাটাতনে তেল দিয়ে অপর পাশের গোল্ডেন হর্নে ছেড়েছিলেন যাতে ইউরোপের সাহায্য কন্সট্যান্টিপোলে না পৌঁছতে পারে। তাতেও কাজ না হওয়ায় কন্সট্যান্টিপোলের প্রাচীরের সমান উঁচু চলমান টাওয়ার বানিয়েছিলেন যাতে করে সৈন্যরা শহরে ঢুকতে পারে। সুলতানের সেই উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। কন্সট্যান্টিপোল জয়ের পর সুলতানের নামের সাথে যোগ হয়েছিল ফতেহ। এইসব ইতিহাসই তার জানা হয়েছিল পরবর্তীতে।

সামনে তাকালেন, দূরে বিন্দুর মতো চারজনকে দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে পুরানো এসব স্মৃতি তাকে দারুন আন্দোলিত করে। সেইসব সাহসী লোক এখন হয়তো শুধু ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায়। অবশ্য আগের মতো যুদ্ধবিগ্রহও হয় না। তবে ধর্মীয় একটা বিভেদ রয়েই গেছে সেটা হয়তো সহজে দূর হবার নয়। ইহুদি, মুসলমান, হিন্দু, খ্রিস্টান সবার মধ্যেই পারস্পরিক সমঝোতার পথটা এখনো অনেক দূরে। তবে দূরে হলেও আশা হারান নি তিনি, একদিন হয়তো পুরো পৃথিবীতেই সাম্ভালার মতো শান্তি বিরাজ করবে, মানুষ জাগতিক চাওয়া-পাওয়া থেকে মুক্তি পাবে। সাম্ভালার খোঁজ পাওয়াটা তাই খুব জরুরি।

* * *

লোকগুলো পাহাড়ি, শক্তসমর্থ, বয়স বোঝা যায় না, তবে চল্লিশের নীচেই বয়স হবে সবার। পাঁচজনের একটা দল। ছোট কাঠের বাড়িটায় পাশাপাশি দু'টো কামরা। একটায় বসে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল ওরা, চাকমা অথবা মারমা ভাষায়, কিছুই বুঝতে পারছিল না রাশেদ। পাশের ঘরে বসে ঘামছিল সে। এখানে বিদ্যুতের আলো এসে পৌঁছেনি এখনো। ছোট একটা হ্যারিকেন জ্বলছে এক কোনায়। তার আলোয় পুরো ঘরটা আলোকিত হয় নি। লরেন্স বসতে বলে গেছে অনেকক্ষন আগে। এখনো আসার নাম নেই। একটু ভয় ভয় লাগছিল রাশেদের। এই লোকগুলো হয়তো খারাপ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

না, অন্তত খুন-খারাপির সাথে জড়িত বলে মনে হয় না। চেহারায় শিশুসুলভ সারল্য আছে। এরা হয়তো খেটে খাওয়া মানুষ, এদের দিয়ে পরিশ্রমের কোন কাজ করাবে বলে হয়তো ঠিক করেছে লরেন্স।

ছোট একটা চৌকির উপর বসে আছে রাশেদ। পাশের জানালা খোলা। সেখানে তাকালে বাইরের ঘুটঘুটে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। বাইরে নানা ধরনের শব্দ। ঝিঁঝি পোকা থেকে শুরু করে তক্ষক, ব্যাঙ আরো অনেক কিছুই ডাকছে। অদ্ভুত এক ভয় পেয়ে বসেছে রাশেদকে। পাশের কামরায় লোকজন আছে, কিন্তু মনে হচ্ছে পৃথিবীতে সে একা, একজন মানুষ। আর কেউ নেই। সবাই কোন নিউক্লিয়ার বিস্ফোরনে মারা গেছে। এখান থেকে বের হলেই দেখবে পাশের রুমে কেউ নেই। সবকিছু খাঁ খাঁ করছে। এই ধরনের অদ্ভুত চিন্তা তার মাথায় যখন তখন আসে। সাইক্রিয়াটিস্টের কাছে যাওয়া উচিত আরো বেশি খারাপ কিছু হওয়ার আগে।

দরজায় টোকা পড়াতে কিছুটা আঁতকে উঠলো রাশেদ। লরেন্স ঢুকেছে। ঘামছে দরদর করে।

"আজ অনেক গরম," নিজের মনেই বলল লরেন্স। রাশেদের পাশে বসল। "তুমি কিছু খেয়েছো রাশেদ?"

উত্তর দিলো না রাশেদ। যাওয়ার সময় রুটি আর কলা রেখে গিয়েছিল লরেন্স, সেগুলো খাওয়া হয়েছে আরো অনেকক্ষন আগেই। মনে হচ্ছে সামনের কয়েকটা দিন রুটি আর কলা দিয়েই চালিয়ে দিতে হবে।

পাশের রুমে হৈ চৈ শুরু হয়েছে। হাসল লরেন্স।

"এখন ওরা পাহাড়ি খাচ্ছে, তুমি খাবে নাকি?"

"আমি খাই না ওসব," বিরক্তির সাথে বলল রাশেদ।

"শোন, কাল খুব ভোরে রওনা দেবো," লরেন্স বলল। "তুমি ঘুমিয়ে পড়ো। আমি একটু ওদের সাথে সঙ্গ দেবো।"

রুম থেকে বেরিয়ে গেল লরেন্স। এই গরমে কিভাবে ঘুম আসবে বুঝতে পারছে না রাশেদ। জানালা দিয়ে এই সময় সুন্দর একটা বাতাস এলো। বাতাসটা শীতল। ছোট একটা বালিশ নিয়ে শুয়ে পড়ল রাশেদ। সকালে উঠতে হবে বলেছে লরেন্স। সেটা কতো সকাল, কে জানে?

সকালে ঘুম ভাঙল রাশেদের। ঘড়ি নেই হাতে। প্যান্টের পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করে সময় দেখল। ভোর ছ'টা বাজে। আসলে জানালা দিয়ে সূর্যের আলো সরাসরি মুখের উপর পড়াতে ঘুম ভেঙে গেছে। বিছানা ছেড়ে উঠে বাইরে এলো রাশেদ। পাশের রুমে লোকগুলো মেঝেতে শুয়ে আছে, এলোমেলো হয়ে। কার উপর কার পা কিংবা মাথা উঠে পড়েছে সে খেয়ালও নেই ওদের। লরেন্স নেই সেখানে। সম্ভবত মাইক্রোবাসে ঘুমাতে গেছে।

পুরো এলাকা আলোয় ঝলমল করছে। ছোট কাঠের বাড়িটা থেকে সামনের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিকে একটু এগিয়ে গেলেই পাহাড়ের চূড়া। সেখানে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখতে পারলে ভালো হতো। একটা ঝোপের পাশে গিয়ে সকালের ভারমুক্ত হলো রাশেদ। ক্ষুধা পেয়েছে খুব। রুমে বেশ কয়েকটা পাকা কলা আছে। কিন্তু এখন আবার রুমে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না।

ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো। মনে হলো আড়াল থেকে কেউ দেখছে তাকে। চারপাশে তাকাল রাশেদ। কেউ নেই। একটু দূরেই ঘন জঙ্গল। সেখানে কেউ লুকিয়ে থাকলে বোঝার কোন উপায় নেই। কিন্তু এই সাতসকালে সেখানে কারো থাকার কথা না।

হেঁটে নীচের দিকে নামতে থাকল রাশেদ। সমতল একটা জায়গার উপর মাইক্রোবাসটা রেখে উপরে উঠেছিল ওরা। লরেন্স নিশ্চয়ই সেখানে আছে। চারপাশে তাকাতে তাকাতে নীচে নামছে রাশেদ। অস্বস্তি লাগছে, মনে হচ্ছে কোথাও কোন ঝামেলা হয়েছে।

ঝামেলাটা কি এবার কিছুটা বুঝতে পারছে রাশেদ। মাইক্রোবাস যেখানে থাকার কথা সেখানে নেই। এমনকি আশপাশে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। শুকনো মাটিতে শুধু টায়ারের ছাপ। লরেন্স কি তাকে একা রেখে চলে গেল? নাকি আবার ফিরে আসবে? কিন্তু এভাবে না বলে লরেন্সের চলে যাবার কথা না। আর্শ্চয্য লাগছিল রাশেদের কাছে। এবার সত্যিই মনে হচ্ছে পৃথিবীতে সে একা। সাথে মোবাইল ফোনটাও নেই। মাইক্রোবাসে রেখে এসেছিল গতরাতে। উপর থেকে অনেকটা পথ নেমে এসেছে রাশেদ। আরেকটু সামনে গেলেই রাস্তা। রাস্তাটা কোথায় গেছে সে সম্পর্কে কোন ধারনাই নেই তার। এই জায়গাটার নাম কি তাও জানার চেষ্টা করে নি সে লরেন্সের কাছ থেকে। এতোটা বিশ্বাস করা ঠিক হয় নি লরেন্সকে।

উপরে কাঠের বাড়িটার দিকে তাকাল। পাহাড়ি লোকগুলো ঘুম থেকে উঠেছে মনে হচ্ছে। কথাবার্তার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। লোকগুলো একেবারেই অচেনা, এদের সেভাবে বিশ্বাস করা যায় না। এখানে থাকাটা নিরাপদ হবে না, মনে মনে ভাবল রাশেদ। কিন্তু কোথায় যাবে সে? পুরো এলাকাটাই অপরিচিত। মনে মনে লরেন্সকে গালাগালি করছিল রাশেদ। এখন মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করতে হবে। হঠাৎ চোখে পড়ল পাহাড়ি লোকগুলোর মধ্যে দুই জন ঢাল বেয়ে নীচে নেমে আসছে। উদ্দেশ্য বোঝা যাচ্ছে না।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নিলো রাশেদ। এই সময় মাইক্রোবাসের হর্ণের শব্দে ঘুরে তাকাল। দূরে মাইক্রোবাসটা দেখা যাচ্ছে। লরেন্স আছে সীটে। দেখে স্বস্তি লাগছে, মনে হচ্ছে বুকের উপর থেকে বড় একটা বোঝা নেমে গেছে।

পাহাড়ি লোক দ'জন নেমে এসেছে ইতিমধ্যে। এদের একজনের হাতে কলা, অন্যজনের হাতে পাউরুটি। হাসল রাশেদ। ওরাও হাসছে, না বুঝেই।

www.BanglaBook.org

* * *

তেমন কিছুই সাথে আনতে পারে নি মালতী। যা পেরেছে নিয়েছে ছোট নৌকাটায়। এখানে আর থাকা যাবে না। পুরো গ্রামটা এখন খালি, কিন্তু লোকজন আবার ফিরে আসবে। হার্মাদদের পরাজয়ের কথা এখন আর গোপন নেই। আস্তে আস্তে লোকজন ফিরে আসলে তার সাথে শত্রুদের একজনকে দেখলে তাকে আস্ত রাখবে না গ্রামের লোক। বলা যায় ত্রিস্তানের জীবন বাঁচাতেই জন্মভূমি ছাড়তে হচ্ছে তাকে। এছাড়া ব্রাহ্মন পরিবারের মেয়ে হয়ে বিদেশি একজনকে বিয়ে করলে তাতে এমনিতেই সমাজচ্যুত করা হবে। তারচেয়ে ভিনদেশে গিয়ে অপরিচত মানুষের মতো থাকা অনেক ভালো।

এই কিছুদিনে ত্রিস্তানকে তার ভালো লেগে গেছে। এরকম একটা মানুষ একসময় ভয়ংকর একটা দলের সদস্য ছিল, হয়তো এর হাতেও অনেক সাধারন মানুষের রক্ত লেগে আছে। কিন্তু এখন ত্রিস্তান ভিন্ন একজন মানুষ। অতীত জীবনের অনেক কথাই মনে করতে পারে না। শুরুতে ব্যাপারটা অস্বাভাবিক মনে হলেও পরে সত্যি মনে হয়েছে মালতীর কাছে। কেননা লোকটার হাতে যে জিনিসটা ছিল জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর তার কথা একবারও জিজ্ঞেস করে নি তার কাছে। একেবারে ভুলে গেছে।

ত্রিস্তান তাই নতুন একটা মানুষ মালতীর কাছে। একেবারে নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, অতীতে যাই করে থাকুক না সেসবের কিছুই তাদের ভবিষ্যতকে নষ্ট করতে পারবে না। ত্রিস্তানের সাথে জীবনটা জড়িয়ে নিয়ে হয়তো কিছুটা ঝুঁকি নেয়া হয়ে গেছে, কিন্তু এছাড়া কিছু করার নেই মালতীর। রক্ত সম্পর্কের একমাত্র দাদা ছিল, যিনি মারা গেছেন গতকাল রাতে। মারা যাওয়ার আগে মালতীকে দিয়ে গেছেন তার সব সম্পদ। অনেকগুলো স্বর্ন আর রুপার মুদ্রা। কোথা থেকে পেয়েছে জিজ্ঞেস করার সময় পায় নি। তার দাদা বিভূতিভুষন চট্টোপাধ্যায় এখন মৃত। এই স্বর্ন আর রুপার মুদ্রা দিয়ে যে তাদের দুজনের অনেকদিন চলে যাবে এটা নিশ্চিত মালতী। নতুন জায়গায় নতুন করে জীবন শুরু করবে দুজনে।

ত্রিস্তানের কাছ থেকে পাওয়া চামড়ার খোপটা লুকিয়ে রেখেছে মালতী। এই চামড়ার খোপের ভেতর এমন কিছু আছে যা হয়তো ত্রিস্তানের জন্য ভালো হবে না। যে করেই হোক এটা ত্রিস্তানের হাতে পরতে দেবে না সে।

ছোট নৌকাটা ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে। মাঝি বয়স্ক মানুষ, চুপচাপ দাঁড় বাইছে। বিষন্ন দৃষ্টিতে দিগন্তের পানে তাকিয়ে আছে ত্রিস্তান। দেখে মায়া লাগল মালতীর। এই বিষন্নতা সাময়িক, সামনে অবারিত নতুন এক জীবনের ডাক শুনতে পেয়েছে সে। যে জীবনের ডাকে সে এগিয়ে যাচ্ছে, সাথে থাকছে নীল চোখের আত্মবিস্মৃত এক ভিনদেশি যুবক, ত্রিস্তান।

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৫

অনেকদিন এতোটা পথ একটানা হাঁটা হয় নি ডঃ আরেফিনের। হাঁপিয়ে গেছেন। এই শীতেও কপালে ঘাম জমেছে। সেই ভোরে উঠেছিলেন, তারপর এতোদূর এসেছেন হেঁটে। সঙ্গীদের অবস্থাও এক। ডঃ কারসনের চেহারা লাল হয়ে গেছে। প্রফেসর সুব্রামানিয়ামের অবস্থাও শোচনীয়। একমাত্র সুরেশ কিছুটা ভালো অবস্থায় আছে। বয়স কম, এছাড়া অভিজ্ঞতাও একটা বড় ব্যাপার।

ছোট্ট যে বৌদ্ধ মন্দিরের কথা সুরেশ বলেছিল সেখানে চলে এসেছে দলটা। মন্দিরটা আসলেই ছোট। তবে অনেক পুরানো। সুরেশের কথামতো এই মন্দিরের বয়স একহাজার বছরের কম হবে না। কিন্তু এতোটা পুরানো মনে হয় নি ডঃ আরেফিনের কাছে।

মন্দিরের সিড়িতে বসে আছে সবাই। মন্দিরে উঠতে হলে জুতো খুলে ঢুকতে হবে। তাই ঢোকার আগে একটু বিশ্রাম নিয়ে নিচ্ছিল ডঃ কারসনের দলটা। সুরেশ একটু দূরে দাঁড়িয়ে মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক খোঁজার চেষ্টা করছিল।

চারপাশে শুধু বরফ, মাঝখানে ছোট এই মন্দিরটা। সাদার মাঝখানে কালো একটা ফুলকির মতো। মন্দির থেকে কিছুটা দূরে ঝাউ আর তারপর দেবদারুর সারি। বছরের এই সময়টায় বরফে ঢেকে থাকলেও গ্রীষ্মকালে পাহাড়ের চূড়া ছাড়া আর কোথাও বরফের চিহ্ন দেখা যায় না, তথ্যটা জেনে নিয়েছিলেন ডঃ আরেফিন।

নিজেদের মধ্যে টুকিটাকি কথা হচ্ছিল। ডঃ কারসন কিছুটা গম্ভীর সকাল থেকেই। প্রফেসর সুব্রামানিয়াম বিরক্ত, রামহরিকে সাথে আনার অনুমতি না দেয়ার জন্য। ডঃ আরেফিন স্বাভাবিক আছেন, যদিও সব কিছু কেমন যেন খাপছাড়া লাগছিল তার কাছে। ডঃ কারসন যেন নিজেকে আড়াল করে রেখেছেন দলটার কাছ থেকে। একটা প্রত্নতাত্ত্বিক দলের যেভাবে কাজ করা উচিত সেভাবে কিছুই এগুচ্ছে না। কায়িক পরিশ্রম মানে খোঁড়াখুঁড়ির জন্য ছোটখাট একটা দল নিয়ে আসা উচিত ছিল তাদের। যদি সত্যিই তিনি এখানে কোন খোঁড়াখুঁড়ি করতে চান। কিন্তু সেরকম কোন লক্ষন দেখা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে পুরো ব্যাপারটা এখনো তথ্য সংগ্রহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে।

প্রফেসর সুব্রামানিয়াম কফি ঢেলে দিচ্ছেন সবাইকে। রামহরি সকালে বানিয়ে একটা হটপটে দিয়ে দিয়েছিল। কফি খেয়ে কিছুটা চাঙ্গা বোধ করছেন ডঃ আরেফিন। ডঃ কারসনকেও কিছুটা স্বাভাবিক মনে হচ্ছে এখন।

মন্দিরের পুরোহিতকে দেখা গেল এই সময়। অতিথিদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন বৃদ্ধ। পরনে গেরুয়া, বয়স কমপক্ষে সত্তুর, আন্দাজ করলেন ডঃ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আরেফিন।

"স্বাগতম," নিঃখুত ইংরেজিতে বললেন পুরোহিত।

"ধন্যবাদ," বললেন ডঃ কারসন। "দুঃখিত, আপনাকে অসময়ে বিরক্ত করার জন্য।"

"ঠিক আছে," বললেন পুরোহিত। "আসুন, ভেতরে আসুন।"

জুতো খুলে মন্দির প্রবেশ করলেন তিনজন। চমৎকারভাবে সাজানো মন্দিরটা, মাঝখানে বেদী, সেখানে একটা বৌদ্ধমূর্তি শোভা পাচ্ছে।

পুরোহিত মেঝেতে বসে পড়েছেন। এক এক করে তিনজন বসলেন পাশাপাশি।

"বলুন কিভাবে আপনার সহায়তা করতে পারি?" হাসিমুখে বললেন পুরোহিত, ডঃ কারসনকে লক্ষ্য করে।

"আসলে আমরা এসেছি একটা প্রত্নতাত্ত্বিক কাজে। এদিকে যাচ্ছিলাম তাই ভাবলাম একটু বিশ্রাম নিয়ে যাই," বললেন ডঃ কারসন, সহকর্মীদের দিকে তাকালেন।

"ভালো করেছেন, এখানে তেমন কেউ আসে না, আমি একাই থাকি, গৌতম বুদ্ধের সেবা করি।"

"আপনার কাছে একটা বিষয়ে জানার ছিল," একটু ইতস্তত করে বললেন ডঃ কারসন, "আপনি কি সাম্ভালা সম্পর্কে কিছু জানেন?"

"সাম্ভালা সম্পর্কে আমরা সবাই জানি," বললেন পুরোহিত, "গোপন, সুপ্ত একটা শহর। একমাত্র নির্বাণ পেলেই সেখানে যাওয়া সম্ভব।"

"কিন্তু আমি যতোদূর জানি অনেকেই সেখানে গিয়েছেন আবার ফিরেও এসেছেন," বললেন ডঃ কারসন।

"হতে পারে," বললেন পুরোহিত, "আমার জানা নেই।"

"এই মন্দিরের সাথে সাম্ভালার কোন সম্পর্ক আছে?" জিজ্ঞেস করলেন ডঃ কারসন।

"আমি জানি না," বললেন পুরোহিত, উঠে দাঁড়ালেন। বোঝা যাচ্ছে বেশ অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তার দেখাদেখি সবাই উঠে দাঁড়াল।

"আপনি কি আমার কথায় আঘাত পেয়েছেন?" বিব্রত স্বরে বললেন ডঃ কারসন, তাকে সত্যিই বিব্রত দেখাচ্ছে।

"এখানে আঘাত পাওয়ার কিছু নেই, যা আমি জানি না সে সম্পর্কে কিছু বলতে পারবো না।"

"ঠিক আছে, আমরা তাহলে আসি।"

উত্তর দিলেন না পুরোহিত। মন্দিরের সিড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন অতিথিদের। তারপর আবার ভেতরে ঢুকে গেলেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মন্দিরের সিড়িতে দাঁড়িয়ে যে যার মতো জুতো পরে নিলেন। ডঃ কারসনকে বেশ হতাশ দেখাচ্ছে। প্রফেসরকেও। ডঃ আরেফিন চিন্তিত মুখে তাকিয়ে আছেন বাইরে খোলা প্রান্তরের দিকে, যেখানে শুধু বরফ আর বরফ।

"চলুন, ফেরা যাক," বললেন প্রফেসর।

কাঁধে ব্যাগ চাপিয়ে ডঃ আরেফিনের দিকে তাকালেন ডঃ কারসন।

"আপনি কিছু বলতে চান ডঃ আরেফিন?" জিজ্ঞেস করলেন ডঃ কারসন।

"আমার কেন যেন সন্দেহ হচ্ছে, লোকটা কিছু লুকোচ্ছে আমাদের কাছ থেকে," বললেন ডঃ আরেফিন।

"এখানে সময় নষ্ট করার কোন মানে নেই," তাড়াহুরো করে বললেন প্রফেসর।

"কি লুকাচ্ছে বলে মনে হয় আপনার কাছে?" ডঃ কারসন জিজ্ঞেস করলেন।

"সে কিছু না কিছু জানে। সেটা স্বীকার করতে চাইছে না আমাদের কাছে," বললেন ডঃ আরেফিন।

"সেক্ষেত্রে আমাদের কি করার আছে?" প্রফেসর তাকিয়ে আছেন দুজনের দিকে, "আমরা তো উনার গলা টিপে ধরতে পারবো না।"

"তা ঠিক," বললেন ডঃ কারসন। "কিন্তু এভাবে হাল ছেড়ে দেয়াটা ঠিক হচ্ছে না, আমরা প্রয়োজনে আরেকবার আসবো।"

"আমারও মনে হয় সেটাই ভালো হবে," ডঃ আরেফিন বললেন, "এরমধ্যে সন্দীপ কিছু বের করতে পেরেছে কি না সেটাও দেখা দরকার।"

"সন্দীপ? সে কি করবে?" অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন প্রফেসর।

"কোড ভাঙতে দিয়েছি আমরা গতরাতে," ডঃ কারসন বললেন, "আপনি এতো তাড়াতাড়ি ভুলে গেলেন!"

"স্যরি।"

হাঁটতে থাকলেন তিনজন। সুরেশ এসে যোগ দিল। সে এখনো মোবাইলে নেটওয়ার্ক খুঁজছে। বিরক্তির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালেন ডঃ কারসন।

"সুরেশ, কাল আমার সাথে পাঁচজন লোক দেবেন, শ্রমিক। পারবেন না?"

দাঁত বের করে হাসল সুরেশ। "যা খুঁজছেন পেয়ে গেছেন তাহলে?"

"সেটা জেনে আপনার কি দরকার। যা বললাম করবেন।"

"ঠিক আছে," বলে হাঁটতে থাকল সুরেশ। বুঝতে পারছে বেশি উৎসাহ দেখিয়ে ফেলেছে সে, যা ডঃ কারসনের পছন্দ হয় নি।

"আপনার প্ল্যান কি ডঃ কারসন? এখনি শ্রমিক দিয়ে আমরা কি করবো?" জিজ্ঞেস করলেন ডঃ আরেফিন।

"একটা ধারনা পেয়ে গেছি। এখন সন্দীপের কাছ থেকে একটু তথ্য পেলেই কাজ শুরু করতে পারবো।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাঁটতে থাকল ছোট দলটা। দূরে দেবদারু গাছের আড়াল থেকে কেউ একজন তাকিয়ে ছিল দলটার দিকে। দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেলে আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো লোকটা।

১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ

খুব সকালে ঘুম ভেঙেছিল মিচনারের। এতোগুলো মানুষের হৈ চৈ চিৎকারে ঘুম ভাঙাটাই স্বাভাবিক। বড় একটা গাছের উপরের ডালে নিজের আস্তানায় বসে বিপদের গন্ধ টের পাচ্ছিল মিচনার। মাঝে মাঝে গুলির শব্দ ভেসে আসছিল। বোঝাই যাচ্ছিল উদ্দেশ্যহীন গুলি। নিজেকে আরো আড়াল করার জন্য আরো উপরের ডালে চলে গেল সে। এতো উপর থেকে নিচের কাউকে পরিষ্কার দেখতে না পেলেও বুঝতে পারছিল আজ এই লোকগুলো সাধারন কোন কাজে আসে নি। এসেছে শিকার করতে। মানুষ শিকার। যদিও নিজেকে এখন মানুষ বলে পরিচয় দিতে ইচ্ছে হয় না মিচনারের।

কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ শুনে কিছুটা চিন্তায় পড়ে গেল মিচনার। কিছুদিন আগে যে সাদা চামড়ার লোকগুলোকে মেরেছিল এরা হয়তো তাদেরই সঙ্গীসাথী। হয়তো প্রতিশোধ নিতে এসেছে। ছোট এই দ্বীপটা ঘিরে এতোদিন যে অদ্ভুত উপকথা চালু হয়েছিল আশপাশের মানব বসতিতে সেখান থেকে খবর পেয়ে এসেছে এরা। খাকি পোশাক, মাথায় হ্যাট আর কাঁধে বন্দুক হাতে সাদা মানুষগুলোকে ইউরোপীয় মনে হচ্ছে, সম্ভবত ইতালীয়। আফ্রিকার কিছু অঞ্চল বিশেষ করে এই দ্বীপ সংলগ্ন ইরিত্রিয়া, ইথিওপিয়া এখন ইতালীর দখলে। বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে কোন খবর না রাখলেও নিজের আশপাশের এলাকার এই পরিবর্তনটুকুর খবর রেখেছে মিচনার। অনেকটা নিজের স্বার্থেই।

এই দ্বীপে তার সুখের দিন শেষ হয়েছে। এদের হাতে ধরা পড়লে রক্ষা নেই। চরম প্রতিশোধের নেশায় আজ কমপক্ষে পঞ্চাশ জন লোক এসেছে এখানে। দেখা মাত্র গুলিতে ঝাঝরা করে দেবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

দ্বীপের উল্টোদিকে যে এলাকা সেখানে কখনো যায় নি মিচনার। মাঝে মাঝে কিছু লোকের দেখা পেয়েছে। তবে ওরা আফ্রিকানদের মতো কালো নয়। বরং ওদের গায়ের রঙ কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইউরোপীয়দের চেয়েও ফর্সা। সম্ভবত ওরা আরবীয়। ওদের কথা জাহাজে থাকতে শুনেছে মিচনার। খ্রিস্টানদের শত্রু এই আরব জাত। একসময় নাকি স্পেনও দখল করে নিয়েছিল।

নীচে তাকিয়ে লোকগুলোর অবস্থান দেখে নিল মিচনার। দু'একজন এখনো এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়ছে। যে লোকগুলো মরেছে তারা সম্ভবত কেউকেটা ছিল, নইলে এতোগুলো লোক এভাবে ছুটে আসতো না। শুধু দু'একজন লোককে মারার জন্য সাধের এই জায়গা ছেড়ে সরে যেতে হবে ভেবে আফসোস হচ্ছিল মিচনারের। কিন্তু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিছু করার নেই। এখন কিভাবে পালানো যায় সে চিন্তা করতে হবে তাকে।

লোকগুলো সামনের দিকে যাচ্ছে, দেখল মিচনার। তারপর তরতর করে নেমে এলো গাছের গা বেয়ে। ভাগ্যভালো বাতাস উল্টোদিকে বইছে না, নইলে কুকুরগুলো এতোক্ষনে টের পেয়ে যেত। ছোটখাট একটা টিলার উপর দাঁড়িয়ে আছে মিচনার এখন, সামনে দিগন্ত বিস্তৃত সাগর। নীচে সাগরের ঢেউ টিলার গায়ে আছড়ে পড়ছে সবশক্তিতে। অল্পক্ষনের জন্য ফেনায় ঢেকে যাচ্ছে সব। তার ছোট ভেলাটা দ্বীপের অপর প্রান্তে। এই মুহূর্তে সেখানে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। তবু যাবে কি না চিন্তা করতে করতেই শাঁ শাঁ শব্দে কানে তালা লেগে যাওয়ার উপায় হলো। অনুসন্ধানকারিরা তাকে দেখতে পেয়েছে এবং কেউ একজন গুলিও করেছে। ভেলার কাছে যাওয়ার চিন্তা বাদ দিয়ে সামনের দিকে তাকাল মিচনার। অন্তত ষাট ফুট নীচে সমুদ্রের পানি আছাড়ে পড়ছে টিলার পাথুরে দেয়ালটায়। সেখানে পড়লে হাড়গোড় কিছুই আস্ত থাকার কথা না। কিন্তু ওদের হাতে ধরা পড়লে চলবে না, তারচেয়ে ঝুঁকি নেয়া ভালো।

দম বন্ধ করে শরীর বাঁকা করে দাঁড়াল মিচনার। পুরো দ্বীপটার দিকে তাকাল একবার, এই দ্বীপটাতে অনেক শান্তিতে কেটে যাচ্ছিল দিনগুলো। কিন্তু এবার যাবার সময় এসেছে। ঝাপ দিলো মিচনার। দূর থেকে অনুসন্ধানকারিরা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল।

* * *

সামনে পাহাড়ি দুজন যাচ্ছে, মাঝখানে লরেন্স আর রাশেদ, পেছনে বাকি তিনজন পাহাড়ি। এই তিনজনের কাছে বেশ কিছু মালপত্র। ছোট একটা তাঁবু, সুটকেস আর রান্না করার সরঞ্জাম। দুপুর একটার মতো বাজে, ধারনা করলো রাশেদ। চারপাশে ঘন বন আর লম্বা লম্বা গাছের কারনে খুব বেশি রোদ ঢোকে নি বনে। ধীরে ধীরে উপরের দিকে যাচ্ছে ওরা। হাত লম্বা একটা বেত নিয়েছে রাশেদ, লরেন্স নিয়েছে। এই এলাকা নাকি সাপের অভয়ারন্য। সাপে খুব ভয় রাশেদের, দেখে শুনে পা ফেলছে।

হাঁটছে অনেকক্ষন হলো। টানা দুই ঘন্টা হেঁটে পা ব্যথা করছিল রাশেদের। এবার বিশ্রাম নেয়া দরকার। কিন্তু লরেন্সকে বলতে ইচ্ছে করছে না। গম্ভীর চেহারায় ক্রমাগত হেঁটে চলেছে লরেন্স। বোঝাই যাচ্ছে না এই লোকটাকে হোটেল রুমে অসুস্থ অবস্থায় পেয়েছিল সে আর রাজু। অদ্ভুত প্রানশক্তি লরেন্সের। নাকি গুপ্তধনের লোভ লোকটাকে এরকম বেপরোয়া করে তুলেছে?

ছোট সেই বাক্সটা এখন লরেন্সের কাছে। এরমধ্যে একবারও খুলে দেখেনি

www.BanglaBook.org

জিনিসটা লরেন্স। হয়তো খুলে দেখেছে যখন রাশেদ আশপাশে ছিল না। তা না হলে এতো নিশ্চিত হয়ে হাঁটতে পারতো না। মনে হচ্ছে ঠিক গন্তব্যের দিকেই এগুচ্ছে ওরা।

সামনে বন আরো ঘন হচ্ছে। ঘেমে গেছে রাশেদ। লরেন্সের দিকে তাকাল। চিন্তিত মুখে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। রাশেদের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলো এবার বিশ্রাম নেয়া দরকার। সামনের দুজনকে থামতে বলল লরেন্স।

মনে মনে লরেন্সকে ধন্যবাদ দিল রাশেদ। অনেক ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। পা দুটো আর চলতে চাচ্ছে না।

সামনের অল্প একটু জায়গা পরিষ্কার করে নিয়ে বসে পড়েছে লরেন্স। রাশেদ গিয়ে বসল পাশে। পাহাড়ি লোকগুলোকে ইশারায় একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াতে বলল লরেন্স।

"আমরা কি কাছাকাছি চলে এসেছি?" নীরবতা ভেঙে জিজ্ঞেস করল রাশেদ।

"এতো ব্যস্ত হচ্ছো কেন তুমি?" কিছুটা বিরক্তির সাথে বলল লরেন্স।

"দেখুন আপনার গুপ্তধনের অভিযানে কোন আগ্রহ নেই আমার, শুধু রাজুর জন্য এতোটা পথ এসেছি।"

"রাজুকে পাবে," লরেন্স বলল। "তবে তার আগে একটু ধৈর্য্য ধরতেই হবে তোমাকে।"

"ঠিক আছে," বলে চুপচাপ একটা সিগারেট ধরাল রাশেদ। ক্ষুধাও পেয়েছে যথেষ্ট। লরেন্স খাবার দাবার সাথে নিয়ে এসেছে কি না জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে না।

"তুমি কি আমার উপর রাগ করলে?" লরেন্স জিজ্ঞেস করল, গলার স্বর এখন কিছুটা নরম।

উত্তর না দিয়ে উঠে দাঁড়াল রাশেদ। চারপাশে তাকাল। চারপাশে শুধু গাছ আর গাছ, বাতাস বয়ে যাওয়ার মৃদু শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই চারপাশে।

আবার বসে পড়ল রাশেদ।

"আপনি ঐ বাক্সটা বের করুন," বলল রাশেদ, "আপনি কি সত্যিই বিশ্বাস করেন গুপ্তধন আছে?"

"বিশ্বাস করি বলেই তো এতোদূর এসেছি," হাসল লরেন্স।

"তাহলে আমাকে বিশ্বাস করান, আমার কাছে আজগুবি লাগে," রাশেদ বলল।

"আমরা এখন বার্মার সীমানার কাছে, আরেকটু গেলেই বিশ্বাস হবে তোমার গুপ্তধন আছে কি না," লরেন্স বলল, উঠে দাঁড়িয়ে ইশারায় পাহাড়ি লোকগুলোকে তৈরি হতে বলল।

"এক্ষুনি রওনা দেবো আমরা!" বিস্মিত কণ্ঠে বলল রাশেদ।

www.BanglaBook.org

"হ্যা, এক্ষুনি। সঞ্জয়ের চেলারা আশপাশে থাকতে পারে," চাপা গলায় বলল লরেন্স।

আর কথা বাড়াল না রাশেদ। হাঁটতে থাকল। সামনে রাস্তা আরো কঠিন হয়ে আসছে। গাছগুলো যেন জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে, কাউকে পথ দিতে চাইছে না।

এতোক্ষন আশপাশে কোন শব্দ ছিল না। হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল লরেন্স, পাহাড়ি লোকগুলোও, যেন কোন শব্দ শুনতে পেয়েছে। রাশেদকে ইশারায় নীচু হতে বলল লরেন্স। রাশেদ যদিও কোন শব্দ শুনতে পায় নি, কিন্তু মনে হচ্ছে আশপাশে কেউ আছে।

নীচু হয়েই দূরে কয়েকটা ছায়া দেখতে পেল রাশেদ। অদ্ভুত পোশাক পড়া, এতো চমৎকার ক্যামোফ্লাজ পোশাক হতে পারে কল্পনাই করতে পারে নি। গাছের রঙের সাথে একদম মিলে যায়। সংখ্যায় আট-দশজনের কম হবে না। চারপাশ ঘিরে রেখেছে ওদের।

সঞ্জয় নামে সত্যিই কেউ আছে কি না কেমন যেন সন্দেহ ছিল রাশেদের, কিন্তু ধীর পায়ে লরেন্সের সামনে যে লোকটা এসে দাঁড়িয়েছে সে লোকটাই যে সঞ্জয় তাতে কোন সন্দেহ নেই। বুকের উপর নেমপ্লেট লাগানো। কর্নেল সঞ্জয়! কোন আর্মির কর্নেল এই লোক!

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৬

দুপুরের মধ্যে হোটেলে ফিরে এলো সবাই। ক্লান্ত সবাই, চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। ডঃ কারসন বলে দিয়েছেন সন্ধ্যার পর তার রুমে যেতে। মাঝখানের সময়টা যে যার মতো কাটাতে পারে। হোটেল রুমের উষ্ণতা ছাড়া আর কিছুই ঢুকছিল না ডঃ আরেফিনের মাথায়। প্রফেসর সুব্রামানিয়ামেরও একই অবস্থা। সুরেশের অবশ্য কোন সমস্যা নেই। সে আবার বাইরে চলে গেল তার কোন বন্ধুর সাথে দেখা করতে।

রুমে ফিরে হীটার চালু করে দিলেন ডঃ আরেফিন। সারাদিন পরিশ্রমে ঘাম হয় নি, কিন্তু মনে হচ্ছিল গোসল না করলে চলবে না। তাই কাপড়-চোপড় পাল্টে গরম শাওয়ার নিতে বাথরুমে ঢুকে পড়লেন। যখন বেরিয়ে এলেন দেখলেন সন্দীপ দাঁড়িয়ে আছে রুমে। উত্তেজিত চেহারা। হাতে হলদে রঙের খামটা ধরে আছে।

"স্যরি ডঃ আরেফিন, দরজা খোলা ছিল, নক না করেই ঢুকে পড়েছি," বলল সন্দীপ।

ইশারায় চেয়ারে বসতে বললেন ডঃ আরেফিন। পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছেন। দরজা খোলা রেখে যাওয়ার মানুষ তিনি না। তবে ভুল হতেই পারে।

"খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছে আপনাকে মিঃ সন্দীপ," টাওয়ালে চুল মুছতে মুছতে বললেন ডঃ আরেফিন। নিজেকে শান্ত রেখেছেন। সন্দীপ কি বলতে এসেছে বুঝতে পারছেন না। তবে ব্যাপারটা ঐ হলদে খামের সাথে সম্পর্কিত।

"এই খামের ভেতরের কাগজে যা আছে, তা হচ্ছে কোড। খুব সাধারন বাইনারি কোড। যদিও খুব সাধারন বাইনারি কোড, কিন্তু যে কেউ এটা ধরতে পারবে না," বলল সন্দীপ, হলদে খামটা থেকে কাগজের মতো জিনিসটা বের করে টেবিলে বিছিয়ে দিল সাবধানে, "দেখুন, এই খানে দেখুন---"

"আমার কথা শুনুন মিঃ সন্দীপ, কোড বিষয়ে আমার কোন ধারনাই নেই। আপনি ডঃ কারসনকে দেখান," কথার মাঝখানে থামিয়ে দিলেন ডঃ আরেফিন।

"এখানেই আমার সমস্যা," কাগজটা খামে ঢুকিয়ে রাখল সন্দীপ সযত্নে। "বিষয়টা ডঃ কারসনকে জানাতে চাচ্ছি না আমি।"

"কেন? এই অভিযানের উনিই নেতা। এছাড়া এটা সংগ্রহও করেছেন তিনি। যা আমাদের সাম্ভালার দিকে নিয়ে যাবে।"

"সে যাই হোক। এটা আমি উনার হাতে পরতে দেবো না।"

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন ডঃ আরেফিন। কিভাবে সন্দীপকে বোঝাবেন চিন্তা করছেন। ডঃ কারসনকে নিয়ে এ ধরনের চিন্তাভাবনা সন্দীপের মাথায় কি করে

www.BanglaBook.org

এলো? সে কি ডঃ কারসনকে বিশ্বাস করছে না কোন কারনে?

"ডঃ আরেফিন, সাম্ভালা কিংবা জ্ঞানগঞ্জ নিয়ে গবেষনা করতে তিনি আসেন নি। তিনি এসেছেন ভিনগ্রহের প্রানীদের নিয়ে কাজ করতে।"

এবার হাসি চাপতে পারলেন না ডঃ আরেফিন।

"আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে মিঃ সন্দীপ?" হাসতে হাসতেই বললেন তিনি। "তিনি কখনো ভিনগ্রহের প্রানীদের নিয়ে গবেষনা করতে আসেন নি। এটা নিশ্চিত করে বলতে পারি।"

"কিভাবে এতোটা নিশ্চিত হলেন? আপনিও ঐ দলের লোক?"

"কোন দল!" অবাক হলেন ডঃ আরেফিন।

"ডঃ কারসনের দল। তিনি আগে থেকেই আপনাকে আর প্রফেসরকে নিয়ে দল করেছেন, তাই আমাকে আজ সাথে নেন নি।"

"আপনি মাথা ঠান্ডা করুন," ডঃ আরেফিন বললেন। "ঐ কাগজে কি পেয়েছেন?"

"এই কোড হাজার বছর আগের কোন সাধারন মানুষের কাজ না। এটা ভিনগ্রহের প্রানীদের কাজ। ওরা এখানে একটা সিগন্যাল পাঠিয়েছে। যদিও সিগন্যালটা কি তাই ধরতে পারছি না আমি।"

"সাধারন কিছু আঁকাঝোকা হতে পারে," ডঃ আরেফিন বললেন, "ঐ সময়ের মানুষ অন্তত বাইনারি কোড ব্যবহার করতো না এটা আমি নিশ্চিত। অন্তত তিব্বত অঞ্চলে তো নয়ই।"

"আমার কি মনে হয় জানেন?" ফিসফিস করে বলল সন্দীপ। চারপাশে তাকাল। কেউ নেই দেখে কিছুটা আশ্বস্ত হলো।

"কি?"

"সাম্ভালা আসলে ভিনগ্রহের প্রানীদের একটা শহর। সেখানে বসবাসকারীরা মানুষ না। ওরা ভিনগ্রহের লোক।"

"অদ্ভুত! তেমন কোন প্রমান ছাড়া কিভাবে এমন ধারনা মাথায় আসে আপনার?" এবার বিরক্ত না হয়ে পারলেন না ডঃ আরেফিন।

"আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না এখন। কিন্তু বিশ্বাস করবেন একসময়," বলল সন্দীপ।

"দেখা যাক," ডঃ আরেফিন বললেন, "এ ব্যাপারে কারো সাথে আলোচনা করার দরকার নেই।" এই রকম আজগুবি জিনিস শুনলে ডঃ কারসন এখনই সন্দীপকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেবেন সন্দেহ নেই।

দরজায় নক পড়লো এই সময়। ডঃ আরেফিনের দিকে তাকাল সন্দীপ, তারপর এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রফেসর দাঁড়িয়ে আছেন। সন্দীপকে দেখে থমকে গেছেন মনে হলো। উঠে গিয়ে প্রফেসরকে সম্ভাষন জানালেন ডঃ আরেফিন।

"ভেতরে আসুন, প্রফেসর।"

ইতস্তত করেও রুমে ঢুকলেন প্রফেসর। পেছনে তার সঙ্গী রামহরি ।

"আপনার সাথে একান্তে কিছু কথা ছিল ডঃ আরেফিন," যথাসম্ভব আস্তে বলার চেষ্টা করলেন প্রফেসর। যদিও কথাটা সন্দীপের কানে গেল, কিছু না বলে রুম থেকে বেরিয়ে গেল সে।

দুজনের এই বিরোধে বিরক্তি থাকলেও এখন মেজাজ খারাপ হয়ে গেল ডঃ আরেফিনের। ব্যক্তিগত রেষারেষিটাকেই দু'জন বড় করে দেখছে।

"বলুন, সন্দীপ চলে গেছেন," কিছুটা বিরক্তির সাথে বললেন ডঃ আরেফিন।

চেয়ারে আরাম করে বসলেন প্রফেসর। বোঝা যাচ্ছে সকালের হাঁটাহাঁটিতে ভালো পরিশ্রম হয়েছে ভদ্রলোকের।

"আমার কেন জানি ভালো লাগছে না," শান্ত স্বরে বললেন প্রফেসর, "কোথায় যেন খুব বেশি গোপনীয়তা আছে। আমরা সবকিছু ঠিকমতো জানি না। ডঃ কারসন আসলে কি করতে চাইছেন তা আমার কাছে পরিষ্কার না।"

"এ ব্যাপারে আমিও আপনার সাথে একমত," বললেন ডঃ আরেফিন।

"সন্দীপ কি বলতে এসেছিল?" উৎসুকের মতো জানতে চাইলেন প্রফেসর।

"তেমন কিছু না।"

"কোড ভাঙতে পেরেছে?"

"কথা হয় নি," চেপে গেলেন ডঃ আরেফিন। সন্দীপ এতোক্ষন কি বলছিল তা প্রফেসরকে বলা ঠিক হবে না।

"আমি জানতাম ও পারবে না। ওকে দিয়ে হবে না," ঝাঁঝের সাথে বললেন প্রফেসর।

"ওর সাথে আপনার কোন সমস্যা আছে? মানে আগে কিছু ঘটেছিল?"

"সে ব্যাপারে কথা না বলাই ভালো।"

"ঠিক আছে, বলতে না চাইলে অসুবিধা নেই।"

"তাহলে কি করতে চাইছেন?" জিজ্ঞেস করলেন প্রফেসর।

"আজ সন্ধ্যায় ডঃ কারসন আমাদের ডাকবেন," ডঃ আরেফিন বললেন, "তখনি সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।"

"ঠিক আছে। আমি যাই তাহলে। একটু ঘুমানো দরকার।"

উঠে পড়লেন প্রফেসর, বেরিয়ে গেলেন রামহরিকে সাথে নিয়ে।

দরজা লক করে বিছানায় শুয়ে পড়লেন ডঃ আরেফিন। সন্দীপের বলে যাওয়া কথাগুলো মনে পড়ছিল, সাম্ভালা ভিনগ্রহের প্রানীদের শহর! আজব!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

* * *

অনেক আগে তিব্বতি ভাষা শেখার সুযোগ হয়েছিল, প্রথমবার যখন তিব্বতে পা রাখেন, রামপ্রাসাদকে সঙ্গে নিয়ে। তারপর ভাষাটা চর্চা করার আর সুযোগ পাওয়া যায় নি। আজ অনেকদিন পর তিব্বতি ভাষায় কারো সাথে কথা বলার সুযোগ পেয়ে হাতছাড়া করা ঠিক হবে না বলে মনে হলো তাঁর। বাংলাদেশি লোকটা তাঁর দলবল নিয়ে চলে যাবার পর মন্দিরে প্রবেশ করেন তিনি।

পুরোহিত খুবই অবাক হয়েছে তাকে দেখে। এই সময় সাধারনত দর্শনার্থীর সংখ্যা থাকে একেবারে কম, তারমধ্যে একই দিনে বেশ কিছু মানুষ আসবে মন্দিরে এটা মোটামুটি অস্বাভাবিক ঘটনা তাঁর কাছে। অবাক হলেও অতিথিকে স্বাগত জানিয়েছেন পুরোহিত এবং অবাক হয়েছেন অতিথির মুখে অনেক আগেকার তিব্বতি ভাষা শুনে। ভাষা যুগে যুগে পরিবর্তনশীল। অতিথি যেভাবে কথা বলছে তাতে মনে হয় অনেককাল পুরানো তিব্বতি ভাষার চর্চা করেছে লোকটা। এই বিষয়টাই পুরোহিতকে আকর্ষন করেছে সবচেয়ে বেশি। দ্বিতীয় ব্যাপার হচ্ছে অতিথির চোখ, যেন অনেক কিছু দেখেছে, অনেক কিছু জানে। বহুদিন এই ধরনের মানুষ চোখে পড়ে না। তাই আনন্দিত হয়েই অতিথিকে মন্দিরের ভেতরে নিয়ে এসেছেন পুরোহিত।

খালি পায়ে পুরো মন্দিরটা হেঁটে দেখলেন তিনি। সাধারন একটা বৌদ্ধ মন্দিরের মতোই, তবে বিশেষত্ব হচ্ছে মন্দিরটা খুবই প্রাচীন। মন্দিরের মতো পুরোহিতও প্রাচীন একজন মানুষ। যদিও তাঁর তুলনায় কিছুই না।

মেঝেতে বসেছেন তিনি। সামনে পুরোহিত। গম্ভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে।

কোটের পকেট থেকে শেবারনের দেয়া চামড়ার খোপটা বের করলেন তিনি। লম্বাকৃতির খোপটা একদিক দিয়ে বের করে আনলেন জিনিসটা, চামড়ার তৈরি কিন্তু দেখতে অনেকটা কাগজের মতো। খুব সাবধানে বের করে আনলেন চামড়ার খোপের ভেতর থেকে। আস্তে করে ভাঁজ খুলে বিছিয়ে রাখলেন সামনে।

চোখ মুখ শক্ত হয়ে গেছে পুরোহিতের। অদ্ভুত কিছু দেখতে পেয়েছে যেন। বোঝাই যাচ্ছে বিশ্বাস হচ্ছে না বয়স্ক মানুষটার। কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেলেন তিনি। লোকটার চেহারার আকস্মিক পরিবর্তন তার দৃষ্টি এড়ায় নি।

"আপনি এটা কোথায় পেলেন?" গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন পুরোহিত।

"এটা আমার কাছে আছে অনেক দিন ধরে," বললেন তিনি। আস্তে আস্তে পুরো কাগজটা ভাঁজ করে খোপে ঢুকিয়ে রাখলেন। খুব সাবধানে। একটু এদিক-সেদিন হলেই জিনিসটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাহলে এতো পরিশ্রম সব মাটি হবে।

www.BanglaBook.org

"জানতে চাইছি জিনিসটা কোথায় পেলেন? চুরি করেছেন?" চোয়াল চেপে প্রশ্ন করলেন পুরোহিত। বোঝা যাচ্ছে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে লোকটা, কোনমতে নিয়ন্ত্রন করছে নিজেকে।

"এ সম্পর্কে আপনি কি জানেন?" উত্তর না দিয়ে পালটা প্রশ্ন করলেন তিনি।

"আমি কিছু জানি না। শুধু এটুকু জানি, খুব গোপন কিছু লেখা আছে এতে। যার অর্থ বের করার সামর্থ্য আমার নেই। অন্য কারো আছে কি না তাও বলতে পারবো না। তবে এর কথা আমি শুনেছি, যদিও তখন অন্যান্য গল্পের মতোই মনে হতো।"

"অন্যান্য গল্প?"

"আমাদের দেশ নিয়ে নানারকম গুজব, গল্পগাথা, মিথ ছড়িয়ে আছে। এই লেখার কথা আমি শুনেছি। আমার গুরুর কাছে, তিনি শুনেছেন তার পূর্বসুরির কাছে। এভাবে হয়তো আমাদের পরের প্রজন্মের পুরোহিতরাও একই গল্প শুনবে। শুনেছি এরকম একটা কাগজেই সাম্ভালার খোঁজ লেখা আছে। সেটা ছাড়া সাম্ভালার খোঁজ পাওয়া সম্ভব না। সেই কাগজটা আছে খে-লান ভাতৃ সম্প্রদায়ের সদস্যের কাছে, যাকে পেহ লিং বা সাদা লামা নামে ডাকা হতো। সেই জিনিস আপনার হাতে কি করে এলো? আপনি কি চুরি করেছেন? কিভাবে আপনার হাতে এলো এই গোপন সম্পদ?"

চুপচাপ কথাগুলো শুনছিলেন তিনি। কি উত্তর দেবেন বুঝতে পারছেন না। খে-লান ভাতৃসম্প্রদায় এখনো চালু আছে? জিজ্ঞেস করবেন কি না ভাবছেন তার আগেই উত্তর পেয়ে গেলেন।

"তিব্বতিদের স্বর্নযুগ এখন আর নেই। নিজ দেশেই এখন আমরা পরবাসী। খে-লান ভাতৃসম্প্রদায়ের কারো কথাও আমাদের জানা নেই। শুধু এটুকু জানি সাম্ভালার খোঁজ আছে সাদা লামা'র কাছে। শুনেছি লোকটা নামি অমর," বলতে বলতে মৃদু হাসলেন পুরোহিত।

"আপনি কি অমরত্বে বিশ্বাস করেন না?"

"করি। অবশ্যই করি। যেমন গৌতম বুদ্ধ এখনো বেঁচে আছেন আমাদের মাঝে। আমরা এমন অমরত্বই আশা করি। জাগতিক দেহ যুগ যুগ বয়ে বেড়ানোর কোন মানে নেই।"

"হয়তো আপনার কথাই ঠিক," উঠে দাঁড়ালেন তিনি। কিন্তু পুরোহিত এখনো বসে আছেন। ইশারায় তাকে বসতে বললেন পুরোহিত। তিনি বসলেন।

"আমাকে এই কাগজটা দেখানোর কারন কি জানতে পারি?" পুরোহিত বললেন।

"এখানে যা লেখা আছে তার অর্থ উদঘাটন করা আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। ভেবেছিলাম আপনার কাছে কোন সাহায্য পাওয়া যাবে কি না।"

"জানি না আপনাকে কিভাবে সাহায্য করবো। এই বিষয়ে মুখ খোলাও খুব

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কঠিন কাজ হয়ে যাবে। কেউ জানলে আপনার কাছ থেকে জিনিসটা ছিনিয়ে নিতে একবিন্দু দ্বিধা করবে না।"

"আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়াটা খুব সহজ হবে এটুকু বলতে পারি।"

"আপনি আগামীকাল সকালে আসুন। আমি দেখি আজ চিন্তা করে কিছু করা যায় কি না।"

"ঠিক আছে। এবার আমি আসতে পারি," হেসে বললেন তিনি।

"আসুন। তার আগে একটা কথা বলে যান, আপনি কি সেই পেহ লিং?"

"আমাকে দেখে কি তাই মনে হচ্ছে?" বললেন তিনি। এখন তিনি অনেক তরুণ। এই চেহারার সাথে সেই পেহ লিঙের চেহারার যে বর্ননা এরা শুনেছে তার কোন মিল নেই।

"আসলে আমি খুব দ্বিধায় পড়ে গেছি, সত্যি যদি আপনি পেহ লিং হোন তাহলে আপনাকে যথোপযুক্ত সম্মান আমি দেই নি।

"সময়ে সব জানতে পারবেন এটুকু ভরসা দিতে পারি," বললেন তিনি। উঠে দাঁড়ালেন। "আমার নাম লখানিয়া সিং। আপাতত এটুকু জানাই আপনার জন্য যথেষ্ট।"

বয়স্ক পুরোহিত উঠে দাঁড়িয়েছেন। চেহারায় সেই গাম্ভীর্য্য এখন আর নেই। সেখানে এখন শ্রদ্ধা দেখতে পাচ্ছেন তিনি।

মন্দিরের বাইরে এসে তাকালেন চারদিকে। কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

হাঁটতে হাঁটতে জ্যাকেটের ভেতরে সাবধানে ঢুকিয়ে রাখলেন চামড়ার খোপটা। কাল সকালে আবার আসতে হবে পুরোহিতের সাথে দেখা করার জন্য।

১৯১০ খ্রিস্টাব্দ

মৃত সাগর, কামরান, জর্দান।

অনেকগুলো দিন পার হয়ে গেছে সেই পাহাড়ের চূড়া থেকে ঝাপ দেবার পর। উত্তাল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে কিছুদিন ইয়েমেনে কাটিয়েছে। এরপরের বেশিরভাগ সময় কেটেছে এখান থেকে সেখানে, লোকচক্ষুর আড়ালে থাকার জন্য সম্ভব সব চেষ্টা করেছে সে, তারপর ঠাই মিলেছে আরবীয় মরু ভূমিতে, মৃত সাগরের পাশে কিছু আদিম গুহাতে, যেখানে হাজার বছরে কারো পা পড়ে নি।

উষর মরুতে দীর্ঘ একেকটা দিন কেটে যায়। জনপ্রানীর দেখা মেলে না একেবারেই। ছোট একটা গুহাকে নিজের থাকার উপযোগী করে নিয়েছে মিচনার। দিনে তীব্র গরম হলেও রাতে ঠিক একইভাবে শীতল হয়ে পড়ে জায়গাটা। তাই উষ্ণতার প্রয়োজনে আগুনের ব্যবস্থাও করেছে গুহার এক কোনে। মরুভূমিতে

www.BanglaBook.org

লোকজন প্রায় আসে না বললেই চলে। মাঝে মাঝে দূর থেকে কাফেলা দেখা যায়। দীর্ঘ উটের পাল, পিঠে সাওয়ারি নিয়ে মরুভূমির বুক চিরে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চলে যায়। মাঝে মাঝে খুব জানতে ইচ্ছে করে কি আছে এই মরুভূমির পর। এই ধুসর মরুভূমির মাঝে অদ্ভুত এক হ্রদ। সেখানে নেই কোন মাছ, পানি লবনের চাইতেও তিক্ত। গুহা থেকে মাঝে মাঝে বাইরে যায় মিচনার। হেঁটে আসে হ্রদের পাড় ঘেষে। প্রানের কোন চিহ্ন চোখে পড়ে না। তাই কোন কোন সময় শিকারের আশায় আরো দূরে চলে যায়। সেখানে মাঝে মাঝে মানুষের দেখা মেলে। শ্বেতকায় মানুষ, অদ্ভুত ভাষায় কথা বলে, কাছে যাওয়ার ইচ্ছে হয় কিন্তু কৌতুহলকে বাড়তে দেয় না মিচনার। গুহাতে অনেক শান্তিতে আছে সে। মানবসভ্যতা থেকে অনেক দূরে।

মাঝে মাঝে বুকের ভেতর থেকে কে যেন ডাকে তাকে। বলে আরো দূরে কোথাও যেতে। কিন্তু ইচ্ছে করে না মিচনারের। কোথায় যাবে সে? এই কত বছরে পৃথিবী আরো অনেক বদলে গেছে। সেই পৃথিবীতে সে অচল। এছাড়া নিজেকে ইদানীং মানুষ ভাবতেও ভয় হয় তার। শরীর ঢাকার জন্য নুন্যতম যে পোশাক দরকার এখন তারও প্রয়োজনবোধ করে না সে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা আর জৈবিক কিছু চাহিদার তাড়নায় বেঁচে আছে সে। কিন্তু এইভাবে বেঁচে থাকা কি অর্থহীন নয়? মাঝে মাঝেই নিজেকে প্রশ্নটা করে। এক অদ্ভুত অভিশাপ যেন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে তাকে।

বিকেলেই গুহায় ফিরে এসেছে মিচনার। বাইরে আবহাওয়ার অবস্থা ভালো না। যে কোন সময় ধুলোঝড়ে সব ঢেকে যাবে। তাই আগেভাগেই গুহায় ফিরে এসেছে।

সন্ধ্যার পরপর ধুলোঝড় শুরু হলো। গুহার মুখে হেলান দিয়ে বসে দেখছিল মিচনার। উপভোগ করছিল বলা যায়। কারন গুহার মুখটা এমনভাবে বানানো বাইরে ঝড়-তুফান যাই হোক না কেন ভেতরে তার আঁচ পর্যন্ত আসে না। এই ধরনের গুহা এখানে অনেকগুলো আছে। ছোট ছোট গুহা, মনে হয় যেন মানুষের হাতে বানানো। প্রাকৃতিকভাবে এতো চমৎকারভাবে গুহা তৈরি হয় বলে বিশ্বাস হয় না তার। কিন্তু এই মৃত এলাকায় এসে গুহা বানিয়ে যাবে এমন দায় পড়েছে কার!

দূরে ছোটখাট একটা কাফেলা চোখে পড়ল এই সময়। চার-পাঁচটা উট দাঁড়িয়ে আছে বালিয়াড়ির মাথায়। সওয়ারি আছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। থাকলেও হয়তো ঝড়ের কবলে পড়ে ছিটকে পড়েছে। উটের মাংস খেতে খারাপ লাগবে না বলে মনে হলো। এছাড়া আগুনে পুড়ে খেতে পারলে তো আরো মজা, ভাবছিল মিচনার। ছোট একটা পাথরের টুকরো ঘষে ছুরি বানিয়ে নিয়েছিল। জিনিসটা তার অনেক কাজে লাগে। আজো কাজে লাগবে। তবে ঝড় থামার পর কাজে নামতে হবে।

ঝড় থামার জন্য অপেক্ষা করতে করতে একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়ল মিচনার। ঘুমিয়ে পড়ল।

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৭

গভীর জঙ্গলের মাঝে ছোটখাট একটা এলাকা নিজের মতো করে সাজিয়ে নিয়েছে শয়তানটা। জায়গাটা বাংলাদেশ আর বার্মার সীমান্তের কাছাকাছি। চাইলে যেকোন সময় দুই দেশের যেকোনটাতে যাওয়া যায়। চারপাশের গাছপালার মাঝখানে কিছুটা জায়গা পরিষ্কার করে কাটা, সেখানে সারি করে ছোট ছোট মাটির কিছু ঘর। বিদ্যুতের ব্যবস্থা নেই তাই ব্যাটারী দিয়ে আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছোট ঘরগুলোতে সঞ্জয়ের সাঙ্গপাঙ্গরা থাকে। বেশিরভাগই অবাঙ্গালী, সম্ভবত বার্মিজ রোহিঙ্গা।

মাঝখানের ঘরটা বড়। সঞ্জয় এখানেই থাকে। তার রুমে অত্যাধুনিক সব সরঞ্জাম। রেডিও, টেলিভিশন থেকে শুরু করে স্যাটেলাইট ফোন সবই আছে। এক কোনায় চেয়ারের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে রাশেদ আর লরেন্সকে। সঙ্গী পাহাড়ি লোকগুলো হয়তো অন্য জায়গায়, ধারনা করলো রাশেদ। সন্ধ্যা হয়ে গেছে অনেকক্ষন আগে। এতোক্ষন পেটে কিছু পড়ে নি, পেট তাই মোচড় দিয়ে উঠছে। জীবন নিয়ে এখান থেকে ফিরে যেতে পারবে কি না এ ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। রাজুকেও এরা আটকে রেখেছে। সম্ভবত অন্য কোন ঘরে।

সঞ্জয় ঘরে নেই। বাইরে কোথাও গেছে। ঘরের দরজায় আধুনিক অটোমেটিক মেশিনগান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন প্রহরী। কড়া দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে যেন একটু এদিক-সেদিক হলেই গুলি করবে। এমনভাবে বেঁধেছে ঘাড় ঘুরিয়ে লরেন্সের দিকে তাকাবে এমন অবস্থা নেই। মুখের উপর একধরনের টেপ মেরেছে। কোনমতে নিঃশ্বাস নিতে পারছে রাশেদ।

ঘুম চলে আসছিল, কোনমতে চোখ খোলা রেখেছে রাশেদ। যেকোন সময় সঞ্জয় আসতে পারে। এই লোকটার ব্যাপারে তেমন কিছু জানা হয় নি লরেন্সের কাছ থেকে। তবে লোকটা যে হিংস্র তা পরিষ্কার বোঝা যায় চেহারা দেখেই। কালো কুচকুচে গায়ের রঙ, কুতকুতে চোখ। ঘাড়ের উপর মাথাটা ছোট, চুল ছোট করে ছাটা। লম্বায় ছ'ফিট চার ইঞ্চির মতো হবে। মাংসল শরীর, বোঝা যায় শরীরের যথেষ্ট যত্ন করে। এই শরীরে রাশেদের মতো একজনকে অনায়াসে পিষে মারতে পারবে সঞ্জয়। যদিও এখনই কারো চাপে পিষে মরার মতো ইচ্ছে নেই রাশেদের।

সঞ্জয় আর তার চেলাপেলা অস্ত্র-মাদকের ব্যবসা করে তা বোঝাই যায়। এখানে আসার পথ এর কিছু নমুনা চোখে পড়েছে। এমন একটা এলাকা বেছে নিয়েছে যেখান থেকে বার্মা, বাংলাদেশ আর ভারতে নিশ্চিন্তে অস্ত্র, মাদক চোরাচালান করা যাবে। তবে লোকটা কেন কর্নেল সঞ্জয় নামের নেমপ্লেট পড়ে থাকে তা বুঝতে পারে নি রাশেদ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিছুক্ষনের মধ্যেই সঞ্জয় ঢুকলো। পেছনে দুজন দেহরক্ষী। মাঝখানে সুন্দর এক সেট সোফা পাতা। সেখানে গিয়ে বসল সঞ্জয়। তাকিয়ে আছে রাশেদের দিকে। দেহরক্ষীদের একজনকে ইশারা করলো। সে এসে রাশেদের মুখ থেকে টেপ টেনে তুলে নিল। ব্যথায় প্রায় চেঁচিয়ে উঠছিল রাশেদ, নিজেকে কোনমতে সামলে নিলো।

"অ্যাই, তুই ঐ শালার সাথে কতোদিন আছিস?" দাঁতে দাঁত চেপে জিজ্ঞেস করল সঞ্জয়।

কি উত্তর দেবে বুঝতে পারছে না রাশেদ।

"কি রে কথা কানে যায় না?" আবারও খেকিয়ে উঠল সঞ্জয়।

"বেশিদিন না।"

"আমাকে চিনিস তুই?"

"না।"

"আমার হাতে মরতে চলেছিস, যমকে না চিনলে হবে?"

চুপ করে তাকিয়ে রইল রাশেদ। মরতে চলেছে সে? এতো তাড়াতাড়ি? বিশ্বাস হচ্ছে না। আবার অবিশ্বাস করারও কিছু নেই। মানুষ মেরে সঞ্জয়ের অভ্যাস হয়ে গেছে হয়তো। হাত একটুও কাঁপবে না।

"কি রে উত্তর দিচ্ছিস না কেন?"

নিরুত্তর রাশেদ।

উঠে দাঁড়িয়েছে সঞ্জয়, কোমরে গোঁজা পিস্তলটা বের করে হাতে নিয়েছে। আস্তে আস্তে এগুচ্ছে রাশেদের দিকে। চোখ বন্ধ করে বসে আছে রাশেদ। বুঝতে পারছে যে কোন সময় আঘাত হানবে সঞ্জয়। মাথা কেমন ঝিমঝিম করছে। হাত ঘেমে যাচ্ছে। এই সময় কপালে পিস্তলের শীতল নলটা অনুভব করলো রাশেদ।

* * *

ঠিক ছ'টায় ঘুম ভাঙল ডঃ আরেফিনের। উঠেই তৈরি হয়ে নিলেন। সাড়ে ছ'টায় ডঃ কারসনের রুমে যাওয়ার কথা। মাথাটা ভারভার লাগছিল। যাওয়ার আগে এক কাপ কফি খেয়ে নিলে মন্দ হতো না। চাইলে রুম সার্ভিসকে বললে হয় কিন্তু ইচ্ছে করছে না এখন। নীচে হোটেলের ক্যাফেটেরিয়াতে ভালো কফি বানায়। সেখানে বসে খেয়ে নেয়া যাবে, সাথে একটু হাঁটাও হবে। রুম লক করে বেরিয়ে এলেন ডঃ আরেফিন।

ক্যাফেটেরিয়ার লোকজন খুব কম। খুব বেশি বাতি জ্বলছে না। ডঃ আরেফিন যেখানে বসেছেন সেদিকটা প্রায় ফাঁকাই। তাই সেই শশ্রুধারী তার নজর এড়াল না। ক্যাফেতে ঢোকার মুখেই একটা টেবিলে বসে আছে। দামী জ্যাকেট পরনে, মাথায় মাংকি ক্যাপ। এই লোকটাকে এর আগেও দেখেছেন ডঃ আরেফিন। মনে হচ্ছে সেই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিল্লি থেকে এই লোকটাই অনুসরন করে আসছে।

কফির অর্ডার দিয়ে চুপচাপ বসে আছেন ডঃ আরেফিন। কাউকে নিয়ে আসতে পারলে ভালো লাগতো। কিন্তু প্রফেসর সুব্রামানিয়াম কিংবা সন্দীপ কাউকেই ডাকতে ইচ্ছে করলো না।

শশ্রুধারী লোকটা একদৃষ্টিতে তার দিকেই তাকিয়ে আছে বুঝতে পারছেন ডঃ আরেফিন। কফির অর্ডার দেয়া হয়ে গেছে, এখন উঠে গেলে খারাপ দেখাবে। তাই কফি শেষ না করা পর্যন্ত চুপচাপ বসে থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন।

ক্যাফেতে হাল্কা একটা সুর বাজছে। মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করছেন ডঃ আরেফিন, কিন্তু মন বসছে না। বারবার আড়চোখে তাকাচ্ছেন ঐ লোকটার দিকে, অনেকটা নিজের অজান্তেই। তারপর চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। কি উদ্দেশ্য পিছু নিয়েছে বুঝতে পারলে ভালো হতো। হয়তো ডঃ কারসন জানেন। ব্যাপারটাকে তেমন একটা গুরুত্ব দেন নি ভদ্রলোক।

হাতে মোবাইল ফোনটা নিয়ে নাড়াচড়া করছিলেন, হঠাৎ সুরেশকে ঢুকতে দেখলেন ক্যাফেতে। শশ্রুধারী লোকটার সাথে ইশারায় কিছু একটা বুঝিয়ে ডঃ আরেফিনের দিকে এলো লোকটা।

"কি ব্যাপার স্যার, একা একা বসে আছেন?" সুরেশ বলল সামনে এসে।

"এমনিই, আপনি বসুন।"

"না, বসবো না। কফি খেতে ভালো লাগে না।"

"আচ্ছা।"

"বাকি সবাই কোথায়?"

"বলতে পারছি না। তবে রুমেই তো থাকার কথা।"

"সন্দীপ মশাইকে বাইরে যেতে দেখলাম। খুব তাড়াহুড়া করছিলেন।"

"তাই? কখন?"

"এই তো, একটু আগে।"

হাত ঘড়িতে সময় দেখে নিলেন ডঃ আরেফিন। সোয়া ছ'টা বাজে। আর পনেরো মিনিট পর ডঃ কারসনের রুমে মিটিং। এই সময় সন্দীপ কোথায় যাবে?

"কিছু মনে করবেন না স্যার। উনার গতিবিধি আমার কাছে সন্দেহজনক মনে হয়েছে," হাত কচলাতে কচলাতে বলল সুরেশ।

তোমার গতিবিধিও সন্দেহজনক, মনে মনে বললেন ডঃ আরেফিন। সন্দীপের মোবাইল ফোনে কল করলেন। বন্ধ।

কফি দিতে এতো সময় লাগাবে বুঝতে পারলে কখনোই আসতেন না। মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে ডঃ আরেফিনের।

"আপনি বাইরে গিয়ে দেখুন কোথায় গেছে? আশপাশে থাকতে পারে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"ঠিক আছে, আমি আসি," বলে চলে গেল সুরেশ।

সুরেশ যাওয়ার একটু পর শশ্রুধারীও বের হতে যাচ্ছিল, টেবিলে বসে লক্ষ্য করছিলেন ডঃ আরেফিন। কিন্তু যেতে পারলো না। গেট দিয়ে একজন ঢুকেছে। বেশ লম্বা, সুদর্শন এক তরুণ। হাত ধরে আটকেছে শশ্রুধারীকে। যেখানে বসেছিল সেখানে বসার ইশারা দিতে শশ্রুধারী বসে পড়ল। অবাক হয়ে দেখছিলেন ডঃ আরেফিন। এই তরুণকে এতো ভয় পাচ্ছে কেন শশ্রুধারী লোকটা? ওর বস নাকি? নাকি অন্য কোন ব্যাপার?

কফি দিয়ে গেল এই সময়। ব্ল্যাক কফি। বেশ গরম, ধোয়া উঠছে। কফিতে চুমুক দিয়ে দুজনের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। ওরা কথা বলছে। তবে খুবই নীচু গলায়। তরুণ যে শশ্রুধারীকে শাসাচ্ছে এটা দূর থেকেই বোঝা যাচ্ছে।

এখানে আর সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। মিটিং-এ যেতে হবে। আজকে ডঃ কারসনের সাথে সব পরিষ্কার করে নিতে হবে। উনি কি করতে চান, কিভাবে করতে চান, সব জানতে হবে।

ক্যাফে থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। তরুণ ছেলেটার দিকে তাকালেন একঝলক। মুখটা খুব চেনা চেনা মনে হলো। রাশেদের সাথে চেহারার আদল অনেকটা মিলে যায়। মৃদু হাসিটাও ঠিক রাশেদের মতো। অনেকদিন ছেলেটার খবর নেয়া হয় না। এবার দেশে গিয়ে খবর নিতে হবে, মনে মনে ঠিক করে রাখলেন ডঃ আরেফিন।

* * *

সঞ্জয় লোকটা চামারের মতো। নিজের লাভ ছাড়া কিছুই বোঝে না। যে দলটার নেতৃত্ব একসময় ছিল লরেন্সের হাতে আস্তে আস্তে তা নিজের হাতে নিয়ে নেয় সে। তার ক্রুরতা, নিষ্ঠুরতার কাছে লরেন্স কিছুই না। তাই একসময় যাকে আশ্রয় দিয়েছিল লরেন্স সেই সঞ্জয়ের কাছেই এখন বন্দী । বিএসএফ এর কর্নেল ছিল সঞ্জয়, কিন্তু চোরাচালানী আর মাদক ব্যবসায়ীদের সঙ্গ দেয়ার কারনে তাকে কোর্ট মার্শালে পাঠানোর কথা ছিল। সেই সময় লরেন্স উদ্ধার করে এনেছিল তাকে। বান্দরবনের পাহাড়ি এলাকায় আশ্রয় দিয়েছিল, নিজের ব্যবসায় সঙ্গী করে নিয়েছিল। কিন্তু সঞ্জয়ের মতো লোককে বিশ্বাস করা ঠিক হয় নি এটা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছে এখন। সঞ্জয় নিজের দলকে আরো দূর্ধষ করে তুলেছে এরমধ্যে। লরেন্স এখন শুধু গলার কাটা, যেটা সরিয়ে দিতে পারলে স্বস্তিবোধ করবে সঞ্জয়। তাই করা হতো, কিন্তু যখনি কানে এসেছে লরেন্সের পূর্বপুরুষের লুকানো সম্পদের কথা তখন এই সরিয়ে দেয়ার ব্যাপারটা কিছুটা পিছিয়ে দিয়েছে সঞ্জয়।

www.BanglaBook.org

রাশেদ দাঁড়িয়ে আছে, বিস্ময় এখনো কাটে নি তার। কিছুক্ষন আগেই তার কপালে পিস্তল ঠেকিয়েছিল সঞ্জয়। সেটা যে শুধু ভয় দেখানোর জন্য বুঝতে পারে নি রাশেদ। লরেন্সের কাছ থেকে ছোট বাক্সটা কেড়ে নিয়েছে সঞ্জয়। সেটা এখন রাশেদের হাতে। তাকে এভাবে মুক্তি দেয়ার কারন বুঝতে পারছে রাশেদ। এই পার্চমেন্টে কি লেখা আছে তা কোনভাবেই বের করতে পারবে না সঞ্জয়। তার সাহায্য দরকার। সেই সাহায্য একমাত্র হয়তো রাশেদই করতে পারবে।

রুম থেকে সবাইকে চলে যাওয়ার জন্য ইশারা করল সঞ্জয়। সোফায় আরাম করে বসে চুরুট ধরালো। কাঠের বাক্সটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রাশেদ। ইশারায় উল্টোদিকের সোফায় বসতে বলল সঞ্জয়।

"তোকে কেন রেহাই দিয়েছি বুঝতে পারছিস?" জিজ্ঞেস করল সঞ্জয়, চুরুটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে।

"বুঝতে পেরেছি," রাশেদ বলল। "কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে?"

চারদিক কাঁপিয়ে হেসে উঠল সঞ্জয়, যেন খুব মজা পেয়েছে রাশেদের কথায়।

"তোর জান এখন আমার হাতে। আর আমাকেই তুই শর্ত দিচ্ছিস?"

"জানের পরোয়া করি না। কিন্তু আপনার কাজ করতে হলে আমার শর্ত মানতে হবে।"

"যদি না মানি?"

"না মানলে কিছু করার নেই," একগুয়ের মতো বলল রাশেদ।

"আচ্ছা, তোর শর্ত বল।"

"রাজুকে ছেড়ে দিতে হবে?"

"ছেড়ে দেবো?"

"হ্যা, সরাসরি ঢাকা পাঠানোর ব্যবস্থা করে দিতে হবে।"

কিছুক্ষন চিন্তা করল সঞ্জয়।

"রাজুকে ছাড়বো। তবে ঢাকায় পাঠাবো না। তোর সাথেই থাকবে, তুই কাজ উদ্ধার করে দিবি, দুজনকে একসাথে ছেড়ে দেবো।"

"আপনি যে কথা রাখবেন তার নিশ্চয়তা কি?"

"আমি কর্নেল সঞ্জয় সিং। কথা দিলে কথা রাখি, নিশ্চয়তা আর কি চাই তোর?"

"লরেন্সের কি হবে?" জিজ্ঞেস করল রাশেদ।

"চোপ শালা!" চেঁচিয়ে উঠলো সঞ্জয়। "ঐ শালাকে নিয়ে কি করবো সেটা আমার ব্যাপার। তুই মাথা গলালে মাথাটাই কেটে ফেলবো।"

চুপচাপ চারপাশে তাকাল রাশেদ। একটু দূরেই বসে আছে লরেন্স। চেয়ারের সাথে হাত-পা বাঁধা অবস্থায়। মুখে টেপ লাগানো, বেশ অসহায় দেখাচ্ছে। এই লোকটাই কিছুদিন আগে রাশেদ আর রাজুকে উদ্ধার করেছিল। কিন্তু সঞ্জয়ের রাগ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখে বোঝা যাচ্ছে এখান থেকে লরেন্সকে জীবিত বের করা কঠিন হবে।

"ঠিক আছে, বাদ দিলাম। তাহলে কাল থেকেই কাজে নেমে পড়ছি," রাশেদ বলল।

"আরেকটা কথা," চুরুট নেভাল সঞ্জয়, রাশেদের দিকে তাকাল, "আমাকে বোকা বানানোর কোন চেষ্টা করলে ফল ভালো হবে না।"

"ঠিক আছে, মনে থাকবে।"

সঞ্জয়ের ইশারায় দুজন দেহরক্ষী এসে দাঁড়াল রাশেদের দু'পাশে। সম্ভবত অন্য কোন রুমে নিয়ে যাবে তাকে। দেহরক্ষীদের সাথে বাইরে বেরিয়ে এলো রাশেদ। জোছনা রাত বনের মধ্যে অদ্ভুত এক মায়াবি পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। মাঝখানের ছোট একটা মাটির ঘরে ঢোকানো হলো রাশেদকে। চমৎকার রুমটা। একপাশে পরিপাটি বিছানা, মশারি টানানো। সরাসরি বিছানায় চলে গেল রাশেদ। ছোট কাঠের বাক্সটা বিছানার একপাশে রাখল। রুমে বাতি জ্বলছে। আজ ঘুমানো চলবে না। পার্চমেন্টে কি লেখা আছে তা বের করতে হবে। তা না হলে সঞ্জয় কাউকে ফিরে যেতে দেবে না এখন থেকে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৮

আজকের মিটিংটা অন্যরকম। সবাইকে কেমন বিষন্ন দেখাচ্ছে। ডঃ কারসন সবসময় ভালো মুডে থাকার চেষ্টা করেন, যদিও আজ সেই চেষ্টাটা সফল হচ্ছে না। মাঝখানে বসে আছেন তিনি। দুইপাশে ডঃ আরেফিন এবং প্রফেসর সুব্রামানিয়াম। একটু দূরে বসে আছে সন্দীপ। তাকে উদাসীন দেখাচ্ছে। যেন এই মিটিংটা তার কাছে খুবই অপ্রয়োজনীয়। দরজার বাইরে রাখা হয়েছে রামহরিকে। আচমকা কেউ যেন রুমে ঢুকতে না পারে। ভালো হোটেলগুলোতে এমনিতেই বেয়ারারা দরজায় নক না করে ঢোকে না। কিন্তু সাবধানতা হিসেবে রামহরিকে বাইরে রেখেছেন প্রফেসর সুব্রামানিয়াম।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে অনেকক্ষন হলো। ডঃ আরেফিন কফি খেয়ে এসেছেন। বাকিরাও হয়তো যে যার মতো নাস্তা সেরে নিয়েছে। ডঃ কারসনের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে এখন সবাই। তাদের এই অভিযান আসলে কোন দিকে এগুচ্ছে, সত্যিই কোন দিকে এগুচ্ছে কি না, এটাই জানতে চাচ্ছেন ডঃ আরেফিন। প্রফেসর সুব্রামানিয়ামেরও একই মত। সন্দীপের ভাবসাব বুঝতে পারছেন না ডঃ আরেফিন। লোকটা অদ্ভুত চিন্তা করছে। এমনও হতে পারে শেষে হয়তো সন্দীপের ধারনাই ঠিক প্রমানিত হবে। কিন্তু এই ধরনের চিন্তাকে আপাতত প্রশ্রয় দেয়ার কোন যুক্তি দেখছেন না তিনি।

গলা খাঁকারি দিয়ে সবার দিকে তাকালেন ডঃ কারসন। তিনি এখন কথা শুরু করবেন। সন্দীপের মনোযোগ আকর্ষনের জন্য তাকালেন, যদিও সন্দীপ তাকিয়ে আছে জানালার দিকে।

"সন্দীপ, আপনি কি কিছু নিয়ে চিন্তিত?" জিজ্ঞেস করলেন ডঃ কারসন।

"না, চিন্তিত নই," নিরস গলায় উত্তর দিল সন্দীপ।

"ভালো, তাহলে আমি যা বলছি মনোযোগ দিয়ে শুনবেন।"

মাথা নাড়াল সন্দীপ।

"আমরা হয়তো সাম্ভালা'র খুব কাছাকাছি চলে এসেছি, অথবা এখনো সাম্ভালা আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে। সত্যিই জায়াগাটার অস্তিত্ব আছে কি না তা নিয়ে সন্দেহ থাকলেও মন্দিরের ঐ পুরোহিত আর সন্দীপের কাছে দেয়া তিব্বতি কোড থেকে মনে হচ্ছে সাম্ভালা আছে," ডঃ কারসন বলছেন। কথা বলতে বলতে তাকাচ্ছেন সবার দিকে, সবার মনোভাব বুঝতে চাইছেন।

"সাম্ভালা অভিযানের খুবই প্রাথমিক পর্যায়ে আছি আমরা। মাত্র তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ চলছে। এতো শিগগিরি এই অভিযানের ফলাফল আশা করা ঠিক হবে না, এই

www.BanglaBook.org

বিষয়ে আপনার মতামত শুনতে চাই প্রফেসর?" প্রফেসরের দিকে তাকিয়ে বললেন ডঃ কারসন।

একটু নড়ে বসলেন প্রফেসর সুব্রামানিয়াম। অপ্রস্তুত অবস্থাটা কাটিয়ে নিলেন অল্পক্ষনেই।

"আমার মতামত খুবই পরিষ্কার। আমরা অনেকদূর এসেছি, সেই দিল্লি থেকে ধর্মশালা, কিন্তু কেন জানি মনে হচ্ছে, আমাদের কাজকর্মে খুব বেশি পরিকল্পনার ছাপ দেখা যাচ্ছে না। এলোমেলোভাবে কাজ করছি মনে হচ্ছে," শেষের কথাগুলো বলে ডঃ আরেফিনের দিকে তাকালেন প্রফেসর, অনেকটা সমর্থনের আশায়।

"ঠিক আছে, আপনার কোন পরামর্শ থাকলে বলুন?"

"আসলে ঠিক কিভাবে এগুলে সফল হবো তার একটা পরিকল্পনা করতে হবে আমাদের। আমরা শুধু আপনাকে অনুসরন করছি, জানি না ঠিক কিভাবে আপনি এগুতে চাচ্ছেন।"

"ধন্যবাদ প্রফেসর। ডঃ আরেফিন কিছু বলবেন এ বিষয়ে?"

"আমারও একই মত। অনেক কিছুই আমাদের কাছে পরিষ্কার না। আমরা শুধু আপনাকে ফলো করছি। যেমন সেই মন্দির থেকে কোডের পার্চমেন্টটা নিয়ে এলেন, অথচ এ বিষয়ে আগে থেকে কিছু জানতাম না আমরা। সকালে এক মন্দিরে গেলাম, সে বিষয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত আমাদের কিছু জানানো হয় নি। আগামীকাল আমাদের প্ল্যান কি তাও পরিষ্কার না।"

"আচ্ছা, এবার সন্দীপ, আপনি বলুন?"

"সাম্ভালা আছে। তিব্বতের আশপাশেই আছে। তবে তা খোঁজার জন্য যে চোখ লাগবে, তা আপনার নেই ডঃ কারসন," বেশ কৌতুকের সাথে বলল সন্দীপ।

"বুঝলাম না।"

"দেখুন, সাম্ভালার অবস্থান শুরু থেকেই আমরা জানি তিব্বতে, কৈলাস এবং মানস সরোবরের আশপাশের কোন এলাকায়। অথচ আমরা এসে বসে আছি ধর্মশালায়। এখানে কি আছে? পালিয়ে আসা তিব্বতিদের এই রাজধানীতে আছে কিছু মন্দির, লাইব্রেরি আর কিছু বুড়ো পুরোহিত।"

"এক বুড়ো পুরোহিতই কিন্তু আমাকে ঐ কোডের কাগজটা দিয়েছেন।"

"তা দিয়েছেন, কিন্তু..."

"কিন্তু কোডটা উনারা ভাঙতে পারেন নি," কথাটা শেষ করে দিলেন ডঃ কারসন।

"এই কোড ভাঙা কঠিন, অন্তত মন্দিরের এইসব বুড়োদের কাজ নয় সেটা। আমি কোডের অর্থ অনেকটা বের করতে পেরেছি বলা যায়। আপনি হয়তো অবিশ্বাস করবেন, যেমন করেছেন ডঃ আরেফিন। আমার বিশ্বাস সাম্ভালা একটা স্পেসশিপ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভিনগ্রহের প্রানীদের। যারা এই স্পেসশিপে পৃথিবীতে এসেছিল তারপর আর ফিরে যায় নি। হিমালয়ের কোলে কোন এক এলাকায় লুকিয়ে আছে। পৃথিবীর যারা সেই স্পেসশিপে গেছে তারা আর ফিরে আসে নি। সেখানে অদ্ভুত এক পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে মানুষগুলো অমরত্ব পেয়েছে, জীবনের মানে খুঁজে পেয়েছে। সেই ভিনগ্রহের প্রানীরা আমাদের মধ্যেই থাকে। যাদের উপযুক্ত মনে করে তাদের সন্ধান দেয় সাম্ভালার।"

"আপনি এসব কি বলছেন?" বললেন ডঃ কারসন। উঠে দাঁড়ালেন। "কিসের উপর ভিত্তি করে বলছেন এসব?"

"যে কোডটা আপনি আমাকে দিয়েছেন সেই কোড দেখে বলছি।"

"আমাকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে হবে, কোড ব্রেকিং-এ আমার দক্ষতা শুন্যের কোঠায়, আমি শুধু সাধারন কিছু জিনিস জানি, বেশি কিছু না।"

"রুমে যেতে হবে আমাকে, আপনারা বসুন," বলে উঠে দাঁড়াল সন্দীপ, তারপর বেরিয়ে গেল রুম থেকে।

ডঃ কারসন তাকালেন বাকি দুজনের দিকে। রুমে নীরবতা নেমে এসেছে। সন্দীপ কি দেখাতে চায় তার জন্য অপেক্ষা করছে সবাই।

* * *

বিনোদকে সাথে নিয়ে বাইরে চলে এসেছেন তিনি। হোটেলের বাইরে এখন ভিড় কম। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। চাইলে ক্যাফেতে বসেই শায়েস্তা করতে পারতেন বিনোদকে। কিন্তু লোকজনের দৃষ্টি আকর্ষনের কোন ইচ্ছে তার নেই। বিনোদ ভেবেছিল নকল চুল আর দাড়ি লাগালেই হয়তো কেউ তাকে চিনতে পারবে না। ধারনা যে একবারে ভুল তা হাতে নাতে প্রমান পেয়েছে বেচারা।

রাস্তায় হাঁটছেন তিনি, একহাত দিয়ে বিনোদের একটা হাত ধরে রেখেছেন। দু'একবার চেষ্টা করেছে বিনোদ হাত ছোটাতে, পারে নি। উলটো আরো শক্ত হয়েছে হাতের বাঁধন। দূর থেকে কেউ দেখলে ভাববে অন্তরঙ্গ দুজন মানুষ হাত ধরাধরি করে হাঁটছে।

"মিঃ বিনোদ, আপনার উদ্দেশ্য কি? ওদের পিছু নিয়েছেন কেন?" প্রশ্ন করলেন তিনি হাঁটতে হাঁটতে।

"একই প্রশ্ন আপনাকে করতে পারি আমি। আপনিই বা কেন ওদের রক্ষাকর্তার ভূমিকা নিচ্ছেন?" চাপা গলায় বলল বিনোদ চোপড়া। বোঝা যাচ্ছে নিজেকে অনেক কষ্টে সংযত রেখেছে সে।

"প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন করা ঠিক নয়, মিঃ বিনোদ," বললেন তিনি, "চলুন, আমার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রুমে চলুন।"

উত্তর দিলো না বিনোদ। বুঝতে পারছে এই লোকটার হাত থেকে খুব সহজে তার মুক্তি নেই।

১৯৩০ খৃস্টাব্দ

হিন্দুকুশ পর্বতমালা, আফগানিস্তান সীমান্ত।

গত কয়েকবছরে অনেকবার স্থান পরিবর্তন করতে হয়েছে তাকে। কোথাও একনাগাড়ে বেশিদিন থাকার মতো পরিস্থিতি নেই। পৃথিবীতে লোকসংখ্যা বাড়ছে। একেবারে গহীন অরন্য বা ধু ধু মরুভূমি ছাড়া প্রতিটি জায়গায় মানুষ বসতি গড়ে তুলেছে। মানুষের উপস্থিতি ভালো লাগে না মিচনারের কাছে। কেমন এক আদিম হিংগ্রতা নিজের ভেতর অনুভব করে সে। আসলে নিজেকে এখন মনে হয় হিংগ্র এক পশু অথবা মানবরুপী এক দানব।

সেই জাহাজ ডুবির সালটা তার মনে আছে। তারপর কতো বছর পার হয়েছে সে সম্পর্কে কোন ধারনাই নেই। তবে বিজ্ঞানের নিত্যনতুন আবিষ্কার তার চোখ এড়ায় নি। আকাশে একধরনের যন্ত্রকে উড়তে দেখে প্রথমে ভয় পেলেও পরে বুঝতে পেরেছে এটা মানুষেরই আবিষ্কার, সমুদ্রে চোখে পড়েছে পালতোলা জাহাজের বদলে বিশালকায় সব জাহাজ, যেখানে বড় বড় চিমনী দিয়ে গলগল করে ধোয়া বের হয়। মানুষের জীবনযাত্রায় হয়তো এমন অনেক পরিবর্তন এসেছে। যদিও এই সমাজ থেকে অনেক দূরে থাকার কারনে এই পরিবর্তনগুলো তার চোখে পড়ে নি।

গত কয়েক বছর আগে এই এলাকায় এসে আস্তানা গড়েছে মিচনার। চারপাশে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। এই পাহাড়গুলোর চূড়োয় বরফের টুপি। দেখতে খুবই ভালো লাগে। পাহাড়ের ঢালজুড়ে একটানা দেবদারু আর পাইন গাছের সারি। নিজের থাকার জন্য পাহাড়ের ঢাল কেটে ছোট একটা গুহা বানিয়ে নিয়েছে মিচনার। খুব কাছে না এলে এর অস্তিত্ব বোঝা অসম্ভব। পাহাড়ি ভালুকগুলো মাঝে মাঝে গুহার কাছাকাছি চলে আসে। কিছুদিন আগে বড় এক ভালুকের সাথে একেবারে হাতাহাতি অবস্থা। বোকা প্রানীটা হয়তো বুঝতেও পারে নি খালি হাতে একটা মানুষ তাকে মেরে ফেলতে পারবে। সামান্য এসব ঝামেলা ছাড়া জীবন এখানে অনেক আনন্দময়। সারাদিন বনে-জঙ্গলে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘোরে মিচনার, তারপর সন্ধ্যায় ফিরে আসে গুহায়। সে সময় তার হাতে থাকে মেরে আনা খরগোশ অথবা হরিন। আগুন জ্বেলে মাংস পুড়িয়ে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে মিচনার। মাঝে মাঝে কোন এক পাহাড় চূড়ায় দাঁড়িয়ে পুরো এলাকাটা দেখে নেয়। দূরে মানুষের আনাগোনা চোখে পড়ে। পাহাড়ের গা কেটে সরু পথ একেবেকে চলে গেছে অনেক দূরে। যতোদূর দেখা যায় এই পথ চোখে পড়ে। সেখানে মাঝে মাঝে দেখা যায় সারি বেঁধে চলছে মানুষ। গাধা-ঘোড়ায়

www.BanglaBook.org

সওয়ার হয়ে, সাথে আরো নানা সরঞ্জাম। এতোটুকু বুঝতে পারে মিচনার এরা ব্যবসায়ী। দেশ থেকে দেশে ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে এই দুর্গম পথ দিয়ে যায় ওরা। এই এলাকা ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে হলে এই পথ ছাড়া কোন উপায় নেই।

বিকেলের দিকে পুরো এলাকাটা শীতল হয়ে আসে। গুহায় ফেরার তাড়া অনুভব করে মিচনার। যেকোন সময় তুষার ঝড় শুরু হতে পারে। কিন্তু এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে গুহা অনেক দূর। এর মধ্যেই ঠান্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। খুব বেশি চিন্তা করার সময় নেই। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল মিচনার। আবার সময় হয়েছে অন্য কোথাও যাবার।

একটু দূরে পাহাড়ের ঢালে তাঁবু খাটিয়েছে ব্যবসায়ীর দল। আজ রাতে ওরা এখানেই থাকবে। দলটা ছোটখাট। বয়স্ক চারজন, বাকিরা অল্পবয়েসী তরুণ, চেহারায় ভারতীয় ছাপ আছে।

সন্ধ্যার পর নীচে নেমে এলো মিচনার। ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে তাকিয়ে আছে তাঁবুগুলোর দিকে। লোকগুলো আগুন জ্বালিয়েছে, তাঁবুতে ঢোকার আগে খেয়ে নিচ্ছে। বাতাসের বেগ বেড়েছে এরমধ্যে। আগুন জ্বালিয়ে রাখতে বেগ পেতে হচ্ছে লোকগুলোকে।

ঝোপের আড়ালে পরিষ্কার একটা জায়গা দেখে নিয়ে একটা গাছের গোড়ায় হেলান দিয়ে বসল মিচনার। ঝড়ো বাতাস মাথার উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। একটু দূরের ব্যবসায়ী মানুষগুলোকে শীতে কাঁপতে দেখল সে। তার নিজের খালি গা, প্রচন্ড শীতেও তার মাঝে কোন প্রভাব পড়ে না। তাকে এই অবস্থায় দেখলে লোকগুলো দারুন অবাক হবে।

সকালে এরা যখন বের হবে তখন এদের পিছু নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মিচনার। ঝড়ের প্রকোপ বাড়ে নি বরং আস্তে আস্তে স্তিমিত হচ্ছে। আরামের একটা ঘুম হবে আজ।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৯

ঘুম আসছিল না রাশেদের। পার্চমেন্ট কাগজটা সামনে নিয়ে বসে আছে সে, মশারির নীচে। বড় বড় মশা ভনভন করছে, বের হলেই যেন সব রক্ত শুষে নেবে। বারোটার দিকে মনে হলো শুধু শুধু সময় নষ্ট হচ্ছে। পার্চমেন্টে লেখা হিজিবিজি লেখাগুলোর মানে বের করতে তার দরকার লাইব্রেরী অথবা ইন্টারনেট সংযোগসহ একটা ল্যাপটপ। লাইব্রেরী এখানে অসম্ভব ব্যাপার হলেও ল্যাপটপ হয়তো পাওয়া যাবে।

মশারি থেকে বেরিয়ে এলো রাশেদ। ঘরটার সামনে দুজন পাহারাদার দাঁড়িয়ে আছে, ওদেরকে পাঠাতে হবে সঞ্জয়ের কাছে। ঘরের দরজায় নক করলো রাশেদ, দরজাটা বাইরে থেকে আটকানো।

একটু পর দরজা খুলল একজন, হাতে অটোমেটিক রাইফেল তাক করা, যে কোন মূহূর্তে গুলি করার জন্য তৈরি।

"আমার একটা ল্যাপটপ দরকার, সাথে ইন্টারনেট কানেকশন," বলল রাশেদ।

"এতো রাতে ল্যাপটপ কোথায় পাবো?" বিরক্তির সাথে বলল লোকটা।

"সঞ্জয়কে বললেই হবে, ল্যাপটপ আর ইন্টারনেট না হলে কাজ এগুবে না," রাশেদ বলল।

"ঠিক আছে, দেখছি," বলে দরজা বন্ধ করে চলে গেল পাহারাদার।

বিছানার ভেতরে চলে এলো রাশেদ। কিছু একটা ব্যবস্থা হবে নিশ্চয়ই। ল্যাপটপ আর ইন্টারনেট সংযোগ পেলেই যে সব বের করা যাবে তা নিশ্চিত না। কিন্তু চেষ্টা অন্তত করা যাবে।

বসে থাকতে থাকতে বিরক্ত লাগছিল রাশেদের। এখানেই কোথাও রাজু আছে। সকালে জানতে হবে। এতোদিনে বাঁচিয়ে রেখেছে কি না কে জানে।

বেশিক্ষন অপেক্ষা করতে হলো না রাশেদকে। দরজা খুলে গেল, পাহারাদার লোকটাকে দেখা গেল একহাতে ল্যাপটপ আর অন্য হাতে অটোমেটিক রাইফেল নিয়ে। ল্যাপটপ নিয়ে বিছানায় চলে এলো রাশেদ, পেনড্রাইভ আকৃতির ছোট একটা মডেমও আছে সাথে। এই পাহাড়ি এলাকায় ইন্টারনেট সংযোগ পেয়ে কিছুটা অবাক লাগছে।

পার্চমেন্টটা ছড়িয়ে বসে কাজ শুরু করলো রাশেদ। এই কাজের উপর নির্ভর করছে মুক্তি।

* * *

www.BanglaBook.org

একটু আগে রুমে যে প্রেজেন্টেশন দিলো সন্দীপ তাতে রীতিমতো চিন্তিত ডঃ আরেফিন। এভাবে ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করা যায় তা ভাবেন নি তিনি। এর আগে লোকটার কথা হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন, এখন মনে হচ্ছে সেখানে কিছু সত্যতা থাকলেও থাকতে পারে। প্রফেসর সুব্রামানিয়ামের দিকে তাকালেন তিনি। ভ্রু কুচকে বসে আছেন ভদ্রলোক। সন্দীপের কোন কিছুই তার পছন্দ না, কিন্তু একটু আগে যেসব যুক্তি সন্দীপ দিয়েছে তা এখন হয়তো একেবারে ফেলে দিতে পারছেন না। সবাই তাকিয়ে আছে ডঃ কারসনের দিকে, এমনকি সন্দীপও। পুরো সময়টা তিনি নীরব ছিলেন, এখন তার কথার উপর নির্ভর করছে অনেক কিছু।

"ডঃ কারসন, আপনার মন্তব্য শুনতে চাচ্ছি?" মৃদু গলায় বললেন ডঃ আরেফিন।

উঠে দাঁড়ালেন ডঃ কারসন, কথা শুরু করার আগে কিভাবে বলবেন তাই হয়তো ঠিক করে নিচ্ছেন। বিজয়ীর ভঙ্গীতে এককোনায় গিয়ে বসেছে সন্দীপ, যেন আর কিছু শোনার প্রয়োজন নেই তার, যা বলার বলে দিয়েছে সে।

"তাহলে এবার আমার পালা," বললেন ডঃ কারসন, "পুরো পৃথিবীতে ভিনগ্রহের প্রানী বা এলিয়েন নিয়ে হাজাররকম কথা শোনা যায়। নানা রকম মিথও তৈরি হয়েছে বিভিন্ন অঞ্চলে, সাম্ভালাও কি তেমন একটা মিথ, যেখানে একটা বড় ভূমিকা রয়েছে ভিনগ্রহবাসীর?"

সবার উদ্দেশ্যে প্রশ্নটা করলেন ডঃ কারসন, কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা করলেন না, বলে চলেছেন তিনি, "আমাদের বিজ্ঞ সহকারী বেশ কিছু ডট আর তীর চিহ্নকে ভিনগ্রহবাসীদের কোড বলে প্রমান করেছেন, প্রমান করেছেন সাম্ভালা এলিয়েনদের শহর। তাহলে আমার প্রশ্ন হলো, এই ভিনগ্রহের প্রানীরা কেন সাম্ভালাতেই নিজেদের আটকে রেখেছে? কেন তারা বাইরে আসে না? এর উত্তর কি দেবেন মিঃ সন্দীপ আমি জানি। তিনি বলবেন, বাইরে আসার প্রয়োজন নেই তাদের। লুকিয়ে থাকতেই তারা বেশি স্বচ্ছন্দ্যবোধ করে, ইত্যাদি ইত্যাদি," একটু দম নিলেন ডঃ কারসন। "মিঃ সন্দীপের সাথে আমি কোন তর্কে যেতে চাই না। আমি জানি সাম্ভালা আছে এবং সেটা ভিনগ্রহবাসীদের তৈরি নয়, সেখানে কোন ভিনগ্রহবাসী থাকেও না। যে কাগজটা দেয়া হয়েছে সন্দীপের কাছে সেটা এখানকার এক পুরোহিতের কাছে পেয়েছি আমি। আপনাদের অনেকেরই জানা নেই, তিব্বতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা হয়ে আসছে অনেককাল আগে থেকেই। স্থাপত্য বিদ্যা এবং কোডিং-এ তারা মিশরীয়দের চেয়ে কোন অংশে পিছিয়ে ছিল না। সাম্ভালা তৈরির পর তার হদিস রয়ে গেছে শুধু মাত্র কয়েকটি নথিতে। তার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ নথিটা আমি হাতে পাই নি এখনো। আমাদের হাতে যে কোডসমৃদ্ধ পার্চমেন্টটা আছে সেখানে সাম্ভালার অবস্থান দেখানো হয়েছে। সন্দীপ চক্রবর্তী পুরো কোডটাকেই উলটো করে ভেঙেছেন। সাম্ভালা আকাশে ভাসমান অবস্থায় নেই, সাম্ভালার অবস্থান মাটিতেই, হয়তো কোন পাহাড়ের

www.BanglaBook.org

আড়ালে পড়ে আছে, যেখানে এখনো মানুষের পা পড়ে নি, এমনও হতে পারে এর অবস্থান মাটির তলায়। বিশেষ একটা সুড়ঙ্গ পথে যেতে হয় সেখানে।"

এক গ্লাস পানি টেনে নিলেন ডঃ কারসন। "এবার আসল কথায় আসি, আমি এখানে এসেছিলাম শুধু কিছু তথ্য যোগাড়ের আশায়। সেই তথ্য যোগাড় হয়েছে কিছুটা। সন্দীপের কোড ভাঙাকে অন্যভাবে সাজাতে হবে আমাদের। প্রজেক্টরটা চালু করুন প্লিজ।"

উঠে গিয়ে প্রজেক্টরটা চালু করল সন্দীপ, তাকে কিছুটা বিষন্ন মনে হচ্ছে।

"সন্দীপের দেখানো সূত্র ধরেই যদি আমরা এগুই তাহলে দেখা যাবে 'ংযধসাধষধ' বাইনারি রুপ হবে অনেকটা এরকম..."

বড় একটা সাদা কাগজে লিখলেন ডঃ কারসন :

০১১১০০১১০১১০১০০০০১১০০০০১০১১০১১০১০১১১০১১০০১১০০০

০১০১১০১১০০০১১০০০০১

"বাইনারি কোড সম্পর্কে আপনাদের আমি জ্ঞান দিতে যাবো না, এ সম্পর্কে আপনারা সবাই মোটামুটি জানেন এবং শুধু বলে রাখি এর উৎপত্তি এই ভারত উপমহাদেশে, কাজেই সেই সময় কোন তিব্বতি যদি এই কোড প্রয়োগ করে থাকে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এটা যে ভিনগ্রহবাসিদেরই কাজ তা নিশ্চিত করে বলা যাবে না। তবে এখানে উল্লেখকরার মতো ব্যাপার হচ্ছে তারা শুন্য আর এক এর বদলে অন্য আরো কিছু চিহ্ন ব্যবহার করেছে যা অনেকটা বাইনারি কোডের মতোই মনে হচ্ছে। কিন্তু সত্যিকারের বাইনারি কোড এটা নয়। কারন এক আর শুন্য ছাড়াও পার্চমেন্টে আরো কিছু চিহ্ন আছে যা মিঃ সন্দীপ হয় এড়িয়ে গেছেন অথবা মানে বুঝতে পারেন নি।"

আবার থামলেন ডঃ কারসন, হেঁটে জানালার দিকে গেলেন, কিছু একটা ভাবছেন মনোযোগ দিয়ে, তারপর আবার ফিরে এলেন আগের জায়গায়, "কিন্তু সন্দীপ যে চিহ্নগুলোকে বাইনারি কোডে ভেঙেছে সেখানে আরো বেশি মনোযোগ দিতে হবে। কারন যে সময়ে এই কোডটাকে সাজানো হয়েছে তখনকার পরিস্থিতির সাথে এখনকার অবস্থার আকাশ-পাতাল পার্থক্য।"

কথা বলতে বলতে হাঁটছেন ডঃ কারসন,"এছাড়া সবচেয়ে বড় যে ব্যাপার আমাদের চোখ এড়িয়ে গেছে তা হচ্ছে এই পার্চমেন্ট কাগজের বয়স। ঠিক কতো বছর আগে এটা লেখা হয়েছিল তা জানতে পারলে অনেক কাজই সহজ হয়ে যাবে। অথচ ঠিক এই বিষয়গুলো এড়িয়ে সন্দীপ সাহেব শুধুমাত্র ভিনগ্রহবাসীদের সব কৃতিত্ব দিয়ে দিচ্ছিলেন। আপনার কিছু বলার আছে মিঃ সন্দীপ?"

সবাই ঘুরে তাকিয়েছে সন্দীপের দিকে। কিছুটা দ্বিধায় ভুগছে সন্দীপ, মনে হচ্ছে ডঃ কারসনের কথায় সে পুরোপুরি সন্তুষ্ট না আবার নিজের মতের পক্ষেও তেমন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জোরালো কিছু খুঁজে পাচ্ছে না।

"দেখা যাচ্ছে মিঃ সন্দীপের আর বলার কিছু নেই। এখানকার কাজ শেষ হয়েছে আমাদের। এবার যেতে হবে তিব্বতে। আপনাদের সবার ভিসা নেয়া আছে, সুরেশ কাজ সেরে রেখেছে। আগামীকাল খুব ভোরে উঠে রওনা দিতে হবে। সুরেশ আমাদের সাথে সীমান্ত পর্যন্ত যাবে, তারপর বাকিটা আমাদের নিজেদের ব্যবস্থা করে নিতে হবে। আশা করি কোন সমস্যা হবে না, সেখানে একজন তিব্বতি গাইড তৈরি থাকবে আমাদের জন্য। কারো কোন প্রশ্ন?"

ডঃ আরেফিনের দিকে তাকালেন ডঃ কারসন, এরপর প্রফেসর সুব্রামানিয়াম এবং তারপর সন্দীপের দিকে। কেউ কিছু বললো না, নীরবতাকে সম্মতির লক্ষন ধরে নিলেন ডঃ কারসন।

"ঠিক আছে, ডিনারের খুব বেশি দেরী নেই, মিটিং আজকের মতো এখানেই সমাপ্ত," বললেন ডঃ কারসন, প্রজেক্টর মেশিনটা বন্ধ করে দিলেন। সন্দীপ উঠে গিয়ে নিজের ল্যাপটপটা গুছিয়ে নিলো।

মনের মধ্যে কি একটা প্রশ্ন খচখচ করছিল, মনে করতে পারলেন না ডঃ আরেফিন। বের হয়ে এলেন রুম থেকে। ডিনারে যাবার সময় হয়ে গেছে, কিন্তু আজ ক্ষুধা পায় নি। রুমে ফিরে ঘুমিয়ে পড়বেন বলে ঠিক করলেন।

* * *

যজ্ঞেশ্বরের সাথে বিনোদ চোপড়াকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। এই শীতেও যজ্ঞেশ্বরের পরনে পাতলা একটা চাদর, বিনোদকে রীতিমতো অতিথির মতো বসিয়েছে রুমে। ওদের রুমে রেখে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি। ভাবছেন তিনি, বিনোদ চোপড়াকে রুমে বেশিদিন আটকে রাখা যাবে না। সেটা ঠিকও হবে না। লোকটার উদ্দেশ্য কি সেটাই জানা যায় নি। আগে ওর পেট থেকে কথা বের করতে হবে তারপর কোন একটা ব্যবস্থা নেয়া যাবে।

সন্ধ্যার পরপর রাস্তায় লোকজন কম থাকলেও এখন অনেক পর্যটক বের হয়েছে হাঁটতে। ছোট ছোট দলে হাঁটছে সবাই। এর মাঝে নিজেকে বড় একা মনে হলো। এই পুরো পৃথিবীতেই সে একা। কিংবা তার মতো অন্য কেউ হয়তো আছে যা কেউ জানে না।

যজ্ঞেশ্বর রীতিমতো গল্প শুরু করেছে বিনোদ চোপড়ার সাথে। বারান্দায় দাঁড়িয়েও কিছু কিছু কথা কানে আসছে। বিনোদ চোপড়া তেমন কিছু বলছে না, চুপচাপ যজ্ঞেশ্বরের কথা শুনছে। এই লোকটা ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে যে কোন সময়। অন্তত বিনোদ চোপড়ার চোখ দু'টো দেখে তাই মনে হয়েছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রুমে ঢুকলেন তিনি। যজ্ঞেশ্বরকে ইশারায় চুপ করতে বললেন। তারপর বিনোদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে চুপচাপ বসে আছে বিনোদ চোপড়া। তাকে বন্দী করা হয় নি, ইচ্ছে করলেই সে হয়তো চলে যেতে পারতো। কিন্তু এটুকু বুঝতে পারছে সামনের লোকটার ইচ্ছে না হলে এখান থেকে চলে যাওয়া অসম্ভব।

"বিনোদ চোপড়া, আশা করি যজ্ঞেশ্বরের সাথে আপনার পরিচয়পর্ব শেষ হয়েছে, এবার কাজের কথায় আসি," একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বিনোদ চোপড়ার মুখোমুখি বসলেন তিনি।

"আপনার স্থায়ী নিবাস কোথায়?" প্রশ্ন করলেন তিনি।

"প্যারিস।"

শহরের নামটা শুনে কিছুটা আনমনা হয়ে গেলেন তিনি। তার খুব প্রিয় একটা শহর।

"আপনার পেশা?"

"অ্যান্টিক কালেক্টর।"

"এটা আবার কি জিনিস?" পাশ থেকে বলে উঠলো যজ্ঞেশ্বর।

"আপনি বুঝবেন না," যজ্ঞেশ্বরের উদ্দেশ্যে বললেন তিনি, তারপর আবার তাকালেন বিনোদ চোপড়ার দিকে। "এখানেও নিশ্চয়ই অ্যান্টিকের খোঁজে এসেছেন?"

"বলতে পারেন।"

"ঠিক আছে। এবার বলুন ঐ লোকগুলোর পিছু নিয়েছেন কেন? ওরা কি অ্যান্টিক বেচাকেনা করে?"

"বাকিদের কথা জানি না, তবে ডঃ কারসন হয়তো অ্যান্টিকের খবর রাখেন। প্যারিসের ল্যুভর মিউজিয়ামে তার সংগ্রহের বিশেষ একজোড়া জুতো আমি দেখেছি।"

"কি রকম জুতো?"

"হীরে বসানো। বিশেষ একজন মানুষের পায়ে একসময় শোভা দিত সেই জুতো জোড়া।"

"আপনার কি ধারনা এরকম আরো অনেক জুতোর খোঁজ রয়েছে ডঃ কারসনের কাছে?"

"জানি না। তবে তিনি যেহেতু প্রত্নতত্ত্ববিদ হয়তো তেমন কিছুর সন্ধানে এখানে এসেছেন। আমিও তাই পিছু নিয়েছি।"

"কারনটা খুব সাধারন হয়ে গেল। আমার মনে হয় আরো বড় কোন কারন [illegible]।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চুপ করে রইল বিনোদ চোপড়া।

"চুপ করে থাকলে চলবে না মিঃ বিনোদ। আমি জানি আরো কিছু জানেন আপনি যা বলতে চাচ্ছেন না।"

এবার অন্যদিকে মুখ ফেরাল বিনোদ। "আমার যা বলার আমি বলেছি।"

"এতোক্ষন আমার ভালো রুপ দেখেছেন আপনি," বলে আকাশের একটা হাত ধরলেন তিনি। কব্জিতে চাপ বাড়ালেন। ব্যথায় কুকড়ে যাচ্ছে আকাশের চেহারা, তবু নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

যজ্ঞেশ্বর সন্ন্যাসী মানুষ, কাউকে শারীরিকভাবে যন্ত্রনা দেয়ার দৃশ্য তার ভালো লাগার কথা না, তাই ইশারায় তাকে রুম থেকে চলে যেতে বললেন তিনি।

"আমি কিন্তু একটা একটা করে হাত-পা সব ভাঙবো," ঠান্ডা গলায় বললেন তিনি, নিজের মাঝে অমানুষিক এক ক্রোধ অনুভব করছেন। কথা না বললে কি করে কথা বের করতে হয় তা তার জানা আছে।

"বলছি, প্লিজ," আকুতি ঝরে পড়ল আকাশের কণ্ঠে।

হাতের বাঁধন শিথিল করে দিলেন তিনি।

"বলুন এবার।"

"এসেছিলাম ডঃ কারসনের পেছন পেছন, জানতাম তিনি কোন প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানে যাচ্ছেন, কিন্তু কিসের খোঁজে যাচ্ছেন তা জানতাম না। তাই উনার দলের একজনের ল্যাপটপ চুরি করি আমি। সেখানেই সব তথ্য পাই," ধীরে ধীরে বলল বিনোদ চোপড়া।

"কি তথ্য?"

"তিনি সাম্ভালা'র খোঁজে এসেছেন।"

'সাম্ভালা' শব্দটা শুনে চমকে গিয়েছেন তিনি। কিন্তু বুঝতে দিলেন না।

"সাম্ভালা আবার কি?"

"অদ্ভুত এক জায়গা, যেখানে মানুষ অমর। দুঃখ, জরা, ব্যাধি সেখানকার মানুষকে ছুঁতে পারে না। তিব্বতের আশপাশে কোথাও এর অবস্থান।"

হো হো করে হেসে উঠলেন তিনি। "সত্যি সত্যি এরকম কিছু আছে নাকি?"

"আমি জানি না। আমাকে ছেড়ে দিন।"

"ছেড়ে দেবো? সেটা বোধহয় সম্ভব হবে না," চারপাশে তাকালেন তিনি। যদিও রুমে এখন কেউ নেই।

"আমাকে ছেড়ে দিন। আমি প্যারিসে চলে যাবো।"

"আমার তা মনে হয় না। অ্যান্টিক শিকারী হলেও একজন প্রত্নতত্ত্ববিদের চেয়ে কম জানেন না আপনি। সাম্ভালা সত্যি আছে কি না তা দেখার জন্য হলেও ওদের পিছু ছাড়বেন না আপনি, আমি জানি।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"কথা দিচ্ছি, ছেড়ে দেবো। সোজা দিল্লি হয়ে প্যারিস চলে যাবো।"

"আমি যদি আপনাকে যেতে না দিই?"

"আমাকে আটকে রেখে আপনার লাভ কি?"

"আমার লাভ নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না," বললেন তিনি। উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করছেন, বিনোদ চোপড়াকে অনন্তকাল আটকে রাখা যাবে না, এর চেয়ে লোকটাকে সাথে রাখা ভালো হবে।

"আমি খুনি, ডাকাত নই, একজন অ্যান্টিক কালেক্টর," বিনোদ চোপড়া বলল। "আমাকে ছেড়ে দিন, চলে যাবো।"

"ছেড়ে দেয়া যাবে না, অন্তত আপনার মতো লোককে," বললেন তিনি, "আগামী কিছুদিন আমার সাথে থাকবেন আপনি। তারপর দেখা যাক কি করা যায়।"

"আপনার সাথে থাকা তো অসম্ভব একটা কাজ, সময়ে অসময়ে কব্জি চেপে ধরবেন," কিছুটা ব্যঙ্গ করে বলল ডবনোদ।

"বাড়াবাড়ি না করলে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই, বিনা কারনে কাউকে আঘাত করি না আমি," বললেন তিনি।

"ক্ষুধা পেয়েছে। রুম সার্ভিসকে খাবার পাঠাতে বলুন," বিনোদ চোপড়া বলল, অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে সে।

"হমম, যজ্ঞেশ্বর ব্যবস্থা করবে," বলে রুম লক করে বেরিয়ে এলেন তিনি। যজ্ঞেশ্বরের রুমটা পাশেই, কিন্তু রুমে নেই যজ্ঞেশ্বর। এই হোটেলের খাবারের চেয়ে বাইরে থেকে কিছু কিনে আনা ভালো হবে।

হোটেলের বাইরে চলে এলেন তিনি। একটা রেস্টুরেন্টের সামনে দাঁড়ালেন। ডঃ কারসনের গাইডকে দেখতে পেলেন দূরে দাঁড়িয়ে মোবাইল ফোনে কথা বলছে। এই লোকটার গতিবিধির দিকেও নজর রাখতে হবে। লোকটার আচরন সন্দেহজনক। শুরুতে এর সাথে বিনোদ চোপড়ার সম্পর্ক আছে মনে হলেও এখন মনে হচ্ছে এরা দুজন কেউ কাউকে চেনে না।

কিছু খাবার কিনে হাঁটতে হাঁটতে গাইডের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। কিন্তু খুবই সতর্ক লোকটা। তাকে আসতে দেখে মোবাইল ফোন পকেটে পুরে হাঁটতে থাকল। এখন পিছু নেয়া ঠিক হবে না, সন্দেহ করতে পারে, তাই হোটেলে ফিরে এলেন তিনি। রাত হয়ে গেছে অনেক, খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমাতে হবে। বিনোদ চোপড়ার থাকার একটা ব্যবস্থাও করতে হবে। ওকে চোখে চোখে রাখতে হবে, যে কোন সময় পালিয়ে যেতে পারে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৪০

সারারাত জেগে তেমন লাভ হয় নি, এখন ঘুম পাচ্ছে। পার্চমেন্টের লেখা অনেকটাই অস্পষ্ট, তবে সারারাত জেগে থাকা একেবারে বৃথা যায় নি। কিছু কিছু লেখা এখনো পরিষ্কার, তা থেকে এটুকু বুঝতে সমস্যা হয় নি তিবাও যথেষ্ট ধন-সম্পদ জড় করেছিল। এখনকার হিসেবে সেটা কতো কোটি টাকায় ঠেকবে আন্দাজ করা কঠিন। আরাকান থেকে পূর্ব বাংলা পর্যন্ত লুট করা সমস্ত সম্পদ লুকিয়ে রেখেছিল সে। সবার ধারনা সনদ্বীপের কোথাও হয়তো ধনসম্পদ লুকিয়ে রেখেছে তিবাও। কিন্তু এই পার্চমেন্ট দেখলে সেই ধারনা ভুল বলে প্রমানিত হয়। সবাইকে বোকা বানিয়ে সনদ্বীপের বদলে পার্বত্য এলাকাকে নিজের সম্পদ লুকানোর আসল জায়গা হিসেবে বেছে নিয়েছিল তিবাও। ছোট একটা ম্যাপও আছে পার্চমেন্টে। সেখানে কয়েকটা পাহাড়ের অবস্থান দেখানো হয়েছে। এই পাহাড়গুলো সব বান্দরবানে এবং এগুলোর অবস্থান বার্মা-বাংলাদেশ সীমানার কাছাকাছি কোন এক জায়গায় আর জায়গাটা এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়।

সারি সারি করে সাজানো ঘরগুলো থেকে কিছুটা দূরে টয়লেট, প্রাতকৃত্য সেরে রুমে এসে বসেছে রাশেদ। পাহারাদার দু'জন সবসময় পেছনে আছে, এরা সারারাত পাহারা দিয়েছে, রাতের পর রাত হয়তো না ঘুমিয়ে থেকে এদের অভ্যাস হয়ে গেছে, ভাবল রাশেদ।

সকালের নাস্তার জন্য অপেক্ষা করছে এখন, আদৌ এখানে নাস্তার ব্যবস্থা আছে কি না কে জানে। তবে বেশিক্ষন অপেক্ষা করতে হলো না, পরোটা আর গরম ডাল নিয়ে একজন ঢুকল।

নাস্তা করতে করতে রাজুর কথা ভাবছে রাশেদ। এখানেই থাকার কথা রাজুর। হয়তো পাশের কোন রুমে রয়েছে। পাহারাদারদের জিজ্ঞেস করলে ওরা কখনোই বলবে না। সঞ্জয়ের সাথে কথা বলতে হবে এ বিষয়ে।

হাত ঘড়িতে সময় দেখে নিলো রাশেদ। সকাল নয়টা বাজে। যে কোন সময় সঞ্জয়ের কাছ থেকে তলব আসবে। কিভাবে কি করবে মনে মনে একটা প্ল্যান করে নিলো রাশেদ। প্ল্যানে কাজ হবে কতোটা সেটা সময়ই বলে দেবে।

১৯৫০ সাল, রাজস্থান, ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের কাছাকাছি এলাকা

দীর্ঘ ধূসর মরুভূমিতে আবার নিজের জায়গা করে নিয়েছে মিচনার। বোবা-কালা হিসেবে আশ্রয় পেয়েছে স্থানীয় একটি আদিবাসি পরিবারে। খুবই সাধারন নিস্তরঙ্গ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জীবন চলছে কিছু ভেড়া আর ছাগল চড়িয়ে। আগেকার দিনের মতো লোকচক্ষুর আড়ালে টিকে থাকা এখন অনেক কঠিন। তাই ঝামেলা এড়ানোর জন্যই প্রত্যন্ত অঞ্চলের এই পরিবারটিকে বেছে নিয়েছে মিচনার। ছোট ছোট কিছু ছনের ঘর নিয়ে ছোট একটা গ্রাম। অল্প কিছু মানুষের বসবাস। সবাই অশিক্ষিত, বাইরের দুনিয়ার সাথে কোন রকম যোগাযোগ নেই। এই জায়গাটাই নিরাপদ। অন্তত এতোদিন তাই মনে হয়েছিল।

যে পরিবারটিতে আশ্রয় নিয়েছে মিচনার সেই পরিবারের কর্তা বুড়ো, সত্তরের কম হবে না বয়স, চোখে দেখে না, কানেও কম শোনে। তার দুই ছেলে সংসার চালায়। ছেলের বউ আছে, নাতি-নাতনি আছে। বড় ছেলে আনওয়ারের চোখে পড়েছিল মিচনার। এই আনওয়ারই তাকে এই পরিবারে নিয়ে আসে। ভেড়া আর ছাগল চড়ানোর দায়িত্ব দেয়, খুশিমনেই সেই দায়িত্ব পালন করছে মিচনার। মাঝে মাঝেই প্রশ্ন করে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে এরা। কিন্তু বোবা-কালা ভূমিকায় ভালোই অভিনয় করছে মিচনার। ফলে কোন সমস্যা হচ্ছে না। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আবাদি জমি নিয়ে, এমনিতেই মরু এলাকায় আবাদি জমির পরিমান খুব কম। তার অল্প কিছু অংশে আনওয়ার আর তার ভাই করিম চাষাবাদ করে সংসার চালায়। স্থানীয় জমিদারের নজর পড়েছে এই জমির উপর। দুই ভাইকে এরমধ্যে জমি ছেড়ে দিতে বলেছে জমিদার। সময় বেঁধে দিয়েছে দুই সপ্তাহ। সেই দুই সপ্তাহ শেষ হতে আর দুই দিন বাকি আছে।

আনওয়ার আর করিম দুই ভাইই জেদি। বাপ-দাদার সম্পত্তি তারা জমিদারের দখলে যেতে দেবে না। প্রয়োজনে লড়াই করবে। পুরো গ্রামবাসি আছে তাদের সাথে। ছোট এই গ্রামটার অধিবাসিদের চেয়ে জমিদারের লাঠিয়াল বাহিনীর সদস্য সংখ্যা বেশি। এটাই হয়তো দৃষ্টি এড়িয়ে গেছিল আনওয়ার আর করিমের। কাজেই জমিদারের পোষা বাহিনী যেদিন আক্রমন করলো সেদিন গ্রামবাসিদের কাউকে আর পাওয়া গেল না পাশে।

মিচনার দাঁড়িয়ে ছিল আনওয়ারের পাশে। তার শরীর এখন আরো শক্তপোক্ত, এক সাথে অনেককে সামাল দেয়া তার জন্য কোন সমস্যা না। সকালে যখন জমিদারের লাঠিয়াল বাহিনী চুপিসারে আনওয়ারের বাড়িতে আক্রমন করলো, তখন বাড়ির সবাই ঘুমাচ্ছিল। মিচনার সবে বের হচ্ছিল তার ছাগল আর ভেড়ার পাল নিয়ে। বিন্দুমাত্র দেরী করে নি সে পালটা আক্রমন করতে। কিন্তু শুরুতেই করিম মারা গেল কিছু বুঝে উঠার আগেই। আনওয়ারের দুই ছেলে আর বউও মারা গেল। বৃদ্ধ বাবাকে আড়াল রেখে উঠানে দাঁড়িয়ে হুংকার দিচ্ছিল আনওয়ার, গ্রামবাসিকে এগিয়ে আসতে বলছিল। কিন্তু কেউ এগিয়ে আসে নি। মিচনার এসে দাড়িয়েছিল আনওয়ারের পাশে। হাতে বড় একটা লাঠি নিয়ে। তাদের চারপাশ ঘিরে তখন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লাঠিয়াল বাহিনীর অন্তত বিশজন দাঁড়িয়ে, চক্রাকারে ঘুরছে। ওদের কারো হাতে লাঠি, কারো হাতে ছুরি, তলোয়ার। একজন একজন করে লাঠিয়াল বাহিনীর সদস্যদের ঘায়েল করছিল মিচনার। অনেক দিন পর রক্ত দর্শন তার মধ্যে এক উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল। নিজেকে নিয়ন্ত্রন করতে পারছিল না মিচনার। সারা শরীরে অদ্ভুত চাঞ্চল্য খেলা করছিল। লাঠিয়ালদের ঠেকাতে সে একাই লড়ছিল। আনওয়ার লড়াই ছেড়ে বৃদ্ধ বাবার সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল মিচনারের প্রতি আক্রমন। তার দৃষ্টিতে ছিল অবিশ্বাস।

অন্তত সাতজনকে এরমধ্যে পরপারে পাঠিয়ে দিয়েছে মিচনার। বাকিরা এখন অনেক সাবধানী। সহজে কাছে ঘেষতে চাচ্ছে না। দূর থেকে আক্রমন করার চেষ্টা করছে। কানের পাশ দিয়ে সাঁই করে ছুরি চলে গেল একটা। একটু এদিক-সেদিক হলেই মাথা এফোঁড়ওফোঁড় হয়ে যেত মিচনারের।

একটা লাশের পাশে পড়ে থাকা একটা তলোয়ার তুলে নিলো মিচনার। হাতের লাঠিটা ফেলে দিল। হাতের জিনিসটা সকালের নতুন আলোয় চকচক করে উঠেছে। হুংকার দিয়ে সামনে এগুলো মিচনার। ওরা কাপুরুষ হতে পারে, কিন্তু ভয় বলে কোন কিছুর সাথে পরিচিত নয় মিচনার। ওরাও এগিয়ে এলো একসাথে চার-পাঁচজন। মাথা নীচু করে প্রথম হামলাটা এড়িয়ে গেল মিচনার, ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেল লোকটা, মিচনারের পায়ের কাছে। তলোয়ার দিয়ে লোকটাকে গেঁথে ফেলল মিচনার। বাকি কয়জন ভয় পেলেও পালালো না। এক এক করে চারজনকে কচুকাটা করলো মিচনার। বাকিরা এখনো চারপাশ ঘিরে আছে, এগুচ্ছে না। তলোয়ারটা হাত বদল করছে মিচনার বারবার।

আনওয়ার আর তার বৃদ্ধ বাবাকে পেছনে রেখে অনেক সামনে চলে এসেছে মিচনার। ব্যাপারটা আগে চোখে পড়ে নি। আক্রমনকারিরাও লক্ষ্য করে নি। এবার ওরাও লক্ষ্য করলো। ফলে মিচনারকে ফেলে সবাই দৌড়ে গেল আনওয়ারের দিকে। দু'তিনজনকে ঠেকাতে পারলো আনওয়ার, কিন্তু একসাথে এতোজনকে সামলাতে পারলো না। মিচনার কিছু করার আগেই আনওয়ারের বুক চিরে দিল আক্রমনকারিদের তলোয়ার। ভীষন হুংকার দিয়ে এগিয়ে এসেছিল মিচনার। কিন্তু যা হবার হয়ে গেছে। আনওয়ারের বৃদ্ধ বাবা এর মধ্যেই মারা গেছে, কেউ একজন মাথায় আঘাত করেছে। আনওয়ারও মারা যাচ্ছে, মুখ দিয়ে রক্ত আসছে। আক্রমনকারিরা পালাচ্ছে এক এক করে। তাদের দায়িত্ব পালন করেছে তারা। আনওয়ার আর তার পরিবারকে মারার জন্যই এসেছিল তারা। সেই কাজ শেষ করেছে, এখন আর কারো মুখোমুখি হয়ে জান দেয়ার প্রয়োজন নেই তাদের।

আনওয়ার মারা গেল মিচনারের হাতেই। গুঙিয়ে উঠলো মিচনার। এই পরিবারটিকে খুব আপন মনে হয়েছিল। এখন আর কেউ বেঁচে নেই। তলোয়ার হাতে

www.BanglaBook.org

নিয়ে উঠে দাঁড়াল মিচনার। যে কয়জন বেঁচে পালাচ্ছে ওদের একটাকেও বাঁচতে দেয়া যাবে না।

দৌড়ে উঠোনের বাইরে এসে দাঁড়াল মিচনার। গ্রামবাসির দল আস্তে আস্তে জড় হচ্ছে। মিচনারের দিকে তাকিয়ে আছে সবাই ভয়ার্ত দৃষ্টিতে। কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য নেই মিচনারের। রক্তমাখা খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে দৌড় দিলো সে। সামনে ধু ধু মরুভূমি। ওরা নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছানোর আগেই ওদের ধরতে হবে। তারপর যা হবার হবে।

গ্রামবাসিরা এরপর তাকে আর ফিরে আসতে দেখে নি।

* * *

লখানিয়া সিং নামটা অদ্ভুত, মেঘালয়ের সামান্য শহর থেকে উঠে আসা একটা মানুষ এই লখানিয়া সিং। গুরুর কাছে যেমন বর্ননা শুনেছিলেন তার সাথে এই লোকটার ধরন অনেকটাই মিলে যায়। যদিও গত কিছুদিনে মনে হয়েছিল লোকটার বিশেষত্ব কিছু নেই। মনে হয়েছিল গুরুর ধারনা ভুল, এই ধরনের মানুষের অবস্থান কেবল কল্পনাতেই। কিন্তু এখন অন্য রকম কিছু একটা গন্ধ পাচ্ছেন। লোকটার আচার-আচরন সাধারন মানুষের মতো না। সেই মেঘালয় থেকে তার সাথে আছে, উদ্দেশ্য জ্ঞানগঞ্জ বা সাম্ভালা খুঁজে বের করা। তিনিও এর সাথে তাল দিয়ে আছেন, সন্ন্যাসী জীবন বেছে নেয়ার পর এই ধরনের অনেক কল্পকথা তার কানে এসেছে। কিন্তু এসব নিয়ে কখনো মাথা ঘামান নি। এখন মনে হচ্ছে মাথা ঘামানো দরকার ছিল। দেখা যাচ্ছে শুধু লখানিয়া সিং না, আরো অনেকেই হয়তো এই সাম্ভালার পেছনে লেগেছে। এতোদিন একজায়গায় পড়ে থাকা তার মতো সন্ন্যাসীর জন্য বেমানান, কিন্তু অনুসন্ধিৎসু মন তারও আছে। চিরতারুন্য আর চিরসুখের দেশ সত্যিই যদি থেকে থাকে তাহলে এর শেষ দেখে না যাওয়া ঠিক হবে।

বাইরে অনেক শীত। পাতলা একটা চাদর পরে হাঁটছেন যজ্ঞেশ্বর। অনেক কিছু মাথায় আসছে, ছবির মতো। এই ধরনের কল্পকথা নিয়ে যা যা শুনেছিলেন সব মনে করার চেষ্টা করছেন। সব স্মৃতি ছাড়া ছাড়া। সব স্মৃতিকে একসাথে জোড়া লাগাতে পারলে হয়তো সমাধান একটা পাওয়া যেতো। এখন বয়স হয়েছে, এই সময়ে স্মৃতি অনেকটাই প্রতারকের ভূমিকা পালন করে।

লখানিয়া সিং, এই অদ্ভুত নাম বেছে নেয়ার কি কারন থাকতে পারে কে জানে। হাঁটতে হাঁটতে হোটেলের সামনে চলে এলেন যজ্ঞেশ্বর। রুমের জানালায় লখানিয়া সিং-কে দেখা যাচ্ছে। দূরে তাকিয়ে আছে। কি দেখছে এতো তন্ময় হয়ে?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আবহাওয়া অফিস, কক্সবাজার

রুটিন মতো কাজ চলছে। প্রতিদিনের স্যাটেলাইট রিপোর্ট ঘেটে দেখছেন প্রধান আবহাওয়াবিদ সারওয়ার আলম। বেশ কয়েকদিন ধরে চমৎকার আবহাওয়া গোটা অঞ্চলে। জোয়ার-ভাটাও চলছে স্বাভাবিকভাবে। কিন্তু আজকের রিপোর্টটা দেখে মাথায় চিন্তার ভাঁজ পড়লো সারওয়ার আলমের। বঙ্গোপসাগরের অনেক পশ্চিমে বাতাসের চাপে বেশ উঠানামা দেখা যাচ্ছে। খুবই সাধারন মানের একটা নিম্নচাপের লক্ষন এটা। এই সাধারন নিম্নচাপ থেকে মৃদু কিংবা বিশাল আকারের ঘূর্নিঝড়ের আশংকা থাকে। বাংলাদেশের জন্য হয়তো চিন্তার কিছু হবে না। মায়ানমারের সীমার মধ্যেই থাকার কথা, কিন্তু বাতাসের বেগ বোঝা খুব কঠিন। তাকে নিয়ন্ত্রন করার কেউ নেই, ইচ্ছেমতো দিক পরিবর্তন করতে পারে।

ঢাকা হেড অফিসের সাথে যোগাযোগ করলেন সারওয়ার আলম। সেখান থেকে বলা হলো বেশি চিন্তা না করতে, অতিরিক্ত চিন্তা নাকি স্বাস্থ্যের জন্য খারাপ।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৪১

আবার একঘেয়ে ভ্রমন, প্রফেসরের সাথে যাচ্ছেন ডঃ আরেফিন, সাথে রামহরিও আছে, আছে সুরেশ ঝুনঝুনওয়ালা, সন্দীপ যাচ্ছে ডঃ কারসনের সাথে অন্য মাইক্রোবাসটায়। সুরেশের ইচ্ছে ছিল ডঃ কারসনের গাড়িতে যাওয়ার, কিন্তু ডঃ কারসন সাড়া দেন নি। সাতসকালে উঠেই রওনা দিয়েছেন ডঃ কারসন, দলবল নিয়ে। দুপুর হয়ে গেছে এখন। ন্যাশনাল হাইওয়ে ধরে ঘন্টায় আশি কিলোমিটারের চেয়ে বেশি বেগে গাড়ি চলছে এখন। এই গতিতে গেলেও কমপক্ষে চব্বিশ ঘন্টা একটানা গাড়ি চালাতে হবে। ডঃ কারসন অবশ্য বলে দিয়েছেন যে করেই হোক দুই দিনের মধ্যে তাকে কাঠমুন্ডু পৌছাতে হবে। ড্রাইভাররা তিন ঘন্টার বিশ্রাম পাবে শুধু। প্রয়োজনে পালা করে গাড়ি চালাবে দলের অন্যান্য সদস্যরা। সন্দীপের কোন আপত্তি নেই গাড়ি চালাতে, বরং বেশ উৎসাহই দেখিয়েছে। এছাড়া প্রয়োজনে সুরেশও ভালো চালাতে পারে।

ঘুম আসছে না, তাই ল্যাপটপ খুলে বসেছেন ডঃ আরেফিন। কেন জানি কিছু ভালো লাগছে না তার। কোথাও একটা গন্ডগোল আছে, সেটা ঠিক কি বোঝা যাচ্ছে না।

পেছনের সীটে বসে নাক ডাকাচ্ছে সুরেশ। বিচ্ছিরি অভ্যাস। ভদ্রতার খাতিরে কিছু বলতেও পারছেন না ডঃ আরেফিন। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। খুব রোদেলা দিন নয়, বলা যায় চমৎকার এক উ"আবহাওয়া। ন্যাশনাল হাইওয়ে ধরে সোজা নেপালে যেতে হবে, তারপর নেপাল থেকে তিব্বত। নেপালে যাওয়াটা কোন সমস্যা না, তবে সেখানে পৌছেই যে তিব্বতের ফ্লাইট ধরা যাবে তা নিশ্চিত না। সাধারনত সপ্তাহে দুই দিন ফ্লাইট থাকে, এ ব্যাপারে সুরেশ এখনো কিছু বলে নি। সেখানে গিয়েই হয়তো ব্যবস্থা নেবে। সেক্ষেত্রে ফ্লাইট না পেলে কাঠমুন্ডুতে দু'একদিন অপেক্ষা করতে হতে পারে।

প্রফেসর গম্ভীর মুখে বসে আছেন পাশে, মাইক্রোবাস ছাড়ার পর একটা কথাও বলেন নি। আগবাড়িয়ে কথা না বলে সময় কাটানোর জন্য ল্যাপটপ বেছে নিয়েছেন ডঃ আরেফিন। ঢাকার সাথে গত কয়েকদিন যোগাযোগ হয় নি। কোন মেইল আছে কি না দেখার জন্য ব্যক্তিগত মেইলে ঢুকলেন তিনি।

BanglaBook.org

* * *

খুব ভোরে ঘুম ভেঙেছে বিনোদ চোপড়ার। বেশ আরামের একটা ঘুম হচ্ছিল, কিন্তু

www.BanglaBook.org

লাখানিয়া সিং সব ভেস্তে দিয়েছে। কান টুপি আর জ্যাকেট পরে আগে থেকেই তৈরি হয়েছিল লোকটা। কাজেই তড়িঘড়ি করে তৈরি হয়ে নিয়েছে বিনোদ চোপড়া। তার অবশ্য তৈরি হওয়ার কিছু নেই, কাপড়-চোপড় সব নিজের হোটেল রুমে। চমৎকার একটা ওভারকোট দিয়েছে লাখানিয়া সিং। সেটা পরে যেকোন ধরনের ঠাণ্ডা সামাল দেয়া যাবে॥

লাখানিয়া সিং-এর কাছে এতোটা সদয় ব্যবহার আশা করে নি বিনোদ। মনে হয়েছিল লোকটার নিশ্চয়ই কোন বদ মতলব আছে। এখন তা মনে হচ্ছে না। তবে তাকে নিয়ে বাইরে যাওয়ার পেছনে নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্য এখন না জানলেও চলছে। তাই লাখানিয়া সিং-এর পিছুপিছু হোটেল থেকে বেরিয়ে এলো বিনোদ। যাদের পেছন পেছন এতোদূর আসা তারা অবশ্য এতোক্ষনে ধর্মশালা পেরিয়ে অনেকদূর চলে গেছে, কিন্তু তথ্যটা জানা নেই বিনোদ চোপড়ার। এছাড়া এই মুহূর্তে ডক্টর কারসনের পেছনে যেতে চাচ্ছে না সে। লাখানিয়া সিং-এর উদ্দেশ্য জানাটাই এখন তার আসল আগ্রহ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাইরে এখনো নীরব, রাস্তায় লোকজন খুবই কম। লখানিয়া সিং-এর পেছন পেছন হাঁটছে বিনোদ চোপড়া, লোকটার দ্রুতগতির হাঁটার সাথে তাল মেলাতে বেশ কষ্ট হচ্ছে তার। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, ওভারকোটের সাথে হুড থাকায় রক্ষা। হাঁটতে হাঁটতে ছোট শহরটার বাইরে চলে এসেছে দুজন। অনেক দূরে খোলা প্রান্তরে বরফের মাঝে ছোট মন্দিরটা দেখা যাচ্ছে। ডক্টর কারসনকে অনুসরন করে এখানে এসেছিল বিনোদ আগে একবার। তবে কাছে যাওয়া হয় নি লখানিয়া সিং-এর হুমকির কারনে। বোঝা যাচ্ছে মন্দিরটা সম্ভবত লখানিয়ার বর্তমান গন্তব্য।

লাখানিয়ার সাথে দূরত্ব কমাতে হাঁটার জোর বাড়াল বিনোদ। তার আরো পেছনে হাঁটছে যজ্ঞেশ্বর, সারা শরীর চাদরে পেঁচিয়ে নিয়েছে। তার চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে কেবল॥

মন্দিরের সিঁড়িতে এসে চুপচাপ কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। পেছনে তাকালেন না। বিনোদ চোপড়া এখনো এসে পৌছে নি, আরো পেছনে যজ্ঞেশ্বর আছে এটাও তার জানা। এর আগের বার একা এসেছিলেন মন্দিরে, আজ এতোগুলো মানুষকে দেখলে হয়তো কথাই বলতে চাইবে না পুরোহিত। এই শীতের মধ্যেও পা থেকে জুতো খুলে মন্দিরে ঢুকলেন তিনি। বিনোদ চোপড়া সিঁড়ির গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র, তাকে হাত দেখিয়ে উপরে উঠতে নিষেধ করলেন।

এতো সকালে এখানে দর্শনার্থী থাকে না, তাই মন্দিরটা খুবই নীরব। সেদিন যেখানে বসেছিলেন সেখানেই হাঁটু মুড়ে বসলেন তিনি। কিছুক্ষনের মধ্যেই পুরোহিতের দেখা পেলেন। বৃদ্ধকে আজ বেশ সতেজ দেখাচ্ছে।

"আজ আসার কথা ছিল," বললেন তিনি।

www.BanglaBook.org

"হুমম, জানি আপনি আসবেন," বললেন পুরোহিত।

"তাহলে বলুন কি করতে হবে।"

উঠে দাঁড়িয়েছেন বৃদ্ধ পুরোহিত। চারপাশে তাকাচ্ছেন, যেন কেউ আছে কি না দেখে নিচ্ছেন। বিনোদ চোপড়া কিংবা যজ্ঞেশ্বরকে এখান থেকে দেখা যাবে না এটা নিশ্চিত তিনি। কিন্তু হঠাৎ মনে হলো বৃদ্ধের চিন্তাভাবনা অন্যরকম। সে আসলে কাউকে ইশারা দিচ্ছে।

উঠে দাঁড়ালেন তিনি। বৃদ্ধের ভাবগতিক ভালো ঠেকছে না। দাঁড়িয়েই অবাক হয়ে গেলেন, ছোট মন্দিরটার ভেতরের ছোট ছোট থামগুলোর আড়াল থেকে সাত থেকে আটজন বৌদ্ধ ভিক্ষু বের হয়ে এসেছে, রীতিমতো ভোজবাজির মতো। মাথার চুল কামানো, পরনের পোশাক হলদে রঙের, সারা শরীর পেঁচিয়ে আছে কাপড়টা। দু'হাত জোড় করে প্রনামের ভঙ্গিতে দাঁড়ানো সবাই, তাকিয়ে আছে বৃদ্ধ পুরোহিতের দিকে। অপেক্ষা করছে ইশারার। তারপরই ঝাপিয়ে পড়বে।

"জনাব লখানিয়া সিং, যদিও জানি এই নামটা বানানো, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না আমাদের," গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বললেন বৃদ্ধ পুরোহিত, "আপনার কাছে আমাদের ইতিহাসের এক অমূল্য সম্পদ আছে। আশা করি যার জিনিস তার কাছে ফেরত দিতে আপনার কোন আপত্তি থাকবে না।"

"এটা আপনার জিনিস না, পুরোহিত," ঠান্ডা গলায় বললেন তিনি, মনে মনে প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছেন পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য।

"এখানে ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ জড়িত নেই," স্থির গলায় বললেন পুরোহিত, "এটা আমাদের তিব্বতি সংস্কৃতির অংশ। সাম্ভালার অস্তিত্ব থাকলে সেটা বের করার দায়িত্বও আমাদের।"

"আপনি যাই বলুন," বললেন তিনি, "এভাবে জোর করে ছিনিয়ে নেয়াটা ঠিক হবে না। আপনি চাইলে আমি এমনিই দিতাম।"

হাসলেন বৃদ্ধ পুরোহিত, শব্দহীন হাসি, যেন এমন অদ্ভুত কৌতুক আগে কখনো শোনেন নি।

"ঠিক আছে, তাহলে দিয়ে দিন," বললেন বৃদ্ধ পুরোহিত।

এক পা পিছু সরলেন তিনি। হাত দু'টো মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গেল। এক পা সামনে এক পা পেছনে ফাঁক করে দাঁড়ালেন। সহজে এদের হাতে হার মানা চলবে না। এতোদিনের পরিশ্রম সব মাটি হয়ে যাবে তাহলে।

বৃদ্ধ এবার সরে গেলেন সামনে থেকে। মাথা নাড়িয়ে ইশারা দিলেন তার শিষ্যদের।

চারপাশে তাকালেন তিনি। সবাই বের হয়ে এসেছে থামের আড়াল থেকে। ছোটখাট আকার, কিন্তু এদের প্রত্যেকেই দারুন শক্তি ধরে। দীর্ঘদিন ধরে নানা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিয়মকানুনের মধ্য দিয়ে বড় হয়, সাথে সাথে শারীরিক কৌশলও শেখে, যেটা আগেরবার তিব্বতের মন্দিরে দেখেছিলেন। এদের সাথে পাল্লা দেয়া সহজ হবে না, এছাড়া এরা আটজন, তিনি একা। বিনোদ চোপড়া কিংবা যজ্ঞেশ্বরের সাহায্য চাওয়ার কথা চিন্তাই করা যাবে না।

বামপায়ের উপর ভর করে ডানপা'টা সামনে ছড়িয়ে দিলেন তিনি, হাত দু'টো মুষ্টিবদ্ধ করে তৈরি।

পেছন থেকে দু'জন এগিয়ে এসে কাঁধের উপর হাত দিয়ে কোপ মারতে চাইল, তিনি সামান্য সরে দাঁড়াতেই ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল দু'জন, সাথে সাথে ডান পায়ে একজনের পেটে লাথি দিলেন, অন্যজনের পিঠে দু'হাত দিয়ে সর্বশক্তিতে আঘাত করলেন। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল ছেলেটা, অন্যজন পেটে হাত দিয়ে বসে পড়েছে।

সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, বারবার তাকাচ্ছেন চারপাশ ঘিরে থাকা অল্পবয়েসী ভিক্ষুদের দিকে। পা সামনের দিকে বাড়ানো। এবার একজন এগুলো সামনে থেকে, অন্যজন পেছন দিয়ে। ডানপাশেও একজন এগুচ্ছে। চোখের কোন দিয়ে ডানপাশের তরুনের অবস্থান দেখে নিয়ে সামনের তরুনের কোমর বরাবর লাথি দিলেন, পরপর দু'বার, সাথে সাথেই পেছনে চলে এসেছেন, এই সুযোগে পেছনের তরুণ এগিয়ে এসে তাকে জাপটে ধরে ফেলেছে। মাথা দিয়ে পেছন দিকে আঘাত করলেন, একেবারে নাকে গিয়ে লাগল মাথার পেছন অংশটা, বিকট শব্দে চেঁচিয়ে উঠেছে তরুণ, সম্ভবত নাক ভেঙে গেছে। নাক দিয়ে অনবরত রক্ত ঝরছে, রক্ত থামাতে গিয়ে বাঁধন ছেড়ে দিল তরুণ। ডানপাশ থেকে অপরজন আক্রমন করার আগেই হাতটা ধরে ফেললেন তিনি, মুচড়ে দিলেন সাথে সাথে। কড়াত করে শব্দ হলো হাড় ভাঙার। পা দিয়ে লাথি দিলেন, মেঝেতে পড়ে গেল আক্রমনকারি।

জ্যাকেটের ভেতরে হাত দিয়ে দেখলেন সব ঠিক আছে কি না, তারপর আবার সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। পাঁচজন পড়ে আছে আশপাশে, ব্যথায় কাতরাচ্ছে। বাকি তিনজন একজন আরেকজনের দিকে তাকাচ্ছে। বুঝতে পারছেন এক সঙ্গে আক্রমন করার পরিকল্পনা করছে তিনজন। প্রস্তুত তিনি।

কিছু বুঝে উঠার আগেই দেখলেন দু'জন পড়ে গেছে। ওদের একজনের পেছনে বিনোদ চোপড়া, অন্যজনের পেছনে যজ্ঞেশ্বর, দুজনের হাতেই বড় কাঠের চেলা। একেবারে মাথায় আঘাত করেছে। কাঠের চেলাগুলো মন্দিরের বাইরে দেখে এসেছিলেন, হয়তো মন্দিরের কোন কাজের জন্য স্তুপ করে রাখা হয়েছিল।

বাকি একজন দাঁড়িয়ে আছে এখনো। দু'হাত সামনে বাড়িয়ে রীতিমতো মুষ্টিযুদ্ধ করার মতো ভঙ্গিতে। এই শীতেও ছেলেটার কপালে ঘাম লক্ষ্য করলেন তিনি। সঙ্গীদের অবস্থা দেখে খুব একটা ভরসা পাচ্ছে না সামনে এগুনোর। ইশারায় তরুণ বৌদ্ধ ভিক্ষুকে চলে যেতে বললেন তিনি। এক মুহূর্ত দেরি না করে বেরিয়ে গেল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তরুণ।

পা নামিয়ে নিলেন তিনি। বিনোদ চোপড়া আর যজ্ঞেশ্বরের দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

বৃদ্ধ পুরোহিতের খোঁজে ভেতরে গেলেন, যজ্ঞেশ্বর আর বিনোদ চোপড়াকে ইশারা করলেন পুরো মন্দির তন্নতন্ন করে খুঁজতে। কিন্তু পুরোহিতকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। তরুণ অনুচরদের আঘাত করতে বলে সাথে সাথে সরে পড়েছে বৃদ্ধ। হয়তো বুঝতে পেরেছিল এই লোককে কাবু করা সহজ হবে না।

মন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা সাধারনত আক্রমনাত্মক হয় না, যদিও আত্মরক্ষার কৌশল তারা ছোট থেকেই রপ্ত করে থাকে। কিন্তু ওরা জানে না কার সাথে মারামারি করতে এসেছে, জানলে কখনোই এই ভুল করতো না। বেচারাদের জন্য মায়া লাগছে। অল্প কয়েকটা আঘাতেই এদের কাত করে দিয়ে এসেছেন তিনি, যা এরা জীবনেও ভুলতে পারবে না।

মন্দিরের সিঁড়িতে রাখা জুতো পরে নিলেন। পেছনে পেছনে বিনোদ চোপড়া আর যজ্ঞেশ্বরও আছে। যজ্ঞেশ্বরের মুখটা হাসিতে ঝলমল করছে, তিনিও হাসলেন ওর দিকে তাকিয়ে। বেচারা সন্ন্যাসী এমন আনন্দ সচরাচর পায় না। বিনোদ চোপড়াও হাসছে। মনে হচ্ছে না তাকে গতরাতেই জোর করে আটকে রেখেছিলেন তিনি।

হাঁটছেন তিনি, এখানে থেকে কাজ হবে না বোঝা যাচ্ছে। তিব্বতে যাওয়া ছাড়া কোন পথ নেই। তিব্বতে যাওয়ার সেই পথটা আবছা মনে আছে, সেই আবছা স্মৃতির উপর ভিত্তি করে এগুতে হবে। সীমানা পার করে যেতে হবে তিব্বতে। পাসপোর্ট-ভিসা এসব ঝামেলায় যাওয়ার মতো কোন সময় নেই। এই দুজনকে এখানে রেখে যেতে হবে।

আজ আচমকা এই আক্রমনে যথেষ্টই অবাক হয়েছেন তিনি। বুড়ো পুরোহিত মনে মনে কি প্ল্যান করছিল তা মোটেও টের পাওয়া যায় নি।

পেছনে গল্প করতে করতে হাঁটছে যজ্ঞেশ্বর আর বিনোদ চোপড়া। এতো অল্পসময়ের মধ্যে দুজনের এতো বন্ধুত্ব কি করে হলো ভেবে অবাক হয়ে গেলেন তিনি।

হোটেলে ফিরেই বের হয়ে পড়তে হবে। দেরি করার মতো সময় নেই হাতে। দ্রুত পা চালালেন তিনি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৪২

সাড়ে দশটায় ঘর থেকে বের হয়ে এলো রাশেদ। সাথে দুই পাহারাদার। চারপাশে পাখি ডাকছে। চমৎকার এই সকালটা উপভোগ করার কোন সুযোগ নেই। এবার বের হতে হবে। সঞ্জয় নিশ্চয়ই তৈরি রওনা দেয়ার জন্য।

দশ হাত দূরেই সঞ্জয়ের কামরা, কিন্তু এটুকু যেতেই মনে হচ্ছিল অনন্তকাল লাগছে। খুবই ধীর গতিতে হাঁটছে রাশেদ, চারপাশে তাকাতে তাকাতে যাচ্ছে। লোকগুলোর অবস্থান দেখে নিচ্ছে, এখনো ওরা প্রস্তুত নয়। কয়েকজন হাত-পা ছড়িয়ে বসে যে যার অস্ত্র চকচকে করে নিচ্ছে। দু'একজনের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র নেই, তার বদলে লম্বা ফলাওলা বড় ছুরি। সেগুলো পাথরে ঘষে ধারাল করে নিতে ব্যস্ত ওরা।

দু'পাশে সারি করে বানানো ঘরগুলোর কোন একটায় রাজু আছে। এতোদিনে ওর কি অবস্থা কে জানে? বাঁচিয়ে রেখেছে না মেরে ফেলেছে সেটাও এখনো নিশ্চিত না। ভাবতে ভাবতে সঞ্জয়ের কামরার সামনে চলে এসেছে রাশেদ। পাহারাদারদের একজন টোকা দিল দরজায়। দরজা খুলে দিল সঞ্জয়ের দেহরক্ষীদের একজন। গতকাল রাতে এই লোকটাকে সঞ্জয়ের সাথে দেখেছিল।

কামরায় ঢুকে কিছুক্ষন অন্ধকার দেখল রাশেদ। বোঝার চেষ্টা করছিল সঞ্জয়ের অবস্থান কোন দিকে। এককোনায় দুজন লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভয়ে প্রায় আঁতকে উঠেছিল রাশেদ। এদের একজনের পায়ে গুলি করেছিল রাশেদ, বান্দরবনের হোটেলে, লরেন্সের সাথে পরিচিত হওয়ার পরের দিন। অন্যজনকে আচমকা আঘাতে অজ্ঞান করে ফেলেছিল রাজু। বেশিদিন আগের কথা নয়। পায়ে গুলি খাওয়া লোকটা একটা স্ট্রেচারে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রাশেদের দিকে।

গতকাল যেখানে বসেছিল সেখানেই বসে আছে সঞ্জয়। মুখে হাসি।

"কি রাশেদ, তোর যমকে চিনতে পারিস?" হেড়ে গলায় বলল সঞ্জয়, বোঝা যাচ্ছে এই সকাল বেলায় যথেষ্ট পান করে ফেলেছে।

উত্তর দিলো না রাশেদ। সঞ্জয়ের উল্টোদিকে রাখা চেয়ারে ধাক্কা দিয়ে তাকে বসিয়ে দিল পাহারাদারেরা, তারপর বাইরে চলে গেল।

লরেন্স নেই, সরিয়ে ফেলা হয়েছে এই কামরা থেকে। অন্য কোন কামরায় রেখেছে অথবা মেরে ফেলেছে। গতরাতে অবশ্য কোন গুলির আওয়াজ কানে আসে নি, কিন্তু তাতে কি? ছুরি ব্যবহার করতেও জুরি নেই এইসব বদমাসদের।

"ঐ শালা তো তোকে পেলে টুকরো টুকরো করবে বলে কসম কেটেছে,"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

স্ট্রেচারে ভর করে দাঁড়ানো লোকটাকে দেখিয়ে বলল সঞ্জয়। "আমি বললাম, ধীরে। আমার কাজ শেষ হোক, তারপর যা খুশি করিস।"

"কিন্তু আপনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কাজ শেষ করে দিলে আমাকে আর রাজুকে ছেড়ে দেবেন।" ঠান্ডা গলায় বলল রাশেদ।

"বলেছি যখন ছেড়ে দেবো," বলে সবার দিকে তাকাল সঞ্জয়, "অ্যাই, তোরা দেখেছিস সঞ্জয় কখনো কথার বরখেলাপ করে?"

কামরায় উপস্থিত সঞ্জয়ের দেহরক্ষীসহ ঐ দুজনও মাথা নাড়াল, তারমানে সঞ্জয় কখনোই কথার বরখেলাপ করে না। যদিও ওদের চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছিল নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও সায় দিয়েছে।

"ঠিক আছে। লরেন্স কোথায়?"

"ঐ হারামীর কথা চিন্তা করাও তোর জন্য পাপ," গম্ভীর গলায় বলল সঞ্জয়। "ওর সাথে আমার ব্যক্তিগত বোঝাপড়া আছে।"

"কিন্তু রাজুকে দেখতে চাই, একবারের জন্য হলেও," রাশেদ বলল। "তা না হলে..."

কথা শেষ করতে পারলো না রাশেদ, রুমে রাজু ঢুকল। হাতে হ্যান্ডকাফ, পরনের কাপড় শতচ্ছিন্ন। এলোমেলো চুল আর লম্বা দাঁড়িতে রাজুকে প্রায় চিনতেই পারছিল না রাশেদ।

"এই নে তোর রাজু, তোর পেয়ারের রাজু," হা হা করে হাসল সঞ্জয়।

রাজুকে দেখে উঠে দাড়িয়েছিল রাশেদ, কিন্তু সঞ্জয়ের দেহরক্ষীর ইশারায় বসে পড়ল সাথে সাথে। এখন কোন ভুল করা চলবে না।

অবাক চোখে তাকিয়ে আছে রাজু বন্ধুর দিকে, বিশ্বাস করতে পারছে না রাশেদ তার সামনে বসে আছে।

"এই বদটাকে নিয়ে যা," রাজুকে দেখিয়ে পাহারাদারদের উদ্দেশ্যে বলল সঞ্জয়। রাজুকে নিয়ে বের হয়ে যেতেই রাশেদের দিকে তাকাল সঞ্জয়।

"কাল রাতে যা চেয়েছিলি পাঠিয়েছিলাম, এবার বল তোর কাজের অগ্রগতি, আমরা কখন রওনা দেবো?"

"আমি তো ভেবেছিলাম এখানে আপনার কথামতোই সব চলে, আমি আর কি বলবো?"

"চালাকি করিস আমার সাথে। তোকে আর তোর বন্ধুকে প্রানে বাঁচিয়ে রেখেছি একটা কারনে, কারনটা তুই ভালো করে জানিস।"

"আমি এখনি তৈরি যাওয়ার জন্য।"

হাসি ফুটল সঞ্জয়ের মুখে। "এই না হলে স্মার্ট ছেলে। রুমে যা, তৈরি হয়ে নে। ঠিক এক ঘন্টা পর রওনা হচ্ছি আমরা।"

www.BanglaBook.org

পাহারাদারদের সাথে সঞ্জয়ের কামরা থেকে বের হয়ে এলো রাশেদ। ডান পাশের সারির সবচেয়ে শেষের কামরাটার পাশের কামরায় ঢোকানো হচ্ছে রাজুকে, চোখের কোনা দিয়ে দেখতে পেল রাশেদ। ঘুরে তাকাল না।

১৯৮৫ সাল, আসামের পাহাড়ি এলাকা

চমৎকার দিন কাটছে মিচনারের। সেই রাজস্থান, পাঞ্জাব হয়ে পুরো ভারত ঘুরে আসামের এই পাহাড়ি এলাকায় আবাস করে নিয়েছে মিচনার। পাহাড়ের মাথায় ছোট একটা কুঁড়েঘরে একাই থাকে সে। আশপাশে স্থানীয় আদিবাসিদের ঘরবাড়ি আছে। ওরা সরল সোজা মানুষ। কখনোই বিরক্ত করতে আসে না। শহর থেকে আসা কিছু লোকজনই বিরক্ত করে, কথা বলতে চায়। জানতে চায় কেন সে একা থাকে, তার নাম কি, পরিবারের লোকজন কোথায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। উত্তর দেয় না মিচনার। নিজেকে স্থায়ী বোবা হিসেবে প্রতিষ্টিত করে নিয়েছে। ইদানীং কেউ তাকে ঘাটায় না বরং নরম চোখে দেখে। হয়তো বোবা বলেই।

দিনগুলো খুব সহজভাবে কেটে যাচ্ছে, নিজেকে ইদানীং খুব স্বাভাবিক মনে হচ্ছে মিচনারের কাছে, মনে হচ্ছে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক মানুষে পরিনত হচ্ছে সে। কোন ধরনের হিংসাত্মক কাজে নিজেকে জড়ায় নি এরমধ্যে, কারো রক্ত ঝরেনি তার হাতে। বনে জঙ্গলে ঘুরে সারাদিন, সন্ধ্যায় ক্লান্ত হয়ে ফেরে নিজের ছোট কুঁড়েতে। এরচেয়ে সুন্দর নিরুপদ্রব জীবন আর কি হতে পারে? যে কয়জন মানুষ তাকে চেনে সবাই ভালোভাবে গ্রহন করেছে তাকে। কিন্তু তারপরও সব কিছু নীরস লাগতে শুরু করেছে, মনে হচ্ছে কিছু একটা করা হচ্ছে না, কিছু একটা করা দরকার।

সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে বাতি জ্বালালো না মিচনার। ঘরের সামনের ছোট উঠোনটায় চুপচাপ বসে রইল অনেক রাত পর্যন্ত। এতো দীর্ঘ জীবন এভাবে বয়ে বেড়াতে আর ভালো লাগছে না। কোন রোমাঞ্চ নেই, বন্ধু নেই, প্রেম-ভালোবাসা কিছুই নেই। অদ্ভুত এক অভিশাপ বয়ে বেড়াচ্ছে যেন সে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, শতাব্দীর পর শতাব্দী।

উঠোন থেকে পুরো এলাকা দেখা যায়। সন্ধ্যার পর মিটিমিটি জোনাকির আলো আর দূর পাহাড়ের প্রতিবেশিদের হ্যারিকেনের আলোকে একই মনে হয়। আকাশে বড়সড় চাঁদ উঠেছে। সেখানে তাকিয়ে বুক চিরে এক দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। উঠোনের শেষ প্রান্তে পাহাড় খাড়া হয়ে নেমে গেছে নীচে। হেঁটে ঠিক শেষ সীমানায় এসে দাঁড়াল মিচনার। কালো মিশমিশে অন্ধকার অপেক্ষা করছে তার জন্য। বেশ কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে থেকে ঘরে চলে এলো মিচনার। ঘুম পাচ্ছে। ছোট একটা খাটিয়া বানিয়ে নিয়েছিল নিজ হাতে। খাটিয়ার সামনে গিয়ে দাঁড়াল মিচনার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হঠাৎ মনে হলো কুঁড়ে ঘরটায় কেউ আছে, অন্ধকার ঘরের চারপাশে তাকাল মিচনার। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। অথচ মনে হচ্ছে পাশ দিয়ে কেউ একজন হেঁটে গেল, আলতো বাতাসের মতো লাগলো গায়ে। এতোদিন নির্ভীক বলে আত্মগর্ব থাকলেও এখন নিজের অজান্তেই গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেছে মিচনারের। অশরীরী কিছুর মুখোমুখি আজ পর্যন্ত হতে হয় নি তাকে। যদিও নিজেকেই সে এক ভয়ংকর প্রানী বলে মনে করে, কিন্তু এমন ভয়ের মুখোমুখি আজ পর্যন্ত হতে হয় নি তাকে।

বারবার এদিক-সেদিক তাকাচ্ছে মিচনার, চোর হতে পারে, যদিও তার এখানে চুরি করার কথা কেউ স্বপ্নেও ভাববে'না। সবাই জানে বোবা-কালা অসহায় এক মানুষ এখানে একা একা থাকে, যার সহায়-সম্বল বলতে কিছুই নেই।

দরজা খোলা, বাইরে থেকে হঠাৎ শীতল হাওয়া এসে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল মিচনারকে। হাওয়াটা এখন ঘরে খেলা করছে। বাতি জ্বালায় নি বলে মেজাজ খারাপ হচ্ছিল। এই অন্ধকারে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে কেমন অস্বস্তি লাগছে। মনে হচ্ছে কেউ একজন তার সাথে লুকোচুরি খেলছে। সামনেই আছে অথচ দেখা দিচ্ছে না। দৌড়ে ঘরের বাইরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত মিচনার, কিন্তু পা যেন আটকে আছে মেঝের সাথে। অবশ হয়ে আসছে সারা শরীর। এটাই কি মৃত্যু? নিজেকে প্রশ্ন করলো মিচনার। এতোদিন পর মৃত্যুর সময় হলো তার সামনে আসার? সে কি তৈরি, আবার নিজেকে প্রশ্ন করলো মিচনার।

না, আমি তৈরি নই, আমি আরো বাঁচতে চাই, কথাগুলো মনে মনে বললেও শেষ অংশটা বেরিয়ে এলো মুখ থেকে। শীতল হাওয়া তাকে ছুঁয়ে গেল আবার, মনে হলো কেউ এসে দাঁড়িয়েছে পাশে।

"ঠিক তোর মতোই একজন আছে, তুই ছাড়া আর কেউ তাকে সরাতে পারবে না," ফিসফিস করে কেউ একজন বললো তার কানে কানে।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল মিচনার, কেউ নেই আশপাশে। ভয় পেলেও নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল।

"আমার লাভ?" নিজেকেই যেন প্রশ্ন করলো মিচনার।

"তোরা দুজন একসাথে পৃথিবীর বুকে ঘুরে বেড়াতে পারবি না, যে কোন একজনকে মরতে হবে। ওর হাতে তোর মৃত্যু হবে অথবা তোর হাতে ওর। আর কেউ তোদের মারতে পারবে না।"

"তার আগে বলো তুমি কে?"

"আমি কেউ না, কিছু না।"

"আমি এখানেই থাকবো। কারো পেছনে ছোটার ইচ্ছে আমার নেই।"

"তুই খুঁজে বের না করলে সেই তোকে খুঁজে বের করবে," চাপা গলায় কণ্ঠটা আবার বলে গেল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আমি... আমি..." কথাটা শেষ করতে পারলো না মিচনার। ঘুম থেকে জেগে উঠার পর যে ধরনের অনুভূতি হয় তেমন লাগছিল। চারপাশে তাকাল মিচনার, সব স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। ঘরে হ্যারিকেন জ্বলছে। বিছানায় নিজেকে আধশোয়া অবস্থায় আবিষ্কার করলো মিচনার। তাহলে কি সে স্বপ্ন দেখছিল? তা কিভাবে সম্ভব? সবকিছু এতো স্বাভাবিক এতো প্রানবন্ত ছিল, স্বপ্ন হয় কি করে?

উঠে দাঁড়াল মিচনার। ঘরের দরজা লাগানো, ভেতর থেকে। হ্যারিকেনের আলোটা কমিয়ে দিয়ে দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল। চারপাশ ঘুটঘুটে অন্ধকার। আজ সম্ভবত অমাবশ্যা। আকাশে চাঁদের চিহ্নমাত্র নেই।

কানে কানে তাহলে কে কথা বলে গেল? সত্যিই কি কেউ ছিল নাকি এই কথাগুলো তার নিজের মনেই ঘুরপাক খাচ্ছিল অনেকদিন ধরে। আজ হঠাৎ অবচেতন মনে কথাগুলো জেগে উঠেছে। এই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার কেউ নেই। কিন্তু যে কথাগুলো বলে গেল তা কি সত্যি? "তুই খুঁজে বের না করলে সেই তোকে খুঁজে বের করবে!"

ঘরে এসে হ্যারিকেন নিভিয়ে দিল মিচনার। ঠিক তার মতোই অভিশাপ বয়ে বেড়ানো আর কেউ কি সত্যিই আছে? সেই প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে এখানেই অপেক্ষা করতে হবে, একসময় সে আসবে, অবশ্যই আসবে। কিন্তু এভাবে বসে বসে অপেক্ষা করার চেয়ে সেই মানুষটার খোঁজে বেরিয়ে পড়া ভালো।

ভোরের জন্য অপেক্ষা করতে ইচ্ছে করছিল না, কিন্তু ঘুম পুরোপুরি হয় নি। তাই আবার শুয়ে পড়ল মিচনার। সকাল হলেই বেরিয়ে পড়তে হবে। কোথাও না কোথাও অবশ্য পাওয়া যাবে সেই প্রতিদ্বন্দ্বীকে, সত্যিই যদি তেমন কেউ থাকে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৩

আধঘন্টা হলো বের হয়েছে রাশেদ। সাথে সঞ্জয়ের বিশাল দলটাও আছে। আবহাওয়ার অবস্থা ভালো না, আকাশ মেঘলা। টিপ টিপ বৃষ্টি শুরু হয়েছে কিছুক্ষন হলো। রাশেদের পাশে হাঁটছে সঞ্জয়। কাঁধে একটা আটোমেটিক রাইফেল ঝুলিয়ে হাঁটছে। বুক ফুলিয়ে হাঁটছে, এই অঞ্চলের সবচেয়ে হিংস্র প্রানীটিও নাকি এই লোকটিকে দেখে ভয় পায়।

লরেন্সের দেখানো পথেই চলেছে রাশেদ। পার্চমেন্ট কাগজে লেখা ভাষার যতোটুকু তর্জমা করা গেছে তাতে মনে হচ্ছে জায়গাটার অবস্থান বান্দরবান আর আরাকান সীমান্তের কাছাকাছি। সেখানে তিনটি পাহাড় আছে পরপর, যেগুলোর উচ্চতা প্রায় কাছাকাছি। এই পাহাড়গুলোর কোন একটার গুহায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে তিবাওয়ের ধনসম্পদ। এই ধরনের পাহাড় এই অঞ্চলে অজস্র, তার মধ্য থেকে লরেন্সের পূর্বপুরুষের পাহাড় খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। সেই পাহাড়গুলো চেনার ছোট একটা উপায় বলা আছে। যদিও আজকের এই মেঘলা দিনে সেই সূত্র কতোটা কাজে লাগবে তাতে যথেষ্ট সন্দিহান রাশেদ।

বেশ ফূর্তিতে আছে সঞ্জয়। পাহাড়ি একটা গান শিস দিয়ে বাজাচ্ছে। বেশ বড়সড় একটা দল নিয়ে এগুচ্ছে সঞ্জয়। কোন ঝামেলার আশংকা করছে না। দুই দেশের সীমান্তরক্ষীদের ফাঁকি দিয়ে কিভাবে দিনের পর দিন চালিয়ে নিচ্ছে সঞ্জয় ভেবে অবাক হলো রাশেদ।

"রাশেদ, আর কতো দূর?" হেঁড়ে গলায় জিজ্ঞেস করলো সঞ্জয়।

উত্তর দিলো না রাশেদ। বিরক্তির চোখে তাকালো। হাতে খোলা পার্চমেন্ট কাগজটার দিকে তার দৃষ্টি। ছোট খাট একটা ম্যাপও আঁকা আছে কাগজটায়। সেখানে পাহাড়গুলোকে দেখানো হয়েছে, ছোট একটা ত্রিভুজের তিন কোনায় তিনটা পাহাড়। মাঝখানের ছোট উপত্যকায় থাকার কথা তিবাওয়ের ধনসম্পদ। ঠিক এই ধরনের অবস্থানে পাহাড় খুঁজে বের করা খুব সহজ কাজ হবে না।

হাঁটতে গিয়ে হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল রাশেদ। একসাথে সবগুলো রাইফেলের নল ঘুরে গেল তার দিকে। নিজে নিজেই উঠে দাঁড়াল। ইশারায় সবাইকে রাইফেল নামাতে বলল সঞ্জয়।

"বুঝলি তো, একটু এদিক-সেদিক হলেই মৃত্যু," বলল সঞ্জয়।

চুপচাপ হাঁটতে থাকল রাশেদ। কোটি কোটি টাকার সম্পদের খোঁজ নিতে হচ্ছে অথচ ভাগ্যে জুটবে একটা বুলেট! সঞ্জয়ের মতো লোক তাকে আর রাজুকে কখনোই ছেড়ে দেবে না।

www.BanglaBook.org

* * *

সন্ধ্যার পরপর কাঠমুন্ডুতে ঢুকে হোটেলে যে যার রুমে চলে গিয়েছিল। একটানা এতো দীর্ঘসময় অনেক দিন ভ্রমন করা হয় না, তাই শরীরটা বিশেষ ভালো লাগছিল না ডঃ আরেফিনের। বিছানায় শুয়ে টিভি চ্যানেল ঘোরাচ্ছিলেন, সব ভারতীয় চ্যানেল। নেপালীরা ভারত পছন্দ না করলেও এখানে সবকিছুই প্রায় ভারতীয়। আগে থেকে ভিসার প্রয়োজন হয় নি নেপালে ঢুকতে, এছাড়া সুরেশ আগে থেকেই জানিয়ে রেখেছিল, কাজেই নেপালে ঢুকতে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হয় নি তাদের। এমনকি সাধারন কাস্টমস চেকিং পর্যন্ত হয় নি দলের কারো। ব্যাপারটাতে অবাক হলেও প্রকাশ করেন নি তিনি। হয়তো এটাই স্বাভাবিক নিয়ম কে জানে।

ঘন্টাখানেক পর ডঃ কারসনের রুমে যেতে হবে। আবার মিটিং। আগামীদিনের প্ল্যান সম্পর্কে বলবেন ডঃ কারসন। সম্ভবত কালকেই যাওয়া যাবে তিব্বতে, কিন্তু সেখানে গিয়ে কিভাবে কাজ শুরু করবেন ডঃ কারসন সেটাই আসল প্রশ্ন।

টিভি দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়লেন ডঃ আরেফিন। হঠাৎ দরজায় ক্রমাগত ধাক্কানোর শব্দে ঘুম ভাঙল তার।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৪

ইচ্ছে ছিল না কিন্তু যজ্ঞেশ্বর এবং বিনোদ চোপড়া দুজনকে সঙ্গী করেছেন তিনি। এখানে থেকে কাজ হবে না, তারচেয়ে তিব্বতে যাওয়া ভালো। সেখানে হয়তো কোন খোঁজ পাওয়া যেতে পারে। তবে বৃদ্ধ কিংবা তরুণ সব ধরনের পুরোহিতদের কাছ থেকে সাবধান থাকতে হবে। নিজেদের সংস্কৃতির কোন কিছুই তারা বেদখল করতে চায় না। যদিও এখন পুরোপুরি চীনের শাসনে চলছে তিব্বত তবু সাধারন তিব্বতিরা মনে প্রানে বিশ্বাস করে এই পরাধীনতা সাময়িক, যে কোন দিন আবার তারা স্বাধীন হবে।

সাধারন পর্যটকদের সাথে মিশে যেতে হবে। আগেরবার পাহাড়-পর্বত ডিঙ্গিয়ে গিয়েছিলেন তিব্বতে, রামপ্রসাদকে সঙ্গে নিয়ে। এবার সেভাবে যাওয়ার সুযোগ নেই। সীমান্ত এলাকায় দেশগুলো তাদের প্রহরী বসিয়েছে, যারা একটি মাছিকেও স্বজ্ঞানে সীমান্ত পার হতে দেবে না।

আরেকটা উপায় হচ্ছে তীর্থযাত্রীদের সাথে যাওয়া, যজ্ঞেশ্বর নিজে সন্ন্যাসী, তীর্থযাত্রীরা যারা কৈলাস কিংবা মানস সরোবর প্রদক্ষিনের উদ্দেশ্যে যায় তাদের সাথে মিশে যাওয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে এই মুহূর্তে যেতে হবে নেপালে। নেপাল সীমান্ত দিয়েই তিব্বতে প্রবেশ করা এখন সবচেয়ে সহজ হতে পারে। যদিও প্রতিবছর নির্দিষ্ট সংখ্যক তীর্থযাত্রীকে কৈলাস এবং মানস সরোবরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়। গত বছর এই সংখ্যা ছিল মাত্র নয়শ জন। এই বছর সেই সংখ্যা আরো বেড়ে যাওয়ার কথা। যদিও এই তীর্থযাত্রার প্রধান সময় হচ্ছে জুন থেকে ডিসেম্বর।

ছোট একটা জীপ ভাড়া করেছেন তিনি, ম্যাকলডগঞ্জ থেকে নেপাল সীমান্ত পর্যন্ত নিয়ে যাবে তাদের। প্রায় দুই দিন সময় লাগবে। এতোটা সময় মাইক্রোবাসে কাটানো অনেক কঠিন হলেও আপাতত এছাড়া কোন উপায় নেই। হোটেলে ঢুকে ছোট একটা ব্যাগ গুছিয়ে নিয়েছেন, যজ্ঞেশ্বরের সাথে তেমন কিছু নেই। এরপর বিনোদ চোপড়ার হোটেলে যেতে হলো। বিনোদ চোপড়ার দু'টো সুটকেস বাধ্য হয়ে নিতে হলো সাথে, যদিও যাত্রায় মালপত্র যতো কম নেয়া যায় ততো ভালো। নেপালে ঢোকার আগে জীপ ছেড়ে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। তিব্বত সীমান্তে যথেষ্ট কড়াকড়ি এখন। তবে যতো কড়াকড়িই থাক তিব্বতে ঢোকা কেউ আটকাতে পারবে না।

* * *

BanglaBook.org

হাতে পার্চমেন্ট কাগজটা নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে রাশেদ। আর কিছুদূর গেলেই বার্মা

www.BanglaBook.org

সীমান্ত। চারপাশে ঘন জঙ্গল। সারাদিন হেঁটে কাদা আর ধুলোয় চেহারা হয়েছে কিম্ভুতকিমাকার। দুপুর হয়ে গেলেও রোদ না উঠার কারনে কেমন সন্ধ্যা সন্ধ্যা ভাব। এই ঘন জঙ্গলটা পেরুলোই সামনে পাহাড়ের সারি। এই পর্বতমালা আসাম থেকে শুরু করে বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চল দিয়ে বার্মায় গিয়ে শেষ হয়েছে। সামনে পাহাড়গুলোর যেকোন একটার চূড়ায় উঠতে হবে। তাহলেই হয়তো পার্চমেন্টে আঁকা ম্যাপের কোন কূলকিনারা করা যেতে পারে।

একটানা হেঁটে দলের বেশিরভাগ সদস্যই ক্লান্ত। সঞ্জয়কে অবশ্য ক্লান্ত দেখাচ্ছে না, অসম্ভব প্রানশক্তির অধিকারি লোকটা, ভাবল রাশেদ। বারবার আড়চোখে সঞ্জয়কে দেখে নিচ্ছে রাশেদ। লোকটার মতিগতি বোঝা খুব কঠিন, কখন কি করে বসে বোঝা যায় না।

"আমার মনে হয় এবার একটু বিশ্রাম নেয়া দরকার," বেশ ক্লান্ত গলায় বলল রাশেদ।

"কোন বিশ্রাম নেই, আমি যখন ক্লান্ত হবো তখন দেখা যাবে," বাজখাই গলায় বলল সঞ্জয়। 'আগে তোর কাজ শেষ কর।'

বিরক্ত হলেও কথা বাড়াল না রাশেদ। বড় একটা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়াল, পার্চমেন্টটা খুলে। কি ভেবে সঞ্জয়ও এসে দাঁড়াল পাশে।

"এবার আমাকে বুঝিয়ে দে কি করতে হবে, তোর উপর ভরসা পাচ্ছি না," সঞ্জয় বলল।

"নিন, আপনি নিজেই খুঁজে নিন," পার্চমেন্ট কাগজটা সঞ্জয়ের দিকে বাড়িয়ে বলল রাশেদ।

"তুই দেখা, পারলে তো নিজেই খুঁজে নিতাম।"

সঞ্জয়কে পার্চমেন্টের দিকে তাকানোর ইশারা করলো রাশেদ, ছোট একটা ম্যাপ আঁকা, অনেক ঝাপসা হয়ে গেছে। আর প্রায় চারশো বছর আগে আঁকা জায়গাটা ঠিক আগের মতো আছে কি না তাতেও সন্দেহ আছে।

"এখানে দেখুন," রাশেদ বলল, পার্চমেন্টে আঁকা ম্যাপটায় আঙুল রাখল, "ঠিক তিনটি পাহাড়ের মাঝখানের ছোট উপত্যকায় গুপ্তধন লুকিয়ে রেখেছেন তিমাও, এখন লক্ষ্য করে দেখুন পাহাড়গুলোর অবস্থান। জ্যামিতিক ত্রিভূজের ঠিক তিনকোনায় পাহাড় তিনটি অবস্থান করছে। দাগ কেটে দেখালে অনেকটা সমবাহু ত্রিভুজের মতো দেখাবে।"

"এতো ত্রিভুজ-চতুর্ভুজ বুঝি না, পাহাড় তিনটা কোথায়?"

"ঐ সময় বার্মা-বান্দরবান আলাদা কোন সীমানা ছিল না, এই অঞ্চল ছিল আরাকান রাজ্যের মধ্যেই। তাই পাহাড় তিনটার সত্যিকার অবস্থান বের করা কঠিন।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"এতোদূর হাঁটিয়ে এনে ফাজলামি করিস?"

"এমনি এমনি এতোদূর হাঁটিনি, এখানে দেখুন," ম্যাপের আরেকটা জায়গায় আঙুল রাখল রাশেদ, "এখানে ছোট একটা বিন্দুর মতো সূর্যের অবস্থান দেখানো হয়েছে। সূর্য এখানে ঠিক মধ্যগগনে অবস্থান করছে। এর সাথে পাহাড়ের অবস্থানগুলো বিচার করলে সম্ভাব্য জায়গার খুব কাছাকাছি চলে এসেছি আমরা। কিন্তু সমস্যা হলো..."

"আবার কি সমস্যা?"

"আজ সূর্যের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। এছাড়া এই ধরনের হিসেবনিকেশে আমার চেয়ে রাজু অনেক অভিজ্ঞ। রাজু এখানে থাকলে অনেক সহজ হতো কাজটা।"

"তুই আগে বলতি তাহলে রাজুকে সাথে করে নিয়ে আসতাম।"

"আগে তো বুঝতে পারি নি এমন অবস্থা হবে," আমতা আমতা করে বলল রাশেদ।

"ঠিক আছে দাঁড়া, আমি রাজুকে আনাচ্ছি, শুধু রাজু না লরেন্সও আসবে, তারপর দেখি আর কোন অজুহাত বের করতে পারিস কি না তুই!" রাগত স্বরে বলল সঞ্জয়।

হাত দিয়ে সঙ্গিদের মধ্য থেকে দু'জনকে ডাকল সঞ্জয়।

"এখনি ক্যাম্পে যাবি, রাজু আর লরেন্সকে সাথে নিয়ে আসবি, আরো তিনজনকে নিয়ে যা," সঞ্জয় বলল, 'যাবি আর আসবি। দেরি হলে তোদের খবর আছে।'

পাঁচজন চলে গেল। একটু আগে বিশ্রাম দিতে না চাইলেও এখন বাধ্য হয়ে সবাইকে বিশ্রাম নিতে বলল সঞ্জয়।

ধূলোময় মাটিতে বসে পড়ল রাশেদ। আরো একটু সময় পাওয়া গেল, লরেন্স আর রাজু আসতে দুই ঘন্টার বেশি সময় লাগার কথা। ক্ষুধা পেয়েছে রাশেদের, যদিও এখন কিছুই দেয়া হবে না একটু আগে সাফ জানিয়ে দিয়েছে সঞ্জয়। তাই খাবার-দাবার চাইলো না রাশেদ। গাছের গোড়ার দিকে হেলান দিয়ে শুয়ে পড়ল, এই সময়টা ঘুমিয়ে নেয়া ভালো। তারপর অনেক দৌড়-ঝাপ বাকি আছে, শক্তি জমিয়ে রাখতে হবে সময়মতো ব্যবহার করার জন্য।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৫

হন্তদন্ত হয়ে রুমে ঢুকেছে রামহরি। পেছনে প্রফেসর সুব্রামানিয়ামও ঢুকেছেন। দুজনকেই বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছে। অবাক হয়ে দুজনের দিকে তাকিয়ে আছেন ডঃ আরেফিন, রুমের চারদিকে তাকিয়ে কিছু একটা খুঁজছে ওরা।

"কি ব্যাপার প্রফেসর, কোন সমস্যা?" জিজ্ঞেস করলেন ডঃ আরেফিন।

সোফায় হেলান দিয়ে বসেছেন প্রফেসর, এখনো জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন।

"আমাদের সামনে খুব বিপদ ডঃ আরেফিন," প্রফেসর সুব্রামানিয়াম বললেন।

"কি বিপদ?"

"একটু আগে এক চাইনীজ এসেছিল, আমার রুমে," বললেন প্রফেসর, "বলা যায় একধরনের হুমকি দিয়ে গেছে।"

"কি হুমকি?" বিছানা ছেড়ে উঠেলেন ডঃ আরেফিন।

"আমরা যেন তিব্বতে ঢোকার চেষ্টা না করি, তাহলে নাকি সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।"

"লোকটা কে? কি মনে হলো আপনার?"

"বুঝতে পারি নি। তবে মনে হয় আমাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানে।"

"ডঃ কারসনকে জানিয়েছেন?"

"না, বলি নি কিছু। তিনি হয়তো হেসেই উড়িয়ে দেবেন।"

"তারপরও জানানো দরকার। চলুন," কথা বলতে বলতে কাপড়চোপড় পাল্টে নিলেন ডঃ আরেফিন।

"আমার মনে হয় এখনই আমাদের সরে যাওয়া উচিত, কি দরকার ঝামেলায় জড়িয়ে।"

"ঝামেলার কিছু নেই। তিব্বতে যাওয়ার ভিসা নেয়া আছে আমাদের। আর আমরা সন্ত্রাসী নই।"

"এমনিতেই ভারতের সাথে নানা দিক দিয়ে সমস্যা আছে চীনের। ভিসা হয়তো আছে, কিন্তু তারপরও ওরা চাইছে না আমরা তিব্বতে যাই।"

"আমি যাবো। ডঃ কারসনও নিশ্চয়ই পিছপা হবেন না।"

"যাবেন?"

"হ্যা, সন্দীপ জানে?"

"না।"

"ঠিক আছে, একটু পর ডঃ কারসনের রুমে কথাগুলো বলবেন, তখন সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"ঠিক আছে," বোঝা গেল একটু হতাশ হয়েছেন প্রফেসর, ভেবেছিলেন ডঃ আরেফিন হয়তো ভয়ে রাজি হবেন না তিব্বতে যেতে।

"আপনি আমার কথা বিশ্বাস করেছেন তো?" বললেন প্রফেসর।

"বিশ্বাস করবো না কেন?"

দরজায় নক হলো এই সময়। রামহরিকে ইশারা করলেন ডঃ আরেফিন, দরজা খুলে দিতে। সুরেশকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল।

"কাল সকালে আপনাদের ফ্লাইট," সুরেশ বলল, "নাস্তা করেই বেরিয়ে যাবো আমরা।"

"ঠিক আছে," বললেন ডঃ আরেফিন।

সুরেশ চলে গেলে প্রফেসরের দিকে তাকালেন তিনি, ভদ্রলোকের চেহারায় এখনো ভয়ের ছাপ স্পষ্ট। অভিনয় কি না বোঝা যাচ্ছে না, নাকি সত্যি কেউ এসে ভয় দেখিয়ে গেছে।

দরজা লক করে বেরিয়ে এলেন তিনজন। রাতের খাবারের পর ডঃ কারসনের রুমে যেতে হবে।

* * *

নীচে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছিল সন্দীপ। এমনিতে সিগারেটের অভ্যাস নেই তার, কিন্তু টেনশনের সময়গুলোতে ভালো লাগে। রাতের খাবার হয় নি এখনো, তারপর ডঃ কারসনের রুমে যেতে হবে। বিরক্তির একশেষ এই ডঃ কারসন, এর আগে অবশ্য এমন কখনো মনে হয় নি। নেপালে ভালোই শীত, মনে করে কিছু ভারি কাপড়-চোপড় সাথে নিয়ে আসা হয়েছিল। সোমা মনে করে দিয়েছিল। সোমা-শান্তনু'র সাথে কথা হয় নি আজ সারাদিন, একবার ফোন না করলে হয়তো চিন্তা করবে। মোবাইল ফোন বের করে স্ত্রীর নাম্বারে ডায়াল করলো সন্দীপ। পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে একজন, লক্ষ্য করে নি।

অল্প কিছুক্ষন কথা বলে ঘুরে হোটেলের দিকে ফিরল সন্দীপ, কিন্তু নাক বোঁচা এক লোক পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। ছিনতাইকারি? এতো লোকজনের মাঝে? বিশ্বাস হচ্ছিল না সন্দীপের। লোকটার হাতে ছোট আকারের একটা পিস্তল দেখা যাচ্ছে।

লোকটাকে পাশ কাটাতে ব্যর্থ হলো সন্দীপ, ঠিক কোমরের কাছে পিস্তলটা ঠেকিয়ে রেখেছে। নড়াচড়া করতে গেলেই গুলি করে বসতে পারে। প্যান্টের পকেটে হাত নিয়ে গিয়ে ম্যানিব্যাগে হাত দিলো সন্দীপ। ভালোয় ভালোয় জান নিয়ে ফিরে আসতে পারলে হয়। ম্যানিব্যাগটা লোকটার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে সে, কিন্তু সেদিকে

www.BanglaBook.org

কোন নজরই নেই লোকটার। চোখ দিয়ে ইশারায় দূরে দাঁড়ানো একটা প্রাইভেট কারের দিতে যেতে বলছে। বুঝতে পেরেও না বোঝার ভান করলো সন্দীপ। সাধারন ছিনতাইকারি নয় এই লোক, তাকে অপহরন করতে এসেছে। খুব ধনী কোন মানুষ নয় সে, সম্ভবত তার অভিযানের সাথে এর কোন সম্পর্ক আছে, মনে মনে ভাবল সন্দীপ।

আবারো ইশারা করলো লোকটা, চেহারায় শীতল একটা ভাব। এই লোক নির্দ্বিধায় মানুষ খুন করতে পারে, মনে মনে ভাবল সন্দীপ। হার মেনে নেয়ার একটা ভান করে লোকটার ইশারা করা গাড়িটার দিকে হাঁটছে সন্দীপ, এর হাতে এভাবে ধরা দেয়া ঠিক হবে না। কিন্তু এলোপাথারি দৌড় দিতে যাওয়াও দারুন ঝুঁকিপূর্ন হতে পারে। পেছনে না তাকিয়ে হাঁটছে সে এখন। লোকটার সাথে তার দূরত্ব প্রায় তিন-চার ফুট। হঠাৎ ভোঁতা একটা আওয়াজ শুনে চমকে পেছনে তাকাল সন্দীপ। নাকবোচা লোকটা রাস্তায় পড়ে আছে অজ্ঞান হয়ে, নাক থেকে অনবরত রক্ত ঝরছে। লোকটাকে পরীক্ষা করে দেখছে একজন, উবু হয়ে, মানুষটা সন্দীপের খুব পরিচিত।

কিছুদিন আগে, ঢাকা

ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত, বিপন্ন হয়ে যখন রাস্তার পাশে পড়েছিল সে, তখন একজন মানুষ ঠাই দিয়েছিল তাকে। অনেকদিন পর মনে হয়েছিল ঠিক মানুষের সঙ্গ পেয়েছে। লোকালয়, মানুষ এড়িয়ে চলতে চলতে মানুষ সম্পর্কে একধরনের বিতৃষ্ণা জন্ম নিয়েছিল। এই মানুষটার সংস্পর্শে এসে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছিল যেন মিচনার। নিজের ভেতর আগের সেই হিংস্রতা জাগিয়ে তুলেছিল লোকটা, যেন বুঝতে পেরেছিল সে আসলে কি চায়। রক্ত দেখতে ভালো লাগতো তার, তাই শয়তান উপাসক মানুষটা সবসময়ই চেষ্টা করতো তার সেই ভালোলাগাগুলো পূরন করতে। কিন্তু সেই সুন্দর সময়টাও বেশিদিন টিকলো না।

আশ্রয়দাতা মানুষটা এখন জেলে, কোন জেলে আছে জানলে এতোক্ষনে বের করে নিয়ে আসতো মিচনার। সে নিজে যেভাবে বের হয়ে এসেছে।

সামনে একটা উদ্দেশ্যই বাকি আছে, তা হচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বীকে খুঁজে বের করে তাকে শেষ করে দেয়া। এছাড়া আর কোন কিছুই মাথায় নেই তার। মাথার ভেতর অদ্ভুত কথাগুলো এখনো শুনতে পায় মিচনার। তাকে বলে আরো দূরে কোথাও যেতে। ধারনার উপর ভিত্তি করে চলেছে মিচনার। যে বাড়িটায় ডাকাতি করতে গিয়ে পুলিশের কাছে ধরা পড়েছিল সেখানেও গিয়েছিল একবার। সেই ভদ্রলোকের উপর এমনিতেই রাগ ছিল, কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়েছে মিচনার। এখন অন্য কাজে মন না দিয়ে আসল কাজে মন দিতে হবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সীমানা কিংবা দূরত্ব তার কাছে বড় কোন ব্যাপার না, মন বলছিল তার শিকার এখন এই অঞ্চলে নেই। সম্ভবত বরফ ঢাকা কোন পাহাড়ি এলাকার দিকে গেছে, এরকম মনে করার পেছনে যুক্তিসঙ্গত কোন কারন অবশ্য নেই। কিন্তু আন্দাজের উপর ভর করে চলতে কোন দ্বিধা নেই তার।

চমৎকার পোশাক জোগাড় করে নিতে সমস্যা হয় নি, রাতে একজন পথচারিকে মেরে পথের পাশে ফেলে রেখে এসেছে। টাকা-পয়সার কোন দরকার কখনো অনুভব করে নি মিচনার, দেশ-বিদেশের সীমারেখা তাকে আটকাতে পারবে না। সে জানে বাংলাদেশে কোথাও বরফে ঢাকা পাহাড়ি অঞ্চল নেই, তাকে যেতে হবে ভারতে যেখানে গত শতাব্দীর অনেকটা সময় কেটেছে তার। সীমান্ত পার করতেও কোন কষ্ট হবে না। তাকে আটকে রাখার মতও সীমান্তরক্ষী এখনো জন্মে নি।

ইদানীং রাতে ঘুম আসে না তার। ঢাকা থেকে রংপুরগামী একটা ট্রেনের যাত্রী হয়ে বসেছে সে। জানালার পাশের চেয়ারে বসে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে পুরানো দিনের কথা ভাবছিল মিচনার। সব যেন ঝাপসা, সেই সব দিনগুলো যেন অন্য কোন মানুষের জীবনে ঘটা কাহিনি।

ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে অনেকক্ষন হলো। অল্প কিছু টাকা পেয়েছিল প্যান্টের পকেটে থাকা ম্যানিব্যাগটায়, সেই টাকায় টিকিট করেছে। অল্প কিছু টাকা এখনো আছে বুক পকেটে, সেই সাথে ছোট একটা ম্যাপও। ভাঁজ করে রাখা ম্যাপের উপর হাত বুলাল মিচনার। এই ম্যাপ দেখে দেখে এগুতে হবে। সেই সাথে সেই অদ্ভুত কণ্ঠস্বর তো আছেই তাকে পথ দেখানোর জন্য।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৬

চোখ বুজে এসেছিল রাশেদের সারাদিন হাঁটাহাঁটির ক্লান্তিতে। হঠাৎ হৈ চৈয়ে চোখ খুলে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। রাজু আর লরেন্স চলে এসেছে। ঘন্টাখানেকও পার হয় নি ওদের আনতে লোক পাঠিয়েছিল সঞ্জয়। এতো তাড়াতাড়ি কিভাবে এলো মাথায় আসছিল না রাশেদের।

দু'জনকেই ক্লান্ত আর বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে, সম্ভবত ধরে আনতে বলা হলেও বেঁধে আনা হয়েছে ওদের। রাশেদকে দেখে রাজুর ক্লান্ত চেহারায় একটা হাসি খেলে গেল। লরেন্স চুপচাপ নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে আছে। দুজনের হাতই পেছন থেকে বাঁধা।

উঠে দাঁড়াল রাশেদ। এবার আসল ঝামেলার পালা। সঞ্জয়ের মতো লোককে খুব বেশি সময়ের জন্য বোকা বানিয়ে রাখা সম্ভব নয়। ইতিহাসের ছাত্র রাজু কিভাবে ম্যাপ দেখে আসল জায়গা খুঁজে বের করবে! একেবারেই অসম্ভব একটা কাজ। জ্যামিতিক সূত্র কিংবা বৈজ্ঞানিক কোন ব্যাপারে কোনদিনই কোন আগ্রহ ছিল না রাজুর। কিন্তু রাজুর নাম যেহেতু বলা হয়ে গিয়েছে তাই কোন না কোনভাবে ব্যাপারটা সামাল দিতে হবে।

রাজুর দিকে এগিয়ে গেছে সঞ্জয়, ভাবখানা এমন যে শিকারকে হাতের নাগালে পেয়ে খেলছে বাঘ।

রাশেদও এগিয়ে গেল রাজুর দিকে, সবার অলক্ষ্যে চোখ মারল। রাজু তাকিয়ে আছে তার দিকে, কিন্তু ইশারা বুঝতে পেরেছে কি না সন্দেহ হচ্ছিল রাশেদের।

"অ্যাই, তুই নাকি সব বুঝিস?" রাজুর কাছে গিয়ে হুংকার ছাড়ল সঞ্জয় ।

কিছুক্ষন চুপচাপ তাকিয়ে থাকল রাজু । বুঝতে পারছে না কি বলবে । রাশেদের দিকে তাকাল, কিন্তু ইশারা দিতে পারছে না রাশেদ, সঞ্জয়ের সব লোক এখন তার দিকে তাকিয়ে আছে, কেউ বুঝে ফেলতে পারে ।

"সব বুঝি না, কিছু কিছু বুঝি," ধীর গলায় উত্তর দিল রাজু ।

"অ্যাই, কে আছিস, ওকে খুলে দে, দেখি কি করতে পারে," দলের একজনকে বলল সঞ্জয় ।

দৌড়ে গিয়ে একজন বাঁধন খুলে দিল রাজুর । মুক্ত হয়েই শরীর একটু ঝাঁকিয়ে নিলো রাজু । হাসতে গিয়ে নিজেকে থামাল রাশেদ । যে কোন পরিস্থিতিতে নিজেকে স্বাভাবিক রাখার অস্বাভাবিক একটা গুন আছে রাজুর ।

"আমি বিজ্ঞানের ছাত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূগোল, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান সব কিছু নিয়ে পড়াশোনা করেছি," সঞ্জয়ের সামনে গিয়ে বলল রাজু, "আপনার কি সমস্যা বলুন, আমি সমাধান করে দেবো ।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"শালা আমার সাথে ফাইজলামি করিস!" ক্ষেপে যাচ্ছিল সঞ্জয়, নিজেকে শেষমুহূর্তে নিয়ন্ত্রনে নিলো। "বেশি কিছু করতে হবে না তোর, ঐ ম্যাপ দেখে গুপ্তধনের জায়গাটা দেখিয়ে দিবি শুধু।"

রাশেদের দিকে এগিয়ে এলো রাজু। চারপাশে তাকাচ্ছে বারবার, সঞ্জয়ের দলের লোকদের অবস্থান দেখে নিচ্ছে, হয়তো দৌড়ে পালাবার একটা মতলব ছিল, কিন্তু অটোমেটিক রাইফেল নিয়ে এতোগুলো লোককে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখে প্ল্যান বাদ দিলো।

"দোস্ত, কি ঝামেলায় পড়লাম," রাশেদের সামনে এসে ফিসফিস করে বলল রাজু, "আমি কি এইসব কিছু বুঝঁবো নাকি?"

"বোঝার ভান কর, একটা না একটা পথ বেরিয়ে আসবে," গলা নামিয়ে বলল রাশেদ।

"অ্যাই, তোরা কী ফিসফিস করছিস?" বাজখাই গলায় বলল সঞ্জয়।

"কিছু না," কাঁচুমাচু গলায় বলল রাজু।

জঙ্গলের এই অংশটা পার হলেই পাহাড় শুরু হয়েছে একের পর এক। এই দুপুর বেলাও কেমন অন্ধকার হয়ে আসছে চারদিক।

"একটা কথা বলতে চাচ্ছিলাম," রাশেদ বলল, সঞ্জয়ের উদ্দেশ্যে।

"কি বলবি তাড়াতাড়ি বল।"

"আজ আবহাওয়ার যে অবস্থা তাতে আজ বরং আমরা ফিরে যাই," রাশেদ বলল, "কাল আকাশ পরিষ্কার থাকলে আবার আসবো।"

হা হা করে হেসে উঠলো সঞ্জয়। তার দেখাদেখি দলের বাকিদের মুখেও হাসি দেখা যাচ্ছে।

"তোরা কি আমাকে বোকা পেয়েছিস?" সঞ্জয় বলল, "এই ম্যাপের সাথে চাঁদ-সূর্য্যের কোন সংযোগ আছে কি না জানি না, তবে এতোটুকু জানি তোদেরকে দিয়ে কিছু হবে না, আমি শুধু দেখছিলাম আমাকে কতোটা বোকা মনে করিস।"

রাশেদের হাত থেকে ম্যাপটা কেড়ে নিলো সঞ্জয়। "আমি জানতাম তোরা পারবি না, পারবে একমাত্র লরেন্স," বলল সঞ্জয়, "কিন্তু জান গেলেও তার বাপদাদার সম্পদ সে আমাকে পেতে দেবে না। কি, ঠিক বলি নি লরেন্স?"

প্রশ্নটা লরেন্সের উদ্দেশ্যে করা হলেও উত্তর দেয়ার বিশেষ প্রয়োজনবোধ করলো না লরেন্স। আগের মতোই নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

"জানি তুই সহজে কথা বলবি না, তাই তোর মুখ থেকে কথা বের করার ব্যবস্থা করেছি," সঞ্জয় বলল, দলের একজনকে ইশারা করতেই গাছের আড়াল থেকে বয়স্ক একজন মানুষকে বের করে আনা হলো।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না রাশেদ। লরেন্সও তাকিয়ে আছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অবাক দৃষ্টিতে। রাজুর কাছেই মানুষটা অপরিচিত।

"কি, চিনতে পারছিস তো লরেন্স?", হাসিহাসি মুখে বলল লরেন্স, "তোর চাচা এঞ্জেল ডি ক্রুজ। এবার মুখ খুলবি তো?"

* * *

রাত দশটায় ডঃ কারসনের রুমে জমায়েত হয়েছে সবাই। আগামীকাল সকালে তিব্বতের উদ্দেশ্য যাত্রা করবে দলটা। সেই অনুযায়ী ফ্লাইটও কনফার্ম করা হয়েছে।

ডঃ কারসন সবার দিকে তাকাচ্ছেন এক এক করে। বোঝার চেষ্টা করছেন কে কি ভাবছে।

"আপনাদের মনে কোন দ্বিধা থাকলে এখনই বলে ফেলুন," বললেন ডঃ কারসন, "আমি চাই না পরবর্তীতে কোন ভুল বোঝাবুঝি হোক।"

মাথা নীচু করে রয়েছে সন্দীপ, বাকিরাও চুপচাপ।

"এখনো সময় আছে ফেরত যাওয়ার, কেউ কিছু বলবে না, কিছু মনে করবে না," বলে চলেছেন ডঃ কারসন, "কিন্তু একবার তিব্বতে ঢুকে পড়লে আর সহজে ফিরে আসবো না আমরা, সাম্ভালা বের না করা পর্যন্ত।"

"আমি আছি," ডঃ আরেফিন বললেন।

"সন্দীপ, আপনি?"

"আমিও আছি," ছোট করে বলল সন্দীপ।

"প্রফেসর সুব্রামানিয়াম, আপনি?"

প্রফেসরের দিকে তাকিয়ে আছেন ডঃ কারসন, উত্তরের আশায়, কিন্তু উত্তর দিচ্ছেন না প্রফেসর, রামহরির দিকে তাকালেন একবার।

"আমিও আছি।"

রামহরি কিছুটা অবাক হয়ে তাকাল মনিবের দিকে। এই উত্তর সে আশা করে নি।

"ঠিক আছে, আমরা সবাই তাহলে আছি," প্রসন্ন গলায় বললেন ডঃ কারসন।

"আমাদের প্ল্যানে একটু পরিবর্তন হবে, প্লেনে করে যাচ্ছি না আমরা, স্থলপথে সীমান্ত পার হবো, লাসায় আমাদের কোন কাজ নেই, আমাদের কাজ হচ্ছে মানস সরোবর আর কৈলাস সংলগ্ন এলাকায়।"

"কিন্তু আমরা যে টিকিট বুকিং দিয়ে ফেললাম?" জিজ্ঞেস করলেন ডঃ আরেফিন, বেশ অবাক হয়েছেন তিনি ডঃ কারসনের আকস্মিক সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে।

"বুঝে শুনেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি," ডঃ কারসন বললেন।

"কোন পথে যাবো আমরা?" সন্দীপ জিজ্ঞেস করলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আমাদের পথ দেখাবে সুরেশ," ডঃ কারসন বললেন, "এই অঞ্চল ওর চেনা। যদিও রাজি হতে চাইবে না, কারন তিব্বতের এয়ারপোর্টে আমাদের জন্য একজন গাইডের ব্যবস্থা থাকার কথা, কিন্তু টাকার লোভ দেখাব, রাজি না হয়ে পারবে না।"

"কাল সকাল থেকে আপনাদের সব যোগাযোগ বন্ধ থাকবে, মোবাইল ফোনগুলো আমার কাছে জমা দেবেন," ডঃ কারসন বললেন।

"অসম্ভব, প্রতিদিন বৌ-বাচ্চার সাথে কথা বলি আমি?" সন্দীপ বললো, তাকে বেশ অসন্তুষ্ট মনে হলো।

"মোবাইল ফোন আমার কাছে থাকবে, যখন প্রয়োজন হবে নিয়ে ফোন করবেন, এই মুহূর্তে অভিযানের গোপনীয়তা রক্ষা করা খুব জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

"আপনার এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কারন জানতে পারি," জিজ্ঞেস করলেন প্রফেসর।

"একটু আগেই বলেছি সময় হলেই বলবো, আশা করি কিছু সমস্যা এভাবে এড়াতে পারব আমরা।"

কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেলেন ডঃ আরেফিন। এই অঞ্চলে এখন প্রচুর শীত পড়েছে। কাল সকালে উঠে মার্কেট থেকে আরো কিছু ভারি কাপড়-চোপড় কিনতে হবে।

"ডঃ কারসন, কাল কখন রওনা দেবো আমরা?" সন্দীপ জিজ্ঞেস করলো।

"সকাল সকাল রওনা দেবো। ঠিক সাতটায় নীচে লবীতে উপস্থিত থাকবেন সবাই," বললেন ডঃ কারসন, উঠে দাঁড়ালেন।

সবাই বের হয়ে এলো ডঃ কারসনের রুম থেকে। দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে উঠেছে ডঃ কারসনের চেহারায়। পায়চারি করছেন অস্থিরভাবে। হঠাৎ করে এভাবে প্ল্যান বদলানোর ইচ্ছে তার ছিল না। কিন্তু মনে হচ্ছে তিব্বতে তাদের খুব সাদরে বরন করে নেয়া হবে না। যে উদ্দেশ্যে এতোদূর আসা তার পুরোটাই ভেস্তে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। তারচেয়ে নিজের মতো করে যাওয়া অনেক ভালো।

জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন ডঃ কারসন। পরিচিত কিছু মানুষকে দেখলেন মনে হলো, এদের আগে কোথাও দেখেছেন, ঠিক কোথায় মনে করতে পারলেন না।

টেবিলের উপর ল্যাপটপ খোলা ছিল, সেখানে সাম্ভালা সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য আছে। আরো অনেক তথ্য জোগাড় করা বাকি এখনো। তিব্বতে যাওয়ার ম্যাপটাও দেখে নিতে হবে, সুরেশের উপর পুরো ভরসা করে থাকা ঠিক হবে না।

BanglaBook.org

* * *

হোটেল ওরিয়েন্টালে উঠেছেন তিনি। পাঁচতলায় পাশাপাশি তিন রুম ভাড়া

www.BanglaBook.org

নিয়েছেন। হোটেলের ভেতরের রেস্টুরেন্টে ডিনার সেরে বিনোদ চোপড়াকে সাথে নিয়ে বের হয়েছেন তিনি। কাঠমুন্ডু ছোট সুন্দর একটা শহর। বছরের এই সময়টা পর্যটকে গিজগিজ করে। রাস্তায় হাঁটাচলা করাও মুশকিল হয়ে যায়, এখন অবশ্য বেশ রাত হয়ে গেছে, তবু রাস্তায় লোকজনের অভাব নেই। নেপালে আগে এশবার আসা হয়েছিল, ঘুরে দেখা হয় নি। তবে বুঝতে পারছেন দেশটা অনেক সুন্দর। পাহাড়ের কোলে এতো চমৎকার একটি দেশে পরে কেন আর আসা হয় নি ভেবে আফসোস হচ্ছে তার।

শীতকালের এই সময়টায় প্রচন্ড ঠান্ডা এখন কাঠমুন্ডুতে। রাত হয়ে গেছে তাই দূরের বরফে ঢাকা পর্বতচূড়া দেখা যাচ্ছে না। বিনোদ চোপড়াকে বেশ খুশি খুশি দেখাচ্ছে। নেপালে প্রথমবারের মতো এসেছে সে। সবকিছু ভালো লাগছে। গা গরম করার জন্য পাশের একটা বারে যেতে চাইল বিনোদ চোপড়া। বাঁধা দিলেন না তিনি, এই শীতে উ"পানীয় দরকার হতেই পারে।

যজ্ঞেশ্বরকে রুমেই রেখে এসেছেন। এইসব এলাকায় সন্ন্যাসী অনেকবার এসেছেন, তাই সাথে নিয়ে বের হন নি। দীর্ঘ একটা ভ্রমনের পর একটু বিশ্রামের প্রয়োজন আছে। বিনোদ চোপড়াকে ব্যতিক্রম মনে হলো, শারীরিকভাবে যথেষ্ট কষ্টসহিষ্ণু লোকটা।

বারে প্রচুর লোক, কোনায় একটা টেবিল নিয়ে বসে পড়লেন তিনি। বিনোদ চোপড়ার জন্য বীয়ারের অর্ডার দিলেন। নিজের জন্য এককাপ কফির কথা বললেন।

কাঠমুন্ডু থেকে আবার নতুন করে শুরু করতে হবে। দীর্ঘ একটা ভ্রমন পড়ে আছে সামনে। বিনোদ চোপড়া আর যজ্ঞেশ্বরকে সঙ্গী করবেন কি না বুঝতে পারছেন না। দুজনকেই ভালো লেগেছে, কিন্তু এতো দলবল নিয়ে রওনা দিতে ইচ্ছে করছে না। এখন পর্যন্ত বিনোদ চোপড়াকেই সাথে নেবেন বলে ঠিক করেছেন, কিন্তু যজ্ঞেশ্বর মনে হয়ে মন খারাপ করবে এতে। গত কয়েকদিন একসাথে থেকে লোকটার ছেলেমানুষীকে ভালোবেসে ফেলেছেন তিনি।

কফি খেতে খেতে বারে আগত পর্যটকদের দেখে নিচ্ছেন তিনি। নেপালি, ভারতীয়, শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ, মঙ্গোলীয় সব ধরনের মানুষ দেখা যাচ্ছে এখানে।

স্থানীয় কোন লোক পেলে ভালো হতো, গাইড হিসেবে কাজে লাগানো যেতো। এখানকার শেরপা জনগোষ্ঠি হিমালয়ের চূড়াগুলোয় উঠার ক্ষেত্রে পৃথিবী বিখ্যাত। এছাড়া সাধারন নেপালিদের মাঝ থেকে গাইড পাওয়া কোন সমস্যা হবে না। কিন্তু লোকজনের সংখ্যা তাতে বেড়ে যাবে, আপাতত এই ঝুঁকি নেয়া যাবে না।

কফি শেষ করে বেরিয়ে এলেন বার থেকে। ঠান্ডা কনকনে হাওয়া আসছে উত্তর থেকে। বিনোদ চোপড়াকে পাশে নিয়ে হাঁটছেন, কোন কথা বলছেন না বিনোদ, যে কোন কারনেই হোক, বোঝা যাচ্ছে বেশ চিন্তিত।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"কি ভাবছেন?"

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল বিনোদ চোপড়া, তাকাল।

"কিছু ভাবছি না, মানে... আসলে মনে হচ্ছে এভাবে আমি আপনার সাথে থেকে গেলাম, কি কারনে?"

"কি কারনে?"

"আমি নিজেও জানি না," হাসল বিনোদ, "মনে হচ্ছে সামনে দারুন কিছু অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য।"

"আমারও তাই ধারনা।"

হাঁটতে হাঁটতে হোটেলের সামনে চলে এলো দুজন।

"আমাদের একটু সাবধান থাকা উচিত, যজ্ঞেশ্বর বলছিল," হঠাৎ বলল বিনোদ চোপড়া।

"সাবধান? আমরা তো সাবধানে আছিই?"

"তা আছি, কিন্তু যজ্ঞেশ্বরের ধারনা আপনার উপর কোন হামলা হতে পারে," বলল বিনোদ চোপড়া, "উনার কথা আমি ঠিক বুঝি নি।"

"আমিও না," বললেন তিনি। অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। ইদানীং কেমন অদ্ভুত একটা অনুভূতি হয়, মনে হয় দূর থেকে কেউ যেন তাকে দেখছে। কেউ যেন তাকে বলছে সাবধানে থাকার জন্য, কেউ একজন আসছে তার সাথে মোকাবেলা করার জন্য। আদৌ কি সেটা সম্ভব? প্রকৃতি এক ভুল বারবার করে না। তেমন কেউ কি আছে যে তার কোন ক্ষতি করতে পারবে? অনেকগুলো প্রশ্ন কিন্তু উত্তর নেই কোন।

"আপনি ভাববেন না," বিনোদ চোপড়াকে বললেন তিনি। "আমি জানি কেউ আমার ক্ষতি করতে পারবে না।"

হোটেলে ঢুকে যে যার রুমে চলে গেল।

সারারাত জানালার পাশে জেগে রইল বিনোদ চোপড়া, ঘুম আসছে না, মাথায় রাজ্যের চিন্তা। সারাজীবন অর্থের পেছনে ছুটেছে সে, পরিবার পরিজনকে সময় দেয়া হয় নি, নিরাপদ কোন জীবনও পায় নি। সাম্ভালা যদি সত্যি থেকে থাকে তাহলে সেই বিশেষ জায়গাটা দেখার এবং সেখানে থেকে যাওয়ার গোপন একটা ইচ্ছা মনে মনে ধারন করছে বিনোদ। ইউরোপে তার পরিচয় বিশিষ্ট অ্যান্টিক চোর, কোন কিছুর পেছনে লাগলে তা আদায় না করে ছাড়ে না। এবার অবশ্য তার ব্যতিক্রম হচ্ছে। যে উদ্দেশ্যে ভারতে আসা তা বাদ দিয়ে সে এখন লখানিয়া সিং-এর পেছন পেছন ঘুরছে। লোকটার আত্মবিশ্বাস দেখেও বেশ অবাক হয়েছে সে। এতোটা আত্মবিশ্বাস খুব কম মানুষের ভেতরই দেখা যায়। এতো রহস্যময় মানুষ জীবনে খুব কম চোখে পড়েছে। হয়তো আর চোখে পড়বেও না।

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৭

কিছুই ভালো লাগছিল না রাশেদের। মনে হচ্ছে কিছু অসুস্থ মানুষের পাল্লায় পড়েছে যাদের হাত থেকে সহজে মুক্তি নেই। বিনা পরিশ্রমে কিংবা শটকার্টে অর্থ উপার্জনের জন্য প্রয়োজনে অন্য একজনের জীবন নিতেও দ্বিধা নেই এই লোকগুলোর।

পার্চমেন্ট কাগজটা গতরাতে বেশ ভালো করে দেখেছে রাশেদ। তিবাওয়ের সম্পদের যে পরিমান সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে তা টাকার অংকে অবিশ্বাস্য, কাজেই লরেন্স আর সঞ্জয়ের মতো লোক যে পাগল হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু পার্চমেন্টে আঁকা নক্সাটাই সব গুলিয়ে দিয়েছে। এই পাহাড়ি অঞ্চলে বিশেষ তিনটা পাহাড় খুঁজে পাওয়া খুব মুশকিল, নির্দিষ্ট একটা প্যাটার্নে পাহাড়গুলোর অবস্থান। হয়তো লরেন্স জানে পাহাড়গুলোর অবস্থান, হয়তো খুব আশপাশেই এর অবস্থা, হাতের তালুর মতো এই এলাকা তার পরিচিত, সঞ্জয়ের চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞান আর অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ন লরেন্স।

এঞ্জেলকে বন্দী অবস্থায় দেখেও লরেন্সের চেহারায় তেমন কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। যা খুশি করতে পারো এমন একটা দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে দূরের কোন এক পাহাড়ের দিকে।

ব্যাপারটা সঞ্জয়ও লক্ষ্য করেছে, কিন্তু সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নয় সে। লরেন্সের দৃষ্টি আর্কষনের জন্য হয়তো এঞ্জেলের গালে পরপর তিনটি ঘুষি মারল। এঞ্জেলের বয়স হয়েছে, সঞ্জয়ের শক্ত হাতের ঘুষিতে তার দাঁত ভেঙে যাওয়ার কথা, ভাবল রাশেদ। কিন্তু তেমন কিছু হয় নি, অল্প কিছু রক্ত ঝরেছে শুধু।

"তুই যদি কথা বলতে শুরু না করিস," হুমকি দিয়ে বলল সঞ্জয়, "তোর চাচার একটা একটা করে হাত-পা ভাঙবো, আশা করি খুব একটা খারাপ লাগবে না তোর।"

"কাপুরুষের মতো বুড়ো মানুষটার পেছনে লেগেছিস কেন? অনেকক্ষন পর উত্তর দিলো লরেন্স, চারপাশে তাকাল, "যা করার আমাকে কর।"

উত্তরে হাসল সঞ্জয়, যেন এমন মজার কথা অনেক দিন শোনে নি। "তোকে কিছু করার থাকলে তো করেই ফেলতাম, শুধু শুধু বাঁচিয়ে রেখেছি নাকি।"

আকাশ অন্ধকার হয়ে এসেছে, অনেকক্ষন ধরেই সূর্য্যের দেখা নেই। এখন ঠান্ডা বাতাসও বইছে।

"ঠিক আছে, তোর কথামতোই কাজ হবে," লরেন্স বললো, "এঞ্জেল আর ছেলে দুটোকে ছেড়ে দিবি এই শর্তে যাবো আমি।"

"শর্ত দেয়ার মতো কোন পরিস্থিতি নেই তোর, তাই না?" সঞ্জয় বলল, "তারপরও তোর এই শর্ত আমি মেনে নিলাম।"

www.BanglaBook.org

দলের সবাইকে তৈরি হতে বলল সঞ্জয়। লরেন্স, এঞ্জেল, রাশেদ আর রাজুকে মাঝখানে রেখে এগিয়ে চলছে দলটা। পেছনে আছে সঞ্জয়ে, হাতে পার্চমেন্ট নিয়ে।

লরেন্সের কথামতো এগিয়ে চলছে দলটা, পাহাড় শুরু হয়ে গেছে, সামনে একের পর এক পাহাড় দেখা যাচ্ছে। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল রাশেদের, একটু থামলেই অটোমেটিকের বাট দিয়ে গুতো দিচ্ছে সঞ্জয়ের পাহারাদাররা। তাই থেমে যাওয়ার উপায় নেই। মাঝে মাঝে রাজুর দিকে তাকাচ্ছে রাশেদ, একেবারে নিশ্চিন্ত মনে হচ্ছে ছেলেটাকে। গত কিছুদিন দাড়িগোঁফ না কামিয়ে একেবারে সন্ন্যাসীর মতো চেহারা হয়ে গেছে।

লরেন্স হাঁটছে নিজের মতো করে, বারবার মনে মনে হিসেব করে নিচ্ছে কোন দিক দিয়ে এগুবে। এখানকার পাহাড়গুলোর উচ্চতা খুব বেশি নয়, কিন্তু প্রতিটাই খুব ঘন জঙ্গলে আবৃত। এখন একটা পাহাড়ের ঢাল দিয়ে উপরে উঠছে দলটা। আর অল্প কিছু দূর উঠলেই পাহাড়ের চূড়ায় পৌছে যাবে।

চারপাশ অন্ধকার হয়ে এসেছে এই দুপুরবেলায়, তাই কাছের পাহাড়টাকেও মনে হচ্ছে কুয়াশায় ঢাকা কোন রহস্যময় দেশের মতো।

লরেন্সের দিকে তাকাল রাশেদ, কোন সংকেত দেয় কি না দেখার জন্য। কিন্তু লরেন্সকে দেখে মনে হচ্ছে সত্যি সত্যি তিবাওয়ের সম্পদের খোঁজ বের করতে যাচ্ছে সে। সেই সম্পদ যার হাতেই পড়ুক না কেন তা বের না করা পর্যন্ত তার শান্তি নেই।

যতো সময় যাচ্ছে ততো বিপদ বাড়ছে, তিবাওয়ের গুপ্তধন যদি সত্যি সত্যি পাওয়া যায় তাহলে তাদের চারজনের মৃত্যু কেউ আটকাতে পারবে না। সঞ্জয় কখনোই তাদের বাঁচিয়ে রাখবে না, ব্যাপারটা বুঝেও লরেন্স কেন এমন আচরন করছে বুঝতে পারছে না রাশেদ।

বাতাসের গতিবেগ বাড়ছে, শীতের শুরুতে আবহাওয়ার এই ধরনের আচরন একেবারেই বেখাপ্পা, মনে হচ্ছে বৃষ্টি শুরু হবে যে কোন সময়। এমনিতেই হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত রাশেদ, তার উপর এই বৃষ্টি শুরু হলে দূর্ভোগের মাত্রাটা আরো বাড়বে।

আশপাশে অন্য কোন মানুষজন দেখা যায় নি, হয়তো এই গহীন অঞ্চলে কেউ আসে না। তারপরও রাশেদের মনে হলো কেউ যেন দেখছে তাদের। তাদের হেঁটে যাওয়ার আওয়াজ ছাড়া অন্য কোন শব্দ শোনা যায় নি, কিন্তু কেন জানি মনে হচ্ছে নজর রাখা হচ্ছে তাদের উপর।

একটা ঢালে গিয়ে থামল দলটা, লরেন্সের ইশারায়। সঞ্জয় এগিয়ে গেল সামনে।

"কি? এখানে থামলি কেন?" জিজ্ঞেস করলো সঞ্জয়।

"আমাদের সবার একসাথে যাওয়া ঠিক হবে না," লরেন্স বলল, "আমার সাথে কিছু লোক দে, উপরে উঠে চারপাশটা দেখে আসি।"

"তোর মতলবটা কি?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"পালাবো না, এটা বলতে পারি, অন্তত এঞ্জেল যতোক্ষন তোর হাতে আছে," বিষন্ন কণ্ঠে বলল লরেন্স।

"উপরে উঠে কি করবি?"

"উপর থেকেই পাহাড়গুলোর অবস্থান বের করার চেষ্টা করতে হবে, আজ সূর্য্য উঠলে ভালো হতো, তাহলে অনেক পরিষ্কার ধারনা পাওয়া যেতো, কিন্তু সে কথা তোকে কে বোঝাবে।"

"এতো বোঝার দরকারও নেই, পাঁচজনকে দিচ্ছি সাথে, একটু উলটাপালটা করবি তোর চাচা আর এই দুই ছোঁড়ার পেট গুলি দিয়ে ঝাঝরা করে দেবো।"

উত্তর দিলো না লরেন্স। পাঁচজনের একটা দল লরেন্সের সাথে দিলো সঞ্জয়। লরেন্সের চারপাশ ঘিরে আছে ওরা, নির্দেশ দেয়া আছে একটু এদিক-সেদিক দেখলেই গুলি করতে যেন দেরি না করে।

নীচে দাঁড়িয়ে রইল বাকিরা, পাঁচজনের দলটা নিয়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে লরেন্স। ঠান্ডা বাতাসের জোর বাড়ছে ক্রমে। আকাশ আরো অন্ধকার হয়ে এসেছে।

বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা নেমে এলো এই সময়।

দুই দিন আগে, ভারত-নেপাল সীমান্তবর্তী এলাকা

ঢাকা থেকে রংপুর, তারপর সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে এসেছে মিচনার। রাতের অন্ধকারে একদল চোরাকারবারির সাথে সীমানা পাড়ি দিয়ে এপারে চলে এসেছে। কাজটা ঝুঁকির্পূন, সীমান্তরক্ষীদের হাতে অল্পের জন্য ধরা পড়ে নি। আগেরবারের মতোই টাকা জোগাড় করে নিয়েছে। বাসে, টেম্পোতে করে চলাচল করছে, হেঁটে সারাদেশ ভ্রমন করার ইচ্ছে নেই, তাতে সময় নষ্ট। এছাড়া যতো দিন যাচ্ছে মনে হচ্ছে শিকারের ততো বেশি কাছে এসে পড়ছে সে। এই মনে হওয়াটাই আসল, পুরোপুরি এর উপর ভিত্তি করেই এতোদূর এসেছে।

নেপাল সীমান্তের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে মিচনার। স্থানীয় একটা হোটেলে রাত কাটানোর সিদ্ধান্ত নিলো। ছোট শহর, প্রতিদিন হাজার হাজার ভারতীয় আর নেপালি এখানে আসছে আর যাচ্ছে। সাধারনত সুনাউলি শহরের চেক পোস্ট দিয়েই লোকজন আসা-যাওয়া করে, কিন্তু মিচনারের জন্য ব্যাপারটা কঠিন হয়ে যাবে। তার কাছে কোন পাসপোর্ট নেই, সে কোন দেশের নাগরিক নয়।

বাংলাদেশ থেকে যেভাবে রাতের অন্ধকারে ভারতে চলে এসেছিল ঠিক সেভাবেই নেপালে ঢুকতে হবে। এছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। বিছানায় শুয়ে শুয়ে আগের দিনগুলোর কথা ভাবছিল মিচনার। কোন ধরনের পাসপোর্ট বা কাগজপত্রের প্রয়োজন

www.BanglaBook.org

পড়ে নি তার কোনদিন। কিন্তু এখন দিন পাল্টেছে। কাগজপত্র করে রাখা দরকার, সেটা কিভাবে সম্ভব তা খুঁজে বের করতে হবে। টাকা দিলে সবই সম্ভব, সকালে সেই চেষ্টাই করতে হবে, যদি পাসপোর্টের কোন ব্যবস্থা করা যায় তো ভালো, নইলে আগামী রাতে সীমান্ত পার হবে সে।

বাতি নিভিয়ে দিলো মিচনার। গত কয়েকদিন টানা ভ্রমনের উপর আছে, ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল সে কিছুক্ষন পর।

* * *

ডঃ আরেফিন ঘুমান নি এখনো, মিটিং শেষ করে এসে ল্যাপটপ নিয়ে বসেছেন। বেশ কিছুদিন আগে রাশেদের একটা মেইল পেয়েছিলেন, খুলে দেখা হয় নি। ক্লিক করে খুললেন মেইলটা। ছেলেটা এখনো তাকে মনে রেখেছে দেখে ভালো লাগল। ওকে খুব কাছের মানুষ বলে মনে হয়।

মেইলে শুধু লেখা "আপনাকে আমার বিশেষ প্রয়োজন, ঢাকা ক'বে আসবেন জানাবেন, দয়া করে।"

চিন্তিত মুখে ল্যাপটপ বন্ধ করে জানালার সামনে দাঁড়ালেন ডঃ আরেফিন। বিশেষ প্রয়োজন? কি হতে পারে? বুঝতে পারছেন না, হঠাৎ এমন কি প্রয়োজন পড়তে পারে রাশেদের!

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন, দরজায় টোকা পড়ল এই সময়।

"কে?" জিজ্ঞেস করলেন ডঃ আরেফিন।

"আমি সন্দীপ।"

"এতো রাতে?"

"আপনার সাথে কিছু কথা ছিল।"

"আসছি।"

দরজা খুলে দিলেন ডঃ আরেফিন। সন্দীপ দাঁড়িয়ে আছে, পাশে সুরেশ ঝুনঝুনওয়ালা।

দুজনকে ঢুকতে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন ডঃ আরেফিন।

বুঝতে পারছেন না সন্দীপের সাথে সুরেশ ঝুনঝুনওয়ালার কি কাজ থাকতে পারে। লোকটাকে কখনোই বিশ্বাসী মনে হয় নি, মনে হয়েছে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে, কাজ শেষ হলে সরে পড়বে।

"বসুন," সন্দীপকে চেয়ার দেখিয়ে বললেন ডঃ আরেফিন, সুরেশও বসল পাশের চেয়ারটায়। "কি ব্যাপার, এতো রাতে?"

"আমরা আসলে খুব বিপদের মধ্যে আছি ডঃ আরেফিন," সন্দীপ বলল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"হমম, প্রফেসরও আমাকে একই কথা বলেছিলেন, ঘটনা খুলে বলুন সন্দীপ সাহেব।"

"চীন সরকার আমাদের উদ্দেশ্য জানে, তারা কোনভাবেই চায় না আমরা সাম্ভালা খুঁজে বের করি," সন্দীপ বলল। "এমনিতে আমাদের ভিসা দিতে আপত্তি করে নি, কারন সরকারি পর্যায়ে তারা কোনরকম তিক্ততা চায় না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমাদের বাঁধা দেয়ার সবরকম প্রস্তুতি সেরে রেখেছে।"

"দেখুন, ডঃ কারসন হচ্ছেন আমাদের দলনেতা, এসব কথা আপনারা তাকেই বলতে পারেন," ডঃ আরেফিন বললেন।

"সেটাই স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু ডঃ কারসনের সাথে আমার খুব একটা ভালো জমছে না, আমি বললে তিনি হয়তো উড়িয়ে দেবেন। আপনি উনাকে বলবেন, কিন্তু একটা ব্যাপার গোপন রাখতে হবে তার কাছ থেকেও।"

"কোন কথাটা?"

"সুরেশের ব্যাপারটা।"

"সুরেশের আবার কোন ব্যাপার গোপন রাখতে হবে," বললেন ডঃ আরেফিন, "আমি কিন্তু বেশ কনফিউজড।"

"ব্যাপারটা শুধু আমি জানতাম, এখন আপনাকে জানানোও ঠিক মনে করছি," সন্দীপ বলল, "সুরেশ ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার লোক, মূলত আমাদের নিরাপত্তা আর এই অভিযানে ভারতের স্বার্থরক্ষার কাজে তাকে দেয়া হয়েছে।"

"ডঃ কারসন এই ব্যাপারে কিছুই জানেন না?"

"না। সুরেশকে খুব নিপুনভাবে ঢোকানো হয়েছে এই অভিযানে। তিনি কিছু বুঝতে পারেন নি।"

বেশ অবাক হয়ে সুরেশের দিকে তাকালেন ডঃ আরেফিন। এতোদিন যেভাবে দেখেছেন লোকটাকে তাতে মনে হয়েছে একেবারে অভদ্র একটা মানুষ এই সুরেশ। ভালো পরিবার কিংবা সমাজে মেশার সুযোগ পায় নি। এখন দেখা যাচ্ছে ধারনা একেবারে ভুল। এর কৃতিত্ব পুরোটাই সুরেশের, তার অভিনয়ও চমৎকার ছিল।

"তাহলে ওর নাম নিশ্চয়ই সুরেশ না, তাই না?" বললেন ডঃ আরেফিন।

"আমার আসল নাম জানার প্রয়োজন নেই ডঃ আরেফিন," মুখ খুলল এবার সুরেশ। "আপনাদের কাছে আমি সুরেশ ঝুনঝুনওয়ালা।"

"ওর কারনেই কিছুক্ষন আগে অপহৃত হতে হতে বেঁচে গেছি আমি, নইলে এক চায়নীজ আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল।"

"প্রফেসর সুব্রামানিয়ামও একজন চায়নীজের কথা বলছিল।"

"হয়তো একই লোক," সন্দীপ বলল, "প্রফেসরকেও সুরেশের আসল পরিচয়ের কথা বলার দরকার নেই। শুধু নিশ্চয়তা দেবেন ভয়ের কিছু নেই। কি বলেন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আপনি?"

সুরেশের দিকে তাকিয়ে বলল সন্দীপ। হাসল সুরেশ, তার হাতে কালো একটা ব্যাগ ছিল যা এতোক্ষন চোখে পড়ে নি। ব্যাগ খুলে ছোট টেবিলের উপর রাখল। ভেতরটা কালো কুচকুচে, তাই জিনিসগুলো প্রথমে চোখে পড়ে নি ডঃ আরেফিনের, দুটো পিস্তল পাশাপাশি সাজানো।

"এগুলো দিয়ে কি হবে?" জিজ্ঞেস করলেন ডঃ আরেফিন।

"আপনাদের নিরাপত্তার জন্য, ডঃ কারসন আর প্রফেসরের জন্য আমি আছি," সুরেশ বলল।

পিস্তল বের করে হাতে নিলেন ডঃ আরেফিন, এই ধরনের জিনিস আগে কখনো ব্যবহার করেন নি, তার বাসায় যেটা আছে তার চেয়ে অনেক আধুনিক মনে হচ্ছে জিনিসটাকে। রেখে দিলেন আবার জায়গামতো। ছোট এক বাক্স বুলেটও আছে ব্যাগে। সুরেশ নিজের হাতে পিস্তল দু'টো লোড করে দিলো।

"চালাতে পারেন তো?" জিজ্ঞেস করল সুরেশ।

হ্যা-সূচক মাথা নাড়ল সন্দীপ, দেখাদেখি তাই করলেন ডঃ আরেফিন।

"কাল ভোরে রওনা দেবো আমরা," সুরেশ বলল, 'সব সময় বিপদের আশংকা থাকবে, তাই সাবধান।"

সন্দীপ আর সুরেশকে বিদায় দিলেন কিছুক্ষন পরেই। সুরেশের নতুন পরিচয় যথেষ্ট অবাক করেছে তাকে, সামনে অবাক করার মতো আরো অনেক কিছুই হয়তো ঘটবে। তার জন্য প্রস্তুত তিনি। পিস্তলটা সাইড টেবিলে রেখে শুয়ে পড়লেন তিনি। ভোরে উঠতে হবে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৮

ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিতে কাঁপ ধরে যাচ্ছিল। কিন্তু তারমধ্যেও দাঁড়িয়ে আছে সবাই, রাশেদ আর রাজু আছে পাশাপাশি। লরেন্স উপরে গেছে অনেকক্ষন হলো। এখনো নামে নি। দাঁড়িয়ে থাকতে বিরক্ত লাগছিল। কিন্তু কিছু করার নেই। আশপাশে অনেক গাছ আছে, সেগুলোর নীচে দাঁড়ালে হয়, কিন্তু সঞ্জয়ের নির্দেশ ছাড়া এক পা নড়ার সাহস নেই কারো।

রাজুর অবস্থা আরো ভয়াবহ। চোখ লাল হয়ে আছে, লম্বা চুল আর দাঁড়িতে চেহারাটা বিদঘুটে দেখাচ্ছে। এতোক্ষন একসাথে থাকলেও আর কোন কথা বলে নি রাজু। ওর আচরন স্বাভাবিক নয়, ভাবছে রাশেদ। ঢাকায় যেতে পারলে সাইক্রিয়াটিস্ট দেখাতে হবে।

সঞ্জয় দাঁড়িয়ে আছে একটু দূরে। তার মাথায় ছাতা ধরে আছে একজন। পার্চমেন্টটা হাতে ধরে রেখেছে সঞ্জয়। বৃষ্টির ছোঁয়া থেকে বাঁচানোর জন্য শার্টের পকেটে ঢুকিয়ে রাখতে চেয়েও রাখল না। অস্থির হয়ে আছে, অনেকক্ষন হয়ে গেছে লরেন্সের কোন খবর নেই। নিজের দলের লোকদেরও কোন খবর নেই। এখানে ওয়ারলেস সেট ব্যবহার করা বিপজ্জনক, বাংলাদেশ বা মায়ানমার আর্মি এখানকার যেকোন ফ্রিকোয়েন্সি ধরে ফেলতে পারে। তাই ওয়ারলেস সেট ব্যবহার করে না সঞ্জয়। আর দলের লোকগুলোও সব বেছে বেছে নেয়া, যে কোন পরিস্থিতিতে হার মানার লোক নয় ওরা। তাই দেরি হলেও অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সঞ্জয়। যে কোন সময় ওরা নীচে নেমে আসবে।

* * *

সকাল সকাল রওনা দিয়েছে দলটা। এবার বড় একটা মাইক্রোবাস ভাড়া করেছে সুরেশ। নেপালি ড্রাইভার তার পূর্ব পরিচিত। বয়স হলেও হাত একেবারে পাকা। পাহাড়ি রাস্তায় এই ধরনের অভিজ্ঞ ড্রাইভারই প্রয়োজন। আগে কোন এক ট্যুর কোম্পানীতে চাকরি করতো, কাঠমুন্ডু থেকে কৈলাসে যাবার পথ খুব ভালো করে চেনা।

গাড়ি ছাড়ার সাথে সাথে বেশ কিছু টিপস দিয়েছে সুরেশ ঝুনঝুনওয়ালা। সামনে যতো যাওয়া হবে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা ততো বাড়বে, এর সাথে খাপ খাওয়াতে হলে প্রচুর পানি খেতে হবে, সেই সাথে সময় সুযোগ মতো হাল্কা ব্যায়ামও করতে হবে। বাকি সবার জন্য কথাগুলো সাধারন হলে প্রফেসর সুব্রামানিয়ামের চেহারায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চিন্তার ছাপ পড়তে দেখলেন ডঃ আরেফিন। বেচারা কায়িক শ্রমকে খুব ভয় পায়।

যে রুটে গাড়ি চলছে তা অতি পরিচিত একটা রুট। স্থলপথে যারা তিব্বত কিংবা কৈলাস আর মানস সরোবর দেখতে যায় তারা এই পথটাই ব্যবহার করে। কাঠমুন্ডু শহর ছেড়ে বেরিয়ে হাইওয়েতে চলে এসেছে গাড়ি। ডঃ কারসন ঘুমিয়ে নিচ্ছেন, সন্দীপ জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরে। ডঃ আরেফিনও তাকিয়ে আছেন, এতো চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখার সুযোগ হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। চারপাশে সবুজ আর সাদার এক অদ্ভুত সংমিশ্রন। দক্ষিনে হিমালয়ের পর্বতগুলো দেখা যাচ্ছে, আট হাজার মিটার উঁচু।

প্রফেসর ঘুমানোর চেষ্টা করছেন, ঘুম আসছে না তার। সামনের প্রতিকূল দিনগুলোর কথাই হয়তো ভাবছেন। পেছনের সীটে রামহরি তাকিয়ে আছে তার মনিবের দিকে। বুঝতে পারছে বেশ টেনশনে আছে তার মনিব।

সুরেশ সামনের সীটে বসে গুনগুন করে গান গাইছে। দেখে মনে হবে খুব আনন্দে আছে, পিকনিকে যাচ্ছে বন্ধুবান্ধবদের সাথে। কিন্তু একই সাথে এক জোড়া সতর্ক চোখও আছে তার। ছোটখাট কোন ব্যাপারই তার চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে না। গতরাতে যে লোকটা সন্দীপকে তুলে নিতে চেয়েছিল ওরা নিশ্চয়ই সহজে ছেড়ে দেবে না, এমনকি প্রফেসর সুব্রামানিয়ামকেও হুমকি দিয়ে গেছে। কোমরে গোঁজা অটোমেটিক রিভলবারের অবস্থা মাঝে মাঝে দেখে নিচ্ছে। যে কোন সময় এর প্রয়োজন হতে পারে।

কাঠমুন্ডু থেকে প্রথমে যেতে হবে ঝাংমুতে, তিব্বতের ছোট সীমান্তবর্তি শহর, এখানে কাস্টমস পার হতে হবে তাদের। পাঁচ ঘন্টার মতো লাগবে ঝাংমুতে যেতে। সেখান থেকে যেতে হবে সাগা, সাগা থেকে পাইরাং তারপর মানস সরোবর এবং কৈলাস পর্বত। চারদিন সময় লাগবে কৈলাস পর্যন্ত যেতে। লাসায় যাওয়ার অভিজ্ঞতা আছে সুরেশের, কিন্তু মানস সরোবর দেখা হয় নি। জায়গাটা তার জন্য তীর্থভূমি, এমনকি সফরের বাকি ভারতীয়দের জন্যও।

সাধারন গতিতে চালাচ্ছে ড্রাইভার, তাকে এভাবেই চালাতে বলে রেখেছেন ডঃ কারসন। রেডিওতে খবর হচ্ছিল, আবহাওয়া বার্তা শুরু হওয়ার সময় কান পাতলেন ডঃ আরেফিন। সামনে আবহাওয়ার অবস্থা খারাপ হতে পারে, নেপালের এই অংশে হাল্কা ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে, সেই সাথে তুষারপাতেরও সম্ভাবনা আছে।

ব্যাপারটা চিন্তার হলেও করার কিছু নেই, প্রয়োজনে অপেক্ষা করতে হবে আবহাওয়া ঠিক না হওয়া পর্যন্ত। সুরেশের দিকে তাকালেন, অতি পরিচিত একটা গানের সুর তুলছে শিস দিয়ে। অদ্ভুত চরিত্র, সত্যিকারের পেশা আড়াল রাখতে সফল একজন মানুষ বলা যায়। কে বলবে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার চৌকস একজন অফিসার সে।

www.BanglaBook.org

ঘুম আসছিল, এড়ানোর চেষ্টা করছিলেন এতোক্ষন, কিন্তু এই অঞ্চলে ইন্টারনেট সংযোগ পাওয়া যাচ্ছে না। তাই সময় কাটানোর জন্য জানালার বাইরের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীতে মনোযোগ দিলেন ডঃ আরেফিন। টানা চার ঘন্টা ধরে চলছে গাড়ি, ঝাংমু আর বেশি দূরে নেই।

হঠাৎ মনে হলো গাড়ির গতি কমে আসছে। প্রশ্নবোধক চোখে সুরেশের দিকে তাকালেন ডঃ আরেফিন, সন্দীপও টের পেয়েছে।

"চিন্তার কিছু নেই, সামনের রাস্তাটা অনেক আঁকাবাঁকা," সুরেশ বলল ইংরেজিতে, "তাই গতি কমাচ্ছে ড্রাইভার।"

দুজনই আশ্বস্ত হলো সুরেশের ব্যাখ্যায়। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন ডঃ আরেফিন, সন্দীপও তাই করল। সুরেশ আবার গানে ফিরে যাচ্ছিল, হঠাৎ রিয়ার ভিউ মিররে পেছনে একটার গাড়ির উপর চোখ আটকে গেল তার। ড্রাইভিং সীটে বসে আছে গত রাতের নাকবোচা চায়নীজটা, মুখে ব্যান্ডেজ। এবার সে একা নয়, সাথে আরো কয়েকজন আছে মনে হলো।

ড্রাইভারকে ইশারা করলো সুরেশ গতি বাড়ানোর জন্য। আচমকা গতি বাড়ানোতে আবার সুরেশের দিকে তাকাল জেগে থাকা দুই যাত্রী।

"লেজ খসাতে হবে স্যার," গম্ভীর গলায় বলল সুরেশ ঝুনঝুনওয়ালা, "আপনারা তৈরি থাকুন।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৯

খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে বাইরে গিয়ে ট্যাক্সি ভাড়া করে এসেছেন তিনি। এই ট্যাক্সি করে যেতে হবে তিব্বতে সীমান্তের কাছাকাছি ঝাংমু নামক জায়গায়। সেখানে সীমান্ত পার হয়ে সিগটসে অথবা সরাসরি মানস সরোবরের দিকে যাওয়া যাবে। যজ্ঞেশ্বর আর বিনোদ চোপড়া এখনো ঘুম থেকে উঠে নি, তাই নিজের রুমে বসে কিভাবে কি করবেন তার একটা হিসেব করে নিচ্ছেন।

রোদ উঠে নি এখনো, আজকের দিনটা হয়তো মেঘলাই থাকবে। যজ্ঞেশ্বরের জন্য চামড়ার জ্যাকেট কিনেছেন গতরাতে, পড়বে কি না কে জানে। বিনোদ চোপড়াকে নিয়ে চিন্তার কিছু নেই, ব্যাগভর্তি কাপড়-চোপড় আছে তার।

দরজায় টোকা শুনে কিছুটা অবাক হলেন, দরজা খুলে অবাক হওয়ার মাত্রাটা আরো বাড়লো। যজ্ঞেশ্বর আর বিনোদ দুজনেই তৈরি বাইরে যাওয়ার জন্য। বিনোদের কাছ থেকে সুয়েটার আর মাফলার নিয়ে পড়েছে যজ্ঞেশ্বর, নিচে এখনো ধুতি। কিম্ভূতকিমাকার দেখা যাচ্ছে লোকটাকে।

হেসে দুজনকে ভেতরে ঢুকতে দিলেন।

"আমরা দুজনই তৈরি, আপনি?"

"আমিও তৈরি।"

"তাহলে বেরিয়ে পড়া যাক," প্রস্তাব দিলো যজ্ঞেশ্বর।

"আপনি সন্ন্যাসী মানুষ, আপনি কি এগুলো পারবেন?"

"সন্ন্যাসী হয়েছি তো কি হয়েছে, পারবো।"

"লোকে বলে আপনার বয়স পাঁচশো বছর, এই বয়সে এতো ধকল নেয়া ঠিক হবে আপনারন?"

হো হো করে হেসে উঠলো যজ্ঞেশ্বর।

"এইসব কথা নিজেই ছড়াই, অশিক্ষিত লোকজনকে কাবু করতে হলে এসব ছাড়া উপায় নেই, বয়স কিন্তু আমার পঞ্চাশও হয় নি।"

"তাহলে চলুন, কিন্তু একটা কথা..."

"কি কথা?" দুজনেই বলে উঠল।

"আমার কথার বাইরে কিছু করতে পারবেন না।"

"ঠিক আছে, যথা আজ্ঞা।"

বেরিয়ে পড়লেন তিনি রুম থেকে। পেছনে যজ্ঞেশ্বর আর বিনোদ। নীচে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে ছিল।

রোদ উঠেছে তখন। আবার এক যাত্রা শুরু হলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

* * *

মোটামুটি প্রায় আঠারোজনের একটা দল, রাশেদ, রাজু আর এঞ্জেলকে বাদ দিলে। সবার অবস্থা জুবুথুবু। বৃষ্টির বেগ বাড়ছে। বিরক্তিতে বারবার এদিক-সেদিক তাকাচ্ছে সঞ্জয়। প্রায় ঘন্টাখানেক পার হয়ে গেছে, এতোক্ষনে লরেন্সদের চলে আসার কথা। অপেক্ষা করতে তার কোন কালেই ভালো লাগে না। এই মুহূর্তে তার বিরক্তি সীমা ছাড়িয়ে গেছে, যে কয়টাকে লরেন্সের সাথে পাঠানো হয়েছে নেমে আসা মাত্র ওদের গুলি করে ঝাঝরা করে দেবে বলে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে সে।

রাশেদও কাঁপছিল, অনেকদিন পর বৃষ্টিতে ভেজা হচ্ছে। বৃষ্টির পানি এতো ঠান্ডা মনে হচ্ছে যেন বরফের টুকরো ভেঙে পড়ছে আকাশ থেকে। লরেন্স এতোক্ষনে নেমে আসছে না দেখে কিছুটা বিরক্ত লাগছে। কি এতো কাজ উপরে? আজ কোনভাবেই কাজ এগুবে না সেটা সঞ্জয়কে বুঝিয়ে বললেও হতো। তাহলে অন্তত এই বৃষ্টিতে ভিজতে হতো না।

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো মাথায় এলো কথাটা। রাজুর দিকে তাকাল। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকলেও রাজু তাকিয়ে আছে অন্যদিকে, কিছু একটা দেখার চেষ্টা করছে। এঞ্জেল দাঁড়িয়ে আছে ডান দিকে, চারপাশে ঘেরাও হয়ে। হয়তো বিপদের আশংকা করছে সঞ্জয়। তাই যে লোকগুলো দূরে দাঁড়িয়ে ছিল তাদেরও দেখা যাচ্ছে কাছাকাছি এসে দাঁড়াতে।

লরেন্স কি করছে এতোক্ষন? মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে, জলদস্যুর গুপ্তধনে তার কোন আগ্রহ নেই, রাজুকে সাথে নিয়ে ফিরে যেতে পারলেই তার কাজ শেষ।

তার পাশের একজনকে হঠাৎ পড়ে যেতে দেখল রাজু, বুকে হাত দিয়ে, সেখান থেকে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আসছে। যা ভেবেছিল একটু আগে সেটাই বোধহয় ঘটতে যাচ্ছে। রাজুর উপর ঝাপিয়ে পড়ল রাশেদ। মাটিতে শুয়ে পড়ল দুজনেই পরমুহূর্তে। গুলি শুরু হয়ে গেছে।

উপর থেকে ঝাঁক ঝাঁক গুলি আসছে, বৃষ্টির মতো। সঞ্জয়ের লোকেরাও গুলি করছে, এলোপাথারি, গুলি ঠিক কোনদিক দিয়ে আসছে বুঝতে পারছে না তারা। একের পর গুলি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে সঞ্জয়ের দলের লোকগুলো। আচমকা আক্রমনে আসলে সবাই ওরা দিশেহারা হয়ে পড়েছে।

হামাগুড়ি দিয়ে একটা গাছের আড়ালে চলে গেল রাশেদ, রাজুকে সাথে নিয়ে। চোখের কোনা দিয়ে দেখল এঞ্জেলও হামাগুড়ি দিয়ে ওদের দিকেই আসছে।

একপাশে ঢাল, অন্য দিকে সঞ্জয়ের দল। গাছের আড়ালে থাকার সিদ্ধান্ত নিলো রাশেদ। রাজুকে সামলাতে সমস্যা হচ্ছে, বারবার বাঁধন কেটে বেরিয়ে যেতে চাচ্ছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একবার ঐ গোলাগুলির মধ্যে পড়লে সব শেষ, তাই শরীরের সব শক্তি দিয়ে হলেও রাজুকে ধরে রেখেছে রাশেদ।

উপরের দিকে তাকাল রাশেদ। কাউকে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু গুলি একদিক থেকে আসছে না এটা নিশ্চিত। হয়তো সঙ্গী পেয়েছে লরেন্স, সঞ্জয়ের লোকগুলোকে মেরে ওদের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়েছে।

নীচে সঞ্জয়ের দিকে তাকাল। তার সঙ্গীদের কেউ পাশে নেই, সম্ভবত এর মধ্যেই গুলি খেয়েছে। একটা গাছের আড়াল নিয়েছে সঞ্জয়, হাতে অটোমেটিক রাইফেল নিয়ে। মাঝে মাঝে অদৃশ্য শত্রুর উদ্দেশ্যে গুলি ছুড়ছে। চারপাশে তাকাল রাশেদ, সঞ্জয়ের দলের অনেককেই দেখা যাচ্ছে আহত কিংবা নিহত হয়েছে। দু'একজন এখনো আড়াল থেকে গুলি চালিয়ে যাচ্ছে।

বৃষ্টির তেজ আরো বেড়েছে, সেই সাথে শীতল হাওয়া। অন্ধকার হয়ে এসেছে চারদিক। বাতাসের গতি বাড়ছে, মনে হচ্ছে সবকিছু উড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে। কোনমতে গাছটা ধরে রেখেছে রাশেদ, ছেড়ে দিলেই এই বাতাস হয়তো উড়িয়ে নিয়ে যাবে তাকে, সেই সাথে রাজুকেও। নীচের ঢালের দিকে তাকাল। কতোদূরে শেষ হয়েছে এই ঢাল বোঝা যাচ্ছে না। একবার পড়া শুরু করলে থামবে না।

এরমধ্যেই হামাগুড়ি দিয়ে এঞ্জেল চলে এসেছে পাশে। বুড়োর মুখ হাসি হাসি, যেন জানতো এরকম কিছু একটা হবে।

গাছের আড়াল ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে সঞ্জয়। সঙ্গীদের লাশ দেখছে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। বাতাসের গর্জন ছাপিয়ে সঞ্জয়ের হুংকার কানে এলো রাশেদের, "তুই আমাদের সঙ্গীদের মেরেছিস, তোকে আমি ছাড়বো না।"

একটা গুলি ঠিক সঞ্জয়ের পায়ের কাছে মাটি তুলে নিয়ে গেল। কিন্তু এক পা নড়লো না সঞ্জয়।

"এই নে হারামী, তোর ম্যাপ," বলল সঞ্জয়, হাতের ম্যাপটা দু'হাতে উপরে তুলে ধরল সে, বৃষ্টির পানিতে এরমধ্যেই ভিজে গেছে জিনিসটা, সঞ্জয় পার্চমেন্ট কাগজটা টেনে দু'ভাগ করে ফেললো, আরো কয়েকবার টুকরো করে বাতাসে ভাসিয়ে দিল, "নে তোর পরদাদার ধনসম্পদ, আমি না পেলে তুইও পাবি না।" বলল সঞ্জয়।

ঠিক তখনি গুলির আওয়াজ পেল রাশেদ, দূরে দাঁড়ানো সঞ্জয়কে দেখল অসহায়ের মতো দুই হাঁটুর উপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে, তারপর দড়াম করে পড়ে গেল কাদামাটিতে।

এঞ্জেলের দিকে তাকাল রাশেদ, বুড়োর চেহারায় কোন ছাপ নেই, যেন বুঝতে পারছে না খুশি হওয়া উচিত না দুঃখ পাওয়া উচিত, কারন সঞ্জয় মরলেও গুপ্তধনের নক্সাটাও নষ্ট করে গেছে।

বাতাসের বেগ ক্রমেই বাড়ছে। পায়ের তলায় হঠাৎ মনে হলো মাটি নেই

www.BanglaBook.org

রাশেদের। রাজুকে সাথে নিয়ে হুড়মুড় করে নীচে পড়তে লাগল সে। এই অঞ্চলের অতি সাধারন ভূমিধ্বস। এছাড়া ক্রমাগত বৃষ্টির পানিতে মাটি আলগা হয়ে গেছে। নামতে নামতে নিজেকে আটকানোর চেষ্টা করছিল রাশেদ। হঠাৎ মনে হলো থেমে গেছে সবকিছু। চারপাশে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করছিল, রাজুর শরীরটাও তার শরীরের উপর পড়েছে এটুকু বুঝতে পারছে রাশেদ। আর কিছু বোঝার আগে জ্ঞান হারাল সে।

* * *

ডঃ কারসনকে আস্তে করে ধাক্কা দিলেন প্রফেসর সব্রামানিয়াম। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়াতে কিছু বুঝতে পারছিলেন না ডঃ কারসন। প্রফেসর নিজের মাথা নীচু করে রেখেছেন, রামহরিও। ডঃ আরেফিনের দিকে তাকালেন ডঃ কারসন। বুঝতে পারলেন কিছু একটা ঠিক নেই।

সুরেশের হাতে পিস্তল দেখে চোখ কপালে উঠার অবস্থা ডঃ কারসনের। কি হচ্ছে এসব?

সন্দীপের হাতেও পিস্তল দেখতে পেলেন তিনি। সামনে ফাঁকা রাস্তা, ড্রাইভার ঘন্টায় একশো মাইল বেগে গাড়ি চালাচ্ছে। কি হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছেন না ডঃ কারসন। এরা কি কোন সন্ত্রাসী গোষ্ঠি? সন্দীপ, সুরেশ? এবার ডঃ আরেফিনের হাতে পিস্তল দেখে নিজেকে থামাতে পারলেন না ডঃ কারসন।

"হচ্ছে কি এসব?" চেঁচিয়ে বললেন তিনি।

"মাথা উঠাবেন না দয়া করে," শান্ত গলায় বললেন ডঃ আরেফিন, "যে কোন মুহূর্তে আক্রমন হতে পারে।"

"আক্রমন? কে করবে?"

প্রফেসরের দিকে তাকালেন, কাঁধ ঝাকালেন প্রফেসর, তার কোন ধারনা নেই।

"আমাদের পেছনে লেগেছে, সম্ভবত চায়নীজ গোয়েন্দা সংস্থার লোক হবে," ফিসফিস করে বলল সন্দীপ।

"কি বলছো এসব!"

"চুপচাপ থাকুন, দেখা যাক কি হয়," ডঃ আরেফিন বললেন।

পেছনের গাড়িটার দিকে নজর সবার। গতি বাড়িয়ে কাছাকাছি আসার চেষ্টা করছে। আর কিছুদূর গেলেই হয়তো তিব্বত সীমান্তের কাছাকাছি পৌছানো যাবে, কিন্তু ততটুকু সময় পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ।

রিয়ার ভিউ মিররের দিকে তাকিয়ে ছিল সুরেশ, হঠাৎ দেখল কাঁচটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। ভয় পেয়েছে বুড়ো ড্রাইভার, সর্বশক্তিতে স্টিয়ারিং ঘোরাল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভেতরের সবাই একজন আরেকজনের উপর উলটে পড়া থেকে সামলাল কোনমতে। সুরেশ পিস্তল হাতে নিয়ে জানালা দিয়ে অর্ধেক শরীর বের করে দিয়ে গুলি করা শুরু করেছে। ডান দিকের জানালা বন্ধ ছিল, ডঃ আরেফিন খুলে ফেললেন জানালাটা, পিস্তলের নল বের করে ফায়ার করলেন পরপর তিনবার। পেছনের গাড়ীটা থেকেও একের পর এক গুলি হচ্ছে, কিছু কিছু মাইক্রোবাসের চকচকে বডিটা ছেদ করে চলে যাচ্ছে, কিছু লক্ষ্য ভ্রষ্ট হচ্ছে। ড্রাইভারের দিকে চোখ ইশারা করল সুরেশ, বারবার ডানে বামে স্টীয়ারিং ঘোরাচ্ছে ড্রাইভার, যাতে ঠিকমতো টার্গেট ঠিক করতে না পারে হামলাকারিরা।

প্রফেসর ঘামছেন, ডঃ কারসন মাথা নীচু করে বসে আছেন, আশংকা করছেন যে কোন সময় গুলি লাগতে পারে শরীরে। সন্দীপ পিস্তল হাতে তৈরি, কোন দিক থেকে গুলি করবে সেটাই বুঝতে পারছে না, তার দু'পাশে ডঃ কারসন আর প্রফেসর বসা।

সুরেশ একের পর এক গুলি করে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে শরীর বের করে দিচ্ছে জানালার বাইরে, পরমুহূর্তেই আবার ভেতরে ঢুকিয়ে নিচ্ছে। পেছনের গাড়িও ডান বাম করে সুরেশ গুলি এড়ানোর চেষ্টা করছে।

ডঃ আরেফিনও মাঝে মাঝে গুলি ছুঁড়ছেন, তেমন লক্ষ্য না করেই।

দুপুর হয়ে গেছে, হাইওয়ে ফাঁকা, দূর দিগন্তে মিশে গেছে, গোলাগুলির শব্দ দূর পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছে।

ওরা এবার মেশিনগান বের করেছে, মাইক্রোবাসের পেছনের চাকা ছিদ্র করে ফেলেছে মেশিনগানের গুলিতে। সুরেশের শরীর জানালার বাইরে ছিল, ড্রাইভার হঠাৎ স্টিয়ারিং ঘোরানোতে ভারসাম্য রাখতে পারল না সুরেশ, ছিটকে পড়ে গেল বাইরে। ডঃ আরেফিন অবাক হয়ে দেখলেন সুরেশের রিফ্লেক্স। মাটিতে পড়েই গড়ান দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে একের পর এক ফায়ার করছে সুরেশ। মেশিনগানধারি গুলিবিদ্ধ হয়ে ঢুকে পড়েছে ভেতরে, এরপর টায়ার লক্ষ্য করে একের পর এক গুলি করে গেল সুরেশ। ওদের গাড়ির সামনের চাকা দুটো ফুটো হয়ে গেছে, তাল সামলাতে না পেরে নাক বোঁচা ড্রাইভার ব্রেক কষেছে। প্রচন্ড গতিতে হঠাৎ ব্রেক কষায় উল্টে গেল গাড়িটা, দুই তিনবার ডিগবাজি খেয়ে হাইওয়ের পাশে পড়ল।

ডঃ আরেফিনের ইশারায় গতি কমিয়ে দিয়েছিল ড্রাইভার, দৌড়ে এসে গাড়িতে উঠে বসল সুরেশ। ডঃ আরেফিনের দিকে তাকিয়ে বুড়ো আঙুল দেখাল।

"কোথাও লাগে নি তো?" জিজ্ঞেস করলেন ডঃ আরেফিন।

"না, সমস্যা নেই," দাঁত বের করে বলল সুরেশ। "ড্রাইভার জী, স্পেয়ার চাকা আছে না?"

"আছে," ভয়ে ভয়ে বলল ড্রাইভার।

"তাহলে জোরে চালান, এক মাইল যেতে পারবেন তো?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"পারবো।"

ডঃ কারসন এবার মাথা তুলেছেন।

"কি হলো এইসব? তুমি কে?"

"যে অভিযানে বের হয়েছেন, তাতে এরকম বিপদ আরো আসবে, আপনারা প্রস্তুত তো," সুরেশ বলল, তাকাল সবার দিকে।

কেউ কিছু বলল না, একজন আরেকজনের দিকে তাকাচ্ছে। প্রফেসরের চেহারায় ঘাম দেখা দিয়েছে।

"প্রস্তুত না হলেও অসুবিধে নেই, বের যখন হয়েছেন সাম্ভালা খুঁজে বের না করে ফিরে যেতে পারবেন না।"

হাসল সুরেশ, প্রানখোলা হাসি।

* * *

ট্যাক্সির হুড খোলা, তাই বাতাসে যজ্ঞেশ্বরের লম্বা চুল উড়ছিল। পেছনের সীটে বসে আছেন তিনি, অনেকদিন এরকম দিগন্ত বিস্তৃত আকাশ চোখে পড়ে নি যেখানে আকাশ ছোঁয়ার আশায় বড় বড় পর্বত উঠে গেছে। চারপাশে সাদা, মাঝে মাঝে কিছু জায়গা সবুজ, সেখানে যাযাবরেরা তাদের গৃহপালিত পশু চড়িয়ে বেড়াচ্ছে। সেগুলোর মধ্যে ভেড়া আর ইয়াকের সংখ্যাই বেশি। মাঝে মাঝে যাযাবরদের তাঁবু চোখে পড়ছে, নানা রঙের। বেশ ভালো লাগছে, বিনোদ চোপড়ার দিকে তাকালেন, বুঝতে পারছেন সেও খুব উপভোগ করছে।

দুপুর প্রায় গড়িয়ে গেছে, সাধারন কাস্টমস পার হয়ে তিব্বতে ঢোকা সম্ভব হবে না, ঝাংমু'তে পৌঁছানোর আগেই ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিতে হবে। তারপর পায়ে হেঁটে ঢুকতে হবে তিব্বতে। রাতের অন্ধকারে পাড়ি দিতে হবে পাহাড়। নিজেকে নিয়ে কোন সংশয় না থাকলেও যজ্ঞেশ্বর আর বিনোদ চোপড়া পারবে কি না তা নিয়ে চিন্তিত তিনি।

সরু রাস্তাটা একেবেকে চলে গেছে অনেক দূরে। এই সময়ে মানস সরোবর কিংবা কৈলাসে যাওয়ার লোকের সংখ্যা একেবারে কম। চারপাশে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ চোখে পড়ল জিনিসটা। দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া একটি মাইক্রোবাস। ট্যাক্সি থামাতে বললেন। বিনোদ আর যজ্ঞেশ্বরকে বসে থাকতে বলে এগিয়ে গেলেন তিনি। জনমানবহীন হাইওয়ের পাশে এভাবে একটা গাড়ি পড়ে থাকার কথা না এতোক্ষন। স্থানীয় পুলিশ বাহিনী অথবা হাসপাতালে এখনো নিশ্চয়ই খবর পৌঁছে নি। আহত কিংবা নিহত কেউ থাকতে পারে।

গাড়িটা দামি, তবে এমনভাবে দুমড়ে মুচড়ে গেছে একে আর সহজে ঠিক করা

www.BanglaBook.org

যাবে না, ভাবলেন তিনি। আহত কেউ থাকতে পারে, অথবা বিপদ হয়তো ফাঁদ পেতে আছে সামনে। তাই বেশ দেখেশুনে এগুচ্ছেন তিনি। গাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। কেউ নেই। সামনের কাঁচটা ভাঙা। ড্রাইভিং সিট আর তার পাশের সিট রক্তে ভেজা। পেছনের সিটগুলোরও একই অবস্থা। এমনভাবে দুমড়ে গেছে এখানে মানুষ থাকলে তাদের বাঁচার কথা না। গাড়িটার আরো সামনে দাঁড়ালেন। এবার পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। এখানে সেখানে ছিদ্র দেখা যাচ্ছে, বুলেটের চিহ্ন। সামনের টায়ার পরীক্ষা করে দেখলেন। বুলেটের চিহ্ন এখানেও পরিষ্কার। সাধারন কোন দূর্ঘটনা নয় এটা, এখানে রীতিমতো বন্দুকযুদ্ধ হয়েছে। আশপাশে অনেক খোসা পড়ে আছে বুলেটের। হেঁটে আবার সামনে চলে এলেন।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে বোঝার চেষ্টা করছেন কিভাবে গাড়িটা এভাবে উল্টে যেতে পারে। রাস্তার পীচ পরীক্ষা করে দেখলেন। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে টায়ারের ছাপ, কিছু কিছু জায়গায় রাবার লেগে আছে। তারমানে আক্রমনকারি গাড়িটা চলে গেছে, কিন্তু সেটার টায়ারে গুলি লেগেছে। খুব বেশি দূর যাওয়ার কথা না।

ট্যাক্সির সামনে চলে এলেন। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে যজ্ঞেশ্বর আর বিনোদ।

"কি দেখলেন এতো মনোযোগ দিয়ে?" জিজ্ঞেস করল যজ্ঞেশ্বর।

"তেমন কিছু না, তবে সাবধানে থাকতে হবে।"

"আপনি তো আছেন, আমাদের চিন্তা কি," হেসে বলল বিনোদ চোপড়া।

উত্তর দিলেন না তিনি।

ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছেন। দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া গাড়িটার যাত্রীরা কোথায়? কিভাবে গেল? নিশ্চয়ই তাদের উদ্ধার করেছে কেউ না কেউ। এমনও হতে পারে দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া গাড়িটাই আক্রমন করেছিল অন্য গাড়িটাকে।

যাই হোক, এ নিয়ে বেশি চিন্তা করে লাভ নেই। এই দুর্ঘটনার সাথে তার কোন যোগসূত্র নেই, কোনভাবেই নেই।

ট্যাক্সিতে উঠে বসলেন। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে প্রায়। উত্তরের হাওয়া কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে সবাইকে। আর ঘন্টাখানেকের মধ্যেই ঝাংমু'র কাছে পৌঁছে যাবেন। শুরু হবে নতুন এক যাত্রা। জ্যাকেটের ভেতর পকেটে থাকা সাম্ভালার নক্সাটার উপর হাত রাখলেন। তার এই দীর্ঘজীবন অর্থহীন হয়ে যাবে সাম্ভালার খোঁজ না পেলে, যদি সত্যিই এর অস্তিত্ব থেকে থাকে।

যজ্ঞেশ্বর আর বিনোদ চোপড়া হাসছে তার দিকে তাকিয়ে, মজার কিছু হয়তো বলেছে, অন্যমনস্ক থাকায় শুনতে পান নি। তিনিও হাসলেন, বিকেলের শেষ আলোয় অপূর্ব দেখাল সেই হাসি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৫০

পাহাড়ের ঢালের মাঝে এমন অদ্ভুত গুহা থাকতে পারে ধারনা ছিল না রাশেদের। উপর থেকে পড়তে পড়তে হঠাৎ এই গুহার ভেতর ঢুকে পড়েছে কিভাবে মনে করতে পারছে না। নড়তে কষ্ট হচ্ছে, তবু ঘাড় ঘুরিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। বৃষ্টির পানি উপর থেকে পড়ছে ঝর্নার মতো। রাজু এখনো অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে পাশে। হাত বাড়িয়ে পানি নিয়ে রাজুর মুখে ছিটিয়ে দিল রাশেদ। চোখ পিটপিট করছে রাজু।

উপরে তাঁদের দুজনের নাম ধরে ডাকছে কেউ। সম্ভবত লরেন্স হবে। কিন্তু সেই ডাকে সাড়া দেয়ার মতো অবস্থা নেই কারো। সারা শরীর কেটে ছড়ে গেছে, হাঁটু আর কনুই থেকে অনবরত রক্ত ঝরছে। পুরোপুরি সন্ধ্যা না হলেও বাইরে অন্ধকার হয়ে এসেছে। আরো কিছুক্ষন ডাকাডাকি করে ফিরে যাবে ওরা। কিছু করতে হলে এখনই করতে হবে।

হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল রাশেদ, নীচে ঢালু হয়ে গেছে পাহাড়টা, সেখান দিয়ে নামা প্রায় অসম্ভব। রাজু চোখ খুলে তাকিয়েছে মাত্র, বুঝতে পারছে না কোথায় আছে।

মুখ দিয়ে শব্দ বের হচ্ছিল না, তবু শরীরের সব শান্তিতে চিৎকার করে উঠলো রাশেদ।

"বাঁচাও, আমরা এখানে।"

সেই শব্দ উপরে গেছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। আবারও চেঁচাল রাশেদ, অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রাজু, কি করবে বুঝতে পারছে না।

"ভয় পেলে চলবে না," রাশেদ বলল, "এখান থেকে বের হতে হবে যে করেই হোক।"

"কিভাবে বের হবো?"

"সেটা আমার উপর ছেড়ে দে," রাশেদ বলল।

লরেন্সের ডাক আবার শুনতে পেল রাশেদ। কোন একটা সিগন্যাল দিতে পারলেও হতো, গুহার ভেতর তাকাল, কাদাময় একটা জায়গা।

"দেখতে তো, পাথর পাস কি না", রাজুকে বলল রাশেদ।

রাজু নড়তে পারছে না, তারপরও কষ্ট করে কাদাময় জায়গাটায় হাত বুলিয়ে ছোট একটা মাটির ঢেলা বের করে আনল।

"এটা দিয়ে কি করবি?"

"দেখি কি করা যায়," হাত বাড়িয়ে মাটির ঢেলাটা নিলো রাশেদ, একটু দূরে লম্বা গাছটা লক্ষ্য করে ছুড়ে দিল। থপ করে আওয়াজ হলো শুধু, এই বৃষ্টির মধ্যে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কান পেতে না থাকলে এই শব্দ শোনা প্রায় অসম্ভব একটা কাজ।

"একটা কথা বলতে চাচ্ছিলাম," রাজু বলল।

"বলে ফেল।"

"ওরা চলে যাক, আমরা বের হবো পরে," রাজু বলল।

"কিভাবে বের হবো?" অবাক হয়ে বলল রাশেদ।

"সেটা দেখা যাবে। ঐ লোকগুলোর সাথে কোন সম্পর্ক রাখা ঠিক হবে না আমাদের। ওরা সন্ত্রাসী ক্রিমিনাল, কতোগুলো লোককে নির্দ্বিধায় মেরে ফেলল।"

"তা না হলে ওরাই মারা পড়তো, আর গতবার কিন্তু লরেন্সই আমাদের জীবন বাচিয়েছিল।"

"যাই হোক, আমার যা ভালো মনে হলো তাই বললাম," রাজু বলল, মুখ কোঁচকাল ব্যথায়।

"ঠিক আছে," বলল রাশেদ, শরীরের যেটুকু অংশ বাইরে ছিল ভেতরে ঢুকিয়ে ফেলল।

ছোট গুহাটার চারপাশে তাকাল। কেন জানি মনে হলো গুহাটা এখানেই শেষ নয়, আরো বেশ খানিকটা লম্বা হয়ে ঢুকে গেছে ভেতরের দিকে। হামগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল রাশেদ। জায়গাটা অপ্রসস্ত, একজন মানুষও ঠিক মতো যেতে পারবে না সামনের দিকে। দু'পাশের আঠাল কাদাময় দেয়ালের সাথে বারবার আটকে যাচ্ছে শরীর, তবু এগিয়ে গেল রাশেদ। হঠাৎ মনে হলো কোন কিছুতে আটকে গেছে সে, সামনে ঘুটঘুটে অন্ধকার, হাত বাড়িয়ে অবলম্বন খুঁজল, কিন্তু... অদ্ভুত একটা কিছু স্পর্শ করেছে তার হাত। ভয় হচ্ছে, কি আছে সামনে বোঝা যাচ্ছে না।

"রাজু, এদিকে আসবি?" অনুরোধের সুরে বলল রাশেদ।

"কি হয়েছে?"

"বুঝতে পারছি না," রাশেদ বলল, নড়াচড়া করতেই অস্বস্তি লাগছে কেন জানি। "তুই আমাকে পেছন থেকে টান দে।"

"আটকে পড়েছিস নাকি?"

"কথা বলিস না, যা বলছি তা কর," রপশেদ বলল।

পেছনে পা ধরে টানছে রাজু, টের পেল রাশেদ। অর্ধেকটা বেরিয়ে এসেছে, জিন্সের প্যান্টের নীচে কিছু একটা আটকে গেছে যার কারনে বেরুতে পারছেনা।

"আরো জোরে টান দে," রাশেদ বলল, দুই পাশের দেয়াল যেন শক্ত করে আটকে রেখেছে তাকে।

এবার হ্যাচকা টান দিয়েছে রাজু, টাল সামলাতে না পেরে রাজুর উপর পড়ে গেল রাশেদ।

"কী সে আটকে গিয়েছিলি?" প্রশ্ন করলো রাজু।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"কি জানি," বলল রাশেদ, হাতের মুঠোয় আটকে আছে জিনিসটা, মানুষের হাড়। সম্ভবত পায়ের হাড় হবে। যে জিনিসটার স্পর্শ পেয়েছে তা হয়তো পায়ের মালিকের বাকি অংশ, কিন্তু নিশ্চিত হওয়ার কোন প্রয়োজনবোধ করছে না সে।

"এটা কি কবরখানা নাকি?" ঠাট্টা করে বলল রাজু।

"বুঝতে পারলাম না," রাশেদ বলল, কৌতুহল হলেও গুরুত্ব দিলো না।

মাথায় অনেক কিছু ঘুরছিল, কথায় কথায় লরেন্স বলেছিল গুপ্তধন লুকানোর পর তিবাও নাকি তার সংগীদের সবাইকে মেরে ফেলেছিল, কাজেই এই এলাকার কোথাও বহু পুরানো কোন কংকাল বা এই জাতীয় কিছু পাওয়া গেলে তার আশপাশে গুপ্তধনও পাওয়া যাবে, এই কথার সত্যতা কতোটুকু কে জানে।

"বাদ দে, এখান থেকে কিভাবে বের হবো সেটা চিন্তা করা ভালো," কোনমতে পেছন ফিরল রাজু, রাশেদকেও পেছনে আসার জায়গা করে দিলো।

একটু কষ্ট করে সামনে এগুতে পারলেই দারুন এক বিস্ময়ের দেখা পেতো পারতো রাশেদ। কিন্তু পেছনে ফিরে এলো সে।

দেয়ালে হেলান দিয়ে কিছুক্ষন বিশ্রাম নিলো রাশেদ, এখানে কতোক্ষন আটকে থাকতে হবে জানা নেই। বাইরে বৃষ্টির তেজ বাড়ছে। একটু পর ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল রাশেদ। চোখ খুলে রাখতে পারছে না, রাজু তাকিয়ে আছে তার দিকে অবাক দৃষ্টিতে, কিছু একটা বলতে গিয়েও বলল না রাজু। হয়তো বুঝতে পারছে ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে রাশেদ।

ঘুম ভাঙতেই ধড়মড় করে উঠে বসল রাশেদ। বাইরে রোদ ঝকঝক করছে। রাজুর কোন চিহ্ন নেই কোথাও। কি করবে বুঝতে পারছে না। কতোক্ষন ঘুমিয়েছে সে?

"কি? ঘুম ভাঙল?" রাজুকে দেখা যাচ্ছে, খুশি খুশি চেহারা। গুহায় ঢোকে নি, শুধু চেহারাটা দেখা যাচ্ছে।

"কতোক্ষন ঘুমিয়েছি?"

"এখন মনে হয় বারোটা বাজে," রাজু বলল, "চল, তৈরি হয়ে নে।"

"তৈরি হওয়ার কি আছে?" অবাক হয়ে বলল রাশেদ, উঠতে গিয়ে বুঝতে পারল পুরো শরীরে ব্যথা করছে।

"হমম, তা ঠিক। খুব সাবধানে নামলে এই ঢাল বেয়ে নামা সম্ভব," রাজু বলল, "আমি কিছুদূর নেমেছিলাম, পরে উঠে এলাম।"

"আমি তো দেখলাম খাড়া ঢাল?"

"ভুল দেখেছিস," রাজু বলল, "হাত বাড়া।"

এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়াল রাশেদ, বাইরে তাকাল। সত্যিই গতকাল যতোটা খাড়া মনে হচ্ছিল ঢালটা ততোটা খাড়া নয়। বরং সাবধানে নামতে থাকলে নীচে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পৌঁছানো যাবে।

ঢালের গায়ে হেলান দিয়ে আস্তে আস্তে নামছে দুজন। মাঝে মাঝে থামছে, বিশ্রাম নেয়ার জন্য।

"লরেন্স উপরে গিয়েছিল একা, সঞ্জয়ের এতোগুলো লোককে কাবু করে কিভাবে ওদের অস্ত্র ছিনিয়ে নিলো, কিছুই বুঝলাম না," রাজু বলল।

"পাহাড়ে লরেন্সের অনেক বন্ধু। ওর চার-পাঁচজন পাহাড়ি সঙ্গী আশপাশেই ছিল। ওরাই হয়তো সাহায্য করেছে ওকে।"

"হুমম, আর ওর ধনসম্পদ?".

"হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়েছে সঞ্জয়।"

"ওহ। কি অপচয়? নিজে পেলো না, বেচারা লরেন্সকেও পেতে দিলো না।"

"ঐ লুকানো সম্পদে অনেক রক্ত মাখা, খুঁজে না পাওয়াই ভালো।"

"আমরা এখন কি করবো?"

"যে কোনভাবে ঢাকায় যাবো," রাশেদ বলল, "তারপর দেখা যাক।"

"আমি কিন্তু তোর সাথেই আছি," হেসে বলল রাজু, ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিল, কোনমতে আটকাল রাশেদ, "তুই আমার সাথেই থাকবি, কোন সমস্যা নেই," বলল রাশেদ।

গতকালের ঝড়ে চারপাশ কেমন লন্ডভন্ড হয়ে গেছে। কিন্তু আজ চমৎকার রোদ উঠেছে। নোংরা, ছেড়া কাপড় পরে বিধ্বস্ত অবস্থায় নামছে দুই বন্ধু, দুজনের মুখেই হাসি।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৫১

রাতের অন্ধকারে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে একটানা হেঁটে কাঠমুন্ডুতে পৌঁছেছে সে। ভোরের আলো সবে ফুটতে শুরু করেছে। নিজেকে বড় অস্থির, বিরক্ত আর ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। দিশাহীন পথিকের মতো অচেনা এক প্রতিদ্বন্দ্বীর খোঁজে এভাবে আর কতোদিন পথ চলতে হবে। নিজেকে শান্ত রাখতে বেশ কষ্ট করতে হচ্ছে। চারপাশের সবকিছু ভেঙেচুড়ে ফেলতে পারলে হয়তো ভালো লাগতো, মনের ভেতর কেমন অদ্ভুত একটা ক্রোধ বড় হচ্ছিল, সেটা আরো বড় হয়ে ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে। এখন রক্ত দেখতে ইচ্ছে করছে, একমাত্র রক্তই পারে তাকে শান্ত করতে।

নিজেকে অনেক দিন আগেই মানুষরুপি পশু হিসেবে নিজেকে ভাবে মিচনার। এই মৃত্যুহীন জীবন তার কাছে এক অভিশাপ, এক বোঝা। আবার সেই অভিশাপকে চিরস্থায়ী করার জন্য সে নেমেছে এক অচেনা প্রতিদ্বন্দ্বীর খোঁজে। কি অদ্ভুত! একই সাথে দুই রকম চিন্তা মাথায় খেলা করে, একবার মনে হয় কি লাভ পশুর মতো এই জীবন, আবার মনে হয় জীবন অনেক সুন্দর, কষ্টকর মৃত্যুর কোন মানে হয় না।

মাথার ভেতর অচেনা কণ্ঠস্বরের তাগিদেই এখানে এসেছে সে। বরফে ঢাকা এই এলাকার কোথাও আছে তার প্রতিদ্বন্দ্বী। সেই প্রতিদ্বন্দ্বীই নিশ্চয়ই প্রস্তুত, তাকে মোকাবেলা করার জন্য, কিংবা সেই হয়তো তার পিছু নিয়েছে, কে জানে।

পরনে জিন্সের প্যান্ট আর টি-শার্ট, দ্রুত গতিতে হাঁটছে সে কাঠমুন্ডুর পথে। এই সকালে মোটা জ্যাকেট, পুলওভার পরে স্বাস্থ্যরক্ষার তাগিদে যারা বের হয়েছে তাদের দৃষ্টিতে বিস্ময় দেখতে পাচ্ছে মিচনার।

সেই অচেনা প্রতিদ্বন্দ্বী তাকে চেনার কোন পথ নেই, সে দেখতে কেমন, কি নাম কিছুই জানা নেই মিচনারের। কিন্তু কেন যেন মনে হয়, ঠিক জায়গাতেই এসেছে সে, তার মনের ভেতরে সেই কণ্ঠস্বর তাকে ঠিক পথেই নিয়ে যাচ্ছে।

হিমালয়ের পাহাড়চূড়ায় ভোরের প্রথম আলো পড়ে ঝিকমিক করে উঠেছে। একটু পর পুরো শহর, জনপদ আলোকিত হয়ে উঠবে, কর্মব্যস্ততায় মেতে উঠবে লক্ষ মানুষ। হঠাৎ মনে হলো এই শহরে তার কোন কাজ নেই। এখান থেকে যেতে হবে আরো অনেক দূর। ঠিক কোথায় নিশ্চিত নয় সে, তবু হাঁটতে থাকল মিচনার।

দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

সাম্ভালা

তৃতীয় পর্ব

শরীফুল হাসান

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

প্রারম্ভ

বরফে ঢাকা পাহাড়ের গায়ে ইউক্যালিপ্টাস আর পাইন বনের সারি। সোঁ সোঁ শব্দে বাতাস বইছে। ভারসাম্য ঠিক রাখতে কষ্ট হচ্ছে তিনজনেরই। অন্ধকারে একবার পিছলে গেলে মৃত্যু কেউ ঠেকাতে পারবে না। কেউ কোনদিন জানতেও পারবে না এখানে তারা এসেছিল। তবে মনে কোন খেদ নেই, কাজটা যদি সফল হয় তবে সভ্যতার ইতিহাস নতুন করে লেখা হবে। সেখানে তাদের নাম হয়তো থাকবে না, তাতে কিছু যায় আসে না। এ বিষয়ে দিনের পর দিন আলাপ আলোচনার মাধ্যমেই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে তারা। সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার পথে এগিয়ে এসেছে অনেকটা। এখন আর পিছিয়ে যাওয়ার উপায় নেই।

পরনে ভারী পোশাক থাকায় নড়াচড়া করতে কষ্ট হচ্ছে, বরফ ঢাকা পথে একটানা উপরে উঠা বেশ শ্রম এবং সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। সেই কাজটাই খুব দ্রুত সারতে হবে তাদের। প্রচন্ড ঠান্ডা বাতাস পরনের ভারি পোশাক ছেদ করে সুইয়ের মতো ভেতরে ঢুকে পড়ছে যেন। বরফে খুব একটা সমস্যা হয় না কার্লের, কিন্তু ফেলিক্স আর এডলফের খুব বেশি অভিজ্ঞতা নেই। শুধুমাত্র ইচ্ছাশক্তি আর কৌতুহলের কারনে নিজেদের জীবন বিপন্ন করতে চলেছে ওরা।

ফেলিক্সকে ইশারা করলো কার্ল, সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। এডলফ ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে চারপাশ দেখে নিচ্ছে। কোথাও কোন নড়াচড়া নেই। পা ফেলতে গিয়ে বারবার দেখে নিচ্ছে ফেলিক্স, নরম বরফে পা ফেললে সমুহ বিপদ। এখানে মাঝে মাঝে চোরা গর্ত থাকে, উপরে বরফ জমে থাকে বলে আগে থেকে টের পাওয়া যায় না। ফেলিক্সের উপর ভরসা আছে কার্লের। তাই ওকে সামনে রেখেছে।

"আর কতোদূর যেতে হবে সামনে?" ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল এডলফ।

"এখনো বুঝতে পারছি না, সামনের ঐ চাতালমতো জায়গায় গিয়ে হিসেব করতে হবে," কার্ল বলল।

আরো প্রায় পঞ্চাশ গজ সামনে জায়গাটা অনেকটা সমতল। ওখানে গিয়ে বিশ্রাম করার পাশাপাশি হাতে তৈরি ম্যাপটা নিয়ে কাজ করতে হবে, ভাবল কার্ল। এরপর হয়তো নামতে হতে পারে নীচের দিকে, কিংবা ডানে বাঁক নিয়ে যেতে হবে খাড়া হয়ে নেমে যাওয়া খাইয়ের পাশে।

এডলফ শেফার, কার্ল হসেনহফ আর ফেলিক্স একহার্ট, তারা তিনজনই হিমলারের খুব প্রিয় বান্দা, এসএস এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ন সদস্য। হিটলারের নাৎসি বাহিনীতে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে মোটামুটি ভালো একটা অবস্থান করে নিয়েছে এরমধ্যে। হঠাৎ যখন তিব্বত অভিযানের প্রস্তাব এলো তিনজনই রাজি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয়ে গিয়েছিল সাথে সাথে। এর কারনও অবশ্য আছে। নাৎসি প্রধান হিটলারের খুব ঘনিষ্ঠ জেনারেল হিমলারের তিব্বতের প্রতি খুব আকর্ষন। এই আকর্ষনের কেন্দ্রে আছে সাম্ভালা আর ইয়েতি নামক দুটো মিথ। এছাড়া নিজেদের আর্য প্রমানের জন্য তিব্বতে আসাটা খুব জরুরি হয়ে পড়েছিল। আর্যদের প্রতীক স্বস্তিকা চিহ্নকে ইতিমধ্যে দলীয় চিহ্ন হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে নাৎসি পার্টি। স্বয়ং হিটলার বিশ্বাস করেন জার্মান জাতির সূত্রপাত আর্য জাতি থেকে, সেই আর্য জাতির শেকড় এই তিব্বতে। অভিযানে যে দলটা পাঠানো হয়েছে সেখানে সৈনিক থেকে বিজ্ঞানী সবাইকে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা আর্যজাতির উৎস থেকে শুরু করে ইয়েতি, সাম্ভালা মিথ নিয়ে কাজ করবেন, সৈনিকরা থাকবে নিরাপত্তার কাজে। তিব্বতের প্রধান দালাইলামা দলটাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছেন এর মধ্যে। গত কয়েক বছরে বেশ কয়েকটি অভিযাত্রি দল পাঠানো হলেও উল্লেখযোগ্য কিছু এখনো আবিষ্কার করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু অকাল্টে বিশ্বাসী হিমলার থেমে থাকার লোক নন, তাই এডলফ, কার্ল এবং ফেলিক্সকে আলাদাভাবে নির্বাচন করেছেন তিনি।

এসব ছাড়াও আরো অদ্ভুত কিছু বিষয় নিয়েও নাৎসি পার্টি দারুন আগ্রহী। এর মধ্যে রয়েছে ফাঁপা পৃথিবী তত্ত্ব, এই তত্ত্ব অনুযায়ী পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ ফাঁপা, সেখানে মানুষ বসবাসের উপযোগী পরিবেশ আছে, আছে আলাদা একটা সূর্য্য, জ্ঞান-বিজ্ঞানে সেই ভূ-গর্ভস্থ মানুষ আরো উন্নত। উত্তর আর দক্ষিন মেরুতে অভিযাত্রী দল পাঠানো হয়েছে পৃথিবীর ভেতরে যাওয়ার পথ বের করার জন্য। কার্ল নিজে এই তত্ত্বের অনুসারি, নাৎসি পার্টির আগে সে থুল সোসাইটির সাথে জড়িত ছিল। থুল সোসাইটির কিছু কিছু ধারনা পরে নাৎসিতে অন্তর্ভুক্ত হয়। এর মধ্যে বিখ্যাত এবং পবিত্র স্বস্তিকা চিহ্নের ব্যবহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভ্রিল নামক এক শক্তির উপর থুল সোসাইটির ছিল অগাধ বিশ্বাস। যারা ভ্রিল নামক মুক্ত শক্তিকে আত্মস্থ করতে পারেন তারাই মহাগুরু। এই ধরনের মহাগুরুর অবস্থান পৃথিবীর অভ্যন্তরের ফাঁপা অংশে। এছাড়া সম্রাট অশোকের অজানা নয়জন নিয়েও চলছে বিশদ গবেষনা। অজানা নয়জন মিথে বলা হয় যে এটি নয়জন মানুষের একটি সিক্রেট সোসাইটি যারা প্রাচীনকালের কিছু গুপ্তজ্ঞান ধারন করেন, প্রয়োজনের সময় মানবসভ্যতার কাজে এগিয়ে আসেন। সম্রাট অশোক এই নয়জনকে সেইসব জ্ঞান লুকিয়ে রাখতে বলেন, কারন তার ধারনা ছিল অসৎ মানুষের হাতে পড়লে তা মানবসভ্যতার দারুন ক্ষতি করতে পারে। পরবর্তীকালে এই অজানা নয়জন সম্রাট অশোকের পরামর্শমতো অনেক দূরে কোথাও চলে যান। ধারনা করা হয় তারা এখনো বেঁচে আছেন, হিমালয় কিংবা তিব্বতের কোন গহীনে।

কার্লের ইচ্ছে এখানে কাজ শেষ করে দক্ষিন মেরুর উদ্দেশ্যে রওনা দেয়ার,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তার বর্তমান দুই সঙ্গি অবশ্য এই বিষয়ে অবগত নয়।

তিব্বতে এসে সবার সাথে থাকলেও আলাদাভাবে নিজেদের প্ল্যান করে নিয়েছিল এডলফ, কার্ল আর ফেলিক্স। এরমধ্যে কার্লকে দলনেতা নির্বাচন করা হয়েছে, তার সিদ্ধান্তেই হবে সবকিছু যা একবাক্যে মেনে নেবে বাকি দুজন। গতকাল রাত পর্যন্ত আলাপ হয়েছে আজকের অভিযান নিয়ে। জার্মানীতে ফেরত যাওয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে। তাই দেরি না করে কাজ শেষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কার্ল।

চাতাল পর্যন্ত আসতে ঘন্টা খানেক সময় লাগলো। হাপিয়ে গিয়েছে তিনজন। পনেরো মিনিট বিশ্রাম নিয়ে আবার শুরু করতে হবে।

"এবার কোন দিকে যাবো?" জিজ্ঞেস করলো ফেলিক্স।

নেতৃত্ব দিতে ভালো লাগে কার্লের, কিন্তু একঘেয়ে প্রশ্ন শুনলে মেজাজ চড়ে যায় তার। কোনমতে নিজেকে নিয়ন্ত্রন করলো সে।

"পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করো ছোঁড়া," বলল কার্ল। ব্যাকপ্যাক থেকে এক তাড়া কাগজ বের করে আনলো। টর্চের আলোতে দেখার চেষ্টা করছে। তিব্বতি এক লামার বর্ননা শুনে আঁকা হয়েছে একটা ম্যাপ। কাঁচা হাতে কাজটা করেছে ফেলিক্স। ওর এই ম্যাপের উপর খুব একটা ভরসা করতে পারছে না কার্ল। বুড়ো লামা সত্যি কথা বলেছে কি না তারই বা ভরসা কি?

হাতে বাইনোকুলার নিয়ে উঠে দাঁড়াল কার্ল। চারপাশ দেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ম্যাপ অনুযায়ী জায়গাটা থাকার কথা আরো উত্তরে। কিন্তু উত্তরে কিছু চোখে পড়ছে না। রাতের এই অন্ধকারে চোখে পড়ার কথাও না। এবার একটু ডানে বাইনোকুলার ঘোরাল কার্ল। অদ্ভুত জিনিসটা তখনই চোখে পড়ল। পাইন গাছের সারি ভেদ করে লম্বা হয়ে উঠে গেছে বিশালকায় এক তোরন। তোরনের মাথায় গোলাকার একটা বস্তু।

বাইনোকুলার ফেলিক্সের হাতে দিলো কার্ল, দেখার জন্য। সাথে সাথে চেঁচিয়ে উঠলো ফেলিক্স।

"কি ব্যাপার, চেঁচাচ্ছ কেন?" চাপা গলায় ধমক দিলো কার্ল।

"আমরা..." দম নিতেও যেন কষ্ট হচ্ছে ফেলিক্সের, "আমরা পেয়ে গেছি।"

"কি পেয়ে গেছি?" জিজ্ঞেস করল এডলফ। সে কিছু বুঝতে পারছে না। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে কার্ল, ফেলিক্সের কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি।

"সাম্ভালা!"

"কি করে বুঝলে সাম্ভালা? ওটা কোন মন্দিরের চূড়াও হতে পারে।"

"লামা বলেছিলেন সাম্ভালার প্রবেশপথে বিশাল এক তোরন থাকবে, তোরনের মাথায় থাকবে সোনার গোলক।"

"ওটা কি সোনার?" জিজ্ঞেস করতে গিয়ে গলা কেঁপে গেল কার্লের।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"দেখুন আপনি," বলে বাইনোকুলারটা কার্লের হাতে বাড়িয়ে দিলো ফেলিক্স। আকাশ এতোক্ষন মেঘলা ছিল, আলোর ছিটেফোঁটা ছিল না কোথাও। এখন মেঘ সরে গিয়ে বেশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে চারদিক। তোরনের মাথায় গোলাকার বস্তুটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে কার্ল। সোনালী রঙের বিশাল এক গোলক। গলা শুকিয়ে গেছে তার। সাম্ভালা তাহলে সত্যিই আছে? এখান থেকে কতোদূর জায়গাটা? মনে মনে হিসেব করার চেষ্টা করল। ঐ পাইন বনের দিকে যেতে হলে প্রথমে এই পাহাড় থেকে নামতে হবে, তারপর যেদিক দিয়ে এখানে ঢুকেছিল সেখান থেকে দক্ষিনে যেতে হবে কয়েক মাইল। আকাশে চাঁদের অবস্থান দেখে মনে মনে হিসাব করে নিলো কার্ল। এডলফের দিকে তাকাল বাইনোকুলার নামিয়ে, বেচারা উদগ্রীব হয়ে আছে দেখার জন্য।

হঠাৎ দূরে কোথাও থপথপ শব্দে কেঁপে উঠলো তিনজনই। রাতের এই সময়ে পাহাড়ে কারো থাকার কথা না। ইশারায় সঙ্গি দুজনকে চুপ থাকতে বলল কার্ল। কোমরে গোঁজা পিস্তল বের করে নিয়ে এসেছে।

উঠে দাঁড়াল। দূরে একটা ঝোপ কেঁপে উঠেছে মনে হলো। চোখ কচলাল কার্ল। সাদামতো কিছু একটা চোখে পড়েছে। এডলফ আর ফেলিক্সও উঠে দাঁড়িয়েছে। কার্লের পাশ ঘেষে দাঁড়াল ওরা।

"কেউ কি টের পেয়ে গেল আমরা এসেছি?" ফিসফিস করে বলল এডলফ।

"জানি না। তবে আমাদের অনুসরন করার চরম মূল্য দিতে হবে ওদের," চেপে চেপে বলল কার্ল।

এবার ডান দিকে কিছু একটা নড়াচড়া করছে বলে মনে হলো। সাদা একটা কিছু চোখের নিমিষে এক ঝোপ থেকে আরেক ঝোপের আড়ালে চলে গেল।

এডলফ আর ফেলিক্স যার যার পিস্তল বের করে এনেছে। তাক করে আছে সামনের অন্ধকারের দিকে, কিছু দেখলেই গুলি করবে।

এবার একটানা হুটোপুটির শব্দ কানে এলো। প্রতিটা ঝোপ কাঁপছে, মনে হচ্ছে ঝোপের আড়ালে ধ্বস্তাধ্বস্তি করছে কিছু লোক।

"আগে গুলি করবে না, আমি না বলা পর্যন্ত," সঙ্গি দুজনের উদ্দেশ্য বলল কার্ল।

একপা এগুলো কার্ল। হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল, জমে গেল যেন। তার মুখ থেকে কোন শব্দ বের হচ্ছে না। পেছনের সঙ্গি দুজনেরও এক অবস্থা। পিস্তল হাতে স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে আছে তিনজন।

ওদের সামনে কমপক্ষে চারটা সাদা কিছু দাঁড়িয়ে আছে। সাদা ভালুক এবং মানুষের মাঝামাঝি দেখতে, উচ্চতা আটফুটের কম হবে না। এগিয়ে আসছে।

"শুট," চেঁচিয়ে বলল কার্ল।

ক্রমাগত গুলির শব্দে কেঁপে উঠছে চারদিক। গুলিগুলো লক্ষ্যভেদ করছে কি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

না বুঝতে পারছে না। কারন প্রানীগুলো এগিয়ে আসছে। হঠাৎ অন্য এক বিপদ অনুভব করলো কার্ল। পায়ের নীচে মাটি কাঁপছে, সরে সরে যাচ্ছে। কোনমতে ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করছে সে। কিন্তু পারছে না। চাতালটা আসলে একটা আলাদা পাথর, শব্দের ধাক্কায় ছুটে গেছে। উপরে টলোমলো তিনজন মানুষ নিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে ডান দিকে, যেখানে কিছুটা দূরেই খাড়া হয়ে পাহাড় নেমে গেছে নীচের দিকে। অন্তত দুই হাজার মিটার গভীর সেখানে।

"ওটা কি ইয়েতি?" এডলফের হাত ধরতে ধরতে জিজ্ঞেস করল ফেলিক্স, ভারসাম্য রাখতে কষ্ট হচ্ছে তার।

"জানি না," চেঁচাল এডলফ। সামনের পরিনতি সে দেখতে পাচ্ছে।

কার্ল কোনমতে আটকে আছে, চোখের সামনে অসীম অন্ধকার এগিয়ে আসছে। সঙ্গি দুজনের দিকে তাকিয়ে হাসল সে, বিষন্ন হাসি। দেশে তার বৌ, সন্তান-সম্ভবা, কোনদিনই হয়তো সেই প্রিয়মুখ আর দেখা হবে না।

"অন্তত একটা জিনিস দেখে যেতে পারলাম," বলল কার্ল।

প্রচন্ড গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে পাথরের খন্ডটা, সেখান থেকে লাফ দেয়ার একটা চেষ্টা করল এডলফ, হাত ধরে ফেলল কার্ল। ইশারায় সামনের দিকে তাকাতে বলল।

চিৎকার বেরিয়ে এলো এডলফের বুক চিরে।

এর ঠিক পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে পাথর খন্ডটা তার অসীম সাহসী যাত্রীদের নিয়ে দুই হাজার মিটার গভীর অতল খাদের দিকে যাত্রা করল।

সময়টা ছিল উনিশশো একচল্লিশ সাল, স্থান তিব্বত।

পাহাড়ের উপর বড় বড় পায়ের ছাপ ছিল, যেগুলো সে রাতেই মুছে ফেলা হয়। যারা মুছে ছিল তারা নিজেদের শরীরে আলাদাভাবে লাগানো সাদা ভালুকের চামড়া সরাতে ভুল করে নি। তারপর মন্দিরে গিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল দৈনন্দিন কাজে।

জার্মান দলটা দেশে ফিরেছিল এই তিনজনকে ছাড়াই, সাধারন একটা মিসিং ফাইলে হারিয়ে যাওয়ার কারন বলা হয়েছিল উপযুক্ত ট্রেনিং ছাড়া রাতে পাহাড়ে উঠতে গিয়ে প্রান হারিয়েছে তিন চৌকস কর্মকর্তা, যাদের লাশ খুঁজে পাওয়া যায় নি।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১

ঠিক বারোটা বাজে।

হাতে ঘড়ি না থাকলেও সময় বুঝতে অসুবিধা হয় না তার। গাদাগাদি করে অনেকগুলো লোকের সাথে বসে আছেন। তিনি বসে আছেন ঠিক মাঝখানে, তার আশপাশে কেউ নেই। বাকি সবাই একটু দূরত্ব নিয়ে হয় দাঁড়িয়ে কিংবা বসে আছে। উঁচু-নীচু পথে মাঝে মাঝে ঝাকি খেতে হচ্ছে, রাস্তার অবস্থা যা তা। যতো সময় যাচ্ছে বিরক্তি ততো বাড়ছে তার। ঠিক বারোটার সময়ই সব শুরু হওয়ার কথা। রাগে দাঁত কড়মড় করে উঠলেন। এটাই শেষ সুযোগ। আবার কখনো এতো মোক্ষম সময় আসবে কি না কে জানে। সব কিছু প্ল্যান করা।

গরমে ঘামে নেয়ে উঠেছেন তিনি। সেদ্ধ হওয়ার মতো অবস্থা। সামান্য একটু বাতাসের জন্য খাবি খাচ্ছে ভেতরের লোকগুলো। উপরে ছয় ইঞ্চির মতো খোলা জায়গা দিয়ে বাইরে থেকে রোদ আসছে। সেই খোলা জায়গায় মুখ হা করে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন, একটু শীতল বাতাস পাওয়ার আশায়। কিন্তু সেই আশায় গুড়ে বালি। সূর্য্য আজ কসম খেয়ে উঠেছে ভেতরের সবাইকে ভাজা ভাজা করে ছাড়বে।

বারোটা পাঁচ।

মনে মনে হিসেব চলছে তার। উঠে দাঁড়ালেন। পায়চারি করবেন। সঙ্গিরা সরে জায়গা করে দিলো হাঁটার জন্য। বুঝতে পারছে ভয়ংকর রেগে আছেন তিনি। দু'হাত পেছনে দিয়ে হাঁটছেন। অসমান জায়গার উপর দিয়ে চলছে ভ্যানটা। সবাই হিমশিম খাচ্ছে তাল রাখতে গিয়ে। তার কোন সমস্যা হচ্ছে না।

সব প্ল্যান করা, তবু সময়মতো কিছু হয় না এদেশে। এই ভ্যানটার সামনে একটা জিপ, পেছনেও একটা। পাঁচ মিনিট পরপর সামনে পেছনের জিপের সাথে যোগাযোগ রাখছে ভ্যানটা। এসব কিছুই প্ল্যানে ছিল, কিভাবে কাভার করা হবে, সব। তারপরও সময় মতো হচ্ছে না কিছু। রাগে মাথার চুল ছিড়তে ইচ্ছে করছে তার, পরনের কয়েদীর পোশাকটা শরীরের সাথে লেপ্টে আছে ঘামে। দ্রুত হাঁটছেন তিনি, বিড়বিড় করছেন, সহযাত্রীরা ভয়ে ভয়ে আছে, রাগালে এই লোকের মাথার ঠিক থাকে না এরকম অনেক কিছুর স্বাক্ষী হয়েছে তারা এতোদিনে।

খুবই নিরাপত্তার সাথে ঢাকা কেন্দ্রিয় কারাগার থেকে চট্টগ্রামে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সবাইকে। বেশ কয়েকবার পালাবার চেষ্টা করেছে ভ্যানের বিশিষ্ট কয়েদি মিঃ আকবর আলী মৃধা। সবগুলো চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে তা বলা বাহুল্য। কিন্তু শেষ প্রচেষ্টা ব্যর্থ করতে গিয়ে অনেক ঘাম ঝরাতে হয়েছে কারা কর্তৃপক্ষকে। পুরো একটি সেলের প্রায় সব কয়েদীকে নিজের দলে টেনে আনতে পেরেছিলেন আকবর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আলী মৃধা, অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব লোকটার, অদ্ভুত হলেও যে কাউকে কাছে টানতে পারে সে, যেন অজানা কোন সম্মোহন শক্তি আছে মানুষটার, নইলে একপাল মানুষকে নিজের ইচ্ছেয় যা খুশি করানো যে কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আকবর আলী মৃধার সংস্পর্শে যারা এসেছিল তারা সবাই যেন উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল সেদিন। কারা পুলিশের সাথে অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকেও আসতে হয়েছিল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনার জন্য। পুরো জেলখানা-লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছিল সেদিন আকবর আলী মৃধার অনুসারিদের তান্ডবে। রাবার বুলেট, লাঠিচার্জ, টিয়ার সেল সব কিছু প্রয়োগ করে থামানো হয়েছিল। এরপর সিদ্ধান্ত হয় এই লোককে একনাগাড়ে কোন জেলখানায় একমাসের বেশি রাখা যাবে না। একমাসের বেশি সময় রাখলেই এই মানুষটা বাকিদের নিয়ন্ত্রন করা শুরু করে দেবে। কিন্তু ওরা জানে না এর মধ্যে কতোটা এগিয়ে গেছেন তিনি।

বারোটা পনেরো যখন বাজল তখন হাল ছেড়ে দিলেন তিনি। চুপচাপ এক কোনায় গিয়ে বসলেন। এভাবে হয় না, হতে পারে না। এতো চমৎকার একটা প্ল্যান! অথচ কোথাও কোন খবর নেই।

প্রথম বিস্ফোরনটা শোনার সাথে সাথে ঘড়ির দিকে তাকালেন তিনি। বারোটা সতেরো বাজে। সতেরো মিনিট লেট। সময় না মেনে চলা পছন্দ করেন না তিনি। সোহেলকে এবার একটা শাস্তি দিতে হবে।

একটার পর একটা বিস্ফোরনের শব্দে কেঁপে উঠছে চারপাশ। ঠান্ডা মাথায় কোনায় চুপচাপ বসে আছেন তিনি। বাকি কয়েদীদের চিৎকার চেঁচামেচিতে নরক গুলজার অবস্থা। একঝাক বুলেট এসে ভ্যানের একপাশটা ঝাঝরা করে দিলো এই সময়। বেশ ভারী লোহায় তৈরি হয় এসব ভ্যান। এই লোহা ভেদ করে বুলেট ভেতরে ঢুকবে না।

ভ্যান চলছে এখনো। বোঝাই যাচ্ছে কোনমতে নিয়ন্ত্রন করছে ড্রাইভার। তবে বেশিক্ষন পারার কথা না। যে কোন সময় ভ্যানের নিয়ন্ত্রন নিয়ে নেবে তার দলের লোকেরা। পনেরো জনের একটা দলকে এই অপারেশনের জন্য তৈরি করেছেন তিনি। প্রত্যেকেই দক্ষ। কাজ বোঝে।

বাইরে হৈ চৈ চলছে, গুলি-পাল্টা গুলি, সাধারন অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে তার দলের লোকদের মোকাবেলা করার সামর্থ্য সাধারন এই পুলিশদের নেই। গ্রেনেড বিস্ফোরিত হলো আরেকটা। শব্দে কানে তালা লেগে যাবার জোগাড়, তার মানে খুব কাছেই পড়েছে গ্রেনেডটা। উঠে দাঁড়ালেন তিনি, ভ্যানের দেয়ালে হাত দিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করছেন কোনমতে। ভ্যানটা চলছে খুবই বিপজ্জনকভাবে, যে কোন সময় নিয়ন্ত্রন হারিয়ে উলটে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে তার নিজের আহত হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা রয়েছে।

ভ্যানের গতি বাড়ছে ক্রমাগত, একের পর এক বিস্ফোরন এড়িয়ে একেবেকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এগিয়ে যাচ্ছে ভ্যানটা। মনে মনে ড্রাইভারের প্রশংসা না করে পারলেন না তিনি। বোঝা যাচ্ছে জিপ দুটোকে সরিয়ে দিতে পেরেছে তার লোকেরা। ভ্যানটা উড়িয়ে দিতে পারতো যদি তিনি না থাকতেন। হঠাৎ ভ্যানটা কাত হয়ে গেল একদিকে। চাকায় গুলি লেগেছে। ভেতরের কয়েদীরাও সব কাত হয়ে গেছে একদিকে। এরমধ্যেও গতি কমায় নি ড্রাইভার। টায়ারের রাবার ছিড়ে গিয়ে লোহার চাকার উপর ভর দিয়ে চলছে ভ্যানটা। শব্দে অস্থিরতাবোধ করছেন তিনি। কানে হাত দিয়ে রেখেছেন। কয়েদীরা সবাই ডানদিকে কাত হয়ে আছে। যে কোন সময় উলটে যেতে পারে ভ্যানটা, তাই ইশারায় কয়েকজনকে ডানদিকে আসতে বললেন তিনি। দুজন এলো ভয়ে ভয়ে। বাকিরা ভ্যানের গায়ের সাথে প্রায় মিশে আছে।

হঠাৎ মনে হলো একসাথে একহাজারটা বোমা ফেটেছে। ভ্যানটা আর নিয়ন্ত্রন রাখতে পারলো না। কাত হয়ে রাস্তার সাথে ঘষা খেয়ে খেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে বহুদূর। রাস্তার অপরপাশ দিয়ে আসা একটা যাত্রীবাহি বাস পাশ কাটাতে গিয়ে রাস্তা ছেড়ে পাশের খাদে পড়ল। শরীরের সাথে ঢালের মতো ধরে রেখেছেন তিনি একজনকে, কোন ধরনের আঘাতের হাত থেকে বাঁচার জন্য। কয়েদীরা সব পাগলের মতো চেঁচাচ্ছে। ভ্যান এখনো থামে নি, তারা জানে না ভাগ্যে এরপর কি আছে, ভ্যানটা কোন খাদে পড়ে যেতে পারে, কিংবা কোন নদীতে। তাহলে ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মতো করুন মৃত্যু হবে সবার।

বেশিক্ষন লাগলো না, আরো দশ ফুট দূরে গিয়ে থেমে গেল ভ্যানটা। চুপচাপ সব কিছু বোঝার চেষ্টা করছেন তিনি, বাকি কয়েদীরাও চুপ। চারপাশে কোন শব্দ নেই।

কিছুক্ষনের মধ্যেই ভ্যানের গেটে ওয়েল্ডিং মেশিনের আলো দেখে মুখে হাসি ফুটে উঠল তার। লোহার এই গেট কেটে বের হয়ে যাবেন তিনি।

গোল করে কাটা হচ্ছে গেটটা। কয়েদীদের সবার চেহারায় স্বস্তির ছাপ দেখা যাচ্ছে। একজনের কারনে আজ সবাই ছাড়া পেয়ে যাবে। জোরে চাপ দিয়ে গোলাকার লোহার পাতটা সরিয়ে নিলো কেউ। বাইরের সুর্য্যের প্রখর আলো চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে তার। হাত দিয়ে চোখ আড়াল করে তাকালেন তিনি। সোহেল দাঁড়িয়ে আছে, হাসিমুখে। রীতিমতো কোমান্ডো পোশাক পরনে। হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তার দিকে, এগিয়ে গিয়ে হাত ধরে বের হয়ে এলেন বাইরে। সোহেলকে ইশারা করলেন।

অনেকদিন পর মুক্ত বাতাসে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলেন তিনি। ঢাকা-চট্টগ্রাম হাইওয়ের পাশের একটা এলাকা। অনেক দূরে পুলিশের জিপ চোখে পড়ল। এখন আগুনে পুড়ছে। এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কিছু দেহ পড়ে আছে। হেঁটে ভ্যানের সামনে গেলেন তিনি। ড্রাইভারের চেহারাটা দেখার খুব ইচ্ছে হয়েছে।

www.BanglaBook.org

তার চারপাশে চার-পাঁচজন অনুসারী হাঁটছে এখন। ইশারা করলেন তিনি, ধারাল একটা ছুরি চলে এলো তার হাতে। অনুসারিদের একজন দিয়েছে।

ড্রাইভার লোকটা এখনো মরে নি। কোনমতে নিঃশ্বাস নিচ্ছে, বুলেটে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তার বুক। ধারাল ছুরিটা লোকটার গলায় বসিয়ে চুপচাপ কিছুক্ষন লোকটার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। লোকটার চোখে বেঁচে থাকার আকুতি দেখতে চান, দেখতে চান তার কাছে জীবন ভিক্ষা চাইছে লোকটা। কিন্তু না, এই মানুষটা অন্যরকম। মুখে ক্রুর হাসি খেলে গেল তার, একটানে গলাটা চিরে ফেললেন তিনি।

একটু দূরে দাঁড়ানো জীপে উঠে বসলেন। ভ্যানের গেটের সামনে এখনো দাঁড়িয়ে আছে সোহেল। তার দিকে তাকালো শেষ অনুমতির আশায়। বুড়ো আঙুল দেখালেন তিনি। এর অর্থ বুঝে নেবে সোহেল।

জিপ চলতে শুরু করেছে।

পনেরোজনের দলটার সাতজন আছে তার সাথে। সোহেলকে নিয়ে আটজন। বাকিরা জীবন দিয়েছে তার জন্য, শয়তানের দরবারে যোগ্য সম্মান পাবে ওরা, হাসিটা আরো চওড়া হলো পেছনে গ্রেনেডের বিস্ফোরনের শব্দে। ঐ ভ্যানের বাকিরাও এখন নরকের পথে পৌঁছে গেছে।

কিছুক্ষনের মধ্যেই সারাদেশে তাকে খোঁজার জন্য শুরু হবে চিরুনী অভিযান। হোক, সব কিছু প্ল্যান করা আছে। বর্ডার এখান থেকে খুবই কাছে। একবার সেখানে পৌঁছাতে পারলে তাকে খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২

বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। রাত কতো হয়েছে বোঝা যাচ্ছে না, আকাশে চাঁদ নেই, আজ ঘোর অমাবশ্যা। সবসময় যেভাবে বের হয়ে আসে সেভাবেই গুহা থেকে বের হয়ে এলো সে। তবে আজকের রাতটা একটু অন্যরকম। সাধারনত সন্ধ্যার পরপরই ভেড়ার পাল নিয়ে গ্রামে ফেরে। আজ কি যে হলো, এমন মরনের মতো ঘুম এর আগে কখনোই ঘুমায় নি সে। নামতে গিয়ে বেশ কয়েকবার হোঁচট খেল কিশোর। আরেকটু নামলেই সমতল জায়গাটায় চলে আসবে যেখানে ভেড়ার পাল থাকার কথা। কিন্তু...নাহ, ভেড়ার পাল নেই। উধাও হয়ে গেছে, সম্ভবত তাকে না পেয়ে একাই ফিরে গেছে গ্রামে। এরকম হতে পাওে, অসম্ভব কিছু নয়, নামতে নামতে ভাবছে কিশোর ছেলেটা। উপরে তাকাল, গুহার মুখটা এখন আর দেখা যাচ্ছে না, অন্ধকারে মিশে গেছে।

পাহাড়টা ছোটখাট, এখানে গুহা আছে কেউ কল্পনাই করতে পারবে না। গুহাটা বেশ অদ্ভুত, ছোট এবং বাইরে থেকে বোঝা যায় না। এখানে সময় কাটাতেই ভালো লাগে কিশোর ছেলেটার। গুহাটা যেন তার জন্যই তৈরি করে রেখে গেছে কেউ। লোকচক্ষুর আড়ালে যখন খুশি এখানে এসে বসে থাকা যায়। ঘন্টার পর ঘন্টা। বাইরের আলো আসে না গুহার ভেতরে। কিন্তু তারপরও কেমন অদ্ভুত এক আলোয় ভরে থাকে গুহার ভেতরটা। বাতাসের অভাবে শ্বাসকষ্ট হওয়ার কথা, কিন্তু তাও হয় না। বরং বাইরের চেয়ে তাপমাত্রা এখানে অনেক কম। ঠান্ডা একটা হাওয়া গুহার ভেতর যেন আটকে থাকে। গুহার অমসৃন দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে মাঝে মাঝেই ঘুমিয়ে পড়ে কিশোর। সেই ঘুম ভাঙ্গে একেবারে সন্ধ্যায়, বাড়ি যাওয়ার সময় হলে। মাঝখানের এতোটা সময় কোন ক্ষুধাবোধ হয় না, কোন ক্লান্তিবোধ হয় না। গুহা থেকে একটু দূরে ভেড়ার পাল রেখে এখানেই পুরোটা সময় কাটায় কিশোর। সন্ধ্যায় যাবার সময় ভেড়ার পাল তাড়িয়ে গ্রামে ফিরে যায় সে। ভেড়ার পালটাও চমৎকার। সারাদিন নিজেদের মতো ঘোরাফেরা করে, সন্ধ্যায় ঠিক গুহার একটু দূরে অপেক্ষা করে তার জন্য, একসাথে বাড়ি যাবার জন্য। হাতে ছোট একটা ছড়ি থাকে সেটা কখনো ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় নি কিশোরের। ভেড়াগুলো এতোটাই শান্ত আর বাধ্য তার।

চারদিকে তাকাল কিশোর, পুরো এলাকাটা কেমন অদ্ভুত নীরবতায় ছেয়ে আছে। সম্ভবত রাত অনেক হয়েছে। দূরে তার গ্রাম থেকে সাধারনত আলো দেখা যায়। সেদিকে তাকিয়েও কিছু চোখে পড়লো না কিশোরের। মনে হচ্ছে সব ছবির মতো নীরব হয়ে গেছে। ছবিটায় একমাত্র জীবিত ব্যক্তি সে।

এবার দৌড় দিলো কিশোর। অজানা আশংকায় তার বুকের ভেতরটা ধুকপুক

www.BanglaBook.org

করছে। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে কিশোর, একটানা দৌড়ে হাপিয়ে গেছে, তবু থামছে না। একবার পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল, আবার উঠলো।

গ্রামটায় ঢোকার পথে ছোট একটা সেতু, কাঠের সেতুটা খুব মজবুত করে বানানো। নীচে ছোট একটা খাল বয়ে যাচ্ছে। অন্ধকারে সেতুটা পার হতে হতে নীচে স্রোতের গর্জন কানে এলো। অবাক হলেও থামল না সে।

সারা মুখ টকটকে লাল হয়ে গেছে, ফোস ফোস করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে কিশোর। চারদিকে কোন শব্দ নেই, শব্দহীন এই জগতে অস্বস্তি লাগছে তার। গ্রামের বাইরে যে ছোট বন আছে সেখান থেকে নানা ধরনের শব্দ পাওয়া যায়, আজ সেই বন যেন পুরো নিথর হয়ে আছে। কিছু একটা হয়েছে গ্রামে, এমন কিছু যা হয়তো সে কল্পনাও করতে পারছে না।

শুধু থেকে থেকে মায়ের মুখটা চোখে ভাসছে। সব ঠিক আছে তো? ছোট দুই ভাই আর এক বোন, ওদের কোন সমস্যা হয় নি তো? কিংবা গ্রামের অন্যান্য লোকজনের?

গ্রামের প্রবেশপথের দিকে তাকাতেই জমে গেল কিশোর। চিৎকার বেরিয়ে আসতে চাইলেও কোন মতে নিজেকে সামলাল।

সারি সারি করে মানুষের লাশ রাখা, মাথাগুলো কেটে বাঁশের আগায় ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। অন্ধকারের মধ্যেও পরিচিত সব মুখ চিনতে পারল কিশোর, পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল সে।

হঠাৎ কাঁধে হাত পড়ায় চমকে গেল। মুখ থেকে চিৎকার বেরুনোর আগে সবল একজোড়া হাত শক্ত করে চেপে ধরেছে তার মুখ। শরীরের সব শক্তি দিয়ে নিজেকে ছোটানোর প্রানপন চেষ্টা করছে সে। কিন্তু যে মানুষটা ধরে আছে সে অসম্ভব বলশালী। একবিন্দু শিথিল করতে পারছে না হাতের বাঁধন, টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাকে পেছন দিকে। এবার শেষ উপায় হিসেবে এক হাতে কামড় বসিয়ে দিল, কিন্তু তাতেও কাজ হলো না। বরং অন্য হাতে তার গালে প্রচন্ড শক্তিতে চড় বসিয়েছে লোকটা। হাল ছেড়ে দিলো কিশোর, তাকে আরো অন্ধকারে বনের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে লোকটা।

ঘুমের মধ্যে গুঙিয়ে উঠলেন তিনি। এতোক্ষন ধরে অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখছিলেন, স্বপ্ন বলা ঠিক হবে না। স্বপ্ন এতো নিখুঁত হয় না। কিশোরের ভাগ্যে এরপর কি ঘটেছিল পরিষ্কার মনে নেই তার। তবে প্রান হারায় নি কিশোর ছেলেটা এটা পরিষ্কার। ছোট তাঁবু ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন তিনি। হাজার হাজার অথবা লক্ষ বছর আগের কোন ঘটনা দেখেছেন তিনি, নিজের অজান্তেই। এইসব ঘটনা কি সত্যি ঘটেছিল কোনদিন? নিজেরই বিশ্বাস হতে চায় না মাঝে মাঝে।

বাংলাদেশের সেই প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে এখন তিনি নেপাল পার হয়ে তিব্বতের পথে। সাম্ভালার খোঁজে, এই খোঁজে বহুবছর আগেই বের হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু

www.BanglaBook.org

বাংলাদেশের এক অজ পাড়া গায়ে অনেকগুলো বছর কেটে গেছে তার। আব্দুল মজিদ ব্যাপারী নাম নিয়ে বহুদিন চলেছেন, তার সংসার ছিল, ছেলে-নাতি এখনো আছে। সব ছেড়ে ছুড়ে অসমাপ্ত কাজের পেছনে বের হয়েছেন তিনি। বয়স কমিয়ে ফেলেছেন, এখন তাকে দেখে কেউ বুঝতেই পারবে না, আব্দুল মজিদ ব্যাপারী নামের সেই বৃদ্ধটি আর কেউ না, তিনি। এখন তার যুবা বয়স। মাথা ভর্তি ঘন কালো চুল, সারা শরীরে অবারিত ক্ষমতা। নামও বদলে নিয়েছেন, এখন তাকে সবাই চেনে লখানিয়া সিং নামে। বাংলাদেশ-ভারতের সীমান্তবর্তী এক গ্রামে লখানিয়া সিং নামক সত্যিকারের এক চরিত্রের বুড়ি মা আর নাতি রাশেদ, এই দু'জনই তাকে সবচেয়ে বেশি টানে। রাশেদের সাথে তার রক্তের সম্পর্ক, আর যে কয়দিন ছিলেন সেই গ্রামে বুড়ি মা নিজের ছেলের মতো যত্ন করেছে তাকে, যদিও বুড়ির বুঝতে অসুবিধা হয় নি, কিন্তু কখনো প্রকাশ করে নি। সাম্ভালার পথে প্রথমে গিয়েছিলেন ধর্মশালা, সেখান থেকে নেপালের কাঠমুন্ডু, তারপর এখন চলে এসেছেন কোদারি গ্রামের কাছাকাছি। পথে তার সাথে যোগ দিয়েছে যজ্ঞেশ্বর নামক এক সন্ন্যাসী আর বিনোদ চোপড়া নামক এক আন্ডারগ্রাউন্ড আর্টিফ্যাক্ট বিজনেসম্যান। এরা যে কোন সময় পাল্টে যেতে পারে, সেই ধারনা আছে তার। কিন্তু এছাড়া উপায়ও নেই। সাথে অন্তত দু'একজন থাকা দরকার সবসময়। যদিও তার গোপন কথা জানবার সময় তাদের কখনোই আসবে না।

অনেক রাত হয়েছে। ভোর হওয়ার দেরি নেই খুব বেশি। একটু দূরে পাশাপাশি তাঁবুতে শুয়ে আছে যজ্ঞেশ্বর আর বিনোদ চোপড়া।

অন্ধকারে ঘন কুয়াশার মাঝে হেঁটে তাঁবু দুটোর সামনে গেলেন তিনি। ছোট ছোট তাঁবু একজনের ব্যবহার উপযোগী করে বানানো। চেইন খুলে ভেতরে ঢুকতে হয়, বেরুতে হয়। পাঠাগার ডট নেট থেকে ডাউনলোডকৃত।

"আমরা রওনা দেবো কখন?"

চমকে পেছনে তাকালেন তিনি। যজ্ঞেশ্বর দাঁড়িয়ে আছে, কিছুটা দূরে। গায়ে এখনো তেমন কোন কাপড় নেই।

"আপনি এতো রাতে!"

"সূর্য্যদেব জাগার আগেই আমাকে জাগতে হয়," বেশ ভারিক্কি গলায় উত্তর দিলো যজ্ঞেশ্বর, "অনেক দিনের অভ্যেস।"

"হমম, রওনা দেবো, ভোরের আলো ফুটুক তারপর," বললেন তিনি।

হেঁটে কিছুদুর এগিয়ে গেলেন। এখান থেকে মাইল দশেক দূরে তিব্বত সীমান্ত। সেখানে খুব কড়া পাহারা। বহিরাগতদের এমনিতেই সন্দেহের চোখে দেখা হয়। আর ইদানীং বহিরাগতের সংখ্যা আশংকাজনকভাবে বাড়ছে। ডঃ আরেফিন তার দল নিয়ে যে তিব্বত সীমান্তের দিকে গেছেন তাতে বিন্দুমাত্র

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সন্দেহ নেই। ওদের কাছে পাসপোর্ট, ভিসা সব আছে, নিয়ম মেনে সীমান্ত পার হতে গেলে এগুলো লাগবেই। অথচ এসবের কিছুই তাদের কাছে নেই। কাজেই স্বাভাবিকপথে সীমান্ত পার হবার পরিকল্পনা বাদ দিতে হবে।

আর কিছুদূর গেলেই কোদারি গ্রাম। বহু বছর আগে এখানে এসেই আশ্রয় নিয়েছিলেন এক মন্দিরে। সেই মন্দির এখনো আছে কি না কে জানে? মন্দিরের সেবায়েতের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন সেই চামড়ার খোপটা, যা এখনো তার সাথে আছে।

ঠিক কোথায় সেই মন্দিরের অবস্থান এখন খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে, তবে অসম্ভব হবার কথা নয়। জায়গাটা এখন তিব্বত সীমান্তের বাইরে পড়েছে জেনে কিছুটা অবাক হয়েছিলেন তিনি।

"আমার কেন জানি খুব অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছে," পাশে এসে দাঁড়িয়েছে যজ্ঞেশ্বর।

"যেমন?"

"সামনে খুব বড় বিপদ অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য।"

কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ রইলেন তিনি। চোখের সামনে সেই কিশোরের চেহারাটা ভেসে উঠলো যাকে কিছুক্ষন আগে স্বপ্নে দেখছিলেন তিনি। যে লোকটা টেনে হিচড়ে কিশোরকে বনের দিকে নিয়ে গিয়েছিল সে মানুষটার চেহারাও চোখে ভাসছে। বিদঘুটে চেহারা। সারা মুখে রক্তের দাগ। অনেক লম্বা, মুখভর্তি সাদা দাঁড়িগোফ।

"ভয় পাবেন না, আমি আছি," বললেন তিনি। ভোরের আলো ফোঁটার এখনো অনেক দেরি।

তার চেহারায় কেমন অদ্ভুত আলোর ছটা দেখতে পেল যজ্ঞেশ্বর। এক পা পিছিয়ে গেল ভয়ে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩

উত্তরায় ফ্ল্যাটের ড্রইং রুমে বসে রাজুর কান্ড দেখছে রাশেদ, কিছুদিন হলো এই ফ্ল্যাটে উঠেছে তিনজন। দুই হাতের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে রাজু। বারবার পড়ে যাচ্ছে, আবার চেষ্টা করছে। সবুজ পড়ার ফাঁকে তাকিয়ে হাসছে। পড়ায় মনোযোগ বসছে না, চোখ চলে আসছে এদিকে। রাজু আর রাশেদের মধ্যে বাজি হয়েছে, রাজু যদি এক মিনিট দুই হাতের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে তাহলে রাজু যা খেতে চাইবে তাও খাওয়াবে রাশেদ, নইলে রাজু খাওয়াবে। বাজি জেতার জন্য রাজুর প্রানান্ত চেষ্টা দেখে হাসি থামাতে কষ্ট হচ্ছে সবুজের।

মাসখানেক আগে দারুন এক বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছিল দুজন। বান্দরবানের পাহাড়ে এমন এক জায়গায় আটকা পড়েছিল যেখান থেকে বেরিয়ে আসা ছিল অসম্ভব একটা কাজ। পাহাড়ের ঢাল কেটে বানানো একটা গুহায় আটকা পড়েছিল রাশেদ সেদিন, রাজু অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল আগেই। উপর থেকে লরেন্সের ডাক শুনতে পাচ্ছিল রাশেদ, এমনকি লরেন্সের দলের সেই পাহাড়ি সদস্যদের একজনকে দেখতেও পেয়েছিল, কিন্তু লরেন্সকে ডাকার মতো শক্তিও ছিল না গলায়। একটু পর জ্ঞান হারিয়েছিল সে নিজেও।

সেই গুহায় অনেক পুরানো এক কংকাল পেয়েছিল ওরা, হয়তো তিবাওয়ের দলের সদস্য ছিল। সেখানে খুঁজলে হয়তো তিবাওয়ের গুপ্তধনের সন্ধান পাওয়া যেতো, কিংবা যেতো না, সেই ঝামেলায় যায় নি রাশেদ। ঐ গুহা থেকে বের হওয়া দরকার ছিল আগে। বৃষ্টি কমে আসলেও আকাশ ছিল মেঘলা, কোনমতে রাজুকে নিয়ে গুহা থেকে বের হয়ে এসেছিল রাশেদ। তারপর টানা দুই দিন হেঁটে লোকালয়ে পৌঁছেছিল তারা। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অস্থির দু'জন মানুষ, সারা শরীর কেটে ছড়ে গিয়েছে। স্থানীয় একটা গ্রামে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে ঢাকায় চলে এসেছিল।

লরেন্সের সাথে পরে আর যোগাযোগ হয় নি। মোবাইল নাম্বারের সাথে সাথে ঠিকানাও বদলে ফেলেছে রাশেদ। লরেন্স হয়তো ভেবেছে সে আর রাজু মারা গেছে, এখন পর্যন্ত সেই ধারনা বদল করার কোন প্রয়োজন বোধ করে নি সে।

সেদিন কি হয়েছিল ভাবার চেষ্টা করেছে রাশেদ। লরেন্স সঞ্জয়ের পাহারাদারদের নিয়ে পাহাড়ের উপরে যাওয়ার পর হয়তো তার পাহাড়ি সঙ্গিদের পেয়ে গিয়েছিল। তারাই হয়তো সঞ্জয়ের লোকদের মেরে অস্ত্র কেড়ে নেয়, পরবর্তীতে লরেন্সের সাথে ওরা নীচে নেমে আসে, গুলি করতে শুরু করে সঞ্জয়ের দলের লোকদের উপর। সঞ্জয়কে নিজের চোখে গুলি খেয়ে পড়ে যেতে দেখেছে রাশেদ। ভাগ্যভালো সেদিন ঝড় বৃষ্টি ছিল, নইলে কি হতো বলা যায় না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লরেন্সের পূর্বপুরুষের গুপ্তধনের নক্সা চিরতরে হারিয়ে গেছে, লরেন্সের চোখের সামনেই, সঞ্জয় ছিড়ে টুকরো টুকরো করে উড়িয়ে দিয়েছে বাতাসে। সেই গুপ্তধনের খোঁজ লরেন্স আর কোনদিন পাবে না। গুপ্তধনের খোঁজ কেবল জানে সে আর রাজু। যদিও দু'জন প্রতিজ্ঞা করেছে সেই লুকানো সম্পদ লুকানোই থাকবে।

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল অনেকক্ষন আগেই। বাজিতে হেরে রাজু গেছে বাইরে, রাতের মধ্যে ফিরবে। তারপর খাওয়া-দাওয়া হবে। সবুজও থাকবে। একটা বই নিয়ে বসল রাশেদ। দেরিতে ঘুমালেও অসুবিধা নেই, সকালে এমন কোন কাজ নেই। দুপুরের দিকে বাইরে যাওয়ার ইচ্ছে আছে, শাহবাগের দিকে। বন্ধুবান্ধব তেমন কেউ নেই তার, শাহবাগে গিয়ে কিছু বই কিনে আনার ইচ্ছে। এই ফ্ল্যাটে কোন বুক শেলফ নেই, যে হারে বই জমছে তাতে বুক শেলফ না কিনলে আর চলছে না।

সবুজ তার পড়া চালিয়ে যাচ্ছে। বই পড়তে পড়তে হঠাৎ কেমন অস্থির অস্থির লাগছিল রাশেদের। অনেকদিন লিলির সাথে যোগাযোগ হয় না। গত কিছুদিনে কী সব ঘটনার মধ্য দিয়ে গেছে তা কিছুই জানানো হয় নি লিলিকে, অযথা টেনশন করবে। লিলির মেইল এসে জমে আছে অনেকগুলো। একটারও উত্তর দেয়া হয় নি। মোবাইলের নতুন নাম্বারটাও জানানো হয় নি, না জানি কি ভাবছে বেচারি।

ফ্ল্যাটে নিজের জন্য আলাদা একটা রুম তৈরি করে নিয়েছে রাশেদ, অনেকটা ডঃ আরেফিনের রুমের আদলে। সেখানে অন্য কারো প্রবেশ নিষেধ। নিজের পড়ার বই, কম্পিউটার, মিউজিক সিস্টেম দিয়ে সাজিয়েছে রুমটা। কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগ আছে। চাইলে লিলির সাথে হরদম চ্যাট করা যায়, কিন্তু কেন জানি এসব ভালো লাগে না রাশেদের কাছে। কোন কিছু জানতে হলেই একমাত্র ইন্টারনেট ব্যবহার করে। এখনো ফেইসবুকে অ্যাকাউন্ট করে নি, এইজন্য রাজু মাঝে মাঝে তার সাথে ঠাট্টা করতে ছাড়ে না।

দশটার দিকে বইটা রেখে উঠে বসল রাশেদ। রাতের খাওয়া হয় নি, কিন্তু মন টানছিল নিজের ব্যক্তিগত রুমটার দিকে। কম্পিউটার খুলে বেশ কিছুক্ষন গান শুনলো রাশেদ। নতুন কিছু ডিভিডি কেনা হয়েছিল কিছুদিন আগে, সেখান থেকে একটা হাতে নিয়ে বেশ কিছুক্ষন নেড়েচেড়ে দেখল, কিন্তু মুভি দেখতে ইচ্ছে করছে না। মেইলবক্স ওপেন করলো। কোন মেইল আসার কথা না। কিন্তু দুটো মেইল এসেছে। একটা লিলির কাছ থেকে আরেকটা আফরোজা আরেফিনের কাছ থেকে। লিলির মেইলটা নিয়ে চিন্তিত নয় রাশেদ, আফরোজা আরেফিন নামটা দেখে ভ্রু কুঁচকে গেছে তার। এই মহিলা কে? এই নামের কারো সাথে কখনো তার পরিচয় ছিল বলে মনে পড়ছে না। আচ্ছা, ইনি কি ডঃ আরেফিনের স্ত্রী?

www.BanglaBook.org

ভদ্রমহিলার নামটাই জানা হয় নি কখনো, আসলে সেভাবে প্রয়োজন পড়ে নি। কি এমন দরকার পড়লো এতোদিন পর এই ভদ্রমহিলার? বেশ চিন্তায় পড়ে গেছে রাশেদ। লিলির মেইলটা পরে পড়লেও চলবে, আগে এই মহিলার মেইলটা দেখা দরকার। ডঃ আরেফিনের সাথে আদৌ কোন সংযোগ আছে কি না কে জানে?

ঐা ভেবেছিল তাই, মেইলটা করেছেন ডঃ আরেফিনের স্ত্রী, তার নাম আফরোজা আরেফিন, সেখানে লেখা :

"প্রিয় রাশেদ,

আশা করি ভালো আছো। আমি ডঃ আরেফিনের স্ত্রী, আফরোজা আরেফিন। আশা করি চিনতে পেরেছো। মাস খানেক আগে তুমি ফোন করেছিলে তখন ডঃ আরেফিন দেশে ছিলেন না, এখনো নেই। কবে আসবেন তাও বলা যাচ্ছে না।

বিশেষ কারনে তোমাকে লিখছি। আমার স্বামী এখন ভারত, নেপাল পার হয়ে তিব্বতের দিকে রওনা দিয়েছেন। জানি না ঠিক কি উদ্দেশ্য তার, আমার কাছে সব কিছু খোলাসা করে বলেন না। কিন্তু আমি জানি, আমার মন বলছে তিনি বড় কোন ঝামেলায় পড়তে যাচ্ছেন। অদ্ভুত এক রহস্যময় স্থানের খোঁজে তার দল রওনা দিয়েছে দিল্লি থেকে, সম্ভবত তিব্বতের উদ্দেশ্যে, ডঃ কারসন এই দলের দলনেতা। হয়তো তিনিও তোমার পরিচিত।

যাই হোক, যে কারনে এই মেইল, আমি জানি তিনি কোন বিপদে পড়তে যাচ্ছেন, হয়তো এরমধ্যে বিপদে পড়েও গেছেন, কারন গত সন্ধ্যার পর থেকে তার সাথে কোনভাবেই যোগাযোগ করতে পারছি না। এই অবস্থায় তুমি যদি তার খোঁজে যাও তাহলে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। আমি জানি ব্যাপারটা আশা করা খুব বোকামী। কিন্তু আমি অসহায়। নিজেকে এরচেয়ে খারাপ অবস্থায় কখনো আবিষ্কার করি নি। আমার নিজের একটা ছেলে থাকলে সে হয়তো যেতো...সে যাই হোক।

তোমার প্রতি একান্ত অনুরোধ, ডঃ আরেফিনকে সাহায্য করার মতো তোমার চেয়ে যোগ্য কাউকে আমার চোখে পড়ছে না। জানি এ দাবি অন্যায়, তবু নিজেকে সামলাতে পারলাম না। যদি যেতে চাও আমাকে জানাও। আমি টাকা-পয়সার ব্যবস্থা করে রেখেছি। পাসপোর্ট ভিসা-সহ অন্যান্য কাজের জন্য কয়েকদিন লাগবে।

সবচেয়ে বড় কথা, তুমি না বলতে পারো। আমি মন খারাপ করবো না। আর যদি যেতে চাও, তাহলে জানাও।

তোমার মঙ্গল কামনায়...আফরোজা আরেফিন।"

মেইলটা পড়ে কিছুক্ষন চুপচাপ বসে রইল রাশেদ। মাথায় কিছু ঢুকছে না। ভদ্রমহিলা কিসব লিখেছেন এসব! কোথায় যেতে হবে, তিব্বতে? কেন যেতে হবে? ডঃ আরেফিন কী বিপদে পড়েছেন?

www.BanglaBook.org

বিপদে না পড়লে ভদ্রমহিলা কখনো মেইল করতেন না, কারো কাছে খুব সহজে নত হওয়ার মানুষ তিনি নন, সেটা মহিলার সাথে কথা বলেই বুঝতে পেরেছিল রাশেদ। লিলির মেইলটা খুলতে ইচ্ছে করলো না আর। কম্পিউটার টেবিল ছেড়ে উঠে জানালার পাশে দাঁড়াল। কোন ধরনের ঝামেলায় জড়াবে না বলে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল, কিন্তু ডঃ আরেফিনের বিপদে না দাঁড়ালে সেটা বেঈমানির পর্যায়ে চলে যাবে। ভদ্রলোক তার জন্য যথেষ্ট করেছেন, সেবার তিনি না থাকলে, আশ্রয় না দিলে আকবর আলী মৃধার খপ্পরে পড়ে জান যেতো। শুধু তার না, সেই সাথে লিলি আর ডঃ কারসনেরও।

একজন মানুষ সাহায্য চাইছে,এই ধরনের পরিস্থিতিতে কখনো না বলতে শেখেনি রাশেদ। কাল সকালেই যেতে হবে ডঃ আরেফিনের বাসায়। সাথে রাজুকে নিতে হবে। রাজু এখনো বাসায় ফেরেনি। ফিরবে যতো রাতই হোক। ওর সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করতে হবে। রাজু উৎসাহী ছেলে এমনও হতে পারে সে যেতে রাজি হতে পারে। রাজু সাথে গেলে আত্মবিশ্বাস বাড়বে। এর আগে কখনো বিদেশে যাওয়া হয় নি। পার্সপোর্ট করা নেই, সেগুলোও করাতে হবে।

আরো অনেক চিন্তা আসছিল মাথায়। গত কয়েকদিন বেশ নিশ্চিন্তে কাটছিল দিন, কোন চিন্তাভাবনা ছাড়া। কিন্তু নিশ্চিন্তে থাকার সৌভাগ্য বোধহয় তার নেই, ভাবল রাশেদ। সামনে ঝড়ের মতো কিছু দিন আসছে। সেভাবেই প্রস্তুতি নিতে হবে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৪

নেপাল সীমান্ত পার হয়ে তিব্বতের ঝাংমুতে ঢোকার কথা দলটার। ঝাংমু নেপাল-তিব্বত সীমান্তের শহর। নেপালের শেষভাগের ছোট এলাকাটার নাম কোদারি, জায়গাটা একসময় তিব্বতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিব্বতের বেশ কিছু মন্দির এখনো এখানে অবশিষ্ট আছে। সেই সময় কিছুটা প্রানচাঞ্চল্য থাকলেও এখন অনেকটা ঝিমিয়ে পড়া এলাকা এই কোদারি। অন্যদিকে ঝাংমু মোটামুটি ব্যস্ত একটা শহর, এখানে ব্যাংক, হোটেল থেকে শুরু করে পর্যটকদের আরাম-আয়েশের সবধরনের ব্যবস্থা আছে।

ঝাংমু তিব্বতের শহর হলেও প্রকৃতি এখানে পুরোপুরি তিব্বতের ছোঁয়া পায় নি। চারপাশে সবুজের সমারোহ। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে তেইশশো মিটার উঁচুতে এর অবস্থান, এর নীচেই কোদারি গ্রাম আর বটেকোশি নদী বয়ে যাচ্ছে পাশ দিয়ে। ব্রহ্মপুত্র নদের উপর যে বিতর্কিত বাঁধ নির্মিত হতে যাচ্ছে তা এখান থেকে খুব কাছেই। আপাতত এই তথ্যগুলো সুরেশ ঝুনঝুনওয়ালার কাছ থেকে পেয়েছেন ডঃ আরেফিন।

একটানা জার্নি করে কিছুটা পরিশ্রান্ত দলটা, তাই কোদারি গ্রামে দিন কয়েক কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ডঃ কারসন। এখানে আসার পর থেকে বেশ চুপচাপ হয়ে আছেন তিনি। পথে ঘটে যাওয়া গোলাগুলির ঘটনায় বেশ আপসেট হয়ে আছেন ভদ্রলোক বোঝাই যাচ্ছে। সেই সাথে সুরেশ ঝুনঝুনওয়ালার নতুন রুপ হয়তো ঠিকমতো গ্রহন করতে পারছেন না। সাধারন একজন গাইড হিসেবে যাকে জানতেন তার এমন রুপান্তর সহজভাবে গ্রহন করা হয়তো সত্যিই কঠিন, ভাবলেন ডঃ আরেফিন।

প্রফেসর এবং সন্দীপ আগের মতোই আছে, দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে কথাও বলতে চায় না সহজে। প্রফেসর সারাক্ষন নিজের মনে বিড়বিড় করেন, যেন কিছু একটা বোঝার চেষ্টা করছেন। তার সাথে কয়েকবার কথা বলতে গিয়ে চলে আসতে হয়েছে ডঃ আরেফিনকে। অন্যদিকে সন্দীপের কাছে গেলেই অদ্ভুত সব কথা শোনেন। ভিনগ্রহের প্রানী নিয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত সব থিওরি শুনতে হয়। লোকটা কি পাগল হয়ে গেছে কি না বুঝতে পারছেন না। একমাত্র ঠান্ডা মাথায় কাজ করে যাচ্ছে প্রফেসরের সহকারি, রামহরি। এই একজন মানুষকে কোন অবস্থাতেই চিন্তিত হতে দেখেন নি তিনি। হয়তো লোকটার স্নায়ু ইস্পাতের মতো, যা অনেক প্রতিভাবান এবং সাহসীদের মাঝেও দেখা যায় না।

নিজেকে নিয়ে চিন্তা করেন না ডঃ আরেফিন, গত কিছুদিন স্ত্রীর সাথে কথা হয় না বলে কিছুটা চিন্তিত তিনি। এখানে মোবাইল কিংবা ইন্টারনেটের নেটওয়ার্ক পাওয়া খুব কঠিন।

www.BanglaBook.org

যেখানে আছেন সে জায়গাটা কোদারি গ্রাম থেকে একটু বাইরে। ছোট ছোট কয়েকটা কুঁড়ে ঘর। মাঝখানে ক্যাম্পফায়ার করার জায়গা। দুইপাশে উঁচু হয়ে যাওয়ার পাহাড়ের সারি। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য আসলেই মনোমুগ্ধকর। প্রতি কুঁড়েঘরে দু'জন করে থাকার ব্যবস্থা। ডঃ কারসন আর ডঃ আরেফিন আছেন এক কুঁড়েতে, বাকি দু'টোতে আছেন প্রফেসর আর রামহরি, অন্যটিতে সন্দীপ আর সুরেশ ঝুনঝুনওয়ালা। আরো একটি কুঁড়েতে আছে একজন ড্রাইভার, নেপালি, সে কুঁড়েতে যাবতীয় ব্যাগপত্র স্তূপ করে রাখা হয়েছে।

এখানে বিশ্রাম নেয়ার ব্যাপারটা পছন্দ হয় নি সুরেশের, সে বেশ কয়েকবার আপত্তিও জানিয়েছিল, কিন্তু ডঃ কারসন অনড়। তার মতো বয়স্ক মানুষের পক্ষে এক নাগাড়ে চলার উপর থাকা সত্যিই একটু কঠিন।

দুপুরে ঘুম ঘুম আসছিল ডঃ আরেফিনের, এখানকার স্থানীয় বাজার থেকে ইয়াকের মাংস কিনে এনে রান্না করে খাইয়েছে সুরেশ, লোকটার হাতের রান্নার প্রশংসা করতেই হবে। ভালো কোন হোটেলে শেফ হিসেবে চাকরি পেয়ে যাবে ইচ্ছে করলেই, মন্তব্যটা করেছিলেন ডঃ কারসন। এটা ছাড়া বাকি সময় সুরেশের সাথে তার আচার ব্যবহার অনেক শীতল যা ডঃ আরেফিনের নজর এড়ায় নি।

বাইরে থেকে মাত্রই ডঃ আরেফিনের কুঁড়েতে ঢুকেছেন ডঃ কারসন, হয়তো জরুরি কোন কথা বলার জন্য। সাথে ল্যাপটপ, ডঃ আরেফিনের পাশে গিয়ে বসলেন।

"আসতে পারি," কুঁড়ের দরজায় পরিচিত কণ্ঠ শুনতে পেলেন ডঃ আরেফিন। প্রফেসর সুব্রামানিয়ামের গলা।

"আসুন," ডঃ কারসন বললেন, হেলান দিয়ে বসে ল্যাপটপে কিছু একটা দেখছিলেন।

দরজা খুলে ঢুকলেন প্রফেসর। তাকে বেশ বিমর্ষ দেখাচ্ছিল।

"বসুন প্রফেসর," একপাশে সরে গিয়ে বসতে দিলেন ডঃ কারসন।

ছোট দু'টো বিছানা পাতা কুঁড়েতে। ডান পাশেরটা ডঃ কারসনের বিছানা, তার একপাশে বসলেন প্রফেসর। তাকে কেমন লজ্জিত, বিব্রতও মনে হচ্ছিল ডঃ আরেফিনের কাছে। এমন কিছু বলতে এসেছেন ভদ্রলোক যা বলতে হয়তো অস্বস্তি লাগছে।

"ডঃ কারসন, যদি কিছু মনে না করেন একটা কথা বলতে চাই?"

"নির্দ্বিধায় বলুন।"

"আমার মেয়ে লতিকা আসছে এখানে, ডঃ লতিকা প্রভাকর, আমাদের সাথে যোগ দিতে।"

নড়েচড়ে বসলেন ডঃ কারসন।

"লতিকা? লতিকা প্রভাকর!"

"জি।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"সে আপনার মেয়ে?"

ডঃ আরেফিন লতিকা প্রভাকরের নাম শোনেন নি, তবে ডঃ কারসন যে শুনেছেন তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

"হ্যা।"

"কই, আগে তো বলেন নি?"

"আসলে বলার প্রয়োজন হয় নি।"

"সে কিভাবে এখানে আসছে, আমি তো কিছু বুঝলাম না।"

"আসলে কাঠমুন্ডুতে থাকার সময় রামহরি ওকে খবর পাঠিয়েছিল।"

"খবর পাঠালেই চলে আসতে হবে? সত্যি সত্যি অবাক হচ্ছি আমি প্রফেসর সুব্রামানিয়াম।"

"আমি না করেছিলাম, কিন্তু জেদি মেয়ে, আসবেই।"

"ঠিক আছে, আসতে চাচ্ছে যখন আসুক, এখান থেকেই তাকে ফিরে যেতে হবে, আমাদের কাজে নতুন কাউকে নেয়ার অবকাশ নেই।"

"সে এখান থেকেই ফিরে যাবে। এটুকু কথা দিচ্ছি।"

"আচ্ছা, কখন আসবে?"

"রামহরি যাচ্ছে ওকে আনতে, সাথে সুরেশও যাবে।"

"ঠিক আছে, আজকের মধ্যে যেন আসে। কাল কিন্তু আমরা রওনা দেবো।"

"ঠিক আছে," বললেন প্রফেসর, উঠে দাঁড়ালেন, তাকে বেশ চিন্তিত মনে হচ্ছিল, ডঃ আরেফিনের দিকে তাকিয়ে দূর্বলভাবে হাসলেন প্রফেসর। তারপর বেরিয়ে গেলেন রুম থেকে।

ডঃ কারসনের দিকে তাকালেন ডঃ আরেফিন, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে।

"ডঃ লতিকা প্রভাকর যে প্রফেসরের মেয়ে তা কিন্তু আমার জানা ছিল না, ডঃ আরেফিন। আসলে পৃথিবী অনেক ছোট।"

"আপনি ডঃ লতিকাকে চেনেন?"

"ভালো করে চিনি। এখন হামবূর্গ ইউনিভার্সিটিতে আছে, সহযোগী অধ্যাপক, পুরাতত্ত্বের শিক্ষক হিসেবে ভালো নাম করেছে। বেশ কিছু এক্সপিডিশনেও অংশ নিয়েছে। আমার সাথে কয়েকবার দেখা হয়েছে, তাও সেমিনারে।"

"তাহলে তো আপনার সাথে ভালোই পরিচয় আছে।"

"তা আছে, কিন্তু মেয়েটা কখনো প্রফেসর সুব্রামানিয়াম প্রভাকরের নাম বলে নি আমার কাছে, ব্যাপারটা অদ্ভুত।"

"হয়তো প্রয়োজন মনে করে নি।"

"হমম, তা হতে পারে," উঠে দাঁড়ালেন ডঃ কারসন। "আমি দেখি বাইরে কি অবস্থা," বলে বেরিয়ে গেলেন কুঁড়ে থেকে।

আরো কিছুক্ষন বসে থাকলেন ডঃ আরেফিন। কেন জানি মনে হচ্ছে

www.BanglaBook.org

লতিকাকে নিয়ে কোন একটা সমস্যা আছে বাপ-মেয়ের মধ্যে।

উঠে পড়লেন ডঃ আরেফিন। অনেক ঝামেলা পার হয়ে এখানে ঘাঁটি গেড়েছেন, যারা পথে আক্রমন করেছিল তারা সহজে হাল ছাড়ার কথা না, এরমধ্যে ডঃ লতিকা প্রভাকরকে আনার জন্য আবার কাঠমুন্ডুতে যাওয়া বেশ ঝুকিপূর্ন ব্যাপার।

কুঁড়ের বাইরে এসে দেখলেন মাঝখানের খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সবাই, সুরেশ কিছু একটা বোঝানোর চেষ্টা করছে। প্রফেসর গম্ভীর মুখে শুনছেন, সন্দীপও আছে, তবে তার চেহারা দেখে মনের ভাব বোঝা কঠিন। ডঃ কারসনকেও বেশ উত্তেজিত মনে হচ্ছে।

রামহরি তৈরি যাওয়ার জন্য, সাথে ড্রাইভারও আছে।

এগিয়ে গেলেন তিনি দলটার দিকে।

উত্তেজিত স্বরে কথা বলছে সুরেশ, বোঝানোর চেষ্টা করছে এখনি ফেরত যেতে হলে অনেক ঝামেলা হবে। শত্রু পথে কোন ফাঁদ পেতে রাখতে পারে, ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না...ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু রামহরি এতো কিছু শোনার জন্য তৈরি না, সে রওনা দেয়ার প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে। ড্রাইভারকে সাথে নিয়ে রওনা হয়ে গেল সে ঘন্টাখানেকের মধ্যে। বিরক্তমুখে নিজের কুঁড়েতে ফিরে গেল সুরেশ, বের হয়ে এলো সাথে সাথে। হাতে একটা খাম।

"কাঠমুন্ডতে গিয়ে এই নাম্বারে ফোন দেবেন, তারপর দেখা করে এই খামটা বুঝিয়ে দেবেন, তাতেই হবে," প্রফেসরের উদ্দেশ্যে বলল সুরেশ। তাকে বেশ চিন্তিত মনে হচ্ছিল।"

"কি এটা?" জিজ্ঞেস করলেন প্রফেসর।

"আপনি জানেন না কি ঝামেলায় ফেলেছেন আমাকে! ডঃ লতিকার জন্য কোন স্পেশাল পাস নেই আমার কাছে, আগে বললে ম্যানেজ করতে পারতাম, এখন সেটা কোনভাবেই সম্ভব না, আপনি ওকে ফোন দেবেন, সেই সবকিছু ব্যবস্থা করে রাখবে," বিরক্ত গলায় বলল সুরেশ।

"সমস্যা হবে না তো?"

"দেখুন, আপনি যাচ্ছেন যান, সমস্যা নিয়ে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না, শুধু ফোন করে এই খামটা দিয়ে আসবেন, কাঠমুন্ডুতে পৌছেই।"

"ঠিক আছে," আর কথা বাড়ালেন না প্রফেসর।

বিরক্ত মুখে নিজের কুঁড়েতে ঢুকে পড়ল সুরেশ। ডঃ কারসনও চলে গেলেন। সন্দীপকে কিছুটা উদাসীন মনে হলো। প্রফেসর সুব্রামানিয়ামের চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে বেশ উত্তেজিত তিনি, হয়তো অনেক দিন পর মেয়ের সাথে দেখা হবে ভেবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হেঁটে আরো সামনে এগিয়ে গেলেন ডঃ আরেফিন। নতুন এক চরিত্র যোগ হতে যাচ্ছে, তাও আবার নারী চরিত্র। এই ধরনের অভিযানে একটা নারী পদে পদে শুধু ঝামেলাই তৈরি করে, এটা একটা ধারনা ডঃ আরেফিনের। লতিকা মেয়েটার বিদেশি এক্সপিডিশনে যাওয়ার অভিজ্ঞতা আছে, সেই অভিজ্ঞতা যেন দলের সবার জন্য সুখকর হয় মনে মনে সেই প্রার্থনা করলেন তিনি।

ফেরার পথে মনে হলো কিছু একটা ঠিক নেই।

একটু আগেও সন্দীপ আর প্রফেসরকে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন, এই অল্পসময়ের মধ্যে কিভাবে দু'জন উধাও হয়ে গেল বুঝতে পারছেন না ডঃ আরেফিন। উনারা নিজ নিজ কুঁড়েতে ঢুকতে পারেন, সেটা অসম্ভব না। কিন্তু তারপরও তার মন বলছে কোথাও কোন সমস্যা আছে।

সমস্যাটা কি বোঝার জন্য বেশি সময় অপেক্ষা করতে হলো না। কানের পেছনে ঠান্ডা একটা স্পর্শ পেলেন, থপ করে শব্দ হলো। তাকিয়ে দেখার সময় পান নি কে আঘাত করেছে, তার আগেই জ্ঞান হারালেন।

* * *

নিজের মাঝে দিনদিন বুনোভাব প্রকট হতে দেখছে সে। গত কয়েকমাসে সভ্য জগতের সাথে থেকে অনেক কিছুর সাথে তাল মিলিয়ে চলার একটা চেষ্টা ছিল। অথচ এখানে আসার পর আবার সব আগের মতো হয়ে গেছে।

একটানা হাঁটতে খারাপ লাগছে না তার। এই পথঘাট তার অপরিচিত। সামনের লক্ষ্যও অজানা। শুধুমাত্র একটা বিশ্বাসের উপর ভর করে এগিয়ে চলেছে সে। পরনের কাপড়চোপড় বলতে শুধু একটা প্যান্ট পরনে। গায়ের উপর গেঞ্জিটা ছিড়ে গেছে তাই গতরাতেই সেটা ফেলে দিয়েছে মিচনার। লম্বা ধারালো একটা পাথর নিজের মতো করে গড়ে নিয়েছে। সেটা দিয়ে ছোটখাট একটা হরিন শিকার করতে খুব একটা অসুবিধা হয় নি। রান্না করার ঝামেলা বাদ দিয়ে কাঁচা মাংস খাওয়ায় ফিরে যেতে খুব একটা সমস্যা হয় নি তার।

ভোরে রওনা দিয়েছে মিচনার। হাইওয়ে এড়িয়ে তার এক পাশ দিয়ে এগিয়ে চলেছে। হাইওয়েতে সবসময় কিছু না কিছু গাড়িঘোড়া থাকবেই, প্রচন্ড শীতল এই অঞ্চলে নগ্নগাত্র একজন মানুষকে দেখলে যে কেউ অবাক হতে বাধ্য। কেউ অবাক হোক তা চায় না মিচনার, কারো চোখে না পড়াই ভালো।

হাইওয়ের পাশ দিয়ে এই পথ ধরে যেতে যেতে একসময় না একসময় কাংখিত গন্তব্যে পৌঁছাবে, এই ধারনা মোটামুটি নিশ্চিত। এখন দরকার শুধু ধৈর্য্য।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৫

ঠিক সন্ধ্যার পর পর এলো রামহরি। লোকটাকে দেখে বেশ ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। কোনমতে গাড়ি থেকে নেমে এলো হাতে বড় সড় একটা সুটকেস নিয়ে। তার পেছন পেছন লম্বা, শ্যামলা যে অতিথি এলো তাকে দেখে বেশ অবাক হলেন ডঃ কারসন। প্রফেসর সুব্রামানিয়ামের সাথে বাহ্যত কোন মিলই নেই ডঃ লতিকার। বয়স ত্রিশ পার হয়েছে কি না সন্দেহ, সন্ধ্যার এই পরিবেশে অদ্ভুত দেখাচ্ছিল, বহুদিন এতো চমৎকার কোন মেয়ে চোখে পড়ে নি। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে মেয়েটা পূর্বপরিচিত।

মেয়েকে দেখে আবেগে আপ্লুত হলেও তা সামলে নিলেন প্রফেসর। লতিকা এসে সরাসরি তার বাবার পা ছুঁয়ে প্রনাম করলো। দেখে আরো অবাক হলেন ডঃ কারসন। এরা সংস্কার ত্যাগ করে না কখনো, যেখানেই থাকুক না কেন। ডঃ কারসনের সাথে হাত মেলাল সাবলীল ভঙ্গিতে। এবার সুরেশের পালা। তার সামনে এসে দু'হাত জোড় করে প্রনাম করলো লতিকা। হেসে অভর্থ্যনা জানালো সুরেশ, যদিও রামহরিকে সে থামাবার চেষ্টা করেছে যথেষ্ট।

একটু দূরে সন্দীপ দাঁড়ানো। ওদিকে যাওয়ার প্রয়োজন মনে করলো না যেন লতিকা। রামহরির দিকে তাকাল।

"কাকা, আমার থাকার ব্যবস্থা কি?"

"তোমার জন্য আলাদা ব্যবস্থা করে রেখেছি যাওয়ার আগেই," হেসে বলল রামহরি, "আমার পেছন পেছন এসো।"

লতিকা রামহরিকে অনুসরন করে সামনে এগুলো। হয়তো বাড়তি কোন কুঁড়ে ব্যবস্থা করে রেখেছে রামহরি। তাই চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই।

"ডঃ কারসন," এগিয়ে এসে বললেন প্রফেসর, তাকে কিছুটা বিব্রত মনে হচ্ছে।

"বলুন।"

"জানি না, কিভাবে বলবো," একটু চিন্তা করছেন প্রফেসর, "আমার এই শরীরে অভিযানটা খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। আমি তাই বিশ্রাম চাইছি।"

"বিশ্রাম? তা কি করে সম্ভব? এটা আপনার আগেই ভাবা দরকার ছিল প্রফেসর," যথাসম্ভব কোমল করে বলার চেষ্টা করলেন ডঃ কারসন, কিন্তু সেভাবে নিজেকে সামলাতে পারলেন না।

"জানি আপনি বিরক্ত হবেন, কিন্তু কি করবো?"

"আপনি এখন কি করতে চাইছেন?"

"আমি চলে যাচ্ছি, আমার বদলে লতিকা থাকল," আড়চোখে তাকালেন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রফেসর, "যদিও ইচ্ছে ছিল না ওকে একা রেখে যাওয়ার, কিন্তু এমন জেদ ধরেছে যে না করে পারি নি।"

"আমাদের এই অভিযান সম্পর্কে সবকিছু খুলে বলেছেন আপনার মেয়েকে?"

"সব খুলে বলি নি, সেটা আপনার উপর ছেড়ে দিয়েছি। আমার মেয়ে চায় নি তার বাবা এই বয়সে কোন অভিযানে যাক, বরং এই কাজে সে নিজে যথেষ্ট আগ্রহী।"

"আপনি নিশ্চিত এতে কোন সমস্যা হবে না," ডঃ কারসন বললেন, তাকে কিছুটা নরম মনে হলো।

"আমি জানি কোন সমস্যা হবে না," বেশ দৃঢ় গলায় বললেন প্রফেসর, একটু দূরে দাঁড়ানো সন্দীপের দিকে একটা চাহনি দিলেন, যা ডঃ কারসনের নজর এড়ালো না।

"কাজটা যদিও ঠিক হয় নি, কিন্তু একজন বুদ্ধিমান লোক হিসেবে আপনি যা করেছেন তার উপর আর কথা চলে না," ডঃ কারসন বললেন।

প্রফেসর চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষন, তার চেহারায় অপরাধবোধ ফুটে উঠেছে। ডঃ কারসন এখন ব্যাপারটাকে স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করছেন। লতিকা যেহেতু একজন প্রত্নতত্ত্ববিদ সে হয়তো প্রফেসরের চেয়ে আরো বেশি কাজে আসবে। কিন্তু সমস্যা একটা থেকেই যাচ্ছে। সন্দীপের সাথে লতিকার সম্পর্কও খুব একটা ভালো বলে মনে হয় নি। দু'জন কেউ কারো দিকে তাকায় নি পর্যন্ত, ব্যাপারটা চোখ এড়িয়ে যায় নি ডঃ কারসনের।

"আচ্ছা, আপনি যান, রাতে এই ব্যাপারে কথা বলবো," ডঃ কারসন বললেন। বেশ ক্লান্ত লাগছিল, প্রফেসর সুব্রামানিয়ামকে দরকার ছিল এই অভিযানে, বেশ অভিজ্ঞ মানুষ, তার বদলে মেয়েটাও হয়তো খুব একটা খারাপ করবে না। প্রফেসরকে নিয়ে একটা সমস্যা অবশ্য ছিল, একটু আরামপ্রিয় মানুষ লোকটা, এইসব অভিযানের সাথে ঠিকঠাক যায় না।

প্রফেসর চলে গেলেন। বেশ কিছুক্ষন চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন ডঃ কারসন। কিছু একটা তার চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে। সুরেশ মনে করিয়ে দিলো ব্যাপারটা।

"ডঃ আরেফিনকে দেখছি না," সুরেশ বলল, "উনি কি বের হন নি?"

"বের তো হবার কথা," চিন্তিত গলায় বললেন ডঃ কারসন। "আমি রুমে যাচ্ছি।"

"চলুন, আমিও আপনার সাথে যাবো," সুরেশ বলল।

সন্দীপ দেখছিল সবকিছু। কিছু বলে নি এখন পর্যন্ত।

"আমিও আসছি,"বলে পিছু নিলো সন্দীপ।

কুঁড়েগুলোর অবস্থান কাছাকাছি। ডঃ আরেফিনের কামরার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সবাই। দরজার দিকে এগিয়ে গেল সুরেশ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"ডঃ আরেফিন," দরজায় নক করলো সুরেশ।

কোন সাড়া নেই ভেতর থেকে।

এবার একটু জোরে চাপ দিলো সুরেশ, খুলে গেল দরজাটা। রুমে বাতি জ্বলছে। বিছানা সুন্দর করে সাজানো। বিছানার একপাশের টেবিলে ল্যাপটপটাও দেখা যাচ্ছে।

ভেতরে কেউ নেই।

* * *

ঠিক কোথায় আছেন বুঝতে পারছেন না, জায়গাটা অন্ধকার, নীরব এবং শীতল। চেয়ারের সাথে হাত-পা বেঁধে বসিয়ে রাখা হয়েছে তাকে। এমনভাবে বেঁধেছে নড়ার কোন উপায় নেই। মুখও আটকানো, টেপ দিয়ে। মাথা ঘুরিয়ে ডানে-বামে তাকানোর চেষ্টা করলেন, ঘাড় ঘোরাতে গিয়ে বুঝতে পারলেন ঘাড়ের পেছন দিকে ব্যথা। বুঝতে পারছেন পেছনের চুলগুলো জমাট বেঁধে শক্ত হয়ে আছে, সম্ভবত রক্ত জমাট বেঁধে শুকিয়ে গেছে। পেছন থেকে কেউ তাকে আঘাত করেছিল। এই ধরনের আঘাতে মৃত্যুও হতে পারে এই ধারনা হয়তো আক্রমনকারির ছিল না।

ঘরটা গুমোট, বাতাস একদম ঢোকে না মনে হচ্ছে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তার। ঠিক কতোক্ষন এভাবে বসে আছেন বুঝতে পারছেন না। ঘন্টা খানেক হতে পারে, আবার একদিনও হতে পারে। বাইরে দিন না রাত সেটা বোঝারও কোন উপায় নেই। চুপচাপ চোখ বন্ধ করে ভাবার চেষ্টা করলেন। মাথায় কিছু আসছে না। কে আক্রমন করতে পারে? ঐ চায়নীজরা? ওরাই সম্ভবত। এর আগে রাস্তায় রীতিমতো বন্দুক যুদ্ধ হয়েছিল তিব্বত সীমান্তে আসার পথে। সুরেশের কারনে সে যাত্রা রক্ষা পেয়েছিল সবাই। কিন্তু এখন কি হবে? ডঃ কারসনরা কি এতোক্ষনে টের পেয়েছে কিছু? ওরা কি তাকে খুঁজবে নাকি তাকে ছাড়াই এগিয়ে যাবে? প্রশ্নগুলো মাথায় ঘুরছে। উত্তর পাওয়ার কোন উপায় নেই।

কোথাও কোন শব্দ নেই, অসহ্য লাগছে তার। এমন অসহায় অবস্থায় পড়ার কথা কখনো মাথায় আসে নি। এসব পরিস্থিতিতে কি করতে হবে তাও জানা নেই। তবে মাথা ঠান্ডা রাখা দরকার।

হঠাৎ মনে হলো খুট করে কোথাও শব্দ হলো। হ্যা, শব্দের উৎসের দিকে তাকিয়েছেন তিনি। ঘরটা দরজা-জানালাহীন মনে হলেও দরজা আছে, সেই দরজা খুলেছে। দরজার ওপাশে কে আছে বোঝা যাচ্ছে না। হাল্কা আলো আসছে দরজার ফাঁক দিয়ে। এবার শীর্নকায় একটা দেহ দেখতে পেলেন তিনি। চেহারা বোঝা যাচ্ছে না আলোর বিপরীতে থাকার কারনে। প্রায় নিঃশব্দে তার সামনে

www.BanglaBook.org

এসে দাঁড়াল লোকটা। এতো কাছে লোকটার পরনের জ্যাকেটের দূর্গন্ধ নাকে লাগছে তার। মুখ সরিয়ে নেয়ারও উপায় নেই। বাইরে থেকে দরজা লাগিয়ে দিলো কেউ। একশ ওয়াটের একটা বাল্ব জ্বলে উঠেছে রুমটায়।

এদিক-ওদিক তাকানোর কোন অবস্থা নেই, সামনে দাঁড়ান লোকটার চেহারাও দেখতে পাচ্ছেন না। চেয়ার ঝাকিয়ে উঠলেন তিনি। নিজেকে ছাড়াবার প্রানপন চেষ্টা করলেন, যদিও জানেন তাতে বাঁধন একটুও ঢিলে হবে না।

লোকটা এবার দূরে সরে দাঁড়াল। একটা চেয়ার এনে বসল ঠিক তার মুখোমুখি। পরনে জিন্সের প্যান্ট, উপরার্ধ্বে জ্যাকেট। বাদামী চেহারায় হাজার আঁকিবুঁকি। মাথায় চুল প্রায় নেই বললেই চলে। চোখ দুটো কোটরাগত, বাদামী চোখের মনি। এই লোকটাকে আগে কোথাও দেখেছেন তিনি, মনে করতে পারছেন না।

"ডঃ কামাল আরেফিন?" গম্ভীর কণ্ঠে বলল লোকটা, চমৎকার ইংরেজি, একেবারে বৃটিশ একসেন্ট।

উত্তর দেয়ার উপায় নেই। তাকিয়ে দেখছেন শুধু সামনের চেয়ারে বসা মানুষটাকে। এঁকে কোথাও দেখেছেন, খুব বেশি দিন আগের কথা না। কিন্তু কোথায়?

হাত বাড়িয়ে মুখের উপর লাগানো টেপটা একটানে খুলে ফেলল মানুষটা। ব্যথায় ককিয়ে উঠলেন তিনি।

"ডঃ কামাল আরেফিন," আবার বলল লোকটা, "আমি আপনার পরিচিত," হাসল। "কিছুদিন আগেই আমাদের দেখা হয়েছে।"

চোয়াল ঝুলে যাবার অবস্থা ডঃ আরেফিনের। হ্যা, এই লোকটার সাথে দেখা হয়েছে, তাও খুব অল্প সময়ের জন্য। সেটা সম্পূর্ন এক ভিন্ন পরিস্থিতিতে, এখানে এই অবস্থায় আবার দেখা হবে তা কল্পনা করাও কঠিন। তখনকার চেহারা কিংবা বেশভুষার সাথে এখনকার পোশাক-আশাকের অনেক অমিল। সাধারন একজন তিব্বতি লামা কিভাবে অপহরণকারী হয়ে গেল ভাবতেই অবাক হচ্ছেন ডঃ আরেফিন। এই লোকটার উদ্দেশ্য কি?

"হ্যা, মনে পড়েছে," ডঃ আরেফিন বললেন। "সম্পূর্ন ভিন্ন অবস্থায় এবং ভিন্ন পরিস্থিতিতে।"

হাসল লোকটা, হাসলে চোখ প্রায় দেখা যায় না বুড়োর, বয়স সত্তুরের কম হবে বলে মনে হলো না ডঃ আরেফিনের কাছে। এই বয়সেও শরীর যথেষ্ট শক্তিশালী।

"হ্যা," বলল লোকটা, "অনেক দিন ধরেই খুব শান্তিতে বাস করে আসছিলাম আমরা। হঠাৎ উপদ্রব হয়ে এসেছেন আপনারা।"

"কাদের শান্তি নষ্ট করেছি আমরা, বুঝলাম না," অবাক হলেন ডঃ

www.BanglaBook.org

আরেফিন।

"ডঃ আরেফিন, খুব বেশি কিছু বলবো না," গলা একটু নীচু করলেন বুড়ো, "আমাদের সংগঠনটার বয়স হাজার বছরের বেশি। অথচ খুব বেশি কাউকে আমাদের সামলাতে হয় নি একটানা। কিন্তু গত কিছুদিন ধরেই হঠাৎ লোকজন খোঁজ করতে শুরু করেছে, আসতে শুরু করেছে, এটা আমাদের পছন্দ না।"

"আপনারা কারা?"

"আমরা সাধারন জনগন, তিব্বতি শান্তিপ্রিয় মানুষ।"

"তিব্বতের শান্তিপ্রিয় মানুষদের আমরা কী ক্ষতি করতে এসেছি? আপনার যদি সেরকম কোন ধারনা থাকে সেটা ভুল।"

"আপনারা সাম্ভালা খুঁজতে এসেছেন, এতেই আমাদের শান্তি ভঙ্গ হয়েছে," চাপা গলায় বললেন বুড়ো।

"এমন একটা জিনিসের অস্তিত্ব যদি থেকে থাকে তাহলে তা খুঁজে বের করা আমাদের দায়িত্ব বলে মনে করি আমি।"

"আপনি মনে করলেই তো হবে না মিঃ আরেফিন," এবার গলার স্বর আরো নীচে নামিয়ে আনলেন বুড়ো, প্রায় ফিসফিস করে বললেন, "এর পরিনতি যে ভালো হবে না তা হাড়ে হাড়ে টের পাবেন।"

চুপচাপ শুনলেন ডঃ আরেফিন, কিছু বলার থাকলেও এখন কথা বাড়ানো ঠিক হবে না।

"গত পঞ্চাশ বছরে সাম্ভালা নিয়ে কোন আলোচনা হয় নি, কেউ নাক গলাতে আসে নি আমাদের গোপন দুনিয়ায়, অথচ এখন কয়েকটা দল এসে হাজির, জার্মান শালাদের নরকে পাঠিয়েছিলাম যেমন, তেমনি আপনাদের সাথেও একই ব্যবহার করা হবে," উঠে দাঁড়ালেন বুড়ো, "ঐ জার্মানদের এক বংশধরও হাজির, ওকে আগে উচিত শিক্ষা দিতে হবে।"

"জার্মান বংশধর? কে সে?" অবাক হয়ে বললেন ডঃ আরেফিন।

"ডঃ নিকোলাস কারসন, আর কে?" বলে বেরিয়ে গেলেন বুড়ো।

পুরো ঘরটা আবার আগের মতো অন্ধকার, শব্দহীন হয়ে এলো। চুপচাপ চেয়ারে বসে রইলেন ডঃ আরেফিন। এর আগে জানা ছিল ভদ্রলোক রাশিয়ান বংশোদ্ভুত, বড় একটা তথ্য লুকিয়েছেন ডঃ কারসন, কিন্তু কেন?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৬

বাড়িটা পরিচিত, বিপদের মধ্যে এখানেই আশ্রয় পেয়েছিল একসময়। তাই অনেকদিন পর উঠোনে পা দিয়ে কেমন অপরাধবোধ কাজ করছে রাশেদের মনে। ডঃ আরেফিনের সাথে সবসময় যোগাযোগ রাখা উচিত ছিল তার। তিনি সাহায্য না করলে আজ হয়তো বন্ধু হত্যার দায়ে জেলে পচে মরতে হতো।

সাথে রাজু আছে, বেশ কাচুমাচু হয়ে আছে, কেন কে জানে। নিচের ড্রইং রুমে বসে অপেক্ষা করছে রাশেদ। ডঃ আরেফিনের স্ত্রীকে খবর দেয়া হয়েছে। দোতলার সিঁড়ি বেয়ে তাকে নামতে দেখে উঠে দাঁড়াল রাশেদ।

"স্যরি, তোমাদের বসিয়ে রাখার জন্য," উল্টোদিকের সোফায় বসতে বসতে বললেন ভদ্রমহিলা।

"অসুবিধা হয় নি। আপনি ভালো আছেন?" বলল রাশেদ।

"আছি। কিন্তু তিনি কেমন আছেন, কোথায় আছেন তাই বুঝতে পারছি না," বেশ নরম গলায় বললেন আফরোজা আরেফিন। রাশেদ তাকাল, গতবার অনেক বিপদের মধ্যেও এই মহিলার মধ্যে একধরনের দৃঢ়তা চোখে পড়েছিল, সহজে ভেঙে পড়ার মানুষ তিনি নন।

"কোন খবর, কিংবা শেষ কি কথা হয়েছিল আপনাদের মধ্যে?"

"শেষ কথা হয়েছিল বেশ কিছুদিন হয়ে গেল, বলল তিব্বত সীমান্তের দিকে যাচ্ছি, সেখান থেকে যোগাযোগ করা কঠিন হবে," বললেন আফরোজা আরেফিন, "কথায় বুঝলাম বেশ ঝামেলায় আছেন।"

"কি রকম ঝামেলা কিছু আঁচ করতে পারলেন?"

"না, তিনি আমাকে কখনোই খুলে বলবেন না, কারন তিনি চান না আমি ভয় পাই," এবার ভদ্রমহিলার চোখে পানি দেখতে পেল রাশেদ।

"কি উদ্দেশ্যে তিনি সেখানে গিয়েছেন, আপনি কিছু জানেন?"

"ওরা বের হয়েছে সাম্ভালার খোঁজে?"

"'সাম্ভালা'," একসাথে বলে উঠে রাশেদ আর রাজু। রাজু এতোক্ষন চুপচাপ বসে ছিল, এখন নিজেকে সামলাতে পারলো না।

"হ্যা, সাম্ভালা, তবে সেটা কী আমি জানি না।"

"কাউকে চেনেন, কিংবা নাম জানেন, তার সঙ্গিদের?"

"দলনেতাকে তুমি চিনতে পারো, ডঃ নিকোলাস কারসন," আফরোজা আরেফিন বললেন, "এর আগে বাংলাদেশে এসেছিলেন, কিডন্যাপ হয়ে হৈচৈ ফেলে দিয়েছিলেন।"

"ভদ্রলোকের সাথে দেখা হয়েছিল একবার, ডঃ আরেফিন নিয়ে গিয়েছিলেন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উনার কাছে।"

"আমার মন বলছে উনি বিপদে আছেন, নইলে এ কয়দিনে যোগাযোগ হতো আমাদের মধ্যে," আফরোজা বললেন।

"উনি ঠিক কোথায় আছেন বলে আপনার ধারনা?" জিজ্ঞেস করল রাশেদ।

"নেপালে, তিব্বত সীমান্তের কাছাকাছি কোথাও, যাওয়ার পথে তাদের গাড়িতে কারা নাকি গুলিও করেছিল।"

"তাহলে তো কেস সিরিয়াস," রাজু বলল।

"হ্যা, আমারও তাই ধারনা," রাশেদ বলল, "আমরা এখন কি করতে পারি? আমি কখনো দেশের বাইরে যাই নি, পাসপোর্ট নেই, ভিসা নেই।"

"সেগুলো নিয়ে চিন্তা করো না, তুমি রাজি থাকলে অল্প কয়েকদিনের মধ্যে সব ব্যবস্থা করে ফেলতে পারবো আমি, ইমার্জেন্সি বলে একটা কথা আছে।"

"আর আমার একজন সঙ্গি দরকার, একেবারে একা যাওয়াটা একটু বিপজ্জনক হয়ে যায় আমার জন্য।"

"আমার ছোট ভাই যেতে পারে তোমার সঙ্গে, কিংবা তোমার যদি কেউ থাকে তুমি সাথে নিতে পারো, আমার কোন আপত্তি নেই, তার খরচও আমি বহন করবো।" আফরোজা আরেফিন বললেন।

রাজু তাকাল রাশেদের দিকে।

"ঠিক আছে, আমি আর রাজু যাচ্ছি তাহলে," রাশেদ বলল।

"কাল সকালে আমার এক ভাই তোমার সাথে যোগাযোগ করবে, পাসপোর্ট আর ভিসার জন্য কাগজপত্র চাইবে, তোমরা দু'জন সব ওর হাতে দিও, বাকিটা সে করে নেবে।"

"ঠিক আছে, আমরা তাহলে উঠি," রাশেদ বলল।

"অনেক দিন পর এসেছো, দুপুরে খেয়ে যাও," আফরোজা আরেফিন বললেন।

"আরেকদিন এসে খাবো, আজ যাই," বলল রাশেদ, রাজুকে ইশারা করলো উঠে পড়ার জন্য।

দরজা পর্যন্ত ওদের এগিয়ে দিলেন আফরোজা আরেফিন। বুকের উপর থেকে দারুন এক ভার নেমে গেছে তার। এখন অনেকগুলো টাকার প্রয়োজন হবে, কাল সকালে ব্যাংক থেকে তুলে নেবেন। এই দুজনের উপর ভরসা করতে হবে, রাশেদকে বিশ্বাস করা যায় যে কোন মূল্যে, ওর সঙ্গীও নিশ্চয়ই খারাপ হবে না। এখন সব ঝামেলা শেষ করে ওদের দুজনকে নেপালে পাঠানো দরকার, যতো দ্রুত সম্ভব।

মোবাইল ফোন তুলে পরিচিত একজনের নাম্বার ডায়াল করলেন তিনি।

www.BanglaBook.org

* * *

এতো সুন্দর মুখ, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মিচনার, চারপাশ কেমন অদ্ভুত সুন্দর, মায়াময়। আলো আধারীতে কেমন মায়াবী লাগছে সবকিছু।

"তুমি কেমন আছো মিচনার?" অনেক দূর থেকে যেন ভেসে আসে প্রশ্নটা, প্রায় ফিসফিস করে বলা শব্দগুলো বাতাসে কেমন আলোড়ন তোলে।

"আমি...আমি..." চারপাশে তাকায় মিচনার, যেন উত্তর আশপাশেই আছে, সে খুঁজে পাচ্ছে না।

"তোমার সাথে অনেকদিন পর দেখা," হাল্কা হাসির শব্দে কেঁপে উঠে মিচনার, এতো মোহময় হাসি হতে পারে কারো, এতো স্বচ্ছ, এতো নির্মল!

"তুমি কে? কি চাও আমার কাছে?"

"লক্ষ্যের খুব কাছাকাছি চলে এসেছো তুমি, যখনই মনে হবে আমাকে দরকার, ডাকবে," কানে কানে ফিসফিস করে বলল ছায়ামূর্তিটা।

"কি নামে ডাকবো তোমাকে?"

খিলখিল হাসি ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে, যেন এরচেয়ে মজার কথা শোনে নি ছায়ামূর্তি।

"কোন নামে ডাকতে হবে না, আমি আসবো, আমরা আসবো।"

ছায়াময় মূর্তিটা মিচনারের চারপাশে পাক খেল, পাতলা ফিনফিনে সিল্কের পোশাক পড়া নারীদেহ, মাথাভর্তি কালো চুল, লাল টকটকে ঠোঁট আর বাঁকা চাহনি, তাকে অস্থির করে তুলেছে, দু'হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল মিচনার। কিন্তু নেই, কিছু নেই। যেন কেউ ছিল না কখনো। সে একাই দাঁড়িয়ে আছে।

এই সুন্দর মুখটাই সে দেখেছিল অনেক অনেক দিন আগে, যখন সে মানুষ ছিল! সাধারন এক নাবিক ছিল, যার তখনো বয়স হয় নি পৃথিবীকে জানার, চেনার। সব যেন দুলছিল, ভাসছিল তার আশপাশে। সে নিজেও ভাসছিল, পানির নীচে না উপরে পরিষ্কার মনে নেই। মনে হয়েছিল পৃথিবীর বাইরে অন্য কোন জগতে চলে গেছে সে। সেই জগতে এই অদ্ভুত সুন্দর মুখশ্রীর মানুষ বাস করে। টানা টানা কালো চোখগুলো তুলনাহীন, ঢেউ খেলানো চুলগুলো দুলছিল সেই সুন্দর মুখশ্রীর চারদিকে। চোখে ইশারা, যেন আরো কিছু বলতে চায়, কিছু দেখাতে চায়।

সুন্দরী মেয়েটার হাতে একটা কিছু ছিল, পরিষ্কার মনে পড়ছে, একটা পানপাত্র, স্বচ্ছ কাঁচের তৈরি, উপরের দিকে কিছুটা বাঁকানো। ইশারায় সেটা নিতে বলেছিল মেয়েটা। মন্ত্রমুগ্ধের মতো আদেশ পালন করেছিল মিচনার, পানপাত্রটা হাতে নিয়ে স্থির হয়ে কিছুক্ষন তাকিয়ে ছিল সে। টলটলে স্বচ্ছ এক ধরনের পানীয় ইশারায় পান করতে বলছে মেয়েটা। যন্ত্রচালিত পুতুলের মতো তা পান করে

www.BanglaBook.org

নিয়েছিল মিচনার, চোখ বন্ধ করে। তখন জানতো না কি হবে সামনে, মৃত্যু! না, মৃত্যু তার হয় নি। বরং অতি দীর্ঘ অমানবিক এক জীবনের অধিকারী হয়েছে সে। ঐ অদ্ভুত পানীয়ের স্বাদ এখনো লেগে আছে মুখে।

চোখ খুলতেই নিজেকে ছোট একটা গাছে হেলান দেয়া অবস্থায় পেল মিচনার। এতোক্ষন যা দেখছিল স্বপ্ন! নাকি সত্যি কিছু? তার এই দীর্ঘ জীবনের রহস্য কী? স্বপ্নে দেখা সেই পানীয় যা এক সুন্দরীর হাত থেকে পেয়েছিল, নাকি সেটা কোন স্বপ্ন ছিল না? সেটা ছিল অতি বাস্তব! সেই সুন্দরী কে? কোথায় থাকে? কি উদ্দেশ্য ছিল মেয়েটার? নাকি এটা সে রকম কোন মিথ যা সত্যি হয়ে গেছে তার বেলায়? ফাউন্টেন অফ ইয়ুথের পানি পান করেছে সে, তাও এক জলকন্যার হাতে! হতে পারে আবার নাও হতে পারে। তবে যাই হোক না কেন কোন এক রহস্যময় কারনে তার এই দীর্ঘ জীবন। সেই জীবনের আবার লক্ষ্যও আছে! হাসল মিচনার। ঠিক তার মতোই একজনকে হারাতে হবে। প্রকৃতি দুজনকে সহ্য করবে না। তাদের একজনকে মরতে হবে, আরেকজনের হাতে। কার হাতে কে মরবে সেটা সময়ই বলে দেবে। হয়তো প্রকৃতিই তাকে বেছে নিয়েছে, মেয়েটা সেই রহস্যময় প্রকৃতির একটা অংশ ছাড়া আর কিছুই না। নিজের উপর পূর্ন আস্থা আছে মিচনারের, আরো হাজার বছর বাঁচতে তার কোন আপত্তি নেই। জীবন, তা সে যে রকমই হোক, সবসময় আনন্দময়, মৃত্যু এক বিভীষিকার নাম। না, সে মরতে পারে না, মরতে হবে ঐ দ্বিতীয় জনকে।

উঠে দাঁড়াল মিচনার। যতো এগুচ্ছে ততো কাছাকাছি চলে আসছে লক্ষ্যবস্তুর। চোখ বন্ধ করে বাতাসে নাক পাতল মিচনার। বিপদের গন্ধ ভাসছে বাতাসে। সন্ধে হয়ে এসেছে, রাতটা নিরাপদে কাটানোর ব্যবস্থা করা দরকার। গা ঝাড়া দিয়ে সামনে এগুলো মিচনার। ছোট এই টিলামতো জায়গা থেকে সাপের মতো পেঁচিয়ে এগিয়ে যাওয়া রাস্তাটা বেশ সুন্দর দেখা যাচ্ছে। আজ রাতটা এখানেই কাটাবে বলে মনস্থির করলো মিচনার। তার আগে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। আগুনের ঝামেলা বাদ দিয়ে এখন পুরো কাঁচা খাওয়ায় বিশ্বাসী সে। চারপাশে তাকাল। তেমন কিছু দেখা যাচ্ছে না। বিরক্তিতে চোখ কুচকাল মিচনার। আরো একটু দূরে যাযাবর রাখালদের একটা তাঁবু চোখে পড়ল। ওখানে নিশ্চয়ই ছাগল, ভেড়া কিছু একটা পাওয়া যাবে। আশা নিয়ে টিলার ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করলো মিচনার।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৭

ডঃ আরেফিন নেই, কোথায় যেতে পারেন কোন ধারনাই করতে পারছে না কেউ। এই অচেনা জায়গায় কাউকে না বলে কোথাও যাওয়ার কথা নয় ভদ্রলোকের। নিজের কুঁড়েতে ফিরে এসেছেন ডঃ কারসন। এখানে দেরী করার কোন সুযোগ নেই। এমনিতেই অনেক সময় পার হয়ে গেছে, যতো সময় নষ্ট হবে বিপদের মাত্রা ততো বাড়বে। ডঃ আরেফিনের আকস্মিক অন্তর্ধান এর প্রমান। ভদ্রলোক একা একা কোথাও যাবেন না, অন্তত ডঃ কারসনকে না বলে, এটুকু বিশ্বাস তার আছে। এই অভিযানে একমাত্র ডঃ আরেফিনের উপরই কিছুটা ভরসা ছিল। কিন্তু এখন তিনি না থাকায় কি করবেন, কিভাবে করবেন না তা নিয়ে দ্বিধায় পড়ে গেছেন তিনি।

দরজায় নক হলো, সুরেশ দাঁড়িয়ে। তার পেছনে সন্দীপকেও দেখা যাচ্ছে।

ইশারায় দু'জনকে ভেতরে ঢুকতে বললেন ডঃ কারসন।

সন্দীপ একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসেছে, সুরেশ দাঁড়িয়ে আছে, উশখুশ করছে।

"কিছু বলবেন, সুরেশ?"

"ডঃ আরেফিন, তিনি সম্ভবত কিডন্যাপ হয়েছেন।" সুরেশ বলল।

"কিভাবে বুঝলেন কিডন্যাপ হয়েছেন?" ডঃ কারসন জিজ্ঞেস করলেন, মনে মনে তিনিও জানেন এটা ঘটার সম্ভাবনাই বেশি।

"একটা জায়গায় ধ্বস্তাধ্বস্তির চিহ্ন দেখলাম, বেশ কিছু জুতোর ছাপ, যা আমাদের কারো সাথে মেলে না," সুরেশ বলল।

উত্তর দিলেন না ডঃ কারসন, দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তার বুক চিরে।

"আমরা এখন কি করবো?" এবার মুখ খুললো সন্দীপ, দলনেতার দিকে তাকিয়ে আছে উত্তরের অপেক্ষায়।

"আমরা রওনা দেবো, কাল সকালেই।"

"ডঃ আরেফিনকে ছাড়া?"

"হ্যা, এছাড়া আমাদের কোন উপায় নেই।"

"উনি আমাদের সঙ্গি ছিলেন, এভাবে তাকে আমরা রেখে যেতে পারি না," এবার নিজের অজান্তেই গলা চড়াল সন্দীপ।

"হ্যা, সঙ্গি ছিলেন, কিন্তু আমাদের যে উদ্দেশ্য তাতে দেরি করার মতো সময় হাতে নেই। আমার জায়গায় থাকলে তিনিও তাই করতেন।"

"কিন্তু..."

"ডঃ কারসন ঠিকই বলেছেন মিঃ সন্দীপ," এবার সুরেশ বলল, "এখানে বসে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থেকে শত্রুপক্ষের সহজ শিকার হওয়ার কোন ইচ্ছে আমার নেই। এরচেয়ে এগিয়ে যাই। ডঃ আরেফিনকে উদ্ধার করার ব্যবস্থা আমি করবো।"

"ঠিক আছে, আরেকটা কথা..."

ডঃ কারসন তাকালেন সন্দীপের দিকে, বেশি কথা শুনতে তার এখন ভালো লাগছে না। ডঃ আরেফিনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে বারবার। অপহৃত হয়ে থাকার পরিস্থিতিতে তিনি পড়েছিলেন একবার, নিজেকে কেমন অসহায় লাগে তা ভালোমতোই জানা আছে।

"বলে ফেলুন মিঃ সন্দীপ?"

"প্রফেসর কি আমাদের সাথে যাচ্ছেন না?"

"না, তিনি এখান থেকেই ফিরে যাবেন, তার পরিবর্তে যোগ দিচ্ছেন ডঃ লতিকা," ডঃ কারসন বললেন।

"আচ্ছা, আমি যাই," বলে বেরিয়ে গেল সন্দীপ, যেন যা জানার তা জেনে ফেলেছে।

"সুরেশ, আপনি ডঃ লতিকাকে খবর দিন, ওর সাথে কথা বলা দরকার," ডঃ কারসন বললেন।

সুরেশও বের হয়ে গেল। সত্যি কথা বলতে প্রফেসর চলে যাচ্ছেন বলে খুব একটা খারাপ লাগছে না ডঃ কারসনের। এই ধরনের অভিযানের জন্য এখন তার ফিট নন ভদ্রলোক, এর চেয়ে তার মেয়ে হয়তো ভালো কাজে আসবে।

পায়চারি করতে করতে সামনের করনীয়গুলো ঠিক করতে লাগলেন ডঃ কারসন, ডঃ আরেফিনকে ছাড়া সব কিছুই কেমন জটিল হয়ে যাচ্ছে।

* * *

সকাল সকাল পৌঁছেছেন তিনি কোদারি গ্রামে। সাথে বিনোদ চোপড়া আর যজ্ঞেশ্বর তো আছেই। যাত্রায় সুবিধার জন্য মালপত্র অনেক কমিয়ে এনেছেন, বিশেষ করে তাঁবুগুলো, ওগুলো নিয়ে চলাফেরা করা সমস্যা, সামনে তিব্বত সীমান্ত পাড়ি দেয়ার সময় যতো হাল্কা থাকা যাবে ততোই মঙ্গল। শুধু কিছু গরম কাপড়চোপড় নিয়েছেন, বিনোদ চোপড়া আর যজ্ঞেশ্বরের জন্য।

দূর থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল সবাইকে, বেশ কিছু কুঁড়ে ঘর সারি বেঁধে তৈরি করা হয়েছে, মাঝখানের ফাঁকা অংশটায় দাঁড়িয়ে সবাই। শুধু একজন নেই। গাছের আড়াল থেকে আরো কিছুক্ষন তাকিয়ে রইলেন তিনি। কোথাও যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে সবাই। একজন নারী সদস্যও দেখা যাচ্ছে, যাকে এই প্রথম দেখলেন তিনি। আধুনিক পোশাক পরনে, চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে যথেষ্ট দৃঢ়চেতা এই মেয়ে।

www.BanglaBook.org

বোঝার চেষ্টা করছেন কি হচ্ছে, দলটা সম্ভবত তাদের পরবর্তী গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছে। কিন্তু ঐ ভদ্রলোককে ছাড়া? তিনি কি দলত্যাগ করেছেন? এরকম তো হবার কথা নয়। মনে মনে ভাবলেন তিনি।

তবে দু'জন দলত্যাগ করছে এটুকু পরিষ্কার বুঝলেন, বয়স্ক ভদ্রলোক আর তার সহকারি। এই দুজনের নাম জানেন না তিনি। মেয়েটাকে বেশ কিছুক্ষন জড়িয়ে ধরে বিদায় নিয়েছেন বয়স্ক লোকটা, বাকিদের সাথে সৌজন্যমূলক হাত মিলিয়ে। ওদের নেয়ার জন্য ছোট একটা জিপ অপেক্ষা করছিল। উঠা মাত্রই চলতে শুরু করেছে জিপটা।

বাকিরা হাত নাড়ল কিছুক্ষন, তারপর নিজেদের মধ্যে কথা বলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। মেয়েটা চুপচাপ, হয়তো নতুন এসেছে, এখনো সবার সাথে মানিয়ে নিতে পারে নি। এতো সকালে কোথায় যাচ্ছে দলটা বুঝতে সমস্যা হলো না, তিব্বতী সীমান্তের দিকে যাচ্ছে।

আরো কিছুক্ষন তাকিয়ে থেকে পিছু হটলেন তিনি। কোদারি গ্রামটা এখন অনেক বদলে গেছে। পুরানো সেই বৌদ্ধ মন্দিরটা এখন প্রায় ধ্বংসস্তুপ, সেখানেই আপাতত আশ্রয় গেড়েছেন তিনি। বিনোদ চোপড়া আর যজ্ঞেশ্বরকে সেখানে রেখে এসেছেন।

এই দল আর তার গন্তব্য মনে হচ্ছে একই। আরো দুটো জিপ দাঁড়ানো ছিল, একে একে সবাই উঠে পড়ল জিপগুলোতে। স্টার্ট দেয়ার পর নিজেকে পুরোপুরি গাছের আড়ালে নিয়ে গেলেন তিনি। খুব স্বাভাবিক নিয়মে সীমান্ত পার হবে দলটা, হয়তো সবধরনের অনুমতি নেয়া আছে। কিন্তু তাদের ব্যাপার ভিন্ন। পুরো ঝুঁকি নিয়ে রাতের অন্ধকারে পার হতে হবে সীমান্ত। নিজেকে নিয়ে তেমন চিন্তা নেই, যে কোন পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে চলতে অভ্যস্ত তিনি, কিন্তু যজ্ঞেশ্বর আর বিনোদ চোপড়া কিভাবে পার হবে সেটা নিয়ে ভাবছেন তিনি।

জিপগুলো চলে যাওয়ার বেশ কিছুক্ষন পর আড়াল থেকে বের হলেন তিনি, হাঁটতে হাঁটতে মন্দিরের ধ্বংসস্তুপের কাছে পৌঁছালেন। যজ্ঞেশ্বর ধ্যানে বসেছে, বিনোদ চোপড়া চুপচাপ বসে আছে, তাকিয়ে আছে অনেক দূরের হিমালয় রেঞ্জের দিকে।

"কি ভাবছেন?" বিনোদ চোপড়ার কাছাকাছি গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

"কিছু না। ভাবছি সত্যিই যেন সাম্ভালা বলে কিছু থাকে!"

"থাকলে কি হবে?"

"আমি সেখানে থেকে যাবো, চিরতরে।"

"কেন? প্যারিস আপনার ভালো লাগে না?"

"এখন আর ভালো লাগে না। অনেক ধন-সম্পদ করেছি, কিন্তু আপন কেউ নেই আমার," গম্ভীর কণ্ঠে বলল বিনোদ চোপড়া।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আপনার বয়স এখনো বেশি না, চাইলে বিয়ে করে সংসারি হয়ে যেতে পারেন।"

"তা হয়তো পারি, কিন্তু একজন স্বাভাবিক মানুষের মতো জীবন আমার কখনোই হবে না। আমি একজন স্বীকৃত চোরাচালানি, ভারত আর ফ্রান্স, দুই দেশেই আমার নামে হুলিয়া আছে, আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকি বলে তা এড়িয়ে চলতে পারি, কিন্তু একজন স্বাভাবিক মানুষের জীবন আমি কখনোই পাবো না," একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো বিনোদ চোপড়ার বুক চিরে।

উঠে দাঁড়ালেন তিনি, আর কথা বলার কোন মানে নেই। ধ্বংসস্তুপের মাঝে চমৎকার একটা বসার জায়গা বেছে নিলেন। সাম্ভালা যদি থেকে থাকে তাহলে বিনোদের ইচ্ছে অপূর্ন রাখবেন না, মনে মনে ভাবলেন তিনি।

যজ্ঞেশ্বরের ধ্যান শেষ হয়েছে।

"আমরা রওনা দিচ্ছি কখন?" জিজ্ঞেস করল যজ্ঞেশ্বর।

"এতো অস্থির হওয়ার কিছু নেই, গুরুজি," হেসে বললেন তিনি।

"অস্থির হচ্ছি না, কিন্তু মন বলছে কিছু একটা ঠিক নেই," যজ্ঞেশ্বর বলল।

"আমি আপনাকে আগেও বলেছি, চিন্তার কিছু নেই।"

দূর থেকে দমকা হাওয়া এলো এই সময়। একটু আগেও আকাশ পরিষ্কার ছিল, এখন কেমন মেঘলা হয়ে এসেছে। বাতাসের ঘ্রান নেয়ার চেষ্টা করলেন তিনি, চেহারায় অদ্ভুত একটা পরিবর্তন দেখা গেল। মুখ কুঁচকে গেছে তার।

"আমরা আজ রাতেই রওনা দেবো, নইলে দেরি হয়ে যাবে," বিনোদ চোপড়া আর যজ্ঞেশ্বরের উদ্দেশ্যে বললেন তিনি। "আমি খাবারের ব্যবস্থা করছি," বলে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

দুপুরে খাবার জন্য কিছু একটা শিকার করতে হবে, এই এলাকায় ফলমূলের আশা করা বৃথা। হাতে ছোট একটা ছোরা আছে তার, অনেক ধারাল। ছোরাটা একহাত থেকে অন্যহাতে নিলেন।

যজ্ঞেশ্বরের বিপদের আশংকা পুরোপুরি অমূলক নয়, তিনি নিজেও বিপদের আশংকা করছেন, যে কোন সময় যে কোন দিক থেকে বিপদ ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। এখন শিকার করতে বের হয়েছেন তিনি, প্রস্তুত না থাকলে নিজেও শিকারে পরিনত হতে পারেন। এই ধরনের চিন্তাভাবনার যুক্তিযুক্ত কোন কারন নেই। যজ্ঞেশ্বরের গুরুর কথাগুলো মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারেন নি তিনি। তার একজন প্রতিদ্বন্ধী আছে, সে আসছে, আসছে। যে কোন সময় চলে আসবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৮

খুব তাড়াতাড়িই পাসপোর্ট হয়ে গেল দুজনের। এতো দ্রুত হবে কল্পনাও করতে পারে নি রাশেদ। এ ব্যাপারে তার জানার পরিধি অনেক কম। এর আগে কখনো দেশের বাইরে যায় নি। নতুন অভিজ্ঞতা হবে। সাথে রাজু থাকছে। একা একা বিদেশে যাওয়াটা কিছুটা ঝুকিপূর্নই হয়ে যাচ্ছিল তার জন্য। এখন কিছুটা হলেও স্বস্তি পাওয়া যাচ্ছে।

গতকাল আবার গিয়েছিল ডঃ আরেফিনের বাসায়। ডঃ আরেফিনের নতুন কোন খবর পাওয়া যায় কি না জানতে। নতুন কোন খবর নেই। ডঃ আরেফিনের মোবাইল বন্ধ। নেপালে বাংলাদেশের দূতাবাসে খবর দেয়া যায়, কিন্তু তাতে কতোটা কাজ হবে তাতে যথেষ্ট সন্দিহান ভদ্রমহিলা। তার একমাত্র ভরসা রাশেদ আর রাজু। গত ক'দিনে বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছে, ফোনে কথা হয়েছে, তাই চমৎকার একটা আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে আফরোজা আরেফিনের সাথে। ভদ্রমহিলা এমনিতে চুপচাপ, কিন্তু একবার মিশে যেতে পারলে বোঝা যায় কি চমৎকার একজন মানুষ তিনি।

এই ধরনের মানুষকে বিপদে দেখতে ভালো লাগে না, এছাড়া ডঃ আরেফিনের প্রতি পূর্ব কৃতজ্ঞতা তো আছেই। এই অভিযানে তাকে যেতেই হতো। আফরোজা আরেফিন টাকা-পয়সার সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন আগে থেকেই। রাশেদের যদিও ইচ্ছে ছিল না, তার নিজের কাছে বেশ কিছু টাকা আছে, গ্রামে বাবাকে বললে টাকা পাঠাতে এক মুহূর্ত দেরি করবেন না। কিন্তু ভদ্রমহিলা তাতে রাজি হন নি। রাশেদ আর রাজুর পুরো খরচের দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি। অনেক অনুরোধেও কাজ হয় নি।

বাসায় বসে বসে পত্রিকা পড়ছিল রাশেদ। পেছনের পাতায় খবরটা তার চোখ এড়াল না।

"ভয়ংকর কয়েদী পলাতক

নিজস্ব প্রতিবেদক

ঢাকা কারাগার থেকে চিহ্নিত সাতজন সাজাপ্রাপ্ত কয়েদীকে চট্রগ্রাম কারাগারে স্থানান্তরের সময় ঢাকা-চট্রগ্রাম মহাসড়কে রীতিমতো সিনেমা স্টাইলে কয়েদীদের তুলে নিয়ে গেছে একদল সন্ত্রাসী। ধারনা করা হচ্ছে, এই ঘটনা পূর্বপরিকল্পিত। বৃটিশ নাগরিক ডঃ নিকোলাস কারসনকে অপহরন এবং শামীম নামে একজন বিশ্ববিদ্যালয়কে খুনের দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদী আকবর আলী মৃধা পলাতকদের মধ্যে রয়েছেন..."

ঘটনার আরো বিস্তারিত বিবরন ছিল, কিন্তু আর পড়তে ইচ্ছে হলো না

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাশেদের। ঐ পিশাচ পালিয়েছে! প্রকাশ্য দিবালোকে!

পত্রিকা ফেলে দিয়ে পায়চারি করলো কিছুক্ষন রাশেদ। আকবর আলী মৃধা ছাড়া পেয়েছে, তার মানে পেছনে আবার লোক লাগার সম্ভাবনা আছে। গতবার ওর কারনেই পুলিশের কাছে ধরা পড়েছিল শয়তানটা। এখন ছাড়া পেয়ে নিশ্চয়ই তাকে ছেড়ে দেবে না।

রাজুকে আসতে দেখল এই সময়। গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে আসছে। বিদেশে যাবে, এই জন্য সবসময় মেজাজ ফুরফুরে। ডঃ আরেফিনের খোঁজ করতে গিয়ে কি কি ঝামেলায় পড়তে হতে পারে সে সম্পর্কে কোন ধারনাই নেই।

"কি দোস্ত, খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে," চেয়ারে বসতে বসতে বলল রাজু।

"না, তেমন কিছু না।"

"প্ল্যান প্রোগ্রাম সব ঠিক আছে তো?"

"সব ঠিক।"

"তাহলে কখন রওনা দিচ্ছি আমরা?"

"কাল ফার্স্ট ফ্লাইটে, এখানে যতো দেরি করবো ডঃ আরেফিনের জীবনের ঝুঁকি ততো বাড়বে।"

"উনি জানেন?"

"হুম।"

"আমি বাড়িতে জানিয়েছি, বললাম ইউনিভার্সিটি থেকে পাঠাচ্ছে, খরচ লাগবে না, শুনে বাবা দারুন খুশি হলো। তুই কি বলবি?"

আব্দুল আজিজ ব্যাপারীকে কি বলবে এটা নিয়ে বেশ চিন্তিত ছিল, কিন্তু এতো সহজ সমাধানটা তার চোখে পড়ে নি। মোবাইল ফোনটা হাতে নিলো সে।

"বাবা, স্লামালেকুম," সালাম দিলো রাশেদ।

"বলো, রাশেদ, আছো ক্যামন?"

"ভালো আছি বাবা, একটা কথা বলার জন্য ফোন দিলাম," আমতা আমতা করে বলে রাশেদ।

"বলো।"

"আমি নেপাল যাচ্ছি, আট-দশদিনের জন্য, ইউনিভার্সিটি থেকে পাঠাচ্ছে, খরচও ওরা দেবে," মিথ্যে বলতে গিয়ে গলা প্রায় আটকে যাচ্ছিল রাশেদের।

"কবে যাবা?"

"আগামীকাল দুপুরের ফ্লাইটে।"

"কোন সমস্যা নাই তো?"

"জি না, সমস্যা নাই।"

"একেবারে খালি হাতে যাওয়া ঠিক না, সকালেই তোমার একাউন্টে কিছু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টাকা পাঠাইয়া দিমু।"

"লাগবে না..." আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল রাশেদ।

"বেশি কথা বলবা না, সকালে একাউন্টে টাকা যাবে, খালি হাতে যাবা না, বিপদ-আপদের কথা বলা যায় না, রাখলাম তাইলে।"

চুপচাপ কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে রইল রাশেদ। বাবার কাছে মিথ্যে বলতে খারাপ লাগছিল তার। কিন্তু সত্যি কথা বললে তিনি ঝামেলা করতেন।

"কি, আমার পথে চললি যে," রাশেদের কাঁধে হাত রেখে বলল রাজু, ঠাট্টা করে।

"এই একবারই," বলল রাশেদ।

বিছানার উপর পড়ে থাকা পত্রিকার দিকে তাকাল।

আগামীকাল রওনা দিচ্ছে সে নেপালের পথে, সেখান থেকে যেতে হবে তিব্বত সীমান্তে, যেখানে শেষ কথা হয়েছিল ডঃ আরেফিন আর তার স্ত্রী'র। বড় করে একটা নিঃশ্বাস নিলো রাশেদ, সে প্রস্তুত।

বহুদিন পর পুরানো পেশায় ফিরে আসতে পেরে ভালোই লাগছিল তার। কাজটায় একঘেয়েমী থাকলেও, উত্তেজনাও আছে। নিজেকে কেমন ইনভেস্টিগেটরের মতো লাগে, অনুসরন করা সহজ কাজ নয়। শুধু অনুসরন করলেই হবে না, যাকে অনুসরন করা হচ্ছে সে কী করছে, কেন করছে সে বিষয়েও ধারনা করতে হয়। যেমন এই ছেলেটাকে আগেও সে অনুসরন করেছে। বেশ কয়েকবার। বোঝাই যাচ্ছে, বস একে কাবু করতে পারে নি, উলটো নিজেই কাবু হয়ে জেলখানায় ঢুকেছে। তবে পরিস্থিতি পাল্টেছে। আবারো তাই আগের কাজে ফিরে আসতে হয়েছে।

উত্তরার এই জায়গাটা তার পরিচিত। আজ বহু ব্যবহৃত নিজের গাড়িটা না এনে একটা ট্যাক্সিক্যাব ভাড়া করেছে সে, সারাদিনের চুক্তি। যদিও সারাদিন লাগবে না তার। আর ঘন্টাখানেকের মধ্যেই রওনা দেয়ার কথা ওদের।

মোবাইল ফোনে কল এলো এই সময়।

"কি খবর?" গলার স্বরটা চিকন, অনেকটা মেয়েলী, এমন লোকের কাছ থেকে আদেশ নির্দেশ নিতে ভালো লাগে না, কিন্তু আগে সরাসরি বসের সাথে কথা হলেও এখন সেই সুযোগ নেই।

"আমি তৈরি।"

"ফ্লাইট কয়টায়?"

"ঘন্টা তিনেক পর।"

"একদম চোখের আড়াল করবেন না, পৌঁছে আমাকে ফোন দেবেন।"

"জ্বি, ঠিক আছে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফোন রেখে দিয়ে সামনের দিকে তাকাল লোকটা। আরো ঘন্টা তিনেক বাকি আছে ফ্লাইট ছাড়ার। ওদের বের হতে বেশি সময় লাগবে না। ছেলেটাকে খুঁজে পেতে বেশ কষ্ট পেতে হয়েছে। কোন আত্মীয়-স্বজন নেই, বন্ধু-বান্ধব নেই। একটা মেয়ে বান্ধবী ছিল, সেও দেশের বাইরে। উপায় না দেখে গ্রামের বাড়ির ঠিকানা যোগাড় করে সেখানে গিয়েছিল সে, ছেলেটার মা'কে উল্টোপাল্টা বুঝিয়ে উত্তরার এই ঠিকানা যোগাড় করতে খুব একটা সমস্যা হয় নি।

তবে আরেকটু দেরি হলেই সমস্যা হয়ে গিয়েছিল। ওর পিছু নিয়ে একদিন ট্রাভেল কোম্পানীতে গিয়েছিল সে, সেখান থেকে খবর পাওয়া গেল নিজের এবং বন্ধুর জন্য নেপালের টিকেট কিনেছে ছেলেটা। সেটা জানানো হলো বসের শিষ্যকে। নেপালের উদ্দেশ্যে তার নিজের জন্যও টিকিট কাটতে হলো।

এর আগে অনুসরনের কাজগুলো সব করতে হয়েছে দেশের মধ্যেই। দেশের বাইরে বলতে নেপালে যাওয়া হয়েছিল বেশ কয়েকবার, মাথায় তখন ভূত চেপেছিল এভারেস্টে জয় করার, কিন্তু প্রশিক্ষন ছিল না, সেরকম টাকা ছিল না, তাই শুধু ঘুরে ফিরেই চলে আসতে হয়েছিল। বছর কয়েক হলো বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি এভারেস্ট জয় করেছে, তাতে কিছুটা হলেও তার মন খারাপ। জীবনে অন্তত একটা রেকর্ড করার ইচ্ছে ছিল তার, এমন কিছু করার ইচ্ছে ছিল যাতে লোক তার নাম মনে রাখে। কিন্তু সে সুযোগ শেষ। এমনিতেই সংসার করা হয় নি, পুত্র-কন্যারা তার নাম বয়ে নিয়ে বেড়াবে সে আশাও নেই। যাই হোক, অনেকদিন পর সুযোগ পাওয়া গেছে দেশের বাইরে যাওয়ার। উড়োজাহাজে চড়া হয় না অনেকদিন।

পাঁচতলা বিল্ডিঙয়ের নীচে রাশেদকে দেখতে পেল। পাশে ব্যাগ নিয়ে ওর বন্ধুও আছে। একটা সিএনজি ডাকল ছেলেটা।

"ঐ মিয়া, স্টার্ট দেও," ট্যাক্সিক্যাব চালকের উদ্দেশ্যে বলল লোকটা। "সামনের ঐ সিএনজির পিছ পিছ যাবা, ঠিক আছে?"

ট্যাক্সিক্যাব চালক হেসে মাথা নাড়ল, ঠিক আছে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৯

পুরো পরিকল্পনা কোথাও একজন গাইডের কোন ভূমিকা ছিল না। ভূমিকা বলতে শুধু পথ দেখানো, যানবাহনের ব্যবস্থা করা এইসব। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এই লোক ছাড়া এক পা এগুনো যাবে না। দায়-দায়িত্ব সব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে সুরেশ। লোকজনও অনেক কমে এসেছে, এখন আছেন ডঃ কারসন, সন্দীপ, ডঃ লতিকা আর সুরেশ ঝুনঝুনওয়ালা। ডঃ আরেফিন এবং প্রফেসর আর তার সহকারী না থাকাতে দলটা অনেক হাল্কা হয়ে গেছে। ডঃ আরেফিনের ব্যাগপত্র, ল্যাপটপ সব অবশ্য সাথে আনা হয়েছে।

সকালের দিকে রওনা দিয়েছেন ডঃ কারসন। ডঃ লতিকার সাথে পরিচয়ের পর আর বিশেষ কোন কথা হয় নি। যদিও কথা বলাটা খুব দরকার। জিপের একেবারে পেছনের সীটে বসে আছে ডঃ লতিকা, ডঃ কারসনের পাশে, মাঝখানের সীটে সন্দীপ।

লতিকা জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরে, এখানকার প্রকৃতি দেখার মতোই সুন্দর। একেবারে চুপচাপ, প্রয়োজন ছাড়া কথা বলছে না।

সুরেশ স্বাভাবিকভাবেই ড্রাইভারের পাশের সীটে বসেছে। সতর্ক চোখ রাখছে চারপাশে। সন্দীপ উদাস চোখে বাইরে তাকিয়ে থাকলেও তার চোখ যে মাঝে মাঝে ডঃ লতিকার দিকে চলে যাচ্ছে না তা নয়। ডঃ কারসন একমনে ল্যাপটপে কাজ করছেন, গভীর মনোযোগে।

ল্যাপটপ বন্ধ করে লতিকার দিকে তাকালেন ডঃ কারসন।

"ডঃ লতিকা..."

"আপনি কিন্তু আমাকে শুধু লতিকা বলে ডাকতেন, মিঃ কারসন," হেসে বলল লতিকা।

"হমম, মনে আছে, তুমিও আমাকে শুধু কারসন বলে ডাকতে পারো," হাসলেন ডঃ কারসন, বাবার মতো মেয়েটা ততো নিরস নয় মনে হচ্ছে।

"কিছু বলতে চাচ্ছিলেন?" লতিকা জিজ্ঞেস করলো।

"তুমি হামবুর্গে পড়াও, আর্কিওলোজি, এখানে আসার কারন কি বলবে?"

"আসলে সত্যি কথা বলতে দেশীয় কোন কাজে এখন পর্যন্ত অংশগ্রহন করি নি আমি। তাই ভাবলাম বাবার জায়গাটা দখল করি। এমনিতে ইউনিভার্সিটি থেকে ছুটি নিয়ে এসেছি, ওরা জানে না আমি এখানে।"

"জানলে সমস্যা হবে না?"

"আমার কৌতুহলের পথে কোন বাঁধাই বাঁধা নয়। সমস্যা হলে হবে, সাম্ভালা রহস্যের সমাধান আমিও চাই।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"ব্যক্তিগত কোন কারন, না অন্য কিছু?"

"অন্য কিছু না, আবার ব্যক্তিগতও না। আমি আসলে এ ব্যাপারে কথা বলতে চাচ্ছি না," একটু অপ্রতিভ দেখাল লতিকাকে, "আপনি কিছু মনে করবেন না।"

"ইটস ওকে, মাই চাইল্ড। তুমি আমার মেয়ের মতো," ল্যাপটপ খুলে বসলেন আবার ডঃ কারসন।

"সময় হলে আমি আপনাকে বলবো, তবে এটুকু জেনে রাখবেন, আমি আপনাকে সাহায্য করতে এসেছি।"

চেকপোস্ট বেশি দূরে নয়। ইশারায় ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বলল সুরেশ। তার ছোট ব্যাগটা থেকে কিছু কাগজপত্র বের করলো।

এক এক করে সবার দিকে বাড়িয়ে দিলো সে। এমনকি ডঃ লতিকার দিকেও।

"এগুলো পাস, ডঃ লতিকারটা নকল, এতে কাজ হবে না, তবু দিয়ে রাখলাম," সুরেশ বলল।

"নকল পাস নিয়ে ঝামেলা হবে, কোন ঝামেলায় জড়াতে চাই না আমি," ডঃ কারসন বললেন।

"মিঃ কারসন, এখন কোন উপায় নেই আমাদের হাতে, সুযোগ নিতেই হবে, প্রফেসর যদি কাজটা ঠিকমতো করে থাকেন, তাহলে কোন সমস্যা হবে না।"

"সেটা আমাকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন গাইড সাহেব," ডঃ কারসন বললেন।

"দু'পাশের চেকপোস্টেই আমার লোক আছে, ওরা পার করে দেবে, কিন্তু শিফটিং ডিউটি ওদের, যদি ডিউটি না থাকে তাহলে বিপদের সম্ভাবনা থাকবে।"

"এতো বড় ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না।"

"এছাড়া আমাদের কোন পথও নেই।"

"আসল স্পেশাল পাস আনার ব্যবস্থা করুন, খরচ যা লাগে আমি দেবো," এবার লতিকা বলল পেছন থেকে।

"খরচের প্রশ্ন আসছে না এখানে, আসল পাসের ব্যবস্থা করতে অন্তত পাঁচদিন সময় দরকার আমার, বলুন, ততোদিন অপেক্ষা করবেন এখানে?"

ডঃ কারসন তাকালেন লতিকার দিকে। কিছু বলতে গিয়েও বললেন না। এতো দিন এখানে অপেক্ষা করার মতো সময় তার হাতে নেই। এরচেয়ে ঝুঁকি নেয়া ভালো।

"ঠিক আছে, দেখা যাক কি হয়," ডঃ কারসন বললেন।

সুরেশ দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

"আপনি যাচ্ছেন কোথায়?" এবার গলা বাড়াল সন্দীপ।

"ঐ চেকপোস্ট দিয়ে আমি পার হতে পারবো না," জানালার ভেতরে গলা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাড়িয়ে বলল সুরেশ, নীচুগলায়। "কেন সেটা আপনারা ভালো জানেন।"

"ঠিক আছে," বিরস গলায় বলল সন্দীপ। সুরেশ থাকাতে কিছুটা হলেও মানসিক শক্তি পাচ্ছিল, এখন নিজেকে বেশ অসহায় লাগছিল তার।

সুরেশের ইশারায় গাড়ি স্টার্ট দিলো ড্রাইভার। ডঃ কারসন পেছনে তাকিয়ে সুরেশকে দেখলেন। কোমরে দু'হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায়। ভরসা করার মতো আরো একজনকে হারালেন।

নেপাল চেকপোস্ট বেশি দূরে নয়। লতিকার দিকে তাকালেন তিনি, টেনশনে আছে বলে মনে হলো না। সন্দীপের দিকে তাকিয়ে কিছুটা হতাশ হলেন, বেচারা একেবারে ঘাবড়ে গেছে। এই দুজনকে সঙ্গি করে রহস্যময় সাম্ভালার খোঁজ কি করে পাবেন তিনি ভেবে হতাশ লাগছিল তার নিজেরও। কিন্তু এতোদূর এসে ভয় পেলে চলবে না।

"দেখা যাক, সামনে কি হয়!"

* * *

আকবর আলী মৃধা পায়চারি করছেন তার রুমে, বিকেল গড়িয়ে গেছে। এখানে নতুন আস্তনা গেড়েছেন তিনি কিছুদিন হলো। জায়গাটা বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে বেশ কিছুটা দূরে। আপাতত কিছুদিন এখানে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এরপর অন্য চিন্তা করতে হবে।

গত দুই বছর ধরে জেলে থেকে নিজেকে আরো প্রস্তুত করে নিয়েছেন তিনি। জেলে বসেই অপরাধীদের একটা দলকে নিয়ন্ত্রন করতে শুরু করেন, যারা সীমান্তে চোরাচালানী, মাদক-ব্যবসা আর অস্ত্র ব্যবসার সাথে জড়িত। অপেক্ষা ছিল কখন জেল থেকে বের হবেন। ব্যাপারটা সহজ ছিল না। দিনের পর দিন অপেক্ষা করেছেন। ঢাকা কারাগারের ভেতর থেকে পালিয়ে যাওয়ার কোন উপায়ই নেই। যদি কোনদিন স্থানান্তর করতে যায় কারা কর্তৃপক্ষ, তখনই কেবল সুযোগ আসবে। সেই সুযোগ এলো দু'বছর পর, আর সুযোগ হাতছাড়া করতে রাজি নন তিনি।

ছোটখাট দলটা নিয়ে এখন বাংলাদেশের সীমানার বাইরে রয়েছেন, দেশে তার নামে হুলিয়া জারি করা হয়েছে। তাই খুব সাবধানে থাকতে হচ্ছে। ভারতের সাথে বাংলাদেশের খুব বন্ধুত্বপূর্ন সম্পর্ক, তার থাকার জায়গা যদি কেউ জেনে যায়, তাহলে গ্রেফতার হতে বেশি সময় লাগবে না।

জায়গাটা পাহাড় আর জঙ্গলে ঘেরা। আশপাশের গ্রামের লোকেরাও সহজে এদিকে আসে না। তাই এখানে ডেরা বেঁধেছেন তিনি। ছোট ছোট কুঁড়ে তৈরি করা হয়েছে, মাঝখানেরটা তার জন্য, বাকিগুলো দলের বাকি লোকেরা থাকে।

www.BanglaBook.org

দরজায় টোকা শুনে দাঁড়ালেন তিনি।

"কে?"

"বস, আমি সোহেল।"

"এসো।"

সোহেল ঢুকল ঘরে। তার দীর্ঘদিনের সহচর। তার ডান হাত।

"খবর পেলে কিছু?"

"জি, খবর পেয়েছি।"

"বলো।"

"সে এখন নেপালের পথে।"

"নেপালের পথে?"

"জি, একা না, সাথে একজন বন্ধুও আছে।"

"কবে গেছে?"

"আজ সকালেই।"

কিছু একটা চিন্তা করলেন আকবর আলী মৃধা।

"নেপাল যাওয়ার ব্যবস্থা করো।"

"আপনি নেপাল যাচ্ছেন?"

"বললামই তো, আর ওর পেছনে একজনকে থাকতে বলো।"

"বলে রেখেছি, কবির ভাই আছে পেছনে।"

"গুড, এখন যাও।"

সোহেল চলে গেলে আবার পায়চারি শুরু করলেন আকবর আলী মৃধা। ঐ ছেলেটার সাথে তার হিসেব বাকি আছে। ওর প্রতারনার কারনেই দুটো প্রয়োজনীয় বছর জীবন থেকে ঝরে গেছে তার। সেই বই, সেই অমরত্বের সন্ধান তিনি পান নি, পেয়েছেন জেলের অন্ধকার গহ্বরে দুটি বছর। এর শোধ তো তাকে নিতেই হবে, কসম মহান লুসিফারের।

এছাড়া নেপালে যাওয়ার পেছনে আরো একটা উদ্দেশ্য আছে, যদিও জানেন শুধুমাত্র শোনা কথার উপর ভরসা করে যাওয়াটা বেশ ঝুকিপূর্ন হয়ে যায়। গুপ্তজ্ঞান সবসময়ই ভয়ংকর, তার জন্য যোগ্য মূল্য দিতে হয়। বোম্বেতে যে গুরুর শিষ্য ছিলেন, তার খুব ইচ্ছে ছিল তিব্বতে যাওয়ার, বয়স হয়ে যাওয়ার কারনে পারেন নি। প্রিয় শিষ্যকে বলেছিলেন যেন একবার হলেও যায়, কী কী করতে হবে সব মনে আছে আকবর আলী মৃধার। কিন্তু দেশে ফিরে আসার পর আর কোথাও যাওয়া হয় নি, এমনকি যে বিশেষ বইটা চুরি করে এনেছিলেন সেটাও নিজের কাছে রাখতে পারেন নি, শামীম নামের এক কাছের শিষ্য তা চুরি করে। সে শাস্তি দেয়া হয়ে গেছে, কিন্তু বইটা আর ফেরত পান নি, ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনাও নেই।

www.BanglaBook.org

জেলের ভেতর নিজের এক আলাদা জগত তৈরি করে নিয়েছিলেন তিনি। লুসিফারকে একদিনের জন্যও ভোলেন নি। লুসিফার তার সব, তার আত্মা, তার পৃথিবী। লুসিফার দীর্ঘদিন তৃষ্ণার্ত। তার তৃষ্ণা মেটাবার সময় হয়েছে। আজ সেই তৃষ্ণা মেটানো হবে গ্রাম থেকে ধরে আনা এক মেয়েকে দিয়ে, তার রক্তে লুসিফার শান্তি পাবে।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। দরজা খুলে বাইরে এলেন তিনি। একটু পর দলের লোকেরা এসে জড় হবে। আজ অমাবশ্যা। দূরে দলের কয়েকজনকে আসতে দেখলেন তিনি। সাথে ছোট একটা মেয়ে, প্রায় অচেতন অবস্থা। পৈশাচিক একটা হাসি খেলে গেল তার মুখে। অনেকদিন পর একটা কিছু হচ্ছে।

তবে এটুকুতে তৃপ্তি হবে না তার। দরকার রাশেদকে, প্রতিশোধ নিতে হবে, লুসিফারকে শান্ত করতে হবে রাশেদের রক্ত দিয়ে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১০

পুরো রাত জঙ্গলে কাটিয়ে ভোরে গ্রামে ফিরে এলো কিশোর। দূর থেকে তাকাল, ভোরের আলোয় কি চমৎকার ঝকঝক করছে গ্রামটা। সেতুটা পার হয়ে গ্রামে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল কিশোর। গ্রামের প্রবেশপথে সারি সারি করে রাখা লাশগুলো দেখা যাচ্ছে। থকথকে রক্তে ভরে আছে চারপাশ। দূর থেকে বেশ কয়েকটা শেয়াল দেখতে পেল, কুকুরও আছে। লাশগুলো ছিড়ে খাওয়ার জন্য এসেছে ওরা। দৌড়ে যাবে তখনই বাঁধা পেল। হাত ধরে আটকেছে পেছন থেকে, অদ্ভুত চেহারার এক বুড়ো। গতরাতে এই বুড়োই তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল বনে। আক্রমনকারীরা তখনই গ্রামে ছিল। নইলে ঐ লাশের স্তুপে স্থান তারও।

নিজের আবেগকে কোনভাবেই নিয়ন্ত্রন করতে পারছিল না কিশোর। তার বাবা-মা, ভাই-বোনের লাশ ঐ স্তুপে পড়ে আছে। শেয়াল, কুকুর ছিড়ে ছিড়ে খাবে, অথচ সে কিছু করতে পারছে না। চোখ দিয়ে অনবরত পানি ঝরছে, আটকানোর চেষ্টা করছে না সে। হাউমাউ করে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু বুড়ো তাকে টেনে নিয়ে গেল জঙ্গলের দিকে।

"আপনি কে?"

জোর করে বুড়োর হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলো কিশোর।

"আমি কে তা জানা কি খুব দরকার?"

ম্লান স্বরে বলল বুড়ো। একটা গাছের গুড়িতে হেলান দিয়ে বসেছে।

এর আগে বুড়োকে লক্ষ্য করে দেখেনি কিশোর, লোকটা বেশ লম্বা, হাত-পা সরু, মাথায় চোঙামতন টুপি, হাতে লম্বা একটা লাঠি, মুখে সাদা দাড়িগোঁফের জঙ্গল। চেহারা দেখে বয়স অনুমান করতে পারছে না সে। তবে একশ'র কাছাকাছি বয়স এটা নিশ্চিত। বুড়োর কাঁধে ছোট একটা ঝোলা, আর কোমরে চামড়ার তৈরি একটা থলে, সেটায় সম্ভবত পানি রাখে।

"আপনি এখানে এলেন কি করে? আগে তো কখনো দেখি নি!"

দূর থেকে সুন্দর হাওয়া খেলে গেল পুরো বনে। বুড়োকে চোখ বন্ধ করতে দেখল কিশোর। যেন কিছু একটা অনুমান করার চেষ্টা করছে।

"আমি কে সেটা পরে জানলেও চলবে, এখন চলো।" উঠে দাঁড়িয়েছে বুড়ো, ব্যস্ত ভঙ্গিতে।

"আপনি কে, উদ্দেশ্য কি, এসব না জানলে আমি একচুল নড়বো না।"

"তুমি যদি এখনই আমার সাথে না আসো, তাহলে নিজের হাতে তোমার হৃদপিন্ড বের করে আনবো, তোমার চোখের সামনে, দেখবে?"

বুড়োর কথায় এমন একটা সুর ছিল, ভড়কে গেল কিশোর।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আমার পেছন পেছন এসো," বলে হাঁটা শুরু করলো বুড়ো।

অনেক দূর থেকে বেশ হৈ চৈ শোনা যাচ্ছে, শব্দটা ক্রমশ জঙ্গলের দিকে এগুচ্ছে।

কিছুক্ষন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে পিছু নিলো কিশোর। এই জঙ্গলে আগেও অনেকবার এসেছে সে। গভীরে ঢোকে নি কখনো। এখানে গাছপালা একটার সাথে একটা প্রায় লেগে আছে। সামনের কিছুই প্রায় চোখে পড়ছে না। অনেকটা অন্ধের মতো এগিয়ে চলেছে কিশোর। তার একটু ডানেই বুড়ো লোকটা, দৌড়াচ্ছে। এতো বয়সী একজন মানুষ এভাবে ছুটতে পারে না দেখলে বিশ্বাস হতো না।

প্রায় ঘন্টাখানেক দৌড়ানোর পর দাঁড়িয়ে পড়ল কিশোর। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তার, আরেকটু দৌড়ালে সে পড়েই যাবে। তাকে থামতে দেখে বুড়ো মানুষটাও থেমেছে। তার কাছে এসে দাঁড়াল।

"এখন আর বিপদ নেই তোমার," হেসে বলল বুড়ো, "আমরা অনেকদূর চলে এসেছি।"

কিছু বললো না কিশোর। দম নিতে কষ্ট হচ্ছিল তার।

"এবার আমাদের রাস্তা আলাদা, আমি চলে যাচ্ছি, তুমি তোমার মতো চলে যেও," বুড়ো বলল, উল্টোদিকে ঘুরে হাঁটতে থাকল।

"আপনি আমাকে রেখে কোথায় যাচ্ছেন?" কিশোর বলল। তার চেহারা লাল হয়ে গেছে। "আমার যাওয়ার কোন জায়গা নেই।"

"আমি একা পথ চলি, আমার কোন সঙ্গি নেই, বাছা।"

"আমি আপনার সঙ্গি হবো না, শুধু দূর থেকে অনুসরন করবো।"

"আমি যেখানে যাই সেখানে শুধু বিপদ, ভয় পাবে না তো?"

"ভয় পাওয়ার মতো আর কী কিছু বাকি আছে?" উল্টো প্রশ্ন করলো কিশোর।

"ঠিক আছে, এসো," বলে হাঁটতে থাকলো বুড়ো।

অনুসরন করলো কিশোর।

বিশাল ঘন জঙ্গল যেন হঠাৎই শেষ হয়ে গেল। সামনে বড় এক নদী। চমৎকার পরিষ্কার পানি। বুড়ো মানুষটা থেমে হাত ইশারায় তাকে ডাকল।

"আমার সাথে থাকতে হলে একটা শর্ত মেনে চলতে হবে," বুড়ো বলল।

"কি শর্ত?"

"আমি যা করতে বলবো, তাই করতে হবে। তোমার বয়স যখন কুড়ি হবে, তারপর তুমি যেখানে খুশি যেতে পারবে।"

"কি কাজ করতে হবে আমাকে?"

"ভয়ের কিছু নেই," হেসে বলল বুড়ো। "আমি রাক্ষস নই যে তোমাকে গিলে

www.BanglaBook.org

খেয়ে ফেলবো।"

"একটা কথা জানা দরকার?"

"বলো।"

"আমাদের গ্রামে আসলে কি হয়েছিল?"

"আমি পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, যতোটুকু বুঝেছি তোমাদের গ্রামের কারো অন্য একটা গ্রামের লোকদের শত্রুতা ছিল। ওরাই আচমকা হামলা ক তোমার তো জানার কথা?"

চুপ করে রইল কিশোর। হ্যা, তার গ্রামের লোকদের উপর প্রায়ই আ করতো পাহাড়ের কিছু লোক। ওরা ডাকাত শ্রেনীর। গ্রামে প্রায়ই ডাকাতি হ আসতো। কিছুদিন আগে ডাকাত সর্দারের ভাই মারা যায়, তার বাবার হা তার বদলা নিতেই মনে হয় এই নৃশংস কাজ করেছে ডাকাতেরা। পুরো একেবারে ধ্বংস করে দিয়ে গেছে।

"হ্যা, বুঝতে পেরেছি। ঐ ডাকাতকে আমি নিজের হাতে মারবো," কি বলল।

"ততোদিন পর্যন্ত তুমি বেঁচে থাকতে পারবে কি না সেটা কিভাবে জানো?"

"আমি বেঁচে থাকবো, আমি জানি।"

"তোমার নাম কিন্তু জানা হলো না?" হাত বাড়িয়ে বলল বুড়ো।

"আমি..."

নামটা মনে পড়লো না, এই ঘটনা খ্রিস্টের জন্মেরও প্রায় তিনহাজার আগে এতোদিন আগের স্মৃতিগুলো কেমন ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। ইদানীং অল্প করে মনে পড়ছে। এই স্মৃতিগুলো মোটেই সুখস্মৃতি না, বরং নিজের অতী সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা।

সন্ধ্যার পরপর রওনা দেবেন বলে ঠিক করেছেন, এখনো অনেক দে বিনোদ চোপড়া সবসময় সাথে ছোট একটা দাবার বোর্ড রাখে, এখন যজ্ঞেশ্ব সাথে বাজিতে খেলছে। যজ্ঞেশ্বর যদিও হেরে যাচ্ছে বারবার, কিন্তু খেলা থা নি।

অনেক দূর থেকে সুন্দর শীতল হাওয়া তার চুলে খেলে গেল। বুক নিঃশ্বাস নিলেন তিনি। অনেকদিন এমন তাজা বাতাসে নিঃশ্বাস নেয়া হয় কিন্তু এই সুন্দর বাতাসে কোন একটা গন্ধ মেশানো আছে, যা সে ছাড়া আর টের পাবে না, যেমন বহু বছর আগে সেই বুড়ো টের পেয়েছিল। গ বিপদের।

"খেলা বন্ধ করুন আপনারা," বেশ জোরে বললেন তিনি, যাতে একটু দূরে বসে দাবা খেলায় মগ্ন দু'জন মানুষ তা শুনতে পায়।

"কেন? কি হয়েছে?" বোর্ড থেকে চোখ না সরিয়েই জিজ্ঞেস করল বি

www.BanglaBook.org

চোপড়া।

"কিছু হয় নি, উঠুন এখুনি," বললেন তিনি। তার নিজের তৈরি হয়ে নেয়ার তেমন কিছু নেই। অল্প কয়েকটা জিনিস।

কিন্তু বাকি দুজনের একটু হলেও সময় দরকার। কিন্তু সেই সময় এখন দেয়া যাবে না। এখানে যতো দেরি হবে বিপদ ততো বাড়বে। সাম্ভালার পথ এখনো অনেক দূর। তার আগে অন্য কোন জায়গায় আটকে যাওয়ার কোন উপায় নেই।

বিনোদ চোপড়া আর যজ্ঞেশ্বর খুব অল্প সময়েই তৈরি হয়ে নিলো, তারা জানে খুব সমস্যা না হলে এভাবে কখনো কথা বলেন না তিনি।

"আমরা কোথায় যাচ্ছি?"

প্রশ্ন করে যজ্ঞেশ্বর।

"সীমান্ত পার হয়ে তিব্বতে ঢুকবো আমরা, আজ রাতেই।"

"হঠাৎ এতো তাড়াহুরা?"

"সে আপনি বুঝবেন না যজ্ঞেশ্বরজী।"

"আমার বোঝার দরকারও নেই, আমি তৈরি।"

বিনোদ চোপড়ার দিকে তাকালেন তিনি। সেও তৈরি।

চারপাশে তাকালেন তিনি। আগুন জ্বালানোর চিহ্ন বাদে আর কোন চিহ্ন রেখে যান নি সেটা নিশ্চিত। কিন্তু তার প্রতিদ্বন্দ্বী সাধারন কেউ নয়। অনুসরন করে করে এতোদূর যখন চলে আসতে পেরেছে, তাহলে বাকিটা অনুসরন করাও কঠিন হবে না। এই প্রতিদ্বন্দ্বীকে দু'দিন আগে বা পরে মোকাবেলা করতেই হবে। তবে সেটা এখনই না, অন্তত সাম্ভালার খোঁজ না পেয়ে কিছুই করা যাবে না।

বহুদিন পর নিজেকে মনে হলো না অপরাজেয়, মৃত্যুহীন। যে আসছে সে তারই শ্রেনীর, কিন্তু সেই লোকটা আসছে শুধুমাত্র তাকে সরিয়ে দেয়ার জন্য, নিজের স্থানে আর কাউকে অংশীদার রাখা যাবে না। প্রকৃতি ঘন ঘন ব্যতিক্রম পছন্দ করে না। যে কোন একজনকে থাকতে হবে, প্রকৃতির অমোঘ আইনের বাইরে যাওয়ার উপায় নেই তার। এখন একমাত্র সাম্ভালা'তে গিয়েই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারবেন তিনি। একবার সেখানে যেতে পারলে মৃত্যুকে বুড়ো আঙুল দেখানো যেতো। সেটা হয়তো সম্ভব হবে না খুব সহজে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাঁটতে শুরু করলেন তিনি। কোদারি গ্রামটা কাছেই, সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করে গভীর রাতে পার হতে হবে সেতুটা। সেই সেতু পার হলেই বহু কাংখিত তিব্বতে পৌঁছতে পারবে সে, পাবে অমরত্বের সন্ধান।

* * *

একটানা বেশ কিছুক্ষন দৌড়াল মিচনার। পাহাড়ে চলাচলের অভ্যাস তার আগে

www.BanglaBook.org

থেকেই আছে, কিন্তু অনেকদিন এভাবে দৌড়ানো হয় নি। বিশেষ করে বাংলাদেশে থাকাকালীন অনেকটা গৃহবন্দীর মতো থেকেছে সে। বাইরে কোথাও যায় নি, গুরু নিয়ম করে দিয়েছিল। গেটের বাইরে যাওয়া নিষেধ। চাইলে সহজেই বাইরে যেতে পারতো মিচনার, কিন্তু গুরুকে অমান্য করতে চায় নি। এছাড়া গুরু যে তার দিক দেখতো না, তাও নয়। মাঝে মাঝেই তার জন্য উপহার থাকতো, লুফিসারকে খুশি করার সাথে সাথে তাকেও সন্তুষ্ট করতো গুরু। সেই রক্ত দেখার উত্তেজনা, নিজের হাতে কারো প্রান নেয়ার আনন্দ, তার চেয়ে বড় কিছু হয় না। সব ভন্ডুল হয়ে গেল পুলিশের হাতে ধরা পড়ে।

দুপুরের পরপর থামল মিচনার, সারা শরীর ঘেমে গেছে, এই ঘাম খুব অল্প সময়ে আবার শুকিয়ে যাবে, একটা পাথরের আড়ালে বসল মিচনার। নীচে কিছুটা সমতলে ভেড়া চড়ছে, আশপাশে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। রাখাল হয়তো ঘুমাচ্ছে কোথাও। ক্ষুধা পেয়েছে বেশ, চ্যাপ্টা সাইজের একটা পাথরের টুকরো বেছে নিলো মিচনার। বেশ কিছুক্ষন আরেকটা পাথরে ঘষল মন দিয়ে, ধারাল হওয়া চাই, যাতে একটানেই কাজ হয়ে যায়। আধঘন্টা ঘষার পর মোটামুটি ধারাল হলে উঠে দাঁড়াল জিনিসটা। নীচে শিকার অপেক্ষা করছে তার জন্য।

ধীরে ধীরে নীচে নামছে মিচনার। ভেড়াগুলোর রাখালকে দেখা যাচ্ছে না, ওর চোখ এড়িয়ে কাজ সারতে হবে। আপাতত কারো দৃষ্টি আকর্ষন করার ইচ্ছে নেই তার। আরো নীচে নামতে গিয়ে মনে হলো, সে ভুল পথে যাচ্ছে। সম্পূর্ন উল্টোদিকে। এই শিকার তার পরে করলেও চলবে, মনের কোথাও যেন কেউ বলে উঠলো। আসল শিকারের অবস্থান তার কাছ থেকে খুব দূরে নয়। আবার ধীরে ধীরে উপরে উঠে এলো মিচনার। বড় পাথরটার উপরে উঠে দাঁড়াল। এখান থেকে অনেক দূর পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। চারপাশ শান্ত, একেবারে ছবির মতো। দূরে হিমালয়ের পর্বতমালার চুড়াগুলো একের পর এক দেখা যাচ্ছে। বরফের উপর সূর্য্যের আলো পড়ে চিকচিক করে উঠছে। পুরো এলাকাটা পর্যবেক্ষন শেষ হলে পাথরটা থেকে নীচে নেমে এলো মিচনার। তাকে যেতে হবে আরো পূবে, শিকার তার কাছ থেকে বেশি দূরে নেই। আচমকা শিকারের সামনে উপস্থিত হতে পারলে ভালো হতো, তবে তার শিকারও যে ভয়ংকর বুদ্ধিমান এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তাই সাবধানে এগুতে হবে। সামনে হয়তো তার জন্য কোন ফাঁদ অপেক্ষা করে আছে, কে জানে!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১১

নেপাল। দেশটা সম্পর্কে যতোটুকু জানা ছিল বই পড়ে। হিন্দুপ্রধান দেশ। হিমালয়ের কোলে এর অবস্থান। ত্রিভুবন বিমানবন্দর থেকে নেমে কাঠমুন্ডু দরবার স্কয়ারের কাছে একটা হোটেল খুঁজে নিলো রাশেদ। নামী-দামী হোটেলে থাকার কোন ইচ্ছেই তার নেই, দেখার মতো অনেককিছু থাকলেও সে সময় বা সুযোগ কোনটাই নেই। কাজে নামতে হবে। রাজুকে বোঝানো অবশ্য কষ্টকর হয়ে যাচ্ছিল। অন্তত একটাদিন পুরো কাঠমুন্ডু ঘুরে দেখতে চায় সে, কিন্তু রাশেদ জানে, সময় হাতে খুবই কম। এতোদূর এসে অযথা সময় নষ্ট করার কোন মানে নেই।

কাঠমুন্ডু জনাকীর্ন শহর, পর্যটকে গিজগিজ করছে। পুরো শহরে সাধারন নেপালীদের সাথে প্রচুর ভারতীয়দেরও দেখা যাচ্ছে। একটু পরপর মন্দির, পানির ফোয়ারা। গাছের ডালে বানরের লাফালাফি অতি পরিচিত একটা দৃশ্য।

হোটেলের রুমে ঢুকে শাওয়ার সেরে নিলো রাশেদ। দুপুর একটার কাছাকাছি বাজে, লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে। কিন্তু খেতে ইচ্ছে করছে না কিছু। রাজু জানালা দিয়ে দূরের ঝাপসা হিমালয়ের দিকে তাকিয়ে আছে। বিছানায় বসে নিজের কার্যক্রম ঠিক করে নিচ্ছে রাশেদ। নেপাল-তিব্বত সীমান্তের কাছাকাছি কোন এক জায়গায় ডঃ আরেফিন আছেন, সেখান থেকেই শেষ কথা বলেছিলেন তার স্ত্রীর সাথে। তিনি এখন নেপালে থাকতে পারেন, আবার তিব্বতেও চলে যেতে পারেন। সেটা জানার একমাত্র উপায় সীমান্তবর্তী সেই এলাকায় যাওয়া, জায়গাটার নাম কোদারি, সীমান্তের কাছাকাছি একটা গ্রাম। সেখানে না পাওয়া গেলে ঝাংমু দিয়ে তিব্বতেও ঢুকতে হতে পারে। সমস্যা সেখানেই।

তিব্বতে ঢোকার জন্য স্পেশাল পাস নিতে হয় বলে শুনেছে রাশেদ। সবাইকে সে পাস দেয়া হবে এমন কোন নিশ্চয়তাও নেই। চীন সরকার যাদের নিরাপদ মনে করে কেবল তাদেরকে তিব্বতে ঢোকার পাস দেয়, সেই পাস আবার যোগাড় করতে হয় চীন আম্বেসী থেকে। অনেক কাজ বাকি আছে, ঝামেলার মাত্র শুরু।

"দোস্ত, আমি এভারেস্টে যেতে চাই," জানালা থেকে চোখ না সরিয়েই বলল রাজু।

"তুই বান্দরবনের পাহাড়ে গতবার যেমন ভড়কে গেছিলি, এভারেস্টে গেলে তো হারিয়েই যাবি," বিছানায় হেলান দিয়ে বলল রাশেদ। অল্প সময়ের ফ্লাইট, কিন্তু বেশ ক্লান্ত লাগছিল, গতরাতে তেমন ঘুম হয় নি।

"বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি এরমধ্যেই হিমালয় জয় করছে, আমি পারবো না কেন?"

www.BanglaBook.org

"তুইও পারবি, কিন্তু একেবারে ট্রেনিং ছাড়া গেলে মারা পড়বি।"

"হমম, মারা পড়লে পড়বো। কিন্তু ঐ হিমালয়ে আমাকে যেতেই হবে," রাজু বলল অনেকটা গোয়ারের মতো।

"আচ্ছা, যাবি। কিন্তু এখন না, অন্য একটা কাজে এসেছি আমরা, তুই জানিস ভদ্রমহিলা আমাদের উপর কেমন আস্থা রাখেন।"

"তা জানি। আগে তাহলে কাজটা শেষ করে নেই, তারপর হিমালয়।"

"আমি আর তুই বিকেলে ঘুরতে বেরুবো, তার আগে আমাকে একটা কাজ করতে হবে।"

"কি কাজ?"

"অস্ত্র লাগবে আমার।"

"অস্ত্র! অস্ত্র দিয়ে কি করবি?"

"সামনে কি ঘটবে কোন ধারনাই নেই, একটু প্রস্তুতি নিয়ে রাখা ভালো।"

"এখানে অস্ত্র তুই পাবি কোথায়? আমরা কি কাউকে চিনি নাকি?"

"চিনি না, চিনে নেবো।"

"টাকা? বেশ ভালো পরিমান টাকা লাগার কথা।"

"লাগবে। আমি নিয়ে এসেছি, ভদ্রমহিলাকে অবশ্য বলি নি।"

"তাহলে তুই একাই বাইরে যাবি?"

"হ্যা, তুই রেস্ট নে, আমি ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে চলে আসবো।"

"ঠিক আছে, আরেকটা জিনিস আনতে ভুলিস না?"

"কি জিনিস?"

"সিমকার্ড, ভুলে গেছিস?"

"ও হ্যা, দুজনের দুটো সিমকার্ডও লাগবে।"

"তুই যা তাহলে, আমি একটু ঘুমিয়ে নেই," জানালা থেকে সরে দাঁড়াল রাজু। ডাবল বেডের রুমে তার বিছানার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

"আমি ঠিক দুই ঘন্টা ঘুমাবো, এরমধ্যে তুই না এলে আমি কিন্তু খুঁজতে বেরুবো।"

"চিন্তা করিস না, দুই ঘন্টার আগেই চলে আসবো আমি।"

দরজা খুলে বেরিয়ে এলো রাশেদ।

বাইরে ঝকঝকে রোদ।

বিমানবন্দরের বাইরে এসেই ডলার ভাঙিয়ে রুপি করে নিয়েছিল রাশেদ, একটি টুপি আর সানগ্লাস কিনেছিল সাথে সাথেই। সেগুলো এখন কাজে দিচ্ছে। হোটেলের বাইরে এসে চুপচাপ কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে রইল সে। রাস্তায় প্রচুর ভীড়, যেন সারা পৃথিবীর লোক একসাথে জড়ো হয়েছে কাঠমুন্ডুতে। সাইনবোর্ড আর দেয়াল লিখনগুলো পড়া অসম্ভব, বেশিরভাগই হিন্দিতে লেখা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কারো সাথে পরিচয় নেই এই দেশে, থাকার কথাও না। অনেকের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে বাঙালি। কিন্তু রাশেদ জানে ওরা ভারতীয়ও হতে পারে। দুটো জিনিস দরকার তার, অস্ত্র আর তিব্বতের পাস। তিব্বতের পাস নিয়ে যে কারো সাথে কথাবার্তা বলা যেতে পারে, কিন্তুঅস্ত্র কিভাবে জোগাড় করা সম্ভব তাই মাথায় ঢুকছে না।

রাস্তায় নেমে হাঁটছে রাশেদ। আবহাওয়া চমৎকার। চারদিকে হাসিখুশি সব মানুষ। রাস্তার পাশের দোকানীরা ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে। দরবার স্কয়ারের একপাশে রাজকীয় সব ভবন, অনেক পুরানো, এর উল্টো দিকেই খোলামেলা জায়গাগুলো, এরকম স্কয়ার আরো বেশ কয়েকটা আছে কাঠমুন্ডুতে। এখানকার ফ্রিক স্ট্রীটের নামও শুনেছে রাশেদ, সত্তরের দশকে হিপ্পিদের আড্ডাখানা ছিল, সরকারিভাবে এখানে গাঁজা বিক্রি হতো, পরবর্তীতে আমেরিকার চাপে তা বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে নেপাল সরকার। পথে বেশ কয়েকটা বারও চোখে পড়লো। একটু দূরে মন্দির, সেখানেও অনেক ভীড়। এতো ভীড়ের মধ্যে হাঁটতে গিয়ে হঠাৎ কেন জানি ঘুরে দাঁড়াল রাশেদ, মনে হচ্ছে কেউ যেন তার প্যান্টের পেছনের পকেটে হাত দেয়ার চেষ্টা করলো মাত্র। ঘুরে দাড়ানোর ফল হলো অন্যরকম, সরাসরি এক লোকের সাথে ধাক্কা লেগে গেল। লোকটা বয়স্ক, ধাক্কা সামলাতে পারে নি, সাথে সাথে পড়ে গেছে।

ব্যস্ত হয়ে লোকটাকে উঠাল রাশেদ।

"দুঃখিত, আমি খুবই দুঃখিত," ইংরেজিতে বলল রাশেদ।

"ঠিক আছে," উত্তরটা এলো বাংলায়। ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়েছেন।

অবাক হলো রাশেদ, কিভাবে বুঝতে পারলো ভদ্রলোক সে বাংলাদেশ থেকে এসেছে!

"অবাক হওয়ার কিছু নেই, আপনি যে টি-শার্টটা পড়েছেন সেখানে কিন্তু বাংলাই লেখা," বলল লোকটা, উঠে দাঁড়িয়ে কাপড়-চোপড় ঝেরে নিচ্ছে।

ঠিকই বলেছে লোকটা, ভাবল রাশেদ। তার টি-শার্টে পরিষ্কার বাংলায় লেখা 'বাংলাদেশ'

ভদ্রলোকের দিকে তাকাল রাশেদ। বয়স পঞ্চাশের কম হবে না, মাথায় চুল কম, তবে স্বাস্থ্য দেখে মনে হচ্ছে নিয়মিত ব্যায়াম করেন। হাসলে সুন্দর দেখায়, একটা দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো।

"আমি আসলে এখানে প্রথমবার এসেছি," রাশেদ বলল, "একা একা ঘুরতে বেড়িয়েছি।"

"গুড। নেপাল খুবই চমৎকার জায়গা। আমি প্রায়ই আসি।"

"আপনার কাছে অনেককিছু জানা যাবে তাহলে।"

"তা জানা যাবে। আপনার যা দরকার সব আপনি নেপালে পাবেন," বাঁকা একটা হাসি দিলো লোকটা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আপনার নামই তো জিজ্ঞেস করা হয় নি, আমি রাশেদ। উত্তরায় থাকি।"

"আমি আহমদ কবির, বাসা ধানমন্ডিতে।"

"পরিচিত হয়ে ভালো লাগল কবির সাহেব," রাশেদ বলল, তারপর এগিয়ে গেল সামনে।

"আমার এই নাম্বার রাখুন, যে কোন প্রয়োজনে ফোন করবেন," আহমদ কবির বলল, ছোট একটা চিরকুট বাড়িয়ে দিয়ে।

"হুমম, আমারও সিমকার্ড কেনা দরকার, কোথায় পাবো বলতে পারেন?" জিজ্ঞেস করল রাশেদ।

"পাসপোর্ট আছে সাথে?"

"আছে, দুটো সিমকার্ড নেবো।"

"বউকে নিয়ে এসেছেন?"

"না, বিয়ে করি নি এখনো, বন্ধুর জন্য লাগবে।"

"সমস্যা নেই, চলুন আপনাকে সিমের ব্যবস্থা করে দেই," আহমদ কবির বলল।

হাঁটতে থাকল রাশেদ, পাশে আহমদ কবির।

"আমার আরো কিছু জিনিস দরকার," চাপা গলায় বলল রাশেদ।

"টাকা হলে যে কোন জিনিস পাওয়া যাবে, শুধু চাইতে হবে," আহমদ কবিরও বলল নীচু গলায়।

বিশ্বাস করা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছিল না রাশেদ। মাত্রই পরিচয়, এরমধ্যেই অনেক কথা হয়ে গেছে লোকটার সাথে। কাউকে বিশ্বাস করা ঠিক না, অন্তত সে এখন যে ধরনের কাজে এসেছে। কিন্তু একেবারে নতুন এক জায়গায় কারো না কারো উপর ভরসা রাখা উচিত। তবে একটু সময় নেয়া দরকার, লোকটাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করার আগে আরো একটু বাজিয়ে দেখা দরকার।

"আপনি কোন হোটেলে উঠেছেন কবির সাহেব?"

"হোটেল সানসাইন, আপনি?"

"একই হোটেলে!" অবাক কণ্ঠে বলল রাশেদ।

"চমৎকার"

"আরো অনেকবার দেখা হবে আমাদের, কি বলেন?"

চুপচাপ মাথা ঝাকাল লোকটা। অন্যমনস্ক হয়ে গেল যেন হঠাৎ।

হ্যা, আরো অনেকবার দেখা হবে, ভাবল আহমদ কবির। দোকানির ডাকে ফিরে তাকাল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১২

চেকপোস্ট। দুপুর হয়ে গেছে প্রায়। লম্বা একটা সেতু পার হতে হবে, তাহলেই তিব্বত। চেকপোস্টে লাইন মোটামুটি লম্বাই বলা চলে, কিন্তু একেকটা গাড়ি ছাড়তে দীর্ঘ সময় নিচ্ছে। এই লোকগুলো এই পোস্ট দিয়ে প্রায় প্রতিদিনই যাতায়াত করে, বিশেষ করে ব্যবসায়ীরা, তবু ছাড় মেলে না, দীর্ঘ সময় ধরে তল্লাশির পরই সেতু পার হওয়ার সুযোগ পায় তারা।

বেশ টেনশন হচ্ছিল ডঃ কারসনের। গত কিছুদিনে ডঃ আরেফিন এবং সুরেশ থাকায় কোন ঝামেলাকেই ঝামেলা মনে হয় নি। কিন্তু এখন দু'জনের একজনও পাশে নেই। সুরেশ থাকলে এই ঝামেলা থেকে অনায়াসে পার হওয়া যেতো, কিন্তু ভারতীয় একজন এজেন্ট খোলামেলাভাবে তাদের সাথে থাকতে পারে না। নিজের আসল পরিচয় কোনভাবেই ঝুঁকিতে পড়তে দেবে না সুরেশ। তবে আশার কথা সুরেশের লোকজন হয়তো আছে এখানে। যারা হয়তো তাদের সাহায্য করবে। দু'জনের নামও বলে দিয়েছিল সুরেশ, চলে যাওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে।

ঘাম হওয়ার কথা নয়, তবু ঘেমে যাচ্ছেন ডঃ কারসন। সন্দীপ এবং তার কাছে স্পেশাল পাস আছে, সমস্যা হবে ডঃ লতিকাকে নিয়ে। তবে মেয়েটাকে মনে হচ্ছে একদম স্বাভাবিক। জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরে। দূরে চেকপোস্টে কী হচ্ছে তা বোঝার চেষ্টা করছে।

সুরেশ যে নামগুলো বলেছিল মনে করার চেষ্টা করছেন ডঃ কারসন। রাজেন থাপা আর গনেশ ওঝা। এই চেকপোস্টে ডিউটিতে থাকার কথা ওদের। তবে রোস্টার ডিউটি, আট ঘন্টা পর পর দায়িত্ব বদল হয়, একদল আরেকদলের কাছে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে যায়। রাজেন আর গনেশ যদি না থাকে এই সময় তাহলে ঝামেলা হয়ে যাবে। ওদেরকে বলে রাখার কথা সুরেশের। তবে এই মুহূর্তে ওরা চেকপোস্টে আছে কি না তা জানাও বেশ ঝামেলার ব্যাপার।

ড্রাইভারের দিকে তাকালেন, লোকটা নেপালি, কম কথা বলে। কোদারি থেকে রওনা হওয়ার পর এতোক্ষন একটা কথা বলেছে কি না সন্দেহ। অবশ্য গাড়িতে যাত্রীদের অন্যকেউও কথা বলে নি। সন্দীপ আর লতিকা সন্দেহজনক নীরবতা পালন করছে। দলের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক যদি এমন হয় তাহলে বিপদ, ভাবলেন ডঃ কারসন। ডঃ আরেফিন থাকলে অনেক সুবিধা হতো। ভদ্রলোকের ব্যক্তিত্বটাই এমন যে কেউ সহজে মিশে যেতে পারে তার সাথে। একটু গম্ভীর হলেও খুব বেশি দূরত্ব বজায় রেখে চলেন না কারো সাথে।

লাইনটা বেশ লম্বা ছিল, কিন্তু পরপর কয়েকটা গাড়ি ছেড়ে দেয়াতে চেকপোস্টের কাছাকাছি চলে এসেছে জিপটা। ডঃ কারসন উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে আছেন চেকপোস্টের অফিসারদের দিকে। এদের মধ্যেই রাজেন্দ্র আর গনেশের থাকার কথা। না থাকলে চরম বিপদ। আগে বিপদটাকে তেমন ঝামেলার কিছু

www.BanglaBook.org

মনে হয় নি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে প্রফেসর সুব্রামানিয়ামকে যেতে দিয়ে ভুল হয়েছে, চরম ভুল।

আর মাত্র একটা গাড়ি সামনে।

"ডঃ কারসন, চিন্তা করবেন না, আমি নামছি ওদের সাথে কথা বলার জন্য," সন্দীপ বলল।

"না, আমিই যাবো। কাগজপত্র সব আমার কাছে দিন," ডঃ কারসন বললেন।

সন্দীপ আর কথা বাড়াল না, তার স্পেশাল পাসের কাগজটা বাড়িয়ে দিল ডঃ কারসনের দিকে, ডঃ লতিকার দিকে তাকাল, চোখ ফিরিয়ে নিলো সাথে সাথেই।

"ডঃ লতিকা, যদি দেখি তুমি যেতে পারছো না, তাহলে কাঠমুন্ডুতে ফিরে যেও," ডঃ কারসন বললেন।

"আমি ফিরে যেতে আসি নি, ডঃ কারসন," লতিকা বলল, তার কণ্ঠে আত্মবিশ্বাস থাকলেও এর কোন ভিত্তি খুঁজে পেলেন না ডঃ কারসন।

সামনের গাড়িটা পার পেয়ে গেছে, সামনে এগুলো জিপটা।

নেপালি সীমান্ত রক্ষীর পোশাক পড়া দু'জন অফিসার এগিয়ে এলো। দরজা খুলে নামলেন ডঃ কারসন।

"আমি ডঃ কারসন, ইংল্যান্ড থেকে, একটা রিসার্চের কাজে এসেছি," হেসে একজনের সাথে হাত মেলালেন ডঃ কারসন।

লোকটা লম্বায় তার চেয়ে ছোট, ছিপছিপে স্বাস্থ্য, চিকন গোঁফ আছে, চোখে সানগ্লাস। ব্যাজটা দেখে নিলেন ডঃ কারসন। শুধু অভিজিত লেখা, মনটা খারাপ হয়ে গেল, এই লোককে দেখে কঠিন লোক মনে হচ্ছে। সহজে ছাড় পাওয়া যাবে না। পাশের অফিসার তুলনামূলকভাবে একটু লম্বা, ওর ব্যাজটা দেখে আরো হতাশ হলেন ডঃ কারসন। এর নাম রাজশেখর।

"ওকে, গাড়িতে কে কে আছেন, তাদের নামতে বলুন," শান্ত গলায় বলল অভিজিত। হাতের ওয়াকিটকিটা বেজে উঠলো এই সময়। কারো সাথে নেপালি ভাষায় কথা বলল অফিসার।

"আপনারা এখানেই থাকুন," বলল অভিজিত, সঙ্গি রাজশেখরকে ইশারা করল।

দু'জন একসাথে চেকপোস্টে ফিরে গেল।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন ডঃ কারসন। উত্তেজনা সহ্য করতে পারেন না তিনি, স্পেশাল পাস ছাড়া কিভাবে একজনকে এই চেকপোস্ট পার করাবেন? এমনিতে কোন ধরনের অবৈধ কাজে প্রশ্রয় দেন না তিনি, কিন্তু এখন কোন না কোন ভাবে অবৈধ পথেই এগুতে হবে। প্রয়োজনে এই দু'জনকে ঘুষ দিতে হবে।

বেশ কিছুক্ষন পার হওয়ার পরও কেউ এলো না। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পা ব্যাথা হয়ে গেছে ডঃ কারসনের, কিন্তু এমনভাবে তাকাচ্ছেন তিনি যেন চারপাশের প্রকৃতি দেখে তিনি মুগ্ধ। পেছনে লাইন লেগে গেছে গাড়ির। দু'একজন হর্নও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিচ্ছে, তাড়াতাড়ি পার হওয়ার জন্য।

এবার আসতে দেখলেন দু'জনকে। তবে এরা অন্য অফিসার। কাছাকাছি এসে দাঁড়াল যখন, একজনের বুকে রাজেন আর অন্য জনের বুকে গনেশ ব্যাজ দেখে স্বাভাবিক হলেন ডঃ কারসন।

সুরেশের উপর কৃতজ্ঞতায় ছেয়ে গেল মন, এই ছেলেটা না থাকলে কি যে হতো!

রাজেন আর গনেশের কল্যানে নেপাল কাস্টমস পার হলেও আসল চিন্তা সেতু পার হওয়ার পর। সেতুর পর চীন কাস্টমস। ওখানে কে পার করে দেবে তাদের? ওখানে নিশ্চয়ই সুরেশের কোন হাত নেই।

জীপে বসে সব ভুলে গেলেন নীচে বটেকোশি নদীর প্রবল স্রোত দেখে, দু'পাশের পাহাড়ের মাঝ দিয়ে বয়ে চলেছে পাহাড়ি এই জলকন্যা।

নেপালের তুলনায় চীনা কাস্টমস অনেক সুরক্ষিত, প্রচুর আয়োজন সেখানে, অস্ত্র নিয়ে পাহারা দিচ্ছে মিলিটারীর লোকজন, প্রতিটি ব্যাগ, প্রতিটি জিনিস ওরা তন্নতন্ন করে খুঁজবে, সেখানে তিব্বতি স্বাধীনতা সম্পর্কিত কিছু পাওয়া গেলে, সেখান থেকেই ফেরত দিতে পারে ওরা, এমনকি দালাই লামা সম্পর্কিত কিছু থাকলে একই নিয়ম প্রযোজ্য। কিন্তু সে তুলনায় তেমন কিছু হলো না।

রাজেন তার হাতে স্পেশাল পাসগুলো দিয়েছিলো, সীল মেরে, এতোক্ষন খেয়াল করেন নি, এবার দেখে অবাক হলেন ডঃ কারসন। ডঃ লতিকা প্রভাকরের জন্যও একটা পাস আছে সেখানে। কিভাবে সম্ভব?

চেহারায় এতোক্ষন গম্ভীর একটা ছায়া ছিল ডঃ কারসনের, সেই ছায়াটা সরে গেল মুহূর্তেই। তাকে দেখলে যে কেউ এখন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সুখি মানুষ বলতে দ্বিধা করবে না।

মনে মনে সুরেশকে আবার ধন্যবাদ জানালেন তিনি।

* * *

সময় কিভাবে যাচ্ছে টের পাচ্ছেন না তিনি। ঘোরের মধ্যে আছেন, একটানা অন্ধকারে থেকে কেমন ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে তার অনুভূতি। পুরো ঘরে কেমন অদ্ভুত বাজে একটা গন্ধ, দীর্ঘদিন বন্ধ থাকলে যেমন হয়। আগে টের পান নি, আজ যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। গতরাতে খাবার খেয়েছিলেন মনে পড়ে, দুটো রুটি আর কলা। তারপর দীর্ঘ সময় পেটে কিছু পড়ে নি। ক্ষুধা-তৃষ্ণা তেমন অনুভব করছেন না, সব অনুভূতি যেন মরে গেছে।

ক'টা বাজে নিশ্চিত না হলেও এখন অনেক রাত এটুকু বুঝতে পারছেন। সামনের দরজার ফাঁক দিয়ে আলো আসে, দিনের আলো নিভে গেছে অনেকক্ষন হলো। আজ সারাদিনে কেউ একবার উঁকি দিতেও আসে নি। ওরা কি তাহলে তাকে ফেলে চলে গেল? এমন তো হবার কথা নয়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভাবতে ভাবতেই দরজা খোলার শব্দ পেলেন। চোখ খুললেন না, এর আগে যে বৃদ্ধ এসেছিল সেই হয়তো এসেছে। দরজা খুলে কেউ একজন ঢুকেছে। বুটের মচমচ শব্দ পাচ্ছেন, এগিয়ে আসছে তার দিকে। এবার চোখ খুললেন তিনি। একশ ওয়াটের বাতিটা জ্বলে উঠেছে।

তরুন একজন এসেছে এবার। সোজা, শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। ফর্সা, ভোঁতা চেহারায় বেশ কিছু কাটা দাগ, একদম তাজা।

গলা চেপে ধরল তরুন সরাসরি। চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে আছে। যেন চোখের আগুনেই ভস্ম করে দেবে। দম বন্ধ হয়ে আসলেও নিজেকে স্বাভাবিক রাখলেন তিনি। ভয় পেয়েছেন বুঝতে পারলে এরা আরো ভয়ংকর রুপে হাজির হবে।

"তুই কি আমাকে চিনিস?" ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলল তরুন। গলা থেকে হাত এখনো সরায় নি।

না-সূচক মাথা নাড়লেন তিনি।

"কিন্তু আমি তোকে চিনি, তুই আমাদের উপর গুলি চালিয়েছিলি, তোর নাম ডঃ কামাল আরেফিন," বলল তরুন, গলা ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তার মুখের উপর থেকে টেপ খুলে নিলো।

"এবার বল, তোর উদ্দেশ্য কি?"

"আমি একজন ডক্টর, শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতাম," কোনমতে বললেন ডঃ আরেফিন, কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল তার।

"শিক্ষকের হাতে অস্ত্র শোভা পায় না," ঘুরে দাঁড়াল তরুন, রুমে পায়চারি করতে থাকল।

"আবার বলছি, উদ্দেশ্য কি বল?" জোরে চিৎকার করে উঠল তরুন এবার।

তরুনের হাঁটাচলা, কথা বলার ভঙ্গি বোঝার চেষ্টা করছেন ডঃ আরেফিন। পুরো মিলিটারি ভঙ্গি, চেহারা মঙ্গোলীয়, তবে নেপালীদের মতো নয়। সম্ভবত চীনা এবং সামরিক বাহিনীতে কাজ করে।

"আমরা এসেছি সাম্ভালার খোঁজে," বললেন ডঃ আরেফিন, বৃদ্ধ যেহেতু জানে, তাহলে সাম্ভালার কথা এই তরুনের না জানার কথা নয়।

"সাম্ভালা? সাম্ভালা কি? আমার সাথে চালাকি?"

"সাম্ভালা হচ্ছে..."

"চোপ..." এবার ধমকে উঠল তরুন, "ঐ সব উদ্ভট্টি গালগল্প আমাকে শোনাতে এসো না। আসল কথা বলো।"

"আসল কোন কথা নেই।"

চোখ বন্ধ করলেন তিনি। তরুন যেরকম উত্তেজিত অবস্থায় আছে, তাতে গায়ে হাত তোলা অস্বাভাবিক না।

"আচ্ছা, তাহলে আসল কথা নেই?" নরম সুরে বলল তরুন।

এগিয়ে এসে ডঃ আরেফিনের হাত চেপে ধরল। ব্যথায় কাতরে উঠলেন

www.BanglaBook.org

তিনি। এই হাল্কা পাতলা শরীরে এতো শক্তি ধরে দেখে বোঝা যায় না।

"তোদের সাথে ইন্ডিয়ান র'-এর এজেন্ট কি জন্য? সেও কি সাম্ভালার খোঁজে বের হয়েছে, আমাদের বোকা মনে করিস?"

উত্তর দিলেন না তিনি।

এবার আশংকা সত্যি হলো। এগিয়ে এসে গালে বেশ কয়েকবার ঘুষি বসাল তরুন। জীবনে কখনো এমন অসহায় অবস্থায় পড়েন নি। তার মুখ দিয়ে অনবরত রক্ত বেরুচ্ছে। এই তরুনকে এখন যাই বলবেন তার কোনটাই বিশ্বাস করবে না, তাতে মারের মাত্রাটা আরো বেড়ে যাবে। এরচেয়ে চুপচাপ সহ্য করা ভালো। এই চায়নীজ তরুনের কথাই বলেছিলেন প্রফেসর সুব্রামানিয়াম, সন্দীপ যার কথা বলেছিল, সেও মনে হয় এই তরুন। এছাড়া কাঠমুন্ডু থেকে কোদারি আসার পথে যে বন্দুকযুদ্ধ হয়েছিল তাতেও ছিল এই তরুন। এরা সম্ভবত চায়নীজ সরকারের লোক, চায় না সাম্ভালার খোঁজে তিব্বতে কেউ যাক।

"আমি কাল আবার আসবো, তৈরি থাকিস," বলল তরুন, পকেট থেকে রুমাল বের করে হাত দুটো পরিষ্কার করে নিলো, সেখানে রক্ত লেগে আছে।

যাওয়ার সময় মুখে টেপ লাগিয়ে গেল না তরুন, দরজা খোলা রেখেছে, এর আগে যে ছেলেটা রুটি আর কলা দিয়েছিল তাকে ঢুকতে দেখা গেল।

মুখে হাসি খেলল ডঃ আরেফিনের। এখানে এই অবস্থায় কতোদিন থাকতে হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই, এমনকি এখান থেকে জীবিত বের হতে পারবেন কি না তাতেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তাই যতোটা পারা যায়, খেয়ে নেয়া ভালো। সুযোগ এলে শারীরিক সব শক্তিই তার কাজে লাগবে। কিন্তু সুযোগ কি আসবে? ডঃ কারসন কিংবা দলের অন্য কারো পক্ষে এখানে আসা অসম্ভব। তাদের আসার সম্ভাবনা কম, কারন অনির্দিষ্টকালের জন্য নেপালে অপেক্ষা করা ডঃ কারসনের পক্ষে সম্ভব না। সেক্ষেত্রে এখান থেকে বের হওয়ার পথ নিজেকেই খুঁজে বের করতে হবে।

ছেলেটার বয়স কম, নেপালি হবে সম্ভবত। চেহারায় ভীতসন্ত্রস্ত ভাব। তাকে কোনরকম রুটি-কলা খাইয়ে দিয়ে চলে যাবে। শক্ত রুটি আর কলা দেখে কেমন গা ঘিনঘিন করে উঠলো ডঃ আরেফিনের। ছেলেটা রুটি বাড়িয়ে দিয়েছে তার মুখের দিকে, ইচ্ছে না হলেও এই খাবার খেতে হবে তাকে। কার্বোহাইড্রেট শরীরে শক্তি জোগাবে। খাওয়া শেষ হলে ছেলেটার দিকে তাকালেন তিনি, ইশারা করলেন তার হাতের দিকে তাকাতে। বাথরুমে যাওয়া দরকার, সেই ইশারা করছেন তিনি। ছেলেটা বুঝতে পারলো না কি না বোঝা গেল না। দরজা বন্ধ করে চলে গেল। যাওয়ার সময় বাতিটা নিভিয়ে যেতে ভুলল না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৩

বুড়োকে এতোদিনে কাছের লোক বলে মনে করতে শুরু করেছে কিশোর। তিনি ছাড়া আর কেউ নেই তার। বছর দুয়েক পার হয়েছে এরমধ্যে। পাহাড়ের সেই গুহা আর ভেড়া চড়ানোর মধ্যেই যার জীবন ছিল সীমাবদ্ধ, এই বুড়োর সাথে থেকে গত দু'বছরে সে দেখেছে অনেক কিছু। মরুভূমি থেকে সমুদ্র, শুষ্ক পাহাড় থেকে গহীন অরন্য, বুড়োর সাথে সাথে অনেক জায়গায় ঘুরেছে সে।

বুড়ো লোকটা আজব মানুষ। একটানা পথ চলে, মাঝে মাঝে একটানা হাঁটছে তো হাঁটছেই, পথের ধারে লোকালয় পড়লে সেখানে বিশ্রাম নিচ্ছে কিছুদিন, তারপর আবার ছুটে চলা। বুড়ো মানুষটার কাছে ক্লান্তি বলে কোন শব্দ নেই। যেখানেই গেছে মানুষের চোখে শ্রদ্ধা দেখেছে সে বুড়ো মানুষটার জন্য, সকলেরই তিনি আপন। অদ্ভুত, অলৌকিক কোন ক্ষমতা আছে বুড়োর, যা সে কাউকে বলে না। কিন্তু বিপদে পড়া মানুষকে উদ্ধারে এগিয়ে গেছে সবসময়। কোথাও হয়তো অনাবৃষ্টি, কোথাও অতিবৃষ্টি, কোথাও পাহাড় থেকে নেমে আসা বন্যজন্তুর আক্রমনে জীবন অতিষ্ট, সবধরনের কাজের সমাধান ছিল বুড়োর কাছে। সেই সব সমাধান সবার সামনে করেন নি তিনি, তবে সমাধান হয়ে যেতো।

বেশিরভাগ সময়ই খোলা জায়গায় ঘুমাতে পছন্দ করেন বুড়ো। সবচেয়ে পছন্দ করেন বন-জঙ্গল। রাতে বুড়োর কাছাকাছি ঘুমায় কিশোর। ঘুমায় না বলে ঘুমিয়ে থাকার ভান করে বলা যায়। ঠিক মাঝরাতের পর বুড়ো জেগে উঠেন। হেঁটে বেড়ান, বিড়বিড় করে কিছু বলেন। একটানা অদ্ভুত সুরের সেই বিড়বিড়ানি শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে যায় কিশোর। ভোরের প্রথম আলোতে যখন তার ঘুম ভাঙে বেশিরভাগই সময়ই দেখা যায় বুড়ো ঘুমাচ্ছে। তখন প্রায়ই কিশোরের ইচ্ছে হয় বুড়োর ঝোলা আর লম্বা লাঠিটা নিয়ে পালিয়ে যেতে। এই ঝোলার ভেতরেই আছে বুড়োর সব বাহাদুরি। কিন্তু সাহস হয় না, এই মানুষটা তাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে, এছাড়া নিজের জন্য এখনো কোন ঠিকানা খুঁজে পায় নি কিশোর, এই বুড়োই তার শেষ ঠিকানা যে বিপদ-আপদে তাকে রক্ষা করবে।

আজকের দিনটা সম্ভবত অন্যান্য দিনের মতো নয়, কারন ভোর হওয়ার আগেই ঘুম ভেঙে গেছে কিশোরের। এই অঞ্চল মরুময়, যতোদূর দেখা যায় লোকালয়ের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। গত দু'দিন বুড়োর কোমরে ঝোলানো চামড়ার থলে থেকে শুধু পানি খেয়েছে কিশোর, মিষ্টি সে পানি, এই পানি খেলে সহজে ক্ষুধা-তৃষ্ণা পায় না। আগের রাতেই পাথুরে এক পাহাড়ের ঢালে আস্তানা গেড়েছিল তারা, এই অংশটা আরো বেশি অন্ধকার। বুড়ো যেখানে শুয়েছিল সেদিকে তাকাল কিশোর। বুড়ো নেই!

www.BanglaBook.org

ছায়াময় অংশটার দিকে এগিয়ে গেল কিশোর। বুড়ো যেখানে শুয়েছিল তার ছাপ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তাকে একা ফেলে কোথাও যাওয়ার কথা নয় বুড়োর। সেই গ্রাম থেকে চলে আসার পর এখন পর্যন্ত তাকে ফেলে কোথাও যায় নি লোকটা। আরো একটু এগিয়ে গেল কিশোর, ধীর পায়ে। কোথাও কোন শব্দ নেই, এমনকি বাতাসও যেন থেমে আছে। জীবনের কোন চিহ্ন চোখে পড়ছে না কোথাও, অন্ধকার যেন আরো গাঢ় হয়ে গেছে সামনের দিকে।

আরো একটা এগুতেই একটা বাঁক পেরুলো কিশোর, বুড়োকে দেখল তখন। উবু হয়ে বসে আছেন, নড়াচড়া করছেন না একদম। সামনে ছোট একটা আগুনের কুন্ড, সেই আগুনের দিকে তাকিয়ে আছেন গভীর মনোযোগে। কিশোরের আগমন তার মনোযোগে বিন্দুমাত্র ছেদ ঘটাতে পারে নি।

নিজেকে আড়াল করে নিলো কিশোর মুহূর্তেই। বুড়ো আসলে কী করছে তা দেখা দরকার। মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে দেখে নিচ্ছে, কিন্তু বুড়োর কোন চঞ্চলতা নেই, স্থির তাকিয়ে আছে আগুনের দিকে।

"ঘুম ভাঙল কখন, বাছা?" কানের কাছে বুড়োর কণ্ঠ শুনে আঁতকে উঠলো কিশোর। মাত্র কিছুক্ষন আগেই আগুনের সামনে চুপচাপ বসে থাকতে দেখেছে সে বুড়োকে। এখন জলজ্যান্ত তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, মুখে হাসি, হাতে চিরচেনা লম্বা লাঠিটা।

"এই মাত্র..."

"এখনো ভোর হয় নি, ঘুমাতে যাও," বললেন বৃদ্ধ। "আমার সব জ্ঞান তুমি পাবে, বাছা। অস্থির হওয়ার কিছু নেই।"

সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল কিশোর, ধীর পায়ে হাঁটতে লাগল, পেছনে তাকাতেও ভয় হচ্ছিল তার। মনে হচ্ছিল তাকালেই বাজে কোন দৃশ্য দেখতে পাবে। এই বুড়োর কাছ থেকেই অদ্ভুত অদ্ভুত অনেক গল্প শুনেছে সে। তার যে কোনটা বাস্তব হয়ে যেতে পারে যে কোন সময়!

অনেক কিছুই শিখেছে সে বুড়োর কাছ থেকে। সে অতি প্রাচীনকালেও এমনসব জিনিস নিয়ে মেতে উঠেছিলেন বুড়ো যাকে বর্তমানকালের রসায়ন অথবা ফার্মেসীর সাথে তুলনা করা যায়। অদ্ভুত অদ্ভুত উৎস থেকে এমন সব উপাদান যোগাড় করতেন যা এখনকার বিজ্ঞানীদের ধারনারও বাইরে। সেই উপাদান নিয়ে চলতে নানা ধরনের গবেষনা, গবেষনায় প্রাপ্ত জিনিস বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোগের ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হতো। এছাড়া স্বর্ন, রুপার মতো পদার্থ কৃত্রিমভাবে তৈরির কাজও করছিলেন বুড়ো। যার স্বাক্ষী তিনি নিজে। ইউরোপে একসময় ফিলোসফার্স স্টোনের মিথ খুব জনপ্রিয় ছিল। যদিও সেই আদিকালে কোন রকম শিক্ষা-দীক্ষা আর যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই সেই বস্তু তৈরি করেছিলেন বুড়ো, যার প্রক্রিয়া একমাত্র তাকেই শিখিয়ে গেছেন।

www.BanglaBook.org

সবকিছুই মনে আছে তার, হাতে-কলমে শেখা কাজ, উপাদানগুলো সব তার মুখস্ত। তখন ভাবেন নি, সোনালী রঙের সেই বস্তুর ক্ষমতা কতোদূর হতে পারে।

বর্তমানে ফিরে এলেন তিনি, লখানিয়া সিং। পাহাড়ের ঢালে অন্ধকার একটা কোনা বেছে নিয়ে অপেক্ষা করছেন তিনি, সঠিক সময়ের জন্য। রাত বারোটার মতো বাজে। তেমন কোন শব্দ নেই চারপাশে। শুধু পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া বটেকোশি নদীটার কুলুকুলু শব্দ ছাড়া। তার দুই দিকে বিনোদ চোপড়া আর যজ্ঞেশ্বর। এসব ব্যাপারে দু'জনের পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকলেও দেখা যাচ্ছে তাকে ঠিকমতো অনুসরন করে যাচ্ছে ওরা।

নেপাল-তিব্বতের সীমান্তের মাঝামাঝি অবস্থান এখন তাদের। নো ম্যানস ল্যান্ডে। বিকেলের দিকে নেপাল সীমান্ত পার হওয়ার কথা থাকলেও পরে বাতিল করে দিয়েছেন তিনি। এতো কড়া নিরাপত্তা থাকবে, ভাবেন নি। কাঁধে ঝোলানো রাইফেল নিয়ে সীমান্তরক্ষীরা ঘোরাফেরা করছে, একটু এদিক-সেদিক দেখলে গুলি করতে দ্বিধা করবে না। সন্ধ্যার পরপর অন্ধকারে এতোদূর আসতে পেরেছেন তিনি। পরনের কাপড় জায়গায় জায়গায় ছিড়ে গেছে। হাত-পা কেটে গেছে কয়েক জায়গায়। কিন্তু সেদিকে তাকানোর উপায় নেই। নেপাল সীমান্ত পার হয়েছেন, এবার বাকি তিব্বত সীমানা দিয়ে ঢুকে পড়া। ব্যাপারটা খুব সহজ হবে না। চীন তার সীমান্তে দারুন তৎপর। অত্যাধুনিক সব সরঞ্জাম দিয়ে সীমান্তরক্ষী দল গড়ে তুলেছে। এছাড়া তিব্বত সবসময়ই একটা স্পর্শকাতর এলাকা চীনের জন্য। তাই এখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো জটিল। প্রায় দুই তিন গজ পরপরই একজন সীমান্ত রক্ষীকে দেখা যাচ্ছে, যারা তাদের দেশের জন্য বিনা বাক্যব্যয়ে প্রান দিতে প্রস্তুত।

আগেই বলে রেখেছেন বিনোদ চোপড়া আর যজ্ঞেশ্বরকে, তার ইশারা ছাড়া এক ইঞ্চি যেন না নড়ে কেউ। ওরা এতোক্ষন তাই করেছে, ডানে-বায়ে তাকায় নি। তার ইশারামতো কাজ করে গেছে। এবার আসল বাঁধা সামনে।

উপরে বড় বড় সার্চ লাইট বসানো, একটু পরপর পাশ কেটে চলে যাচ্ছে। কোন মানুষ বা এই ধরনের আকৃতি দেখা মাত্র গুলি করবে সীমান্তরক্ষীরা, কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ঝুঁকি না নিয়ে উপায় নেই তার।

উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন তিনি, ছোট-বড় পাথরে পুরো এলাকা, মাটি অমসৃন। তারপর এগুতে থাকলেন। দূর থেকে দেখলে মনে হবে যেন সরীসৃপ ধরনের কিছু হেঁটে যাচ্ছে। নিজেকে মাটির সাথে প্রায় মিশিয়ে রেখেছেন। মাঝে মাঝে পেছনে তাকিয়ে বিনোদ চোপড়া আর যজ্ঞেশ্বরের অবস্থান দেখে নিচ্ছেন। বিনোদ চোপড়া এভাবে বুকে হেঁটে চলতে পারলেও, যজ্ঞেশ্বর কিভাবে কি করবে ভাবছেন তিনি।

সার্চলাইট পাশ দিয়ে চলে গেল আবার, তিনি গড়িয়ে একটা ঝোপের আড়ালে

www.BanglaBook.org

চলে এলেন। জ্যাকেটের ভেতর চামড়ার সেই খোপটা রাখা, চেইনখুলে বের করে এনে একটু দেখলেন, কোন ক্ষতি হয়েছে কি না দেখে রেখে দিলেন। এই ঝোপটা দারুন একটা আড়াল। ইশারায় বিনোদ চোপড়াকে এগিয়ে আসতে বললেন তিনি।

বিনোদ চোপড়ার স্বাস্থ্য ভালো, নিয়মিত ব্যায়াম করে। খুব বেশি একটা বেগ পেতে হলো না ঝোপ পর্যন্ত আসতে। এবার যজ্ঞেশ্বরের পালা। সার্চলাইটের আলো চলে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে ইশারা করলেন তিনি।

পাথুরে জমিতে বুকে হেঁটে চলে এলো যজ্ঞেশ্বর। হাপাচ্ছে। হাসি পেলেও চুপচাপ থাকলেন তিনি। সন্ন্যাসী পুরুষের এই রুপ দেখলে তার ভক্তরা খুবই হতাশ হবে নিশ্চিত। সারা শরীর ধুলোবালিতে মাখা অবস্থায় একদম ভূতের মতো দেখাচ্ছে সন্ন্যাসীকে।

জ্যাকেটের পকেট থেকে ছোট বাইনোকুলারটা বের করলেন। কাঠমুন্ডুতে থাকা অবস্থায় কিনেছিলেন। চারপাশ দেখে নিলেন, নেপাল সীমান্ত থেকে কিছুটা দূরে থাকায় ছোট নদীর ঐ পাশে কিছু দেখতে পেলেন না। এপাশে বেশ কয়েকজনকে চোখে পড়ল তার। এতোগুলো লোককে একসাথে শায়েস্তা করা অসম্ভব। অন্য কোন উপায়ে এগুতে হবে।

বিনোদ চোপড়াকে ইশারা করলেন তিনি, যতোটা সম্ভব মাথা নীচু করে রাখার জন্য। যজ্ঞেশ্বর পারলে যেন মাটির সাথে মিশে যায়। মাথা একটু তুলে তাকালেন, ঢালটা প্রায় পয়তাল্লিশ ডিগ্রী কোনে উপরে উঠে গেছে। ধীরে ধীরে বেয়ে উপরে উঠতে হবে। তবে সমস্যা হচ্ছে সেখানে সীমান্তরক্ষীদের কেউ আছে কি না তা জানা যাচ্ছে না এখান থেকে। না থাকার কোন কারন নেই যদিও।

ঢাল বেয়ে উপরে উঠার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, সাবধানে এগুতে হবে, সার্চলাইট আছে, সীমান্তরক্ষীদের সাথে প্রশিক্ষন প্রাপ্ত কুকুর আছে, একটু এদিক-সেদিক হলে জীবন নিয়ে আর ফেরা যাবে না।

* * *

জায়গাটায় এসে কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে থাকল মিচনার। বাতাসে গন্ধ নেয়ার চেষ্টা করল। এখানে আজ মানুষ ছিল, তারা থেকেছে, রান্নাও করেছে। সেই গন্ধ এখনো বাতাসে পাক খাচ্ছে। তবে আলাদা করে একটা গন্ধ পাচ্ছে মিচনার। গন্ধটা একেবারেই অপরিচিত। দীর্ঘদিন বনে-জঙ্গলে থেকে প্রতিটা গন্ধ আলাদা করে চেনার বিশেষ একটা ক্ষমতা হয়েছে তার। গন্ধের মধ্যেই বিপদ চিনতে পারে সে। আলাদা যে গন্ধটা পাওয়া যাচ্ছে, সেটা বিপদের। লোকটা ছিল এখানে, তার প্রতিদ্বন্দ্বী।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিন্তু লোকটা একা ছিল না। পুরো জায়গাটা পর্যবেক্ষন করল মিচনার, অনেকক্ষন ধরে। আরো অন্তত দুজন মানুষ ছিল লোকটার সাথে। পায়ের ছাপগুলো আলাদা আলাদা করে বিবেচনা করলে তাই পাওয়া যায়। ঠিক তার মতোই একা থাকার কথা লোকটার, কিন্তু সে একা না, তার সঙ্গি আছে। কেন আছে তা জানা দরকার। এই পাহাড়ি এলাকায়ই বা কী কাজ লোকটার সেটাও জানা দরকার।

বেশ কিছুক্ষন চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল মিচনার। মনে হচ্ছে লোকালয় এখান থেকে বেশি দূরে নয়। লোকটা হয়তো লোকালয়ে গেছে। বাতাসে গন্ধ নেয়ার চেষ্টা করল মিচনার, পায়ের ছাপগুলো আরো মনোযোগ দিয়ে দেখল। একটা নির্দিষ্ট দিকে গেছে ওরা। সম্ভবত পূবে।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। এখানেই আজ রাতটা কাটাবে বলে ঠিক করলো সে। এখানে একসময় হয়তো মন্দির ছিল, এখন ভাঙ্গাচোরা একটা কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে কেবল। রাতে ঘুমানোর মতো একটা জায়গা পরিষ্কার করে নিয়ে হেলান দিয়ে বসল মিচনার।

অনেক কাছে চলে এসেছে সে, আর একটু বাকি। শত্রুকে হাতে পেতে আর বেশি সময় লাগবে না। একটানা এতোদূর হেঁটে এসেছে বলে ক্লান্তিতে চোখ বুঁজে আসছে মিচনারের। সন্ধ্যার আকাশে এর মধ্যেই তারা দেখা যাচ্ছে। চমৎকার বাতাস বইছে। চোখ খোলা রাখতে কষ্ট হচ্ছে, তাই চোখ বন্ধ করে ভালো কিছু চিন্তা করতে চাইল মিচনার।

অনেক খুঁজেও চিন্তা করার মতো ভালো কিছু পেল না। তার সব স্মৃতি মুছে গেছে যেন, পুরো মস্তিষ্কে শুধু একটাই গন্তব্য, একটাই লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যও খুব কাছাকাছি। আগামীকাল সূর্য্য উঠার আগেই রওনা দেবে বলে ঠিক করলো সে, তারপর ঘুমিয়ে পড়ল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৪

দুপুরের আগেই রুমে ফিরে এসেছে রাশেদ। সাথে খাবারের দুটো প্যাকেট। দুটো সিমকার্ড। রাজু এখনো ঘুমাচ্ছে। ছোট টেবিলে দু'টো প্লেটে খাবার বের করে রাখল রাশেদ। ক্ষুধা পেয়েছে। কিন্তু খাওয়ার আগে একটা কল করা দরকার।

নাম্বার ডায়াল করলো রাশেদ।

"হ্যালো," ওপাশ থেকে নারীকণ্ঠ শোনা গেল।

"কি খবর তোমার?"

"কে বলছেন?"

"একটু চেনার চেষ্টা করো," রাশেদ বলল, প্রায় ফিসফিসিয়ে।

"রাশেদ," বলতে গিয়ে ওপাশের নারীকণ্ঠ কেঁপে গেল যেন।

"হ্যা, লিলি, রাশেদ বলছি।"

"তুমি কি ঢাকায়?"

"না, আমি এখন কাঠমুন্ডুতে।"

"ওখানে কি করছো?"

লাইন কেটে গেল, মোবাইল ফোনটা হাতে নিয়ে আবার ডায়াল করলো রাশেদ। কিন্তু কল যাচ্ছে না। প্রায় দশ মিনিট চেষ্টা করার পর হাল ছেড়ে দিল। হয়তো নেটওয়ার্কে সমস্যা। কিংবা লিলি কেটে দিয়েছে।

রাজু ঘুম থেকে উঠে পড়েছে লক্ষ্য করে নি রাশেদ।

"কি রে, এতোকাল পর প্রেমিকার কথা মনে পড়লো?"

"খাবার এনেছি, খেয়ে চুপ থাক," এড়িয়ে গেল রাশেদ।

"কী আনলি?"

"পরোটা আর ডিম।"

"এই খেয়ে চলবে আমার, আমি ভাত ছাড়া বাঁচবো?" প্রশ্নটা কাকে উদ্দেশ্য করে বলল রাজু বোঝা গেল না।

"আগে খুলে দ্যাখ।"

বিছানা ছেড়ে খাবার প্যাকেট খুলল রাজু। হাসিতে তার সব দাঁত বের হয়ে গেছে। সাদা ভাত আর মুরগীর মাংস।

"এখানে পাওয়া যায়?"

"এক বয়স্ক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সাথে দেখা, তিনি দোকানটা চিনিয়ে দিয়েছেন," রাশেদ বলল, "খাওয়ার পর বাইরে যাবো আমি, কাজের কাজ একটাও হয় নি।"

"আমিও যাবো তোর সাথে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দরজায় টোকা শুনে চমকে তাকাল রাশেদ। রুম সার্ভিসের এই সময়ে আসার কথা নয়। তাহলে কে এসেছে?

দরজার কী হোলে তাকাল রাশেদ। আহমদ কবির দাঁড়িয়ে আছেন। লোকটাকে পছন্দ হয়েছে রাশেদের। বিদেশ-বিভুঁইয়ে এই ধরনের লোক পাশে থাকলে অনেক কাজে সুবিধা হয়।

"আসুন, ভেতরে আসুন," রাশেদ বলল।

"তোমরা খেয়েছো," আহমদ কবির বললেন ঢুকতে ঢুকতে। কখন আপনি থেকে তুমিতে নেমে এসেছেন ভদ্রলোক খেয়াল করে নি রাশেদ, অবশ্য এই বয়েসী একজন লোক তাকে তুমি করে বলতে পারে, তাতে বিরক্ত হওয়ার কিছু নেই।

"এই তো খাবো," দরজা বন্ধ করতে করতে রাশেদ বলল।

"তোমরা খাও তাহলে, আমি টিভি দেখি," বলে রিমোটে চাপ দিয়ে টিভি ছেড়ে দিলেন আহমদ কবির।

রাজু একটু অবাক হলেও খাওয়া বন্ধ করে নি। রাশেদ গিয়ে বসল ওর পাশে।

আড়চোখে আহমদ কবিরকে লক্ষ্য করছিল রাশেদ। অদ্ভুত টাইপের লোক, অচেনা মানুষের সাথে ভাব জমাতে বেশি দেরি করে না। এরা হয় বোকা ধরনের, অথবা খুবই ধূর্ত। আহমদ কবির কেমন কে জানে?

খাওয়া দাওয়া শেষ হতে বেশিক্ষন লাগলো না। রাজুকে দেখে মনে হলো খুব তৃপ্তি করে খেয়েছে। তার ধারনাও ছিল না এখানে এই ধরনের খাবার পাওয়া যাবে।

আহমদ কবির চুপচাপ টিভি দেখছিলেন, ওদের খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়েছে দেখে ঘুরে বসলেন।

"তোমরা তো এবারই প্রথম এলে, তাই না?"

"জি," উত্তর দিলো রাশেদ।

"নেপালে কিন্তু দেখার মতো অনেক জায়গা আছে, পোখরা যেতে পারো, লুম্বিনী যেতে পারো, আরো অনেক জায়গা আছে দেখার মতো। তোমরা থাকছো কয় দিন?"

"সপ্তাহ দুয়েক থাকার ইচ্ছে আমাদের," রাশেদ বলল, "রাজু, উনি হচ্ছেন আহমদ কবির সাহেব।"

রাজু উঠে গিয়ে হাত মেলাল আহমদ কবিরের সাথে।

"তোমরা চাইলে আমি তোমাদের সাথে যেতে পারি, আমার এখানে তেমন কোন কাজ নেই।"

চিন্তা করছিল রাশেদ, কি বলবে। কাউকে সঙ্গি করার প্রশ্নই আসে না। এই লোকটা মনে হচ্ছে গায়ে পড়া টাইপের।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"শুধু শুধু আপনার সময় নষ্ট হবে, আমরা দেখে নেবো, সব," আমতা আমতা করে বললো রাশেদ।

"উনি আমাদের সাথে গেলে তো ভালোই হয়," রাজু বলল, রাশেদ তাকে ইশারা করছিল, কিন্তু তার চোখে পড়ে নি।

"অবশ্যই," হেসে বললেন আহমদ কবির, "আমি অনেক জায়গা চিনি। তোমাদের ভালোই হবে, আমারও খারাপ কাটবে না সময়।"

"ঠিক আছে, আপনার সমস্যা হবে ভেবেই বলছিলাম আর কি," রাশেদ বলল। রাজুকে কান ধরে উঠ বস করাতে ইচ্ছে করছিল, কখন কি বলতে হবে বুঝতে পারে না।

"আমার কি সমস্যা? তোমাদের মতো ইয়াংম্যানদের সাথে ঘুরতে আমার ভালোই লাগবে।"

রাশেদ হাসল, অনিচ্ছাকৃত হাসি। এমন কাজে এসেছে যা অন্য কারো সাথে শেয়ার করতে গেলে সমস্যা হতে পারে। কিন্তু কথা যখন দিয়ে দিয়েছে, তখন আর ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ নেই। একসময় পেছন থেকে ঝেড়ে ফেললেই হবে।

"রাশেদ, উনাকে বল না," রাজু বলল, রাশেদের দিকে ঝুঁকে, ফিসফিস করে।

"কি বলবো?" অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে রাশেদ।

"তিব্বতের কথা? উনি হয়তো স্পেশাল পাসের ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন।"

আহমদ কবিরের চেহারায় পরিবর্তন লক্ষ্য করলো রাশেদ, তিব্বত শব্দটা হয়তো কানে গিয়ে থাকবে।

"না বুঝে কথা বলিস না," চাপা গলায় বলল রাশেদ।

"তোমরা কি তিব্বতে যেতে চাও?" আহমদ কবির বললেন, একটু লজ্জিত স্বরে।

"হ্যা," রাশেদ বলল, রাজুর দিকে তাকাল এমনভাবে যেন চোখ দিয়েই পুড়িয়ে ফেলতে চায়।

"আমি তোমাদের স্পেশাল পাসের ব্যবস্থা করে দিতে পারি, যদিও একটু খরচ করতে হবে।"

"খরচ করতে পারবো আমরা," রাজু বলল রাশেদকে দেখিয়ে, "ওর অনেক দিনের শখ।"

"এইসব শখ অপূর্ন রাখতে হয় না। তা কবে যেতে চাও তোমরা?"

"পাস পেলেই যাবো।"

"ঠিক আছে, কালই দেখি ব্যবস্থা করা যায় কি না," বললেন আহমদ কবির।

"কালকেই?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"হুম, এখানে আমার অনেক পরিচিত।"

"তাহলে তো ভালোই হয়," রাজু বলল।

"তোমরা থাকো, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি," বললেন আহমদ কবির, দরজা খুলে এগিয়ে দিল রাশেদ।

"একটা সমস্যার তো সমাধান হলো," রাজু বলল।

"আরেকটার সমাধান কিভাবে করবো, অস্ত্র?"

"এগুলো আন্ডারওয়ার্ল্ডের কাজ, কিছু একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।"

"তাহলে চল, বাইরে ঘুরে আসি।"

একটু পরই হোটেলের বাইরে চলে এলো দুজন। অনেক দূর থেকে ওদের লক্ষ্য করছিলেন আহমদ কবির। মোবাইল বের করে কাউকে ফোন দিলেন।

* * *

ঝাংমু জায়গাটা চমৎকার, যেন মেঘের কোলে ছোট্ট একটা শহর। সুন্দর রাস্তাঘাট, রাস্তার দু'পাশে একতলা, দোতলা হোটেল, বিপনীবিতান। সীমান্তবর্তী শহর, তাই প্রচুর পর্যটক চোখে পড়ে। পাহাড়ের গায়ে হেলান দেয়া সুন্দর, ছিমছাম একটা হোটেল বেছে নিলেন ডঃ কারসন। তিন রুম ভাড়া নিলেন, সঙ্গি বলতে এখন কেবল সন্দীপ আর লতিকাই অবশিষ্ট আছে। নেপাল সীমান্তেই ড্রাইভার আর জিপ ছেড়ে দিয়েছেন ভাড়া মিটিয়ে, এপাশে তাই নতুন করে গাড়ি ভাড়া করতে হবে।

তবে সমস্যা হচ্ছে এসব কাজ তাকে নিজেই করতে হবে। সন্দীপ চুপচাপ থাকে, না বললে কোন কথার উত্তর দেয় না। লতিকা মেয়ে হিসেবে অনেক গম্ভীর। যদিও এর আগে যখন দেখা হয়েছিল তখন তাকে এতোটা গম্ভীর মনে হয় নি।

হোটেলের লবীটা ছোট। রুম তৈরি হয় নি এখনো, তাই এখানে বসেই বিশ্রাম নিচ্ছে তিনজন। মাথার উপর আদিকালের একটা ফ্যান ঘুরছে, তাতে শব্দ উৎপন্ন হওয়া ছাড়া আর কোন কাজ হচ্ছে না। সন্দীপ একটা পত্রিকা হাতে নিয়ে বসে আছে, চায়নীজ ভাষায় পত্রিকা দেখে সে কি করবে বুঝতে পারলেন না ডঃ কারসন। লতিকাও চুপচাপ, কোন কিছু নিয়ে ভাবছে গম্ভীরভাবে।

"সন্দীপ, আপনাকে একটা কাজ করতে হবে," ডঃ কারসন বললেন।

"কি কাজ?"

"আমাদের একটা জিপ লাগবে, সাথে দু'জন লোক।"

"দু'জন লোক কেন?"

"কিছু মালপত্রও লাগবে, যেমন বেলচা, ছুরি, বালতি, এইসব জিনিস।"

"তিব্বতে ঢুকতে পেরেছি এটাই অনেক কিছু, ওরা যদি ভাবে আমরা কোন

www.BanglaBook.org

খোড়াখুড়ি করতে যাচ্ছি, তাহলে সমস্যা হয়ে যাবে। চায়নীজরা এমনি সন্দেহের চোখে দেখে তিব্বতে আগত সব পর্যটককে। এছাড়া পাস থাকলেও সব জায়গায় যেতে পারবো না আমরা।"

"পারবো না কেন?"

"পাসে যে যে জায়গার কথা লেখা, তার বাইরে কোথাও যেতে পারবো না।"

"তুমি আমাদের পাস খুলে দেখেছো?"

"না," আমতা আমতা করে বলল সন্দীপ, তারপর ব্যাগ খুলে পাস বের করে এগিয়ে দিলো ডঃ কারসনের দিকে।

"এখানে লেখা," ডঃ কারসন বললেন, "দিজ পারসনস এন্ট্রি এজ নট রেস্ট্রিকটেড ইন তিবেত ফর নেক্সট ফিফটেন ডেইজ।"

চেহারায় হাসি ফুটে উঠলো সন্দীপের।

"যাক, কিন্তু পনেরো দিনে আমাদের কাজ হবে?"

"সম্ভাবনা কম, প্রয়োজনে মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন করতে হবে।"

রিসেপশন থেকে এগিয়ে এলো একজন, চেহারায় হাসি ঝুলিয়ে।

"অপেক্ষা করার জন্য ধন্যবাদ, স্যার, আপনাদের রুম তৈরি," রিসেপশনের লোকটা বলল।

"আচ্ছা, এখানে জিপ পাওয়া যাবে, ভাড়া?"

"হ্যা, পাওয়া যাবে, আপনার কখন লাগবে।"

উত্তর দেয়ার আগেই একজনকে হোটেলে ঢুকতে দেখলেন ডঃ কারসন। হাঁটাচলার ভঙ্গীটা পরিচিত মনে হলো। কাউন্টারে এসে রিসেপশনের লোকটার দিকে তাকাল।

"হ্যালো, তোমাকেই খুঁজছিলাম," রিসেপশনিষ্ট বলল, "গেস্টদের জিপ দরকার, বেশ কয়েকদিনের জন্য। তুমি ফ্রি আছো?"

ঘুরে তাকাল লোকটা, মাথায় ছোট একটা টুপি, পরনে টাইট প্যান্ট, সবুজ রঙের, পরনের শার্টটাও বাহারি। অনেকটা সত্তরের দশকের হিন্দি সিনেমার নায়কের মতো লাগছে, ভাবল সন্দীপ। লোকটার গায়ের রঙ সাধারণ তিব্বতীদের চেয়ে একটু চাপা, চোখ দুটো ছোট ছোট।

"টাকা দিলে আমি ফ্রি," হেসে বলল লোকটা, বোঝা গেল সে জিপ চালায়।

হাসিটা পরিচিত ডঃ কারসনের, তিনি কিছু বলতে যাবেন, লোকটার ইশারায় থেমে গেলেন। এই মানুষটা তার খুবই পরিচিত। এই মুহূর্তে খুব আপনও মনে হচ্ছে।

"আমরা বিকেলে একটু ঘুরতে বের হবো," ডঃ কারসন বললেন, "আপনি জিপ তৈরি রাখবেন।"

"জি, আচ্ছা," বিরক্ত ভঙ্গীতে বলল লোকটা, তারপর চলে গেল বাইরে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"কিছু মনে করবেন না, লোকটা এমনই,' রিসেপশনিষ্ট বলল, 'তবে ড্রাইভার ভালো, ওর হাতে কোনদিন অ্যাক্সিডেন্ট হয় নি। এছাড়া গাইড হিসেবেও চমৎকার।"

"কতোদিন ধরে চেনেন ওকে?" সন্দীপ জিজ্ঞেস করল।

"প্রায় ছয় সাত বছর হলো আমাদের এখানে কাজ করছে," রিসেপশনিষ্ট বলল।

হোটেল বয় ব্যাগপত্র নিয়ে গেলো সবার। নিজেদের নাম পরিচয় রেজিস্টারে লিখে রুমের দিকে হাঁটতে থাকলেন ডঃ কারসন, পেছনে ডঃ লতিকা আর সন্দীপ।

"ড্রাইভারটাকে চিনতে পেরেছো?' ডঃ কারসন জিজ্ঞেস করলেন সন্দীপের উদ্দেশ্যে।

"কিভাবে চিনবো, এই প্রথম তিব্বতে এলাম," সন্দীপ বলল।

"ভেবে বলো।"

কিছুক্ষন ভাবল সন্দীপ। তার মাথায় কিছু খেলছে না।

"ড্রাইভার আর কেউ না। সুরেশ, আমাদের সুরেশ ঝুনঝুনওয়ালা!'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৫

বেশ বড়সড় হয়ে উঠেছে কিশোর। তার দুরন্তপনা বেড়েছে। কৌতূহল তার চরিত্রের প্রধান গুন। সব কিছুই সে জানতে চায়, বুঝতে চায়। বাবা-মা হারানোর দুঃখ অনেক আগেই ভুলে গেছে। জানে, পৃথিবীতে অতীত আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকলে হবে না, এগিয়ে যেতে হবে। তবে এই পৃথিবীতে এগিয়ে যাওয়ার পদ্ধতি অনেক ধীর। বলা যায়, পৃথিবী একই নিয়মে চলছে, চলবে আরো বহুদিন।

নিজের মাতৃভূমি ছেড়েছে অনেকদিন হলো, সেই বৃদ্ধের সাথে। বছর গড়ানোর সাথে সাথে বৃদ্ধের বয়স বেড়েছে, এখন আর ঘর ছেড়ে বের হয় না কোথাও। সেও এখন আর কিশোর নেই। তাকে তরুন বলা চলে। কুড়ি বছর হতে আর বেশি দিন বাকি নেই। মাথা ভর্তি ঝাকড়া চুল, ঝকঝকে চেহারা, সুন্দর এক জোড়া চোখ, এক দেখায় যে কেউ তাকে সুদর্শন বলতে বাধ্য। বৃদ্ধের সাথে থেকে আরেকটা ব্যাপার রপ্ত করেছে, তা হচ্ছে ভাষা শিক্ষা। অনেক ধরনের ভাষা সে জানে এখন। এক সময় বৃদ্ধের সাথে সাথে অনেক দেশ ঘুরেছে। অনেক মানুষের সাথে মিশেছে। গত কয়েকবছর ছিল তার জন্য শেখার বয়স। তার কৌতূহলী মন এক্ষেত্রে বড় অবদান রেখেছে।

বয়স বাড়ার সাথে সাথে অন্য আরেক দিকেও তার মনোযোগ বেড়েছে। সেটা হচ্ছে নারী। যদিও ঘনিষ্টভাবে কারো সাথে মেশার সুযোগ হয় নি, তবু তার প্রতি নারীজাতি যে আকর্ষন বোধ করে এটা মাঝে মাঝেই টের পায় সে। কিন্তু বৃদ্ধ তাকে এ ব্যাপারে সাবধান করে রেখেছে। সামান্য নারীর পেছনে দেয়ার মতো সময় তার নেই। তাকে তৈরি করা হচ্ছে আরো বড় কোন কাজের জন্য। মানবজাতির বৃহত্তর উপকারের জন্য। কথাগুলো বৃদ্ধের মুখ থেকে শুনতে ভালো লাগে, কিন্তু আসলে ব্যাপারটা কী কোন ধারনাই নেই তার। তার মতো সাধারন একজন মানুষ মানবজাতির কী উপকারে লাগতে পারে, এটা মাথায়ই আসে না। কিন্তু বৃদ্ধের কথা ফেলে দেয়ার অবকাশ নেই। এই লোকটা না থাকলে বহু আগেই তার এই দেহ পৃথিবীর মাটিতে মিশে যেত।

মজার ব্যাপার হলো, বৃদ্ধ তাকে একটা নামও দিয়েছে, মিনোস। এই নামে নাকি কোন এক রাজা এক দ্বীপ রাজ্য শাসন করতো, দ্বীপটার নাম ক্রীট। যাই হোক, নাম নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই তার। নাম একটা হলেই হলো। বৃদ্ধের অবশ্য একটা নাম ছিল, এখন সেই নামে আর কেউ ডাকে না, সবাই বলে পাগল বুড়ো।

নীল নদের ধারে তার বসবাস। মাটির একটা ঘর আছে বৃদ্ধের, সেই ঘরের পাশে তার জন্য আলাদা একটা ঘর তৈরি করে নিয়েছে সে কিছুদিন হলো। এই

www.BanglaBook.org

দেশটায় আলাদা একটা সম্মান আছে বৃদ্ধের। একসময় রাজকীয় পুরোহিত ছিল। পরবর্তীতে ফারাওয়ের মৃত্যুর পর রাজকীয় পুরোহিতের কাজ থেকে অবসর নেন বৃদ্ধ। দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়ান এবং এক সময় বিপদ থেকে উদ্ধার করেন মিনোসকে।

সন্ধ্যার কিছু পরপর বাসায় ফিরলো মিনোস। বৃদ্ধ বসে ছিল উঠোনে। ইদানীং চোখে তেমন দেখে না। তবে মিনোস এসেছে বুঝতে পারল।

"কোথা থেকে এলে?"

"এই তো, এখানেই ছিলাম," হাসি খুশি মিনোস উত্তর দিলো।

"আজ তোমাকে গুরুত্বপূর্ন কিছু কথা বলবো।"

কণ্ঠস্বর কেমন গম্ভীর শোনালো বৃদ্ধের। এগিয়ে গেল মিনোস।

"তোমাকে আমি অনেক কিছুই শিখিয়েছি, তোমার কি সেসব মনে আছে?"

"জি, প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি ব্যাখ্যা মনে আছে।"

"কাল সকালেই তুমি এখান থেকে চলে যাবে," খুকখুক করে কাশলেন বৃদ্ধ, "যাওয়ার আগে কিছু জিনিস তোমার জন্য রেখে যাচ্ছি, সেগুলো নিয়ে যাবে।"

"আমি কেন যাবো? এখানে তো ভালোই আছি।"

"এখানে থাকা আর নিরাপদ না তোমার জন্য, রাজকীয় বাহিনীর চোখে পড়ে গেছো তুমি, ওরা যে কোন সময় ধরে নিয়ে যাবে তোমায়।"

"কিন্তু আমি তো অন্যায় কিছু করি নি।"

"আমি জানি তুমি কিছু করো নি। তুমি অনেক বড় কাজের জন্য তৈরি হয়েছো, এখানে এই গ্রামে পড়ে থাকা তোমার জন্য বেমানান।"

"কিন্তু..."

"তোমাকে কিছু জিনিস শিখিয়েছি, সাধারনের চোখে তা যাদু, কিন্তু নেহাত যাদু নয় তা, তুমিও জানো। আমি চাই এই শিক্ষাগুলো তুমি কাজে লাগাবে।"

"কিন্তু আমি তো এভাবেই থাকতে চাই।"

বৃদ্ধ তাকালেন চারপাশে। যেন আশংকা করছেন আশপাশে কেউ আছে, কানপেতে তাদের কথা শুনছে।

"আমি নিজেই হয়তো পারতাম, কিন্তু মন উঠে গেছে, আমার আর কিছু ভালো লাগছে না।"

"বুঝলাম না।"

"তুমি কি এমন জীবন যাও, যেখানে কোন মৃত্যু নেই, জ্বরা নেই। শুধু সীমাহীন জীবন?"

"আমি চাই না," দৃঢ়কণ্ঠে বলল মিনোস।

"কিন্তু আমি চাই, তাই সারা পৃথিবী ঘুরেছি, তার ফলও পেয়েছি, বহু ধরনের মানুষের সাথে পরিচয় হয়েছে, মরুভূমি, সাগর, বরফে ঢাকা পাহাড়, বৃষ্টি, সব

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখেছি। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য ছিল একটাই।"

"কি উদ্দেশ্য?"

"অমরত্ব। সেই খোঁজ আমি পেয়েছি।"

চুপ হয়ে গেলেন বৃদ্ধ। মিনোস তার দিকে তাকিয়ে আছে অবাক দৃষ্টিতে। লোকে পাগল বুড়ো এমনি এমনি বলে না তাহলে!

"আপনি অমরত্ব খুঁজে পেয়েছেন?"

"হ্যা।"

"ভালো কথা, তাহলে অমর হয়ে যান, মানা করছে কে?" হাল্কা চালে বলল মিনোস।

"কেউ মানা করে নি, কিন্তু এখন আমার ইচ্ছে করে না।"

"বুঝলাম না। আপনি অমরত্বের পেছনে দেশে দেশে ঘুরেছেন, সেটা খুঁজেও পেয়েছেন, কিন্তু এখন আর চাচ্ছেন না?"

"না।"

"তাহলে আর কি, বাদ দিন এই প্রসঙ্গ।"

"আমি চাই, তুমি অমর হও।"

"এই জীবনটা এভাবেই যাক না, কী হবে অমর হয়ে?"

"সেটা তোমার ইচ্ছে। কিন্তু তোমাকে আমি পথ বলে দেবো, বাকিটা তোমার কাজ।"

"আমার মোটেও ইচ্ছে নেই।"

"যাই হোক, কাল সকালেই এই দেশ ছেড়ে চলে যাবে। তোমার জন্য একটা নৌকা তৈরি থাকবে। এখান থেকে অনেক দূরে তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আসবে।"

"আমি যাবো না।"

"যেতে তোমাকে হবেই।"

"আপনার যা ইচ্ছে হয় বলুন। আমি যাচ্ছি না এদেশ ছেড়ে।"

"ঘুমাতে যাও।"

উঠে পড়ল মিনোস, আসলেই তার ঘুম পাচ্ছে। সারাদিন অনেক ঘোরাঘুরি হয়েছে। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত সে। বৃদ্ধকে রেখে ঘরে ঢুকে দরজা আটকে দিল। লোকটার মাথা আসলেই খারাপ হয়েছে, ভাবছিল সে। তার বিছানার উপর ছোট একটা পোটলা রাখা, সাধারনত কোথাও যাওয়ার সময় ব্যবহার করা হয়। পোটলা খুলল মিনোস।

বেশ কিছু জামা-কাপড়, আর একটা মাটির তৈরি পাত্র চোখে পড়ল। বেশ ভারি জিনিসটা। মুখটা শক্ত করে লাগানো, ঝাকি দিল, ভেতরে ভারি কোন কিছু আছে, জোরে চাপ দিয়ে মুখটা খুলে ফেলল মিনোস। পুরো পাত্রটা স্বর্ন দিয়ে ভরা, ছোট ছোট গোলাকার স্বর্ন। এই জিনিসের আলাদা কোন মূল্য নেই মিনোসের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাছে, তবু বৃদ্ধ যখন দিয়েছেন নিশ্চয়ই বিশেষ কোন কারন আছে। আরো একটা জিনিস আছে, পোড়া মাটির একটা ফলক, চ্যাপ্টা ধরনের, লাল রঙা ফলকটা বেশ শক্ত, বিছানায় সাবধানে রাখল সে। সাপের মতো আঁকাবাঁকা একটা জিনিস আঁকা, তার এখানে সেখানে বেশ কিছু তীর চিহ্ন, বড় একটা চিহ্ন আছে, বোঝা যাচ্ছে সেটাই লক্ষ্যবস্তু। চিহ্নটা একটা গোলকের, সেখান থেকে আলোর বিচ্ছুরন হচ্ছে বোঝানোর জন্য বেশ কিছু দাগ দেয়া গোলকের চারপাশে, গোলকের নীচের দিকে ছোট একটা পাত্র আঁকা। গোলকটা একটা ত্রিকোন আকৃতির মধ্যে বসানো। এই ধরনের আকৃতি আগে কখনো দেখে নি সে। এটা সম্ভবত কোন পাহাড় হবে, ভাবল মিনোস।

বিছানা তৈরিই ছিল। পোটলাটা একপাশে সরিয়ে রেখে শুয়ে পড়ল সে। সকালে তার তেমন কোন কাজ নেই। শুয়ে পড়ার সাথে সাথে ঘুমিয়ে পড়ল মিনোস।

হ্যা, তার নাম ছিল মিনোস। অদ্ভুত, অনেক দিন পর নামটা মনে পড়লো। এখন এই নামে কেউ ডাকলে কি সাড়া দেবেন তিনি। সম্ভাবনা কম। গত কয়েক মাসে লখানিয়া সিং নামটায় অভ্যস্ত হয়ে গেছেন তিনি। এই নামটাও অদ্ভুত, এর মানে কী কে জানে।

সেদিন ভোর রাতেই পালিয়ে যেতে হয়েছিল তাকে। পালানোর সময় সাথে পোটলাটা সঙ্গে নিতে ভোলেন নি। গ্রামটা নদীর পাশেই ছিল, বৃদ্ধের কথামতো একটা নৌকাও ছিল ঘাটে। হয়তো অন্য কারো আসার কথা ছিল, কিন্তু কারো জন্য অপেক্ষা করার সময় ছিল না। অন্ধকারে নিজেই দাঁড় বেয়ে পালিয়ে এসেছিলেন।

ঘুম ভেঙে গিয়েছিল উঠানে কারো পদশব্দ শুনে, একজন ছিল না, অনেকে এসেছিল একসাথে। এক হাতে ছিল মশাল, অন্য হাতে খোলা তরবারি, পরনে রাজকীয় সৈন্যের পোশাক। এই সময় আক্রমন করার মানে আর কিছুই না, খুন করতে এসেছে ওরা। কি কারনে সেটা কখনো জানা হয়ে উঠে নি। বৃদ্ধকে বাঁচানোর উপায় ছিল না, অন্ধকারে কোনমতে নিজের প্রান বাঁচিয়ে চলে আসতে হয়েছিল। হয়তো এই বিপদের আশংকাই করছিলেন বৃদ্ধ। তাই তাঁকে চলে যেতে বলেছিলেন।

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো তার বুক চিরে। এতোদিন পর আজ বৃদ্ধের চেহারাটা তার চোখে ভাসছে। কেমন শান্ত, সৌম্য চেহারা ছিল। রাজকার্য থেকে শুরু করে, ধর্ম, চিকিৎসা শাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা সব কিছুতেই দখল ছিল লোকটার। এমনকি সাধারন কোন বস্তুকে কিভাবে সোনায় পরিনত করা হয় সেটাও জানা ছিল। সেই সময় ব্যাপারটাকে স্রেফ যাদু মনে হলেও পরবর্তীতে তিনি দেখেছেন কিভাবে লোকজন এই গুপ্তজ্ঞান আবিষ্কার করার জন্য পাগল হয়ে

www.BanglaBook.org

উঠেছিল। সে আরো অনেক পরের কথা।

সেই ভোরে তিনি পালিয়েছিলেন গ্রাম থেকে। আর ফিরে যান নি। নীল নদের দেশে পরে যাওয়া হয়েছিল, অন্য নামে, অন্য বেশে।

"কি ভাবছেন এতো?" যজ্ঞেশ্বর বলল, পাশে বসে ছিল।

অন্যমনস্ক ছিলেন, তাকালেন যজ্ঞেশ্বরের দিকে। বিনোদ চোপড়াও আছে পাশে। চোখ বন্ধ, সম্ভবত ঘুমিয়ে নিচ্ছে।

"তেমন কিছু না," বললেন তিনি, "এখানে আরো ঘন্টাখানেক অপেক্ষা করবো আমরা।"

"তারপর?"

দূরের একটা পাহাড় দেখালেন তিনি। ভোরের আলো পড়ে কেমন ঝিকমিক করছে চূড়াটা।

"ঐখানে যাবো আমরা, আরো অনেক পথ বাকি।"

যজ্ঞেশ্বর কি বুঝলো বোঝা গেল না, তাকিয়ে আছে পাহাড়টার দিকে।

এখন তারা তিব্বতে। অনেক কষ্টে সীমান্তরক্ষীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে ঢুকে পড়েছে নিষিদ্ধ দেশে। সারারাত নির্ঘুম কেটেছে, সারা শরীর এখানে-সেখানে কেটে গেছে। এখন একটু বিশ্রাম দরকার। কিন্তু এমন খোলা জায়গায় সে ঝুঁকি নেয়া যাবে না।

বিনোদ চোপড়াকে আস্তে করে ধাক্কা দিলেন তিনি। প্রায় সাথে সাথে চোখ খুলল লোকটা, বিপদের আশংকায় প্রস্তুত।

"উঠে পড়ুন, আর কিছুদূর গিয়ে বিশ্রামের ব্যবস্থা করবো," বললেন তিনি।

কিছুক্ষনের ভেতরেই প্রস্তুত হয়ে গেল সবাই।

আসল যাত্রা শুরু হলো এবার।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৬

কাঠমুন্ডু শহরটা ভালো লাগছে রাশেদের, ব্যস্ত একটা জায়গা। এই সময় পর্যটকের সংখ্যাও কম নয়। এই শহরে তাদের পরিচিত কেউ নেই, এটাই সমস্যা। তিব্বতে যাওয়ার স্পেশাল পাস হয়তো যোগাড় করা সম্ভব, কিন্তু অস্ত্র পাবে কোথা থেকে এটাই মাথায় আসছে না। এই ভিনদেশে কে তাদের সাহায্য করবে। আহমদ কবির লোকটাকে ভালো এবং উপকারি মনে হয়েছে, কিন্তু এতো তাড়াতাড়ি তাকে বিশ্বাস করার কোন মানে নেই।

দরবার স্কয়ারে দাঁড়িয়ে চারপাশের লোকজন দেখছিল দু'জন। রাজুকে খুব উৎফুল্ল দেখাচ্ছে। প্রথমবার বিদেশে আসার আনন্দ এখন কমে যায় নি।

কিন্তু একটা ফোন করা দরকার, তারা নিরাপদে কাঠমুন্ডুতে পৌঁছেছে এটা জানানো দরকার বিশেষ একজনকে।

নাম্বারটায় ডায়াল করলো রাশেদ। ফোন তুললেন ভদ্রমহিলা।

"কি খবর তোমাদের? সব ঠিক তো?"

"জি, ম্যাডাম। সব ঠিক।"

"সীমান্তের দিকে রওনা হচ্ছো ক'বে?"

"কাল পাসের ব্যবস্থা হবে, পরদিন যাবো।"

"আর কিছু লাগবে তোমাদের?"

"ভাবছিলাম, আত্মরক্ষার্থে কিছু একটা প্রয়োজন ছিল আমাদের, মানে, সামনে কি পরিস্থিতি দাঁড়ায় তা তো আগাম বলা যাচ্ছে না।"

"বুঝতে পেরেছি। কিন্তু এ ব্যাপারে আমি তোমাদের খুব একটা সাহায্য করতে পারবো না।"

"ঠিক আছে, আমরাই ম্যানেজ করে নেবো।"

"কিভাবে?"

"দেখি, ম্যানেজ হয়ে যাবে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

"ঠিক আছে, ভালো থেকো।"

ফোন পকেটে ঢুকিয়ে রাখল রাশেদ।

চারপাশের লোকজন মন দিয়ে দেখছিল রাশেদ। সবাই কাজে ব্যস্ত, পর্যটকরা ছবি তুলছে একের পর এক।

"একটা ক্যামেরা আনার দরকার ছিল," পাশ থেকে বলল রাজু। "বিদেশে এলাম, অথচ কোন প্রমান নাই।"

"কেন, মোবাইলে তোল!"

"ওহ, ভুলেই গেছি। মোবাইলেও তো ছবি তোলা যায়," রাজু বলল, "তুই আমার একটা ছবি তুলে দে," বলে রীতিমতো পোছ দিয়ে দাঁড়ায় রাজু।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে পটাপট কিছু ছবি তোলে রাশেদ। রাজুকে দেখায়। ছবি তোলার প্রতি বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই রাশেদের। কিন্তু রাজুর চাপাচাপিতে তুলতে হয় কয়েকটা।

ছবি তুলতে গিয়েই ধাক্কা লাগল এক ছেলের সাথে। মনে হলো ছেলেটাই ধাক্কা দিয়েছে ইচ্ছে করে, রাজু পড়তে গিয়েও নিজেকে কোনমতে সামলাল। ছেলেটাকে দেখে নেপালি মনে হলো, গায়ের রঙ বেশ ফর্সা, টানা চোখ।

"দেখে চলো না, চোখ নাই তোমার," পরিষ্কার বাংলায় চেচাল রাজু।

"তোমার চোখ নাই," ছেলেটাও বলল বাংলায়। তবে বলার ভঙ্গীটা অন্যরকম।

"অ্যাই, আবার বাংলায় ঝারি দেয় দেখি," রাজু এগিয়ে যায় হাত তুলে, যেন বসিয়ে দেবে ছেলেটার গালে।

রাশেদ এগিয়ে আসে এবার, সরিয়ে নেয় রাজুকে।

"এটা কি ঢাকা পেয়েছিস?" চাপা গলায় রাজুকে বলে রাশেদ।

"ঢাকা হোক আর কাঠমুন্ডু, ধাক্কা দিলো কেন, আবার সরি না বলে চোখ গরম করে পোলা।"

"ভাই, আপনি এতো চমৎকার বাংলা পারেন কি করে?" ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করে রাশেদ।

"আমি ঢাকায় ছিলাম অনেকদিন, পড়াশোনা করতে গিয়েছিলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, কিন্তু পড়াশোনা শেষ না করেই চলে আসি," ছেলেটা বলল, বেশ স্বাভাবিক সুরে।

"আচ্ছা," অবাক হলো রাশেদ, এভাবে কাকতালীয়ভাবে এমন একজনের সাথে পরিচয় হয়ে যাবে যে বাংলায় কথা বলে এবং স্থানীয়, এতোটা সে আশা কওে নি। বয়সও তাদের কাছাকাছি। এমন একজনকেই খুঁজছিল সে মনে মনে।

"কিছু মনে করবেন না, আমার এই বন্ধুটির মাথা একটু গরম," রাজুকে দেখিয়ে বলল রাশেদ, হাত বাড়িয়ে দিল ছেলেটির দিকে, "আমি রাশেদ, আজই এলাম ঢাকা থেকে।"

"আমি প্রশান্ত থাপা," ছেলেটিও হাত বাড়াল।

"ও আমার বন্ধু রাজু।"

মুখ গোমড়া করে হলেও হাত বাড়াল রাজু। হাত মেলাল প্রশান্ত থাপা।

"এই প্রথম এলেন?" প্রশান্ত থাপা বলল।

"হ্যা, প্রথমবার," রাশেদ বলল।

"দোস্ত, ক্ষুধা পাইছে," রাজু বলল পাশ থেকে।

"এখানে ভালো কোন হোটেলে খাওয়া যায়, যাষ্ট নাস্তা করবো," রাশেদ বলল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আমার সাথে এসো, তোমাদের পছন্দমতো কিছু কিছু খাবার পাওয়া যাবে," প্রশান্ত থাপা বলল।

ছেলেটাকে ভালো লেগে গেছে রাশেদের, চুপচাপ ধরনের ছেলে। রাস্তার আশপাশে অনেক ছোট ছোট হোটেল, রেস্তোরা, কিন্তু ছেলেটা এসব এড়িয়ে অন্যদিকে যাচ্ছে। পেছন পেছন রাশেদ আর রাজু। সন্ধ্যা হয়ে গেছে অনেকক্ষন হলো। রাস্তার বাতিগুলো একে একে জ্বলতে শুরু করেছে।

"আমরা কোথায় যাচ্ছি?" জিজ্ঞেস করল রাশেদ।

"আমার বাসায়, নিজের হাতে তোমাদের রান্না করে খাওয়াবো আমি," প্রশান্ত থাপা বলল।

"মোরগ পোলাও করতে পারো?"

"এটুকু বলতে পারি আমার হাতে মোরগ পোলাও খাওয়ার পর আর কিছু খেতে চাইবে না তোমরা," হেসে বলল প্রশান্ত থাপা।

ওদের থেকে অন্তত পঞ্চাশ গজ দূরে অনুসরনকারি আছে একজন। প্রশান্তকে সেই পাঠিয়েছে, নিজেদের বয়েসী কারো সাথে ওদের বন্ধুত্ব হতে বেশি সময় লাগবে না মনে করে। ধারনা মনে হয় ঠিক। তার মুখে লম্বা চুরুট, মাথায় হ্যা, চোখে মোটা চশমা। গায়ে ভারি পুলওভার, কাঠমুন্ডুতে যদিও এখনো তেমন শীত পড়ে নি। নিজেকে আড়াল করার জন্যই হয়তো এই সতর্কতা। কিন্তু কাছে গেলেই তাকে চিনতে অসুবিধা হবে না পরিচিত কারো। তিনি আহমদ কবির। এই মুহূর্তের জন্য হলেও রাশেদকে চোখের আড়াল করা চলবে না। বস যে কোন সময় চলে আসবেন কাঠমুন্ডুতে। তখন তৈরি থাকতে হবে। নইলে মহাবিপদ।

* * *

"ডঃ কারসন, আমি আসবো?" দরজায় টোকা শুনতে পেলেন ডঃ কারসন, সন্দীপের গলা।

"এসো।"

ছোট একটা টেবিলে ল্যাপটপটা চালু করে কিছু কাজ করছিলেন ডঃ কারসন, বন্ধ করে দিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন।

হোটেল রুমে ঢুকেছেন বেশিক্ষন হয় নি। গোসল শেষে স্থির হয়ে বসেছেন মাত্র। এরমধ্যে সন্দীপ এলো, একটু বিশ্রাম নেওয়াও কঠিন হয়ে যায় মাঝে মধ্যে। সন্দীপকে খুব বেশি পাত্তা দিচ্ছিলেন না তিনি, বিশেষ করে ভিনগ্রহের প্রানী সম্পর্কিত ধারনা বলার পর থেকে। কিন্তু এখন লোকজন কম, সন্দীপকে এখন হাতে রাখতে হবে, ওর ধারনা যাই হোক না কেন।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো সন্দীপ। তার হাতে হলদে হয়ে যাওয়া খামটা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"এ ব্যাপারে আমাদের কথা হয়েছে, মিঃ সন্দীপ," ডঃ কারসন বললেন।

"আমি আসলে আরো কিছু বলতে চাচ্ছিলাম," সন্দীপ বলল।

"ঠিক আছে, বলুন।"

হলদে হয়ে যাওয়া পার্চমেন্ট কাগজটাকে সাবধানে বিছাল সন্দীপ। তার পাশে সাদা একটা কাগজ রাখল। তার হাতে চমৎকার একটা বলপয়েন্ট কলম দেখা যাচ্ছে, মনে হচ্ছে বেশ তৈরি হয়ে এসেছে।

কিছু লেখা শুরু করবে এমন সময় দরজায় টোকা শোনা গেল। উঠে দরজা খুলে দিল সন্দীপ। ডঃ লতিকা দাঁড়িয়ে আছে। পরনে জিন্সের প্যান্ট, উপরে ভারী সোয়েটার। সন্দীপকে দেখে একটু ইতস্তত করে রুমে ঢুকল।

"আমি কি বিরক্ত করলাম?" ডঃ কারসনের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করল লতিকা, তাকে একটু বিব্রত দেখাচ্ছে।

"আরে না, ইউ আর অলওয়েজ ওয়েলকাম," ডঃ কারসন বললেন, একটা চেয়ার এগিয়ে দিলেন উঠে।

সন্দীপ এসে বসল তার আগের জায়গায়। দেখে মনে হচ্ছে কথা বলার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে।

"আপনারা কোন বিষয়ে কথা বলছিলেন, আমি তাহলে পরে আসি," লতিকা বলল।

"তুমি আসাতে ভালোই হয়েছে, মিঃ সন্দীপ আমাদের একটা ধারনার কথা বলেছিলেন আগে, সে ব্যাপারেই আরো আলোচনার জন্য এসেছেন," ডঃ কারসন বললেন, এবার তাকালেন সন্দীপের দিকে, "শুরু করুন মিঃ সন্দীপ।"

"এর আগে যখন কথা হয়েছিল, আপনি এলিয়েন বা ভিনগ্রহের প্রানী সম্পর্কিত ধারনা একেবারে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। আমার মনে হয়, সাম্ভালা'র সাথে ভিনগ্রহের প্রানী ব্যাপারটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই ডট চিহ্ন আর অন্যান্য কিছু চিহ্নকে আপনি ধরে নিয়েছেন তিব্বতিদের কাজ। কিন্তু আমি নেট ঘেটে দেখলাম, পৃথিবীর অন্যান্য অনেক জায়গায় যেখানে ভিনগ্রহের প্রানী এসেছিল বলে ধারনা করা হয়, সেখানে এসব চিহ্ন কিছু পাওয়া গেছে।"

"সেটা কিরকম?"

হলদে পার্চমেন্ট থেকে দেখে দেখে কিছু চিহ্ন সাদা কাগজটায় আঁকল সন্দীপ। বেশ দ্রুততার সাথে, তারপর এগিয়ে দিল ডঃ কারসনের দিকে। বেশ মনোযোগ দিয়ে চিহ্নগুলো দেখলেন ডঃ কারসন, তারপর কাগজটা এগিয়ে দিলেন ডঃ লতিকার দিকে।

"কিছু বুঝলে লতিকা?" জিজ্ঞেস করলেন ডঃ কারসন।

"আসলে বোঝার তেমন কিছু নেই, ডঃ কারসন," লতিকা বলল, বেশ কয়েকবার খুটিয়ে দেখল চিহ্নগুলো, "এই রকম মিলে যাওয়াকে কাকতালীয় বলা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যাবে না, কিন্তু যেসব স্থানের চিহ্নের সাথে এই চিহ্নগুলোর মিল আছে সেখানে সত্যি সত্যি ভিনগ্রহের প্রানী এসেছিল কি না তা এখনো প্রমান হয় নি, আর প্রমান ছাড়া যে কোন কিছুই অচল," টেবিলে রাখা পার্চমেন্টটা তুলে নিলো সে, "আর এই কোড, এটা একটা বাইনারি কোড, মাঝে মাঝে অচেনা কিছু চিহ্ন থাকার কারনে পুরো মানেটাই বদলে গেছে। বাইনারি কোডে যেখানে শুন্য আর একের ব্যবহার থাকে, এখানে অন্য কোন সংখ্যা ব্যবহার করা হয়েছে।"

"আচ্ছা, বুঝলাম, এখন এই কোড আমাদের ভাঙতে হবে, কিভাবে সম্ভব?" ডঃ কারসনের দিকে তাকিয়ে বলল সন্দীপ।

"আমাদের দরকার এমন একজন যিনি প্রাচীন তিব্বতি জ্ঞান ধারন করেন, এখানে কোন মন্দিরে গিয়ে লাভ হবে না, পাহাড়ে অনেক গুম্ফা আছে, যেখানে লামারা থাকেন, তাদের কেউ হয়তো আমাদের সাহায্য করতে পারেন," ডঃ কারসনের উদ্দেশ্যেই কথাগুলো বলল লতিকা।

দু'জনের আচরন চোখ এড়াল না ডঃ কারসনের, কিন্তু তিনি আপাতত এসব ব্যাপারে নাক গলাতে রাজি নন। সন্দীপের সাথে প্রফেসর সুব্রামানিয়ামের তেমন মিল ছিল না, এসবের পেছনে নিশ্চয়ই কোন কারন আছে।

"আপনার কাছে দ্বিতীয় কোন প্ল্যান আছে?" সন্দীপ জিজ্ঞেস করলো।

"এই পার্চমেন্টের উপর ধারনা করা ছেড়ে দিয়েছি ধর্মশালা ছাড়ার আগেই। আমার ছোট খাট একটা প্ল্যান আগে থেকেই ছিল, নির্দিষ্ট একটা জায়গা আমি আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছি, সেখানে আমি যাবোই," ডঃ কারসন বললেন।

"জায়গাটা নির্বাচন করলেন কিভাবে?"

"এখানে আসার আগে তিব্বতের উপর প্রচুর পড়াশোনা করেছি আমি, তিব্বতের নতুন-পুরাতন সব ম্যাপ ঘেঁটেছি, শেষে স্যাটেলাইট থেকে তথ্য যোগাড় করেছি। এমন জায়গার খোঁজ করেছি, যেখানে মানুষের পায়ের ছাপ পড়ে নি, যার তেমন কোন রেকর্ড নেই। অক্ষাংশ দ্রাঘিমাংশ সব হিসেব করে একটা জায়গা আমি ঠিক করে নিয়েছি, আসলে একটা না, দু'টো জায়গা আমার মাথায় আছে। সম্ভবত এই দুই জায়গার একটি অথবা এর মাঝামাঝি কোথাও সাম্ভালার অবস্থান।"

"আপনি নিশ্চিত আপনার সব তথ্য সঠিক? মানে যে কেউ এসব তথ্য বদলাতে পারে, খুব কঠিন কিছু নয়।"

"তা নয়, কিন্তু আমার তথ্যগুলো একটা স্যাটেলাইটের তথ্যের উপর নির্ভরশীল নয়। বলা যায় বেশ কয়েকটা হিসেবের পর আমি আমার সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি।"

"তাহলে তো আর কথাই নেই," সন্দীপ বলল, বোঝাই যাচ্ছে সে বেশ মর্মাহত হয়েছে ডঃ কারসন তার ধারনার উপর গুরুত্ব না দেয়াতে।

www.BanglaBook.org

"কথা আছে মিঃ সন্দীপ, আপনার কাছে যে পার্চমেন্ট দিয়েছি, তার তথ্যেরও মূল্য আছে। যেকোন সময় আমার ধারনা ভুল প্রমানিত হতে পারে, আমার হিসেবে ভুল থাকতে পারে, তা যদি হয়, তাহলে আপনার হিসেবমতো এগুতে হবে আমাদের।"

"ঠিক আছে, ডঃ কারসন, আমি উঠি," সন্দীপ দাঁড়াল, "একটু পর আমাদের ড্রাইভার আসবে। আপনি বাইরে যাবেন?"

"না, যাবো না। তুমি যাবে, লতিকা?" লতিকার উদ্দেশ্যে বললেন ডঃ কারসন।

"না, আমি যাবো না।"

এরকম উত্তরই আশা করছিল সন্দীপ। আর দেরি না করে রুম থেকে বেরিয়ে গেল সে।

"আপনি কি ঐ কো-অর্ডিনেটসগুলো আমায় বলবেন, ডঃ কারসন?"

"সময় হলে সব বলবো, লতিকা," ডঃ কারসন বললেন, "একটু ধৈর্য্য ধরো!"

"ধৈর্য্য একটি মহৎ গুন," হেসে বলল লতিকা।

"তুমি এখন কি নিয়ে পড়াও?" জিজ্ঞেস করলেন ডঃ কারসন।

"আমার স্পেশালিটি হচ্ছে ওরিয়েন্টাল আর্কিওলজি, এখন ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টের উপরও কাজ করছি।"

"ভালো লাগলো শুনে, তোমার বাবার দখল তো মারাত্মক এই ক্ষেত্রে।"

"হমম, তার একটা বই আমাদের এখানে পাঠ্য। আর আপনাকে নিয়ে তো কথাই নেই, ওখানে আপনার কতো ফ্যান আপনি নিজেই জানেন না।"

"আমার মতো বুড়ো প্রফেসরের ফ্যান! অদ্ভুত!"

"আমি নিজেও কিন্তু আপনার বড় ভক্ত," লতিকা বলল, "সাম্ভালার উপর আপনার বিশেষ একটা টান আছে সেটা আমি জানি।"

"বিশেষ কোন টান নেই লতিকা," শীতল গলায় বললেন ডঃ কারসন।

"আমরা রওনা দিচ্ছি কখন?" অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল লতিকা।

"কাল সকালে। আজ এখানে বসে প্ল্যান গুছিয়ে নেবো। ডিনারের পর একসাথে বসবো আমরা।"

"ঠিক আছে, আমি তাহলে আসি," লতিকা বলল, "রাতে দেখা হচ্ছে।"

"হ্যা," হেসে হাত নাড়লেন ডঃ কারসন, "রাতে দেখা হচ্ছে।"

লতিকা চলে যাওয়ার পর চুপচাপ বসে রইলেন ডঃ কারসন, সাম্ভালার প্রতি তার বিশেষ টানের কথা আর কারো জানার কথা নয়। লতিকা কিভাবে জানে, নাকি কিছুই জানে না, কথার কথা বলেছে মাত্র।

পায়চারি করতে করতে ডঃ আরেফিনের কথা মনে হলো তার। উচিত ছিল এই লোকটার কাছে জায়গাটার কো-অর্ডিনেটসগুলো দিয়ে রাখা। বিশ্বাস করার মতো একমাত্র সে-ই ছিল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জানালা দিয়ে তাকালেন বাইরে। দূরে পরিচিত মানুষটার কাঠামো দেখা যাচ্ছে। ড্রাইভার হিসেবে ভালোই অভিনয় করছে ছেলেটা। বেশ কিছু বছর আগেই হয়তো এখানে তাকে ঢোকানো হয়েছে, কাভার হিসেবে চেহারায় দেয়া হয়েছে অসাধারন মেক-আপ। তিব্বতের মতো গুরুত্বপূর্ন স্থানে সাধারন কাউকে দেয় নি গোয়েন্দা সংস্থা র। লোকটাকে এখন দেখে কেউ বুঝতেই পারবে না, এই মানুষটাই একজন ভারতীয়, র-এর এজেন্ট, যে কোন সময় মানুষ মারতে যার হাত একবিন্দু কাঁপবে না, যে কোন উপায়ে নিজের মিশন পূরন করতে বদ্ধপরিকর।

সাম্ভালা খুঁজে পেলে, কী হবে? বৈজ্ঞানিক বড় একটা আবিষ্কার হবে নিঃসন্দেহে। কিন্তু আদৌ কি তা সম্ভব? হাজার বছর ধরে যা লুকানো তিনি নিজেই কি তা খুঁজে করতে পারবেন? সেখানে এই র এজেন্টের কাজ কি হবে? কাজ শেষ হলে লোকটা যে তাদের মেরে ফেলবে না তার গ্যারান্টি কি?

আসলে এই মুহূর্তে কাউকে বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। এখন দরকার ছিল ডঃ আরেফিনকে। এই লোকটা এখন কোথায়? কি অবস্থায় আছে?

* * *

আগের দিনগুলোই ভালো ছিল, কোথাও যেতে কোন ঝামেলা ছিল না, ছিল না কোন সীমান্ত। সেই জাহাজ ডুবির পর কতো দেশে দেশে ঘুরেছে, ধুলিধুসর মরুভূমি, বরফে ঢাকা পাহাড়, জঙ্গলের সেই আদিম ডাক, সব কিছুই এখন দারুনভাবে অনুভব করে মিচনার। সেই সময়গুলো হয়তো আর পাওয়া যাবে না, হয়তো যাবে, হয়তো নতুন করে ফিরে আসবে সব। একটাই লক্ষ্য সামনে, সেটা পূরন না হওয়া পর্যন্ত থামা যাবে না।

সারাদিন দূর থেকে সীমান্তরক্ষীদের কাজকর্ম লক্ষ্য করেছে মিচনার। দিনে-দুপুরে ছোট খরস্রোতা নদীটা পার হওয়ার ঝুঁকি নেয়া যাবে না। এতোগুলো লোকের চোখ ফাঁকি দেয়া প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। সীমান্ত পারি দিতে হবে রাতে, যেমন তার প্রতিদ্বন্দ্বী দিয়েছে। জায়গাটা সনাক্ত করতে পেরেছে মিচনার। গায়ের গন্ধ, পায়ের ছাপ প্রতিটি জিনিস খুটে দেখেছে, চোখের সামনে চিত্রায়ন করে নিয়েছে কিভাবে পার হয়েছে ওরা সীমান্ত। এখন শুধু রাতের জন্য অপেক্ষা।

হাতে রাইফেল নিয়ে থ্যাবড়ামুখো চাইনীজগুলো যথেষ্ট বিপজ্জনক মনে হয়েছে মিচনারের কাছে। বোঝাই যাচ্ছিল এরা খুন করতে দ্বিধা করবে না অবৈধ অনুপ্রবেশকারিকে। কাজেই অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মিচনার।

ছোট একটা ঝোপের আড়ালে বসে আছে সে এখন। একটানা হেঁটে আসাতে ক্লান্ত লাগছিল কিছুটা। চোখ বন্ধ করে পুরানো কিছু জিনিস ভাবার চেষ্টা করছিল।

www.BanglaBook.org

হঠাৎ মনে হলো কিছু একটা ঠিক নেই। চোখ খুলে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল মিচনার। সামনে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে। পরনে ভারি পোশাক, হাতে অস্ত্র, তাক করা তার দিকে।

* * *

"সোহেল?"

"জি, বস।"

"যাওয়ার ব্যবস্থা করেছো?"

"জি, বস।"

"কবে?"

"আপনি বললে কালই।"

"কিভাবে যাচ্ছি আমরা?"

"বাই রোডে, জিপ ভাড়া নিয়েছি।"

"ঠিক আছে, যাও তুমি।"

সোহেল চলে যাওয়ার পর আসনে বসলেন তিনি। কালো আলখেল্লা পরনে, মুখোশ পড়েছেন, মোমবাতির আলোয় পুরো রুমে অপার্থিব একটা পরিবেশের সূচনা হয়েছে। আগামী ঘন্টাখানেক সময় কেউ আর তাকে বিরক্ত করবে না। মহান লুসিফারের কাছে প্রার্থনায় বসেছেন তিনি। সামনে ছোট পেয়ালায় রাখা থকথকে কালচে তরলটা এক ঢোকে পান করে নিলেন। অদ্ভুত ভালো লাগছে। অনেক দিন পর শরীরে আলাদা এক ধরনের শক্তি অনুভব করছেন তিনি। সাধনা করার জন্য এরচেয়ে ভালো জায়গা আর হয় না। চারদিকে পাহাড়, মাঝখানের ঘন এই জঙ্গলে কেউ আসে না। কিন্তু এই সাধনায় ছোট একটা ছেদ টানতে হচ্ছে আপাতত। কালই রওনা দেবেন নেপালের উদ্দেশ্যে। ছেলেটা এখন প্রায় হাতের মুঠোয়, তিনি নিজের হাতে ওকে কব্জা করবেন, তার সাথে লাগতে যাওয়ার শাস্তি এবার হাতে হাতে টের পাবে ছোঁড়া। এই পেয়ালায় এবার ওর রক্ত দেখতে চান তিনি। মুখে ক্রুর একটা হাসি ফুটে উঠল তার।

"জয়, মহান লুসিফারের জয়!" তার গমগমে ভরাট কণ্ঠে পুরো ঘর কেঁপে উঠলো যেন।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৭

প্রশান্ত, নামটাই সুন্দর, ভাবছিল রাশেদ। ছেলেটা মিশুক প্রকৃতির, চঞ্চল, প্রানবন্ত, অনেকটা রাজুর মতোই, যদিও রাজুর সাথে খুব একটা বনিবনা হবে বলে মনে হচ্ছে না। সে নিজে সাধারণত কারো সাথে খুব তাড়াতাড়ি সহজ হতে পারে না। কিন্তু প্রশান্তকে অল্প সময়েই কাছের মানুষ মনে হতে লাগল রাশেদের কাছে। এটা হয়তো ভিনদেশে সমবয়েসী একজনকে পাওয়ার কারনে হতে পারে, সেই সাথে ছেলেটা বাংলায় কথা বলে। সবচেয়ে বড় কারন হচ্ছে, ছেলেটা তাদের জন্য নিজের সময় নষ্ট করছে।

হাঁটতে হাঁটতে অনেকদূর চলে এসেছে ওরা। ভীড় এড়িয়ে এখন যে এলাকায় হাঁটছে সেখানে রাস্তায় লোকজন কম। এটা কোন বানিজ্যিক এলাকা নয়, কাঠমুন্ডু শহরের অভিজাত লোকেদের বাস এখানে। রাস্তার পাশে সুন্দর সুন্দর সব বাড়ি পাশাপাশি দাঁড়ানো, ঢাকায় গুলশান, বারিধারায় এধরনের বাড়ি চোখে পড়ে। প্রতিটি বাড়ীর সামনে ছোট লন, সেখানে বাগানে নানা ধরনের ফুল ফুটে আছে।

পাশাপাশি হাঁটছিল তিনজন, প্রশান্ত মাঝখানে। শিস দিয়ে অতি পরিচিত একটা বাংলা গানের সুর তুলছে প্রশান্ত, ভালোই লাগছিল হাঁটতে রাশেদের। মনে হচ্ছে ঢাকার কোন রাস্তায় হাঁটছে সে, বন্ধুবান্ধব নিয়ে।

"কোথায় যাচ্ছি আমরা, প্রশান্ত?" জিজ্ঞেস করল রাশেদ, "তোমার বাসা কি আশপাশে কোথাও?।"

"এই তো একটু সামনেই, বাংলা খাবারের সব রেসিপি আমার জানা," হেসে বলল প্রশান্ত।

"তোমাদের এখানে চিংড়ি পাওয়া যায়?"

"যাবে না কেন? তবে বাসায় চিংড়ি নেই, মোরগ পোলাও খেতে চেয়েছো, সেটাই রান্না করে খাওয়াব।"

"মোরগ পোলাও! জিভে জল এসে যাচ্ছে," রাজু বলল, চোখ চকচক করছে ভালো কিছু খাওয়ার আশায়।

রাস্তার শেষ মাথায় ছোট একটা একতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল প্রশান্ত, ছোট একটা উঠোন পেরিয়ে বাড়িটা, টাইলসের ছাদ, ইটের পাশাপাশি কাঠও ব্যবহার করা হয়েছে। উঠোনটা অন্ধকার, গেট খুলে এগিয়ে গেল প্রশান্ত, প্যান্টের পকেট থেকে চাবি বের করলো।

"আমি একাই থাকি," বলল প্রশান্ত, চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল।

দরজার পাশেই সুইচে চাপ দিয়ে বাতি জ্বালাল প্রশান্ত।

বাড়িটায় ঢুকে অবাক হলো রাশেদ। বেশ বড় একটা বাসা। ঢুকতেই ড্রইং

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রুম, একপাশে ডাইনিং। শোবার রুমগুলো সম্ভবত ভেতরের দিকে। ড্রইং রুমটা চমৎকার, দেয়ালে ঝুলছে একটা এলসিডি টিভি যেটা মাত্র অন করেছে প্রশান্ত। সুন্দর লাইটিং রুমটায়, চোখে লাগে না। সুন্দর সোফাসেটে বসল রাশেদ, রাজু এখনো দেখছে ভেতরটা, সে ঠিক এমন বাড়ি আশা করে নি। প্রশান্ত বাড়াবাড়ি রকমের ধনী, এই ধারনা হলো তার।

"বিয়ার চলবে?" প্রশান্ত জিজ্ঞেস করল।

না-সূচক মাথা নাড়ল রাশেদ, রাজুর মুখ হাসি হাসি। প্রশান্ত ভেতরে ঢুকে গেল, সম্ভবত রান্নাঘরের দিকে, বিয়ার আনতে।

রাজুকে ইশারা করলো রাশেদ, পাশে বসার জন্য।

"আমার কেমন জানি অস্বস্তি হচ্ছে," রাশেদ বলল।

"অস্বস্তি কেন?"

"বুঝতে পারছি না," বলল রাশেদ, হাতে ছোট দু'টো কাঁচের বোতল নিয়ে ঢুকল প্রশান্ত।

"তোমরা টিভি দেখো, আমি রান্নাঘরে যাচ্ছি," রাজুর হাতে একটা বোতল ধরিয়ে ভেতরে চলে গেল প্রশান্ত।

রাজুকে কখনো বিয়ার খেতে দেখেছে বা শুনেছে বলে মনে পড়লো না রাশেদের, এক ঢোক খেয়েই চেহারা রীতিমতো কুঁচকে গেছে, আরেক ঢোক খাবে বলে মনে হলো না তার কাছে। টিভিতে একটা হিন্দি সিনেমা হচ্ছিল, মন বসছিল না রাশেদের, উঠে গিয়ে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। পর্দা সরাতেই স্থির হয়ে গেল সে। গেইটের সামনে একটা গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে, ছোট মাইক্রোবাসের মতো, দু'জনকে বের হয়ে আসতে দেখা গেল গাড়িটা থেকে। কালো পোশাক পড়া, হাতে পিস্তল। এখানে আর এক মুহূর্ত থাকা নিরাপদ হবে না, ভাবল রাশেদ।

ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে আরো অবাক হলো। প্রশান্তের হাতে চকচকে একটা অস্ত্র, রাজুর পিঠের উপর ধরে আছে, দু'হাত উঁচু করলো রাশেদ।

"আমাদের কাছে তেমন কিছু নেই," রাশেদ বলল, "আমাদের যেতে দাও।"

"তোমাদের কাছে কিছু চেয়েছি?" ব্যঙ্গ করে বলল প্রশান্ত।

"তাহলে, এধরনের আচরনের মানে কি?" রাশেদ বলল, তার মাথায় কিছু আসছিল না, যা করার এখনই করতে হবে, অস্ত্রধারি ঐ লোক দু'জন প্রশান্তের সঙ্গি। সম্ভবত তাদের দু'জনকে তুলে নিতে অথবা মেরে ফেলতে এসেছে।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল রাশেদ, দুই হাত উঁচু করে রেখেছে, প্রশান্তের চোখে চোখ। দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সে, রাজুর পিঠ থেকে পিস্তল তুলে রাশেদের দিকে তাক করতে গেল প্রশান্ত। তাতেই সুযোগ পেয়ে গেল রাজু। সোফা থেকে লাফ দিয়ে প্রশান্তের কব্জি ধরে ফেলল একহাতে, অন্য হাতে ভারসাম্য রেখে পড়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গেল মেঝেতে। তাল সামলাতে না পেরে প্রশান্তও পড়ে গেল। দরজা খুলল প্রায় সাথে সাথে। কালো পোশাকধারী একজনের হাত দেখা গেল, দরজার পাল্লা দিয়ে জোরে আঘাত করলো রাশেদ। লোকটার হাত থেকে পিস্তল পড়ে গেল মেঝেতে। হাত সরিয়ে নিয়েছে লোকটা, সাথে সাথে দরজা আটকে ফেলল রাশেদ। লক করে দিলো, ক্রমাগত ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছে বাইরে দাঁড়ানো কালো পোশাকধারী দু'জন।

পিস্তলটা হাতে নিয়ে এগিয়ে গেল রাশেদ। মেঝেতে রাজু প্রশান্তের সাথে লড়ছে, প্রশান্ত ছোটখাট হলেও বেশ শক্তি ধরে, দুই হাত দিয়ে রাজুর গলা টিপে ধরেছে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে রাজুর। আরেকটু এগিয়ে পিস্তলের বাট দিয়ে প্রশান্তের মাথায় আঘাত করলো রাশেদ। একপাশে ঢলে পড়ল প্রশান্ত। গলা ডলতে ডলতে উঠে দাঁড়াল রাজু। দরজার তখনো ক্রমাগত ধাক্কিয়ে যাচ্ছে দু'জন।

"কি করবো এখন?" রাশেদ বলল।

"আমাদের দুজনের কাছে দুটো পিস্তল আছে এখন," রাজু বলল, প্রশান্তের পিস্তলটা হাতে নিতে নিতে।

"যাই হোক, এখান থেকে পালাতে হবে," চারপাশে তাকাচ্ছে সে।

"আমার পেছন পেছন আয়," বলল রাজু, রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

রান্নাঘরটা ছোট, গোছানো। এখান থেকে কিভাবে বাইরে যাওয়া যাবে মাথায় ঢুকছে না রাশেদের। রাজু কি যেন খুঁজছে তন্নতন্ন করে, বড় একটা রেকের পেছনে পাওয়া গেল জিনিসটা, ছোট একটা দরজা। তালা লাগানো। দরজাটা খুলবে বাড়ির পেছন দিকে। পিস্তলের বাট দিয়ে আঘাত করলো কয়েকবার, খুলে গেল। দরজা খুলতেই দুর্গন্ধে দম আটকে এলো রাশেদের। আশপাশের সব ময়লা এখানে ফেলা হয়। একটু সামনেই ডোবা মতো, সেখানে ময়লার স্তূপ।

কিন্তু এখন এতোকিছু দেখার সময় নেই রাশেদের। রাজুর হাত ধরে টেনে বেরিয়ে পড়ল সে, পেছনে শুনতে পেল কালো পোশাকধারী দু'জন ড্রইং রুমে ঢুকে পড়েছে। নষ্ট করার মতো এক মুহূর্ত সময় হাতে নেই।

অন্ধকারে পাগলের মতো এঁকেবেঁকে দৌড়াচ্ছে দু'জন, ডোবার পাশ দিয়ে। ময়লার স্তূপে মাঝে মাঝে পা হাঁটু পর্যন্ত দেবে যাচ্ছে। পেছনে একবার তাকাল রাশেদ। রান্নাঘরের দরজায় একজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। স্থির করতে পারছে না এই ময়লার স্তূপে ওদের খুঁজতে বের হবে কি না। ছোট একটা ঝোপমতো দেখে বসে পড়ল রাশেদ, রাজুও বসেছে পাশে।

"বুঝলি তো, কাউকে বিশ্বাস করা যাবে না," ফিসফিস করে বলল রাশেদ।

"কিন্তু একটা কাজ কিন্তু হয়ে গেছে," হেসে বলল রাজু।

"কী?"

"একটার বদলে দুটো অস্ত্র এখন আমাদের হাতে," রাজু বলল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এ কথাটা এতোক্ষন মাথায় আসে নি ভেবে অবাক হলো রাশেদ।

"এখানে অপেক্ষা করা ঠিক হবে না, হয়তো অন্য কোন পথে চলে আসতে পারে ওরা," রাশেদ বলল।

"তাহলে কি করবো?"

"যেভাবেই হোক মেইন রোডে উঠতে হবে, তারপর হোটেলে ফিরতে হবে, এখানে বসে থাকলে ওরা সুযোগ পেয়ে যাবে।"

"তাহলে বসে আছি কেন?"

প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে রাশেদ। হাত-পা কাদা, ময়লায় মাখামাখি। খেতে এসে এমন ঝামেলায় পড়তে হবে কল্পনাও করে নি সে। কিন্তু এভাবে তাদের পেছনে লাগার কারন কি? এই লোকগুলো কে? সাধারন ছিনতাই করার জন্য এতো ঝামেলা করার দরকার ছিল না। এর পেছনে বড় কোন কারন আছে। ডঃ আরেফিন সম্ভবত বড় কোন ঝামেলায় জড়িয়েছেন, ভাবল রাশেদ। শত্রুপক্ষ জেনে গেছে ডঃ আরেফিনকে উদ্ধার করতে তারা দু'জন এসেছে নেপালে, তাই এই আক্রমন। আবার অন্য কিছুও হতে পারে। তাদের দু'জনকে হাঁটিয়ে নিজের বাসায় নিয়ে গেছে প্রশান্ত, অপহরন করার ইচ্ছে থাকলে তাদের চোখ বেঁধে নিয়ে যাওয়া হতো, কিন্তু তা করা হয় নি। আসলে ওদের ইচ্ছে ছিল রাশেদ আর রাজুকে মেরে ফেলা। প্রশান্ত প্রফেশনাল কিলার না, তার কাজ ছিল জায়গামতো দু'জনকে নিয়ে যাওয়া, কিছুক্ষন আটকে রাখা। এই নেপালে কে তাদের মারতে চাইবে?

রাজুকে ইশারা করলো রাশেদ। থামতে হবে এখন। প্রায় মেইন রোডের কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা। সারা শরীর কাদায় মাখামাখি, এই অবস্থায় হোটেলে ফিরলে নানা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। কিন্তু কিছু করার নেই, এই সময় কারো বাসায় নক করে বলা যাবে না গোসলের পানি দিতে।

পরিচিত লোকটাকে দেখে আনন্দে চিৎকার দিতে ইচ্ছে হলো রাশেদের। আহমদ কবির এই সময় এখানে কি করছেন, সে কথা একবারও ভাবলো না সে। দৌড়ে এগিয়ে যাবে, পেছন থেকে আকঁড়ে ধরল রাজু।

"দোস্ত, মনে নেই কাউকে বিশ্বাস করা যাবে না?" কানের কাছে ফিসফিস করে বলল রাজু।

"কিন্তু এই লোককে অবিশ্বাস করার মতো কোন কারন তো দেখি না," রাশেদও বলল ফিসফিস করে।

"যাই হোক, এখান থেকে বের হবো না আমরা," রাজু বলল।

আহমদ কবির রাস্তার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, কারো সাথে মোবাইল ফোনে কথা বলছেন। দূর থেকে দেখে তেমন কিছু বোঝা যাচ্ছিল না, একটু এগিয়ে গেল রাশেদ, একটা ঝোপের পেছনে লুকাল। আহমদ কবির এখন তার কাছ থেকে হাত দশেক দূরে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটা ট্যাক্সি ক্যাব আসছিল রাস্তা দিয়ে, হাত দেখিয়ে থামালেন আহমদ কবির, উঠে পড়লেন। ট্যাক্সি ছেড়ে দেয়ার পর ঝোপের আড়াল ছেড়ে বের হলো রাশেদ, ইশারায় রাজুকে ডাকল।

"কি হতো ঐ লোকটার সাথে গেলে?" রাশেদ বলল, "খুব সহজে হোটেল পর্যন্ত একটা লিফট পেয়ে যেতাম।"

"আমার তো মনে হলো লোকটা ওদের সাথে জড়িত," কাচুমাচু হয়ে বলল রাজু, "ধারনা মনে হয় ভুল।"

"কিছু করার নেই, এখানেই সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, কে জানে ওরা হয়তো সামনে আছে, অপেক্ষা করছে আমরা কখন এই রাস্তা দিয়ে যাবো।"

"সারারাত এখানেই থাকবো আমরা, এই ভিজে কাপড়ে!"

"ঠিক আছে, চল, হাঁটি, কিন্তু সামনের রাস্তা দিয়ে না, উলটো দিকে যাবো আমরা, কোন ট্যাক্সি পেলে উঠে পড়বো," রাশেদ বলল।

রাজুর চেহারায় স্বস্তির ছাপ দেখা গেল। রাস্তার পাশ ধরে হাঁটতে থাকলো ওরা, কিন্তু উল্টোদিকে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৮

খুব ভোরে ঘুম ভাঙ্গে লতিকার, ছোটবেলার অভ্যাস। তারপর একটু ব্যায়াম, হাল্কা নাস্তা শেষে কাজের জন্য তৈরি হয়ে নেয়া। এখানে অবশ্য সেসব নেই। ঘুম থেকে উঠে কিছুক্ষন বসে রইল লতিকা। বাবার কথা ভাবছে। এতোক্ষনে হয়তো নিজের বাড়িতে পৌঁছে গেছেন, সাথে যেহেতু রামহরি আছে তাই কোন চিন্তা নেই। সেই ছোটবেলায় মা মারা যাওয়ার পর এই দু'জনই তার সবচেয়ে আপন লোক। এখন চাকরির প্রয়োজনে অনেক দূরে থাকলেও মন পড়ে থাকে বাবার কাছে।

এই রকম একটা অভিযানে আসার মতো শারীরিক সামর্থ্য না থাকার পরও স্রেফ ইচ্ছে শক্তিতে এতোদূর এসেছিলেন প্রফেসর সুব্রামানিয়াম। লতিকা বাঁধা না দিলে তিনি হয়তো শেষ পর্যন্ত থাকতেন। তাতে হয়তো ভদ্রলোকের স্বাস্থ্য আরো ঝুঁকির মুখে পড়ে যেতো। তাই বাবাকে সরানোর জন্য ছুটি নিয়ে এতোদূর আসা লতিকার। জানতো এখানে পরিচিত আরো একজন থাকবে, যাকে একসময় সে প্রানের চেয়ে বেশি ভালোবাসতো।

হ্যা, সন্দীপ চক্রবর্তী। এই লোকটাকে সে ভালোবাসতো। একই সাথে পড়তো তারা চেন্নাই ইউনিভার্সিটিতে। বিয়ের কথাও ছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সন্দীপ বেঁকে বসে। তার মৃত্যুপথযাত্রী মা'কে দেয়া কথা রক্ষা করার জন্য অন্য মেয়েকে বিয়ে করে। ব্যাপারটা আদৌ সত্যি কি না তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে লতিকার। হয়তো তাকে কোনদিনই ভালোবাসে নি সন্দীপ। তার বাবা প্রফেসর সুব্রামানিয়ামও তাদের প্রেমের সম্পর্কটা মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু যখন দেখলেন সন্দীপ তার মেয়ের সাথে প্রতারনা করছে, তিনি সহ্য করতে পারেন নি। লতিকা তারপর স্কলারশীপ নিয়ে চলে যায় লন্ডনে, সেখানে পড়াশোনা শেষ করে শিক্ষকতায় যোগ দেয় হামবুর্গ ইউনিভার্সিটিতে।

এতোদিন পর সন্দীপকে দেখে কেমন অস্বস্তি লেগেছে লতিকার। সন্দীপের ব্যক্তিত্বের সেই ছিটেফোঁটাও নেই, যেন অন্য এক মানুষ এই সন্দীপ চক্রবর্তী। অল্প বয়সেই বুড়িয়ে গিয়েছে যেন, তার সামনে সন্দীপ কেমন গুটিয়ে যাচ্ছে। হয়তো অপরাধবোধে ভুগছে, ভাবল লতিকা।

অতীত নিয়ে পড়ে থাকার মানুষ সে নয়, যোগ্য কোন সঙ্গি এখন পর্যন্ত পায় নি, তাই অবিবাহিতই থেকেছে এখন পর্যন্ত।

সকাল আটটা বাজে। রুমে নাস্তা দিয়ে গেছে রুম সার্ভিস, সাথে একটা চিরকুট। নীচে লবিতে অপেক্ষা করছেন ডঃ কারসন। নাস্তা সেরে তৈরি হয়ে নিল লতিকা। আজ ডঃ কারসনের প্ল্যান কি জানা নেই, এই হোটেলেই থাকবেন না রওনা দেবেন, বোঝা যাচ্ছে না। রুম থেকে বের হবার সময় ল্যাপটপের ব্যাগটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সাথে নিতে ভুলল না লতিকা, লাগেজের বড় ব্যাগটাও তৈরি, যেকোন সময় রওনা দেয়ার জন্য।

নীচে লবিতে সন্দীপের সাথে দেখা হয়ে গেল, তাকে দেখেই কেমন সংকুচিত হয়ে গেল লোকটা, চোখ এড়াল না লতিকার। ডঃ কারসনও ছিলেন, এগিয়ে এলেন লতিকাকে দেখে।

"গুড মর্নিং," ডঃ কারসন বললেন, "ঘুম হয়েছে ঠিকমতো?"

"হ্যা," হেসে উত্তর দিলো লতিকা।

"একটু পরই রওনা দেবো আমরা, তোমার লাগেজ রেডি?"

"জি।"

হোটেলের বাইরে এসে দাঁড়াল লতিকা। হুডখোলা দুটো জিপ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। এরমধ্যে একটায় ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটা ব্যাগ দেখতে পেল, সম্ভবত সন্দীপ আর ডঃ কারসনের। তার লাগেজ ব্যাগটা এনে রাখল একজন।

"আমি আর তুমি সামনের জীপে বসছি, সন্দীপ বসবে পেছনেরটায়," ডঃ কারসন বললেন, পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন কখন লক্ষ্য করে নি লতিকা।

"ঠিক আছে।"

প্রথম জিপটার পেছনের সীটে বসল লতিকা। ড্রাইভার এসে বসেছে মাত্র। লোকটাকে গতকাল হোটেলে একঝলক দেখেছে বলে মনে পড়ল। ডঃ কারসন পাশে বসলেন।

"ড্রাইভার, গাড়ি ছাড়ো," ডঃ কারসন বললেন।

দু'টো জিপ ছেড়ে দিলো।

বেশ ভালো লাগছিল তার। তিব্বতে আসার ইচ্ছে অনেকদিন আগে থেকেই ছিল।

"ডঃ কারসন?" ড্রাইভার বলল তার সীট থেকে, পেছন না ফিরে।

"বলো," হেসে বললেন ডঃ কারসন।

"ভাড়া কিন্তু ডাবল দিতে হবে," হেসে বলল ড্রাইভার। একটা সিগারেট ধরালো।

"সিগারেট ধরালে কিন্তু একশ ডলার করে ফাইন হবে," রসিকতা করলেন ডঃ কারসন।

লতিকা কিছু বুঝতে পারছিল না। একজন ড্রাইভারের সাথে এতো খোশগল্প বা রসিকতার কি আছে।

"তোমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়া দরকার নতুন করে," ডঃ কারসন বললেন। "ড্রাইভার সাহেব আমাদের পূর্বপরিচিত সুরেশ ঝুনঝুনওয়ালা, আর ইনি হচ্ছেন ডঃ লতিকা, প্রফেসর সুব্রামানিয়ামের মেয়ে।"

"আমি উনাকে চিনি," ড্রাইভার ওরফে সুরেশ বলল, এবার ঘাড় ঘুরিয়ে পেছন দিকে তাকাল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লোকটাকে দেখে অবাক হয়ে গেল লতিকা, এতো চমৎকার মেক-আপ হতে পারে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। তিব্বত সীমান্ত পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছিল, বলেছিল পরে দেখা হবে, কিন্তু সেটা যে এমন রূপে তা কল্পনাও করে নি সে। এই লোকটা যে ভারতীয় তা বোঝার কোন অবকাশই নেই।

"আপনাকে দেখে ভালো লাগলো," হেসে বলল লতিকা।

"আমি আছি, কোন চিন্তা নেই আপনাদের," সুরেশ বলল।

"পেছনের জিপের ড্রাইভার বিশ্বস্ত তো?" জিজ্ঞেস করলেন ডঃ কারসন।

"একশ পারসেন্ট, কোনদিকে যাচ্ছি আমরা?" জিজ্ঞেস করল সুরেশ।

"তুমি ন্যাশনাল হাইওয়ে দিয়ে চলতে থাকো, তারপর বলবো," ডঃ কারসন বললেন, পেছনের জিপের দিকে তাকালেন। সন্দীপ বেচারা কেমন একা পড়ে গেছে। সীটে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে আছে।

ঠান্ডা হাওয়ায় চোখ বন্ধ করলেন ডঃ কারসন। অদ্ভুত ভালো লাগছিল তার। লক্ষ্যের অনেক কাছাকাছি চলে এসেছেন মনে হচ্ছে। যদিও কাজ এখনো অনেক বাকি। অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে হবে এবার।

* * *

নিজের উপর আর কোন নিয়ন্ত্রন নেই তার, অদ্ভুত ঘোরের ভেতর কাটছে সময়। এখানে দিন রাত কিছু নেই, শুধু নিকষ অন্ধকার। মাঝে মাঝে আলোর চেহারা দেখেন, তবে সেটা সূর্য্যের আলো নয়, কিন্তু সে আলোতেই চোখ ধাঁধিয়ে যায় তার। এই অন্ধকার রুমের সাথে আরো অন্ধকার একটা টয়লেটও আছে, গত কয়েকদিনে মাত্র দু'তিনবার গিয়েছেন, সেটাও অস্ত্রের মুখে। কী অপরাধে এই ধরনের যন্ত্রনা ভোগ করতে হচ্ছে বুঝতে পারছেন না তিনি। অপরাধ একটাই, সাম্ভালার খোঁজ। একটা জায়গার যদি অস্তিত্ব নাই থেকে থাকে, তাহলে এতো ঝামেলা করার দরকার কী। তবে আগে কিছুটা সংশয় থাকলেও, এখন তিনি একদম নিশ্চিত, সাম্ভালা আছে। প্রবলভাবেই আছে। কেউ কেউ সেই জায়গা চেনেও। এই লোকগুলো সেই দলে পড়ে না। এরা শুধু রক্ষাকারীর ভূমিকায় আছে।

ডঃ কারসন এখন কতোদূর কে জানে? সন্দীপ, সুরেশ, লতিকাকে নিয়ে তিনি হয়তো সত্যি সত্যি খুঁজে বের করতে পারবেন সাম্ভালা। তখন হয়তো তিনি থাকবেন না। ব্যাপারটা বেশ কষ্টদায়ক, এতোদূর এসেও শেষ পর্যন্ত থাকতে না পারাটা আসলেই দুঃখজনক। এরা হয়তো তাকে মেরে ফেলবে, অপেক্ষা করছে কোন নির্দেশের জন্য, কিংবা সময় নিচ্ছে। তবে তার ভাগ্যে যে মৃত্যু লেখা হয়ে গেছে এ ব্যাপারে নিশ্চিত ডঃ আরেফিন। একমাত্র মিরাকল কিছু ঘটলেই হয়তো

www.BanglaBook.org

মুক্তি পেতে পারেন এই লোকগুলোর হাত থেকে। মিরাকল ঘটার সম্ভাবনা ক্ষীন। প্রিয় মুখ আর হয়তো দেখা হবে না, আফরোজা দিনের পর দিন তার অপেক্ষায় থাকবে। সে অপেক্ষা আর ফুরাবে না। কেউ নেই তাকে সাহায্য করার।

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো ডঃ আরেফিনের বুক চিরে।

এভাবে হার মানলে চলবে না, চোখ খুলে তাকালেন তিনি। একটা না একটা পথ বের হবেই।

দরজা খুলে গেল এই সময়। তরুন সেই চায়নীজকে ঢুকতে দেখলেন ভেতরে, পাশে সেই বৃদ্ধ পুরোহিত।

দুটো চেয়ার নিয়ে এসে তার সামনে বসল দু'জন। তাকালেন ডঃ আরেফিন, আজ এদের চেহারা বেশ শান্ত দেখাচ্ছে, বিশেষ করে তরুন চায়নীজ আজ তার ধ্বংসোত্মক রুপে নেই আজ।

"ডঃ আরেফিন, এই অঞ্চলের উপর জার্মান আগ্রহের কথা জানা আছে আপনার?" বেশ শান্ত সুরে জিজ্ঞেস করলেন বৃদ্ধ।

"না।"

"ভ্রিল বলে কোন শব্দ শুনেছেন কখনো?"

"না।"

"থুল সোসাইটি?"

"না।"

মুখ বেঁকিয়ে হাসলেন বৃদ্ধ। "না ছাড়া আর কিছু বলা শেখেন নি ডঃ আরেফিন," পাশে বসা তরুনকে উদ্দেশ্য করে বললেন বৃদ্ধ।

"যাই হোক, আপনি না জানতে পারেন কিন্তু আমরা জানি," বলে চলেছেন বৃদ্ধ, "আপনি বাংলাদেশের সাধারন একজন প্রফেসর, কেন এসবের পেছনে এলেন সেটাই মাথায় ঢুকছে না।"

উত্তর দিলেন না ডঃ আরেফিন।

"একটা প্রস্তাব আমি আপনাকে দিতে পারি," একটু ঝুঁকে এলেন বৃদ্ধ, প্রায় ফিসফিস করে বললেন ডঃ আরেফিনের কানে কানে।

"আপনি রাজি?" জিজ্ঞেস করলেন বৃদ্ধ।

মাথা নাড়ালেন ডঃ আরেফিন, না-সূচক।

"ঠিক আছে, আরো দুটো দিন সময় দিলাম," বৃদ্ধ বললেন, "এরপর তোমার যা ইচ্ছে হয় করো," তরুন চায়নীজের উদ্দেশ্যে বললেন তিনি।

চোখ বন্ধ করেছিলেন ডঃ আরেফিন। দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দে চোখ খুললেন। আবার অন্ধকার গ্রাস করেছে তাকে। তবে একটা জিনিস নিশ্চিত হওয়া গেছে, এই লোকগুলোও সাম্ভালার অবস্থান জানে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৯

অনেক বছর পার হয়ে গেছে, মিনোসের বয়স এখন চল্লিশের কোঠায়। সেই পালানোর পর থেকে বদলে গেছে অনেক কিছু, পৃথিবী যেন অল্প সময়েই বদলে গেছে অনেকটা। গত কয়েকবছর ধরেই লোকালয় থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে মিনোস। এমন এক জায়গায় যেখানে বহু বছর আগে থেকেই তার আনাগোনা। সেই পুরানো পাহাড়ের গুহা। কৈশোরের অনেকটা সময় এখানে কাটিয়েছে সে। এখনো এই জায়গাটা তার অনেক ভালো লাগে।

তার নিজের গ্রামটা আর নেই। তার বদলে সেখানে ঘরবাড়ির ভাঙা কিছু কাঠামো চোখে পড়ে। পুরো এলাকা এখন পরিত্যক্ত, জনমানবের চিহ্ন পর্যন্ত নেই কোথাও। যারা এই গ্রামটা আক্রমন করেছিল কোন এক সময় তারাই হয়তো এখানে থাকার কোন কারন খুঁজে পায় নি। পুরো এলাকা এখন বিষন্ন, নীরব। পাহাড় আর জঙ্গলের আধিপত্য এখানে, এই পরিবেশটাই ভালো লাগে মিনোসের। এখানে সে একাই থাকে, একাই শিকার করে, রান্না করে খায়। বেশিরভাগ সময়ই কাটে চিন্তা করে, তার এই জীবনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কী, এভাবেই একদিন সে মরে যাবে, পৃথিবীর বুকে সামান্য একটি আঁচড়ও না ফেলে। কি ভয়াবহ অপচয়, ভাবতেই শিউরে উঠে সে। অস্থিরভাবে পায়চারি করে গুহার মধ্যে। এই পৃথিবীর কেউ তাকে চেনে না, জানে না। কোন ধরনের জ্ঞানও সে হাসিল করে নি এতোদিনে, সেই বৃদ্ধ যা শিখিয়েছিল তার সামান্যই মনে আছে এখন।

খুব সামান্যই মনে আছে তার, বৃদ্ধের শেখানো জ্যোতির্বিদ্যা, ভাষা, এগুলো চর্চা করা হয় না অনেকদিন। এছাড়া ছোটখাট কিছু যাদু, এই ধরনের যাদু একমাত্র সেই জানে এখন। সাধারন যে কোন পদার্থকে চকচকে সোনালী ধাতুতে পরিনত করা এখনো তার কাছে অনেক সহজ কাজ। পুরো পৃথিবীকেই হয়তো সেই সোনালী ধাতুর বিনিময়ে হাতের মুঠোয় আনা সম্ভব। কিন্তু সে ধরনের কোন অভিপ্রায় নেই মিনোসের। ক্ষমতা মানুষকে পশু করে তোলে, অন্তত গত কয়েকবছর মানববসতিতে বাস করে তার এই ধারনাই হয়েছে। নিজেকে কোনভাবে লুকিয়ে রেখেছে সে, তার ভেতরের জ্ঞানকে বিকশিত হতে না দিয়ে, তাতে শুধু ঝামেলাই বাড়বে, আর কিছু হবে না।

কিন্তু আর ভালো লাগছিল না মিনোসের। এবার বের হতে হবে পাহাড়ের এই গুহা থেকে, অনেক বড় বড় কাজ বাকি আছে তার। বৃদ্ধ তাকে বলেছিল, অনেক বড় কাজের জন্য তার জন্ম। তিনি নিশ্চয়ই এমনি এমনি কথাগুলো বলেন নি। পাহাড়ের গুহায় হেলান দিয়ে বসে তার যাবতীয় সম্পদের দিকে তাকাল

www.BanglaBook.org

মিনোস। বৃদ্ধের দেয়া জিনিসগুলো সব পড়ে আছে এক কোনায়, অনাদরে, অবহেলায়। সেই পোড়া মাটির ফলক, তা এখনো তেমনি আছে।

উঠে দাঁড়াল মিনোস। ঐ ফলকে দিনের পর দিন তাকিয়ে থেকেছে সে, বোঝার চেষ্টা করেছে সাপের মতো আঁকাবাঁকা সেই দাগটাকে, আলোর মতো চিহ্নটাকে, তিনকোনা আকৃতিগুলোকে। এতোদিন কেন মাথায় আসে নি ব্যাপারটা ভেবে অবাক হলো মিনোস।

সাপের মতো আঁকাবাঁকা দাগটা আর কিছু না, নীল নদ। সেই নদ ধরে যেতে হবে ঐ আলোর কাছে। তিনকোনা আকৃতিগুলো হচ্ছে পাহাড়। পাহাড়গুলোর অবস্থান থেকে বের করতে হবে ঐ আলোর উৎস।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে অনেক আগে। অস্থির লাগছিল তার, আর এক মুহূর্ত থাকতে ইচ্ছে করছিল না গুহার এই আরাম আয়েশে। ঐ আলোক চিহ্ন তাকে ডাকছে। হয়তো আরো অনেক আগেই যাওয়া দরকার ছিল, হয়তো দেরি হয়ে গেছে অনেক। কিন্তু চেষ্টা তাকে করতে হবে, অন্তত বৃদ্ধের স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখিয়ে।

রাতের অন্ধকারেই তৈরি হয়ে নিলো মিনোস। নীল নদ এখান থেকে অনেক দূর। পায়ে হেঁটে গেলেও অন্তত আট পূর্নিমা পর পৌঁছানোর কথা, পথে নানা কারনে দেরি হয়ে গেলে সময় আরো বেশি লাগবে। তেমন কিছু সম্বল নেই তার, বৃদ্ধের দেয়া জিনিসপত্রগুলোই তার একমাত্র সম্পদ। সেগুলো একটু গুছিয়ে নিয়ে গুহার বাইরে চলে এলো মিনোস। বাইরে আকাশে তখন পূর্ন চন্দ্র, পুরো পাহাড়, দূরের বন পূর্নিমায় আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

"আপনি কি এতো ভাবেন বলুন তো?" যজ্ঞেশ্বরের খোঁচায় বর্তমানে ফিরে এলেন তিনি। পুরানো সব স্মৃতি রোমন্থন করতে ভালো লাগে। এমন সব স্মৃতি যা কারো সাথে ভাগাভাগি করে নেয়া যায় না। ম্লান হাসি দেখা গেল তার মুখে।

এখানে রাত অনেক হয়েছে। সীমান্ত থেকে অনেক ভেতরে চলে এসেছেন তিনি। দিনের আলোয় পথ না চলে রাতের অন্ধকারকে বেছে নিয়েছেন। সঙ্গি দু'জনের তাতে বেশ সমস্যা হলেও রাতের অন্ধকারে পথ চলতে তার কোন সমস্যা হয় না। দূর আকাশের তারারা তাকে পথ চেনায়।

"সকাল পর্যন্ত এখানেই বিশ্রাম নেবো আমরা," বললেন তিনি।

সন্ধ্যার পরপর হাঁটতে শুরু করেছিলেন, এখন মধ্য রাত পার হয়ে গেছে। তার নিজের বিশ্রাম না লাগলেও সঙ্গি দু'জনের বিশ্রাম দরকার। বড় একটা ঝোপের আড়াল বেছে নিলেন তিনি, বিশ্রামের জন্য। চারপাশটা ভালো করে পর্যবেক্ষন করে দেখলেন। এখানে লোকজন খুব একটা আসে বলে মনে হলো না। হয়তো রাখালের দল তাদের ইয়াক বা ছাগলের পাল নিয়ে চলে আসে, সেটাও খুব কম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঝোপের আড়ালে নিজেদের ঘুমানোর মতো ব্যবস্থা করে নিলেন তিনি। একপাশে বিনোদ চোপড়া আর যজ্ঞেশ্বর, অন্যপাশে নিজের জন্য বিছানা করলেন। শুয়ে পড়ার কিছুক্ষনের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লো দু'জন, অন্তত যজ্ঞেশ্বরের ব্যাপারে নিশ্চিত, যেভাবে নাক ডাকছে তাতে নিশ্চিত না হয়ে উপায় নেই। বিনোদ চোপড়াও ঘুমিয়ে পড়েছে, এক টানা হেঁটে ক্লান্ত।

যজ্ঞেশর আর বিনোদ চোপড়াকে নিয়ে মাঝে মাঝে ভাবেন তিনি। বেশ কিছু দিন ধরেই চুপচাপ বিনোদ চোপড়া, সারাক্ষন একমনে কি একটা ভাবে। তবে চোখ সজাগ, তার প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে আসছে সেই ম্যাকলডগঞ্জ থেকে রওনা দেয়ার সময় থেকে। আর যজ্ঞেশ্বর আগের মতোই আছে, সবসময়ই কিছু না কিছু করার চেষ্টা করছে।

এই দু'জন তার সাথে আছে, বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ছাড়া সেটা মোটামুটি অসম্ভব। উদ্দেশ্যগুলো কি সে সম্পর্কেও খানিকটা ধারনা আছে তার। আরো চিন্তা করলে ধারনা পরিষ্কার হয়ে যাবে, কিন্তু এই বিষয়ে ভাবতে চাচ্ছেন না তিনি এখন। এরা দু'জন এখনো তার সহযোগী, সময়মতো হয়তো ভালোভাবেই কাজে লাগানো যাবে। যদি উলটাপালটা করার চেষ্টা করে তাহলে কি করতে হবে সেটা তার ভালোই জানা আছে।

ঘন্টাখানেক চুপচাপ শুয়ে থাকার পর উঠে বসলেন তিনি। এবার একটা প্ল্যানে চলা দরকার। তিব্বত পর্যন্ত চলে এসেছেন, কিন্তু এলোপাথারি ঘুরে কোন লাভ হবে না। সবচেয়ে বড় কথা সেই শেবারনের দেয়া চামড়ার খোপটা তার সাথে আছে। এবার সেই খোপ খোলার সময় হয়েছে।

আজও পূর্নিমা, সেদিন গুহা ছাড়ার সময় যেমন পূর্নিমা ছিল, ঠিক তেমনি। পূর্নিমার আলোয় সব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। বিছানা ছেড়ে সাবধানে উঠলেন, যাতে কোন শব্দ না হয়। চামড়ার খোপটা যে ব্যাগে আছে সেটা নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। গোলাকার একটা পাথরের উপর রাখলেন খোপটা, তারপর ভেতর থেকে বের করে আনলেন শেবারনের দেয়া সেই ম্যাপ, দু'পাশে কাঠের টুকরোর মাঝে ভাঁজ করা পার্চমেন্ট।

এর আগে একে পার্চমেন্ট মনে হলেও হাত দিয়ে দেখলেন তিনি, জিনিসটা আসলে কাপড়ের তৈরি, বেশ পুরু আর মসৃন, এতো বছর ধরে পড়ে আছে, অথচ মনে হচ্ছে একেবারে নতুন। তিব্বতি ভাষা শিখেছিলেন একসময়, এখনো সব মনে আছে। কিন্তু এখানে যে হরফগুলো দেখতে পেলেন তা অনেকটাই অন্যরকম, বেশ প্যাচানো। সম্ভবত প্রাচীন তিব্বতী হরফ বা চিহ্ন যা হয়তো অনেক আগে থেকেই বদলে গেছে। কালো কালিতে লেখা হরফ আছে বেশ কিছু, সেই সাথে একটা ম্যাপ। ম্যাপের মাঝখানে লম্বা একটা আকৃতি আঁকা যার উপরে গোলাকার একটা বস্তু বসানো। অনেকটা ফুটবল আকৃতির। চারপাশের উঁচু নিচু দাগগুলোকে নিঃসন্দেহে পাহাড় হিসেবে নিশ্চিত করা যায়।

www.BanglaBook.org

এই ধরনের গোলক কোথাও দেখেছেন কি না মনে করতে পারলেন না তিনি, এমনকি কেউ কখনো এই গোলকের কথা উল্লেখও করে নি। চুপচাপ কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে থেকে চারপাশে তাকালেন। ম্যাপটার দিকে আবার তাকালেন, এবার অবাক হওয়ার পালা।

ম্যাপের হরফগুলো স্থান পরিবর্তন করছে, রেখাগুলো উঁচু নীচু হচ্ছে, গোলাকার বস্তুটাও স্থান বদলাচ্ছে, নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন ছিল, কিন্তু চোখের সামনে এখন যা হচ্ছে তা একেবারে বাস্তব।

হাত দিয়ে ছুঁয়ে দিলেন তিনি একটা হরফে, মুহূর্তেই থেমে গেল সব। যেন ঠিকমতো নিজেদের গুছিয়ে নিয়েছে লেখাগুলো, সাথে ম্যাপটাও।

আমি কী পাগল হয়ে যাচ্ছি, ভাবলেন তিনি। হাসি আসছিল, সবসময় এক জিনিস নিয়ে ভাবেন বলেই বোধহয় এমন হচ্ছে। কাঠের টুকরোর মাঝে ভাঁজ করে রেখে দিলেন কাপড়টা।

আসলে ঘুমানো দরকার, ঘুমালেই সব ঠিক হয়ে যাবে, ভাবলেন তিনি। ধীর পায়ে হেঁটে চলে এলেন যজ্ঞেশ্বর আর বিনোদ চোপড়ার পাশে। শুয়ে পড়ার আগে চারপাশে আবার তাকালেন। বিপদের কোন সম্ভাবনা তার চোখে পড়ল না, নিমিষেই ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি।

* * *

রাতে খুব ভালো ঘুম হয়েছে রাশেদের, এতো চমৎকার ঘুম বহুদিন হয় নি। সকালে রাজু যখন ধাক্কা দিলো, তখনও মনে হচ্ছিল গ্রামের বাড়িতে নিজের বিছানায় শুয়ে আছে সে, বাবা বাজারের দিকে যাচ্ছে, মা রান্নাঘর থেকে ডেকেই যাচ্ছে, ভাপা পিঠে গরম গরম খেয়ে নেয়ার জন্য। শীতকালের ঐ সময়টা স্কুল ছুটি থাকাতে ঘুম থেকে দেরিতে উঠতো রাশেদ, ফলে গরম পিঠের ভাগ্য তার ছিল না। মা'কে অনেকদিন পর স্বপ্নে দেখল রাশেদ, কিন্তু স্বপ্নে দেখা মুখ এখন আর মনে পড়ছে না। সেই কতো কতো বছর আগের কথা! মা নেই, কিন্তু মায়ের ছায়া আছে। সেই ছায়া মাঝে মাঝে স্বপ্নে এসে মাথায় হাত বুলিয়ে যায়, আদর করে যায়, কিন্তু মায়ের মুখটা মনে করতে গেলেই সালেহার চেহারাটা ভেসে উঠে। সেই ছোটবেলায় মা মারা যাওয়ার পর বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করলে সালেহা হয়ে উঠে তার মা, সৎ মা'র কোন গুনই ছিল না সালেহার, বরং যে আদরে তাকে মানুষ করেছে তাতে মায়ের কথা মনে হলেই সালেহার চেহারাটা ভেসে উঠে। আজ একবার এখান থেকে গ্রামে ফোন দেবে বলে ঠিক করলো রাশেদ।

"কি রে, কয়টা বাজে জানিস?" রাশেদকে ধাক্কা দিতে দিতে বলল রাজু।

"জানি না," কোনমতে বলল রাশেদ।

www.BanglaBook.org

"বারোটা বাজে, আহমদ কবির সাহেব এসেছিলেন, উনি আমাদের পাসপোর্ট নিয়ে গেছেন, স্পেশাল পাসের ব্যবস্থা করতে।"

"আমাকে ডাকবি না তুই?" ধড়মড় করে উঠে বসল রাশেদ, স্পেশাল পাসের ব্যাপারটা তার মাথায়ই ছিল না।

"বহুবার ডাকা হয়েছে, কিন্তু তুই তো কুম্ভকর্নের বাপ," রাজু বলল, "যাই হোক, উনি বললেন, চিন্তার কিছু নেই, দুপুরের দিকে রুমে ফিরবেন, তখন স্পেশাল পাসগুলো আমাদের দিয়ে যাবেন।"

"আমি তো ভেবেছিলাম অনেক সময় লাগবে ভদ্রলোকের," রাশেদ বলল।

"হয়তো এখানে উনার কোন কানেকশন আছে," রাজু বলল, "এবার উঠ, বাইরে যাবো।"

"বাইরে কোথায়?"

"লাঞ্চ করতে।"

"আমি বাইরে যাবো না," রাশেদ বলল, "শরীর ভালো লাগছে না।" উঠে বসল সে।

গতকাল অনেক রাতে ময়লা শরীরে হোটেলে ফিরেছিল ওরা, তারপর কিছু না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল, ঘটনাগুলো সব মনে পড়ছে এখন। অনেকদূর হেঁটে ট্যাক্সি পেয়েছিল একটা, সেটায় করে রাত দু'টোর দিকে হোটেলে ফিরেছিল দু'জন। হোটেলের লোকজন অবাক হয়ে তাকালেও প্রশ্ন করে নি, চুপচাপ নিজেদের রুমে ফিরে এসেছিল ওরা।

"লোকটাকে আমার সন্দেহ হয়," রাশেদ বলল।

"কাকে?"

"কাকে আবার? আহমদ কবিরকে। উনাকে দেখে যা মনে হচ্ছে উনি আসলে তা নন।"

"একই কথা আমাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, তাই না?" হেসে বলল রাজু, "সন্দেহের ভিত্তিটা কী?"

"জানি না, মন বলছে," রাশেদ বলল, "লোকটা যেচে আমাদের উপকার করছে, এছাড়া গতরাতে ঐ রাস্তায় তাকে দেখেছিলাম।"

"হয়তো কোন কাজে গিয়েছিলেন, আন্দাজে কাউকে সন্দেহ করার কোন মানে নেই," রাজু বলল।

কিছুক্ষনের মধ্যে তৈরি হয়ে নিলো রাশেদ, এরমধ্যে গোসল সেরে নিয়েছে, ক্ষুধা পেয়েছে খুব।

"এখুনি বাইরে যাওয়া ঠিক হবে না, ভদ্রলোকের কাছে আমাদের পাসপোর্ট," রাজু বলল।

চুল ছিড়তে ইচ্ছে করছে রাশেদের, অপরিচিত একটা লোকের কাছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাসপোর্ট দিয়ে দেয়াটা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হয় নি। রাজুর উচিত ছিল সাথে যাওয়া, তাহলে কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া যেতো। এখন পুরোটাই নির্ভর ভাগ্যের উপর। এমনিতেই বোঝা যাচ্ছে এই কাঠমুন্ডুতেই তাদের শত্রুর নেই। সেখানে আহমদ কবির যে ওদের কেউ নন, সেটা বিশ্বাস করা কঠিন।

ক্ষুধা পেলেও আপাতত চেপে রাখা ছাড়া কোন উপায় নেই, অপেক্ষা হবে ভদ্রলোকের জন্য। ঠিক এক ঘন্টা অপেক্ষা করবে বলে ঠিক করলো রা তারপর বেরিয়ে পড়তে হবে। নীচে রিসেপশনে খবর নেয়া যায় অবশ্য, ভদ্র কি চেক আউট করেছেন কি না।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২০

হাতের অস্ত্র তাক করে আছে সৈনিক দু'জন। সামনে দাঁড়ানো নগ্ন গাত্র লোকটার দিকে তাকিয়ে আছে, বুঝতে পারছে না কি করবে। আদেশ আছে উল্টোপাল্টা কিছু দেখলেই যেন গুলি চালায় তারা। সীমান্ত কিভাবে সুরক্ষিত রাখা যায়, সেই ট্রেনিং-এর বিশেষ অংশ ছিল কাউকে ছাড় না দেয়ার একটা অধ্যায়। পাগল, অসুস্থ এসব ভান করতে পারে অনেকে, সেক্ষেত্রেও সুযোগ দেয়ার কোন উপায় নেই, অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রমকারীর একটাই নিয়তি, মৃত্যু। যদিও এই নিয়ম অনেকক্ষেত্রে শিথিল, বিশেষ করে যারা তিব্বত-নেপাল সীমান্ত দিয়ে রীতিমতো চোরাচালানী করে। বেশ টাকা-পয়সার ব্যাপার, যার ভাগ খুব অল্প কয়েকজন ভাগ্যবানই পায়।

সৈনিক দু'জন দু'জনের দিকে তাকাল, উদোম গায়ে এমন বলিষ্ঠদেহি যুবক খুব কমই চোখে পড়েছে। কিন্তু এমন আবহাওয়ায় খালি গায়ে ঘুরে বেড়ানোর কথা একমাত্র পাগল ছাড়া আর কেউ চিন্তাও করতে পারবে না। বেশ দ্বিধাগ্রস্ত দু'জনেই, একটা বুলেট খরচ করা কখনোই কোন সমস্যা না তাদের কাছে, কিন্তু যখন বুলেটটা মানুষের উপর খরচ করতে হবে, তখন বিনাকারনে খুন করাটা তাদের কাছে মাঝে মাঝে অযৌক্তিক মনে হয়। বোঝাই যাচ্ছে, এই লোকটা পাগল, কেমন একটানা তাকিয়ে আছে তাদের দু'জনের দিকে, যেন বোঝার চেষ্টা করছে, জানার চেষ্টা করছে তাদের মনোভাব।

ডানপাশের সৈনিক কিছুটা লম্বা দ্বিতীয়জনের চেয়ে। কোমর থেকে ওয়াকিটকি বের করে কারো সাথে কথা বলল, মনে হলো অনুমতি চেয়েছে কোন কাজ করার জন্য। ওয়াকিটকি কোমরে গুঁজে সঙ্গিকে ইশারা করলো সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য।

লোকটা দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ, দেখছে দু'জনকে। খাটো সৈনিক তার অস্ত্র তাক করে এগিয়ে আসছে, পেছন থেকে তাকে কাভার দিচ্ছে দ্বিতীয়জন। সম্ভবত তাকে জীবিত বন্দি করে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ এসেছে। তবে পুরোপুরি সাহস পাচ্ছে না সৈনিক দু'জন, এই ধরনের পরিস্থিতিতে খুব একটা পড়তে হয় না তাদের। খালি গায়ে দাঁড়ানো লোকটা বলশালী হবে বলেই ধারনা।

আরো কিছুদূর এগুলো সৈনিক, দূর থেকেই লোকটার কপালের ঘাম চোখে পড়লো মিচনারের। এতো নার্ভাস হলে চলে! মনে মনে হাসল সে। তৈরি। সারাজীবন স্বাধীনচেতা মানুষ ছিল, এখন অস্ত্রের জোরে নাকবোচা দু'জন সৈনিক তাকে ধরে নিয়ে যাবে সেটা কখনোই হতে দেবে না। কিন্তু কিভাবে?

সামনে এগিয়ে আসা লোকটাকে কোনভাবে কাবু করা গেলেও পেছনের যে

www.BanglaBook.org

লোকটা অস্ত্র তাক করে আছে, তার ধারেকাছে যাওয়ার আগেই গুলিতে ঝাঝরা করে ফেলবে তাকে। হাসল মিচনার, তার এই হাসি দেখে হয়তো আরো একটু দুর্বল হয়ে গেল আগুয়ান সৈনিক।

দারুন একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে মিচনার, সৈনিক আর পাঁচ কদম এগুনোর সাথে সাথে তা কার্যকর করতে হবে।

এক, দুই, তিন, চার...পাঁচ...

ডিগবাজি দিয়ে দু'জনের মাঝখানের দূরত্ব অতিক্রম করলো মিচনার, চোখের নিমিষেই বলা যায়, সৈনিকের হাঁটুর ঠিক নীচে পা দিয়ে লাথি দিলো, কিছু বুঝে উঠার আগেই সৈনিক দেখল এক হাতে তার কোমরে গোঁজা কমান্ডো ছুরি বের করে নিয়ে এসেছে খালি গায়ের লোকটা, ছুড়ে মেরেছে অল্প দূরত্বে দাঁড়িয়ে থাকা লম্বা সৈনিকের বুক বরাবর, যে দ্বিধায় ছিল গুলি করবে কি করবে না, কারন লাইন অফ ফায়ারে ছিল তার দীর্ঘদিনের সহকর্মী। এই দ্বিধাই তার কাল হলো, ধেয়ে আসা ছুরিটা ধারাল, তার বুকে গেঁথে গেল অনেকটা বর্শার মতো। কাটা কলাগাছের মতো পড়ে গেল।

এক হাতে ছুরি টেনে নেয়ার সময় অন্যহাতে সৈনিকের হাতে থাকা রাইফেলটা ধরে রেখেছিল মিচনার, সেটা ছোটানোর জন্য সর্বশক্তি দিয়েও কাজ হলো না। রাইফেলটা কেড়ে নিলো মিচনার, হাঁটুর উপর পাটখড়ির মতো ভেঙে ফেলল তা।

সৈনিক কিছুটা সরে দাঁড়িয়েছে, মিচনার এবার উঠে দাঁড়াল। নিজের ভেতর পৈশাচিকতা অনেকদিন ধরেই টের পাচ্ছিল মিচনার, একজনকে খুন করার পর সেই নেশা এবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। অনেকটা মুষ্টিযোদ্ধাদের মতো দুই হাত মুঠো করে চক্রাকারে ঘোরা শুরু করেছে সৈনিক, মাঝে মাঝে আড়চোখে তাকাচ্ছে তার সহকর্মীর দিকে। হয়তো সাহায্য আশা করছিল, কিন্তু তার সহকর্মী এখন নিথর, পাথুরে জমিতে মুখ দিয়ে পড়ে আছে, বুক থেকে তাজা রক্ত বেরিয়ে লাল করে দিচ্ছে তার চারপাশটা।

শান্ত হয়ে কিছুক্ষন তাকাল মিচনার, সৈনিকের কার্যকলাপ দেখে হাসি পেলেও নিজেকে সামলাল। এগিয়ে গেল, দুই হাত পাশে ঝোলানো, যেন আঘাত করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে তার নেই।

রীতিমতো একজন পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধার মতো একটানা পাঞ্চ করে যাচ্ছে সৈনিক, মিচনারের মুখ বরাবর। আঘাতে আঘাতে ক্রমেই রক্তাক্ত হয়ে উঠলো মিচনারের মুখ। দুই হাত পাশে এখনো ঝোলানো অবস্থায় আছে, বাঁধা দেয়ার কোন চেষ্টাই করছে না সে। বাঁধা না পেয়ে আরো উন্মত্ত হয়ে উঠেছে সৈনিক, এবার মিচনারের পেটে একটানা পাঞ্চ করলো সে। অন্য কেউ হলে এই ধরনের পাঞ্চ একটাই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু ক্রমাগত আঘাত করার পরেও কোন ভাবান্তর নেই

www.BanglaBook.org

দেখে অবাক হলো সৈনিক, তার শক্তি ফুরিয়ে আসছে, শেষের কয়েকটা পাঞ্চ লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। হাপিয়ে গেছে সৈনিক, সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে দম নেয়ার জন্য।

মিচনারের চোখে চোখ পড়লো।

বুঝতে পারলো তার আর কিছুই করার নেই।

এবার দুই হাত উঠালো মিচনার, সৈনিকের গলা চেপে ধরলো। দম বন্ধ হয়ে চোখ দুটো বেরিয়ে আসার মতো অবস্থা সৈনিকের, চোখ বড় বড় হয়ে গেছে, চেহারায় রক্ত জমেছে।

মট করে শব্দ হলো একটা। নিস্প্রান দেহটাকে একপাশে রেখে এগিয়ে গেল মিচনার, সৈনিকের কোমরে থাকা ওয়াকিটকিটা পা দিয়ে মুচড়ে দিলো, দ্বিতীয় সৈনিকের কাছে থাকা ওয়াকিটকিটা তুলে নিলো। কিছু একটা বলা হচ্ছে ওয়াকিটকিতে, সম্ভবত পরিস্থিতি জানতে চাইছে।

এখানে থাকা আর নিরাপদ না, এই ওয়াকিটকিটাও হাত দিয়ে চেপে ভেঙে ফেলল মিচনার। এই দু'জনের খোঁজে কিছুক্ষনের মধ্যে অন্যরা চলে আসবে। একসাথে বেশি লোক সামাল দেয়া তখন কঠিন হয়ে যাবে।

সৈনিকের বুকে গেঁথে থাকা ছুরিটা টেনে বের করে নিজের কোমরে গুঁজে নিলো মিচনার, হাঁটতে থাকল। মুখে এক চিলতে হাসি।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২১

খুব বেশি বদলায়নি জায়গাটা, শেষবার যখন দেখেছিল তারচেয়ে একটু বদলেছে, সেটা শুধু এই শুন্য উঠোনটায় দাঁড়ালেই বোঝা যায়। উঠোনের চারপাশে যে ঘরগুলো ছিল তার একটাও অবশিষ্ট নেই। আগুনে পুড়ে কয়লার মতো হয়ে গেছে। তার নিজের ঘরটা প্রায় নিশ্চিহ্ন। এখানেই জীবনের অনেকগুলো বছর কেটেছে তার, খুব সুন্দর ছিল সেইসব দিনগুলো। এক বৃদ্ধের মমতার ছায়াতলে কিশোর একটি ছেলে ভুলে থাকতে পেরেছিল তার অতীত, তার পরিবার, শিক্ষিত হয়েছিল নানাজ্ঞানে। আজ এতোদিন পর মনটা কেমন উদাস হয়ে গেল মিনোসের। সেদিন সকালে পালানোর পর আজ সে ফিরে এসেছে। নতুন এক উদ্দেশ্যে। তার অভিভাবক বৃদ্ধের শেষ ইচ্ছে পূরন করার দায়িত্ব নিয়ে। এখান থেকেই শুরু করতে হবে। ম্যাপটা মাথায় গেঁথে নিয়েছে মিনোস। সেই আলোর সন্ধানে বের হতে হবে, দেরি করার মতো সময় হাতে নেই।

বৃদ্ধ মরে গেছে, মিশে গেছে মাটির সঙ্গে, তার দেয়া শেষ চিহ্নগুলোই এখন পর্যন্ত মিনোসের সম্বল। অতিমানব হওয়ার স্বপ্ন বিসর্জন দিয়ে তার হাতে সপে গেছে জীবনের শেষ সঞ্চয়। এতো চমৎকার মানুষের দেখা আর কখনো পাবে কি না সন্দেহ আছে মিনোসের। উঠোনের একপাশে গিয়ে বসল সে। আশপাশে আগে কিছু বাড়িঘর ছিল, এখন জায়গাটা বিরানভূমি, যেন কোনকালেই এখানে কোন মানুষ বাস করতো না।

সাথে কিছু ফল ছিল, সেগুলো খেয়ে নিলো মিনোস। তারপর হাঁটা শুরু করলো, নদী তীরের উদ্দেশ্যে। কতোদিনের যাত্রায় বের হয়েছে সে নিজেই জানে না, বৃদ্ধের বলা কথাগুলো সত্যি ছিল তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই তার। বৃদ্ধকে কখনো মিথ্যে কথা বলতে শোনে নি সে। যাত্রাটা শুরু করতে অনেক দেরি হয়ে গেছে, অনেকটা সময় বৃথাই নষ্ট হয়েছে এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়ানোতে।

উঠে দাঁড়াল মিনোস, বিকেল গড়িয়ে প্রায় সন্ধ্যা। রওনা দেয়ার জন্য উপযুক্ত সময়, নদী তীরে গিয়ে আগে একটা নৌকা যোগাড় করতে হবে। সন্ধ্যার এই সময়টায় সাধারনত কেউ থাকে না নদীর আশপাশে। সৌভাগ্যক্রমে কোন নৌকা যদি পাওয়া যায় তাহলে এখুনি রওনা দেবে সে, পাওয়া না গেলে তৈরি করে নিতে হবে নিজ হাতে।

নদীটাও বদলায় নি, সেই আগের মতোই ধীর গতিতে বয়ে চলেছে। পুরো মিশরের জন্য আশির্বাদ এই নদী। অদূর ভবিষ্যতে এর তীরে গড়ে উঠবে আরো বড় শহর, এই ধারনা সত্যি হবে কি না তা এখনো জানে না মিনোস। এখন পর্যন্ত লক্ষ্যহীন এক জীবন নিয়ে চলছে সে, কিন্তু এভাবে আর চলতে দেয়া যায় না।

www.BanglaBook.org

সন্ধ্যা হয়ে গেছে, নদীর আশপাশে কাউকে দেখা গেল না। একটু দূরে একটা ভেলা বাঁধা আছে, সম্ভবত পরিত্যক্ত, অনেকদিন কেউ ব্যবহার করে নি। এগিয়ে গেল মিনোস। বেশ কয়েকটা গাছের গুড়ি এক করে বানানো হয়েছে ভেলাটা, এক ধরনের গাছের আঁশ দিয়ে বাঁধন দেয়া হয়েছিল, যা এখন প্রায় খুলে যাওয়ার মতো অবস্থা। একে ব্যবহার উপযোগী করতে কিছুটা সময় লাগবে, অন্তত একদিন তো লাগবেই। আজ রাতে তাই নদীর আশপাশে কোথাও ঘুমিয়ে নেবে বলে ঠিক করলো মিনোস। সকালে উঠে মেরামত করে নিলেই হবে। নদীর পাড় থেকে কিছু দূরে বড় একটা গাছ বেছে নিলো সে, এরকম খোলা জায়গায় ঘুমানো বিপজ্জনক, বিশেষ করে সাপের ভয় আছে। কিন্তু আর কোন উপায় নেই। রাতে এখানেই ঘুমাতে হবে...

পিঠে বিনোদ চোপড়ার হাত পড়াতে চমকে উঠলেন তিনি, চোখের সামনে ছবির দৃশ্যের মতো পুরানো দিনগুলো ভেসে উঠছিল, সব হাওয়ায় মিলিয়ে গেল যেন।

"বসতে পারি?" পাশে বসার অনুমতি চাইল বিনোদ চোপড়া। মাথা নাড়ালেন তিনি।

পাশে বসল বিনোদ চোপড়া, শেষ বিকেলের আলোয় চেহারাটা বেশ মলিন দেখাচ্ছে। অনেকদিন থেকেই বেশ চুপচাপ লোকটা। হয়তো নিজেকে আড়াল রাখতে চাইছে, ভাবলেন তিনি।

"আপনার সাথে আমার কিছু কথা ছিল," বিনোদ চোপড়া বলল।

"বলুন।"

"প্যারিস থেকে চলে এসেছিলাম রহস্যময় একজোড়া জুতোর মালিককে খুঁজে বের করার জন্য, ডঃ কারসনের পিছু পিছু। তারপর আপনার সাথে রয়ে গেছি, কেন রয়ে গেছি নিজেও জানি না। অথচ প্যারিসে আমার সব আছে, বাড়ি-গাড়ি, অভিজাত শ্রেনীর মানুষের সাথে উঠাবসা।"

"রহস্যময় জুতোজোড়ার কথা কিন্তু আপনি আমাকে আগে বলেন নি," বললেন তিনি, কিছুটা উৎসুক হয়ে উঠেছেন।

"ল্যুভর মিউজিয়ামে প্রদর্শিত হচ্ছে এখন, ডঃ কারসন নাকি বাংলাদেশ থেকে জুতোজোড়া নিয়ে গিয়েছিলেন, হীরে বসানো, প্রায় চারশো বছর বা তারো আরো আগের। এতো আগের জুতো বাংলাদেশের মতো জায়গায় কেন সেটাই ছিল আমার প্রশ্ন, এর অ্যান্টিক মূল্য কোটি টাকা।"

"জুতোর মালিক কে বলে আপনার ধারনা?"

"বেশ ঘাটাঘাটি করে জানলাম সেইন্ট জারমেইন বলে এক ভদ্রলোক ছিলেন, ঐ ধরনের জুতো এক জোড়া ছিল তার, প্যারিসে বেশ নাম করেছিলেন তিনি একসময়, অভিজাত সমাজের মধ্যমনি হয়ে উঠেছিলেন। উনাকে নিয়ে নানা মিথ প্রচলিত আছে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"যেমন?"

"তিনি অমর," বলে একটু চুপ থাকল বিনোদ, তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, যেন তার প্রতিক্রিয়া দেখতে চাইছে, "ধন্যবাদ, আমি ভেবেছিলাম আপনি হেসে উড়িয়ে দেবেন। আসলে আরো কিছু কথা প্রচলিত আছে, যেমন তিনি..."

"কয়েকটা ছোট হীরে মিলিয়ে অনেক বড় হীরে বানাতে পারতেন, অনেক প্রাচীন সব গল্প করতেন যেগুলো একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শীর পক্ষেই করা সম্ভব, খাওয়া-দাওয়া করতেন সীমিত, কয়েকশ বছর ধরে তাকে বিভিন্ন জায়গায় দেখা গেছে, একই রুপে, ভিন্ন নামে, ইত্যাদি।" বললেন তিনি, তাকালেন বিনোদ চোপড়ার দিকে, লোকটা চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে।

"আপনি কি করে জানেন এতো সব?" অবাক বিনোদ চোপড়া প্রশ্ন করলো।

"কৌতুহল, আর কিছু না," হাসলেন তিনি। "অমরত্ব খুব কঠিন ব্যাপার, মিঃ বিনোদ। এ ব্যাপারে মাথা না গলানোই ভালো হবে।"

"হমম, আমারো তাই ধারনা।"

"আপনি এসেছেন টাকার সন্ধানে, সেই সন্ধান আপনি পাবেন, এতোটুকু বলতে পারি," বিনোদ চোপড়ার কাঁধে হাত দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

বিনোদ চোপড়া চুপচাপ বসে রইল, অদ্ভুত লোকটা চলে যাচ্ছে। বিষন্নতা আচ্ছন্ন করল তাকে। শুধু টাকার জন্যই সব কিছু করে না সে, কৌতূহল তার রক্তে মিশে গেছে। অ্যান্টিক শিকারিরা যদি কৌতূহলী না হয়, তাহলে সে ব্যবসায় ভালো করতে পারবে না। জানার আগ্রহই তাদের ব্যবসার মূল ভিত্তি।

বিনোদ চোপড়া কৌতূহলী। এই লোকটা সেই কৌতূহল আরো অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২২

আহমদ কবিরকে জানালা দিয়ে হোটেলে ঢুকতে দেখল রাশেদ, হাতে একটা খাম। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে নিজের অজান্তেই। মনে হচ্ছে বুকের উপর থেকে বড় একটা বোঝা নেমে গেছে। রাজুকে ইশারা করলো তৈরি হয়ে নিতে। আহমদ কবির যে কোন সময় রুমে আসবে বলে আশা করছে।

রাশেদ তৈরি হয়েই ছিল, দরজায় নক হওয়ার সাথে সাথে খুলে দিলো। যা আশা করছিল, তাই। আহমদে কবির দাঁড়িয়ে আছেন, হাতে একটা খাম নিয়ে, হাসি মুখে।

"বিনে পয়সায় কাজটা করে দিলাম, বুঝলে?" রাশেদের হাতে খামটা দিয়ে ভেতরে ঢুকলেন আহমদ কবির।

"এতো তাড়াতাড়ি কাজটা হবে, ভাবি নি," রাশেদ বলল।

"তোমরা যাচ্ছো কবে?" একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন আহমদ কবির।

"কোথায়?"

"যে জন্য এই পাস নিয়ে এলাম," হাসলেন আহমদ কবির, "এক্ষুনি ভুলে গেলে?"

আসলে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল রাশেদ। জানালা দিয়ে তাকিয়ে যখন আহমদ কবিরকে আসতে দেখছিল, তখন আরো কিছু চোখে পড়েছিল, কি সেটা এখন মনে পড়ছে না।

"ও, হ্যা, তিব্বত, কালই রওনা দেবো," রাশেদ বলল।

"কিভাবে যাবে জানা আছে তো?"

"হ্যা, ঝাংমু দিয়ে যাবো, কোদারি গ্রাম হয়ে," রাশেদ বলল।

"আমারো ইচ্ছে ছিল তিব্বত যাওয়ার, কিন্তু যাওয়া হবে না মনে হচ্ছে," একটু বিষন্ন কন্ঠে বললেন আহমদ কবির।

"আপনি আমাদের সাথে যেতে পারতেন," রাজু বলে উঠলো ওপাশ থেকে, সে তৈরি, বাইরে যাওয়ার জন্য।

"ন-না, তোমরা যাও, আমি বয়স্ক মানুষ, ঝামেলায় ফেলবো," আহমদ কবির বললেন, জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন, তাকালেন বাইরের দিকে।

"আসলেই আপনি গেলে খারাপ হতো না, এই এলাকা আপনি ভালো চেনেন," রাশেদ বলল।

"না, বাদ দাও। আমার আসলে কিছু কাজও ছিল," জানালা থেকে সরে দাঁড়ালেন আহমদ কবির। "তোমরা খেয়েছো?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"এখনো খাই নি, বাইরে যাচ্ছি খেতে," রাজু বলল।

"ঠিক আছে, যাও তোমরা, আমি একটু রুমে যাই," বলে চলে গেলেন আহমদ কবির।

লোকটার মধ্যে কেমন অস্থিরতা কাজ করছে, যেন স্থির হতে পারছে না, ভাবল রাশেদ।

খাম খুলে পাসগুলো দেখল, লাসা আর সিগটসে যাওয়ার অনুমতি মিলেছে, অন্য কোথাও যেতে হলে যথাযথ কর্তপক্ষের অনুমতি নিতে হবে, যতোটুকু শুনেছে রাশেদ, সেই অনুমতি সহজে মেলে না। চায়নীজ সরকার তিব্বতকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রন করছে যেন বাইরের কোন প্রভাব এখানে না পড়ে, সাধারন জনগণ যেন পর্যটকদের খুব বেশি সান্নিধ্যে আসতে না পারে, এছাড়া সীমাবদ্ধ এলাকায় চলাচলের অনুমতি দেয়া মানে অন্য এলাকায় দেখা গেলে সেটা অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। অদ্ভুত সব নিয়ম-কানুন, ভাবলো রাশেদ।

রাজু তৈরি, বেরিয়ে পড়লো রাশেদ। কাঠমুন্ডুটা একটু ঘুরে দেখা দরকার, আগামীকাল তিব্বতের উদ্দেশ্যে রওনা দিলে কাঠমুন্ডু ঘুরে দেখার অভিজ্ঞতা নাও হতে পারে। বের হওয়ার সময় দু'জনের কোমরে পিস্তলগুলো নিতে ভুলল না যেগুলো গতরাতে প্রশান্ত থাপার বাড়ি থেকে নিয়ে আসতে পেরেছিল।

* * *

ন্যাশনাল হাইওয়ে মাখনের মতো মসৃন, চীনা ইঞ্জিনিয়ারদের অনবদ্য সৃষ্টি। গত এক দশকে তিব্বতকে চীনার সাথে যোগ করার জন্য প্রায় অসাধ্য সাধন করেছে এই ইঞ্জিনিয়ারের দল। দুই পাশে উঁচু পাহাড়, মাঝখানে একটা রেখার মতো সোজা, কখনো এঁকেবেঁকে চলে গেছে রাস্তাটা, এই হাইওয়ে ধরে তিব্বত থেকে চীনের বিভিন্ন প্রদেশে যাওয়ার পথ উন্মুক্ত হয়েছে। সেজন্য ধন্যবাদ ওরা অবশ্যই পাবে, মনে মনে ভাবল সুরেশ। ভাঙ্গাচোড়া জিপটাও এখন প্রায় একশ কিলোমিটার বেগে চলছে। পেছনের জিপটার সাথে তাল মেলানোর জন্য গতি কমাচ্ছে সে মাঝে মাঝে। রিয়ার ভিউ মিররে নিজেকে একবার দেখে নিলো সুরেশ। আর দশটা ত্রিশ উত্তীর্ন তিব্বতী লোকের মাঝ থেকে তাকে আলাদা করা কঠিন হয়ে যাবে। এই মেকআপও একট আর্ট, ট্রেনিং-এর একটা গুরুত্বপূর্ন জায়গা জুড়ে ছিল কিভাবে সাধারন জনগনের সাথে মিশে যেতে হবে, কেউ যেন আলাদা করতে না পারে তার আসল পরিচয়। স্থানীয় ভাষা শিক্ষা, সমাজব্যবস্থা, আচার-রীতিনীতি, এই সব বিষয়ে বিশেষ ট্রেনিং-এর পর এরকম একটা অদ্ভুত দেশে নিজেকে নিয়ে এসেছে সুরেশ। বছরের অর্ধেকটা তার ঝাংমুতেই কাটে, সাধারন একজন গাড়ি চালকের বেশে, যার কোন চালচুলো নেই, পরিবারের

www.BanglaBook.org

সদস্যরা সবাই তিব্বত ছেড়ে বিভিন্ন দিকে পাড়ি জমিয়েছে, এই ধরনের একটা পরিচয় যোগাড় করতে বেশ কাঠখড় পোহাতে হয়েছিল একসময়।

মাঝে মাঝে যাত্রীদের দেখে নিচ্ছে সুরেশ। ডঃ কারসন চোখ বন্ধ করে আছেন, গভীর মনোযোগে কিছু একটা ভাবছেন। ডঃ লতিকা জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরে, সেখানে মুগ্ধতা লক্ষ্য করলো সুরেশ। শুরুতে এই দেশে এসে এমন মুগ্ধতা তাকেও গ্রাস করেছিল। কিন্তু যে ধরনের কাজে সে অভ্যস্ত তাতে প্রকৃতির হিংস্র রুপের সাথেই তার পরিচয় বেশি। আপাত অদ্ভুত সুন্দর, বিশাল এই পাহাড়গুলো এক ধরনের মৃত্যুফাঁদ। আশপাশের একশ কিলোমিটারের মধ্যে কোন লোকালয় নেই। ডঃ কারসন কিংবা ডঃ লতিকার মতো মানুষ এখানে একদিনও টিকবে কি না সন্দেহ আছে তার। ডঃ লতিকাকে এখন পর্যন্ত নরম-শরম মানুষ মনে হচ্ছে, কিন্তু প্রয়োজনে এই মেয়ে যে দৃঢ় হতে পারে তা ওর চেহারা দেখেই বুঝতে পারছে সুরেশ। বাবার বদলী হিসেবে এসেছে, এই ধরনের অভিযানে কি ধরনের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন সে সম্পর্কে ভালোই ধারনা থাকার কথা মেয়েটার।

সে তার নিজের উদ্দেশ্য নিয়ে আরেকবার ভাবল। এখানে শুধু ডঃ কারসন আর দলকে নিরাপত্তা দিতে তাকে পাঠানো হয় নি, এর সাথে আরো বেশ কিছু স্বার্থ আছে। তিব্বত, চীন এবং ভারতের সম্পর্কে এক নতুন দিগন্ত আবিষ্কার করতে পারে সাম্ভালা খুঁজে পাওয়া, বিশেষত শত্রু পক্ষের আগে সাম্ভালায় নিজের অবস্থান শক্ত করতে চায় ভারত সরকার, আর সেই জন্যই তাকে পাঠানো।

শিস দিচ্ছিল সুরেশ, তিব্বতি একটা গানের সুর। পেছনের জিপের দিকে নজর রাখছে একই সাথে।ড্রাইভার তার পরিচিত। যে কোন কাজে বিশ্বাস করা যায়। সন্দীপকে দেখা যাচ্ছে একটা বই খুলে বসেছে। এমনিতে কথাবার্তা বললেও গত কিছুদিন ধরে বেশ নীরব দেখা যাচ্ছে লোকটাকে।

দুপুর হয়ে এসেছে, সেই সকালে রওনা দেয়ার পর টানা চারঘন্টা গাড়ি চালাচ্ছে সুরেশ, কিছুটা ক্লান্ত লাগছিল, এছাড়া ক্ষুধাও পেয়েছে বেশ। ডঃ কারসনের দিকে তাকাল, গাড়ির হর্ন বাজালো দু'বার, বিনা কারনে, সম্ভবত ডঃ কারসনের দৃষ্টি আকর্ষনের জন্য।

চোখে খুলে তাকালেন ডঃ কারসন।

"কিছু বলবে সুরেশ?"

"লাঞ্চ করা দরকার, ছায়া পাওয়া যাবে এমন এক জায়গায় দাঁড়াবো," সুরেশ বলল।

"ঠিক আছে," বলে আবার চোখ বন্ধ করলেন ডঃ কারসন।

আবার শিস দিল সুরেশ, ডঃ লতিকার চেহারায় বিরক্তি দেখা গেলেও থামল না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ক্ষুধা পেয়েছে খুব, পর্যাপ্ত পরিমানে খাবার সাথে নেয়া হয়েছে, বেশিরভাগ শুকনো খাবার, সেই সাথে আছে রান্না করার যাবতীয় সামগ্রী। রান্নাটা সম্ভবত তাকেই করতে হবে, বাকিদের উপর তেমন ভরসা পেলো না সুরেশ। সামনে তাকাল, অনেক দূরে একটা জায়গা মনে ধরেছে, বেশ ছায়া আছে।

বেশ কিছু ইউক্যালিপ্টাস গাছ একসাথে দাঁড়িয়ে আছে একজায়গায়, উপরের দিকে মাথাগুলো পরস্পরের সাথে মিলে গেছে, যেন নিজেদের মধ্যে সলাপরামর্শ করছে ওরা। জায়গাটা হাইওয়ের পাশেই বলা যায়, জিপগাড়িটা পার্ক করলো সুরেশ। দেখাদেখি পেছনের জিপটাও চলে এসেছে পেছনে। গাড়ি থেকে নামল সবাই।

ডঃ লতিকাকে দেখে খুব উৎফুল্ল মনে হচ্ছে, প্রকৃতির এই রুপ আগে কখনো দেখে নি, অন্তত ইউরোপ বা আমেরিকায় যে ধরনের পরিবেশ দেখে এসেছে তার চেয়ে এই রুপ একেবারে আলাদা। যেন আলাদা একটা ঘ্রান আছে, স্বাদ আছে। সুরেশ এগিয়ে গেল ডঃ লতিকার দিকে।

"আমরা এখানে কিছুক্ষন বিশ্রাম নেবো," সুরেশ বলল।

"ঠিক আছে, জায়গাটা আমার পছন্দ হয়েছে," হেসে বলল ডঃ লতিকা।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছেন ডঃ কারসন, হাতে দূরবীন, কিছু একটা দেখার চেষ্টা করছেন মনোযোগ দিয়ে, তার পেছনেই আছে সন্দীপ। ভাবাবেগমুক্ত চেহারা, যেন পৃথিবীর কোন কিছুর প্রতিই তার কোন আগ্রহ নেই।

মাটিতেই একটা কাপড় বিছিয়ে নিয়েছে সুরেশ, সাথে কিছু খাবার নিয়ে এসেছে, প্লেটে খাবার ভাগ করে দিচ্ছে। হিসেব করে খেতে হবে, কতোদিন লোকালয়ের বাইরে থাকতে হবে তার ঠিক নেই।

"ডঃ কারসন," পেছন থেকে মৃদু স্বরে ডাকল সন্দীপ।

ঘুরে দাঁড়ালেন ডঃ কারসন, তাকালেন প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে।

"আমি বলছিলাম কি, জায়গাটা ঠিক আমার পছন্দ হচ্ছে না," সন্দীপ বলল।

"কেন?"

"আমাদের একটু আড়ালে যাওয়ার দরকার ছিল, এরকম হাইওয়ের পাশে খাবার-দাবার নিয়ে বসে পড়লাম," আমতা আমতা করলো সন্দীপ, "এখানে আমাদের শত্রুর অভাব নেই। ডঃ আরেফিনকে যারা ধরে নিয়ে গেছে তারা আমাদের পেছনে থাকতে পারে।"

কথাটা একেবারে ফেলে দেয়ার মতো না, কিন্তু এরমধ্যে সুরেশ খাবার সাজিয়ে বসেছে।

"সুরেশ, আমরা পাঁচ মিনিট বসবো," ডঃ কারসন বললেন, বেশ জোর গলায়।

"পাঁচ মিনিট বিশ্রামে হবে?" হেসে জিজ্ঞেস করলো সুরেশ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"হবে," বলে এগিয়ে গেলেন ডঃ কারসন, পেছনে সন্দীপ। ডঃ লতিকা আগেই বসে পড়েছিল মাটিতে পাতা কাপড়টার উপর, তার হাতে একজোড়া কমলা।

হঠাৎ সুরেশ ইশারা করলো, যেন সবাই চুপ থাকে। কী কারনে ইশারা করেছে বুঝতে না পারলেও যে যার মতো স্থির হয়ে গেল।

"আপনার দূরবীনটা দিন," সুরেশ বলল।

ডঃ কারসনের হাত থেকে দূরবীনটা নিয়ে যেদিক দিয়ে এসেছিল সেদিকে তাকাল। তার চেহারায় চাঞ্চল্য কারো চোখ এড়াল না।

"এখানে আর এক মিনিটও না," তাড়াহুরো করে খাবার-দাবার গুছিয়ে নিতে শুরু করলো সুরেশ। সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে। বুঝতে পারছে না কি করবে।

"সবাই গাড়িতে যান," সুরেশ বলল, "সেই গাড়িটা দেখতে পেয়েছি। ওদের সামনে পড়া ঠিক হবে না।"

"কিন্তু আমাদের..." ডঃ কারসন বললেন, "আমাদের কাছে তো পাস আছে।"

"আমি কাদের কথা বলছি বুঝতে পারছেন?" জিপের দিকে এগুতে এগুতে সুরেশ বলল, অন্য ড্রাইভারকেও ইশারা করলো।

"না।"

"নেপালের হাইওয়েতে যারা আমাদের উপর আক্রমন করেছিল," সন্দীপ বলল।

"ওরা এখানে? ঐ গাড়ি তুমি নিশ্চিত?"

"এটা ওদের দেশ, নেপালে ওদের অবাধ যাতায়াত," সুরেশ বলল, গাড়ির সীটে বসতে বসতে। "আর গাড়িটা আমি চিনি, বেশ কিছু জায়গায় এখনো গুলির দাগ লেগে আছে, এছাড়া নাম্বার প্লেটটা আমার মুখস্থ।"

"সম্ভবত ওরাই ডঃ আরেফিনকে ধরে নিয়ে গেছে, আমরা যদি..." সন্দীপ বলল পাশ থেকে।

"সন্দীপ বাবু," জিপ স্টার্ট দিতে দিতে বলল সুরেশ, "আপনি গাড়িতে যান, দেরি করবেন না।"

সুরেশের কথায় কিছু একটা ছিল, তাড়াহুরো করে পেছনের জীপে চেপে বসল সন্দীপ। অল্পকিছুক্ষনের মধ্যে ছেড়ে দিল জিপ দু'টো। এখন গতিবেগ আরো বাড়িয়েছে সুরেশ, সামনে এমন একটা জায়গা চেনে সে, যেখানে জিপ দু'টো ঢোকাতে পারলে বাইরে থেকে দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।

পেছনের গাড়িটা এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, সেই গাড়িটা যেটা নেপালের হাইওয়েতে আক্রমন করেছিল। আয়নায় ড্রাইভার আর তার পাশের আরোহীকে দেখার চেষ্টা করল সুরেশ, বেশ খানিকটা দূরে বলে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না, তবে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এই লোকগুলোকে গতবার দেখা যায় নি এটা নিশ্চিত সে, বিশেষ করে গতবার যে গাড়ি চালিয়েছিল, নিশ্চিতভাবেই তার গায়ে গুলি লাগতে দেখেছিল সে। এখনকার ড্রাইভার লোকটার চেহারা একেবারেই অপরিচিত, পাশের আরোহী বয়স্ক মানুষ, তিব্বতী লামাদের মতো পোশাক পরনে।

এই ধরনের লোকদের সাথে একজন লামার কী কাজ, তার তো থাকার কথা কোন বৌদ্ধ মন্দিরে কিংবা পাহাড়ি গুম্ফায়?

গতি আরো বাড়াল সুরেশ। দেখা যাক কে জেতে।

* * *

কাঠমুন্ডুতে নেমেছেন কিছুক্ষন হলো। সঙ্গি সোহেল গেছে ডলার ভাঙ্গাতে, এয়ারপোর্টের এক কোনায় দাঁড়িয়ে চারপাশ দেখে নিচ্ছেন তিনি। খুব তাড়াতাড়ি চলে আসতে পেরেছেন কাঠমুন্ডুতে। প্রথমে গিয়েছেন কোলকাতা, সেখান থেকে কাঠমুন্ডু। তার আর নিজের জন্য নতুন পাসপোর্টের ব্যবস্থা করে রেখেছিল সোহেল আগে থেকেই। নতুন পাসপোর্ট অনুযায়ী এখন তারা ভারতীয় নাগরিক। কাজটা করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে সোহেলকে, ছেলেটার একটা গুনের প্রশংসা করেন তিনি মনে মনে। কোন কাজ ধরলে শেষ না দেখে ছাড়ে না, এই পাসপোর্ট জোড়ার জন্য বেশ কষ্ট করতে হয়েছে ছেলেটাকে। এর পুরষ্কার সোহেলকে দেবেন তিনি। বাধ্যদের সবসময়ই পছন্দ করেন তিনি, অবাধ্যদের জন্য রয়েছে চরম শাস্তি।

পার্কিং লটে লোকটার থাকার কথা, অথচ আসে নি। সময় নষ্ট করা একদমই পছন্দ করেন না তিনি। সোহেলকে দেখতে পেলেন দূরে, হন্তদন্ত হয়ে আসছে।

"কবির ভাই চলে এসেছে প্রায়," হাপাতে হাপাতে বলল সোহেল।

"এখনো প্রায়?" শান্ত স্বরে বললেন তিনি।

চুপ করে রইল সোহেল, বস যখন রেগে যায় তখন কথা না বলাই ভালো, এটা সে জানে।

"আর খবর কী?"

"প্রশান্তকে দিয়ে যে কাজটা করাতে চেয়েছিলাম, সেটা ব্যর্থ হয়েছে," মাথা নীচু করে বলল সোহেল।

নিজেকে কোনরকম শান্ত রাখলেন তিনি। তার বর্তমান নামের সাথে অবশ্য এই রূপের কোন মিল নেই, পাসপোর্টে তার নতুন নাম রুদ্রপ্রতাপ সিং। সোহেল নিজের নাম নিয়েছে অভিজিত সাহা।

এবার দূরে লোকটাকে দেখলেন তিনি। অনেকদিন পর দেখলেন, সবসময় ফোনেই যোগাযোগ হয়, আহমদ কবির একটা ট্যাক্সি ক্যাব থেকে নামল, ভাড়া

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মিটিয়ে প্রায় দৌড়ে চলে এলো।

রাত হয়ে গেছে, রাস্তার বাতিগুলো জ্বলে উঠেছে। কাঠমুন্ডু শহরটাকে চমৎকার দেখাচ্ছে।

"ওরা এখন কোথায়?" জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

"হোটেলেই আছে।"

"ঠিক আছে।"

"একটা কথা বলতে চাইছিলাম," আমতা আমতা করে বলল আহমদ কবির।

আকবর আলী মৃধার সামনে এলে সাধারনত এমন হয় তার, যদিও বহুদিন দেখা নেই। দেখা যাচ্ছে পুরানো অভ্যাসটা যায় নি।

"কী?"

"ওরা তিব্বতে যাচ্ছে, আগামীকাল সকালে," আহমদ কবির বলল।

"তিব্বতে কেন?"

"তা জানি না।"

"তিব্বতে যাওয়া হবে না ওদের, আজ রাতেই যা করার করতে হবে," বললেন তিনি, "আমরা কোন হোটেলে উঠছি?" সোহেলের উদ্দেশ্যে বললেন।

"হোটেল ঠিক করা আছে," সোহেল বলল।

সোহেলকে ইশারা করলেন, আহমদ কবিরের ট্যাক্সি দাঁড়ানোই ছিল, সোহেল দরজা খুলে দিলে তিনি উঠে পড়লেন। সোহেল আর আহমদ কবির সঙ্গি হলো তার।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২৩

একটার পর একটা পাপ করেছে সে একসময়, সেই পাপগুলো এতোদিনে হয়তো মুছে গেছে, আবার হয়তো মুছেও যায় নি। সেই পাপ তার রক্তে মিশে আছে। সারাজীবন তপস্যা করলেও হয়তো মুক্তি মিলবে না, কিন্তু হাল ছাড়ে নি সে। নিজেকে বদলে ফেলেছে আমূল। তাতেও কি কাজ হয়েছে? পাপের যে মূলবিষয়গুলো সেগুলো কী মন থেকে মুছে ফেলা গেছে, লোভ-কাম-ঘৃনা? মনে হয় না। এখন যে কর্মকান্ডের সাথে সে জড়িত আপাত দৃষ্টিতে দেখলে তাকে নিঃস্বার্থ হয়তো বলবে সবাই, কিন্তু আসলেই কি তার কোন স্বার্থ নেই? দিনের পর দিন অচেনা, উদ্ভট এক লোকের পেছনে অযথাই ঘুরে বেড়াচ্ছে? একদম না। বরং সবকিছু তার প্ল্যান করা। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, অন্তত লোভ জিনিসটা যায় নি তার ভেতর থেকে। হ্যা, লোভই তার বড় পাপ, এই লোভের কারনেই আজ তার এই পরিনতি। এভাবে তিলে তিলে মরে যাবার চেয়ে একবারে মরে যাওয়া অনেক ভালো ছিল। যে মানুষটার কাছে তার পরিবার-পরিজন, বাবা-মা, স্ত্রী-পুত্র অর্থহীন, তার জন্য মৃত্যুই আসলে একমাত্র সমাধান। নিজের লোভকে বাঁচাতে গিয়ে সর্বস্ব হারাতে হয়েছে তাকে। কিন্তু সেই লোভ আর পূরন হয় নি। আসলে লোভ এমন একটা মানবিক বৈশিষ্ট্য যা ত্যাগ করা প্রায় অসম্ভব। যদিও সেই পথে অনেকটা এগিয়েও গিয়েছিল সে। কিন্তু তখনই দেখা হলো এই অদ্ভুত লোকটার সাথে, যার পেছন পেছন সুদূর মেঘালয় থেকে এই তিব্বত পর্যন্ত চলে এসেছে সে।

তার লোভ একটাই, সাম্ভালা? না। তার লোভ সম্রাট অশোকের অজানা নয়জন রহস্যমানব নিয়ে, ওরা যে গুপ্তজ্ঞান ধারন করেন তা হাসিল করাই এখন তার জীবনের প্রধান লক্ষ্য।

যে জীবন সে বেছে নিয়েছে তাতে আগের জীবনের কথা ভুলে যাওয়ার কথা। কিন্তু চাইলেই কি সব ভোলা যায়? বাবা-মা, স্ত্রী-সন্তান নিয়ে চমৎকার একটা পরিবার ছিল তার। নিজের লোভের কারনে, নিজের ভুলে সব হারাতে হয়েছে তাকে। লন্ডন থেকে পালিয়ে আসতে হয়েছিল ভারতে, আন্ডারওয়ার্ল্ডের এক মাফিয়ার লাখ ডলার আত্মসাতের দায় মাথায় নিয়ে, তারপর একসময় দিল্লির গলি-ঘুপচিতে ছোটখাট ছিনতাই, মাস্তানি করে বেড়ানো জগা হয়ে উঠেছিল আন্ডারওয়ার্ল্ডের অঘোষিত রাজা। কিন্তু এই অঘোষিত রাজার প্রতিদ্বন্ধী ছিল, তারা সুযোগ খুঁজছিল জগাকে সরানোর। তার নিজের ঘনিষ্ট কয়েকজন বন্ধু হাত মিলিয়েছিল ওদের সাথে। জগা যখন আরো বড় বড় দানের স্বপ্নে বিভোর শত্রুপক্ষ অতর্কিতে আক্রমন করলো তার দূর্বল জায়গায়। পুরো পরিবার নিশ্চিহ্ন করে দিলো। প্রান নিয়ে কোনমতে পালিয়ে বেঁচেছে জগা। চেয়েছিল ফিরে গিয়ে

www.BanglaBook.org

প্রতিশোধ নিতে, কিন্তু তা আর নেয়া হয় নি। উলটো তার জীবনটাই বদলে গেল এক রহস্যময় গুরুর সংস্পর্শে এসে। নিজেকে সমাজ, সংসার থেকে গুটিয়ে নিলো জগা। সাধু-সন্ন্যাসীর জীবনে আকৃষ্ট হয়ে নিজে সেই বেশ ধারন করল, একসময় তার নাম হয়ে গেল যজ্ঞেশ্বর, এমন একজন সন্ন্যাসী যার অতীত বলে কিছু নেই, কোনকালে ছিলও না।

কিন্তু তাই বলে কী কিছুই মনে নেই? একমাত্র শিশু পুত্রের হাসিমুখ এখনো চোখ বন্ধ করলে দেখতে পায় সে। বুকে কষ্টের আলোড়ন হলেও নিজেকে স্থির রাখতে পারে সে, না পেরে কোন উপায়ও নেই। সে জীবনে আর ফিরে যেতে চায় নি যজ্ঞেশ্বর, বরং কাঙ্গালের মতো দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানোতেই এখন সব আনন্দ।

তারপরও একটা আকর্ষন তার আছে, যে গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছিল সে, তিনিই বলেছিলেন অদ্ভুত একটা দলের কথা। যাদের সদস্য সংখ্যা নয়, সম্রাট অশোকের আমল থেকেই তারা বেঁচে আছে তিব্বতের কোন এক অঞ্চলে, দু'হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে। মানবকল্যানই তাদের প্রধান লক্ষ্য, মানবজাতি যখনই কোন বিপদের সম্মুখীন তখনই তারা সমাধান নিয়ে হাজির হয়। সেই সমাধান তারা নিজেরা করে না, মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। এই নয়জনের কাছে আছে গুপ্তজ্ঞান, যে জ্ঞান ধারন করতে পারলে যাবতীয় দুঃখকষ্টকে দূরে সরিয়ে রাখা যায়।

আশপাশে তাকাল যজ্ঞেশ্বর। একটু দূরে একটা পাথরে হেলান দিয়ে বসে আছে লখানিয়া সিং, নির্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দূরের কোন পাহাড়চূড়ার দিকে। সেই দৃষ্টিতে কেমন ঘোর লাগা ভাব আছে। বিনোদ চোপড়া বিষয়ী মানুষ। সব কিছু ছেড়েছুড়ে সেই বা কেন তাদের সাথে যাচ্ছে ভেবে অবাক হয় যজ্ঞেশ্বর।

দুপুরের এই সময়টা বিশ্রামের। যজ্ঞেশ্বর পদ্মাসনে বসে ধ্যানে বসেছে। কিন্তু তার মন আজ বিক্ষিপ্ত, কিছুতেই মনোযোগ দিতে পারছে না ধ্যানে। সেই মেঘালয় থেকে যাত্রা শুরু করে অনেকদূর আসা হয়েছে, তার মন বলছে গন্তব্যের খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। এখন দরকার লখানিয়া সিং-এর পূর্ন বিশ্বাস, যদিও এতোদিন একসাথে থাকার পর মনে হয়েছে লখানিয়া সিং অন্তত তার ক্ষতি করবে না। কিন্তু মানুষকে বিশ্বাস করা খুব কঠিন কাজ, এর মাশুল তাকে দিতে হয়েছিল পুরো পরিবারকে হারিয়ে। এছাড়া বিনোদ চোপড়াও আছে, তার আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে খুব একটা ধারনা না থাকলেও একটা বিষয়ে নিশ্চিত যজ্ঞেশ্বর, অর্থ সংস্থানের বড় কোন উৎসের খোঁজ না পেলে মিছে মিছে সময় নষ্ট করতো না বিনোদ। সবকিছু বুঝেও লখানিয়া সিং কেন চুপ মেরে আছে এটাই মাথায় ঢোকে না যজ্ঞেশ্বরের। লোকটা সব জানে, টের পায় কিন্তু প্রকাশ করে না।

www.BanglaBook.org

আর ঘন্টাখানেক বসে থেকে উঠে দাঁড়াল যজ্ঞেশ্বর, পাহাড়ের এই জায়গাটা থেকে আশপাশের এলাকা পরিষ্কার দেখা যায়। পাহাড় আর জঙ্গলের মাঝে সুন্দর করে তৈরি করা হয়েছে এই হাইওয়ে, রাস্তাটা সাপের মতো একেবেকে দূরে কোথায় গিয়ে মিলেছে তা বোঝা যায় না এতোদূর থেকে। রাস্তা প্রায় খালি বলা যায়, অনেক দূরে দুটো জিপ চোখে পড়লো তার।

"যজ্ঞেশ্বর জী, কি দেখছেন অমন করে?" প্রশ্ন শুনে পেছনে তাকাল যজ্ঞেশ্বর, লখানিয়া সিং তার পেছনে দাঁড়ানো, এতো দ্রুত আর নিঃশব্দে কিভাবে তার পেছনে এসে দাঁড়ালো লোকটা ভেবে অবাক হলেও প্রকাশ করলো না।

"যতোদূর চোখ যায় শুধু পাহাড় আর পাহাড়, এরমধ্যে আমাদের গন্তব্য কোথায়?"

"সময় হলেই জানতে পারবেন, যজ্ঞেশ্বরজী, আমাদের সবার উদ্দেশ্য সফল হবে।"

"সবার উদ্দেশ্য? ঠিক বুঝলাম না," বলল যজ্ঞেশ্বর, মুখে অবাক হওয়ার ভাব ফুটিয়ে তুলল, লখানিয়া সিং অস্বস্তিকর কোন প্রসঙ্গের অবতারনা করুক তা সে চাচ্ছে না।

"আমাদের সবারই নিজ নিজ লক্ষ্য আছে, উদ্দেশ্য আছে, মানবজন্ম তো আর উদ্দেশ্যহীন নয়, নাকি?" উলটো প্রশ্ন এলো লখানিয়া সিং-এর কাছ থেকে।

"জি, আমরা প্রত্যেকের নিজ নিজ উদ্দেশ্য, লক্ষ্য আর পরিনতির জন্য দায়ি," বিষন্ন কণ্ঠে বলল যজ্ঞেশ্বর, এক বছর বয়েসী সন্তানের চেহারাটা আবার ভেসে উঠেছে চোখের সামনে। মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকাল, একজন সন্ন্যাসীর চোখে পানি থাকতে নেই।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২৪

দুপুরের রোদে অনেক তেজ, চোখ বন্ধ করে কোনমতে শুয়ে আছে মিনোস। একটানা দাঁড় বেয়ে ক্লান্ত সে। নৌকা থেকে নেমেছে কয়েকবার। ম্যাপ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছে। সূর্য্যের অবস্থান, নদীর গতিবিধি অনেক কিছুই লক্ষ্য রাখতে হচ্ছে তাকে। আশপাশের কোন কিছু যাতে চোখ এড়িয়ে না যায় সেদিকে নজর দিতে হচ্ছে অনবরত। বৃদ্ধ যে জায়গাটা চিহ্নিত করেছেন তা এখনো বের করতে পারে নি সে। তিনমাথা পাহাড়, পাহাড়ের মাঝখানে আলোক শিখার মতো একটা চিহ্ন, উপরে একপাশে সূর্য্য আর নদী, ঠিক এরকম কোন জায়গা এখনো চোখে পড়ে নি তার। পড়বে বলে মনেও হচ্ছে না। বৃদ্ধ হয়তো শেষ বয়সে উল্টোপাল্টা অনেক কিছু ভাবতেন, তাই এমন অদ্ভুত একটা জিনিস তিনি রেখে গেছেন মিনোসের কাছে। এর পেছনে এভাবে সময় নষ্ট করার কোন মানে খুঁজে পাচ্ছে না মিনোস। কি পাওয়া যাবে সেখানে? সেই আলোক শিখা কিসের? সত্যিই কি তা কোন আলো, না অন্য কিছু?

অনেক প্রশ্ন মাথায় ঘুরলেও উত্তর দেয়ার কেউ নেই, তাকেই সেসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতে হবে।

হঠাৎ মনে হলো রোদের তেজ কমে গেছে, চোখ খুলে তাকাল মিনোস। গত কিছুদিন ধরে নদীর ধারের ফলমূল খেয়েই সে চলেছে। কিন্তু এখন এমন জায়গায় আছে সেখানে গাছপালা, জীবজন্তু বা মানুষ কোন কিছুরই চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না, যেন প্রানহীন একটা জায়গা। কোনকালেই এখানে প্রানের কোন চিহ্ন ছিল না। নৌকাটা পাড়ের সাথে বেঁধে উপরে বেশ কিছুক্ষন হাঁটাহাঁটি করলো মিনোস। দূরদূরান্ত পর্যন্ত সব ফাঁকা। অনেক দূরে নদী যেন দিগন্তের সাথে মিশে গেছে, তারপরে কি আছে তা জানার প্রবল আগ্রহ তৈরি হলো তার মনে।

নৌকায় ফিরে এসে চুপচাপ কিছুক্ষন বসে রইল মিনোস। এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন পথ নেই তার সামনে। যে কাজ শুরু করেছে তা মাঝপথে বন্ধ করে দেয়ার কোন মানে নেই। এতোটা পথ পাড়ি দিয়ে এখানে আসাটাই তাহলে বৃথা হয়ে যাবে।

মাথা ব্যথা করছিল, সেই সাথে শরীরে বল পাচ্ছিল না। নদীতে দু'হাত দিয়ে আঁজলা ভরে পানি খেয়ে নিলো মিনোস। রোদের তাপ আবার বাড়ছে। দূর্বল হাতে দাঁড় বাওয়া শুরু করল মিনোস আর কিছুক্ষন পরেই জ্ঞান হারাল। তার হাত থেকে দাড়টা পানিতে পড়ে তলিয়ে গেল। নৌকা চলতে থাকলো নিজের মতো, স্রোতের সাথে তাল মিলিয়ে।

জ্ঞান যখন ফিরল তখন বিকেল। রোদ পড়ে এসেছে। চোখ খুলে তাকিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিছুক্ষন চুপচাপ শুয়ে রইল মিনোস। হ্যা, তার ঘুম এখনো ভাঙেনি। সে স্বপ্ন দেখছে এখনো। স্বপ্ন ছাড়া এমন অদ্ভুত দৃশ্য কে কবে দেখেছে!

একটু দূরে যজ্ঞেশ্বর তার ধ্যানে বসেছে, বিনোদ চোপড়া গভীর ঘুমে। এখনো ভোরের আলো ফোটে নি। তবে সকালের প্রথম আলো যে কোন সময় আলোকিত করে তুলবে চারদিক। বড় একটা পাথরে হেলান দিয়ে বসে আছেন তিনি। রাতে ভালো ঘুম হয় নি। অদ্ভুত সব চিন্তা আসছে মাথায়, অনেক ঘোরা হয়েছে। এবার সময় বিশ্রামের, শেষ বিশ্রাম। কেউ আর বিরক্ত করবে না তাকে, নিজেকে আর লুকিয়ে রাখতে হবে না সবার চোখের সামনে থেকে। একমাত্র সাম্ভালাই সেই সুযোগ দিতে পারে। সেই অপূর্ব রাজ্যেই সম্ভব তার মতো একজন অস্বাভাবিক মানুষের স্বাভাবিক হিসেবে বেঁচে থাকা। নিজের জীবনের শুরুর দিকে কথা ভাবছিলেন এতোক্ষন। সেই দৃশ্য এখনো চোখে ভাসে। স্বপ্ন ছাড়া এমন অদ্ভুত দৃশ্য...আবার স্মৃতির গভীরে ডুবে গেলেন তিনি।

চারদিকে অস্বাভাবিক রকম সবুজ, আকাশ গাঢ় নীল। অচেনা সব উদ্ভিদ, বড় বড় ফুল ফুটে আছে এখানে সেখানে, আগে কখনো এমন ফুল দেখে নি মিনোস। নীল আকাশে সূর্য্যটা বেশ স্বস্তিদায়ক, আলো আছে কিন্তু তাপ নেই। নদীর পানি স্বচ্ছ, সেখানে লাল-নীল মাছের দল ঝাঁক বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দাঁড় নেই, কিন্তু নৌকাটা এমনিতেই পাড়ের সাথে লেগে আছে। নৌকায় দাঁড়িয়ে আশপাশে তাকাল মিনোস। আরো অদ্ভুত জিনিসটা তখনই চোখে পড়ল।

বেশ কতোগুলো পাহাড়, একটা আরেকটার গা ঘেষে আছে, বিশেষ করে মাঝখানের তিনটা পাহাড় আর এগুলোর চূড়া দেখে মনে হলো ঠিক এরকম কিছুই বৃদ্ধের ম্যাপে দেয়া আছে। নৌকা থেকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো নামল মিনোস।

হাঁটু পর্যন্ত উঁচু, নরম সবুজ ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটছে, এতো মসৃন পথে এর আগে কখনো হাঁটে নি সে। আমি কী মরে গেছি? নিজেকেই প্রশ্ন করলো মিনোস। স্বর্গ কি এমনই? এখানে সেখানে উড়াউড়ি করছে কিছু পাখি, ওদের কিচিরমিচিরে চারপাশ মুখরিত।

জন-মানব কেউ নেই, এখানে কোথাও মানুষ বাস করে তেমন কোন চিহ্নও দেখা গেল না। হাঁটতে হাঁটতে নদীর পাড় থেকে অনেকদূর ভেতরে চলে এসেছে মিনোস, সামনে ঘন বন, তারপর পাহাড় শুরু। এই ধরনের বনে জন্তুজানোয়ার থাকার কথা, কিন্তু কোন প্রানীর সাড়া শব্দ পেল না। নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখছে সে, যে কোন সময় ভাঙবে। বনে ঢোকার আগে একটু ইতস্তত করলো মিনোস। ভেতরে কি আছে তার জানা নেই। তার কৌতূহলী মন চাচ্ছে ভেতরে ঢুকতে, কিন্তু মনের একটা অংশ থেকে সাড়া পাচ্ছে না সে, মনে হচ্ছে দারুন বিপদে পড়তে যাচ্ছে।

ঝুঁকি নিতে ভালো লাগে তার, আপন জন কেউ নেই, সে মরে গেলে জানবেও না কেউ হয়তো। এরচেয়ে চেষ্টা করে মরে যাওয়া ভালো। পা বাড়াল মিনোস।

www.BanglaBook.org

বনটা অন্য সাধারন বনের মতোই, গাছপালা ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তবে এই বনের গাছপালাগুলো অস্বাভাবিক, অন্তত এই ধরনের গাছ এর আগে তার চোখে কখনো পড়ে নি, গাছের ডালে ডালে অদ্ভুত সব ফল ঝুলে আছে। খাওয়ার কেউ নেই। হাত দিয়ে একটা পেড়ে নিলো, ডালিম আর আপেলের মাঝামাঝি একটা ফল, মুখে দিতে গিয়েও দিলো না। ফলটা বিষাক্ত কিছু কি না তা জানার কোন উপায় নেই।

হঠাৎ মনে হলো কেউ তাকে অনুসরন করছে। সাবধানে চারপাশে তাকাল মিনোস। সব শুনশান, স্বাভাবিক।

আরো কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে রইল মিনোস, কোন শব্দ শোনার আশায়। কিন্তু না, কোন শব্দ নেই, এমনকি নদীর পানি, বাতাস, সবই যেন চুপ মেরে আছে।

বনের মাঝখান দিয়ে হাঁটছে মিনোস। পায়ে হাঁটা পথ আছে, সরু, হয়তো মানুষের যাতায়াত আছে কিংবা ছিল। এই পথ কোথায় গিয়ে মিশেছে জানা নেই, তবে তার মন বলছে এই পথ ধরেই যেতে হবে। বনের ওপারেই পাহাড়গুলোর অবস্থান। পেছনে আবার শব্দ শোনা গেল, কেমন হুটোপাটির শব্দ। দাঁড়িয়ে পড়ল মিনোস। তার হাতে আত্মরক্ষার জন্য ছোট একটা ধারাল পাথর, এই পাথরটা কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তা ভালোই জানা আছে।

আবার সব শুনশান। বাতাস বইতে শুরু করেছে হঠাৎ করে, অদ্ভুত মাদকতাময় একটা গন্ধ আছে সে বাতাসে। গন্ধটা পরিচিত নয়, তবে সুন্দর। এই ধরনের গন্ধ যদি গায়ে মাখা যেতো খুব ভালো হতো তাহলে, ভাবছিল মিনোস। সে হাঁটছে, কেবল হাঁটছেই। অনেক দূর চলে এসেছে, বনের মাঝখানে, আরেকটু এগিয়ে দারুন বিপাকে পড়ল সে।

সরু পায়ে হাঁটা পথটা সামনে একটা জায়গায় তিনভাগে ভাগ হয়ে গেছে। একটা সোজা চলে গেছে, বাকি দু'টো ডানে আর বামে। যে পথে এসেছে সেটা ধরলে বলা যায় ঠিক চৌরাস্তার মাঝামাঝি এসে দাঁড়িয়েছে মিনোস। মন বলছে এখানে একটা পথ সঠিক, বাকিগুলোতে গেলে বিপদ হতে পারে। কিন্তু সঠিক পথ বের করার কোন উপায় তার জানা নেই, ভাগ্যের উপর নির্ভর করা ছাড়া।

আরো কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে রইল মিনোস। বৃদ্ধের সাথে অনেক অনেক কথা হয়েছে, অনেক আলোচনা হয়েছে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। বৃদ্ধ প্রায়ই বলতো হঠাৎ করে সিদ্ধান্ত না নিতে। কাজ করার আগে অনেকবার ভেবে দেখাটা নাকি বুদ্ধিমানের লক্ষন। নিজেকে এতোদিন বুদ্ধিমান ভেবে এসেছে মিনোস, আজ তা প্রমান করার দিন।

ডানের পথটা চমৎকার, বেশ চওড়া হয়ে এগিয়ে গেছে। দু'পাশে ফল-ফুল, গাছগুলোও বেশ চমৎকার, যেন বাগানের মাঝখান দিয়ে রাস্তাটা বানানো হয়েছে, বা দিকের রাস্তাটা ঠিক উলটো, আরো সরু হয়ে গেছে পথ, বেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে দু'একটা মাকড়শার জাল দেখা যাচ্ছে। এই পথে বহুদিন কোন মানুষ

www.BanglaBook.org

হাঁটেনি এটা নিশ্চিত। সোজা রাস্তাটা একেবারে স্বাভাবিক, ঠিক যে পথ দিয়ে এসেছে ঠিক তেমনই। যে কোন একটা রাস্তা বেছে নিতে হবে তাকে। একটু ভুল হলে তার চরম মাশুল দিতে হতে পারে।

উপরে আকাশের দিকে তাকাল মিনোস। গাছপালা ছাড়িয়ে খোলা আকাশটা দেখা যাচ্ছিল না। বাতাসে থেমে গেছে। ডান আর বামে চলে যাওয়া রাস্তাটা আবার দেখে নিলো, তারপর পা বাড়াল, বাম দিকে।

* * *

রাশেদ একেবারেই বেরসিক, এমন একটা পর্যটন শহরে এসেও এতো নিস্পৃহ কিভাবে থাকতে পারে তরুন একটা ছেলে ভেবে পায় না রাজু। বিদেশে এসে সারাক্ষন যদি হোটেলেই বসে থাকতে হয় তাহলে লাভ কি হলো? এরচেয়ে ঢাকায় থাকা ঢের ভালো ছিল।

সন্ধ্যার পরপর স্থানীয় একটা বারে গিয়েছিল দু'জন। সেখানে ইউরোপীয়, আমেরিকান থেকে শুরু করে বিভিন্ন দেশের পর্যটক জমা হয়েছে। উঁচু বিটে গান বাজছিল, ছোট ছোট টেবিলে আসর নিয়ে বসেছিল স্থানীয় ভারতীয়রা। এই ধরনের বারগুলো সাধারনত ওরাই নিয়ন্ত্রন করে। নিজেদের জন্য ছোট একটা টেবিল বেছে নিয়েছিল রাজু, বিয়ার অর্ডার করেছিল। কিন্তু এসব জিনিসে সঙ্গি লাগে, সঙ্গি ছাড়া সব পানসে। রাশেদকে সেধেছিল, খেতে রাজি না হওয়াতে বের হয়ে এসেছে রাজু।

এখন আবার সেই হোটেল রুম, জানালার পাশে দাঁড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রাজু। রাশেদ বিছানায় চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে, পরনের কাপড় ছাড়ে নি, এমনকি পায়ে জুতো জোড়াও খুলতে ভুলে গেছে। দেখে বোঝা যাচ্ছে ঘুমায় নি, কিছু একটা ভাবছে। এতো চিন্তার কী আছে, মাথায় ঢুকল না রাজুর। আগামীকাল তারা দুজন তিব্বতের দিকে রওনা দিচ্ছে, তিব্বতে যাওয়া প্রথম বাঙ্গালী তারা না, এই তথ্যটা রাজুর জানা আছে, অতীশ দীপংকর হাজার বছর আগেই তিব্বতের মাটিতে পা রেখেছেন, গত কয়েকবছরে বেশ কয়েকজন এভারেস্ট জয়ও করেছে। কাজেই তিব্বত নিয়ে অযথা টেনশনের কিছু নেই।

একটা সিগারেট ধরাল রাজু। রাশেদ কি নিয়ে চিন্তা করছে সে জানে, ডঃ আরেফিন। লোকটাকে সহি-সালামতে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারলেই তাদের মিশন কমপ্লিট। কিন্তু তার আগে এক-আধটু মজা করা যাবে না?

"ঘুমাচ্ছিস না কেন?"

প্রশ্ন শুনে চমকে যায় রাজু। রাশেদ বেশ বিরক্ত তার উপর এটা বোঝাই যাচ্ছে।

"কাল কিন্তু আমরা ভোরেই রওনা দেবো," আবার বলল রাশেদ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আমাকে নিয়ে চিন্তা করিস না," রাজু বলল, সিগারেটে টান দিতে দিতে, "আমি নিশাচর হলেও সময় নিয়ে হেলাফেলা করি না।"

"এতো দেখি ভূতের মুখে রাম নাম," বিছানায় উঠে বসল রাশেদ। দেয়ালে ঝোলানো ঘড়ির দিকে তাকাল। হ্যা, বারোটার অনেক বেশি বাজে। ঘুমানো দরকার, কিন্তু রাজু জেগে আছে বলে তারও ঘুম আসছে না।

"তুই কিন্তু অনেক বিরক্ত করিস," অনুযোগের সুরে বলল রাশেদ। "একটা সিগারেট দে।"

খোলা জানালা থেকে সরে দাঁড়াল রাজু, টেবিলের দিকে এগুলো, খুট করে একটা শব্দে দাঁড়িয়ে গেল। চারপাশে তাকাল, শব্দটার উৎস খুঁজছে। রাশেদের দিকে তাকাল প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে, কিন্তু রাশেদ কোন শব্দ শোনে নি। তাকিয়ে আছে রাজুর দিকে। কিছু একটা বলতে যাবে রাজুর ইশারায় থেমে যাবে।

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল রাশেদ। রাজু চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, শব্দটা আবার হবে, সেজন্য প্রস্তুত। দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

বিছানার পাশে ব্যাগ রাখা আছে দুজনের, রাশেদ কাঁধে ঝুলিয়ে নিলো একটা, অন্যটা হাতে নিয়ে নিলো। এখানে-সেখানে পড়ে থাকা ম্যানিব্যাগ, পাসপোর্ট, মোবাইল ফোন এগুলো গুছিয়ে নিলো তড়িঘড়ি। দুই-একটা কাপড়-চোপড় ছাড়া তেমন কিছু বাইরে নেই। বালিশের নীচে পিস্তল দুটো ছিল। বের করে আনল রাশেদ, একটা নিজের হাতে নিয়ে অন্যটা রাজুর দিকে বাড়িয়ে দিল।

প্রায় মিনিট দুয়েক চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল দুজন, সব চুপচাপ। কোন শব্দ নেই কোথাও। রাশেদের দিকে তাকিয়ে বোকার মতো হাসল রাজু, দরজার পাশে জেমস বন্ড স্টাইলে পিস্তল তাক করে দাঁড়িয়ে আছে। রাশেদও হাসল। আক্রমনটা হলো তখন।

শিস দেয়ার মতো শব্দে দুটো বুলেট দরজার লকের পাশে আঘাত করেছে। প্রায় ছিটকে পড়ল রাজু। হাতে এখনো পিস্তল ধরে রেখেছে, গুলি করার সাহস পাচ্ছে না। বোঝাই যাচ্ছে শত্রুরা সাইলেন্সার রিভলবার ব্যবহার করেছে। রাশেদের দিকে তাকাল রাজু, সোজা জানালা ইশারা করল রাশেদ। এই রুম থেকে বের হওয়ার এই একটাই পথ।

পরপর আরো কিছু বুলেট আঘাত হানল দরজায়। মেঝেতে হামাগুড়ি দিয়ে জানালার দিকে এগুচ্ছে রাজু। রাশেদ জানালার পাশে দাঁড়িয়েছে, নীচের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করছে এতো উঁচু থেকে লাফ দিলে কি হতে পারে। হাত-পা যে ভাঙবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এখানে থাকলেও সমস্যা, আক্রমন যারা করেছে তারা পেশাদার, সাইলেন্সার লাগানো রিভলবার নিয়ে এসেছে, ওরা সংখ্যায় কতোজন সে সম্পর্কেও ধারনা নেই। এই রুমে পড়ে থাকা মানে নিশ্চিত মৃত্যু। তাদের দুজনের হাতেও পিস্তল আছে, কিন্তু কোনভাবেই কাউকে খুন করার

www.BanglaBook.org

পক্ষপাতি নয় রাশেদ। এই জানালা দিয়ে লাফ দেয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

এবার ক্রমাগত দরজায় ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছে কয়েকজন। অন্তত চারজনের কম হবে না, ভাবল রাশেদ। আর বেশিক্ষন অপেক্ষা করা যাবে না। যে কোন সময় দরজা ভেঙে ঢুকে পড়বে ওরা।

জানালার প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে রাজু। পিস্তল তাক করে আছে দরজার দিকে। ইশারায় রাশেদকে ঝাপ দিতে বলল।

ইতস্তত করার সময় নেই। দু'টো ব্যাগ দুই কাঁধে নিয়ে দাঁড়াল রাশেদ, প্রস্তুত। ঝাপ দেয়ার জন্য। নীচের দিকে তাকাল, তিনতলা উঁচু থেকে নীচের অবস্থাটা বোঝা যাচ্ছে না। সেখানে যদি কিছু থেকে থাকে তাহলে নির্ঘাত মৃত্যু।

লাফ দিলো রাশেদ।

ঠিক তখনই গুলির শব্দে কেঁপে উঠলো চারদিক।

চুপচাপ কিছুক্ষন শুয়ে রইল রাশেদ। হাড় ভাঙেনি মনে হচ্ছে, কিন্তু মচকে গেছে। পা দু'টো সোজা করতে কষ্ট হচ্ছে। উপরে কি হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না। রাজুর পিস্তলে গুলি ভরা ছিল। গুলিটা রাজুর পিস্তল থেকেই করা হয়েছে। আক্রমনকারিদের রিভলবারে সাইলেন্সার ছিল। ঝপ করে কিছু একটা পড়ল পাশে। অচেনা একটা লোক। দাঁড়িগোফের কারনে চেহারা প্রায় ঢাকা পড়েছে। ঢাকা না পড়লেও এই চেহারা কোনদিন দেখেছে কি না মনে করতে পারলো না রাশেদ। বুক থেকে গল গল করে রক্ত বের হচ্ছে। হাল্কা গোলাপী রঙের শার্টটা লাল হয়ে যাচ্ছে রক্তে। ভায়োলেন্স পছন্দ করে না রাশেদ, কিন্তু রাজু সম্ভবত ঠিক উল্টোটা। অবশ্য এই লোকটাকে গুলি না করলে এতোক্ষনে লাশ হিসেবে রাজুকে পাওয়া যতো।

রুমে বাতি জ্বলছে। লোকজন কাউকে দেখা যাচ্ছে না। আক্রমনকারিদেরও না। গুলির শব্দে পুরো হোটেল জেগে উঠেছে। রুমে এখনও কাউকে দেখা যাচ্ছে না ভেবে অবাক হলো রাশেদ, অন্তত রাজু তো থাকবে। আক্রমনকারিরা হয়তো পালিয়েছে রাজুর লাশ ফেলে, তার উপর প্রতিশোধ নিতে আসবে সময়মতো, আরো অতর্কিতে। এতোক্ষনে নিশ্চয়ই পুলিশে খবর চলে গেছে, যে কোন সময় নেপালি পুলিশের আবির্ভাব ঘটবে। এখানে বেশিক্ষন থাকাটা নিরাপদ না।

গড়িয়ে একটা ঝোপের পাশে চলে গেল রাশেদ। খারাপ লাগছে তার, মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে রাজুকে হয়তো আর দেখতে পাবে না। নিজের জীবনের উপর ঝুঁকি নিয়ে বন্ধুকে বাঁচিয়েছে। নিজের অজান্তেই চোখ বেয়ে এক ফোটা অশ্রু নেমে এলো।

হঠাৎ পিঠে টোকা পড়াতে চমকে পেছনে তাকাল রাশেদ। হাতে পিস্তল তুলে নিয়েছে। কিন্তু সদাহাস্যময় মুখটা দেখে জড়িয়ে ধরল প্রিয় বন্ধুকে। রাজু বেঁচে আছে!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২৫

প্রথমে মনে হয়েছিল গাড়িটা তাদের উদ্দেশ্যেই আসছে, কিন্তু যখন পাশ কাটিয়ে চলে গেল তখন হাঁপ ছাড়ল সুরেশ। আক্রমন আশা করেছিল সে, কিন্তু এবার সঙ্গিদের মধ্যে একজন নারী থাকায় বেশ উদ্বিগ্ন ছিল। মেয়েটা একটা অভিযানে এসেছে, গোলাগুলির মধ্যে পড়তে আসে নি। ঐ গাড়িটায় বসে থাকা লামাকে একঝলক চোখে পড়েছে। এই লোকটাকে আগে কোথাও দেখেছে মনে হলো। কিন্তু লামা'রা সবাই দেখতে প্রায় একইরকম, ভাবলো সে।

সাধারন গতিতে চলছে এখন জিপ দু'টো। পেছনের জিপে সন্দীপ একা, ওর কাছে একটা পিস্তল দিয়ে রেখেছিল সুরেশ, আত্মরক্ষার জন্য। মিররে পেছনে জিপটা দেখা যাচ্ছে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে সন্দীপ।

ডঃ কারসন অনেকক্ষন যাবতই উশখুস করছেন, কিছু একটা বলতে চাচ্ছেন মনে হলো।

"ডঃ কারসন, কিছু বলবেন?" ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলো সুরেশ।

"ঐ ভদ্রলাক," বিড়বিড় করে বললেন ডঃ কারসন, "ওকে আমি কোথাও দেখেছি।"

"ওদেরকে দেখে আমারও তাই মনে হলো, ডঃ কারসন।"

"কিন্তু এই লোকটাকে আমি চিনি।"

"তাহলে মনে করার চেষ্টা করুন," সুরেশ বলল, জিপের ক্যাসেট প্লেয়ারে কিশোর কুমারের গান ছেড়ে দিল।

ডঃ লতিকা তাকিয়ে আছে ডঃ কারসনের দিকে।

"কোথায় দেখেছেন ঐ লোকটাকে?"

"সেটাই তো মনে পড়ছে না," ডঃ কারসন বললেন, "সুরেশ, গান বন্ধ করো। মনে পড়েছে।"

গম্ভীর মুখে ক্যাসেট প্লেয়ার অফ করলো সুরেশ।

"এই লামাকে দেখেছিলাম, ধর্মশালার দিকে এক বৌদ্ধ মন্দিরে," ডঃ কারসন বললেন। "এই লোক এখানে কেন?"

"কারন উনি জানেন, ডঃ আরেফিন কোথায় আছেন," সুরেশ বলল, "উনিই হয়তো এই অপহরনের সাথে জড়িত।"

জীপে নিরবতা নেমে এলো। ডঃ আরেফিনকে যদি এই লোক অপহরন করে থাকে, তাহলে এক্ষুনি ওর পিছু নেয়া দরকার।

"সুরেশ, ঐ গাড়িটাকে অনুসরন করো," ডঃ কারসন বললেন।

"কিন্তু..."

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"কোন কিন্তু না, ডঃ আরেফিনকে আমার দরকার।"

"ঠিক আছে," বলল সুরেশ। এখনো গতি বাড়ালে হয়তো ঐ গাড়িটার নাগাল পাওয়া যাবে, সেখানে ডঃ আরেফিনকে পাওয়া যাবে কি না তাতে অনেক সন্দেহ আছে তার। কিন্তু দলনেতার কথার বাইরে যাওয়ার উপায় নেই।

পেছনের জিপের উদ্দেশ্যে ইশারা করলো, এক্সেলেটরে চাপ বাড়াল সুরেশ।

* * *

নিজেকে শিকারি ভাবতে ভালো লাগে তার, ধাওয়া করতে ভালো লাগে, একসময় শিকার তার ফাঁদে পা দেয়, তাড়িয়ে তাড়িয়ে সেই শিকারকে যন্ত্রনা দিতে ভালো লাগে। যন্ত্রনা পেতে পেতে শিকার একসময় মরে যায়, এটাই আনন্দ। একটা নেশার মতো এই আনন্দের খোঁজ তার সবসময়।

তাই নির্দিষ্ট একটা শিকারের পেছনে হাজার হাজার কিলোমিটার পাড়ি দিতে তার খারাপ লাগছে না। উলটো প্রতি মুহূর্তে উত্তেজনা বাড়ছে, বিশেষ করে গত কয়েকদিন ধরেই মনে হচ্ছে শিকার তার আশপাশেই আছে। চোখ খুললেই দেখতে পাবে। শিকার দেখতে কেমন, তার শক্তিমত্তা সম্পর্কে কোন ধারনাই নেই, তবু মনে হয় বেশ বেগ পেতে হবে এই শিকারকে কাবু করতে গিয়ে। এই ধারনাটা আরো বেশি আনন্দের, পানশে শিকার ভালো লাগে না। যুদ্ধ করে জেতাটাই সবসময় পছন্দ মিচনারের।

দিনে ঘুমিয়ে রাতের অন্ধকারে হেঁটে চলছে সে, কোথায় যাচ্ছে সে সম্পর্কে কোন ধারনাই নেই। চারপাশে বিশাল সব পাহাড়, বরফে ঢাকা পথ, অদ্ভুত সুন্দর প্রকৃতি। বরফে ঢাকা পার্বত্য এলাকায় সে আগেও ছিল, কিন্তু এই জায়গাটা অন্যরকম। এর খাঁজে খাঁজে যেন রহস্য লুকিয়ে আছে।

সন্ধ্যার পর বের হয়েছে মিচনার, চাঁদের আলোয় হাঁটছে আনমনে। এই এলাকার লোকজন সন্ধ্যার আগেই বাড়ি ফেরে, খুব ভোরে উঠে আবার কাজে নেমে যায়। কাজেই কারো মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। পাহাড়ের গা ঘেষে যে চমৎকার রাস্তা চলে গেছে দূর দিগন্তে, তার পাশ দিয়ে যাচ্ছে সে। অদ্ভুত ভালো লাগছিল। তার খালি গায়ে চাঁদের আলো পড়েছে। দূর থেকে কেউ তাকালে তাকে অশরীরী ছাড়া কিছু ভাববে না।

কোমরে গোঁজা ছুরিটা বের করে আনল মিচনার। নিহত সৈনিকদের একজনের কাছ থেকে নিয়েছিল। উপরের দিকটা একটু বাঁকা হয়ে গেছে ছুরিটা, চাঁদের আলো পড়ে চকচক করছে। হাতে নিয়ে একটু খোঁচা দিলো আঙুলে, যথেষ্টই ধারাল ছুরি, কেটে গিয়ে রক্ত বের হচ্ছে আঙুল থেকে। হাসল মিচনার, খুবই ভালো জিনিস। চায়নীজদের সম্পর্কে অনেককাল শুনেছে, কয়েকদিন আগে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখাও হলো, কিন্তু সেটা খুব একটা সুখকর অভিজ্ঞতা হয় নি ওদের জন্য।

হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূরের এক পাহাড়ের দিকে চোখ পড়ল তার। শরীর শক্ত হয়ে উঠল নিমিষেই, হাত মুঠো হয়ে গেছে নিজের অজান্তেই। দাঁত কিড়মিড় করে বাজখাই গলায় চেঁচাল মিচনার। তার প্রতিদ্বন্দ্বী ঐ পাহাড়ের কোথাও আছে, তার মন বলছে।

হাঁটা বন্ধ করে এবার দৌড়ানো শুরু করলো মিচনার। পাহাড়টা অনেক দূরে, দ্রুত না ছুটলে হয়তো হাতছাড়া হয়ে যাবে শিকার। চিতা যেমন শিকারের পেছনে ছোটে, মিচনারও ছুটছে। তার চেহারায় আদিম শিকারির ছাপ।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২৬

সন্ধ্যা হয়েছে বেশ কিছুক্ষন হলো। পুরো রাজদরবারে অল্প কয়েকজন মানুষ জড়ো হয়েছে। সংখ্যায় তারা নয় জন। এছাড়া আছেন রাজদরবারের অধিকর্তা, সম্রাট স্বয়ং, তাদের সামনে পায়চারি করছেন তিনি। নয় জন দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি। প্রত্যেকের চেহারাই বিষন্ন, চিন্তাযুক্ত। সম্রাট বারবার তাকাচ্ছেন তার সামনে দাঁড়ানো নয় জনের দিকে। অন্যান্য সন্ধ্যার মতো রাজদরবারে আজ হাজার প্রদীপ জ্বালানো হয় নি। অল্প কিছু প্রদীপ জ্বলছে, তার আলোয় পুরো পরিবেশটাই কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে। ছায়া ছায়া অন্ধকারে কারা যেন ফিসফিস করে কথা বলছে বলে মনে হলো তার। পুরো রাজদরবারে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন তিনি। বাইরের কেউ নেই। কথা শুরু করা যায়।

"আপনাদের বিশেষ উদ্দেশ্যে এক করা হয়েছে," বলে চলেছেন তিনি। পুরো দরবার খালি করা হয়েছিল আগেই, শুধু মাত্র নিজের একান্ত দেহরক্ষী আছে, যে কথা বলতে পারে না।

খালি দরবারে তার ভারি কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছিল।

"আমি রক্তপাত চাই না, শান্তির এক রাজ্য চাই, যেখানে কোন হানাহানি, মারামারি থাকবে না," তাকালেন সামনে দাঁড়িয়ে থাকা নয় জন বিশেষ ব্যক্তির দিকে, লোকগুলোর পরনে অতি সাধারন পোশাক, হাতে মোটা খাতার মতো জিনিস, তাদের চেহারা ভাবলেশহীন, অচঞ্চল চোখ।

"যে পথে আমি অগ্রসর হচ্ছি সেখানে অনেক বাঁধা, সেই বাঁধাগুলোকে আমি বুদ্ধের শান্তির বানী দিয়ে দূর করতে চাই, তবু কিছুটা সংশয়াচ্ছন্ন আমি," হাঁটছেন আর বলছেন কথাগুলো, "আপনারা সবাই যার যার কাছে সিদ্ধহস্ত, আপনাদের কাছে এমন কিছু আছে যা মানবসভ্যতাকে বদলে দিতে পারে। সেই পরিবর্তন ভালো বা মন্দ দু'দিকেই হতে পারে। কাজেই আমি চাই..."

"মহামান্য সম্রাট," সর্ব ডানে দাঁড়ানো একজন বলে উঠলো, "আমাদের অন্তত চেষ্টা করা উচিত। যে গৌরব আমরা হারিয়েছি তা ফিরে পাওয়ার উপায় এখন আমাদের হাতের মুঠোয়। এখনই সময় তা ব্যবহার করার।"

নিজের কথাগুলো যথার্থ কি না তা বোঝার জন্য বাকি সবার দিকে তাকাল সে, কিন্তু সবাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। ওদের চেহারা দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই।

"সেই চেষ্টা আমরা করবো না," সম্রাট বললেন, তার এখন বয়স হয়েছে, নিজেকে শান্তির ধর্মে নিবেদন করেছেন অনেক আগেই, এখন আর কোন ধরনের পরিবর্তন দেখার সাহস তার নেই। পুরো ভারতে নিজের আধিপত্য বিস্তার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করেছেন, দূর শ্রীলঙ্কায় নিজের ছেলে আর মেয়েকে পাঠিয়েছেন ধর্ম বিস্তারের কাজে। আর কোন ধরনের ঝুঁকি নেয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। বরং পরিস্থিতি যেন আরো খারাপের দিকে না যায় সেদিকে এখন বেশি মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন।

"আমি সম্রাট অশোক," বললেন তিনি, পুরো দরবার কেঁপে উঠলো তাঁর গুরুগম্ভীর কণ্ঠে, "আর কোন হানাহানি চাই না, চাই না রক্তে ভেসে যাক আমার রাজ্য। হাজার বছর আগে রামরাজ্যে কি হয়েছিল তা আমরা সবাই জানি। যুদ্ধ আরো যুদ্ধ ডেকে আনে," পায়চারি করতে করতে বললেন তিনি।

"তাহলে আমাদের কী করতে বলছেন?" এবার জিজ্ঞেস করলো আরেকজন। ব্রাক্ষন সমাজের সর্বোচ্চ পদে আসীন তিনি। সম্রাট অশোক তাকে কিংবা তার সঙ্গিদের বাধ্য করেন নি ধর্মান্তরিত হতে।

"আপনারা আমার রাজ্য ছেড়ে চলে যাবেন," সম্রাট অশোক বললেন, "এমন এক রাজ্যের সন্ধান আমি আপনাদের দেবো, যেখানকার খোঁজ কেউ জানে না।"

"আমরা চলে যাবো? পরিবার-পরিজন ছেড়ে?"

"হ্যা, আপনাদের পরিবারের দায়-দায়িত্ব সব আমার," সম্রাট অশোক বললেন, "যে জ্ঞান ঐ বইগুলোতে লিপিবদ্ধ আছে তা রক্ষা করা আমার দায়িত্ব। আমি চাই না এই জ্ঞান কোন খারাপ লোকের হাতে পড়ুক। তাহলে তা পৃথিবীতে যুদ্ধ ডেকে আনবে, রক্তের বন্যা বয়ে যাবে।"

"আমরা কোথায় যাবো?"

"হিমালয়ের দেশে, বিশেষ একজন আপনাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন।"

"কিন্তু..."

"কোন কিন্তু নয়," জোর গলায় বললেন তিনি, "কাল ভোরে রওনা দেবেন আপনারা। সব ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।"

"জি হুজুর, মহারাজ," সমস্বরে বলল সবাই।

"দায়িত্বে অবহেলা করবেন না, যে দায়িত্ব আপনাদের উপর অর্পন করেছি আশা করি প্রান গেলেও তা থেকে বিচ্যুত হবেন না।"

"জি হুজুর, মহারাজ।"

"আমি বিশ্রামে যাচ্ছি। সকালে দেখা হবে," বললেন সম্রাট, প্রহরীকে ইশারা করলেন, প্রধান দরজা খুলে গেল। এক এক করে নয়জন চলে গেল দরবারের বাইরে, তাদের সামনে পেছনে কুড়িজন সৈন্যের একটি দল রাখা হয়েছে, পাহারা দেয়ার জন্য। যাতে কেউ আক্রমন করলে প্রতিরোধ করা যায়।

এই নয়জনের উপর বিশেষ এক দায়িত্ব দিয়েছেন তিনি। যে রহস্যময় জ্ঞান ওরা লিপিবদ্ধ করেছে তা অন্য কারো হাতে পড়ুক তা তিনি চান না। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে এই জ্ঞান ওরা লুকিয়ে রাখবে, এটাই ওদের দায়িত্ব। তার বদলে ওরা পাবে চিরস্থায়ী সুখ, চিরযৌবন। হিমালয়ের দেশে সেই লুকানো রাজ্যে আছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চিরস্থায়ী সুখ আর চিরজীবন। আগামীকাল একজন আসবেন সেখান থেকে, এই নয়জনকে নিয়ে যাবার জন্য। তিনি নিজেও হয়তো ওদের সাথে যেতে পারতেন, কিন্তু সেটা তার প্রজাসাধারনের উপর অন্যায় করা হবে। তার মুখের দিকেই তাকিয়ে আছে পুরো ভারতবর্ষের লক্ষ কোটি জনগন। এই জনগনকে তিনি ফেলে যেতে পারেন না।

কয়েক সহস্রাব্দের জ্ঞান লিপিবদ্ধ আছে ওদের কাছে থাকা বইগুলোতে। এমন সব অস্ত্রের বর্ননা আছে যা তৈরি হলে মানবসভ্যতা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। যেমন ধারনা করা হয় রামরাজ্যের পতন হয়েছিল ঐ দৈবি অস্ত্রগুলো ব্যবহারের কারনেই। আকাশে উড়তে পারে এমন যান তৈরি হয়েছিল, সেই যানে চড়ে যুদ্ধও হয়েছিল বহু দূর দেশের এক সভ্যতার সাথে। সেই যুদ্ধে কেউ জেতে নি, কিন্তু ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল রামরাজ্য। এগুলো বহুদিন আগের কথা, সত্যি কি না তিনি জানেন না। কিন্তু ঝুঁকি নেয়া সম্ভব নয় তার পক্ষে। এরচেয়ে লুকানো জ্ঞান লুকানোই থাক।

রাজদরবার থেকে নিজের প্রাসাদে চলে এলেন তিনি। এখানে তার আলাদা একটি শয়নকক্ষ আছে, রানীদের কারো প্রবেশাধিকার নেই সেখানে। আজ রাতে এই কক্ষে ঘুমাবেন বলে ঠিক করলেন।

চমৎকার শয়নকক্ষটির নকশা তার পিতামহ চন্দ্রগুপ্তের করা। চন্দ্রগুপ্ত একসময় এই কক্ষে ঘুমাতেন। কক্ষটির অবস্থান প্রাসাদের পূব দিকে, কক্ষটিতে ঢোকার দরজা একটি, জানালাও একটি, পূর্বমুখী। ভোরের প্রথম আলো এই কক্ষকে আলোকিত করে তোলে সবার আগে। এই কক্ষটি অশোকেরও খুব প্রিয়।

বিছানাটি সেগুনকাঠে তৈরি, চমৎকার কারুকার্য্যময়, প্রায় দশটি ধাপ বেয়ে উঠতে হয়। উপরে উঠার আগে নীচে পাথরের বাটিতে রাখা দুধ খেয়ে নিলেন তিনি। আজ রাতে এটুকুই তার খাবার। কাল ভোরের আগেই ঘুম থেকে উঠতে হবে।

ভোরের আগেই ঘুম ভাঙল তার। আলো এখনো ফোটে নি। জানালার দিকে তাকালেন। মনে হলো একটা ছায়া দেখতে পেলেন। দীর্ঘাকৃতি একজন মানুষের ছায়া। এই সময় তার কক্ষে অনুপ্রবেশের সাহস কারো নেই। বিছানায় উঠে বসলেন তিনি। ভয় জিনিসটা তার চরিত্রে নেই, কেউ যদি তাকে হত্যা করতে আসে, তাহলেও সমস্যা নেই। বিনা যুদ্ধে তিনি কাউকে ছেড়ে দেবেন না। বালিশের একপাশে একটা ছোরা থাকে সবসময়, আত্মরক্ষার জন্যই রাখা। এর আগে কখনো প্রয়োজন পড়ে নি। বালিশের নীচে হাত দিলেন তিনি। নেই।

বিছানায় উঠে বসলেন তিনি। দীর্ঘাকৃতি ছায়াটা আরো ঘন দেখা যাচ্ছে এখন, একজন মানুষের অবয়ব পরিষ্কার দেখতে পেলেন তিনি। মানুষটা লম্বা, চোখ দুটো বড়, অন্ধকারেও যেন জ্বলজ্বল করছে। মানুষটার হাত দুটো খালি। কিন্তু

www.BanglaBook.org

পেশিবহুল হাতদু'টো দেখেই বোঝা যাচ্ছে খালি হাতেই এই লোকটা ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে। লোকটার শুভ্র শশ্রুমন্ডিত মুখে ঈষৎ হাসির রেখা কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত করে দিলো পরাক্রমশালী সম্রাট অশোককে।

"কে আপনি? কি চান?" বললেন সম্রাট। নিজেকে তৈরি করে নিচ্ছেন যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য।

"আমিই সে।"

"মানে?"

"অনেক দূর থেকে এসেছি, অনেক দূর যেতে হবে।"

"ধাঁধাঁ পছন্দ নয় আমার," নীচে নামার জন্য তৈরি হলেন সম্রাট অশোক, "যা বলার সরাসরি বলুন।"

"আমি পথ প্রদর্শকমাত্র।"

এবার কিছুটা বোধগম্য হলো ব্যাপারটা। ধাপগুলো বেয়ে ধীরে সুস্থে নেমে এলেন সম্রাট, এই লোককে বিপজ্জনকভাবার কোন কারন নেই।

"আপনি বিনা অনুমতিতে আমার শয়নকক্ষে কিভাবে এলেন?"

জবাবে হাসল লোকটা।

"বাইরে সবাই প্রস্তুত। আমি আসি।"

ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। জানালার দিয়ে প্রথম আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। তৈরি হয়ে নিতে হবে তাড়াতাড়ি। নয়জনের দলটার রওনা দেয়ার সময় হয়ে গেছে, কারো চোখে পড়ার আগেই এই শহর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হবে ওদের।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন সম্রাট, জানালার কাছে এগিয়ে গিয়েছিলেন নিজের অজান্তেই। পেছনে ঘুরে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলেন, কক্ষে কেউ নেই। একেবারে ফাঁকা। যেন কেউ কখনো ছিলও না। তিনি নিজেই নিজের সাথে কথা বলেছেন এতোক্ষন! কিন্তু তা কিভাবে সম্ভব!

পোশাক-আশাক পড়ে যখন বাইরে এলেন তখন সূর্য্য উঠে গেছে। সাত-সকালে মন্ত্রীদের কাউকে আশা করেন নি, সেনাপতি আয়ুস্মানকে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কিছুটা অবাক হলেন। বর্ষীয়ান এই সেনাপতির দায়িত্ব ছিল নয়জনের নিরাপত্তার।

"মহারাজ।"

"বলুন, আয়ুস্মানজী।"

"ওরা নেই।"

"নেই মানে?"

"চলে গেছে। পালিয়ে গেছে। একদম হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। এতো পাহারার পরও আমাদের প্রহরীদের কারো চোখে পড়ে নি ওদের চলে যাওয়া।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মৃদু হাসলেন সম্রাট। অবাক হওয়ার কথা থাকলেও অবাক হলেন না। সকালের ব্যাপারটা তাহলে স্বপ্ন ছিল না। হিমালয়ের কোলের সেই অজানা রাজ্য থেকে যে এসেছিল সেই এই নয়জনকে নিয়ে গেছে। একটু অস্বস্তি লাগলেও মনে মনে খুশি হলেন সম্রাট অশোক। যে গুপ্তজ্ঞান লুকানোর জন্য এই আয়োজন সেটা সম্ভবত স্বার্থক। সেই অজানা রাজ্যের খোঁজ পাওয়া জাগতিক কোন মানুষের পক্ষে হয়তো কোনভাবেই সম্ভব না। গুপ্তজ্ঞান তাই নিরাপদ থাকবে, মানবসভ্যতার প্রয়োজনে সময়মতো তা কাজে লাগাবে নয়জন।

"আমরা কি দিকে দিকে লোক পাঠাবো?" জিজ্ঞেস করল সেনাপতি, তাকে বেশ লজ্জিত মনে হচ্ছিল।

"কোন প্রয়োজন নেই," মৃদুস্বরে বললেন অশোক।

ভোরের প্রথম আলোতে অনেক দিন পর নিজেকে অনেক নির্ভার মনে হচ্ছিল তাঁর।

* * *

গত কয়েকদিনে বেশ কয়েকবার স্থান পরিবর্তন করা হয়েছে। চোখে কালো কাপড় বেঁধে নিয়েছিল ওরা, ফলে কোথায় যাচ্ছেন, কি করতে চাচ্ছে লোকগুলো তাকে নিয়ে সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারনা করতে পারছেন না ডঃ আরেফিন। মেরে ফেলতে চাইলে এতোক্ষনে মেরে ফেলতো। আপাতত এটুকুই তার সান্তনা। তরুন চায়নীজ অফিসারের কাছে দয়া একধরনের হীনমন্যতা। ছুরির খোঁচায় তার গলা কেটে ফেলতে এক মুহূর্ত দ্বিধা করবে না ছেলেটা, হয়তো উপরের মহলের নির্দেশ মেনে কাজ করছে তরুন।

এখন যেখানে আছেন সেটা সম্ভবত কোন কাভার্ড ভ্যানের পেছনের অংশ। এবড়ো থেবড়ো পথে চলতে গিয়ে ঝাঁকিতে অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে তার, কিন্তু অভিযোগ করার সুযোগ নেই। মাঝে মাঝে তার জন্য খাবার আসছে। চোখ বন্ধ রেখে শুধু মুখের উপর থেকে বাঁধন খুলে নেয় ওরা। কি খেতে যাচ্ছেন সে সম্পর্কে ধারনাই থাকে না তার। অন্ধের মতো খেয়ে যান। বেশিরভাগ সময়ই থাকে কলা আর রুটি। গত কিছুদিন এই দু'টো জিনিস খেতে খেতে অরুচি এসে গেছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও অভিযোগ করার উপায় নেই, যা দেবে তাই খেতে হবে।

সন্ধ্যার পরপর ভ্যান থেকে তাকে নামিয়ে নিতে এলো একজন। এই লোকটাকে কখনো দেখেন নি, কিন্তু লোকটার গায়ের বোটকা গন্ধ থেকে বুঝতে পারেন গত কয়েকদিন এই লোকটাই তার দেখাশোনা করছে। তরুন চায়নীজ অফিসারের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় নি। হয়তো নিরাপদ জায়গায় রেখে অন্য কোথাও গেছে।

www.BanglaBook.org

ভ্যান থেকে নামার সময় চারপাশের পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করলেন ডঃ আরেফিন। একেবারে নীরব এলাকাটা, জীব-জন্তু পাখি কোন কিছুরই শব্দ নেই। তার হাত দু'টো পেছনদিক দিয়ে বাঁধা, চোখ আর মুখে শক্ত বাঁধন। একমাত্র নিঃশ্বাস নেয়া ছাড়া আর কোন কাজ করার উপায় নেই। প্রতিদিন সন্ধ্যায় আর সকালে নিয়ম করে ভ্যান থেকে নামানো হয়, দারুন অস্বস্তি হয় ডঃ আরেফিনের। নিজের কোন প্রাইভেসি নেই, কিন্তু শারীরিক এসব কর্ম না সারলেও নয়। কাজেই লজ্জা হলেও অপহৃত হওয়ার পর থেকে এই ব্যাপারটায় প্রায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছেন তিনি।

মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় এলোপাতারি দৌড় দিতে, কিন্তু জানেন অস্ত্রসহ প্রহরীরা দুই হাতের মধ্যেই আছে। তিনি দৌড় দিলে ওরা সহজেই ধরে ফেলবে, কিংবা ফায়ারিং প্র্যাকটিস করবে। সেই সুযোগ ওদের দেয়া যাবে না। আরো অনেক ধৈর্য্যশীল হতে হবে তাকে, এখান থেকে মুক্তি পাওয়ার সুযোগ আসবেই। শুধু সঠিকভাবে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২৭

হোটেল সানসাইন থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে ওরা। সারারাত লুকিয়ে থেকেছে হোটেল থেকে একটু দূরে একটা মন্দিরে। সেখান থেকে হোটেলে আসা পুলিশের দলকে দেখেছে। পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করে নি, সম্ভবত আক্রমনকারিরা কেউ ধরা পড়ে নি। একটা হোটেলে গোলাগুলি হলো অথচ পুলিশ কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ বা গ্রেফতার করলো না ব্যাপারটায় অবাক হয়েছে রাশেদ। এমন হওয়ার কথা না। ঐ লোকগুলো গ্রেফতার হলে হয়তো কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া যেতো। কারা তাদের উপর আক্রমন করেছে বুঝতে পারছে না রাশেদ। এখানে তারা ঠিক কী উদ্দেশ্য এসেছে তা আফরোজা আরেফিন ছাড়া আর কারো জানার কথা না। দুই দুইবার বেঁচে আসতে পেরেছে, কিন্তু সামনে কী আছে কে জানে।

সকাল হতেই মন্দির থেকে সোজা চলে এলো দরবার স্কয়ারে। সারারাত ঘুম হয় নি, গায়ের জামা-কাপড় এখানে সেখানে ছিড়ে গেছে। লাল চোখ আর থমথমে চেহারায় দু'জন ঘুরে বেড়াতে লাগল এদিক-সেদিক। একটু দূরেই বাসস্ট্যান্ড দেখা গেল। সেখানে কিছুক্ষন পরপর গাড়ি ছাড়ছে বিভিন্ন পর্যটন এলাকার উদ্দেশ্যে। বেশিরভাগ গাড়িই যাচ্ছে পোখরা নয়তো নাগরকোটের দিকে। পর্যটকদের মধ্যে বিভিন্ন দেশের লোক আছে, দুই একজনের মুখে বাংলাও শুনতে পেল রাশেদ। কিন্তু ধারে কাছে ঘেষল না। কোদারি যাওয়ার বাস খুঁজতে হবে। কিন্তু সেই বাস আরো ভোরে একটা ছেড়ে গেছে, দুপুরের দিকে একটা ছাড়বে। উপায় না দেখে দুপুরের বাসে দুটো টিকিট কাটলো রাশেদ। কোদারি পার হয়েই তিব্বতে ঢুকতে হবে। পকেটে থাকা পাসপোর্ট আর তিব্বতের পাসদু'টো দেখে নিলো রাশেদ। পকেটে টাকাও আছে, ব্যাগ দুটো হারালেও খুব বেশি সমস্যা হবে না। রাজুকে বেশ গম্ভীর দেখাচ্ছে। কোমরে গোঁজা পিস্তল নিয়ে বেশ অস্বস্তিতে আছে বোঝা যাচ্ছে।

"চল, নাস্তা করে নেয়া যাক," রাশেদ বলল।

"আমিও তাই ভাবছিলাম, পেটে কিছু নেই, একদম খালি," রাজু বলল।

বাসস্ট্যান্ডের পাশেই ছোট রেস্টুরেন্ট। ডিম ভাজা আর পাউরুটি অর্ডার দিলো রাশেদ। কোনার দিকে একটা টেবিল বেছে নিয়ে বসে পড়লো।

"তোর কি ধারনা?" জিজ্ঞেস করলো রাজু।

"কিসের ধারনা, বুঝলাম না।"

"তোর পেছনে এতো লোক লেগে আছে কেন? একটু ক্লিয়ার করে বলতো?" জিজ্ঞেস করলো রাজু, তাকে বেশ গম্ভীর দেখাচ্ছে। পরিচিত হবার পর থেকে কখনোই এতো গম্ভীর অবস্থায় দেখে নি রাশেদ ওকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আমি জানি না। সম্ভবত ডঃ আরেফিনকে যারা অপহরন করেছে তারাই লেগেছে আমাদের পেছনে।"

"আমার তা মনে হয় না।"

"কেন বলতো?"

"প্রথম কথা আমরা যে ডঃ আরেফিনকে উদ্ধার করতে এসেছি সেটা জানি আমি আর তুই, আর জানে আফরোজা আরেফিন। তিনি নিশ্চয়ই কাউকে বলবেন না।"

"সেটা আমিও জানি।"

"দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, রাতে আমাদের রুমে যখন হামলা হয় তখন পরিচিত একটা কণ্ঠ আমি শুনেছি।"

"পরিচিত কণ্ঠ?"

"হ্যা, আহমদ কবিরের। ঐদিন রাতেও তাকে আমরা পেয়েছিলাম যে বাড়িতে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তার কাছে।"

"কিন্তু তিনি তো আমাদের পাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, তিব্বত যাওয়ার!"

"সেটা করেছেন আমাদের বিশ্বাস অর্জনের জন্য। কারন তিনি জানতেন আমরা তিব্বতের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়ার আগেই তিনি আমাদের খতম করতে পারবেন।"

"আমি এভাবে চিন্তা করি নি। ভালো পয়েন্ট।"

টেবিলে নাস্তা দিয়ে গেলো এই সময়। কিছুক্ষন চুপচাপ থেকে রাশেদের দিকে তাকাল রাজু।

"এই আহমদ কবির তোর আসল শত্রু না, তিনি শত্রু হলে নিজেই একটা কিছু করতে পারতেন। কিন্তু তা না করে তিনি অপেক্ষা করেছেন, সময় নিয়েছেন, আলাদা লোক লাগিয়েছেন।"

"তোর কি ধারনা?"

"এর পেছনে অন্য কেউ আছে যাকে তুই চিনিস, কিন্তু বুঝতে পারছিস না।"

পাউরুটি আর ডিম খেতে খারাপ লাগছিল না রাশেদের। রাজুর প্রতিটি কথা যুক্তিসঙ্গত। আহমদ কবির লোকটাকে ভালো মনে হয়েছিল, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে তাদের সাথে মিশেছে লোকটা।

"আমি জানি কে আমাদের পেছনে লেগেছে," রাশেদ বলল, "শুধু খবরটা যাচাই করে নিতে হবে বাংলাদেশ থেকে।"

"কাকে সন্দেহ হয় তোর?"

"তুই চিনবি না," রাশেদ বলল, "নাস্তা করে এখানে কোথাও সাইবার ক্যাফেতে যাবো। কোদারির বাস সেই দুপুরের দিকে।"

হাসল রাজু।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আমার ধারনা তাহলে ঠিক, হ্যা?"

"সত্যি বলতে কী, তোর মাথা ইদানীং বেশ চমৎকার চলছে," হেসে উত্তর দিলো রাশেদ, "সেই সাথে হাতও," কোমরের দিকে ইশারা করলো যেখানে পিস্তল গুঁজে রাখা।

রেস্টুরেন্টের কাউন্টারে একজন পুলিশ অফিসারকে দেখা গেল এইসময়। হাতে একটা ছবি নিয়ে কাউন্টারে বসা লোকটাকে দেখাচ্ছে। ছবিটা দূর থেকে বোঝা না গেলেও মনে হলো কাউন্টারে বসা লোকটা রাজু আর রাশেদের দিকে তাকাল। মাথা নীচু করে ফেলল রাশেদ, দেখাদেখি রাজুও। টেবিলটা শেষমাথায় একেবারে কোনায় বসানো, পুলিশ অফিসার একঝলক দেখে নিলো সবাইকে। তারপর এগিয়ে এলো রাশেদদের টেবিলটার দিকে।

পুলিশ আসতে দেখে কিছুটা অস্বস্তি হলেও চেহারা স্বাভাবিক রাখল রাশেদ। রাজু অতি স্বাভাবিক থাকতে গিয়ে টেবিলে একটা হিন্দি গানের তাল তুলছে। তাদের পাশে একটা চেয়ার খালি ছিল। পুলিশ অফিসার তাকাল দু'জনের দিকে। চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসল।

বুকে সাটা ব্যাজের দিকে তাকাল রাশেদ, রামনারায়ন লেখা সেখানে। এরচেয়ে বেশি কিছু জানার প্রয়োজন নেই আর। এক কাপ চা দিয়ে গেল বেয়ারা পুলিশের সামনে। আয়েশ করে চা খেল পুলিশ। আড়চোখে বারবার রাশেদ আর রাজুর দিকে তাকাচ্ছে।

"আপনারা বাঙ্গালি?" পরিষ্কার হিন্দিতে জিজ্ঞেস করল পুলিশ অফিসার। চা খাওয়া শেষ হয়েছে। বুক পকেট থেকে ভাঁজ করা ছবিটা বের করে আনল। মেলে ধরল দু'জনের সামনে।

হ্যা-সূচক উত্তর দিয়েছে রাশেদ। এবার ছবিটার দিকে তাকাল। পরিচিত একটা চেহারা। প্রশান্ত থাপার, এই ছেলেটাই তাদের দু'জনকে নিয়ে গিয়েছিল গত পরশু রাতে, না চেনার প্রশ্নই আসে না।

"এই লোকটাকে চেনেন?"

মাথা নাড়ল রাশেদ, না-সূচক।

"মজার ব্যাপার কি জানেন, এই প্রশান্ত থাপাকে মৃত উদ্ধার করা হয়েছে, শহরতলীর একটা বাসা থেকে। তার সাথে দু'জন যুবককে দেখা গিয়েছিল যে রাতে সে মারা যায়।"

"আচ্ছা," মৃদু কণ্ঠে বলল রাশেদ।

"প্রশান্ত থাপা বাংলাদেশে একসময় অনেকদিন ছিল। আপনাদের সাথে কোনভাবে ওর পরিচয় হয়েছিল?"

"কখনোই না," এবার বেশ জোরের সাথে বলল রাশেদ, রেস্টুরেন্টের সবাই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"দেখুন, পর্যটকদের আমরা বিরক্ত করি না, আসলে আমাদের দেশটাই তো টিকে আছে পর্যটনের উপর। তবু, আরেকবার ভাবুন তো, কোথাও একে দেখেছেন কি না?"

"সত্যি বলছি, এই ছবিটা দেখার আগে এই চেহারা কখনো চোখেই পড়ে নি," রাশেদ বলল।

"ঠিক আছে, আপনারা কোন হোটেলে উঠেছেন?"

উত্তর কি দেবে বুঝতে পারছে না রাশেদ, যে হোটেলে উঠেছিল সেটার নাম বললে ঝামেলা হতে পারে। পুলিশ অফিসার নিশ্চয়ই জানে সেখানে গতরাতে গোলাগুলি হয়েছে। আবার উল্টোপাল্টা নাম বললেও সমস্যা, সেখানে খোঁজ করতে গেলে তাদের কোন হদিসই পাবে না, তাতে উলটো সন্দেহ বাড়বে।

"হোটেল ড্রিম প্লাজা," এই নামটা সকালে আসার পথে চোখে পড়েছিল রাশেদের, সেটাই বলল।

রাজুকে দেখে মনে হলো সে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে।

"ঠিক আছে, প্রয়োজন হলে আপনাদের আবার খুঁজে নেবো," বলে উঠে দাঁড়াল রামনারায়ন। "এনজয় ইউর স্টে।"

"থ্যাঙ্কস," অস্ফুট স্বরে বলল রাশেদ।

পুলিশ অফিসার বের হওয়ার সাথে সাথে উঠে পড়ল রাশেদ। বিল চুকিয়ে দিয়ে বাইরে চলে এলো।

এখন দুটি কাজ সামনে। একটা সাইবার ক্যাফেতে যাওয়া, খবরটা যদিও দেশের মাটিতেই দেখে এসেছিল, প্রিজন ভ্যান থেকে আকবর আলী মৃধার পলায়ন, কিন্তু সেই মৃধা যে নেপাল পর্যন্ত চলে আসবে সেটা কল্পনা করা কঠিন। অন্য কাজটা হচ্ছে কোদারির বাসের জন্য অপেক্ষা করা। বাস আসতে যদি দেরি হয় তাহলে প্রয়োজনে জিপ ভাড়া করতে হবে।

* * *

অন্ধকারাচ্ছন্ন পথটা দিয়ে হাঁটছে মিনোস। একটু আগেও দিনের আলোয় চারপাশ আলোকিত ছিল, অথচ এখন কেমন অদ্ভুত এক পরিবেশে পা বাড়িয়েছে সে নিজের অজান্তেই। পথটা সরু, আঁকাবাঁকা, এখানে সেখানে মাকড়সার ঝুল। কিছু কিছু জায়গায় বুনো জংলী ঝোপ পথটা ঢেকে রেখেছে। চারপাশ থেকে অদ্ভুত সব শব্দ শোনা যাচ্ছে, সাপের হিসহিস, বাঘের গর্জন, হায়নার ডাক। এসব কিছুকে অগ্রাহ্য করে একটানা হেঁটে চলেছে মিনোস। এই পথের শেষেই আছে তার পুরষ্কার। যদিও সেই অদ্ভুত আলো সত্যিই আছে কি না তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে, কিন্তু ঝুঁকি না নিয়ে উপায় নেই। অনেকটা পথ হেঁটে একটু দাঁড়াল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মিনোস। চারপাশে তাকাল, উপরে দেখল। মাথার উপর মেঘ সুর্য্যকে ঢেকে রেখেছে। অদ্ভুত শব্দগুলো এখন বদলে গেছে। মানুষের চিৎকার, হাহাকার, আর্তনাদ এই ধরনের বিকৃত শব্দে কান ঝালাপালা হবার যোগাড়। কিন্তু মন বলছে এসব মায়া, তাকে আসল লক্ষ্য থেকে সরিয়ে দেয়ার জন্য। বুড়োর কথা আর ম্যাপ যদি ঠিক হয়ে থাকে, তাহলে এই পথের শেষেই পাওয়া যাবে সেই অদ্ভুত আলো। সামনে এক পা বাড়াল মিনোস, কেন জানি মনে হচ্ছে এবার প্রতিটি পদক্ষেপ সাবধানে দিতে হবে।

পা দেয়ার সাথে সাথে চমকে উঠলো মিনোস। পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে যাচ্ছে, দু'পাশের বুনো জংলী গাছের ডাল ধরে কোনমতে নিজেকে সামলাল। পা সরিয়ে চুপচাপ দাঁড়াল। সামনের বেশ অনেকটা জায়গা এখন ফাঁকা। মাটি ধ্বসে গিয়ে বিশাল এক খাদ তৈরি হয়েছে। খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে নীচের দিকে তাকাল। ঘুটঘুটে অন্ধকারময় খাদের তলদেশ দেখা যাচ্ছে না, নীচু হয়ে একটা পাথরের টুকরো তুলে নিয়ে খাদে ফেলল। পতনের শব্দ পাওয়া গেল না, পাথরের টুকরোটা সম্ভবত পড়ছে আর পড়ছে। এই খাদ পার হয়ে ওপাশে যেতে হবে। একটু এদিক-সেদিক হলে মৃত্যু কেউ ঠেকাতে পারবে না।

কয়েক পা পিছিয়ে এলো মিনোস। সামনের ফাঁকা অংশটা পার হওয়া তার জন্য অনেক কঠিন একটা কাজ। কিন্তু এখন পিছিয়ে যাওয়ারও উপায় নেই। এতোদূর এসে হার মানতে রাজি নয় সে। আরো দু'পা পেছাল, মাপ নেয়ার চেষ্টা করছে মনে মনে। অনেকদূর থেকে দৌড়ে এসে ঝাপ দিলে হয়তো এই খাদ পার হওয়া সম্ভব হতেও পারে। আরেক পা পিছিয়ে বুঝতে পারল সমস্যা অন্যদিকে। পেছনেও ধ্বস শুরু হয়েছে।

কোনমতে স্থির হয়ে দাঁড়াল মিনোস। সারা শরীর ঘেমে গেছে তার এরমধ্যে। পেছনেও ঠিক একই মাপের একটা খাদ তৈরি হয়েছে। তারমানে সামনে এগুনো ছাড়া আর কোন উপায় নেই তার সামনে।

জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিলো মিনোস। চোখ বন্ধ করে বুকে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করল নিজের সাথে, এতো সহজে হার মেনে নেয়ার জন্য জন্মায় নি সে। তিন-চার পা দৌড় দিয়েই ঝাপ দিতে হবে। এতো বড় খাদ এভাবে পাড়ি দেয়ার ঝুঁকি নেয়া আত্মহত্যার সামিল।

এক পা এগিয়েই ঝাপ দিলো মিনোস...

হ্যা, ঝাঁপ সে দিয়েছিল, সাহস করেই। তারপর অনেকটা পালকের মতো ভেসে ভেসে খাদের ওপারে পৌঁছেছিল। অদ্ভুত! এমনটা কখনো তার কল্পনাতেও ছিল না। কিন্তু এখনো সেই দৃশ্যটা চোখে ভাসে। নীচে অতল গভীর অন্ধকার, তার উপর দিয়ে পালকের মতো হাল্কা একজন মানুষ ভেসে গিয়ে খাদের অপর পাশে পড়ল। গায়ে কাটা দিয়ে উঠে এখনো ভাবলে। বাস্তব কখনো কখনো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কল্পনাকেও ছাপিয়ে যায়। তিনি নিজে যেমন, সাধারন কোন মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না, তার ভেতর কী শক্তি লুকিয়ে আছে, অনেক সময় তিনি নিজেও সেটা জানেন না।

যজ্ঞেশ্বর আর বিনোদ চোপড়া দুজনকেই চোখে চোখে রাখছেন। গত কিছুদিন ধরে বোঝার চেষ্টা করেছেন এদের আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। বিনোদ চোপড়া খুব কঠিন মানুষ না, খুব সহজেই তাকে বোঝা যায়। অ্যান্টিক শিকারি এই মানুষটি তার সঙ্গে আছে বিচিত্র অভিযান আর দারুন কোন অ্যান্টিক সংগ্রহের আশায়, যা সে হয়তো কোটি টাকায় বিক্রি করতে পারবে। কিন্তু যজ্ঞেশ্বরের মনোভাব বোঝা যাচ্ছে না, ইদানীং আগের হাসিখুশিভাবটা নেই, সবসময়ই চিন্তিত। উদাস হয়ে কিছু একটা ভাবে। চাইলে ওর মনের কথা জেনে নিতে পারেন, কিন্তু যজ্ঞেশ্বর একসময় নিজে এসেই বলবে তার কাছে, আপাতত এটুকু মাথায় রেখে এগিয়ে যেতে চান।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। শীতল হাওয়া বইছে। বুকের মধ্যে কেন জানি অদ্ভুত একটা উন্মাদনা টের পাচ্ছেন তিনি। যেন কিছু একটা তার বুকের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, অদ্ভুত শিরশিরানি একটা অনুভূতি। একটু পর রওনা দেবেন বলে ঠিক করে রেখেছেন। বিনোদ চোপড়া আর যজ্ঞেশ্বর তৈরি। দাঁড়ালেন তিনি।

হাওয়াটা কোনদিক থেকে আসছে বোঝার চেষ্টা করলেন। নীচু হয়ে একমুঠো ধুলো ছড়িয়ে দিলেন হাওয়ায়। পূব দিক থেকে আসছে। নাক বাড়িয়ে দিয়ে কোন একটা গন্ধ নেয়ার চেষ্টা করছেন তিনি। এবার কান পাতলেন, যেন বিশেষ কোন শব্দ শুনতে চাচ্ছেন। শব্দটা যেন ধরা দিয়েও দিচ্ছে না। বিনোদ চোপড়া আর যজ্ঞেশ্বর অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে তার কাজকর্ম।

"কি শুঁকছেন?" জিজ্ঞেস করল যজ্ঞেশ্বর।

"বিপদের গন্ধ।"

"বিপদ?"

"শুধু বিপদ না, মহাবিপদ। আর এক সেকেন্ড দেরি করা যাবে না, চলুন," বলে দৌড়াতে শুরু করলেন তিনি।

তার দেখাদেখি যজ্ঞেশ্বর আর বিনোদ চোপড়াও দৌড়াচ্ছে। অন্ধকারে দৌড়াতে কষ্ট হলেও তারা শুধু তাদের সামনে লখানিয়া সিং-কে অনুসরন করছে। অবিশ্বাস্য গতিতে দৌড়াচ্ছে মানুষটা, তাল মেলাতে গিয়ে হিমশিম খেতে হচ্ছে দুজনকে। এমনিতে মালপত্রসব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে লখানিয়া সিং। কিন্তু ওগুলোর ওজনও বিন্দুমাত্র গতি কমাতে পারে নি তার।

চাঁদ উঠেছে। তিনজন মানুষ দৌড়াচ্ছে, উঁচু-নীচু পথে তাদের কোন সমস্যা হচ্ছে না। আরো দূরে আরো একজনকে ক্ষিপ্র গতিতে দৌড়ে আসতে দেখা যাচ্ছে। চাঁদের আলো পড়ে তার সারা শরীর কেমন চকচক করছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২৮

সারাদিনের ধকল শেষে তাঁবুতে বিশ্রাম নিচ্ছে দলটা। একটানা ধাওয়া করে অনেকদূর গিয়েছিল সুরেশ, কিন্তু জীপে সমস্যা থাকায় বাদ দিয়েছে। ঐ বুড়ো বৌদ্ধ লামাকে ধরতে পারলে কিছু না কিছু তথ্য পাওয়া যেতো ডঃ আরেফিনের ব্যাপারে। জিপটা অনেক পুরানো, চাইলেই বদলে ফেলা যায়, কিন্তু তাতে লোকজনের চোখে পড়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। সাধারন গরীব একজন জিপচালকের পক্ষে নতুন জিপ কিনে ফেলা কিছুটা অস্বাভাবিক।

তাঁবুতে একা বসে আছে সুরেশ। ভাবছে। আরো চারটা ছোট ছোট তাঁবু আছে তার চারপাশে, মাঝখানে আগুন জ্বালিয়ে সেখানে চায়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছোট টর্চলাইট জ্বালিয়ে কোমরে লুকানো ট্রান্সমিটার বের করে আনল সে। অত্যন্ত শক্তিশালী এই ট্রান্সমিটারের ফ্রিকোয়েন্সী আলাদা। চীনা গোয়েন্দা সংস্থার নিরাপত্তা বলয়ে এই ফ্রিকোয়েন্সী ধরা পড়ে না। হেডকোয়ার্টারে প্রতিরাতে রিপোর্ট পাঠাতে হয়, সাংকেতিক ভাষায়। সেই সাংকেতিক ভাষাও পরিবর্তিত হয় প্রতিদিন, যেমন আজ সে ব্যবহার করবে কোড নাইন। অজানা নয়জনকে উৎসর্গ করে এই কোডটা চালু করেছে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা। সেই অজানা নয়জন যারা হাজার বছর আগেই এমন সব জ্ঞান নিয়ে কাজ করেছেন যার হদিস এখনকার বিজ্ঞানীরাও জানেন না। সম্রাট অশোকের নয়জন যারা সম্রাট নির্দেশে নিজেদের লুকিয়ে রেখেছেন হিমালয়ের কোন দূর্গম অঞ্চলে যাতে সেই গুপ্ত জ্ঞান অসৎ কোন ব্যক্তির হাতে না পড়ে। এই কাহিনিগুলোকে নিছক গাল-গল্পছাড়া আর কিছু মনে হয় না তার। কিন্তু তাদের দলেও এমন লোকজন আছে যারা বিশ্বাস করে অজানা নয়জনের অস্তিত্ব।

দুই মিনিটের মধ্যে ট্রান্সমিটিং শেষ করলো সুরেশ। ঘুম খুব সহজে আসবে না। বাইরে গিয়ে আগুনের পাশে কিছুক্ষন বসে থাকা যায়। চা খাওয়া যায়। তাঁবুর চেইনখুলে বাইরে এসে দাঁড়াল সে।

ডঃ লতিকা বসে আছে আগুনের সামনে। মাঝে মাঝে হাত বাড়িয়ে দিয়ে উষ্ণতা নেয়ার চেষ্টা করছে। মেয়েটা মৃদুভাষী, বিশেষ একটা দূরত্ব রেখে চলে সবার সাথে। দেখতেও বেশ, এমন একটা মেয়ে এখনো অবিবাহিতা ভাবতেও অবাক লাগে সুরেশের কাছে।

ডঃ লতিকার পাশে গিয়ে বসল সে। মেয়েটা তাকিয়ে হাসল।

"লতিকা জি, ঘুম আসছে না?" জিজ্ঞেস করল সুরেশ।

"এতো তাড়াতাড়ি ঘুমানোর অভ্যাস নেই। আপনি জেগে আছেন যে, অনেক টায়ার্ড নিশ্চয়ই আপনি।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"কিছুটা টায়ার্ড, তবে এক কাপ চা বানিয়ে খাওয়াতে পারবো আপনাকে।"

আরো কিছু টুকিটাকি কথা হচ্ছিল দুজনের মধ্যে। সুরেশের ডানদিকের তাঁবুর চেইন খুলে সন্দীপ বেরিয়ে আসতে গিয়েও লতিকা আর সুরেশের কথাবার্তা শুনে আবার ভেতরে ঢুকে গেল। ব্যাপারটা চোখ এড়ায় নি সুরেশের। কোন কারনে লতিকার কাছে আসতে অস্বস্তি হয় সন্দীপের, এটুকু পরিষ্কার বুঝতে পারল।

কথাবার্তা বিশেষ জমছিল না, কোন কারনে লতিকার মনও খারাপ। দুইজন চা হাতে নিয়ে আরো বেশ কিছুক্ষন গল্প করল। তারপর পরস্পরকে বিদায় জানিয়ে যার যার তাঁবুতে ঢুকে পড়ল।

ছোট একটা বাতির আলোয় আলোকিত হয়ে আছে ডঃ লতিকার তাঁবুটা। সাধারনত কোন ধরনের অভিযানে গেলে এই বস্তুটা সাথে নিতে ভোলে না সে। এছাড়া সাথে থাকে কিছু বই, বেশিরভাগই নানা ধরনের এক্সপেডিশনের উপর। রাতে অন্তত একটা বই না পড়লে তার ঘুম আসে না। তবে আজ নানা কারনে বইয়ে মন বসাতে পারছিল না লতিকা।

এখানে আসার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র সাম্ভালা নয়। আরো বড় একটা ব্যাপার আছে এর পেছনে। হামবুর্গ ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় থেকেই প্রচন্ড আগ্রহ তৈরি হয়েছিল, অদ্ভুত এক সোসাইটি নিয়ে। অল্প কিছু সংখ্যক মানুষ এখন সেই সোসাইটির সদস্য, ধারনা করা হয় হিটলারের নাৎসি বাহিনীর পেছনের পটভূমিকায় ছিল এই সোসাইটি, অন্যভাবে নাৎসি বাহিনীর জন্মদাত্রী বলা হয় একে। থুল সোসাইটি। নামটাই অদ্ভুত। নাৎসি প্রতিষ্ঠার পরপরই থুল সোসাইটি তার গৌরব হারিয়েছে, হারিয়েছে তার সংখ্যাগরিষ্ঠতা। ইদানীং কালে এই থুল সোসাইটির নানাধরনের তৎপরতা লক্ষ্য করা গেছে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। অদ্ভুত চিন্তাভাবনা ধারন করে থুল সোসাইটির সদস্যরা। তারা ভ্রিলোলোজি নামক অদ্ভুত এক বিজ্ঞানের কথা বলে যেখানে ভ্রিল হচ্ছে এমন এক শক্তি যা দিয়ে যে কোন কিছু আয়ত্তে আনা যায় এবং এর সাধনার মাধ্যমেই ঈশ্বরের সান্নিধ্যপ্রাপ্তি সম্ভব। ভ্রিলোলোজিতে আরো অনেক কিছুই বলা আছে, থুল সোসাইটি ইউরোপের গন্ডি ছাড়িয়ে এখন আমেরিকায়ও বিস্তার লাভ করছে। এই সোসাইটি একসময় মাটির সাথে প্রায় মিশে গিয়েছিল, কিন্তু গত কয়েক দশকে বিশেষ একজনের নেতৃত্বে যেন নতুন জীবন লাভ করেছে। থুল সোসাইটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি অদ্ভুত অদ্ভুত সব মিথের পেছনে লেগে আছেন সেই ভদ্রলোক, অন্তত সাম্ভালার মতো আজগুবি একটা বিষয়ের পেছনে ছোটা তার মতো বৈজ্ঞানিক মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তির শোভা পায় না। থুল সোসাইটির মূল বিষয়টিই হচ্ছে হাজার বছর পুরানো, হারিয়ে যাওয়া আটলান্টিস সভ্যতা, আসল আর্য জাতির বিবর্তন, ভ্রিল এবং এর ব্যবহার নিয়ে কাজ করা। এইসব মিথের সাথে সাম্ভালা অবশ্য খুব ভালোভাবেই যায়।

www.BanglaBook.org

ডঃ কারসনই সম্ভবত সেই ভদ্রলোক যিনি থুল সোসাইটিকে চাঙা করেছেন, তেমন অকাট্য প্রমান অবশ্য লতিকার কাছে নেই। থাকলেও হয়তো তেমন কিছু করা যেতো না, বর্তমান পৃথিবীতে যে কেউ যে কোন মতবাদের বিশ্বাসী হতে পারে, তা অন্য মানুষের জন্য ক্ষতিকর না হলেই হলো। আপাত দৃষ্টিতে থুল সোসাইটি এখনো মানবসমাজের জন্য ক্ষতিকর কিছু করে নি, তাদের ধ্যান-ধারনা এখন পর্যন্ত কাগজে-কলমে আর চিন্তাভাবনার মধ্যেই সীমিত আছে। কিন্তু ভবিষ্যতে আবার নাৎসি বাহিনীর

মতো নতুন কোন দানব তৈরি করে বসবে না তার নিশ্চয়তা পাওয়া যাচ্ছে না। গত কিছুদিন ধরেই তাই ডঃ কারসনের চলাফেরা, কথাবার্তার উপর বিশেষ নজর রাখছে সে। এরমধ্যে একটা বিষয় তার নজর এড়ায় নি, ভদ্রলোকের নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিসপত্রের উপর দুটো বিশেষ সংখ্যা, ৫১১৩ আর ৬১১৮। এই সংখ্যাগুলোর মানে কী এখনো বের করতে পারে নি সে। এগুলো কি কোন অ্যাকাউন্ট নাম্বার, এমন কোন সংখ্যা যা থুল সোসাইটির বিশেষ কোন কার্যক্রম নির্দেশ করে, নাকি সাম্ভালার অবস্থানের নির্দেশক? সংখ্যাগুলো অবিরাম মাথার ভেতরে ঘোরে, কিছু একটা বলতে চায় যেন। সহজ কিছু, কিন্তু অল্পের জন্য ফস্কে যায় বারবার।

বালিশের তলায় বইটা গুঁজে রেখে তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়াল লতিকা। পর্যাপ্ত পরিমানে শীতবস্ত্র পড়ার পরও বেশ ঠান্ডা লাগছে। উত্তর দিক থেকে শীতল হাওয়া হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে যেন। আগুন এখনো জ্বলছে, তবে নিভু নিভু। একটা কাঠের টুকরো দিয়ে জ্বলন্ত কয়লা উসকে দিলো লতিকা। আশপাশে পড়ে থাকা বেশ কিছু কাঠ ফেলল আগুনে। এবার বেশ বেগে জ্বলে উঠেছে আগুন। হাত বাড়িয়ে দিয়ে উষ্ণতা নিলো লতিকা।

পেছনে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে টের পেল। এই রাতে এখানে বহিরাগত কারো আসার কথা নয়। তবু ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতেও ভয় করছিল। আগন্তুক যেন বুঝতে পারল লতিকার ভয়, অভয় দেয়ার জন্য বলল, "ভয় নেই লতিকা। আমি সন্দীপ।"

ইচ্ছে হচ্ছিল উঠে যেতে, কিন্তু অভদ্রতা করতে কেমন বাঁধল লতিকার।

"কিছু বলবেন?" ঘাড় না ঘুরিয়েই জিজ্ঞেস করল সে।

"আসলে বলার মতো কিছু নেই," পাশে বসল সন্দীপ, আগুনের দিকে তাকিয়ে আছে, সরাসরি লতিকার দিকে তাকাতেও কেমন অস্বস্তি হচ্ছে তার।

"বলার মতো কিছু নেই যেহেতু, তাহলে গুডনাইট মিঃ সন্দীপ," বলে উঠে দাঁড়াল লতিকা, তাঁবুর দিকে পা বাড়াল। এক হাত ধরে ফেলল সন্দীপ, কিন্তু এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিয়ে ঝড়ের গতিতে তাঁবুতে ঢুকে পড়ল লতিকা।

দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো সন্দীপের বুক চিরে। এই ধরনের ব্যবহারই তার প্রাপ্য।

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২৯

ছোট ছোট সাইবার ক্যাফে এখানে সেখানে। কম্পিউটারে সিনেমা দেখা ছাড়া আর কিছু করে নি রাজু কোনদিন, তাই রাশেদের উপর ভরসা করা ছাড়া কোন গতি নেই তার। ইন্টারনেট স্পীড খুব একটা খারাপ না। একের পর এক সার্চ দিয়ে যাচ্ছে রাশেদ গুগলে, বাংলাদেশি বিভিন্ন পত্রিকার পুরানো সংখ্যা বের করে দেখছে। ঠিক কি খুঁজছে তা বুঝতে পারছে না রাজু। আকবর আলী মৃধা, লরেন্স ডি ক্রুজ, এই নামগুলো দিয়ে বারবার বিভিন্ন সাইটে খবর দেখার চেষ্টা করছে।

রাশেদকে বেশ উত্তেজিত মনে হচ্ছে। এরমধ্যে দুটো নিউজ তার নজর কেড়েছে। একটি আকবর আলী মৃধাকে নিয়ে, অপরটি লরেন্সকে নিয়ে। আকবর আলী মৃধা তার জন্য হুমকিস্বরুপ, অন্যদিকে লরেন্সকেও সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিতে পারছে না, কোনভাবে লরেন্স যদি জেনে থাকে তারা তার পূর্বপূরুষের গুপ্তধনের কাছাকাছি চলে গিয়েছিল, তাহলেও সেও তাদের হন্যে হয়ে খুঁজবে।

আকবর আলী মৃধাকে নিয়ে একটি খবর ঢাকা থাকতেই জেনেছিল, পিশাচশ্রেনীর এই লোকটা এক জেল থেকে অন্য জেলে স্থানান্তরের সময় পালিয়েছে। কিন্তু এখনকার খবরটা আগের খবরের ফলো-আপ বলা যায়। এখানে বলা হচ্ছে, আকবর আলী মৃধা সম্ভবত বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তবর্তী এলাকায় আছে, ভারত সরকারের প্রতি আহবান জানানো হয়েছে এই ঘৃন্য অপরাধীকে বাংলাদেশের কাছে তুলে দেয়ার জন্য। যদিও এ ব্যাপারে এখনো কোন সাড়া পাওয়া যায় নি। এখানে এমন আশংকাও করা হয়েছে আকবর আলী মৃধা নাম পাল্টে ভারত থেকে পালিয়ে নেপাল চলে গেছে। এই লাইনটা আন্ডারলাইন করে রাখল রাশেদ। আকবর আলী মৃধা সম্ভবত এখন নেপালে এবং গতরাতের হামলার জন্য এই লোকটাই দায়ি। অন্যদিকে লরেন্স ডি ক্রুজ সম্পর্কে যে খবরটা এসেছে তা কিছুটা দুঃখজনক। পাহাড়ের ত্রাস সঞ্জয় সিংকে সরিয়ে সীমান্তে মাদক চোরাচালান ও অস্ত্র ব্যবসায় একছত্র আধিপত্য কায়েম করেছিল লরেন্স, কিন্তু অতি সম্প্রতি তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ধারনা করা হচ্ছে লরেন্সের পরিনতি হয়তো সঞ্জয় সিং-এর মতোই হয়েছে। তাকে একজন শীর্ষ সন্ত্রাসী হিসেবে তালিকাভূক্ত করা হয়েছে এবং কেউ যদি তার হদিস দিতে পারে তাহলে সংবাদদাতাকে পুরষ্কৃত করা হবে। লরেন্স মরে নি এটা নিশ্চিত রাশেদ, পূর্বপুরুষের গুপ্তধনের সন্ধান সে সারাজীবনই করবে। হয়তো সে কারনেই আত্মগোপন করেছে।

কাজেই পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, আকবর আলী মৃধা এখন কাঠমুন্ডুতে এবং গতরাতের আক্রমনের জন্য দায়ি। তার সঙ্গি হচ্ছে আহমদ কবির। এছাড়া তার আরো সাঙ্গপাঙ্গ থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

আকবর আলী মৃধার সাথে একবারই দেখা হয়েছিল সরাসরি, লিলিকে

www.BanglaBook.org

অপহরন করেছিল লোকটা, বিনিময়ে চেয়েছিল অদ্ভুত সেই বইটা। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে রহস্যময় একজনের উপস্থিতির কারনে সেবার বেঁচে গিয়েছিল রাশেদ, সাথে ডঃ আরেফিনও ছিলেন। কিন্তু এবার পিছু ছাড়বে না লোকটা। দুই বছর হাজতবাসের প্রতিশোধ অবশ্যই নেবে। প্রিয় বন্ধু শামীম লোকটার প্রিয় ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও ওর প্রান নিতে একটুও বাধে নি।

দুপুর বারোটাও বাজে নি। সাইবার ক্যাফের কাজ শেষ। ক্ষুধা লেগেছে বেশ, রাজুকে নিয়ে বাইরে চলে এলো রাশেদ। বাস আসবে দুটোর পর, এতোক্ষন বিনাকাজে এই এলাকায় ঘোরাঘুরি করাটা কঠিন হয়ে যাবে। অবশ্য চারপাশে পর্যটক গিজগিজ করছে। বছরের এই সময় হিমালয়ের উদ্দেশ্যে অভিযান কম হয়, নইলে এই স্কয়ারে নাকি আরো লোক সমাগম হতো।

দুটো টুপি কিনল রাশেদ, রাজুর মাথায় পড়িয়ে দিল একটা। রোদের হাত থেকে বাঁচার পাশাপাশি টুপিগুলোর কারনে তাদের চেহারা পুরোপুরি দেখা যাবে না, এই চিন্তাটাও কাজ করছিল। সামনে একটা মন্দির, হনুমানজীর। সেখানে পরিচিত চেহারাটা দেখে রাজুকে গুতো দিল রাশেদ। আহমদ কবির। তার আশপাশে আরো কিছু লোক আছে বোঝা যাচ্ছে। যোগাযোগ রাখার জন্য বারবার নিজের চারপাশে ছড়ানো লোকগুলোর দিকে তাকাচ্ছে আহমদ কবির। তার হাতে একটা মোবাইল ফোন।

ছোট একটা দোকানের আড়ালে চলে এলো রাশেদ, রাজুও এলো।

"আহমদ কবির, আমাদের খুঁজছে," ফিসফিস করে বলল রাশেদ।

"শুধু আহমদ কবির না, উনার সাথে আরো অন্তত পাঁচজন আছে, ঐ দেখ," বলে আঙুল দিয়ে ইশারায় আরো পাঁচজনকে দেখাল রাজু।

লোকগুলোর হাবভাব দেখেই বোঝা যাচ্ছে কাউকে খুঁজছে। এরমধ্যে স্বাস্থ্যবান একজনকে বিশেষ পরিচিত মনে হলো। চোখে সানগ্লাস, গায়ে ভারি ওভারকোট পড়া থাকলেও তার দাড়ানোর ভঙ্গিটা পরিচিত। সেই একবার দেখেছিল, তারপরও মনে হলো ভুল হচ্ছে না। এই লোকটাই আকবর আলী মৃধা। নিজে মাঠে নেমেছে এবার।

"এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবো আমরা?" জিজ্ঞেস করল রাজু।

রাশেদ ভাবছিল কী করা যায়। কিছুক্ষনের মধ্যেই এ পাশে চলে আসবে দলটা। তার আগেই উধাও হয়ে যেতে হবে যে করেই হোক।

একটু দূরে রাস্তার পাশে একটা ট্যাক্সি দাঁড়ানো। ড্রাইভার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, যাত্রীর আশায়।

রাজুকে ইশারা করলো রাশেদ।

"এক দৌড়ে ঐ ট্যাক্সির কাছে চলে যাবি, ঐ ট্যাক্সি ভাড়া করবি কোদারি গ্রাম পর্যন্ত, ভাড়া যা লাগে দেবো," রাশেদ বলল, "যেতে রাজি হলে ইশারা করবি, আমি আসব তখন।"

মাথা নাড়ল রাজু। চারপাশ দেখে নিলো একবার, আহমদ কবির আর তার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দল এখনো অন্যপাশে দেখছে। যথাসম্ভব দ্রুত এবং নিঃশব্দে দৌড়ানোর চেষ্টা করল রাজু। কিন্তু হলো না। ইউরোপীয় একজন পর্যটকের সাথে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল নীচে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল, যাতে দূর থেকে বোঝা না যায় এখানে কোন দূর্ঘটনা ঘটেছে, তাহলে হয়তো শত্রুপক্ষ টের পেয়ে যাবে। ইউরোপীয় পর্যটকের দিকে হেসে চোখ টিপল রাজু, যেন খুব আনন্দের ব্যাপার ঘটেছে। তারপর ধীর পায়ে হেঁটে গেল ট্যাক্সির দিকে।

কোমরে হাত দিয়ে পিস্তলের অস্তিত্ব বুঝে নিলো রাশেদ। রাজুর দিকে তাকাচ্ছে আবার আকবর আলী মৃধা আর তার দলবলের দিকেও নজর রাখতে হচ্ছে। ওদের সবার কাছে অস্ত্র আছে এটা নিশ্চিত। সহজে ওদের হাতে ধরা দেবে না বলে ঠিক করল রাশেদ। তাতে যদি পিস্তলের ব্যবহার করতে হয়, কোন আপত্তি নেই তার। রাজু ট্যাক্সি ড্রাইভারের সাথে কথা বলছে, কথাবার্তার গতি খুব ধীর মনে হচ্ছে রাশেদের কাছে। রাজুকে আকবর আলী মৃধা চেনে না সম্ভবত, কিন্তু আহমদ কবির তো চেনে। এমন খোলা জায়গায় যতো কম সময় থাকা যায় ততোই ভালো। কিন্তু রাজুকে দেখে মনে হচ্ছে কম ভাড়া না হলে অন্য ট্যাক্সি দেখবে সে। রাজু এদিকে তাকাচ্ছেও না, তাকালে হয়তো ইশারায় ট্যাক্সিটা নিয়ে ফেলতে বলতো রাশেদ। আকবর আলী মৃধার অবস্থান এখন খুব কাছেই। যে কোন সময় রাশেদ যে দোকানের পাশে আড়াল নিয়েছে সেখানে চলে আসতে পারে।

বেশ কিছুক্ষন পর মনে হলো ট্যাক্সি ড্রাইভারের সাথে রাজুর কথাবার্তা ফলপ্রসু হয়েছে। পেছনের দরজা খুলে বসে পড়েছে রাজু। ট্যাক্সিটা দোকানের পাশ দিয়েই যাবে, তখনই হয়তো তুলে নেবে রাশেদকে। দোকানের আড়াল থেকে আরেকবার আকরব আলী মৃধার অবস্থানটা দেখে নেয়ার জন্য মাথা বাড়াল রাশেদ।

অবাক কান্ড, কেউ নেই সামনের খোলা জায়গাটায়। অনেক দূরে শুধু আহমদ কবিরকে দেখা যাচ্ছে, বাইনোকুলার হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওর সাথের লোকগুলো আর আকবর আলী মৃধা গেল কোথায়?

প্রশ্নটার উত্তর পেতে দেরি হলো না। পেছনে কারো পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল রাশেদ। আকবর আলী মৃধা তার অবস্থান টের পেয়ে গেছে, দোকানের অন্যপাশ দিয়ে পেছন থেকে আসছে। ঘুরে তাকিয়ে লোকটাকে দেখে নিলো রাশেদ, এই লোকটাই আকবর আলী মৃধা। এগিয়ে আসছে তার দিকে, কোমরে হাত, আগ্নেয়াস্ত্র বের করে আনবে যে কোন সময়।

এই সময় ঝড়ের গতিতে ট্যাক্সি ড্রাইভার এসে দাঁড়াল পাশে, মাথা নীচু করে একেবেকে দৌড় দিল রাশেদ, রাজু পেছনের একটা দরজা খুলে রেখেছে পেছনের সীটে বসেই। প্রায় ড্রাইভ দিয়ে ট্যাক্সিতে ঢুকে পড়ল রাশেদ, একটা গুলি ট্যাক্সির পেছনের বডিতে লাগল এই সময়। সম্ভবত সাইলেন্সার লাগানো আছে রিভলবারে, ধারনা করল রাশেদ। ড্রাইভার এক্সেলেটরে চাপ দিয়েছে সর্বশক্তিতে। চাকার

www.BanglaBook.org

বর্ষণের শব্দে আশপাশের পর্যটকরা চমকে রাস্তা ছেড়ে দিল। আকবর আলী মৃধা সোজা দাঁড়িয়ে আছেন, হাতের রিভলবারটা তাক করে আছেন রাশেদের দিকে। মাথা নীচু করে ফেলল রাশেদ, রাজুকেও বাধ্য করল। বুলেটটা ট্যাক্সির জানালার কাঁচে ছিদ্র করে চলে গেল। আকবর আলী মৃধাকে এবার দৌড়াতে দেখল রাশেদ। মাথা অল্প উঁচু করে বাকিদের অবস্থান দেখে নিলো। যতো দ্রুত সম্ভব এই এলাকা ছাড়তে হবে।

এবার ট্যাক্সির চাকা বরাবর বেশ কিছু বুলেট খরচ করলেন আকবর আলী মৃধা। রাশেদ দেখল বেশ দক্ষতার সাথে এগিয়ে চলেছে তাদের ট্যাক্সিটা। ড্রাইভার বেশ পাকা হাতে পর্যটকদের এড়িয়ে বড় রাস্তায় উঠার চেষ্টা করছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এলোপাথারি গাড়ি চালানোতে আশপাশের সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। যে যার মতো দৌড়াচ্ছে। এদের পাশ কাটিয়ে যেতে বেশ দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে ড্রাইভার।

এবার আহমদ কবিরকে পাশ কাটালো ট্যাক্সি, বেশ অবাক চোখে তাকিয়ে আছে লোকটা রাশেদ আর রাজুর দিকে, বুঝতে পারছে না কিভাবে চোখের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে তাদের শিকার।

সামনে রাস্তায় প্রচন্ড ভীড়, তার মাঝে একেবেকে চালাচ্ছে ট্যাক্সি চালক। রাজুর দিকে তাকাল রাশেদ, কোমরের দিকে ইশারা করলো। মাথা ঝাঁকাল রাজু, কোমরে গোঁজা পিস্তলটা বের করে আনল।

"ড্রাইভারকে কতো দিয়েছিস?" ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল রাশেদ।

"যা দিয়েছি তাতে আগামী তিন-চারমাস কাজ না করলেও চলবে ওর," রাজু বলল।

"ভেরি গুড," রাজুর পিঠে আলতো করে চাপড় দিলো রাশেদ, দিন দিন বুদ্ধিমান হয়ে উঠছে রাজু, খুবই ভালো লক্ষন। "কোথায় যাচ্ছি আমরা?"

"তিব্বত সীমান্তে, কোদারি, যেখান থেকে ডঃ আরেফিন শেষবার যোগাযোগ করেছিলেন।"

"ভেরি গুড," বলল রাশেদ, সামনে তাকাল, রাস্তা প্রায় ফাঁকা হয়ে এসেছে, গতি বাড়িয়ে দিয়েছে ড্রাইভার, পেছন থেকে ধাওয়া করলেও খুব সহজে নাগাল পাবে না ওদের। তবে আকবর আলী মৃধা যে পেছন পেছন আসবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই রাশেদের। এতোদূর আসতে পেরেছেন আর বাকিটা পারবেন না সেটা অসম্ভব।

কাঠমুন্ডু শহরের বাইরে চলে এসেছে ট্যাক্সি, সীটে হেলান দিয়ে বসল রাশেদ। ট্যাক্সি এখন হাইওয়েতে চলছে। রাজুর দিকে তাকাল, বেশ ফুর্তিতে আছে মনে হলো। বারবার জানালা দিয়ে বাইরে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে, হাসছে কোন কারন ছাড়াই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাজ আরো কঠিন হয়ে গেল, ভাবছে রাশেদ। আগে শুধু ডঃ আরেফিনকে নিয়ে চিন্তা করলেই হতো, এখন বিষফোঁড়ার মতো যোগ হয়েছে পুরানো শত্রু, আকবর আলী মৃধা।

* * *

আকাশে চাঁদ উঠেছে সুন্দর। চুপচাপ কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে রইল মিচনার। সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হচ্ছে। কোন দিকে যাবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। তার প্রতিপক্ষ জেনে গেছে সে আসছে। সেভাবেই এগুচ্ছে মানুষটা এখন। ঠিক হাতের নাগালে চলে এসেও যেন ফসকে যাচ্ছে। এখানে তিনজন মানুষ ছিল। প্রত্যেকের গন্ধ আলাদা করে চিনতে পারল মিচনার। ঠিক কিভাবে বসেছিল, শুয়ে ছিল বা পাথরে হেলান দিয়ে বসেছিল, প্রতিটি অংশ মনে মনে কল্পনা করে নিলো। পাথরে হেলান দিয়ে যে বসেছিল সেই তার প্রতিদ্বন্ধী। লোকটা চারদিকে নিজের ছাপ রেখে গেছে, এতে ব্যাপারটা আরো ঝামেলাপূর্ন মনে হচ্ছে মিচনারের কাছে। ইচ্ছে করেই কাজটা করেছে যাতে বোঝা না যায় ঠিক কোনদিকে গেছে সে। ডানে-বামে এগুলো মিচনার। দুটো দিকেই মানুষটার গায়ের গন্ধ পাওয়া গেল, বাকি দু'জনের কোন গন্ধ এখন আর পাওয়া যাচ্ছে না। তিনজন মানুষের আলাদা আলাদা গন্ধ এখন আর নেই। সব মিলে মিশে এক হয়ে গেছে।

ফিরে এসে সেই পাথরটায় হেলান দিয়ে বসল মিচনার। এখানে বসে প্ল্যান করেছে তার প্রতিপক্ষ। এখানে বসে অনেক দূরে কিছু কিছু পাহাড় দেখা যায়, জোছনার আলোয় পাহাড়গুলোকে কেমন অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে যে কোন সময় নড়ে উঠবে, লম্বা লম্বা পা বাড়িয়ে হেঁটে আসবে তার দিকে। উঠে দাঁড়াল মিচনার, তার প্রতিপক্ষ ধীরস্থির, যে কোন কিছু করার আগে অনেকবার চিন্তা করে, ঠিক কোথায় যাচ্ছে সে সম্পর্কে তার পরিষ্কার কোন ধারনা না থাকলেও লোকটার নির্দিষ্ট একটা লক্ষ্য আছে, গন্তব্য আছে, সেই গন্তব্যটা জানা থাকলে কাজ অনেক সহজ হয়ে যেতো।

আজ এখানেই বিশ্রাম নেবে বলে ঠিক করল মিচনার। এই এলাকাটা জনমানবহীন, কাজেই দিনের আলোয় ওদের পিছু নিতে কোন সমস্যা হবে না। পাথরে হেলান দিয়ে শুয়ে পড়ল মিচনার, ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছিল। কিন্তু ঘুমালে চলবে না তার। ঘুমের অপর নাম মৃত্যু।

এবার হাঁটতে থাকল সে। ঠিক কোনপথে এখান থেকে প্রতিদ্বন্ধী লোকটা চলে গেছে, তা বোঝার চেষ্টা করছে সে। ঐ লোকটা ক্ষিপ্রগতির হলেও সঙ্গি দু'জন ততোটা ক্ষিপ্র নয়। এখানে সেখানে কিছু কিছু চিহ্ন রেখে গেছে। সেই চিহ্ন ধরে ঢিমে তালে হাঁটছে মিচনার। কোথায় পালাবে লোকটা, মুখোমুখি হতেই হবে। সেই সময় ঘনিয়ে আসছে দ্রুত।

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩০

খুব ভোরে ঘুম ভেঙেছে সুরেশের, সবার জন্য নাস্তা তৈরি করে ফেলল সে কিছুক্ষনের মধ্যে। তারপর ক্যাম্পের চারপাশে এক চক্কর দৌড়ে নিলো। প্রচন্ড শীতের মধ্যেও ঘাম ঝরাতে পেরে ভালো লাগছে তার। এতোক্ষনে সবার উঠে পড়ার কথা। একা একা কফি খেতে খারাপ লাগছিল না। পাঁচ মিনিট পরই ডঃ কারসন পাশে এসে বসলেন। ওর মগে কফি ঢেলে দিলো সুরেশ।

"গুড মর্নিং, ডঃ কারসন," হেসে বলল সুরেশ।

"গুড মর্নিং," কফিতে চুমুক দিতে দিতে বললেন ডঃ কারসন, "তুমি খুব ভালো কফি বানাও সুরেশ।"

"থ্যাঙ্কস।"

পাঁচ মিনিটের মধ্যে ডঃ লতিকা আর সন্দীপও যোগ দিলো। লতিকাকে বেশ সতেজ দেখাচ্ছিল, অন্যদিকে সন্দীপকে দেখে মনে হচ্ছিল রাতে ঘুম হয় নি ঠিকমতো। বাকি দুজনকে কফি ঢেলে দিলো সুরেশ। শুকনো খাবার হিসেবে সাথে কিছু টোস্ট আনা হয়েছে, কিন্তু কোন আগ্রহ দেখা গেল না কারো মধ্যে। সম্ভবত টোস্ট জমে শক্ত হয়ে গেছে যে কামড় বসানোই কঠিন। যদিও জিপের ড্রাইভারের কাছে তেমন কিছু মনে হচ্ছে না, একটু দূরে বসে কফিতে ডুবিয়ে টোস্ট খাচ্ছে সে।

পরস্পরকে শুভ সকাল বলা শেষ। চারজন বসে নিরবে কফি খাচ্ছে। ডঃ কারসন সবার দিকে তাকালেন। তিনি কিছু বলবেন বলে উশখুশ করছেন।

"লক্ষ্যের খুব কাছাকাছি চলে এসেছি আমরা," ডঃ কারসন বললেন, "খুব সাবধানে এগুতে হবে আমাদের। ডঃ আরেফিন থাকলে খুশি হতেন, কিন্তু এখন তাকে ছাড়াই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে, এছাড়া আমাদের কয়েকজন লোক লাগবে, সামনে এমন জায়গায় যাবো যেখানে জিপ নিয়ে যাওয়া যাবে না..."

"আমার একটা প্রশ্ন ছিল," সন্দীপ বলল কথার মাঝখানে।

"ঠিক আছে, প্রশ্ন করুন মিঃ সন্দীপ," ডঃ কারসন বললেন, কথার মাঝখানে কেউ আটকে দিলে সাধারনত মেজাজ খারাপ হয় তার, কিন্তু আজ নিজেকে সামলে নিলেন খুব ভালোভাবেই।

"সাম্ভালা সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত মতামতগুলো আপনাকে আগেই বলেছি, আমার ধারনা এর সাথে পৃথিবীর বাইরের কোন শক্তি জড়িত, গতকাল রাতে তার একটা সামান্য প্রমান আমি পেয়েছি।"

একটু নড়েচড়ে বসল সবাই, "কি প্রমান?" জিজ্ঞেস করলেন ডঃ কারসন।

"আকাশে বেশ কিছু গোলাকার বস্তু দেখেছি আমি, অনেকটা ইউএফও'র

www.BanglaBook.org

মতো, হাতে মোবাইল ছিল, তাতে কিছু ছবি তুলতে পেরেছি, যদিও জিনিসগুলো বেশিক্ষন ছিল না আকাশে।"

সন্দীপ মোবাইল ফোনটা বাড়িয়ে দিল ডঃ কারসনের দিকে। সবাই ঝুঁকে পড়ে তাকাল মোবাইল স্ক্রীনের দিকে। কালো অন্ধকার আকাশে ছোট ছোট সাদা ফোটার মতো কিছু জিনিস চোখে পড়ছে। ওগুলো কি আসলেই ফ্লাইং সসার কি না তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

"এই ছবিগুলো পরিষ্কার না," ডঃ কারসন বললেন, "তাছাড়া সাম্ভালার সাথে ইউএফও'র কোন যোগাযোগ থাকতে পারে বলে আমি মনে করি না।"

"আমি কিছু বলতে চাই এক্ষেত্রে," এবার সুরেশ বলে উঠল, সবাই তাকাল তার দিকে, "এই জিনিসগুলো আপনিই প্রথম লক্ষ্য করেছেন তা কিন্তু নয়। তিব্বত-ভারত সীমান্তে প্রায়ই এই জিনিসগুলো লক্ষ্য করা যায়। ভারত সরকার এ ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন এবং ধারনা করা হয়, এই ধরনের দূর্গম এলাকায় চীন সরকারের কোন সামরিক পরীক্ষাগার আছে, সেখানে এমন ধরনের বাহন তৈরির প্রচেষ্টা চলছে যা তৈরি হলে তাদের সামরিক বাহিনী হয়ে উঠবে অপ্রতিরোধ্য। ভারত সরকার অতীতের তুলনায় অনেক বেশি সৈন্য মোতায়েন করেছে তিব্বত-ভারত সীমান্তের এই এলাকাগুলোতে। এছাড়া এইসব অঞ্চলে সাধারন মানুষের চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছে বেশ কয়েক বছর হলো। আমি নিজে এই ধরনের একটি প্রজেক্টে কাজ করছি।"

"ইন্টারেস্টিং," হতাশ দেখাল সন্দীপকে, "আমার আর কিছু বলার নেই।"

"ধন্যবাদ, সন্দীপ," ডঃ কারসন বললেন, "তো যা বলছিলাম, আমাদের কিছু লোকজন দরকার, যারা আমাদের মালপত্র বহন করবে, পাশাপাশি খননকাজে সাহায্য করবে। সুরেশ, অন্তত চারজন লোকের ব্যবস্থা করবে তুমি, আজকের মধ্যে।"

"তাহলে আর দেরি করা ঠিক হবে না, এক্ষুনি বেরুতে হবে," সুরেশ বলল, "সবচেয়ে কাছের জনপদ এখান থেকে বেশ দূরে, আমি একটা জিপ নিয়ে যাচ্ছি।"

"ঠিক আছে, যাও," ডঃ কারসন বললেন। "নাস্তা শেষ করে আমার তাঁবুতে আসবেন মিঃ সন্দীপ, তুমিও এসো," বলে উঠে দাঁড়ালেন ডঃ কারসন।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে রওনা দিলো সুরেশ। ক্যাম্প থেকে হাত নাড়ালেন ডঃ কারসন। আপাতত এই একজনের উপরই যতো ভরসা তার। বাকি দু'জন এখনো নাস্তা করছে চুপচাপ। নিজের তাঁবুর দিকে এগুলেন তিনি। আর বেশি দূরে নেই তিনি, সন্দীপের তোলা ছবিগুলো তাই প্রমাণ করে।

* * *

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তারা অনেকক্ষন দৌড়ে এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছেন, এই ধরনের জায়গায় সাধারনত বৌদ্ধ লামা'রা থাকে, পাহাড়ের চূড়ায় বা খাঁজে লুকানো গুম্ফা। অন্যান্য গুম্ফার মতো এই গুম্ফাটা পাহাড়ের চূড়ায় না বানিয়ে একটা গুহার মধ্যে বানানো হয়েছে। গুম্ফা একধরনের বৌদ্ধ মন্দির, এখানে তারা সাধনায় বসে, নির্বান লাভের সাধনায় জাগতিক সব চাওয়া-পাওয়া উর্ধ্বে চলে যায় তারা। পৃথিবীর কোলাহল থেকে দূরে, সব ধরনের আশা-আকাংখাকে পিছু ফেলে এমন একেকটা গুম্ফা হয়ে দাঁড়ায় তাদের বাসস্থান। এখানে অতিরিক্ত কোন কিছু রাখার অবকাশ নেই, জীবনধারনের জন্য প্রয়োজনীয় যা যা দরকার তার সবই থাকে গুম্ফাতে। নেপাল, তিব্বত, ভূটান, ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে গুম্ফাগুলো। কিছু কিছু গুম্ফার ইতিহাস হাজার বছর প্রাচীন।

বাইরে এখনো চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে পৃথিবী, ছোট এই গুম্ফাটা ভালো করে পর্যবেক্ষন করে দেখলেন তিনি। গুম্ফাটা পরিত্যক্ত। বেশ অদ্ভুত লাগল, এই ধরনের গুম্ফা সাধারনত খালি থাকে না। মনে হচ্ছে এখানে গত কয়েক বছরে কারো পা পড়ে নি। বাইরে থেকে কোন ধরনের আলো এখানে আসে না, তাই স্যাঁতস্যাঁতে আর ফ্যাকাশে ভাবটা প্রবল। এক কোনায় মোমবাতির সলতে আর গলা মোম দেখা গেল। অল্প কিছু কাঠের তৈরি জিনিস এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে। যে এখানে থাকতো খুব অল্প সময়ের মধ্যে জায়গাটা ছেড়ে চলে গেছে, অনেক কিছু গুছিয়ে নিতে পারে নি, গৌতম বুদ্ধের মূর্তি আছে একটা, পাথর কেটে বানানো, হয়তো ভারি বলে নিয়ে যায় নি সাথে। সাথে টর্চ ছিল, গুম্ফার একেবারে শেষের দিকে জায়গাটায় অন্ধকার যেন দানা বেঁধে আছে, যজ্ঞেশ্বরকে ইশারায় কাছে ডাকলেন তিনি। সন্ন্যাসীর কাছেও একটা টর্চ আছে, বেশি ভেতরে যাওয়ার আগে দেখে নেয়া উচিত। কোথায় কোন বিপদ ঘাপটি মেরে আছে বলা যায় না। বিনোদ চোপড়াকে গুম্ফার বাইরে রাখা হয়েছে পাহারা দেয়ার জন্য। এখন পর্যন্ত কোন বিপদ সংকেত আসে নি তার কাছ থেকে।

একপা একপা করে এগুচ্ছেন তিনি। সাথেই যজ্ঞেশ্বর, লোকটার চেহারায় ভয়ের ছাপ পড়েছে। একজন সন্ন্যাসী মানুষের এতোটা ভয় পাওয়ার কথা না, জীবনটাই যাদের ঈশ্বরের সেবায় উৎসর্গিত তাদের ভয় পাওয়া উচিত নয়। কিন্তু আদিম কিছু ভয় সব মানুষের মধ্যেই কিছু না কিছু থাকে। আদিম ভয়ের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ানক হচ্ছে অন্ধকারের ভয়। সেই ভয় মানুষকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে যতদিন না তারা আগুন আবিষ্কার করেছে। সেই ভয়ের বীজ এখনো মানুষ তার জিনে ধারন করে। এখনো অন্ধকার হলে মানুষের প্রথম চেষ্টা থাকে আলোর ব্যবস্থা করা।

গুম্ফার পেছনের দিকের অংশটা অস্বাভাবিক শীতল। কোনমতে টর্চ ধরে

www.BanglaBook.org

পেছনে দাঁড়িয়ে আছে যজ্ঞেশ্বর। ডানে-বামে আলো ফেললেন তিনি, স্তূপ করে ফেলে রাখা কিছু জিনিস চোখে পড়ল একেবারে কোনার দিকে। ভালো করে লক্ষ্য না করলে বোঝার উপায় নেই। বেশ অনেকগুলো টংকা, একটার উপর একটা সারি করে সাজানো। দীর্ঘদিন মানুষের হাত পড়ে নি বোঝাই যাচ্ছে। হাঁটু গেড়ে বসে আস্তে করে উপরের টংকাটা তুলে নিলেন হাতে। টর্চের আলোয় রঙিন টংকা যেন ঝলমল করে উঠল। জিনিসগুলোর বয়স হবে অনেক, একটু ছোঁয়াতেই কেমন পড়ে যেতে চাইল হাত থেকে। যজ্ঞেশ্বরকে ইশারা করলেন আরো কাছে টর্চ ধরতে। প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটা টংকা সাজানো আছে, একটার উপর একটা রাখা। টংকাগুলো সিল্কে তৈরি, রঙবেরঙের সুতো দিয়ে এমব্রোয়ডারি করে ছবিগুলো আঁকা হয়েছে। হাজার বছরের কম হবে না বয়েস। মুখে হাসি ফুটল তার। এগুলো ঠিকঠাকভাবে নিয়ে যেতে পারলে বিনোদ চোপড়ার সমস্যা মিটে যাবে, ইউরোপীয় যাদুঘরে কিংবা ব্যক্তিগত সংগ্রাহকদের কাছে চড়া দামে বিক্রি করতে পারবে। যজ্ঞেশ্বরকে ইশারা করলেন ছোট একটা ব্যাগ নিয়ে আসার জন্য। সন্ন্যাসী চলে গেলে টংকাগুলোকে আবার দেখে নিলেন। সবার উপর যে টংকাটা ছিল, সেটা গৌতম বুদ্ধকে কেন্দ্র করে বানানো হয়েছে। মাঝখানে একটা বিশাল পদ্মফুলের মাঝে ধ্যানে মগ্ন বুদ্ধ। তার চারপাশে সবুজ সাগর আর নীল আকাশ, সেখানে বিচরনরত অনেক প্রানী। সেকালের তিব্বতীরা টংকায় এমন রঙ ব্যবহার করতো যা বছরের পর বছর অবিকৃত থেকে যেত। গুম্ফার এই কোনাটা বেশ শুকনো, হয়তো এ কারনেই অনেক বছর পরেও টিকে আছে টংকাগুলো।

যজ্ঞেশ্বর ছোট একটা ব্যাগ নিয়ে এলো। সাথে এলো বিনোদ চোপড়া। ঠিক যতোটা আশা করেছিলেন তার চেয়ে বেশি খুশি দেখাচ্ছে বিনোদ চোপড়াকে। কিন্তু ব্যাগটা আপাতত নিজের কাছে রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। ধীরে-সুস্থে টংকাগুলোকে ব্যাগে ভরে বের হয়ে এলেন গুম্ফা থেকে। পাহাড়ের খাঁজ কেটে বানানো এই গুম্ফাটা খুব ভালো আশ্রয়স্থল হতে পারে। কিন্তু এটা এমন এক জায়গা যেখানে একবার আটকা পড়ে গেলে ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মতো অবস্থা হবে, বের হওয়ার পথ থাকবে না। তার প্রতিপক্ষ কতোটা শক্তিশালী তা জানা নেই। এটুকু বোঝা গেছে, খুব সহজ হবে না লোকটাকে হারানো। এর আগে অল্পের জন্য ঝামেলা এড়ানো গেছে, যতোক্ষন পর্যন্ত সাম্ভালার খোঁজ না পাওয়া যায়, প্রতিপক্ষকে নিয়ে ভাবতে চান না তিনি। তাই যথাসম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করছেন সব কাজে। এমন কোন চিহ্ন রেখে যেতে চান না যাতে খুব সহজেই তার নাগাল পেয়ে যায় প্রতিপক্ষ।

তবে আজ রাতটা অন্তত গুম্ফায় কাটানো যায়। যজ্ঞেশ্বর আর বিনোদ চোপড়া দু'জনেই বেশ অনেকটা পথ দৌড়ে ক্লান্ত।

গুম্ফার মাঝখানে পড়ে থাকা মোমে আগুন জ্বালালেন তিনি। সঙ্গি দু'জন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঘুমিয়ে পড়ল গুম্ফার বাইরে এসে দাঁড়ালেন। উথাল-পাতাল জোছনায় মনে আবার উড়ে চলে গেল হাজার বছর আগের কোন এক দিনে।

হ্যা, খাদটা পার হয়েছিল মিনোস অদ্ভুতভাবেই। খাদের এপাশে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে রইল সে। এমন অসম্ভবকে সম্ভব করার কথা স্বপ্নেও কখনো ভাবে নি।

এছাড়া একটু আগেও চারপাশ যেমন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে এসেছিল, এখন দৃশ্যপট বদলে যেতে শুরু করেছে। আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছে চারদিক, পথের দু'পাশে নাম না জানা অদ্ভুত সুন্দর ফুল ফুটে আছে, চমৎকার শীতল বাতাসে জুড়িয়ে যাচ্ছে শরীর। হাঁটতে কোন কষ্টই হচ্ছে না, বরং মনে হচ্ছে ভাসতে ভাসতে যাচ্ছে সে। সামনে কী আছে যদিও জানা নেই, কিন্তু ভয় বলে কোন কিছু অনুভব করছে না মিনোস। বরং সময়টা উপভোগ করছে। এই পরিবেশ, এই ভেসে ভেসে যাওয়া, এর সবই হয়তো তার দিবাস্বপ্ন, ঘুম ভাঙলেই দেখবে নৌকায় শুয়ে আছে, ঢেউয়ের দোলায় নৌকা অল্প অল্প দুলছে।

আরো কিছুদূর যাওয়ার পর পথ শেষ হয়ে এলো। হঠাৎ করেই পথ রোধ করে আকাশ ফুঁড়ে চলে গেছে বেশ কিছু পাহাড়। এরমধ্যে তিনটি পাহাড় সবচেয়ে উঁচু। পাহাড় তিনটি যেন প্রকৃতির আর্শ্চয্য খেয়ালে তৈরি। দৈর্ঘ্য, উচ্চতা আর প্রস্থে প্রায় সমান। উপরের দিকে পাহাড় তিনটির চুড়াগুলো পরস্পরের সাথে মিশে গেছে যেন। ঠিক এরকম তিনটি পাহাড় চুড়াই আঁকা আছে পোড়া মাটির ফলকে। এর মাঝখানে সেই গোলাকার আলোকবর্তিকা। কিন্তু কিভাবে সেটা সম্ভব? পাহাড়গুলো নিরেট পাথরের, এগুলোর মাঝখান দিয়ে যাওয়ার কোন পথই চোখে পড়লো না মিনোসের।

বৃদ্ধের কথা মনে পড়ে গেল। এমন একটা জায়গার কথা বুড়ো মানুষটা জেনেছিলেন কিভাবে? আর জানলে তিনি নিজে কেন চেষ্টা করলেন না অদ্ভুত সেই আলোকবর্তিকার কাছে যেতে? এই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য বৃদ্ধ বেঁচে নেই আজ।

শীতল বাতাসের গতি বাড়ছে, খোলা জায়গায় বেশিক্ষন দাঁড়িয়ে থাকা যাবে না। দৌড়ে পাহাড়গুলোর দিকে এগুল মিনোস। সূর্য্য এখন মেঘে ঢেকে গেছে, চারপাশ আবার অন্ধকারে তলিয়ে যেতে শুরু করেছে। এ সবই কি কোন পরীক্ষা? তার সাহসের? যে পরীক্ষায় উত্তীর্ন হতে পারবে সে-ই যেতে পারবে আলোকবর্তিকার কাছে? এসব প্রশ্নের উত্তর নিজেকেই খুঁজে বের করতে হবে, ভাবল মিনোস। কোনভাবেই সাহস হারানো চলবে না। পরীক্ষা কি না জানে না, তবে কিছুক্ষনের মধ্যেই পুরো আকাশ অন্ধকার হয়ে এলো। মনে হচ্ছে রাত নেমে এসেছে হঠাৎ করেই। শীতল হাওয়ার গতিবেগ বাড়ছে। সোজা উপরে উঠে যাওয়া পাহাড়গুলোর নীচে কোন আশ্রয় নেই, মাথার উপর ছাদ নেই। বৃষ্টি শুরু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হলো এরমধ্যে। বৃষ্টি অনেক দেখেছে মিনোস, কিন্তু বড় বড় ফোঁটায় মুষলধারে এমন বৃষ্টির মুখোমুখি হয় নি কোনদিন। পাথরের টুকরোর মতো বৃষ্টির একেকটা ফোঁটা শরীরে পড়ছে। কোনমতে মাথার উপর দু'হাত দিয়ে দৌড় দিলো মিনোস, অন্ধকারে দ্বিগ্বিদিক জ্ঞান শুন্য হয়ে। হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল একবার, সারা শরীর কাদায় মাখামাখি হয়ে গেছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আকাশে, বজ্রপাতের শব্দে কানা তালা লাগার যোগাড়। কিন্তু ভ্রুক্ষেপ করছে না মিনোস। অন্ধের মতো দৌড়াচ্ছে। খোলা জায়গার দিকে না গিয়ে পাহাড়গুলোর পাশ দিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে আবার হোঁচট খেল মিনোস। এবার সোজা মাথায় আঘাত লেগেছে, জ্ঞান হারাল মুহূর্তেই।

ভেতরে খুটখাট শব্দ শুনে উঠে দাঁড়ালেন তিনি, বহু শতাব্দী পুরানো জীবন থেকে মুহূর্তেই ফিরে এলেন কঠিন বাস্তবে। মোমের আলোয় আলোকিত হয়ে আছে গুম্ফা। ঢোকার মুখে একপাশে বিনোদ চোপড়াকে দেখলেন, শুয়ে আছে, ভারি কম্বল গায়ে দিয়ে। ওর পাশে যজ্ঞেশ্বরের শুয়ে থাকার কথা। কিন্তু যজ্ঞেশ্বর নেই। হাতের টর্চ দিয়ে গুম্ফার শেষ মাথায় আলো ফেললেন। হ্যা, যজ্ঞেশ্বর আছে। উবু হয়ে বসে কি যেন দেখছিল। টর্চের আলোর আভাস পেয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, চেহারা দেখতে পেলেন না তিনি দূর থেকে। তবে সন্ন্যাসী দু'হাত তুলে দিয়েছে নিজের অজান্তেই। হয়তো ভেবেছে আক্রমন করতে যাচ্ছেন তিনি।

ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন তিনি। যজ্ঞেশ্বরের মুখোমুখি দাঁড়ালেন। লোকটার পেছনে সেই ব্যাগটা যেখানে টংকাগুলো রাখা হয়েছিল। সবগুলো টংকা এখন বাইরে। মনে হচ্ছে বেশ অনেকক্ষন ধরেই ওগুলো ঘাঁটছিল যজ্ঞেশ্বর।

"যজ্ঞেশ্বরজী, আমাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই," শান্ত গলায় বললেন তিনি, "হাত নামান।"

বেশ অপ্রস্তুত দেখাল যজ্ঞেশ্বরকে।

"টংকাগুলোতে কি খুঁজছিলেন?"

যজ্ঞেশ্বর নিরুত্তর।

"নির্দ্বিধায় বলতে পারেন আমাকে," বললেন তিনি, আরেকটু এগিয়ে গেলেন।

যজ্ঞেশ্বর পিছিয়ে গেল এক পা, দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে তার।

"এই টংকাগুলোতে বিশেষ একটা ছবি আছে," ধীরে ধীরে বলল যজ্ঞেশ্বর, "ভেবেছিলাম, আপনাকে বলবো, তবে পরে।"

"পরে কেন?"

"আমি নিশ্চিত হতে চাইছিলাম।"

"কিসের ছবি, আমাকে বলুন?"

"সেই হারিয়ে যাওয়া নয়জনের ছবি, আমি নিশ্চিত না, কিন্তু মনে হচ্ছে এই লোকগুলোই সম্রাট অশোকের সেই রহস্যময় নয়জন।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"এ ব্যাপারে আমার তেমন কিছু জানা নেই," নিজের অজ্ঞানতা স্বীকার করতে দ্বিধা করলেন না তিনি।

"এই লোকগুলো সম্ভবত তিব্বতের কোথাও লুকিয়ে আছে, অন্তত দু'হাজার বছর ধরে। ওদের কাছে আছে গুপ্তজ্ঞান, সাতটি বিশেষ বই। যখন বুঝলাম আপনি বিশেষ কিছুর খোঁজে,তিব্বতে যাচ্ছেন, আমিও সঙ্গি হলাম। অনেক শুনেছি এই ব্যাপারে, মনে হলো চেষ্টা করে দেখি।"

"এ কথাটা আমাকে আগে বললেই পারতেন।"

"বলি নি, ভেবেছিলাম পরে কোন একসময় বলবো।"

এগিয়ে গেলেন তিনি, যজ্ঞেশ্বরের মুখোমুখি দাঁড়ালেন।

"আগেই বলেছি, আমাদের সবার লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য আলাদা," বললেন তিনি, "ঐ টংকাটা দেখা যাবে?"

মেঝেতে বসে পড়লেন তিনি, দেখাদেখি যজ্ঞেশ্বরও বসল। পেছন থেকে ব্যাগটা এনে ভেতর থেকে টংকাগুলো বের করে মেঝের উপর রাখল সাবধানে। এর আগে গুনে দেখেন নি ঠিক মতো, এবার গুনলেন তিনি, আটাশটা টংকা। যজ্ঞেশ্বরের দিকে তাকালেন, ইশারায় একটা টংকা দেখাল যজ্ঞেশ্বর।

মোমবাতির আধো আলোতে টংকাটা মেলে ধরলেন তিনি। এখানেও পদ্ম, তবে গৌতম বুদ্ধের পরিবর্তে নয়জন মানুষ নয়টা পদ্মে বসা। তাদের সবার হাতেই এক ধরনের পুঁথি। লাল আর সবুজ রঙের প্রাধান্য বেশি। পকেট থেকে দেয়াশলাই বের করে ধরালেন তিনি। অল্পসময়ে টংকাটা আরো গভীর মনোযোগে দেখলেন। টংকার একেবারে উপরের দিকে ডান কোনায় সোনালী একটা গোলক চোখে পড়ল। লম্বা একটা দন্ডের উপর বসানো। খুব লক্ষ্য করে না দেখলে বোঝা কঠিন।

"আপনার কি ধারনা যজ্ঞেশ্বরজী," হেসে বললেন তিনি, "এই লোকগুলো এখনো জীবিত? বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে?"

"আমার মতো অনেকেরই ধারনা তারা বেঁচে আছেন, বিপদে আমাদের উদ্ধার করবেন," যজ্ঞেশ্বর বলল, "এছাড়া আপনি যে জায়গার খোঁজ করছেন তেমন জায়গা যদি সত্যি সত্যি থেকে থাকে, তাহলে সেটাই তাদের বাসস্থান হওয়া উচিত।"

কথাগুলোর গভীরতা বোঝার চেষ্টা করলেন তিনি। যজ্ঞেশ্বর খারাপ বলে নি, বেশ যুক্তি আছে। সাম্ভালার মতো জায়গা এঁদের জন্য আদর্শ বাসস্থান হতে পারে।

"এছাড়া ঐ সোনালী গোলকটা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন?" টংকাটা দেখিয়ে বলল যজ্ঞেশ্বর।

"হ্যা।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"সম্ভবত সাম্ভালায় প্রবেশের চিহ্ন ওটা। আপনার কি ধারনা?"

"আমার কোন ধারনা নেই," বলে উঠে পড়লেন তিনি, "এই একটা টংকা ছাড়া বাকি সবগুলো বিনোদ চোপড়ার জন্য থাকবে।"

একটা ছাড়া বাকি টংকাগুলো ব্যাগে গুছিয়ে রাখল যজ্ঞেশ্বর।

"আপনি ঘুমাবেন না, লখানিয়া জী?"

"না," গুম্ফার প্রবেশপথের কাছে চলে এসেছেন তিনি, "আজ রাতে আমার ঘুম আসবে না।"

* * *

এখানে দিন-রাত বলে কিছু নেই, সবসময় অন্ধকার। ভ্যানের পেছনে যেখানে তাকে রাখা হয়েছে সেখানে চোখ বেঁধে রাখার কোন প্রয়োজন নেই, এমনিতেই সেখানে খুব বেশি আলো ঢোকে না। ছোট একটা জানালা দিয়ে যে বাতাস ঢোকে তাতে মাঝে মাঝে দম নিতে কষ্ট হয় তার। এমন বিপদে পড়বেন জানলে হয়তো কখনোই এই ধরনের অভিযানে আসতেন না, কিন্তু যা হওয়ার হয়ে গেছে। এসব নিয়ে চিন্তা করা মানে সময়ের অপচয় করা। এরচেয়ে চিন্তা করা ভালো। গত কিছুদিন ধরে যে ধরনের শারীরিক-মানসিক অত্যাচারের সম্মুখীন হয়েছেন, তাতে সারা জীবন এই দুঃসহ স্মৃতি বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে, যদি জীবন নিয়ে ফিরতে পারেন তো।

আজ অনেকদিন হলো কাপড়-চোপড় বদলানো হয় না, গোসল করার তো প্রশ্নই আসে না। শীতল এলাকা, তাই ঘাম হচ্ছে কম, তবু কেমন অস্বস্তি হয় ডঃ আরেফিনের। একদিনও গোসল ছাড়া থাকতে পারেন না তিনি, অথচ এখানে দিনের পর দিন পানির স্পর্শ পাচ্ছেন না। ডঃ কারসন আর তার দলবল কী করছে কোন ধারনাই নেই। হয়তো এরমধ্যে সাম্ভলায় পৌঁছে গেছেন ওঁরা, কিংবা মরে পড়ে আছেন বরফে চাপা পড়ে, কিংবা ধরা পড়েছেন সাম্ভালার রক্ষকদের কাছে, অনেক কিছুই হতে পারে। তবে এটুকু নিশ্চিত তিনি, তাকে উদ্ধার করার জন্য কেউ আসছে না। এখান থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যা করার নিজেকেই করতে হবে।

ছোট-খাট একটা প্ল্যান করে রেখেছেন তিনি। আজ রাতে সেই প্ল্যান কার্যকর করা যাবে, ব্যাপারটা নির্ভর করছে খাবার নিয়ে আসবে কে তার উপর। দু'জন আসে সাধারনত খাবার নিয়ে, তরুন চাইনীজ অফিসার নিজে, ওর ঐ লোকটা, যার গায়ে বেশ দুর্গন্ধ। দ্বিতীয়জন আসলে প্ল্যানটা কাজে লাগানো একটু হলেও সহজ হতে পারে।

বিকেল না সন্ধ্যা বুঝতে পারছেন না তিনি। ভ্যানের পেছনের দরজা খুলে

www.BanglaBook.org

যাওয়ার আওয়াজ শুনতে পেলেন। এই সময় কারো আসার কথা না। ধীর পায়ে লোকটা হেঁটে এলো তার কাছে। কোন দুর্গন্ধ পেলেন না, এমনকি তরুন চাইনীজ অফিসার যেমন তাড়াহুরা করে আসে, সেভাবেও আসে নি লোকটা। এ নিশ্চয়ই অন্য কেউ।

তার চোখের উপর থেকে একটানা কালো কাপড় খুলে ফেলল লোকটা। কিছুক্ষন চোখে অন্ধকার দেখলেন। সামনে দাঁড়ানো লোকটার পরনে গেরুয়া চোখে পড়ল শুধু। উপরের দিকে তাকিয়ে বুঝলেন এই সেই বৃদ্ধ লামা।

মুখের উপর বাঁধনটা খুলে দিলো বৃদ্ধ লামা। তাকে বেশ সহানুভূতিশীল মনে হলো হঠাৎ করে।

"আপনি?" অবাক কণ্ঠে বললেন ডঃ আরেফিন। "আমি একজন শিক্ষক মানুষ, গবেষনার কাজে এখানে এসছি। এই ধরনের আচরন আপনার মতো একজন বৌদ্ধ লামার কাছে আশা করি নি।"

"উত্তেজিত হবেন না ডঃ আরেফিন," বৃদ্ধ লামা বললেন, বেশ চমৎকার ইংরেজি বলেন বৃদ্ধ। "আপনাকে মুক্ত করে দেবো বলে ঠিক করেছি, তবে সেজন্য আপনাকে একটা কাজ করতে হবে।"

"আপনার শর্ত আমি জানি এবং পরিষ্কার শুনে রাখুন, আমি শিক্ষক, গুপ্তচর নই," দৃঢ় কণ্ঠে বললেন ডঃ আরেফিন।

এবার ভ্যানে আরেকজনকে উঠতে দেখলেন তিনি, সেই তরুন চাইনীজ অফিসার।

"সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না, তাই না স্যার?" বেশ ব্যঙ্গ করে বলল তরুন। "আপনি ওকে আমার হাতে ছেড়ে দিন," বৃদ্ধ লামাকে উদ্দেশ্য করে বলল এবার।

"আমি বৃথা রক্তপাত পছন্দ করি না, তুমি ভালো করেই জানো," ধমকের সুরে বললেন বৃদ্ধ লামা। "ঠিক আগামীকাল সন্ধ্যায় আবার আসবো আমি, তখন রাজি না হলে এই তরুনকে আর ঠেকাতে পারবো না। ওর নৃশংসতার অনেক প্রমান আমি নিজে দেখেছি।"

হাসলেন ডঃ আরেফিন, বেশ মজা পেয়েছেন বৃদ্ধের হুমকিতে।

"ভালো থাকবেন," বললেন ডঃ আরেফিন, "কাল আবার দেখা হবে..." বাকিটুকু শেষ করতে পারলেন না, তরুন অফিসার মুখ আর চোখের উপর শক্ত করে কালো কাপড় দিয়ে বাঁধন দিলো।

একটু পর ভ্যানের পেছনের ডালা বন্ধ হওয়ার শব্দ পেলেন তিনি। ঠিক করে ফেললেন আজ যেই আসুক, প্ল্যান কার্যকর করতে হবেই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩১

দুপুরের পরপর কোদারি গ্রামের কাছাকাছি পৌঁছে গেল ওরা। পথে এক সেকেন্ডের জন্য চোখ বন্ধ করে নি রাশেদ। এতো চমৎকার প্রাকৃতিক পরিবেশ এর আগে শুধু পোস্টার আর ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেলেই চোখে পড়েছে। রাজুর জন্য একটু মায়া হলো, সেই কাঠমুন্ডু পার হওয়ার পর থেকেই ঘুমাচ্ছে, শুধু ঘুমাচ্ছে বলা ঠিক হবে না, রীতিমতো নাক ডাকছে।

কোদারি গ্রাম বেশ ব্যস্ত এলাকা, তিব্বতের সীমান্তবর্তী হওয়ায় এখানে ব্যবসায়ীসহ নানা-দেশের লোকের আগমন ঘটে বেশি। ড্রাইভার এই এলাকা ভালো চেনে, প্রায়ই এখানে আসে যাত্রী নিয়ে। কোদারি গ্রামের সব কিছু তার নখ-দর্পনে। এখানে অন্তত একরাত থেকে সকালে সীমান্ত পার হওয়ার প্ল্যান রাশেদের। রাজু ঘুম থেকে উঠেছে একটু আগে। এখানে কোন হোটেল নেই, থাকার ব্যবস্থা কী জিজ্ঞেস করতেই মাথা নাড়িয়ে ইশারা করলো ড্রাইভার, যার মানে দাঁড়ায়, কুছ পরোয়া নেহি।

লাগেজ নিয়ে ট্যাক্সি থেকে নামল রাশেদ, রাজু এখনো চোখ কচলাচ্ছে, তার ঘুম পুরোপুরি কাটে নি। ট্যাক্সিটা খালি একটা জায়গায় রেখে সামনে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ড্রাইভার। এতোটা সময় একটা কথাও বলে নি ছেলেটা। বয়স তাদের সমানই হবে, ভাবল রাশেদ। কিন্তু এতো চুপচাপ মানুষ হয় কি করে?

বিনা দ্বিধায় ছেলেটার পেছন পেছন হেঁটে চমৎকার একটা বাড়ির সামনে হাজির হলো ওরা। এই ধরনের গ্রামে এমন বাড়ি বেমানান। ইট-পাথরে তৈরি দোতলা বাড়িটা সাধারনত বড় শহরগুলোর দামী এলাকায় দেখা যায়। বিশাল জায়গা নিয়ে সাদা বাড়িটা, চারদিক পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। গেটে একজন দাড়োয়ান বসে ঝিমুচ্ছিল।

ড্রাইভার ছেলেটা দাড়োয়ানের গায়ে হাল্কা টোকা দিতে ধড়ফড় করে উঠে পড়ল বেচারা, কাঁচা ঘুম থেকে উঠেছে, তাই সামনে অচেনা কয়েকজনকে দেখে ভড়কে গেছে দাড়োয়ান।

ড্রাইভার ছেলেটাকে চিনতে পেরে মুখে হাসি ফুটল দাড়োয়ানের। সাংকেতিক ভাষায় কিছু তথ্য আদান-প্রদান হলো দু'জনের মাঝে। কিছুক্ষণের মধ্যে ছোট গেট দিয়ে বাড়িটায় প্রবেশ করল রাশেদ আর রাজু। ড্রাইভার ছেলেটাও আসছে পেছন পেছন।

"ঘটনা কী রাজু? এই ছেলেটাকে বিশ্বাস করা যায়?" প্রায় ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল রাশেদ, রাজু তার পাশাপাশি হাঁটছে।

বাড়িটার সামনে বেশ চমৎকার একটা বাগান, সেখানে চমৎকার সব ফুল ফুটে আছে। বাগানের বুক চিরে সরু রাস্তাটা মিশেছে বাড়ির সিঁড়ির সাথে, সিঁড়ি পাড়

www.BanglaBook.org

হয়ে কাঠের তৈরি বড় একটা দরজা চোখে পড়ল রাশেদের।

হাঁটিতে হাঁটিতে কিছুটা অন্যমনস্ক ছিল রাজু।

"ঘটনা কিছু না, এই বাড়ির দাড়োয়ানকে ম্যানেজ করে এখানে প্রায়ই টুরিস্ট নিয়ে আসে চরনদাস ।"

"ছেলেটার নাম চরনদাস ? কিভাবে জানলি?"

"ওর বুকে লাগানো ব্যাজটা লক্ষ্য করলেই বুঝতি। আরেকটা কথা, আমার মনে হয় তুই ধরতে পারিস নি ব্যাপারটা?"

"কি সেটা?"

"চরনদাস বোবা," বলল রাজু, চরনদাসের দিকে তাকাল। বেশ তৎপর একটা ছেলে, এর উপর ভরসা রাখা যায়। যে ধরনের ঝুঁকি নিয়ে সেই কাঠমুন্ডু থেকে কোদারি গ্রামে নিয়ে এসেছে তা এক কথায় অবিশ্বাস্য।ড্রাইভিং হুইল নিয়ে রীতিমতো যাদু দেখিয়েছে। এই ছেলেটা এতো ভালো না চালালে হয়তো এতোক্ষনে আকরব আলী মৃধার হাতে ধরা পড়তে হতো। লোকটার মতলব যে মোটেই ভালো না তা বলাবাহুল্য।

দাড়োয়ানের কাছ থেকে চাবি নিয়েছিল চরনদাস, দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে ইশারায় রাশেদ আর রাজুকে ডাকল। ভেতরে ঢুকে অবাক হলো রাশেদ, গ্রাম এলাকায় এমন চমৎকার বাড়ি থাকার কথা কল্পনাও করা যায় না, একতলায় নীচের অংশটা ড্রইং রুমের মতো, এক পাশ দিয়ে বাঁকানো সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলার দিকে। উপরে সিলিং-এ চমৎকার ঝাড়বাতি ঝুলছে। তবে আলোর সরবরাহ কম, প্রায় সব জানালাই বন্ধ, এটাই হয়তো কারন। লোকজন এখানে তেমন কেউ আসে না তা ছড়ানো ছিটানো আসবাবপত্রের উপর ধুলোর আস্তরন দেখেই বোঝা যাচ্ছে। চরনদাসের দেখাদেখি দোতলায় উঠে গেল রাশেদ, রাজু আছে পেছনে। সে বারবার এদিক-সেদিক তাকাচ্ছে।

"চরনদাস আমাদের এখানে নিয়ে এলো কেন?" ফিসফিস করে বলল রাশেদ।

"আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম কোদারি গ্রামে থাকার ব্যবস্থা কী, চরনদাস আশ্বস্ত করেছিল থাকার ব্যবস্থা করে দেবে," রাজু বলল।

"এই কথাগুলো কখন হলো তোদের মধ্যে!" অবাক হয়ে বলল রাশেদ, "এছাড়া চরনদাস তো কথাই বলতে জানে না।"

"বোবাদের সাথে কথা বলার জন্য সাইন ল্যাংগুয়েজ জানা আছে আমার," হেসে বলল রাজু, "সেই কাঠমুন্ডুতে ভাড়া করার সময়ই ওর সাথে আমার এসব আলোচনা হয়েছে, এর জন্য ওকে কিছু বেশি টাকা দিতে হবে আমাদের।"

অবাক হলো রাশেদ, দূর থেকে তখন রাজুর হাতের নাড়াচাড়া দেখেছিল মনে পড়ে, সেটা যে বোবাদের সাইনিং ল্যাংগুয়েজ তা মাথায় আসে নি।

দোতলাও অন্ধকার। পাশাপাশি কয়েকটা রুম চোখে পড়ল, সব তালাবন্ধ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একেবারে ডান দিকের একটা কামরার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে চরনদাস । এই রুমটাই আজকের দিনের জন্য তাদের আবাসস্থল হতে যাচ্ছে বুঝতে পারল রাশেদ ।

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল চরনদাস, একটু পর তার পেছন পেছন ঢুকল রাশেদ আর রাজু ।

রুমটা দেখে দু'জনেই মোটামুটি অভিভূত । রীতিমতো ফাইভ স্টার হোটেলের রুম না হলেও তার সমকক্ষ বলা যাবে রুমটাকে। ঝকঝকে তকতকে করে সাজানো সব আসবাবপত্র, টিভি, এয়ারকুলার, একপাশে ফ্রিজার, সুন্দর-চেয়ার টেবিল । সবচেয়ে পছন্দ হলো পরিপাটি দু'টো বিছানা, পাশাপাশি বিছানো, সাদা চাদর পাতা, বালিশগুলো দেখেই মনে হলো নরম-তুলতুলে ।

"এতো রাজকীয় ব্যবস্থা!" কোনমতে বলল রাশেদ, চাপা স্বরে ।

"থাকলাম না হয় একদিন রাজার হালে, কিন্তু..." রাজু বলল, চরনদাসের দিকে তাকিয়ে পেটের দিকে হাত ইশারা করল, "এখন পেট ঠান্ডা করার ব্যবস্থা করতে হবে, কি বলিস?"

ব্যাগ দু'টো একপাশে রেখে বিছানায় বসল রাশেদ, গত রাত থেকে ঠিকমতো ঘুম হয় নি, আজ ঘুমাতে হবে ভালো করে । জানালাগুলো বন্ধ ছিল, উঠে দিয়ে খুলে দিলো রাশেদ, বাইরের সূর্য্যের আলো এসে পড়ল রুমে । রোদে ঝাঝ নেই, বিকেল হয়ে এসেছে । হাত ঘড়ির দিকে তাকাল, একটু পর সন্ধ্যা নামবে এই এলাকায় । খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করাটাই আপাতত জরুরী কাজ ।

চরনদাসের হাতে কিছু টাকা দিয়ে বিদায় দিল রাজু । পাশের বিছানায় বসল । তাকে বেশ উৎফুল্ল মনে হচ্ছে ।

"এই এলাকাটা একটু ঘুরে দেখা দরকার," রাজু বলল, "কোন ক্লু পাওয়া যেতে পারে ডঃ আরেফিনের, কি বলিস?"

"আমার মন বলছে ডঃ আরেফিন এই এলাকায় নেই, তাকে তিব্বতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে," রাশেদ বলল । বিছানায় হেলান দিয়ে বসেছে,, ঘুমে চোখ লেগে আসছে তার ।

"এই ধারনার কারন কী?"

"তেমন কোন কারন নেই । উনার গন্তব্য ছিল তিব্বত, তাই মনে হলো," হাই তুলল রাশেদ, "তবু কাল এই লোকালয়টা একবার ঘুরে দেখা দরকার, তিনি যেহেতু দলবল নিয়ে এসেছিলেন, কোথাও না কোথাও খবর পাওয়া যাবে ।"

"হুমম..." কথা শেষ করতে পারল না রাজু ।

"খাবার এলে আমাকে ডাকিস," বালিশে মাথা ঠেকাল রাশেদ, "ঘুমাবো এখন ।"

রাশেদের দিকে তাকাল রাজু । বোঝাই যাচ্ছে এখন যাই বলুক না কেন, মাথায় ঢুকবে না রাশেদের । ক্লান্ত রাশেদ চোখ বোজা মাত্রই ঘুমিয়ে পড়েছে ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩২

বার্লিন পতন সমাগত। চারদিক ঘিরে রেখেছে সোভিয়েত বাহিনী। এখানে সেখানে এখনো প্রতিরোধ চালানোর চেষ্টা করছে হিটলারের নাৎসি বাহিনী। কিন্তু তারাও যেন বুঝতে পারছে আর বেশিক্ষন ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। যে কোন সময় তাদের বুকের উপর সোভিয়েত বুটের ছাপ পড়তে যাচ্ছে।

পথে ঘাটে লোকজন নেই তেমন একটা। বেশিরভাগ লোক আগেই পালিয়েছে শহর ছেড়ে। সন্ধ্যার পর ভূতুড়ে শহর মনে হয়। ব্ল্যাক আউটে সাহসী কয়েকজন বেরিয়ে এসে দৈনন্দিন খাবার-দাবার যোগাড়ের চেষ্টা করে, মনে মনে হিটলারকে শাপ-শাপান্ত করে এমন লোকেরও অভাব নেই। আবার অনেকে আছে যারা ভাবছে এটা সাময়িক। সম্মিলত বাহিনীকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবেন হিটলার, শুধু সঠিক সময়ের অপেক্ষা করছেন।

এখনো যারা এমনটা ভাবে তাদের মধ্যে মাথিল্ডা হোসেনহফ নেই। ছোট একটা ফ্ল্যাটে ছোট রেনল্ডকে নিয়ে অপেক্ষায় দিন যায় তার। কার্ল নিখোঁজ গত কয়েকবছর ধরে। রেনল্ডের জন্মের আগে শেষ দেখা হয়েছিল কার্লের সাথে, বলেছিল খুব শিগগিরি ফিরবে, তিব্বতে যাচ্ছে, বিশেষ অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে। কার্ল ফিরে আসে নি, ফিরে আসবে বলে মনেও হয় না। নাৎসি বাহিনী থেকে পাওয়া কিছু ভাতায় দিন-যাপন হলেও তাকে বেঁচে থাকা বলে না। একটা লন্ড্রিতে কাজ করে যা সামান্য রোজগার হতো গত কিছুদিন ব্যপক সোভিয়েত গোলাবর্ষনে সেটাও বন্ধ। সন্ধ্যার মিইয়ে যাওয়া আলোতে আশার কোন চিহ্ন চোখে পড়ে না মাথিল্ডার। রেনল্ডের জন্য বুক ফেটে যায় তার, চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি ঝরে পড়ে। সে না থাকলে কিভাবে বাঁচবে রেনল্ড, কে ওর দেখাশোনা করবে? আত্মীয়-স্বজন তেমন কেউ নেই তার, আর এই দূর্দিনে আরেকটা মুখে খাবার জোগাড়ের দায়িত্ব কেউ নেবে না। দম আটকে আসে মাথিল্ডার, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়।

সন্ধ্যার পরপর রেশনের দোকানে যে লাইন পড়ে সবসময় তার পেছনে স্থান হয় মাথিল্ডার। ধাক্কা-ধাক্কি, মারামারির পর যেটুকু জোটে তাতে ক্ষুধা মেটে না, রেনল্ডকে খাইয়ে তাই প্রায়ই অভুক্ত থাকতে হয় মাথিল্ডাকে। শুকিয়ে কংকালসার হয়ে গেছে সে, আয়নায় নিজেকে দেখতে ইচ্ছে করে না, তার সোনালী চুল তাম্রবর্ন ধারন করেছে, নীল চোখ হয়েছে ধুসর। খুব বেশি দিন বাঁচার সম্ভাবনা নেই মনে হয়, প্রায়ই কাশির সাথে রক্ত যায়।

আজ বেরুনোর সময় ছোট রেনল্ডকে সাথে নিলো মাথিল্ডা। সন্ধ্যা হয়ে গেছে বেশ অনেকক্ষন হলো, বাইরে স্ট্রিটল্যাম্পগুলো জ্বলছে, কিন্তু মানুষজন নেই খুব একটা। আজ রেশন বন্ধ। একটু দূরে কার্লের এক বন্ধু থাকে, ওর কাছে কিছু

www.BanglaBook.org

টাকা যদি পাওয়া যায় তাহলে অন্তত রাতটা না খেয়ে কাটাতে হতো না। অন্যসময় রেনল্ডকে একা রেখেই বের হয় মাথিল্ডা, কিন্তু আজ মন টানছিল না। ছেলেটা বাসায় একা একা থেকে কেমন যেন হয়ে গেছে। শিশুসুলভ কোন আচরন ওর মধ্যে দেখতে পায় না মাথিল্ডা। এই বয়সেই যেন জীবনের ক্রুর চেহারা দেখে ফেলেছে, আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে সবকিছুতে।

"তুমি কি চকলেট খাবে, রেনল্ড?" ছেলেকে প্রশ্ন করে মাথিল্ডা।

চকলেটের কথা শুনে চোখ দু'টো ক্ষনিকের জন্য উজ্জ্বল হয়, তারপর আবার নিজের বিষন্নতায় ফিরে যায় ছোট্ট রেনল্ড।

রাতের আকাশ ছিড়ে বিদ্যুৎ চমকের মতো গোলাগুলির শব্দ ভেসে আসে। মে মাসের শেষের দিনগুলোতে আক্রমনের মাত্রা যেন বহুগুনে বেড়ে গেছে। ছেলেকে কোলে নিয়ে ফুটপাত ধরে দৌড়াতে থাকে মাথিল্ডা। অসুস্থ শরীর হওয়াতে ছোট্ট রেনল্ডের ওজন বহন করতেও তার কষ্ট হয়। কিন্তুযে ধরনের গোলাগুলি শুরু হয়েছে তাতে মনে হচ্ছে মিত্র বাহিনীর অবস্থান খুব কাছেই।

আরো দুই ব্লক পর কার্লের বন্ধুর বাসা। লোকটা ভালো, মিশুক। কোন ধরনের ঝামেলায় যায় নি কোনদিন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে বাসা থেকে বের হওয়া প্রায় বন্ধই করে দিয়েছে। আর এখন বার্লিন যখন পতনের সম্মুখীন এই লোককে বাসায় না পাওয়ার কোন কারনই নেই। কার্ল প্রায়ই বলতো ভীতুর ডিম তার বন্ধু বরিস। এখন মনে হয় ভীতুর ডিম হওয়াই ভালো, তাতে অন্তত প্রানটা বাঁচে।

হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে মাথিল্ডা। আরো একটা ব্লক পার হয়েই বুঝলো ভুল হয়ে গেছে। শহরের এই প্রান্ত মিত্র বাহিনী মোটামুটি দখল করে নিয়েছে। ঠিকঠাক রেডিও শুনলে এই ভুল হয়তো হতো না। কিন্তু ভুল তো ভুলই। তার মাশুল দিতে হলো প্রায় সাথে সাথেই।

বুলেট বিদ্ধ হলে কেমন লাগে সেই ধারনা ছিল না মাথিল্ডার। তাই কিছুক্ষন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর অবাক হয়ে তাকাল লাল হয়ে যাওয়া বুকের দিকে। হাত দিয়ে দেখল, হ্যা, রক্তই। ভিজিয়ে দিচ্ছে পুরো শরীর। বা হাতে রেনল্ডকে ধরা ছিল। ছেলেটা অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মায়ের দিকে। বোঝার চেষ্টা করছে কী হয়েছে। মাথিল্ডা বসে পড়ল। ছেলের হাত ধরে কাছে টানার চেষ্টা করল, পারল না। তার শরীর অবশ হয়ে যাচ্ছে। এটাই কি মৃত্যু?

মা'কে টেনে তোলার আপ্রান চেষ্টা করল রেনল্ড, পারলো না। চিৎকার করার চেষ্টা করল, কিন্তু গলা দিয়ে কোন আওয়াজ বের হলো না। তার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে, কিন্তু কাঁদছে না সে। মাথিল্ডার চোখ বন্ধ হয়ে গেল, প্রানহীন দেহটা পড়ে রইল পথের ধারে।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে রেনল্ড। গোলাগুলির শব্দ আরো বাড়ছে।

www.BanglaBook.org

রিটল্যাম্পগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে একের পর এক। গভীর অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। কাঁপছে রেনল্ড। অন্ধকারের মধ্যেই দেখল একদল লোক এগিয়ে আসছে, হাতে অস্ত্র, পেছনে ট্যাঙ্কের সারি।

স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে আছে রেনল্ড। মায়ের দিকে তাকাচ্ছে, তার মনে হচ্ছে যে কোন সময় গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়বে মাথিল্ডা। তাকে কোলে নিয়ে গিয়ে চকলেট কিনে দেবে।

"তোমার নাম কি বাছা?" ভাঙা ভাঙা জার্মানে একজন লোক বলল, লোকটা তার সামনে হাঁটু মুড়ে বসেছে। চোখের কোনে পানি চিকচিক করছে। হাতের অস্ত্রটা পেছন দিকে সরিয়ে রেখেছে যাতে তার চোখে না পড়ে।

উত্তর দিলো না রেনল্ড। এমনিতেই কথা বলতে ভালো লাগে না তার। তার উপর চারপাশে অসহ্য শব্দ।

"তুমি আমার সাথে যাবে?"

এবারো নিশ্চুপ রেনল্ড। হাত দিয়ে দূরে নিজের বাসা দেখাল।

"ঐখানে তোমার বাবা আছেন?"

না-সূচক মাথা নাড়ল রেনল্ড, বাবাকে সে কখনো দেখে নি। তবে ছবিতে দেখা বাবার সাথে এই লোকটার চেহারার বেশ মিল আছে।

"তুমি আমার সাথে যাবে?"

হ্যা-সূচক মাথা নাড়ল রেনল্ড। লোকটা কোলে তুলে নিলো রেনল্ডকে।

আশপাশের বাকি সৈনিকেরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখছিল। সিনিয়র একজন এগিয়ে এলো।

"এটা যুদ্ধক্ষেত্র নিকোলাস, দয়া দেখানোর জায়গা না," বেশ কর্কশ সুরে বলল লোকটা।

কোল থেকে রেনল্ডকে নামালো না নিকোলাস।

"আমি ওকে একটু নিরাপদ দূরত্বে রেখে আসবো শুধু," নিকোলাস বলল, "ওর মা আমাদের গুলিতেই মারা গেছে মাত্র।"

"এমন অনেক মাতৃহারা শিশু রাশিয়ার পথে পথে ঘুরছে," সিনিয়র বললেন। "ঐ ঝোপের পেছনে লুকিয়ে আসো। আমরা ফিরে আসা পর্যন্ত যদি বেঁচে থাকে, তাহলে ও তোমার।"

রেনল্ডকে কোলে নিয়ে ছুটল নিকোলাস। যুদ্ধ এখনো থামে নি। গোলাগুলি চলছে চরমমাত্রায়। বড় একটা ঝোপের আড়ালে রেনল্ডকে দাঁড় করালো নিকোলাস।

"লক্ষী ছেলের মতো এখানে থাকবে, এক পা নড়বে না, কথা দাও" রেনল্ডের দুই হাত ধরে বলল নিকোলাস, "আমি তোমার জন্য অনেক চকলেট নিয়ে আসবো। ।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তার জার্মান উচ্চারন ভাঙা ভাঙা হলেও বুঝতে অসুবিধা হয় নি রেনল্ডের। সে অপেক্ষা করেছিল সেখানে চুপচাপ। টানা আঠারোঘন্টা।

কতোদিন আগের কথা, অথচ ঐ বয়সের এই কয়েকটা দিন স্মৃতি থেকে মুছে ফেলতে পারে নি সময়। নিকোলাস এসেছিল, পরদিন দুপুরে, অবাক হয়ে দেখেছিল ছোট্ট ছেলেটা ঠিক অপেক্ষা করছে তার জন্য। হাত ভরা চকলেট ছিল নিকোলাসের, রেনল্ডকে বুকে টেনে নিয়েছিল।

জার্মানী ছেড়ে তার প্রাথমিক আশ্রয় হয়েছিল মস্কোতে। সেখানে কিছুদিন থেকে রেনল্ডকে সাথে নিয়ে নিকোলাস পাড়ি জমায় আমেরিকায়। বিয়ে করে মেরি কারসন নামে এক আইরিশ মহিলাকে। রেনল্ডের নাম তখন বদলে রাখা হয় নিকোলাস কারসন। নিকোলাস কারসন নামে পরিচিত হয়ে উঠলে রেনল্ড। সেই নাম এক সময় বিখ্যাত হলো পৃথিবীময়, প্রত্নতত্ত্বে তিনি অর্জন করলেন ডক্টরেট ডিগ্রি, তাকে গুরু মানে পৃথিবীর অনেকেই। হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান। ঘুরে বেড়ান দেশ থেকে দেশে। তার আসল জার্মান পরিচয় রয়ে গেল সকলের অগোচরে। বড় হয়ে একসময় নিজের আসল পরিচয় খুঁজে বের করলেন তিনি। বাবাকে দেখেন নি, মা'কেও মনে পড়ে না, শুধু ঝাপসা একটা চেহারা চোখে ভাসে। যেদিন জানতে পেরেছেন আসল পরিচয় সেদিন থেকেই মনে প্রানে তিনি একজন জার্মান। তার জন্মদাতা পিতা যে কাজ অসমাপ্ত রেখে গিয়েছিল এই শেষ বয়সে এসে অন্তত তা সম্পন্ন করার একটা চেষ্টা করতে চান। সেই লক্ষ্যের অনেক কাছাকাছি এসে গেছেন বলা যায়। কিন্তু লক্ষ্যে না পৌঁছান পর্যন্ত কোনভাবেই স্থির হতে পারছেন না তিনি। আজও অস্থির লাগছিল। এছাড়া বিগত কয়েক দশক ধরে থুল সোসাইটিকে নিয়ে কাজ করছেন তিনি। জন্মস্থান জার্মানীতেই থুল সোসাইটি বিলুপ্তপ্রায় একটি সংগঠন। সেই সোসাইটিকে গত কয়েকদশকে ভালো একটি অবস্থানে নিয়ে এসেছেন। জার্মান জাতি আগের তুলনায় এখন অনেক সুসংহত, আর্থিক কিংবা সামরিক দু'দিক দিয়েই। নিজেদের শ্রেষ্ঠতর প্রমানের যে বাসনা হিটলারের ছিল, সেই বাসনা এখনো অনেক জার্মানের মনে সুপ্ত অবস্থায় আছে। তাকে বিকশিত করে নিজেদের শ্রেষ্ঠতর জাতিসত্ত্বা হিসেবে আবারও পরিচয় করিয়ে দিতে চায় থুল সোসাইটি। হিটলার আর তার সাঙ্গপাঙ্গ থুল সোসাইটির ধ্যান-ধারনার উপর ভিত্তি করে যে নাৎসি পার্টি প্রতিষ্ঠা করেছিল, তার প্রয়োগ ছিল অতি মারাত্মক। একটি বিশ্বযুদ্ধ আর কয়েক মিলিয়ন মানুষের মৃত্যুই তার প্রমান। থুল সোসাইটি সরাসরি যুদ্ধে বিশ্বাস করে না, তারা যুক্তি, তর্কে বিশ্বাসে আগ্রহী। এই সংগঠনের একজন প্রানপুরুষ বলা হয় তাকে, যদিও বেশিরভাগ মানুষের কাছেই নিজের এই পরিচয় লুকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছেন তিনি।

সুরেশকে পাঠিয়েছেন কয়েকজন লোক যোগাড় করতে। লোকজন নিয়ে না

www.BanglaBook.org

আলো পর্যন্ত চুপচাপ বসে থাকতে হবে এই তাঁবুতেই। যে কোন সময় অবশ্য সন্দীপ আর লতিকা চলে আসবে। ছোট্ট তাঁবুতে তিনজনের জায়গা হবে কি না আগে ভাবেন নি। তাই বের হয়ে এলেন সাথে সাথে।

বাইরে এসে সন্দীপকে দেখতে পেলেন। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, বিড়বিড় করে কি যেন বলছে। এগিয়ে গেলেন তিনি সন্দীপের কাছে।

"কি খবর সন্দীপ? কিছু ভাবছেন?"

তার প্রশ্নে সংবিত ফিরে পেল সন্দীপ। মনে হচ্ছে বেশ অনেকক্ষন ধরেই এখানে একা দাঁড়ানো সে।

"না, কিছু ভাবছি না," হেসে বলল সন্দীপ।

"লতিকা কোথায়?"

"বের হয় নি, তাঁবুতেই আছে।"

রান্না করার জন্য সুরেশ যে আগুন জ্বালিয়েছিল তা এখন নিভে গেছে প্রায়, অবশ্য জ্বলন্ত কয়লায় ফুঁ দিলেই আবার জ্বলে উঠবে। আগুনের পাশে সকালে যেখানে বসেছিলেন সেখানেই বসলেন ডঃ কারসন, ইশারায় সন্দীপকে পাশে বসতে বললেন তিনি। বাধ্য ছেলের মতো চুপচাপ বসল সন্দীপ।

লতিকা বের হয়ে এলো এই সময়।

"ডঃ কারসন, আপনি জানেন কি না জানি না, একসময়..." কথা বলতে বলতে থেমে গেল সন্দীপ, লতিকাকে দেখে।

"বলুন, কি বলছিলেন।"

"থাক, অন্যসময় বলবো," বলে উঠে চলে গেল সন্দীপ, লতিকাকে পাশ কাটিয়ে।

"লতিকা," ডাকলেন ডঃ কারসন, "এখানে এসো।"

লতিকা আসছে, ট্রাউজার, সোয়েটার পরনে মেয়েটাকে বেশ সুন্দর মানিয়েছে। তবে চেহারায় অদ্ভুত বিষন্নতা লক্ষ্য করলেন ডঃ কারসন। সন্দীপের সাথে লতিকার কিংবা প্রফেসর সুব্রামানিয়ামের কোন একটা ঝামেলা আছে। সুরেশ না আসা পর্যন্ত আজ হাতে কিছুটা সময় আছে। এই বিষয়গুলো জানা দরকার। সামনের দিনগুলোতে পরস্পরের উপর বিশ্বাস খুব গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা পালন করবে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৩

বেশি সঙ্গিসাথীর দরকার নেই, শুধু সোহেল আর আহমদ কবিরকে সাথে নিয়ে রওনা হয়েছেন আকবর আলী মৃধা। সামান্য একটুর জন্য শিকার ছুটে গেছে তার। তবে যেখানেই থাকুক, যতোদূরেই যাক, নিস্তার পেতে দেবেন না তিনি বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন, মহান লুসিফারের নামে প্রতিজ্ঞা। গত দুই বছর জেলে থেকে বুঝেছেন রাশেদের কারনে ঠিক কতোটা পিছিয়ে পড়েছেন তিনি। বেশ ভালো একটা দল তৈরি হয়ে গিয়েছিল যারা তার হুকুমে যে কোন করতে রাজি ছিল। জেলখানায় কাটানো সময়গুলোতে বাইরে তৈরি করা সেই দল ভেঙে গেছে। বেশিরভাগ শিষ্যই পুরানো পেশা আর নেশায় ফিরে গেছে। ওদের ফিরে পাওয়ার আশা বৃথা। বাংলাদেশে ঢুকতে গেলেই আবার জেলে যেতে হতে পারে। সেই ঝুঁকি নেয়ার মতো সময় আসে নি।

হুড-খোলা একটা জিপ ভাড়া নিয়েছেন। সামনে সোহেল বসেছে, পেছনে আহমদ কবিরের সাথে বসেছেন আকবর আলী মৃধা। একের পর এক সিগারেট টেনে যাচ্ছেন তিনি। রাশেদের এতো দূর দেশে আসার কারন জানা বেশ জরুরি তার জন্য। বিশেষ করে তিব্বতের দিকে রওনা দেয়ার কী কারন থাকতে পারে তা মাথায় আসছে না। বড় কোন পর্বতচূড়ায় উঠতে চাইলে অবশ্যই ওদের সাথে শেরপা থাকতো। ন্যূনতম একটা প্রশিক্ষন নেয়ার ব্যাপার থাকতো। কিন্তু নেপালে আসার পর থেকে সে ধরনের কোন কার্যকলাপ চোখে পড়ে নি কারো। শুধুমাত্র দেশ ভ্রমনের জন্য নেপাল- তিব্বত ঘুরে বেড়াচ্ছে, এটাও ঠিক স্বাভাবিক নয়।

তিব্বতে যাওয়ার হাইওয়ে একটাই, এই পথে রাশেদ গেছে বেশিক্ষন হয় নি। এর আগে কখনো নেপালে আসা হয় নি তার, ভালোই লাগছিল চারপাশের প্রকৃতি। অবশ্য মনে খচখচানি নিয়ে প্রকৃতি দেখে মজা পাওয়া যায় না। আহমদ কবিরের দিকে তাকালেন, এই বুড়ো ভামের জন্যই যতো সমস্যা। তিব্বতে যাওয়ার স্পেশাল পাসের ব্যবস্থা করে দেয়ার জন্য সাহায্য চেয়েছিল রাশেদ আর বোকা গাধাঁটা একেবারে সত্যিকারের পাসই এনে দিয়েছে ওদের। বিশ্বাসযোগ্যতা আনার জন্যই নাকি কাজটা করেছে আহমদ কবির। একেবারে গর্দভ মানুষ, ভাবলেন আকবর আলী মৃধা। সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে, তার লম্বা চুল উড়ছে হাওয়ায়।

রাশেদকে শাস্তি দেয়ার যে আইডিয়াটা ঠিক করেছেন তা বেশ চমৎকার, অন্য কেউ শুনলে হয়তো ভয়াবহ বলতে পারে, কিংবা তার মস্তিষ্কের সুস্থতা নিয়ে প্রশ্ন তুলবে, কিন্তু আইডিয়াটা তার কাছে বেশ ভালো লেগেছে। যিশুকে যেমন ক্রুশ বিদ্ধ করে মারা হয়েছিল, রাশেদকেও সেভাবে মারবেন তিনি। মহান লুসিফারের কসম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আর কতোদূর সোহেল?" জিজ্ঞেস করলেন সোহেলকে।

ড্রাইভারের দিকে তাকাল সোহেল, সে আসলে জানে না তিব্বত সীমান্ত কতোদূরে, কিংবা কতো সময় লাগবে।

"আর ঘন্টা দু'য়েক লাগবে," আহমদ কবির উত্তর দিলো।

"তিব্বতে যদি যেতে হয় পাসের ব্যবস্থা আছে?"

"জি, না।"

"খুব ভালো, আমাদের পাস নেই, অথচ তুমি রাশেদ আর ওর বন্ধুকে পাস করে দিয়েছো!"

"আসলে..."

"বাদ দাও, রাশেদের দায়িত্ব আমার, ওর বন্ধুকে তুমি সাবাড় করতে পারবে না?" আহমদ কবিরের উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করলেন আকবর আলী মৃধা।

সোহেলকে মোটেও অপ্রস্তুত মনে হলো না, এই ধরনের কাজের দায়িত্ব সাধারনত তার উপরই ছেড়ে দেন ওস্তাদ, এবার হয়তো আহমদ কবিরকে কাজ দিয়ে দেখতে চাইছেন।

"পারবো," দৃঢ়তার সাথে উত্তর দিলো আহমদ কবির।

"ঠিক আছে, দেখা যাবে। না পারলে কি হবে সেটা নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না।"

আকবর আলী মৃধার কথায় প্রছন্ন হুমকির সুর টের পেল আহমদ কবির।

"আমি পারবো।"

আঁকা-বাঁকা পথে এগিয়ে চলেছে জিপটা। আবহাওয়া ক্রমে শীতল হয়ে আসছে, এই শীতলতার মাঝেও আহমদ কবিরের কপালে ঘাম জমতে দেখা গেল।

"আজ রাতটা থেকে কাল যেকোন সময় তিব্বত সীমান্ত পার হবো আমরা," ঘাড় ঘুরিয়ে বলল সোহেল।

"আজ রাতেই ওদের খুঁজে বের করতে হবে। তিব্বত পর্যন্ত যাওয়ার ঝামেলা করা যাবে না," বললেন আকবর আলী মৃধা।

"জি, ঠিক আছে," সোহেল বলল, "তারপরও যদি তিব্বত যেতে হয় সে ব্যবস্থা করা আছে। কিছু স্মাগলারের সাথে পরিচয় আছে, ওরা সীমান্ত পার করে দিতে পারবে বলেছে।"

"এই তো বুদ্ধিমানের মতো কাজ," হাসলেন আকবর আলী মৃধা।

গত কয়েকদিনে এই প্রথম আকবর আলী মৃধার মুখে হাসি দেখল সোহেল। বেশ ভালো লাগছিল তার, এই লোকটাকে সে নিজের জন্মদাতার চেয়েও বেশি মানে। প্রয়োজনে ওঁর জন্য জীবন পর্যন্ত দিতে দ্বিধা করবে না সে। রাশেদকে নিজ হাতে তুলে দেবে ওস্তাদের কাছে, নিজের কাছেই সে এ ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৪

সন্ধ্যার পরপর ঘুম ভাঙল রাশেদের। বিছানায় বসে চারদিকে তাকাল, মনে হচ্ছিল কোন স্বপ্ন দেখছে সে, ঘুম ভাঙলে দেখবে গ্রামের বাড়িতে তার নিজের বিছানায় শোয়া অবস্থায়। কিন্তু এটা স্বপ্ন নয়, বাস্তব। রুমে এখন কেউ নেই। রাজু বাইরে থেকে ফেরে নি এখনো। ফিরলে একটানা এতোক্ষন ঘুমাতে দিতো না, ঠিকই ধাক্কা দিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে দিতো। এখানে ঐ ট্যাক্সি ড্রাইভার চরনদাস ছাড়া আর কাউকে চেনার কথা না রাজুর, কিন্তু কারো সাথে বন্ধুত্ব করতে পনেরো মিনিটের বেশি লাগে না ওর।

রাজু না থাকাতে রুমটা আরো ফাঁকা লাগছে। কোথাও কোন শব্দ নেই, জানালা খুলে বাইরে তাকাল রাশেদ। চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার, মনে হয় সন্ধ্যার পর পর এই এলাকার লোকজন কমই বের হয় ঘর থেকে। প্রচন্ড শীতে কাঁপন ধরে যাচ্ছে। খুব বেশি শীতের কাপড় আনা হয় নি, এটাই সমস্যা। রাজু অনেক এনেছে সাথে করে, মনে হচ্ছে রাজুর কাছেই কিছু গরম কাপড় চাইতে হবে। দু'জনের আকার-আকৃতি কাছাকাছি, একজনেরটা আরেকজন পড়লে কোন সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

বিছানায় বসে বসে আগামীকালের প্ল্যান-প্রোগ্রাম করতে চাইল রাশেদ। মাথায় কিছুই আসছে না, তবে অন্তত আফরোজা আরেফিনকে জানিয়ে রাখা ভালো তাদের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে। সীমান্তবর্তী এই এলাকা অতি সম্প্রতি মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় এসেছে, তা না হলে খবর দেয়া কঠিন হতো।

মোবাইল ফোন হাতে নিয়ে ডায়াল করলো বাংলাদেশের নাম্বারে, মনে হচ্ছে ফোন হাতে নিয়েই বসে ছিলেন আফরোজা আরেফিন, কল রিসিভ করতে দেরি করলেন না।

"হ্যালো, তোমরা কোথায়?" ওপাশ থেকে উদ্বিগ্ন গলায় প্রশ্ন শুনতে পেল রাশেদ।

"আমরা তিব্বত সীমান্তের কাছে, আগামীকাল সম্ভবত তিব্বতে ঢুকবো।"

"কোন খোঁজ খবর?"

"এখনো কোন খবর পাই নি, কাল আপনাকে কল করে জানাবো।"

"আচ্ছা," ওপাশের কন্ঠস্বরটা হতাশ শোনালো রাশেদের কাছে।

"রাখি তাহলে," বলে ফোন কেটে দিল রাশেদ।

রাজু ঢুকল এই সময়। তাকে বেশ উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। হাতে কাগজের প্যাকেট।

"তোর জন্য খাবার নিয়ে এসেছি, গরম গরম খেতে হবে," রাজু বলল, টেবিলে প্যাকেটটা রাখতে রাখতে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"কি খাবার?"

"ভেড়ার মাংস আর রুটি, রুটি অবশ্য বেশ মোটা, খেতে খুব একটা খারাপ লাগে নি আমার কাছে।"

বিছানা ছেড়ে উঠল রাশেদ। বেশ অলস লাগছিল। মনে হচ্ছিল আরো কিছুক্ষন ঘুমিয়ে নিলে ভালো হতো।

"আর একটা খবর আছে," রাজু বলল, "আসলে দু'টো খবর আছে, একটা সামান্য ভালো, আরেকটা খারাপ, কোনটা শুনবি আগে?"

"খারাপটা।"

"খারাপ হচ্ছে কিছু লোক এসেছে এখানে, আমাদের কথা জিজ্ঞেস করছে সবাইকে, সম্ভবত কাঠমুন্ডুতে যারা হামলা করেছিল ওরাই হবে। একজনের সাথে আহমদ কবির সাহেবের মিলে যায়। আমাদের যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব পাততাড়ি গুটাতে হবে।"

"তুই কিভাবে জানলি?"

"খাবার কেনার পর সিগারেট কিনতে গিয়েছিলাম, ওখানেই শুনলাম, বুঝলাম বলা চলে। এদের ভাষা তো বুঝি না, ইশারায় ঐ দোকানের লোকটা যা বলল তাতে বুঝলাম অন্তত তিনজন লোক আমাদের খোঁজে বের হয়েছে।"

"তিনজন?"

"সম্ভবত তোর সেই আকবর আলী মৃধা, আহমদ কবির আর আরেকজন, ওর নাম জানি না।"

"ভালো খবর কোনটা?"

"আসলে খুব ভালো খবর না, বলা যায় ভালো তথ্য, ডঃ আরেফিনরা যেখানে ছিলেন সেখানে গিয়েছিলাম। বেশ কয়েকদিন আগেই দলটা তিব্বতে চলে গেছে। দলের সাথে একটা মেয়েও আছে।"

"ডঃ আরেফিন দলের সাথে ছিলেন?"

"সেভাবে পরিষ্কার করে কেউ বলতে পারলো না। আসলে ওরা কারো নাম জানতো না। কয়েকটা ছোট ছোট কটেজ আছে গ্রামের বাইরে। ওখানেই ছিলেন ওরা।"

"কবে গেছেন?"

"বেশ কয়েকদিন হলো। চরনদাসকে দিয়ে খবর নিয়েছি, বুঝতেই পারিস, ইশারায় সব কথা বুঝতে হয়েছে।"

"তাহলে তৈরি হয়ে নে, আমরা এখুনি বেরুচ্ছি।"

"কোথায়?"

"তুই না বললি কাঠমুন্ডু থেকে আহমদ কবির আর তার দল চলে এসেছে।"

"কিন্তু এই সময় আমরা কোথায় যাবো? কিছুই তো চিনি না।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"তুই তৈরি হয়ে নে, আমি ফ্রেশ হয়ে আসছি," বলে বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেল রাশেদ।

মাথায় চিন্তার ঝড় বয়ে যাচ্ছিল রাশেদের। এখান থেকে পালাতে হবে, এক্ষুনি। আকবর আলী মৃধা সময় নষ্ট করার লোক নন, একবার হাতের কাছে পেয়েও ধরতে পারেন নি, এবার সুযোগ নষ্ট করবেন না নিশ্চয়ই।

পাঁচ মিনিটের মাথায় বাথরুম থেকে বেরিয়ে তৈরি হয়ে নিলো রাশেদ। রাজু আগে থেকেই তৈরি ছিল। শুধু ব্যাগ দু'টো কাঁধে ঝোলালো। টেবিলে খাবারের প্যাকেট থেকে ভেড়ার গোস্ত আর রুটি প্লেটে সাজিয়ে রেখেছিল একটু আগে। খাওয়ার সময় পাওয়া গেল না। রুমে বাতি জ্বালিয়ে রেখেই চুপচাপ দোতলা থেকে নেমে এলো নীচে। দরজার কাছাকাছি আসতেই বুঝলো বেশ দেরি হয়ে গেছে। বেশ কয়েকজন মানুষের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে বাইরে। যে কোন সময় দরজা খুলে ঢুকে পড়বে।

* * *

প্রথমে কিছুতেই স্বীকার করতে চাইছিল না কোথায় রেখেছে ছেলে দু'টোকে। রিভলবার দেখাতেই কাজ হয়েছে। হাজার হোক জানের ভয় সবারই আছে। এমন অজ পাড়া গাঁয়ে এই ধরনের বাড়ি দেখতে পাওয়ার আশা তিনি করেন নি। চমৎকার একটা দোতলা বাড়ি। ঢাকার গুলশান-বনানীতে এই ধরনের বাড়ি দেখা যায়।

ছেলেটাকে দূরে রেখে এগিয়ে গেলেন আকবর আলী মৃধা। বোবা ড্রাইভারকে চাইলে মেরে ফেলতে পারতেন, কিন্তু দূর দেশে এসে ঝামেলা করতে ইচ্ছে হলো না। এছাড়া একটা বোবা মানুষ কিইবা ক্ষতি করতে পারে! তার সর্বক্ষনের সঙ্গি সোহেল আছে ডানদিকে, আর বা দিকে আহমদ কবির। সন্ধ্যা হয়ে গেছে অনেক আগেই। পৌছানোর পরপরই রাশেদ আর রাজুর খোঁজখবর শুরু করে দিয়েছিলেন। খোঁজ পেতে বেশি সময় লাগে নি। গ্রামের একটা খাবারের দোকান থেকে একটু আগেই ওদের একজন খাবার কিনে নিয়ে গেছে, দোকানদার লোকটা ওদের ড্রাইভারকে চিনিয়ে দিয়েছিল। ওকে ধরে ঠিকানা বের করে নিতে সমস্যা হয় নি।

সামনে ছোটমতো উঠোন পেরিয়ে দরজার সামনে দাঁড়ালেন আকবর আলী মৃধা। আশা করছেন ওরা এখনো বাসায় আছে, বের হওয়ার মতো সময় পায় নি। দরজায় দাঁড়িয়ে ইশারায় সোহেলকে পাহারা করতে বললেন, ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছেন তিনি। হাতে রিভলবার প্রস্তুত। একটু নাড়াচাড়া দেখলেই বুলেট খরচ করতে দ্বিধা করবেন না তিনি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দরজায় মৃদু টোকা দিয়ে দেখলেন। ভেতর থেকে আটকানো। সোহেলকে ইশারা করলেন। কাঠের দরজা, ধাক্কা দিয়ে ভাঙা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু সোহেলের গায়ে অসুরের শক্তি। টানা কয়েকবার দৌড়ে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে ভেঙে ফেলল দরজাটা। ভেতরে ঢুকলেন তিনি।

নীচ তলা অন্ধকার। রাত হয়ে গেলেও বাতি জ্বালানো হয় নি। রামচরনের কথামতো ছেলে দু'টো দোতলার রুমে অবস্থান নিয়েছে। একপাশে প্যাচানো সিঁড়ি দোতলায় উঠে গেছে। আশপাশে তাকালেন আকবর আলী মৃধা। অন্ধকারে নীচতলাটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। সাদা কাপড় দিয়ে আসবাবপত্রগুলো ঢাকা। আহমদ কবির আর সোহেলকে ইশারা করলেন পেছন পেছন আসার জন্য। দোতলায় উঠার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন তিনি, চেষ্টা করছেন যাতে কোন শব্দ না হয়। সঙ্গি দু'জনকে তৈরি থাকার জন্য ইশারা করলেন।

দোতলার একটা রুমে বাতি জ্বলছে। এই রুমেই আছে রাশেদ আর ওর বন্ধু। বাতি জ্বলছে, তার মানে ওরা এখনো রুমেই আছে। পা টিপে টিপে সিঁড়ি বেয়ে উঠছেন তিনি। পেছনে কাভার দিচ্ছে আহমদ কবির আর সোহেল। আহমদ কবিরের উপর বিন্দুমাত্র ভরসা নেই তার। লোকটা কারো উপর নজরদারি করার জন্য ঠিক আছে, এই ধরনের অপারেশনে একদম অকাজের। যা ভাবছিলেন তাই, হোঁচট খেয়ে দুই ধাপ পেছনে পিছলে পড়ল আহমদ কবির। শব্দহীন বাড়িটায় এই শব্দটুকুই যথেষ্ট। চোখ গরম করে আহমদ কবিরের দিকে তাকালেন তিনি, ইচ্ছে করছিল আগে এই বোকার হদ্দ বুড়োটাকে খতম করতে। সোহেল টেনে ধরেছিল, নইলে একেবারে সিঁড়ির গোড়ায় পড়তো আহমদ কবির।

দোতলায় উঠেছেন আকবর আলী মৃধা। সঙ্গি দু'জনও পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। দু'জনকে দু'দিকে থাকার জন্য ইশারা করে মাঝখানে থাকলেন তিনি। ধীর পায়ে এগিয়ে যাচ্ছেন রুমটার দিকে। দরজা একটু ভেড়ানো। রুমের মধ্যে থেকে কোন শব্দ পাচ্ছেন না তিনি। ওরা কী তাহলে রুমে নেই?

এবার আর ধীর পায়ে না গিয়ে দৌড় দিলেন তিনি, দরজা বরাবর তার রিভলবার তাক করা, অন্যপাশ থেকে একই সাথে দৌড় দিয়েছে সোহেল, বিশাল দেহটা নিয়ে রুমের দরজায় আছড়ে পড়ল সে। দরজাটা নতুন হলেও এই ধরনের ধাক্কা সামলানো কঠিন ছিল। দরজা ভেঙে রুমের ভেতরে পড়ল সোহেল।

রিভলবার হাতে ঢুকে পড়লেন তিনি। রুম ফাঁকা। সোহেল মেঝেতে পড়ে কাতরাচ্ছে। বেকায়দা অবস্থায় পড়ে হাঁটুতে ব্যথা পেয়েছে। হাতে রিভলবার তোলা, কিন্তু তাক করার মতো লক্ষ্যবস্তু নেই।

"এখানে কেউ নেই," কোনমতে বলল সোহেল।

"ওরা পালাচ্ছে," দরজার বাইরে থেকে আহমদ কবিরের চিৎকার শুনতে পেলেন আকবর আলী মৃধা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দৌড়ে বাইরে চলে এলেন তিনি। নীচে সদর দরজা দিয়ে একটা ছায়া চলে যেতে দেখলেন, রিভলবার তাক করেও বুঝলেন দেরি হয়ে গেছে, তাই ট্রিগার চাপলেন না।

রাগে-ক্ষোভে নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছিল তার। ওরা নীচ তলায় লুকিয়ে ছিল এতোক্ষন! অন্ধকারে কোন আসবাবপত্রের পেছনে লুকিয়ে ছিল। নীচতলায় না খুঁজে সরাসরি দোতলায় চলে আসাটা বোকামী হয়েছে।

"গুলি করতে পারলে না?" আহমেদ কবিরের দিকে তাকিয়ে হুংকার দিলেন তিনি।

রিভলবার উঁচিয়ে দেখাল আহমেদ কবির, "জ্যাম হয়ে গেছে।"

"এটা কী জ্যাম হওয়ার জিনিস? পরীক্ষা করে দেখাব?" বলে আহমদ কবিরের দিকে রিভলবার তাক করলেন তিনি।

আহমদ কবিরের চেহারা ছাইবর্ন হয়ে গেল মুহূর্তেই। "আর ভুল হবে না," ঢোঁক গিলে কোনমতে বলল আহমদ কবির।

কষ্ট হলেও নিজেকে সামলালেন আকবর আলী মৃধা। এখন ওদের পেছনে যাওয়া যাবে না। সোহেল এখনো মেঝেতে পড়ে আছে। ওকে আগে ঠিক করতে হবে। সোহেলকে কোনমতে ধরে দাঁড় করালেন তিনি।

"নিজে হাঁটতে পারবে, না ধরতে হবে?" জিজ্ঞেস করলেন।

"পারবো।"

আহমদ কবিরকে ইশারা করলেন সোহেলকে সাহায্য করার জন্য। কোনমতে খুঁড়িয়ে হাঁটছে সোহেল। হতাশায় মাথা ঝাঁকালেন আকবর আলী মৃধা। দ্বিতীয়বারের মতো হাত থেকে ছুটে গেছে শিকার। তার চেহারায় একই সাথে অদ্ভুত একটা হাসি খেলে গেল। যে শিকার ধরতে যতো কষ্ট, তা শিকার করাও অনেক আনন্দের।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৫

ভোরের প্রথম আলোতে চারদিক ঝকমক করে উঠেছে যেন। দূরের পর্বতচূড়ায় ঝকে আলোর ঝিলিক পড়ে হীরের মতো আলোকিত হয়ে উঠেছে। ঠিক এই দৃশ্যগুলো দেখার জন্যই যেন বেঁচে থাকা। যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী। অনেকবার আরো চমৎকার সব দৃশ্য চোখে পড়েছে, কিন্তু প্রতিবারই মনে হয়েছে এই অভিজ্ঞতাটা নতুন, আগের কোনটার সাথে মেলে না।

গুহার বাইরে বসে দেয়ালে হেলান দিয়ে ভাবছিলেন তিনি। যজ্ঞেশ্বর সারারাত ঘুমায় নি, তার পাশেই বসে ছিল নিশ্চুপ হয়ে। বুঝতে পারছিলেন, অপরাধবোধে ভুগছে বেচারা। কিন্তু এ বিষয়ে আর কোন কথা বলেন নি তিনি। যে যার উদ্দেশ্যে এসেছে, সে যেমন সাম্ভালার খোঁজে আছে, যজ্ঞেশ্বর এসেছে অজানা নয়জনের সত্যতা বের করতে আর বিনোদ চোপড়া সাথে আছে পুরানো জিনিসের খোঁজে, ইউরোপের মার্কেটে তার অসংখ্য ফ্যানাটিক আর্টিফ্যাক্ট সংগ্রাহকদের কাছে লাখ ডলারে বিক্রি করার আশায়। ওদের উদ্দেশ্য বানচাল করার কোন ইচ্ছে তার নেই, কিন্তু অন্তত বিষয়গুলো জানা থাকলে তার জন্য কাজ করতে সুবিধা হয়।

ভোরের প্রথম আলো ফোটার সাথে সাথে যজ্ঞেশ্বর তার নিয়মিত ধ্যানে বসেছে। বিনোদ চোপড়ার ঘুম এখনো ভাঙেনি। এই ধরনের পরিবেশের সাথে খাপ-খাওয়াতে পারে নি লোকটা। ঘুম থেকে উঠে চোখ না খুলে অভ্যাসবশত এখনো কফি খোঁজে বেচারা, তারপর নিজেই বিব্রতবোধ করে।

গুহার ভেতরটা বেশ উষ্ণ, একেবারে শেষ কোনায় গিয়ে বসলেন তিনি। দুইপাশে বেশ কিছু বুদ্ধ মূর্তি চোখে পড়লো, এগুলো পাথরে তৈরি, সম্ভবত কষ্টি পাথর, তিব্বতের এই অঞ্চলে কষ্টি পাথর থাকার কথা নয়, হয়তো অন্য কোথাও থেকে নিয়ে এসেছে। এগুলোর অনেক দাম হবে। তবে বিনোদ চোপড়াকে এখন এসব নিয়ে যেতে দেয়া যাবে না, জিনিসগুলো বেশ ভারি, তাতে গতি কমে যাবে। এছাড়া বিনোদ চোপড়া কিংবা যজ্ঞেশ্বরকে এখন রেখেও যাওয়া যাবে না, তাতে ওদের জীবন হুমকির মুখে পড়বে এতে কোন ভুল নেই। তার প্রতিদ্বন্দ্বী সাধারন কেউ নয়, গন্ধ শুঁকে শুঁকে চলে এসেছে এতোদূর। যে কোন সময় মোকাবেলা করতে হবে, সেজন্য প্রস্তুত তিনি। কিন্তু তার আগে অন্তত সাম্ভালা খুঁজে বার করা দরকার।

সাথে শেবারনের দেয়া চামড়ার খোল থেকে ম্যাপটা বের করলেন তিনি। দুর্বোধ্য, রহস্যময় আঁকিবুঁকি। পাশাপাশি নীল রঙা গোলাকার দু'টো আকৃতি দেখে এগুলো যে মানস সরোবর আর রাক্ষসতাল হ্রদ তা বুঝতে অসুবিধা হলো না।

www.BanglaBook.org

কিন্তু এছাড়া আর কিছু বোঝা যাচ্ছে না। মানস সরোবরে যাওয়ার পথ তার জানা নেই, সম্ভবত যজ্ঞেশ্বর জানলেও জানতে পারে।

বিনোদ চোপড়ার ঘুম ভেঙেছে, লোকটাকে খুব পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে। চোখের নীচে কালো ছাপ পড়েছে, স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে বলা যায়। আরাম-আয়েশে থাকা শরীর তিব্বতের এই বিরূপ আবহাওয়ার বিদ্রোহ করছে মনে হলো।

"গুড মর্নিং, লখানিয়া জী," হেঁটে কাছে এলো বিনোদ চোপড়া।

"গুড মর্নিং।"

"আজ সকালের নাস্তা কি হবে বলুন তো, খিদেয় পেট চো চো করছে," একপাশে বসে পড়ল বিনোদ চোপড়া। দেয়ালের দু'পাশে সাজানো কষ্টি পাথরের তৈরি কালো রঙের বুদ্ধ মূর্তিগুলো তার চোখে পড়েছে মাত্র।

কাঁপা কাঁপা হাতে একটা মূর্তি হাতে নিলো বিনোদ চোপড়া, তাকে বেশ উত্তেজিত মনে হচ্ছে।

"সোনার চেয়েও এর দাম বেশি, মিঃ লখানিয়া সিং," বিনোদ চোপড়া বলল, "কিন্তু..."

"কিন্তু কি?"

"এসব পার্থিব জিনিসের প্রতি আমার লোভ কমে গেছে, যজ্ঞেশ্বরের মতো আমিও সন্ন্যাসী হবো বলে ঠিক করেছি," ধীর কণ্ঠে বলল বিনোদ চোপড়া, বুদ্ধ মূর্তিটা সাবধানে রেখে দিল একপাশে।

হাসলেন তিনি। মাঝে মাঝে অতি বিষয়ী লোকের মধ্যেও বৈরাগ্য ভর করে, কিন্তু সেটার স্থায়িত্ব খুব কম।

"তাহলে তো ভালোই হলো, যজ্ঞেশ্বর আপনার মতো একজন বিচক্ষন সঙ্গি পাবে।"

এবার হাসল বিনোদ চোপড়া। "যজ্ঞেশ্বর মজার লোক, এই মানুষটা কিভাবে সন্ন্যাসী হলো ভেবে পাই না।"

"সবারই অতীত ইতিহাস আছে," বললেন তিনি, "সেটা লুকানো থাকাই ভালো।"

"হ্যা," বিনোদ চোপড়া বলল, "তবে আপনার যে ইতিহাস, সেটাই সবচেয়ে রোমাঞ্চকর হবে বলেই আমার ধারনা।"

"চলুন উঠি, নাস্তার সন্ধানে নীচের দিকে যেতে হবে।"

গুম্ফার বাইরে ধ্যানরত অবস্থায় যজ্ঞেশ্বরকে দেখে গিয়েছিলেন, বাইরে এসে যা দেখলেন তার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না তিনি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৬

চারজনের একটা দল নিয়ে ফিরে এসেছে সুরেশ। আশপাশের কোন গ্রাম থেকে টাকার লোভ দেখিয়ে ধরে নিয়ে এসেছে বোঝা যায় । এতো কম সময়ে ফিরে আসবে সুরেশ ধারনাও করেন নি ডঃ কারসন। ভেবেছিলেন সন্দীপ আর লতিকাকে নিয়ে বসবেন, ওদের ভেতরের কথা জানার জন্য। কিন্তু সেটা আপাতত হচ্ছে না। তবে তিনি খুশি। এবার আসল অভিযানে যাওয়ার সময় হয়েছে।

দুটো জীপের একটা এখানেই রেখে যেতে হবে। দ্বিতীয় জীপটা দিয়ে ড্রাইভারকে বিদায় করেছে সুরেশ, বেশ কিছু টাকাও দিয়েছে, সে নিজে যে জিপটা চালিয়ে এসেছিল সেটাকে বড় একটা ঝোপের পাশে লুকিয়ে রেখেছে। সহজে বোঝা যায় না, বরফ আর আশপাশের কিছু ঝোপ থেকে আনা গাছের ডাল দিয়ে এমনভাবে ঢেকে রেখেছে, হয়তো সে নিজেও পরবর্তীতে সহজে খুঁজে পাবে না। চারজন তিব্বতীর মধ্যে দু'জনের বয়স খুবই কম, বাকি দু'জন যুবক বয়সী। সবার বেশ ভারি কাপড়-চোপড় পড়া থাকলেও বুঝতে সমস্যা হয় না, ওরা সবাই কঙ্কালসার। তবে কায়িক পরিশ্রমে কোন সমস্যা নেই ওদের। লোকগুলোকে কাজে লাগিয়ে দিয়েছে সুরেশ। তাঁবুগুলো গুটিয়ে নিয়ে বাকি জিনিসপত্র কে কিভাবে বহন করবে তার একটা প্ল্যান করেছে। একমাত্র লতিকা ছাড়া বাকি সবাই কিছু না কিছু ভারি জিনিস বহন করবে বলে ঠিক করা হয়েছে।

"আমরা এবার কোথায় যাবো?" সুরেশ জিজ্ঞেস করলো ডঃ কারসনকে।

ডঃ কারসন কাঁধে একটা ব্যাগ ঝুলিয়েছেন, সেটাতে তার ল্যাপটপসহ আরো বেশ কিছু সরঞ্জাম আছে। হাতে একটা কম্পাস নিয়ে উত্তর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছেন তিনি।

"আমরা যাবো আরো পশ্চিমে," বললেন ডঃ কারসন, "মানস সরোবর আর ..."

"ঠিক আছে," কথার মাঝখানে থামিয়ে দিলো সুরেশ।

সন্দীপ, লতিকা আর ডঃ কারসনের দিকে তাকাল, তিনজনই প্রস্তুত। সন্দীপকে দেখে মনে হচ্ছে সে ঠিক মানিয়ে নিতে পারছে না বাকি দু'জনের সাথে।

"মুটেদের দু'জন থাকবে সামনে, মাঝখানে আমি আর সন্দীপ বাবু, তারপর আপনি আর মিস লতিকা, পেছনে থাকবে বাকি দু'জন মুটে, কি ঠিক আছে তো?" সুরেশ বলল, মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে, ডঃ কারসনের উদ্দেশ্যে।

"ঠিক আছে," ডঃ কারসন বললেন।

এখন তার গন্তব্য কৈলাস পর্বত। এই পর্বতমালার অন্যপাশে মানস সরোবর আর রাক্ষসতাল হ্রদ। দুটো হ্রদ পাশাপাশি হলেও আর্শ্চয্য বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। একটি স্বাদু পানির তো অন্যটি লবনাক্ত, একটি গোলাকার, অন্যটির আকার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অদ্ভুত। আকারে যদিও রাক্ষসতাল বড়, কিন্তু ধর্মীয় দিক থেকে মানস সরোবরের গুরুত্ব আলাদা। হিন্দু, জৈন কিংবা বৌদ্ধ ধর্মে মানস সরোবরের ভূমিকা ভিন্ন ভিন্ন। অন্যদিকে রাক্ষসতাল নিয়ে নানা ধরনের মিথ চালু আছে। তারমধ্যে একটি হলো রাক্ষস রাজা রাবন এখানেই শিবের কাছে বর চেয়েছিলেন, দীর্ঘ তপস্যায় শিব তাকে বর দিতে বাধ্য হয়, তার ফলেই রাক্ষস রাজ রাবন হয়ে উঠে পরাক্রমশালী, লংকাদ্বীপে স্থাপন করে তার রাক্ষস রাজত্ব। এসব উপকথা এই অঞ্চলের মানুষের জীবনের সাথে জড়িয়ে আছে।

পাকা রাস্তার বদলে এবার পাহাড়ি পথ, বেশ দূর্গম। বয়স হলেও এখনো শারীরিকভাবে বেশ সক্ষম ডঃ কারসন। লতিকা হাঁটছে পাশাপাশি, তাকে বেশ সতেজ দেখাচ্ছিল। দুপুর হয় নি এখনো, রোদের তেজ আছে বেশ, সেই সাথে চমৎকার হাওয়া। হাঁটতে মোটেই কষ্ট হচ্ছে না দলটার। সন্দীপকেও বেশ স্বাভাবিক দেখাচ্ছে। চোখে সানগ্লাস, কাঁধে ব্যাগ নিয়ে হাঁটছে, মাঝে মাঝে হিন্দি গানের সুর তুলছে শিস দিয়ে।

হিসেব যতোটা করেছেন তাতে অন্তত সপ্তাহখানেক হাঁটতে হবে গন্তব্যের কাছাকাছি পৌঁছাতে হলে, ভাবছেন ডঃ কারসন। আজ রাতে দলটাকে নিয়ে বসবেন, তার প্ল্যানটা এবার জানাতে হবে সবাইকে। সামনের দিনগুলোতে কঠোর কায়িক পরিশ্রম করতে হবে, তিনি নিজে কতোটা পারবেন তাতেও বেশ সন্দেহ আছে।

অনেক অনেক দূরে কৈলাস পর্বতের উত্তর পাশটা দেখা যাচ্ছে। বরফে ঢাকা সাদা চূড়া। অদ্ভুত হলেও সত্য এখন পর্যন্ত কোন পর্বতারোহি উঠে নি এই পর্বতশৃঙ্গে। ধর্মীয় কারনে কোন উপমহাদেশীয় উঠতে চায় নি, বিশেষ করে এখানেই নাকি শিবের বাসস্থান। আর ইউরোপীয়দের কাছে এই পর্বতশৃঙ্গের উচ্চতা নাকি কোন উচ্চতাই নয়। তবু কেন তারা জয় করে নি এই শৃঙ্গ তা বোধগম্য নয় ডঃ কারসনের কাছে। কিছু কিছু জিনিস হয়তো জয় না করাই ভালো।

এটাই হয়তো তার শেষ অভিযান। জীবনে অনেক অভিযানে গিয়েছেন, সব অভিযানেই গিয়েছেন একজন বৈজ্ঞানিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, এটাই হয়তো তার প্রথম ও শেষ অভিযান যেখানে তিনি এসেছেন তার পিতার অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে। কার্ল হোসেনহফের অতৃপ্ত আত্মা হয়তো এতে শান্তি পাবে।

* * *

সন্ধ্যার পরপর ভ্যানের পেছনের ডালা খোলে। অল্পক্ষনের জন্য ডালাটা খোলে, তাতে কিছুটা ঠান্ডা বাতাস ঢোকে ভেতরে। সারাদিন পর এই সময়টার অপেক্ষা করেন তিনি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চোখ কালো কাপড়ে বাঁধা থাকায় বুঝতে পারছেন না কে ঢুকছে। শক্ত একজোড়া হাত চোখের উপর থেকে বাঁধনটা খুলে দিল। তরুন চাইনীজ অফিসার ঢুকেছে। হাতে ছোট একটা টর্চ দিয়ে তার চোখ বরাবর আলো ফেলছে। এটাও এক ধরনের নিযাতন আর নির্যাতনের ক্ষেত্রে এই অফিসার একজন বিশেষজ্ঞ। অন্তত সেই বৃদ্ধ লামার কথা শুনে তাই ধারনা হয়েছে ডঃ আরেফিনের। বৃদ্ধ লামার সাথে শেষ যখন কথা হয়েছিল, বৃদ্ধ বলেছিল সে আবার আসবে, কিন্তু এরপর বৃদ্ধের চেহারা আর চোখে পড়ে নি। হয়তো আশপাশে কোথাও আছে, কিংবা ডঃ কারসনের দলের উপর নজর রাখছে। তাকে যেভাবে অপহরন করেছে তাতে মনে হয় না ডঃ কারসনের দলটাকে ওরা এমনি এমনি ছেড়ে দেবে। ডঃ কারসনকে বাঁধা দেয়ার কোন না কোন ব্যবস্থা অবশ্যই করেছে বৃদ্ধ লামা।

সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এবার সময় হয়েছে। সুযোগ না খুঁজলে সুযোগ হেঁটে হেঁটে চলে আসবে না। এখানে এই অন্ধকারে ধুঁকে ধুঁকে মরার চেয়ে চেষ্টা করা ভালো, পালানোর চেষ্টা।

হাত দুটো চেয়ারের সাথে পিছমোড়া করে বাঁধা ছিল, চাইনীজ অফিসার খুলে ফেলল একটানে। এরপর আবার নতুন দড়ি দিয়ে বাঁধবে। পুরানো দড়ি ছিঁড়ে যেতে পারে, তাই কোন রকম ঝুঁকি নেয় না। প্রতিবার ভেতরে ঢোকানোর সময় নতুন দড়ি দিয়ে হাত বাঁধে, নতুন কালো কাপড়ে বাঁধে চোখ।

দূর্বল পায়ে দাঁড়ালেন ডঃ আরেফিন। পেছন থেকে ধাক্কা দিচ্ছে চাইনীজ অফিসার, ভ্যান থেকে নামার জন্য। ওর এক হাতে রিভলবার, অন্যহাতে ডঃ আরেফিনের ডান বাহু ধরে রেখেছে। পালাবার কোন সুযোগই দিতে চায় না।

কোনমতে লাফ দিয়ে নীচে নামলেন ডঃ আরেফিন। সামরিক পোশাক পড়া আরো কয়েকজনকে দেখতে পেলেন আশপাশে ঘোরাফেরা করছে। এদেরকে আগে দেখেন নি তিনি, সম্ভবত আজকেই আনা হয়েছে। হতাশায় মুখ কালো হয়ে গেল তার। আজ পালাবেন এমন চিন্তাই করেছিলেন, কিন্তু এতোগুলো লোককে ফাঁকি দেয়া রীতিমতো অসম্ভব একটা কাজ।

চাইনীজ অফিসার নীচে নেমে ইশারায় ডাকলো কাউকে। ডঃ আরেফিন দেখলেন দু'জন সৈন্য এসে তার দু'পাশে দাঁড়াল, ওরাই তাকে সামনে নিয়ে যাবে। একটু দূরেই ঘন বন। সেখানে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো পাইনের সারি। এমনিতে গাছগুলোর মধ্যে দূরত্ব থাকলেও কিছু জায়গায় ঘনত্ব এতো বেশি যে পাশাপাশি দুজন মানুষ হাঁটা যায় না। ঠিক এমন জায়গায় ওরা তাকে ছেড়ে দেবে পাঁচ মিনিটের জন্য। সেই পাঁচ মিনিটের মধ্যেই প্রাকৃতিক ক্রিয়া সারতে হবে। ব্যাপারটাতে যথেষ্ট বিব্রতবোধ করেন ডঃ আরেফিন, কিন্তু কিছু করার নেই।

নতুন লোকদু'টো নাছোড়বান্দা। যে জায়গাটা বেছে নিলেন তার তিন-চার ফুট দূরে ওরা দাঁড়াল। হাত দিয়ে অনেক ইশারা করলেন একটু সরে যেতে, কিন্তু এক বিন্দু নড়ল না ওরা। বাধ্য হয়েই কাজ সারলেন ডঃ আরেফিন। নিজেকে কেমন জন্তুর মতো মনে হচ্ছিল, সার্কাসে যেমন খাঁচার ভেতর থাকে প্রানী তার

www.BanglaBook.org

অবস্থাটাও তেমন। লোক দুটোর দিকে তাকালেন, কাঁধে একে-৪৭ রাইফেল ঝুলছে, প্রস্তুত যে কোন সময় গুলি ছুঁড়তে।

ঘন জঙ্গল থেকে বের হয়ে এলেন তিনি। আবার ফিরতে হচ্ছে অন্ধকার গুহাতে। আজ কোনভাবেই প্ল্যান কার্যকর করা যেতো না। তারচেয়ে আরেকটু অপেক্ষা করে দেখা যাক।

ভ্যানে ঢুকে দেখলেন প্লেটে পাউরুটি আর কলা সাজানো। লাথি দিয়ে ভ্যানের বাইরে ফেলে দিলেন ডঃ আরেফিন। তরুন অফিসার বাইরে দাঁড়ানো ছিল, তার চেহারায় কোনরকম প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। চেয়ারে বসে পড়লেন তিনি।

একটু পরেই ভ্যানের পেছনের ডালা বন্ধ হয়ে গেল। অসহায়ের মতো চোখে নতুন কালো কাপড়ের বাঁধন, নতুন দড়িতে পিছমোড়া হয়ে ঘুমিয়ে গেলেন ডঃ আরেফিন।

* * *

সন্ধ্যার পরপর পুরো গ্রাম যেন ঘুমিয়ে পড়ে। এলোপাথারি দৌড়াচ্ছে রাশেদ, একটু পেছনে রাজু। কাঁধে ব্যাগ নিয়ে দৌড়াতে সমস্যা হলেও কিছু করার নেই। অন্ধকারে গ্রামের বাইরে চলে এসেছে ওরা। রাজু বারবার পেছন ফিরে দেখার চেষ্টা করছে কেউ পিছু নিয়েছে কি না। কেউ পিছু নেয় নি।

ঐ তিনজন দোতলায় উঠার পরপরই সাদা কাপড়ে ঢেকে রাখা সোফার নীচ থেকে বেরিয়ে এসেছিল রাশেদ। নিঃশব্দে সদর দরজা পার হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু রাজুকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল ওদের কেউ, কণ্ঠস্বর শুনে লোকটাকে আহমদ কবির বলে মনে হয়েছে। রিভলবার হাতে থাকতেও লোকগুলো কেন গুলি করে নি তা কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না রাশেদের। হয়তো হাতে-নাতে ধরবে বলে জানে মেরে ফেলতে চায় নি।

এমনিতেই বাড়িটার অবস্থান গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে, বাড়িটার পরপরই আদিগন্ত খোলা প্রান্তর। মাঝে কিছু ঝোপ-ঝাড় থাকায় রক্ষা। একটু পরপর এই ঝোপগুলোর আড়ালে দাঁড়িয়েছে ওরা, দেখার চেষ্টা করেছে কেউ পিছু ধাওয়া করছে কি না। আশ্চর্য্যজনক হলেও সত্যি, কেউ পিছু ধাওয়া করে নি। খোলা প্রান্তরের শেষ সীমায় পাথুরে টিলা। এখানে বরফের আধিপত্য নেই তেমন। অন্য অনেক জায়গার চেয়ে এই এলাকায় তাপমাত্রাও একটু বেশি। তাই ঘেমে যাচ্ছিল রাশেদ, ব্যাগটা মনে হচ্ছিল অনেক ভারি। মাঝে মাঝে ছুঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু উপায় নেই।

পাথুরে টিলার নীচে এসে দাঁড়িয়েছে রাশেদ। অনেক দূরে গ্রামটা দেখা যাচ্ছে। অল্প কিছু বাতি জ্বলছে নিভছে জোনাকি পোকার আলোর মতো। আজ রাতে আরামের ঘুম হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তা আর হচ্ছে না। বিকেলে কিছুটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঘুমিয়ে নিয়েছিল বলে তেমন ক্লান্তি লাগছিল না রাশেদের। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করছিল রাশেদ। রাজু এখনো কিছুটা দূরে। দৌড় থামিয়ে দিয়ে হেঁটে আসছে ক্লান্ত ভঙ্গিতে।

একটা পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে বসল রাশেদ। পাথুরে টিলার উপর উঠবে কি না সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। এমনিতে তার সিগারেটের খুব একটা অভ্যাস নেই, কিন্তু এখন মনে হচ্ছিল একটা সিগারেট হলে খারাপ হতো না।

রাজু এসে বসল পাশে, চোখ বন্ধ করে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। ছেলেটাকে দেখে মায়াই হলো রাশেদের। তার কারনে এতোদূর এসে ঝামেলায় পড়েছে, তবে ঝামেলায় পড়েছে একথা কখনোই স্বীকার করবে না। মাঝে মাঝে মনে হয় এই ধরনের সমস্যা রীতিমতো উপভোগ করে ছেলেটা।

"তোর মতো ঘুমিয়ে নিলেই পারতাম," দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল রাজু। "এমন আচমকা বিপদ আসবে কে জানতো?"

"হমম, এখন কি করবো আমরা?" জিজ্ঞেস করলো রাশেদ, যদিও জানে এই প্রশ্নের উত্তর রাজুর জানা নেই।

"আমি ঘুমাবো," রাজু বলল, চারপাশে তাকাল, "তুই আমাকে পাহারা দিবি, ঘন্টা তিনেক পর তুই ঘুমাবি, আমি পাহারা দেবো।"

"তা ঠিক আছে," রাশেদ বলল, "কিন্তু তিব্বতে যাওয়ার কি হবে? আদৌ কি তিব্বতে যাওয়া জরুরি? তোর কি ধারনা?"

"দোস্ত, আমার কোন ধারনা নেই, আমি ঘুমাবো, তুই ব্যবস্থা কর," বলে চোখ বন্ধ করলো রাজু।

ব্যাগে ছোট একটা কম্বল আছে, রাজুর শরীরে জড়িয়ে দিলো রাশেদ। সে নিজে ভারি একটা সোয়েটার বের করে পড়ল। বিকেলে ঘুমালেও টানা তিন ঘন্টা জেগে জেগে পাহারা দেয়া কঠিন একটা কাজ হবে। তবু কিছু করার নেই। ব্যাগ থেকে পিস্তলটা বের করে কোলের উপর রাখল রাশেদ, দৃষ্টি সামনের দিকে। হাত ঘড়ির দিকে তাকাল, বেশি বাজে নি, রাত নয়টা মাত্র। অন্তত বারোটা পর্যন্ত জেগে থাকতে হবে।

রাজু এরমধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছে। মনে মনে আগামীকালের প্ল্যান গুছিয়ে নিচ্ছে রাশেদ। ডঃ আরেফিন কোদারি গ্রামে নেই, তিনি হয় মারা পড়েছেন নয়তো তিব্বতের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন দলের বাকি সদস্যদের সাথে। ডঃ কারসনের নেতৃত্বে যে দলটা সাম্ভালার খোঁজে বের হয়েছে ওদের সাথে দেখা হলেই কেবল আসল সত্যটা জানা যাবে।

তিব্বত, রহস্যময় ভূমি, আমি আসছি, মনে মনে বলল রাশেদ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৭

ধ্যানে মগ্ন যজ্ঞেশ্বর, তার হাত দশেক দূরে দাঁড়ানো বিপদ সম্পর্কে কোন ধারনাই নেই। ধ্যানে সবসময় মনোযোগ আসে না, তবে তিব্বতে আসার পর থেকে মানসিক অবস্থার দারুন এক পরিবর্তন উপলধ্বি করতে পারছে যজ্ঞেশ্বর, এখানে সে আগের তুলনায় অনেক নিবিষ্ট মনে ধ্যান করতে পারে।

শিকারী যেমন শিকারের কাছাকাছি এসেও অপেক্ষা করে সঠিক মুহূর্তটার জন্য, ঠিক তেমনই এক পরিস্থিতির শিকার হতে যাচ্ছে যজ্ঞেশ্বর। শিকারি এখানে অনেক মনোযোগী, প্রতিটি নিঃশ্বাস নিচ্ছে শিকারের পরিস্থিতি বুঝে। কোথাও কোন শব্দ নেই, বাতাসও বইছে না, সকালের আলো আছে পর্যাপ্ত, শিকারের জন্য একেবারে উপযুক্ত পরিবেশ। এক পা এক পা করে এগিয়ে আসছে শিকারি, হাতে ধারাল একটা কিছু, সকালের আলো তার নগ্ন শরীরে পড়ে যেন প্রতিফলিত হচ্ছে চারপাশে। আর দু'এক পা দিলেই শিকারের কাছাকাছি পৌছে যাবে সে।

যজ্ঞেশ্বর যে জায়গাটা বেছে নিয়েছে তা কিছুটা বিপজ্জনক। একেবারে খাদের পাশে। অনেক নীচে ঝর্নার পানি বয়ে যাচ্ছে নিঃশব্দে। আকাশের প্রেক্ষাপটে খোলামেলা জায়গাটা একজন সন্ন্যাসীর ধ্যান করার জন্য আদর্শ হলেও সাধারন মানুষ, বিশেষ করে যাদের উচ্চতাভীতি আছে, তারা এমন খাদের পাশে গিয়েও দাঁড়াবে না কখনো।

ধ্যানমগ্ন অবস্থায়ও নিজের বিপদ অনুভব করতে পারল যজ্ঞেশ্বর, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। চিৎকার করতে গিয়ে দেখল তার গলা থেকে কোন আওয়াজ বের হচ্ছে না। অর্ধ নগ্ন একটা মানুষ তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, হাতে একটা পাথর খন্ড ধরা, সূচালো পাথর খন্ডটা ধারাল, দিনের পর দিন শান দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। লোকটার চেহারা দেখার চেষ্টা করল যজ্ঞেশ্বর, কিন্তু সূর্য্যের আলোর বিপরীতে চেহারা দেখা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে বিশালদেহী কেউ তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, পরনে ছিন্নবিচ্ছিন্ন জিন্সের প্যান্ট, উর্ধাঙ্গে কোন কাপড় নেই।

লখানিয়া সিং এই লোকটাকে এড়িয়ে চলছে, নেপালে ঢোকার পর থেকে কোন খানেই বেশিক্ষন স্থির থাকে নি, বারবার স্থান পরিবর্তন করার কারন এই অর্ধ নগ্ন মানুষটাই, ভাবল যজ্ঞেশ্বর। এমনকি, গতকাল সন্ধ্যায় চমৎকার একটা জায়গা ছেড়ে এখানে আসার পেছনেও আছে এই লোক। তিব্বতের মতো শীতপ্রধান অঞ্চলে কিভাবে একজন মানুষ অর্ধ নগ্ন থাকে তা মাথায় ঢুকছে না তার।

গুম্ফার প্রবেশপথে লখানিয়া সিং-কে দেখতে পেল যজ্ঞেশ্বর, এখনো তাকায় নি এদিকে। কোনমতে ডান হাত নাড়াল যজ্ঞেশ্বর। লখানিয়া সিং দেখতে পেয়েছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কি না বুঝতে পারল না। অর্ধ নগ্ন লোকটা এগিয়ে আসছে, হাতের পাথর খন্ডটা উপরে তুলে ধরেছে, কী হতে চলেছে অনুমান করতে পারছে যজ্ঞেশ্বর, আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তার মাথায় আঘাত করতে যাচ্ছে...

মাথার উপর থেকে হঠাৎ ছায়াটা সরে গেল, তাকাল যজ্ঞেশ্বর, তার সামনে দাঁড়ানো কেউ নেই। অর্ধ নগ্ন লোকটা হাঁটু গেড়ে বসে আছে। এবার চেহারাটা পরিষ্কার দেখতে পেল যজ্ঞেশ্বর। এতো সুন্দর মানুষ হতে পারে ধারনা করাও কঠিন। দেবতার চেহারা বসানো যেন। কিন্তু এই মুহূর্তে লোকটার চেহারায় যন্ত্রনার ছাপ। মাথার একপাশে হাত দিয়ে বসে আছে, রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে হাতটা। ক্রমাগত রক্তক্ষরন হচ্ছে, সম্ভবত ভারি কোন কিছুতে আঘাত পেয়েছে। আচমকা কী সে আঘাত পেল বুঝতে পারছে না যজ্ঞেশ্বর। দূর থেকে কিছু কী ছুঁড়ে দিয়েছে লখানিয়া সিং?

গুম্ফার প্রবেশপথের দিকে তাকাল যজ্ঞেশ্বর, লখানিয়া সিং নেই সেখানে। বিনোদ চোপড়া দাঁড়িয়ে আছে শুধু, দূর থেকেও ওর চেহারায় লেগে থাকা বিস্ময়ভাবটা দৃষ্টি এড়ালো না যজ্ঞেশ্বরের। লখানিয়া সিং কোথায়?

আর একটু পেছালেই খাদ, অন্তত দশফুট চওড়া খাদের অপরপ্রান্তে শুরু হয়েছে ঘন জঙ্গল। যজ্ঞেশ্বর সামনের দিকে তাকাল। বেশ খানিকটা দূরে লখানিয়া সিং-কে দেখা যাচ্ছে। ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে। তার প্রতিপক্ষের দিকে।

অর্ধ নগ্ন লোকটা উঠে দাঁড়িয়েছে, পেছনে একবার তাকিয়ে লখানিয়া সিং-কে দেখল। রক্তে দুই হাত ভিজে গেছে, দুই হাত জিন্সের প্যান্টে মুছে যজ্ঞেশ্বরের দিকে তাকাল।

"আমি আবার আসবো," পরিষ্কার ইংরেজিতে বলল লোকটা।

এরপরের পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিল না যজ্ঞেশ্বর। তাকে পাশ কাটিয়ে এক লাফে দশ ফুট চওড়া খাদ পেরিয়ে ওপারে চলে গেল অর্ধ নগ্ন লোকটা। পেছন ফিরে তাকাল একবার, তারপর গভীর জঙ্গলে হারিয়ে গেল।

"আপনি ঠিক আছেন?" লখানিয়া সিং জিজ্ঞেস করল, হাত দিয়ে টেনে তুলল যজ্ঞেশ্বরকে।

"ঠিক আছি। লোকটা কে?"

"আমি চিনি না।"

মুখ কুঁচকে গেল যজ্ঞেশ্বরের।

"আপনি কে বলুন তো? ওর মাথায় রক্ত এলো কিভাবে?"

"হাতের কাছে বড় একটা পাথরের টুকরো ছিল, ওটাই ছুঁড়ে মেরেছিলাম, ঠিক মাথায় লেগেছে।"

"এতো দূর থেকে নিশানায় লাগিয়ে ফেললেন?"

"আমার নিশানা খুব পাকা, যজ্ঞেশ্বর জী।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"লোকটা কে?"

"এইসব প্রশ্নের উত্তর পাবেন একসময়, এখন চলুন," বলে হাঁটতে থাকল লখানিয়া সিং।

ধীর পায়ে পেছন পেছন হাঁটছে যজ্ঞেশ্বর। এই দুটো প্রশ্নের উত্তর খুব জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। লখানিয়া সিং আসলে কে? আর অর্ধ নগ্ন মানুষটাই বা কে?

"সে কিন্তু একটা কথা বলে গেছে," যজ্ঞেশ্বর বলল।

"কী?"

"সে আবার আসবে।"

হাসল লখানিয়া সিং।

"আমি জানি। আমি প্রস্তুত।"

* * *

এতোটা কাছাকাছি এসেও নিজের নির্বুদ্ধিতায় নিজেই অবাক হচ্ছিল মিচনার। নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করছে। এতো অল্পে কাতর হয়ে পিছু হটা ঠিক হয় নি। সাধারন এক গেড়ুয়াধারি তার লক্ষ্যবস্তু নয়। অথচ আসল লোকের পেছনে না ছুটে বৃথা সময় নষ্ট করেছে সে। তার মাশুলও দিতে হচ্ছে এখন। প্রতিদ্বন্দ্বী লোকটা এতো কাছাকাছি থাকবে বুঝতে পারে নি সে। এছাড়া এতোদূর থেকে এভাবে কেউ নিশানা করতে পারে সেটাও তার ধারনার বাইরে ছিল। এমন আচমকা একটা পাথরের টুকরো এসে লাগবে তা কল্পনাও করে নি মিচনার। সেই পরিস্থিতিতে প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি হওয়াটা বোকামি হয়ে যেত। নিজের সর্বোচ্চ শক্তির প্রয়োগ ঘটানোর মতো অবস্থায় থাকলেই কেবল লোকটাকে হারানো সম্ভব। তাই, পালিয়ে এসে খুব একটা ভুল করে নি। মাথার একপাশে এখনো প্রচন্ড ব্যথা। রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছে কিছুক্ষন আগে। বেশ ক্লান্তবোধ করছে সে এখন। ছোট একটা গুহার মতো জায়গা বেছে নিয়েছে আপাতত। আজ রাতটা এখানেই কাটাবে।

খাদের অপর প্রান্তে আছে তার প্রতিদ্বন্দ্বী। লোকটাকে হাল্কাভাবে নিয়ে ভুল করেছে। ওর সঙ্গিরা সাধারন মানুষ। যেকোন সময় ওদের শিকার করা যাবে। তার আগে আসল প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে হবে। নইলে সব বৃথা। এতো পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে এই এতোদূর আসা, সব।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৮

পথ বন্ধুর, এমনিতে ছোট-খাট পাহাড়-পর্বতে উঠার অভিজ্ঞতা আছে লতিকার, কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে একটানা হেঁটে যাওয়া কিছুটা কষ্টদায়ক হয়ে উঠেছে তার জন্য। কখনো একটানা উপরের দিকে উঠতে হচ্ছে, কখনো নামতে হচ্ছে নীচে। কৈলাস রেঞ্জের পবতগুলোর উচ্চতা খুব বেশি না হলেও, এখানকার আবহাওয়া বেশ বিরুপ। ঝড়ো বাতাস আর মেঘলা আকাশ এখানে নিত্যসঙ্গি। মাঝে মাঝে ডঃ কারসনের সাথে টুকটাক কথা হচ্ছে। বেশিরভাগই প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কিত। এমন একজন লোকের সাথে সরাসরি কাজ করতে পারাটাও ভাগ্যের ব্যাপার। যদিও লোকটা সম্পর্কে অদ্ভুত কিছু তথ্য এসেছে হাতে। বলতে গেলে তা বের করার জন্যই লতিকার এতোদূর আসা। কিন্তু এখন পর্যন্ত ডঃ কারসনের কথাবার্তায় কিংবা আচরনে তেমন কোন ইঙ্গিত পায় নি লতিকা। খুবই প্রানখোলা এবং যুক্তিবান মানুষ মনে হচ্ছে তাকে, অদ্ভুত, অযৌক্তিক কোন ধ্যান-ধারনার বিকাশ এই লোকের দ্বারা সম্ভব না।

বিকেল হয়েছে বেশ অনেকক্ষন হলো। চারপাশ অন্ধকার হয়ে আসছে। হাঁটতে কষ্ট হলেও চেহারায় হাসিখুশিভাবটা বজায় রেখেছে লতিকা। তার কারনে দলের গতি কমে যাক এটা সে চায় না। ডঃ কারসনকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি বেশ উপভোগ করছেন। মাঝে মাঝে মজার কিছু বলে চাঙা করার চেষ্টা করছেন সবাইকে। সুরেশও সায় দিচ্ছে মাঝে মাঝে। একমাত্র সন্দীপকেই বেশ নিস্প্রভ দেখাচ্ছে। সকাল থেকে একেবারে চুপ মেরে আছে। ওর মনের ভেতর কি চলছে বুঝতে পারছে লতিকা। কিন্তু এ ব্যাপারে সে নিজে কোন কথা বলতে রাজি নয়। অতীতে যা ঘটেছে তা অতীতেই পড়ে থাক, তাকে আর বর্তমানে টেনে আনার কোন ইচ্ছেই তার নেই।

সন্ধ্যার আগে আগে ইশারা করল সুরেশ। এবার থামতে হবে। জায়গাটা বেশ ভালোই বেছে নিয়েছে সুরেশ। রাত কাটানোর জন্য একেবারে আদর্শ। ছোট একটা টিলার মাথা, বেশ সমান জায়গাটা, উপরে উঠার রাস্তা একটাই, বাকি তিনপাশ অসমান, সেখান দিয়ে কেউ উঠতেও পারবে না, নামতেও পারবে না। এই অঞ্চলে অবশ্য বন্য জন্তুর আক্রমনের ভয় কম। সে হিসেবে জায়গাটা বেশ নিরাপদ।

"আজ রাতে আমরা এখানেই থাকছি," ঘোষনা দিলেন ডঃ কারসন। লতিকার দিকে এগিয়ে এলেন। "কষ্ট হচ্ছে লতিকা?"

"না," হেসে বলল লতিকা, "আমার অভ্যাস আছে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"তোমাকে দেখে কিন্তু তা মনে হচ্ছে না।"

"বাবা থাকলে কিন্তু আরো বেশি সমস্যা হতো।"

হাসলেন ডঃ কারসন। "রাতে খাওয়া-দাওয়া শেষে আমরা বসবো।"

"আমি তৈরি, ডঃ কারসন।"

ডঃ কারসন চলে গেলেন। তিব্বতি মুটে চারজন মালপত্র নামিয়ে রাখছে। ছোট ছোট তাঁবুগুলো কিভাবে খাটাতে হবে তা দেখিয়ে দিচ্ছে সুরেশ। ডঃ কারসন সুরেশের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ দেখতে থাকলেন। বাতাসের বেগ বাড়ছে ক্রমশ। এই বেগ আরো বাড়ার আগেই কাজ সারতে হবে।

তাঁবুগুলো খাটানো হয়েছে, অন্যদিনের তুলনায় রাতের আকাশ অনেক পরিষ্কার, বিকেলে যে ঝড়ো হাওয়া বয়ে গিয়েছিল তা থেমে গেছে অনেক আগেই। যে যার মতো বিশ্রাম সেরে রাতের খাবারের জন্য বেড়িয়ে এসেছে তাঁবু থেকে। অন্যান্য বারের মতো সুরেশের তত্ত্বাবধানেই হচ্ছে সব কিছু। তিব্বতি মুটেরা আলাদা বসে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে।

রাতের খাবার হিসেবে আছে মোটা রুটি আর মাখন। স্থানীয় বাজার থেকে কিনে এনেছিল সুরেশ। সেই সাথে চায়ের ব্যবস্থাও করেছে। ইয়াকের ঘন দুধ দিয়ে তৈরি এই চা খেতে গিয়ে কেমন বমি চলে আসছিল লতিকার। কোনমতে নিজেকে সামলালো সে। আগুনের চারপাশে গোল হয়ে বসেছে দলটা। ডঃ কারসন কিছু বলবেন বলে গলা পরিষ্কার করে নিলেন।

"মিঃ সন্দীপ, আপনাকে বেশ বিষন্ন দেখছি, কোন সমস্যা?" ডঃ কারসন বললেন।

অন্যমনস্ক ছিল সন্দীপ, নিজের নাম শুনে তাকাল ডঃ কারসনের দিকে।

"কোন সমস্যা নেই, ডঃ কারসন," সন্দীপ বলল, "আসলে অনেক দিন বাড়ি থেকে এতোদূরে থাকি নি, হয়তো তাই একটু মন খারাপ।"

"বুঝতে পেরেছি," ডঃ কারসন বললেন, "আর খুব বেশি দিনের ব্যাপার নয়। খুব শিগগিরি ফিরতে পারবেন।"

"যে কাজে এসেছি তা শেষ করেই ফিরতে চাই," সন্দীপ বলল, চায়ে চুমুক দিতে দিতে।

"তা তো অবশ্যই, এই বুড়ো বয়সে মাঠে নেমেছি কি এমনি এমনি," ডঃ কারসন হাসলেন। "কাল ভোরে রওনা দেবো আমরা। আশা করি পরশু বিকেলের আগে কৈলাসের আশপাশে পৌঁছাতে পারবো।"

"এতো তাড়াতাড়ি পারবো বলে মনে হয় না," সুরেশ বলল, "এখানে আরো কিছু সমস্যা হতে পারে, যেমন ঝড় হওয়ার সম্ভাবনা আছে, এছাড়া..."

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"এছাড়া..."

"চীন সরকার চায় না আমরা এই অভিযানে সফল হই, কাজেই কোন না কোন বাঁধা আসবেই।"

"আপনি কি করে জানেন, বাঁধা আসবে?"

"ডঃ কারসন, কেউ একজন সন্দীপ এবং প্রফেসর সুব্রামানিয়ামকে হুমকি দিয়েছিল, সম্ভবত চায়নীজ এন্টিলিজেন্সের লোক। তারাই সম্ভবত ডঃ আরেফিনকে অপহরন করেছে। আর আমাদের বিনা বাঁধায় ছেড়ে দেবে, এটা আমি বিশ্বাস করি না।"

"আমরা গবেষক, বৈজ্ঞানিক, চোরাচালানী নই, মাদক-ব্যবসায়ী নই। আর এছাড়া চাইলেই তো ওরা আমাদের উপর আক্রমন করতে পারে, যেমন ডঃ আরেফিনকে অপহরন করেছে।"

"আপনাকে কেউ চোরাচালানী বা মাদক ব্যবসায়ী বলে নি ডঃ কারসন। আমাদের উপর আক্রমন না করার একটাই কারন হতে পারে, সেটা হচ্ছে..."

"ওরা চায় আমরা যেন সাম্ভালা খুঁজে বের করি?" লতিকা বলবে পাশ থেকে।

"ঠিক তাই। একবার সাম্ভালা খুঁজে বের করে ফেললেই ওরা আক্রমন করবে। ভারত সরকার এখানে কোন সাহায্য করতে পারবে না। অন্য দেশের ভেতর আক্রমন করার কোন ইচ্ছেই সরকারের নেই। তবে আমাকে পাঠিয়েছে সত্যিই সাম্ভালা বলে কোন জায়গা আছে কি না তার সত্যতা যাচাই করতে। সরকারের উঁচু পর্যায়ে সাম্ভালা, নাইন আননোন ম্যান এই ধরনের মিথে বিশ্বাস করেন, এমন অনেক লোক আছে।"

"তুমি বিশ্বাস করো না?"

"চোখে না দেখে কিছুই বিশ্বাস করি না আমি," উঠে দাঁড়াল সুরেশ। তার তাঁবুর দিকে এগিয়ে গেল। হেড কোয়ার্টারে আজকের রিপোর্ট পাঠাতে হবে।

সন্দীপ আর ডঃ কারসনকে শুভরাত্রি বলে লতিকাও চলে এলো নিজের তাঁবুতে। একটা সিগারেট ধরালো সন্দীপ। ডঃ কারসনের দিকে বাড়িয়ে দিলো একটা।

"সুরেশের উপর ভরসা করা ঠিক হবে না, ডঃ কারসন?" সন্দীপ বলল সিগারেটে টান দিতে দিতে। "বিপদে হয়তো ওর কাছ থেকে সাহায্য নাও পেতে পারি আমরা।"

"আপনার কাছে পিস্তলটা আছে মিঃ সন্দীপ?"

"জি, আছে।"

"ওটা সবসময় কাছাকাছি রাখবেন," বললেন ডঃ কারসন, উঠে দাঁড়ালেন, "আক্রমন যে কোন সময় হতে পারে। আমাদের প্রস্তুত থাকা ভালো।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"ডঃ লতিকা নিরস্ত্র..."

"ওকে নিয়ে ভাববেন না, ওর ব্যবস্থা আমি করবো," তাঁবুর দিকে এগিয়ে গেলেন ডঃ কারসন।

নিভতে থাকা আগুনের পাশে বসে রইল সন্দীপ। সারাদিন পরিশ্রমের পরও তার ঘুম আসছে না, কিন্তু ঘুম খুব দরকার। পরের রাতে ঘুমাতে পারবে কি না সেই নিশ্চয়তা নেই। কাঠমুন্ডুতে যে লোকটা হুমকি দিয়েছিল তার কথা মনে পড়ে গেল। স্রেফ অপহরন করতে চেয়েছিল তাকে, সময়মতো সুরেশ উপস্থিত না হলে এতোক্ষনে ডঃ আরেফিনের মতো যন্ত্রনাভোগ করতে হতো। মনে হচ্ছে অভিযানে এসে জীবনটাই ঝুঁকির মুখে পড়ে গেছে। ডঃ আরেফিনের মতো মানুষ বেঁচে আছেন কি না কে জানে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৯

ভোরে ঘুম ভাঙ্গল রাশেদের। বাজে একটা স্বপ্ন দেখছিল, ভোরের স্বপ্ন নাকি সত্যি হয়, অথচ কি স্বপ্নে দেখছিল তাই মনে করতে পারল না। শুধু মনে হচ্ছে অতি ভয়ংকর কিছু স্বপ্নে দেখেছে সে। ছয়টা থেকে নয়টা পর্যন্ত রাজুর পাহারা দেয়ার কথা। কিন্তু পাহারা অনেক দূরের ব্যাপার, রাজুকে এখন টেনে ঘুম থেকে উঠানো যাবে কি না সন্দেহ।

চারপাশ কুয়াশায় ঢাকা, দশ হাত দূরের জিনিসও দেখা যাচ্ছে না। ভারি একটা সোয়েটার গায়ে দিয়েছিল গত রাতে, নইলে এই শীতে এতোক্ষনে জমে যাওয়ার কথা। একটা সিগারেট ধরালো রাশেদ, শীত শীতভাবটা কাটানোর জন্য। কাজ হচ্ছে বলে মনে হলো না। বিরক্তিতে ছুঁড়ে ফেল দিল।

পাথরে হেলান দিয়ে চোখ বুজে রইল রাশেদ, তন্দ্রামতো হচ্ছে। স্বপ্নে কী দেখেছিল মনে করার চেষ্টা করছে। একদম মনে পড়ছে না, শুধু স্বপ্নে তার দাদা আব্দুল মজিদ ব্যাপারীর কোন ভূমিকা ছিল এটুকু মনে আছে। কতোদিন বৃদ্ধ দাদার সাথে দেখা হয় নি। বুড়ো মানুষটা কিভাবে হারিয়ে গেলেন সেটাই আর্শ্চয বিষয়। থানা-পুলিশ, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন, মাইকিং- কম চেষ্টা করা হয় নি। কিন্তু লোকটা উধাও হয়ে গেছে, যেন কখনো ছিল না।

আধ ঘন্টা পর চোখ খুলল রাশেদ, কুয়াশা কমে নি, বরং আরো ভারি হয়েছে মনে হচ্ছে। এখান থেকে ঠিক কোনদিকে গেলে তিব্বত সীমান্ত অতিক্রম করা যাবে কোন ধারনাই নেই। কাস্টমস একটা চেকপোস্ট আছে, যেহেতু স্পেশাল পাস নেয়া আছে, বৈধভাবেই তিব্বতে ঢোকা উচিত হবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আহমদ কবির জানে, তারা দু'জন তিব্বতের উদ্দেশ্যে যাচ্ছে। তিনি যে আকবর আলী মৃধাকে নিয়ে চেকপোস্টে তাদের ধরার জন্য অপেক্ষা করবে না সেটার নিশ্চয়তা নেই। পিছু ধাওয়া না করে বরং সেই চেকপোস্টে অপেক্ষা করাই ওদের জন্য বুদ্ধিমানের কাজ হবে, সম্ভবত এই জন্যই গতকাল রাতে পেছনে ধাওয়া করার ঝামেলায় ওরা যেতে চায় নি।

রাজুকে ডাকতে হলো না, এমনিতেই উঠে পড়ল।

"সব ঠিক আছে তো? আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম," উদ্বিগ্ন স্বরে বলল রাজু।

"সব ঠিক আছে," রাশেদ বলল। "এখান থেকে যেতে হবে এখন। সীমান্ত পার করতে হবে।"

"চরনদাস আমাকে চেকপোস্ট কোনদিকে দেখিয়েছিল, উত্তর দিকে সম্ভবত।"

"সেখানে ওরা নিশ্চয়ই আমাদের অপেক্ষায় থাকবে।"

"তাহলে কি করবো?"

"কিছু একটা করতে হবে, তবে সেটা কি এখনই বলতে পারছি না," রাশেদ

www.BanglaBook.org

বলল, "এখান থেকে চল আগে।"

উঠে দাঁড়াল রাশেদ, সারা শরীর ব্যথা করছে। চোখ লাল হয়ে আছে তা আয়নায় না তাকিয়েই বুঝতে পারছে। কিন্তু কিছু করার নেই। ঢাকায় না ফেরা পর্যন্ত স্বস্তি পাওয়া যাবে না কোথাও।

রাজুও হাঁটছে পাশাপাশি। বাড়িটা যে দিকে ফেলে এসেছিল, তার উল্টোদিকে হাঁটছে ওরা। এমনও হতে পারে আকবর আলী মৃধা এখনো ঐ বাড়িটায় অপেক্ষা করছে তাদের জন্য। তবে স্বস্তির ব্যাপার হচ্ছে খুব বেশি লোকজন নিয়ে আসে নি আকবর আলী মৃধা। আহমদ কবির ছাড়াও বিশালদেহি একজন যুবক আছে সাথে। আহমদ কবিরকে নিয়ে চিন্তার কিছু নেই, বয়স্ক মানুষ, রাজু নিজেই সামলাতে পারবে। কিন্তু ঐ বিশালদেহির সাথে ভুলেও লাগতে যাওয়া যাবে না। শক্ত কাঠের দরজা যে মানুষ ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে পারে, তার সাথে যথাসম্ভব দূরত্ব রাখার চেষ্টা করবে বলে মনে মনে ঠিক করলো রাজু।

ব্যাগ দু'টোতে দৈনন্দিন ব্যবহার করার জিনিসপত্র, টাকা আর পাসপোর্ট আছে। ধীরে ধীরে হাঁটছে দু'জন। এই এলাকায় সাধারনত ভেড়া আর ইয়াক চড়ায় গ্রামের রাখাল বালকেরা। এমনই একটি ছেলেকে দেখে এগিয়ে গেল রাশেদ।

রাখাল ছেলেটা সাধারন নেপালিদের মতো খাটো নয়, বরং বেশ চমৎকার সুন্দর চেহারা। বয়স পনেরোর কাছাকাছি, মুখ হাসি হাসি। সম্ভবত রাশেদ আর রাজুর বেশভুষা দেখে মজা পেয়েছে সে। যেসব পর্যটকরা আসে এখানে, তারা সবাই প্রায় সাহেব, তাদের পোশাক-আশাকে বিন্দুমাত্র ধুলো কখনো চোখে পড়ে নি। অথচ এই দু'জনকে দেখে মনে হচ্ছে মাটির সাথে রীতিমতো গড়াগড়ি খেয়েছে ওরা। এলোমেলো চুল, চোখের নীচে কালি পড়ে গেছে এরমধ্যে।

ছেলেটা ইংরেজি জানে না, রাশেদের কথা এক বর্ন বুঝতে পারছে কি না সন্দেহ। উদ্ধার করতে এগিয়ে এলো রাজু। ইশারা ইঙ্গিতে কাস্টমস অফিসে কিভাবে যাওয়া যাবে সেটা জানাই আপাতত মূল লক্ষ্য। কোদারি নামটা বুঝতে পারলেও কাস্টমস অফিস আর তিব্বতে যাওয়ার ব্যাপারটা কোনভাবেই ইশারা ইঙ্গিতে বোঝাতে পারছিল না রাজু।

হতাশ হয়ে ছেলেটাকে রেখে এগিয়ে গেল ওরা দুজন। অচেনা একটা জায়গায় এলোমেলোভাবে সারাদিন ঘুরেও কোন লাভ হবে না, অথচ এই এলাকায় ঐ কিশোর ছেলেটা ছাড়া আর কোন মানুষ চোখে পড়ে নি এখন পর্যন্ত। ক্ষুধাও পেয়েছে বেশ। গতকাল সন্ধ্যায় রাজু তবু কিছু খেয়েছিল, কিন্তু রাশেদ অভুক্ত সেই দুপুরের পর থেকে। গলা শুকিয়ে কাঠ।

আরো ঘন্টা তিনেক হাঁটল দু'জন। অন্তত কয়েক মাইল হাঁটা হয়েছে। রাজু ঠিকমতো হাঁটতে পারলেও কষ্ট হচ্ছে রাশেদের। ওর হাত থেকে ব্যাগগুলো নিয়েছিল রাজু। তাতে কিছুটা হলেও হাঁটতে পারছিল রাশেদ। কোদারি গ্রাম থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে ওরা। অনেক দূরে শুধু উঁচু পাহাড় চোখে পড়ে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আঝখানের এই সমতল ভূমিটা যেন পৃথিবীর শেষ প্রান্তে গিয়ে মিশেছে। অনেক দূরে, চোখে পড়ে কি পড়ে না এমন একটা ছায়া চোখে পড়ল। হাত নাড়াচ্ছে।

পড়ে গেল রাশেদ, হোঁচট খেয়ে। কিছুটা অবাক হয়েছে রাশেদ নিজেই। রাজু পিছিয়ে এসে তুলে ধরল।

"হাত নাড়াচ্ছে কে?" কোনমতে বলল রাশেদ।

"চরনদাস।"

হাত নাড়াতে লাগল রাজু। আপাতত এখানে কিছুক্ষন বিশ্রাম নেয়া ছাড়া কোন উপায় নেই।

সেই ছায়াটাকে এগিয়ে আসতে দেখল রাজু। হ্যা, চরনদাসই! এই বোবা ড্রাইভারই এখন একমাত্র ভরসা।

* * *

যজ্ঞেশ্বর এখন বেশ স্বাভাবিক, মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে এটা বিশ্বাস করতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। গুম হয়ে বসেছিল অনেকক্ষন। এখন আবার বিনোদ চোপড়ার সাথে আড্ডায় মেতে উঠেছে।

তিনি নিজেও বেশ অবাক হয়েছেন, এতো সহজে ঐ মানুষটা চলে যাবে এটা ভাবতেও পারেন নি। তবে যে পাথরটা ছুঁড়ে মেরেছিলেন সেটা যে লক্ষ্যভেদ করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। একেবারে মাথায় আঘাত করাতে বোধহয় কিছুক্ষনের জন্য হলেও হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল তার প্রতিদ্বন্দ্বী, ভাবলেন তিনি। এছাড়া এভাবে পালানোর আর কোন কারন নেই। প্রশস্ত খাদটা এক লাফে পার হয়ে ওপাশের জঙ্গলে নিমিষেই হারিয়ে গেল। তবে এতে নিশ্চিন্ত হওয়ার কোন কারন নেই, অদ্ভুত লোকটা এখন আশপাশেই আছে, একেবারে নাগালের মধ্যে। যে কোন সময় আঘাত আসবে আবার। তবে এবার যজ্ঞেশ্বর কিংবা বিনোদ চোপড়ার উপর আঘাত হানার মতো বোকামি করতে যাবে না তার প্রতিদ্বন্দ্বী। সরাসরি তাকেই আক্রমন করবে।

প্রতিদ্বন্দ্বীকে মোকাবেলা করার কোন প্রস্তুতিই নেই তার। বড় একটা পাথরের ফলা নিয়ে বসেছেন তাই। গুহার দেয়ালে হেলান দিয়ে, গোলাকার একটা পাথরের টুকরোর উপর অনবরত শান দিয়ে যাচ্ছেন পাথরের ফলাটায়। একপাশ এরমধ্যে ধারাল হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে আঙুল দিয়ে পরীক্ষা করে দেখছেন।

খাবার হিসেবে ছোট একটা খরগোশ শিকার করেছিলেন, সেটাই আগুনে পুড়িয়ে নিয়েছে বিনোদ চোপড়া। খাওয়া-দাওয়া সেরে গল্প করছে দুজন। গুহার ঠিক মুখের দিকে বসে আছে ওরা। ভেতর থেকে ওদের হাসি-ঠাট্টা কানে আসছে তার।

পাথরের ধারাল ফলাটা এবার একপাশে রেখে দিলেন তিনি। ছোটখাট জিনিসটা কোমরে গুঁজে রাখার উপযুক্ত করতে হবে। দেয়ালে মাথা ঠেকালেন, ঘুম

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আসছে। কিন্তু এই মুহূর্তে ঘুমানো ঠিক হবে না, বিনোদ চোপড়া আর যজ্ঞেশ্বরের বিশ্বস্ততা নিয়ে ভয় না থাকলেও, কঠিন মুহূর্তে বিপদ সামলাতে পারবে কি না তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে তার।

চোখ বুজলেন, জ্ঞান হারানোর পর কি হয়েছিল সেদিন মনে পড়ে গেল সাথে সাথে।

তুমুল বৃষ্টি, সাথে বজ্রপাত। অন্ধকারের মধ্যে দৌড়াচ্ছিলেন তিনি, হ্যা, তারপর জ্ঞান হারায় মিনোস। তারপর কি হয়েছিল?

কতোক্ষন জ্ঞান ছিল না মনে নেই মিনোসের। চোখ খুলে তাকিয়ে বুঝতে পারল রাত হয়ে গেছে, বৃষ্টি হয়তো থেমেছে অনেকক্ষন আগে। ঘুটঘুটে অন্ধকার আর নীরবতা চারদিকে, শীতল হাওয়া বইতে শুরু করেছে। মাথায় হাত বুলাল মিনোস। প্রচন্ড ব্যথা মাথার পেছন দিকটায়। সারা শরীরে বিভিন্ন জায়গায় কেটে ছড়ে গেছে। অন্ধকারে কি করবে বুঝতে পারছে না। তার হাতে বৃদ্ধের দেয়া সেই মাটির ফলক নেই। সেখানেই আলোকবর্তিকার সন্ধান ছিল। ঝড়ের মধ্যে কোথাও পড়ে গেছে। ঐ জিনিস ছাড়া সেই আলোকবর্তিকার সন্ধান কি পাওয়া যাবে?

কোনমতে উঠে দাঁড়াল মিনোস। পায়ের তলায় পাথরের কুচিগুলো সরে সরে যাচ্ছে, এখানে সেখানে ছোট ছোট গর্তগুলো পানিতে টুইটুম্বুর। অন্ধের মতো দুই পাশে হাত দিয়ে এগুচ্ছে মিনোস। আরেকটু এগিয়ে ডান দিকে পাহাড়ের অমসৃন দেয়ালে হাত ঠেকল। এবার দেয়াল ধরে এগুচ্ছে সে। রাতটা কাটানোর জন্য নিরাপদ একটা জায়গা পাওয়াটাই এখন জরুরি। এই অদ্ভুত এলাকায় কোথায় কোন বিপদ লুকিয়ে আছে তা আগে থেকে বোঝা অসম্ভব। যতো এগুচ্ছে দেয়াল ততো মসৃন হয়ে আসছে, আরো ডান দিকে সরে যাচ্ছে। চোখ খোলা রেখে এভাবে অন্ধের মতো হাঁটতে হয় নি কখনো। বৃদ্ধ হয়তো এইসব ঝামেলার কথা চিন্তা করেই এখানে আসে নি, ধারনা করলো মিনোস।

আরো কিছুদূর যাওয়ার পর পুরোপুরি বাঁক খেয়ে ডান দিকে বেঁকে গেছে দেয়ালটা। সামনে কি আছে কোন ধারনাই নেই মিনোসের। একটু দাঁড়াল এবার, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তার। কেমন গুমোট গরম চারদিকে। একটু আগেও যে শীতল হাওয়া লাগছিল গায়ে তা যেন হঠাৎ উধাও হয়ে গেছে। উপরের দিকে তাকাল মিনোস। উপরে আকাশ নেই। চাঁদ কিংবা তারা কিছুই দেখা যাচ্ছে না, এমনকি যে কালো মেঘের দল আকাশকে আড়াল করে রেখেছে সেটাও যেন সীমাহীন।

এবার উঁচু হয়ে থাকা ছোট একটা পাথরের টুকরোয় হোঁচট খেল মিনোস। মসৃন দেয়াল ধরে নিজেকে ঠেকাতে চাইলেও পারল না, পড়ে গেল নীচে। কনুইয়ের দিকে কেটে গেছে বুঝতে পারছে মিনোস। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। একটু দূরেই বাতাসের সো সো শব্দ আসছে, কিন্তু তার বিন্দুমাত্র লাগছে না তার শরীরে। উপরের দিকে তাকাল আবার, হ্যা, এবার বোঝা যাচ্ছে। উপরে আকাশ নেই, সে যে গুহায় ঢুকেছে তার ঘনকালো ছাদ আছে। বেশ অনেকক্ষন আগেই

www.BanglaBook.org

একটা গুহায় ঢুকেছে সে, নিজের অজান্তেই। বাইরের ঝড়-বৃষ্টি থেকে অন্তত এ জায়গাটা নিরাপদ।

মসৃন দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসল মিনোস। গুহাটা কতো বড়, সামনে কি আছে, কোন ধারনাই নেই তার। শুধু মনে হচ্ছে, নিয়তিই তাকে টেনে এনেছে এই গুহায়। এখানেই তার মৃত্যু হবে, পৃথিবীর কেউ জানবেও না মিনোস নামের একজন মানুষ এখানে মরে পড়ে আছে।

মৃত্যুকে মোটেও ভয় পায় না মিনোস। শুধু একটাই আফসোস থাকবে, সব কিছু জানার, বোঝার যে ইচ্ছেটা তাকে তাড়িয়ে বেড়ায় সেই ইচ্ছেরও মৃত্যু হবে তার মৃত্যুর সাথে সাথে।

আরো অনেককিছু মাথায় আসছিল মিনোসের। কিন্তু সারাদিন পরিশ্রমে শরীর খুব ক্লান্ত। বেশ নিরাপদ একটা জায়গা পেয়ে ঘুম আসছে তার, গভীর ঘুম। এই ঘুম ভাঙবে কি না জানে না মিনোস। কিন্তু ঘুমাতে তাকে হবেই। আরেকটু হেলান দিয়ে বসল মিনোস। ছোট একটা পাথরের টুকরো হাতের মুঠোয় নিলো। আপাতত আত্মরক্ষার জন্য এটুকুই তার সম্বল।

ঘুম ভাঙ্গল হঠাৎ করেই। মনে হচ্ছিল বৃদ্ধ অভিভাবক তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, ধবধবে সাদা পোশাক পরনে, হাতে লম্বা একটা লাঠি। যেন কিছু একটা বলছে তাকে, বিড়বিড় করে, চারপাশে অদ্ভুত সব শব্দ, সেই শব্দের কারনে বৃদ্ধের কথা সব চাপা পড়ে যাচ্ছে। বৃদ্ধেও উদ্দেশ্যে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে মিনোস, কিন্তু সেই হাত না ধরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন বৃদ্ধ, অনেকটা ভোজবাজির মতো। পুরো ব্যাপারটাই স্বপ্ন ছিল, আধো ঘুম আর আধো জাগরনে দেখা অদ্ভুত স্বপ্ন, কারন চোখ খুলে বৃদ্ধকে দেখতে না পেলেও চারপাশে বিকট সব শব্দে কান ঝালাপালা হওয়ার যোগাড়। মনে হচ্ছে পুরো পাহাড় যেন ধ্বসে পড়ছে, পাথরে পাথরে ঘর্ষন হচ্ছে, প্রচন্ড বেগে পানি আছড়ে পড়লে যেমন শব্দ হয় ঠিক সেরকম শব্দ আসছে বাইরে থেকে। এই সময় এমন একটা গুহায় চুপচাপ বসে থাকা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এরচেয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজে পাওয়াটা আরো জরুরি। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার, হঠাৎ করেই অন্ধকার গুহাটা ধীরে ধীরে আলোকিত হয়ে উঠলো। আলোর উৎসের খোঁজে চারপাশে তাকাল মিনোস।

গুহার চারপাশের দেয়াল ঝলমল করছে, পুরো দেয়াল জুড়ে কাঁচের মতো স্বচ্ছ কিন্তু দ্যুতিময় বস্তু, যেন দেয়ালগুলো তৈরিই হয়েছে এই স্বচ্ছ পদার্থ দিয়ে। এমনকি উপরে গুহার ছাদও তৈরি একই পদার্থ দিয়ে। হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখল মিনোস। ধারাল স্বচ্ছ কাঁচের টুকরোগুলো থেকে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে, কিন্তু এই আলো আসছে অন্য কোন উৎস থেকে। এই স্বচ্ছ টুকরোগুলো কেবল সেই আলোকে প্রতিফলিত করছে। দেয়াল ধরে ধরে হাঁটতে শুরু করেছে মিনোস। হঠাৎ মনে হলো বাইরের সব শব্দ থেমে গেছে। চারপাশ একদম নীরব। কোথাও অস্বাভাবিকতা আছে, কোন একটা ঝামেলা আছে সামনে, নিজেকে তৈরি করে নিলো সে। যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত। লম্বা টানেলের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মতো গুহার দেয়াল ছুঁয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সে। কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে গুহাটা বোঝা যাচ্ছে না। একটানা চোখ ধাঁধানো আলোয় তাকিয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে, মাঝে মাঝে তাই চোখ বন্ধ করে এগিয়ে যাচ্ছে মিনোস। মনে হচ্ছে গুহাটা এবার ঢালু হয়ে নীচের দিকে যাচ্ছে। মেঝে ক্রমশ মসৃন হয়ে আসছে। পা ফেলতে হচ্ছে সাবধানে, যে কোন সময় পা পিছলে গেলে গড়িয়ে নীচের দিকে পড়ে যাবে।

বড় করে নিঃশ্বাস নিলো মিনোস। গুহা ঢালু হয়ে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে, তাই দু'হাত দুপাশে দিয়ে দেয়াল আকড়ে ধরে এগুচ্ছে সে, ঘেমে নেয়ে উঠেছে, এখন নীচের দিকে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। উপরের দিকে উঠা প্রায় অসম্ভব, সে ধরনের শারীরিক শক্তিও এখন আর অবশিষ্ট নেই।

সামনে একটা বাঁক, দেয়াল ধরে ধীরে ধীরে বাঁকটা পার হলো মিনোস। গুহাটা আরো ঢালু হয়ে গেছে সামনের দিকে, মনে হচ্ছে আরেকটু সামনেই গুহা শেষ হয়ে যাবে, সেখানে চমৎকার কিছু অপেক্ষা করছে তার জন্য, অথবা অপেক্ষা করছে মৃত্যু। ঘর্মাক্ত হাতে দেয়াল আঁকড়ে ধরতে দারুন কষ্ট হচ্ছে। গুহার এই অংশে আলো আরো উজ্জ্বল, চোখ ধাধিয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে আলোর উৎসের কাছাকাছি এসে পড়েছে সে। উত্তেজনায় ঘামতে লাগল মিনোস। আরেকটু এগুলেই কি সেই আলোকবর্তিকার কাছে পৌছে যাবে সে? এটাই কী সেই আলো যার দিক-নির্দেশনা বৃদ্ধ দিয়েছিলেন?

হয়তো এক মুহূর্তের জন্য অসতর্ক হয়ে পড়েছিল মিনোস, কপালের উপর জমে থাকা ঘাম মুছতে গিয়ে দেয়াল থেকে হাত ছুটে যাওয়াতে তাল সামলাতে পারলো না সে। মসৃন মেঝেতে নিজেকে আটকে রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা চালাল। নীচের দিকে গড়িয়ে পড়তে পড়তে মেঝে আকড়ে থাকার চেষ্টা করল। কিন্তু কাজ হলো না। গুহা আরো ঢালু হয়ে নীচের দিকে নেমে গেছে। সেখানেই আলোর উজ্জ্বলতা সবচেয়ে বেশি।

নিজের অজান্তেই চিৎকার করে উঠলো মিনোস।

ঘেমে গেছেন তিনি, যেন ঘোরের ভেতর চলে গিয়েছিলেন। সামনে বসে থাকা দু'জন মানুষকে প্রথমে ঠিক চিনতে পারলেন না, যজ্ঞেশ্বর আর বিনোদ চোপড়া উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

"আমি ঠিক আছি," অস্ফুট স্বরে বললেন তিনি।

উঠে দাঁড়ালেন, সরে জায়গা করে দিলো যজ্ঞেশ্বর আর বিনোদ চোপড়া। বাইরের খোলা হাওয়ায় একটু দাঁড়াতে হবে। এমন এক অতীতে চলে গিয়েছিলেন যার অনেক কিছুই এখন মনে নেই। চাইলেও এখন আর তা মনে পড়বে না। দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো তার বুক চিরে। খাদের ওপারের ঘন জঙ্গলের দিকে তাকালেন। দুপুর গড়িয়ে গেছে। কোথাও কোন নড়াচড়া চোখে পড়ল না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৪০

সাধারণত দুপুরটা কাটে আচ্ছন্ন অবস্থায় অথবা তন্দ্রায়, এই আচ্ছন্নভাব সন্ধ্যায়ও কাটে না। সকালের নাস্তায় দুটো আইটেম থাকে, পাউরুটি আর কলা। সম্ভবত এইসব খাবারে কিছু একটা মেশায় এরা যা তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। আজ সেই আচ্ছন্নভাব নেই। নাস্তা দিতে যে লোকটা আসে তার আড়ালে কলা আর পাউরুটি না খেয়ে লুকিয়ে ফেলেছেন। লোকটা টের পায় নি, কিন্তু সেই না খাওয়া কলা আর পাউরুটি এখন বেশ অস্বস্তি তৈরি করেছে। শার্টের বোতাম গলে এখন গেঞ্জি আর শার্টের মাঝামাঝি আছে খাবারগুলো, পাউরুটিতে তেমন সমস্যা না হলেও, কলা এরমধ্যে নরম হতে শুরু করেছে, পুরো শরীরটা চিটচিটে লাগছে। কিন্তু কিছু করার নেই। সেই সন্ধ্যায় যখন বেরুতে পারবেন পাঁচ মিনিটের জন্য তখন এগুলোর ব্যবস্থা করতে হবে।

আচ্ছন্ন অবস্থায় নেই বলেই আজ সকালে কেমন চাঞ্চল্য অনুভব করছেন তিনি। বাইরে সৈনিকদের হাঁকডাক বেশি শোনা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে এখানে থাকার সময় শেষ হয়েছে। বেশ কিছুদিন হয়ে গেল ভ্যানটা একই জায়গায় আছে। রাতে প্রাকৃতিক কাজ সারার জন্য বাইরে গেলে আরো কিছু জিপ তার চোখে পড়েছে অবশ্য, সাথে ছোট ছোট কিছু তাঁবু। চায়নীজ অফিসার অল্প কিছু সৈনিক নিয়ে এখানে ঘাঁটি গেড়েছে বেশ কিছু দিন হলো। এক জায়গায় বেশিদিন থাকার নিয়ম হয়তো নেই, কিংবা তাকে নিয়ে অন্য কোন প্ল্যান আছে এদের, ভাবলেন তিনি।

ভ্যানের পেছনের গেট খোলার শব্দে চোখ বন্ধ করলেন তিনি। এখন পুরোপুরি অভিনয় করে যেতে হবে। কেউ একজন উঠেছে উপরে, হেঁটে আসছে তার দিকে। এমনভাবে চোখ খুললেন যেন চোখ খুলতে কষ্ট হচ্ছে তার।

"হেই প্রফেসর, চোখ খোল," তরুন চায়নীজ অফিসার বলল।

চোখ খুললেন তিনি, বাইরে যদিও রোদ নেই, তবু অনেকদিন পর দিনের আলো চোখে পড়ল।

"ডঃ কারসনের সাথে যে লোকটা ছিল, সে একটা স্পাই, ভারতীয়, ওর নাম সুরেশ, সে এখন কোথায়?"

"সুরেশ বলে একজন আছে," কোনমতে বললেন তিনি, "কিন্তু সে তো শুধু গাইড মাত্র।"

"বলতে চাস তুই ওর আসল পরিচয় জানিস না?"

"সত্যিই জানি না। আমার সাথে খুব একটা কথা হয় নি।"

"আচ্ছা, মানলাম। এবার বল ডঃ কারসনের আসল মতলব কি? তিনি কি ভারতীয় সরকারের সাথে মিলে কাজ করছেন নাকি?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আমি জানি না। আমাকে সাম্ভালা খোঁজার জন্য ডেকেছিলেন তিনি, আর কিছু না।"

"সাম্ভালা! সাম্ভালা! সাম্ভালা! তোরা কি পাগল নাকি? এমন জায়গা আছে পৃথিবীতে?" উত্তেজিত তরুন অফিসার ভ্যানের দেয়ালে সজোরে আঘাত করল। পুরো ভ্যান কেঁপে উঠল।

নড়েচড়ে বসলেন ডঃ আরেফিন। বহুদিন ধরে একটা জিনিস জানার ইচ্ছে ছিল, এই তরুন চায়নীজ অফিসারের নাম। কখনোই নেমপ্লেট লাগানো অবস্থায় দেখেন নি ওকে। আজ দেখলেন। তরুনের নাম চ্যাঙ লি। নামটা ভালোই লাগল।

"শোন চ্যাঙ, সাম্ভালা আছে কি নেই আমি জানি না। তবে খুঁজে দেখতে তো কোন সমস্যা নেই, তাই না?"

"অবশ্যই আছে। অন্য দেশে ঢুকে তোরা ঘাঁটাঘাঁটি করবি এটা আমাদের ভালো লাগবে কেন।"

"তাহলে আমরা যদি চীন সরকারের অনুমতি চাইতাম, সে অনুমতি কি পাওয়া যেতো?"

হাসল চ্যাঙ। বাঁকা হাসি।

"আমাদের দেশে কি প্রত্নতাত্ত্বিকের অভাব,হু!" ডঃ আরেফিনের শার্টের কলার খামচে ধরল চ্যাঙ। "মজার ব্যাপার কি জানিস, এই প্রথম তোর সামনে নেমপ্লেটটা লাগালাম। কি কারনে বলতে পারবি?"

কারনটা অনুমান করতে পারলেও মুখ খুললেন না ডঃ আরেফিন।

"মৃত্যুর আগে তোর জানার অধিকার আছে কার হাতে মারা পড়েছিস তুই," বলে হাসল চ্যাঙ,"তোর সঙ্গিসাথীরাও অবশ্য তোর পথ ধরবে। সেই দিকেই যাচ্ছি আমরা।"

"এতো বিনাকারনে মানুষহত্যা, আর কিছু না..."

আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন ডঃ আরেফিন, পারলেন না, বিদ্যুৎ বেগে চ্যাঙের হাত নেমে এলো তার গাল বরাবর। চেয়ারশুদ্ধ কাত হয়ে পড়ে গেলেও জ্ঞান হারালেন না তিনি। ভ্যান থেকে নেমে গেট বন্ধ করে দিলো চ্যাঙ।

সকাল দশটার বেশি বাজে না। মৃদু একটা কম্পন অনুভব করলেন তিনি। ভ্যান চলতে শুরু করেছে।

* * *

"সোহেল, কি অবস্থা তোমার?"

"ঠিক আছি, বস।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"ব্যবস্থা কি?"

"আজ রাতের মধ্যে ব্যবস্থা হয়ে যাবে।"

"কিভাবে?"

"আমাদের নেটওয়ার্কের কিছু সদস্য আছে, যারা চীন-ভারত সীমান্তে চোরাচালান করে। ওদের মাধ্যমেই ওপারে যাবো।"

"কখন?"

"আজ রাতে।"

"আর আহমদ কবির?"

"সে এখানেই থাকবে। এই লোককে নিয়ে গেলে সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই বেশি হবে বলে আমার ধারনা।"

"তোমাকে এতো ধারনা করতে কে বলেছে? আহমদ কবিরও যাবে আমাদের সাথে।"

"ভুল হয়ে গেছে, আহমদ কবির আমাদের সাথে যাবে।"

"রাশেদের কোন খবর?"

"কোন খবর এখনো পাই নি।"

"ঐ বোবা ড্রাইভারকে আটকে রেখেছো তো?"

"জি," বলতে গিয়ে গলা কেঁপে গেল সোহেলের। যে রুমটায় বোবা গাড়িচালককে আটকে এসেছিল একটু আগে গিয়ে দেখে সে রুম ফাঁকা। ছেলেটা পালিয়েছে। কিন্তু সেই তথ্য এখন আকবর আলী মৃধাকে দেয়া যাবে না। তাতে তার নিজের জান নিয়ে টানাটানি পড়তে পারে। কেমন বিনা দ্বিধায় মানুষ খুন করতে পারে আকবর আলী মৃধা যা স্বচক্ষে অনেকবার দেখেছে সে।

"তুমি তাহলে যাও, নজর রাখো," বললেন আকবর আলী মৃধা। জিপের পেছনের সীটে হেলান দিয়ে বসলেন। ঘুম আসছে তার, গত রাতে ভালো ঘুম হয় নি, উদ্ভট সব স্বপ্ন দেখেছেন, মাথায় টাক- গেরুয়াধারি কিছু লোক তার চারপাশ ঘিরে রয়েছে, তাদের সবার চোখেই ঘৃনা। যে কোন সময় আক্রমন করতে প্রস্তুত। একটা চেয়ারের সাথে বাঁধা অবস্থায় আছেন তিনি। লোকগুলো ক্রমশ সামনে এগিয়ে আসছে। বুঝতে পারছিলেন তার সময় শেষ হয়ে এসেছে...কিন্তু, স্বপ্নটা পুরো দেখতে পারেন নি, তার আগেই ঘুম ভেঙে গেছে। অন্য সময় হলে এই স্বপ্নের মানে বোঝার জন্য চিন্তাভাবনা করতেন হয়তো, কিন্তু এখন সেই সময় নেই। রাশেদকে হাতের মুঠোয় না পাওয়া পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছেন না তিনি। ছেলেটার গায়ের চামড়া তুলে তা লুসিফারকে ভেট দেয়ার ইচ্ছে আছে তার। তিলে তিলে মারতে চান ছেলেটাকে।

কোদারি গ্রামের একটু বাইরে অবস্থান করছেন তিনি এখন। ছায়াময় একটা জায়গায় জিপটা রাখা হয়েছে। এখান থেকে বৈধভাবে সীমান্ত পার হয়ে তিব্বতে

www.BanglaBook.org

যাওয়ার সেতু খুব কাছেই। যতোটুকু বুঝতে পারছেন রাশেদ তিব্বতে যাবেই। বোকা আহমদ কবির নিজের হাতে স্পেশাল পাস করে দিয়েছে। ভাবতেই অসহ্য লাগছে। মানুষ এতো বোকা হয় কি করে!

রাশেদকে হাতের মুঠোয় আনতে গিয়ে যদি জাহান্নাম পর্যন্ত যেতে হয় তবু যাবেন আকবর আলী মৃধা। এক অসহ্য রাগে তিনি গরগর করতে থাকেন। সোহেলকে পাঠিয়েছেন কিছুক্ষন হলো, কিন্তু ওর উপর পুরো ভরসা রাখতে পারছেন না। শারীরিকভাবে পুরোপুরি ফিট না এখন সোহেল। নেপাল সীমান্ত থেকে কাস্টমস পার হয়ে তিব্বতে ঢোকার পথে যে সেতুটা আছে দূর থেকে তার উপর নজর রাখতে বলেছেন সোহেলকে। রাশেদ আর তার বন্ধু সত্যি তিব্বতে যায় কি না তার উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

আহমেদ কবিরকে ইশারায় কাছে আসতে বললেন তিনি। একটু দূরেই দাঁড়িয়ে ছিল লোকটা। হা করে দূরের হিমালয় পর্বতমালার দিকে তাকিয়ে আছে। দূর থেকে হঠাৎ দেখলে পাথরের একটা মূর্তি ছাড়া আর কিছু মনে হবে না। লোকটা তাকে যমের মতো ভয় পায়। অবশ্য ভয় পাওয়ার মতো অনেক কাজ ওর চোখের সামনেই করেছেন তিনি। ভয় পাওয়ার সাথে সাথে তাকে যথেষ্ট ঘৃনাও করে বয়স্ক মানুষটা, জানে, "বিশ্বস্ততা" আকবর আলী মৃধার কাছে মূল্যবান কোন বস্তু নয়, নিজের প্রয়োজনে যে কাউকে যে কোন সময় খুন করতে পারে। এই ঘৃনা প্রকাশ করার সাহস অবশ্য নেই আহমদ কবিরের।

"জীপ চালাতে পারো?" আহমদ কবিরকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

"জি, পারি।"

"চালাও তাহলে। কাস্টমস অফিসের সামনে যাও।"

"জি।"

স্টেয়ারিং-এ বসল আহমদ কবির। স্টার্ট দিলো। উত্তর থেকে শীতের হাওয়া এসে কাঁপিয়ে দিয়ে গেলো তাকে। ধীরে ধীরে গতি বাড়াচ্ছে সে। এই শীতেও কপালে ঘাম জমেছে তার।

* * *

গুহাটা ছোট, আরামদায়ক, উষ্ণ মনে হয়েছিল শুরুতে, এখন তা মনে হচ্ছে না। বাইরে প্রচন্ড শীত থাকলেও গুহার ভেতরকার আবহাওয়া সম্পূর্ন বিপরীত। কোথা থেকে হাল্কা গরম হাওয়া আসছে। এছাড়া গুহার ভেতর অদ্ভুত একটা গন্ধ। অন্ধকার গুহায় এর আগে অনেক দিন কাটিয়েছে মিচনার, এই জীবন তার কাছে নতুন নয়। গুহার পেছনের পাশটা একেবারে অন্ধকার, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে বাতাস আসছে সেদিক থেকেই, তারমানে সেখানে কোন ছিদ্র আছে কিংবা গুহাটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আগেই শেষ হয়ে যায় নি। নিজের সাথে সবসময় দেয়াশলাই রাখে মিচনার। খুব বেশি কাঠি খরচ হয় নি। একটা কাঠি জ্বালাল মিচনার।

আলোয় পুরো অন্যরকম কিছু দেখল মিচনার। পুরো গুহাভর্তি কংকাল, মানুষের নয়, বেশিরভাগই মনে হয় হরিনজাতীয় প্রানীর। মিচনারের উল্টোদিকে রীতিমতো হাড়ের একটা পাহাড় জমে গেছে। পেছন দিকটায় এবার কাঠিটা ঘোরাল মিচনার, এবার আরো অবাক হবার পালা। সেখানে কোন দেয়াল নেই, বরং সরু একটা অন্ধকার করিডোর দেখা গেল। একজন মানুষ অনায়াসে সেখান দিয়ে হেঁটে যেতে পারবে।

ভয় বলে কোন কিছু অন্তত মিচনারের অভিধানে নেই। গুহায় জমে থাকা হাড়ের স্তুপ বলে দিচ্ছে এখানে কোন মাংসাশী প্রানী থাকে অথবা প্রানীটা গুহাটাকে কেবল তার উচ্ছিষ্ট রাখার জায়গা হিসেবে বেছে নিয়েছে। সেই মাংসাশী প্রানীটা কি ধরনের হতে পারে তা বোঝা একটু দুরূহ ব্যাপার। বড় ধরনের সাপ, কিংবা ভালুক, নেকড়েবাঘ কিংবা...আর ভাবতে চাইল না মিচনার। যাই হোক না কেন, এই প্রানীটা সম্পর্কে জানা খুব একটা জরুরি নয় তার জন্য। তার আসল লক্ষ্য অন্য কোথাও, খাদের ওপারে যেখানে তার প্রতিপক্ষ তৈরি হচ্ছে তাকে মোকাবেলা করার জন্য। তারপরও কৌতুহল বলে একটা কথা আছে, নিজেকে কোনভাবে আটকে রাখতে পারল না মিচনার। অনেকক্ষন ঘুমিয়ে নিয়েছে এরমধ্যে, কিছুটা পথ এগিয়ে গিয়ে দেখা যায় এই অন্ধকার করিডোর কোথাও গিয়ে মিশেছে না কি সেটা কোন কানা গলি।

একটা একটা করে কাঠি জ্বালিয়ে এগুচ্ছে মিচনার। করিডোরে উষ্ণ একটা হাওয়া ঘুরপাক খাচ্ছে, মাঝে মাঝে পেছন ফিরে তাকাচ্ছে মিচনার। এমন হতে পারে মাংসাশী প্রানীটা তার গুহায় ফিরে আসবে যে কোন সময় খাবার মুখে নিয়ে। তাই সতর্ক আছে মিচনার, কান খাড়া করে রেখেছে। করিডোরটা ক্রমেই সরু হয়ে এগিয়ে গেছে সামনে। দু'পাশের পাথুরে দেয়াল কালো কুচকুচে, হাত দিয়ে দেখল মিচনার, ভেজা ভেজা।

কাঠি নিভে গেছে, আরেকটা কাঠি জ্বালাতে যাবে এমন সময় অদ্ভুত শব্দটা কানে লাগল মিচনারের। ধুপ করে হওয়া শব্দটা গুহার মুখ থেকে এলো মাত্র। যেন ভারি কোন কিছু গুহার মেঝেতে ফেলা হয়েছে। জমে গেল মিচনার। গুহার আসল মালিক কি ফিরে এসেছে, তার খাবার নিয়ে? এবার উল্টোদিকে ফিরল সে, প্রানীটাকে দেখা দরকার। খালি হাতে মোকাবেলা করতে পারবে কি না বুঝে এগুতে হবে। কোন শব্দ যাতে না হয় সেভাবে হাঁটছে মিচনার। কড়কড় করে হাড় ভাঙার শব্দ কানে এলো। দেয়ালের সাথে প্রায় মিশে গিয়ে এগুচ্ছে মিচনার। শক্তিশালী প্রানী সন্দেহ নেই, বড় ধরনের কিছু হবে। তবে নিজের শক্তি-সামর্থ্যের উপর আস্থা আছে মিচনারের।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আরো এগিয়ে গেল মিচনার। কান পাতল, মাংস ছিড়ে খাওয়ার শব্দ আসছে, এই শব্দটা বেশ প্রিয় তার। নিজেকে পশু মনে হচ্ছে আবার, রক্ত-মাংস, নৃশংসতা, এইসব তার রক্তে মিশে আছে। খুব সাবধানে উঁকি দিলো মিচনার। গুহার মুখে এখনো হাল্কা আলো আছে, দিনের শেষ আলো। সেই আলোয় যা চোখে পড়ল তার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না মিচনার। সত্যি সত্যি এমন প্রানী আছে তা চোখে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না। দেয়ালের সাথে মিশে দাঁড়িয়ে রইল মিচনার। যে কোনভাবে এই গুহা থেকে বের হতে হবে, এই করিডোর ধরে এগিয়ে যেতে হবে সামনে, ভাগ্য ভালো হলে বের হওয়ার কোন না কোন পথ পাওয়া যাবে। গুহার মুখ দিয়ে বের হওয়ার উপায় নেই, বিশালকায় প্রায় ভালুকের মতো দেখতে এই প্রানীর কথা অনেক আগে শুনেছিল, তার জীবন্ত রুপের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার কোন ইচ্ছেই মিচনারের নেই।

অন্ধকারে পা টিপে টিপে এগিয়ে যাচ্ছে মিচনার। করিডোরের শেষ মাথায় বের হওয়ার কোন পথ আছে কি না জানা নেই, তবু চেষ্টা করতে হবে। নতুবা অপেক্ষা করতে হবে বিশালকায় প্রানীটা কখন বের হবে গুহা থেকে বের হবে সেই সময়ের জন্য। অপেক্ষা করার মতো সময় এখন তার হাতে নেই, খাদের ওপারে প্রতিপক্ষ হয়তো এখনো আছে, সেখান থেকে চলে গেলে আবার তাদের খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে যাবে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৪১

পোশাক-আশাকের অবস্থা বেশি একটা সুবিধার না, তাই লাজ-লজ্জার ধার না ধেরে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে সব বদলে নিলো রাশেদ। সীমান্ত পার হতে হলে এটুকু সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। সারা শরীরে ময়লা, ছেঁড়া-পোশাক নিয়ে কাস্টমসে দাঁড়ালে হয়তো ওরা ফিরিয়েও দিতে পারে। রাশেদের দেখাদেখি রাজুও তার পোশাক বদলে নিয়েছে একটু আগে। তবে দু'জনের মুখেই বেশ দাড়ি-গোঁফ জমেছে গত কয়েকদিনে। শেভ করার কোন উপায় নেই। কাঁধে ট্রাভেল ব্যাগ ঝুলিয়ে হাইওয়েতে উঠে এসেছে ওরা। আর কিছুটা হাঁটলেই কাস্টমস অফিস। অন্তত রামচরনের সাংকেতিক কথাবার্তায় তাই বের করতে পেরেছে রাশেদ। একটু আগে ওদের দুজনকে এই রাস্তায় উঠিয়ে দিয়ে চলে গেছে চরনদাস, কাঠমুন্ডুতে। যাবার আগে রাশেদ অবশ্য কিছু টাকা ধরিয়ে দিয়েছে হাতে। এই ছেলেটা না থাকলে এতোদূর আসা হতো না, আকবর আলী মৃধার হাতে পড়ে জান দিতে হতো।

সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে পিস্তল দুটো নিয়ে। এই জিনিস নিয়ে সীমান্ত পাড়ি দেয়া অসম্ভব। অস্ত্রসহ একবার ধরা পড়লে সহজে ছাড়া পাওয়া যাবে না, সোজা জেলে চালান করে দেবে। আবার অস্ত্র ছাড়া যেতেও ভরসা পাচ্ছে না রাশেদ। কিন্তু সত্যিই কিছু করার নেই।

লম্বা চলে গেছে রাস্তাটা। দু'পাশে পাথুরে এলাকা, মাঝে মাঝে কিছু গাছ দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ি কিংবা অন্যান্য যানবাহন খুব একটা চোখে পড়ছে না। পিস্তল দুটো এরমধ্যে রাজুর হাতে দিয়েছে রাশেদ, ও নাকি কী ব্যবস্থা করবে। যদিও ব্যবস্থা করার কোন লক্ষন এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না।

হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল রাশেদের, রোদের তেজ নেই, শীতল হাওয়া বইছে। গতকাল থেকে পেটে কিছু পড়ে নি, অবসন্ন লাগছিল। রাজুকে দেখে অবশ্য তেমন কিছু বোঝার উপায় নেই। হাঁটছে, মাঝে মাঝে শিস দিচ্ছে, যেন পুরো পরিস্থিতিটাকে উপভোগ করছে।

"পিস্তলগুলো কোথায় লুকাবি?" জিজ্ঞেস করল রাশেদ।

"যেখানে সেখানে ফেলে যাবো না, এমন জায়গায় রাখবো যাতে ফিরে আসার সময় আবার খুঁজে পাই।"

"বুঝলাম, তাড়াতাড়ি কর," তাড়া দিলো রাশেদ, "কাস্টমস অফিস এখান থেকে খুব কাছেই মনে হচ্ছে।"

"নো চিন্তা," রাজু বলল, দূরে রাস্তার পাশে বড় একটা পাথরের টুকরো দেখাল, টুকরোটা গোল, "ঐটার নীচে লুকাবো।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"তোর কি মাথা খারাপ নাকি? নষ্ট হয়ে যাবে না?"

"নষ্ট হবে ক্যান, এমনভাবে লুকাবো যে..." রাজু বলল, উদাহরনটা শেষ করতে পারলো না।

"ঠিক আছে," রাশেদ বলল, "কিন্তু পরে এই পাথরের টুকরো চিনবো কি করে?"

"একটা মার্ক করে যাবো," রাজু বলল, "যেমন ধর, এর উপরে আমাদের নামের প্রথম অক্ষর "আর" লিখে যাবো, যাতে পরে খুঁজে পেতে সমস্যা না হয়।"

"আইডিয়া খারাপ না," বলল রাশেদ, কথা বাড়াতে ইচ্ছে করছিল না তার। এই পিস্তলগুলো যদি ডঃ আরেফিনের কোন কাজে ব্যবহার করা না যায়, তাহলে এগুলো আবার বের করে আনার প্রশ্নই আসে না।

রাস্তার পাশে বসে পড়ল রাশেদ, রাজু কিছুক্ষনের মধ্যে পাথরের টুকরোর আড়ালে পিস্তলদুটো লুকিয়ে আসল।

"চল, যাই তাহলে," রাজু বলল।

"একটু রেস্ট নেয়া দরকার।"

"এখানেও কিন্তু সেই আকবর আলী মৃধা থাকতে পারে, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব সীমান্ত পার হওয়া জরুরি আমাদের জন্য।"

রাজুর কথায় যুক্তি আছে। উঠে দাঁড়াল রাশেদ। অনেক দূরে একটা জিপ চোখে পড়ল, খুবই ধীর গতিতে আসছে। দু'জন লোককে বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে। লিফট পাওয়ার আশায় হাত নাড়াতে শুরু করেছে রাজু।

* * *

দুপুরের দিকে থামলেন ডঃ কারসন। ভোরে উঠে শুরু করেছিলেন, মাঝে দশ মিনিটের ছোট খাট একটা বিরতি দিয়েছিলেন, তারপর ক্রমাগত পথচলা। এখানে চারপাশে দেখার কিছু নেই। চারপাশে শুধু বরফ, মেঘলা আকাশ, দূরে পাইন বনের সারি, আরো দূরে বিন্দুর মতো দেখা যায় কিছু মানুষকে যারা ভেড়া কিংবা চমড়ি গাই চড়াতে বের হয়েছে।

পাথুরে পথে হাঁটতে হাঁটতে মাঝে মাঝে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়। বিশেষ করে তিব্বতি মুটেগুলোর অবস্থা বেশি খারাপ। টাকার লোভে মালপত্র টানাটানি করতে এলেও এই পেশায় এদের খুব একটা অভিজ্ঞতা নেই। তাই থামতে মোটামুটি বাধ্য হয়েছেন ডঃ কারসন। এছাড়া ক্ষুধাও পেয়েছে খুব। মাঝে মাঝে সুরেশ এটা সেটা শিকার করে নিয়ে আসে, রান্নাও করে চমৎকার। কিন্তু আজ সুরেশকেও পরিশ্রান্ত মনে হচ্ছে। টিনের খাবারেই লাঞ্চ সারতে হবে সবাইকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চমৎকার একটা জায়গা বেছে নিয়েছে সুরেশ। চারপাশ থেকে ঘেরা, ঠান্ডা হাওয়া খুব একটা বেশি ঢোকে না। চা বানানোর জন্য আগুন জ্বালানো হয়ে গেছে, গোল হয়ে বসেছেন ডঃ কারসন, সন্দীপ, সুরেশ আর লতিকা। একটু দূরে মুটে চারজন বসেছে, ওদের মধ্যে একজনকে কিছুটা অসুস্থ মনে হচ্ছে।

সুরেশ এক এক করে সবার কাপে গরম চা ঢেলে দিলো।

"গতকাল বলেছিলাম, আমরা বসবো," ডঃ কারসন বললেন চায়ে চুমুক দিয়ে, "খুব কাছাকাছি চলে এসেছি আমরা। তাই কিছু ব্যাপার এখানেই আলোচনা হয়ে যাওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।"

"আপনি বলুন, আমরা শুনছি," শুকনো টোস্ট বের করে এনেছে সে একটা টিনের কৌটা থেকে, কামড় বসাল।

"পরশু নাগাদ আমরা আসল জায়গায় পৌঁছে যাবো, অন্তত আমার হিসেব তাই বলে," ডঃ কারসন বললেন, "কিন্তু একটা জায়গায় আমার কিছুটা সন্দেহ আছে।"

"বলে ফেলুন, ডঃ কারসন," সন্দীপ বলল।

"সুরেশকে এখান থেকেই ফিরে যেতে হবে। আমি চাই না, স্পর্শকাতর একটা বিষয় নিয়ে কোন ঝামেলা তৈরি হোক দুটো দেশের মধ্যে।"

"আমি ফিরে যাবো!" অবাক হয়ে বলল সুরেশ, বাকি দুজনের দিকে তাকাল। কিন্তু লতিকা এবং সন্দীপ নীরব ভুমিকা পালন করবে বুঝে ডঃ কারসনের দিকে ফিরল সে, "আমি না থাকলে এতোক্ষনে মরে ভূত হয়ে যেতেন ডঃ কারসন।"

"আমি কোন স্পাইকে সাথে নিতে পারবো না, তুমি তোমার পরিচয় গোপন করে এসেছো আমাদের দলের সাথে। আগে জানলে কখনোই তোমাকে দলের সাথে নিতাম না।"

"আপনি কি মনে করেন আমাকে ছাড়া এগিয়ে যেতে পারবেন, সাম্ভালা খুঁজে বের করতে পারবেন?"

"হ্যা, আমি তাই মনে করি।"

"আপনার কথায় আমি কখনোই ফিরে যাবো না ডঃ কারসন। আমার উপর হেডকোয়ার্টারের নির্দেশ আছে।"

"সেটা তোমার ব্যাপার। কিন্তু তোমাকে নিয়ে আমি এক পা সামনে এগুবো না।"

"বাহ্! দারুন তো," সুরেশ হেসে বলল, "আমি তো জানতাম, আমাদের উপমহাদেশের লোকেরা সময়ে অসময়ে ডিগবাজি খায়, কিন্তু আপনারাও দেখি কম যান না।"

"এসব বলে লাভ হবে না সুরেশ। তোমার কারনেই ডঃ আরেফিনের মতো একজন লোককে হারিয়েছি।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আমার কারনে? আমি কী করলাম?"

"উনাকে যারা অপহরন করেছে, তোমাকে ধরার জন্যই করেছে, আমার এই ধারনা অবশ্য ভুলও হতে পারে।"

"আপনার ধারনা ভুল, ডঃ কারসন।"

"আমরা এতোদূর এগিয়ে এসে ফিরে যাবো?" এবার লতিকা প্রশ্ন করল ডঃ কারসনকে।

"লতিকা, তুমি বুঝতে পারছো না। যেখানে আমরা যাচ্ছি, তা চীন ভূখন্ডের একটা অংশ। সেখানে ভারতীয় একজন স্পাই আমাদের সাথে থাকা মানে, আমরা ভারতের পক্ষে কাজ করছি। কিন্তু আসলে তো তা নয়।"

"আপনার কথা ঠিক আছে, ডঃ কারসন। কিন্তু সুরেশকে আমাদের দরকার। ওর মতো একজন লোক আমাদের সাথে থাকলে অনেক কাজই সহজ হয়ে যায়।"

ঠিক এই সময় এক পাশের পাথুরের দেয়ালের উপর জমে থাকা বরফ খন্ড ভেঙে নীচে পড়ল। সুরেশ লাফ দিয়ে সরে গেল, নইলে বরফের চাইটা ঠিক তার মাথায় পড়তে পারতো।

মুহূর্তেই শোল্ডার হোলস্টার থেকে রিভলবার বের করে এনেছে সুরেশ, দুই হাতে দু'টো। সবাইকে আড়াল নেয়ার জন্য ইশারা করে একটা দেয়ালের আড়ালে পজিশন নিলো।

পাঁচ মিনিট কেটে গেল। শুধু বাতাসের গতি বেড়েছে, সোঁ সোঁ শব্দ ছাড়া আর কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই কোথাও। সন্দীপ এবং ডঃ কারসনও নিজেদের পিস্তল বের করে তাক করে আছেন নীচের দিকে। যদিও সেখানে কিছু দেখা যাচ্ছে না। মুটে চারজন ছোট একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়েছে। লতিকা ডঃ কারসনের পেছনে দাঁড়িয়ে বোঝার চেষ্টা করছে। ঘটনার আকস্মিকতায় কিছুটা অবাক হলেও সামলে নিতে সময় লাগে নি তার।

পনেরো মিনিট এভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল সবাই, সতর্ক অবস্থায়। সুরেশ রিভলবার দু'টো শোল্ডার হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখল। মাঝখানে যে আগুন জ্বালানো হয়েছিল নিভিয়ে ফেলল।

"ডঃ কারসন, আপনার কি মনে হয় এটা স্রেফ একটা দূর্ঘটনা?" ডঃ কারসনকে জিজ্ঞেস করল সুরেশ।

"দূর্ঘটনা হতে পারে, আবার নাও হতে পারে," ডঃ কারসন বললেন। এগিয়ে এসে সুরেশের হাত ধরলেন।

"এটা শুধু একটা সতর্কবার্তা ছিল," সুরেশ বলল, "সামনে যতো এগুবেন, সতর্কবার্তা আরো বাড়বে, শেষপর্যন্ত কি হবে সেটা আপনার ধারনারও বাইরে। আমি থাকি কিংবা না থাকি, আপনারা এরমধ্যে ওদের শত্রু হয়ে গেছেন।"

"তুমি থাকো।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আপনি না বললেও আমি থাকবো। এটা আমার দায়িত্ব," বলল সুরেশ, তারপর হেঁটে চলে গেল নিজের তাঁবুর দিকে।

ডঃ কারসন তাকালেন সন্দীপের দিকে, একটু কাঁধ ঝাঁকিয়ে চলে গেল সন্দীপ। লতিকা হাসল, ম্লানভাবে।

"সামনে অনেক বিপদ আসবে, এই লোকটাকে আসলেই আমাদের দরকার," লতিকা বলল নিচু স্বরে।

"হুমম, সিদ্ধান্তটা সবার সাথে আলোচনা করে নেয়া দরকার ছিল," ডঃ কারসন বললেন, "হ্যাভ অ্যা গুড নাইট, ডিয়ার।"

একটু পর নিজের তাঁবুতে চলে এলো লতিকা। যতোটা সহজ হবে ভেবেছে তার চেয়ে অনেক কঠিন হয়ে যাচ্ছে অভিযানটা, তবু ভালো যে সময়মতো বৃদ্ধ পিতাকে সরিয়ে নিজে আসতে পেরেছে। প্রফেসর সুব্রামানিয়াম এমন পরিস্থিতিতে পড়লে কী হতো ভাবতেই দম বন্ধ হয়ে আসে লতিকার। ঘুম আসবে না সহজে। তবু সাম্ভালা কেমন তা কল্পনা করতে করতে কিছুক্ষনের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল লতিকা।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৪২

রাতের অন্ধকারে পথ চলতে সমস্যা হয় না তার, দীর্ঘদিনের অভ্যাস। কিন্তু যজ্ঞেশ্বর আর বিনোদ চোপড়া ঠিক তাল মিলিয়ে চলতে পারে না তার সাথে। যজ্ঞেশ্বরের শরীর মেদমুক্ত, নির্ভাজ, অন্যদিকে বিনোদ চোপড়া আয়েশী জীবন কাটিয়ে অভ্যস্ত। সবচেয়ে বেশি সমস্যা হচ্ছে বিনোদ চোপড়ার। গুম্ফা থেকে আনা টংকাগুলো নতুন বোঝা হিসেবে যুক্ত হয়েছে। কোনমতেই টংকাগুলো পেছনে ফেলে রেখে যেতে রাজি হয় নি বিনোদ চোপড়া, এই জিনিসগুলোর মূল্য সে বোঝে। ইউরোপের বাজারে অন্তত লাখ ডলার রোজগার করা যাবে এই টংকাগুলো বিক্রি করে।

প্রতিপক্ষের কাছ থেকে আর কোন সাড়াশব্দ পান নি তিনি। মাথায় যে চোট পেয়েছে তা সারতে বেশ কয়েকদিন লাগবে, তাতে অন্তত কয়েকটা দিন হাতে পাবেন আশা করছেন, এতে কিছুটা পথ এগিয়ে যাওয়া যাবে। লোকটাকে মোকাবেলা করতেই হবে দু'দিন আগে কিংবা পরে।

কিছু স্মৃতি বেশ কিছু দিন ধরেই তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে তাকে। ছবির মতো একের পর এক দৃশ্য মনে পড়ে, কখনো হাতে তলোয়ার, কখনো পিস্তল, কখনো স্রেফ খালি হাতে অচেনা শত্রুর মোকাবেলা করছেন। তার সারা শরীর রক্তাক্ত, পেছনের দৃশ্যপটও বদলে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। হ্যা, একসময় হয়তো অনেক যুদ্ধই করতে হয়েছে তাকে, অনেক স্মৃতিই এখন ঝাপসা হয়ে গেছে। কিন্তু একটা বিশেষ স্মৃতিকে তিনি উদ্ধার করছেন অল্প অল্প করে, অনেক দিন ধরে। অন্য সব স্মৃতির তুলনায় এই স্মৃতি উদ্ধার করে আনা বেশি জরুরি। আজকের এই লখানিয়া সিং হওয়ার আগে আরো কয়েক শত ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়েছে তাকে। কিন্তু শুরুটা কিভাবে হয়েছিল তা জানা খুবই প্রয়োজন, মিনোস হচ্ছে তার আসল নাম, পাহাড়-পর্বত ঘেরা মরুময় একটা অঞ্চলে তার জন্ম, বেড়ে উঠা। এগুলো সব মনে পড়েছে। পরিবার-পরিজন সব হারিয়ে এক অদ্ভুত বৃদ্ধের সাথে দেশে দেশে ঘোরা, তারপর বৃদ্ধের মৃত্যুর পর সেই আলোকবর্তিকার সন্ধানে বেরিয়ে পড়া। হ্যা, আরো অনেক কিছুই মনে পড়েছে। হীরকগুহা থেকে ক্রমশ নীচের দিকে পড়তে থাকা মিনোসের চিৎকার এখনো তার কানে বাজে। তারপর কি হয়েছিল...

একজন মানুষ যখন ক্রমাগত পড়তে থাকে তখন সে কী ভাবে? প্রানপন চেষ্টা করে কিছু একটা আঁকড়ে ধরতে, যাতে পতন ঠেকানো যায়, কিংবা হাল ছেড়ে দিয়ে অপেক্ষা করে শেষ মুহূর্তের জন্য, জানে না শেষ পর্যন্ত কি ঘটবে। একটানা চিৎকার করে ক্লান্ত মিনোস, কিন্তু অন্তহীন পতন যেন থামছেই না। আশপাশে

www.BanglaBook.org

তাকিয়ে আঁকড়ে ধরার মতো কিছু পায় নি, চারদিক ঝকঝকে উজ্জ্বল, কাঁচের মতো পরিষ্কার দেয়ালে নিজের অসহায় চেহারাটাই চোখে পড়ছিল শুধু। সে শুধু পড়েই যাচ্ছে, নিজেকে অনেক হাল্কা মনে হচ্ছিল, পাখির পালকের মতো। একসময় মনে হলো পতনের গতি কমে গেছে, শরীর ধীরে ধীরে সোজা হচ্ছে। দুই হাত দু'পাশে দিয়ে সোজা দাঁড়ানোর চেষ্টা করল মিনোস। শূন্যস্থানে কি সোজা দাঁড়ানো যায়? প্রথম চেষ্টায় ডিগবাজি খেল একবার, দ্বিতীয়বার কোনমতে ভারসাম্য রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল, নীচের দিকে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু চারদিকে সাদার প্রাধান্য, ঝকঝকে উজ্জ্বল সাদা। পাখির পালকের মতো ধীরে ধীরে নামতে থাকল মিনোস। চোখ বন্ধ করে আছে সে এখন। চিন্তাটা মাথায় এলো হঠাৎ করেই, আসলে সে এখন মৃত একজন মানুষ। তার শরীরের মৃত্যু ঘটেছে অনেক আগেই। এখন সে কেবল একজন আত্মা। যেখানে সে যাচ্ছে তা হয়তো স্বর্গ কিংবা নরক, যার অনেক গল্প শুনেছে বৃদ্ধ অভিভাবকের কাছ থেকে। যে মৃত তার আর কোন মৃত্যু নেই, ব্যথা নেই, চেতনা নেই।

পতন থেমেছে, বুঝতে পারল মিনোস। চোখ খুলল। চারপাশে আলোর উজ্জ্বলতা কমছে ধীরে ধীরে। কাঁচের মতো স্বচ্ছ মেঝের উপর দাঁড়িয়ে আছে সে, মনে হচ্ছে বিশাল কোন একটা কক্ষে প্রবেশ করেছে, যার চারপাশে কোন দেয়াল নেই, মাথার উপর কোন ছাদ নেই। অদ্ভুত একটা অনুভূতি আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে মিনোস। হাত দিয়ে নিজের মুখে স্পর্শ করে দেখল, সারা শরীরে একবার হাত বুলাল, কোথাও কোন ব্যথা নেই। একদম তাজা অনুভব করছে সে।

আলো ধীরে ধীরে কমে আসছে। যেন অদৃশ্য কোন হাতের কারসাজিতে একে একে নিভে যাচ্ছে অদৃশ্য বাতি। উপরের দিকে তাকাল, সেখানে গাঢ় অন্ধকার, একটু আগেও আলোর ঝলকানিতে তাকানো যাচ্ছিল না।

আরো কিছুক্ষন স্থির দাঁড়িয়ে রইল মিনোস। এই সময়ে অদ্ভুত একটা পরিবর্তন চোখে পড়ল। সব আলো নিভে গেছে। কিন্তু তার বদলে আটি-দশ হাত সামনে জ্বলে উঠেছে অদ্ভুত এক আলো। ছোটখাট একটা বেদির উপর গোলাকার এই আলোকে আগুন বললে ভুল হবে। আগুনের লেলিহান শিখা এখানে নেই, তার বদলে আছে স্নিগ্ধ গোলাপী আভা, আলোর শিখাগুলো যেন ফুলের পাপড়ির মতো বেড়ে উঠে আবার ঝরে যাচ্ছে। ছোটখাট এই বেদির আশপাশে ছোট ছোট ধাপে বেশ কিছু সিঁড়ি, সেই সিঁড়ি বেয়ে যেতে হবে এই আলোর কাছে। অদ্ভুত আরো একটা জিনিস চোখে পড়ল। গোলাকার আলোকবর্তিকার নীচেই স্বচ্ছ সাদা পাত্র, সেই পাত্রে নীল তরল। কেমন অদ্ভুত নীল আভা ছড়াচ্ছে পাত্রটার গা থেকে। বৃদ্ধ অভিভাবক এই ধরনের কিছুর কথা উল্লেখ করেন নি কখনো।

দম বন্ধ হয়ে আসছিল মিনোসের। এই সেই আলোকবর্তিকা যার চিহ্ন বৃদ্ধ

www.BanglaBook.org

এঁকে রেখেছিলেন পোড়া মাটির ফলকে!

নিজের করনীয় সম্পর্কে কোন ধারনাই নেই মিনোসের। সে হয় মৃত, কিংবা মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলা একজন মূর্খ মানুষ। জীবনে এমন কিছু নেই যা তাকে পেছনে টেনে রাখবে, বরং একজন মুক্ত মানুষ হিসেবে সব ধরনের ঝুঁকি নেয়ার স্বাধীনতা তার আছে। কাজেই পা বাড়াল মিনোস। কাঁচের মতো স্বচ্ছ সেই মেঝের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে বারবার মনে হচ্ছিল, জীবন বড়ই আনন্দময়, কোন কিছুর বিনিময়েই ঝুঁকি নেয়া উচিত নয়। কিন্তু বৃদ্ধের শেষ কথাগুলোও মনে পড়ছিল, তার সামনে আছে অনন্ত জীবনের হাতছানি।

বড় করে নিঃশ্বাস নিলো মিনোস। সিঁড়ির ধাপগুলো বেয়ে উপরে উঠতে গিয়ে তার সারা শরীর কাঁপছিল উত্তেজনায়। এই আলো হয়তো তাকে গ্রাস করে নেবে, কিন্তু তবু নিজেকে আটকাতে পারছিল না মিনোস। মোহাবিষ্টের মতো এগিয়ে যাচ্ছিল সে স্নিগ্ধ সেই আলোর দিকে। তার সারা শরীরে এখন গোলাপী আভা, আর দুই পা এগুলেই...

এরপরের দৃশ্যটা মনে করার আগেই চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটলো। সামনে বড় একটা খাদ, এতোটাই মন্ত্রমুগ্ধের মতো হাঁটছিলেন যে পেছন থেকে যজ্ঞেশ্বর না আটকে ধরলে তার পতন কেউ ঠেকাতে পারতো না।

নার্ভাসভাবে হাসলেন তিনি। যজ্ঞেশ্বর এখনো তাকিয়ে আছে, বুঝতে পারছে না কি বলবে।

"টের পাই নি," মৃদু স্বরে বললেন তিনি।

"আমি আপনাকে কতোক্ষন ধরে ডাকছি জানেন?" যজ্ঞেশ্বর বলল।

"শুনি নি।"

"আমার এই ডাক হয়তো দিল্লি থেকেও শুনতে পেয়েছে লোকে, আর আপনি শুনতে পান নি, অদ্ভুত! আরেকটু হলেই তো গিয়েছিলেন।"

চুপ করে থাকলেন তিনি। আসলেই উত্তর দেয়ার মতো কিছু নেই। ছবির মতো একটার পর একটা দৃশ্য মনে পড়ছিল। এখন বরং আফসোস হচ্ছে আরেকটু হলেই জানতে পারতেন কি হয়েছিল মিনোসের, আর নিজের! এ কথাগুলো অবশ্য যজ্ঞেশ্বরকে বলা সম্ভব না।

"আজ রাতে এখানেই বিশ্রাম নেই, কি বলেন?"

ধীরে ধীরে পিছু হটলেন তিনি। এই ধরনের খোলা জায়গায় রাত্রি যাপন করার পক্ষপাতি তিনি নন, কিন্তু কিছু করার নেই। অন্তত আজ রাতে যজ্ঞেশ্বর তার কথা শুনবে বলে মনে হয় না।

ছোট একটা পাথরখন্ডের উপর বসলেন তিনি। বিনোদ চোপড়া এসে বসল পাশে।

"প্রায়ই দেখি এমন অন্যমনস্ক হয়ে যান আপনি, এতো কি ভাবেন বলুন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তো?" জিজ্ঞেস করলো বিনোদ চোপড়া।

"নিজেকে জানার চেষ্টা করি, আর কিছু না," মৃদু স্বরে বললেন তিনি।

রাত অনেক হয়েছে। একটু আগেও আকাশ ছিল মেঘে ঢাকা। এখন মেঘ সরে গিয়ে পূর্ন চাঁদ দেখা যাচ্ছে, তার আলোয় সমস্ত পৃথিবী ঝলমল করে উঠেছে যেন। জীবনের অনেক পুরানো কিছু অধ্যায় একটু একটু করে উন্মোচিত হচ্ছে তার কাছে। আসলেই এগুলো তার জীবনে কখনো ঘটেছিল ভেবে অবাক হয়ে যান তিনি। কিন্তু বাস্তব কখনো কখনো রূপকথাকেও হার মানায়।

"আমরা সবাই নিজেকে জানার চেষ্টা করি, কিন্তু নিজেকে জানাই বোধহয় সবচেয়ে কঠিন কাজ," গম্ভীর গলায় বলল বিনোদ চোপড়া।

"কাল সারাদিন অনেক কাজ," কথা বাড়ালেন না তিনি, ক্লান্ত লাগছিল খুব, একটু বিশ্রাম তার প্রয়োজন এখন, "ঘুমানোর ব্যবস্থা করা দরকার।"

"যজ্ঞেশ্বরজী ব্যবস্থা করছেন, আপনি ঘুমান, আজ রাতে আমি পাহারা দেবো," বলল বিনোদ চোপড়া।

অল্পসময়ের মধ্যে ছোট একটা বিছানা তৈরি করে ফেলেছে যজ্ঞেশ্বর। এগিয়ে গেলেন তিনি। ঘুমে জড়িয়ে আসছে তার চোখ। অনেক ঘুম।

* * *

রাগে-ক্ষোভে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছিল মিচনারের, কিন্তু তা না করে কিছুক্ষন চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মিচনার। শিকার হাতের নাগালে এসেও আবার ছুটে গেছে। এখন মাথা গরম করার সময় নয়, প্রতিপক্ষ সবসময়ই তার চেয়ে দুই পা এগিয়ে আছে।

গুহার ভেতর দাঁড়িয়ে পরিস্থিতি বিবেচনা করছে মিচনার। একটু আগেও অন্ধকার ছিল চারদিক, এখন বেশ আলো ফুটেছে। চাঁদের এই আলো অবশ্য গুহার ভেতর ঢোকে না, কিন্তু দীর্ঘদিন অন্ধকারে থাকার ফলে দেখতে সমস্যা হচ্ছে না তার। খুব বেশি দেরি হয়ে যায় নি, এখনো চাইলে ধাওয়া করা যায়। কিন্তু তার বদলে গুহাটা একটু দেখে নিতে চাইল মিচনার। এমন একটা জায়গা তার প্রয়োজন, কাজ শেষ হলে এখানে এসে ঘাঁটি বানানো যাবে। লোকালয় এখান থেকে অনেক দূরে, এছাড়া আশপাশে খাবার-দাবারের কোন অভাব নেই। খাদের ওপাড়ের জঙ্গল থেকে শিকার করা খুব বেশি কঠিন হবে না। তবে সমস্যা হচ্ছে বিশালকায় ঐ প্রানীটা। এখানে থাকতে হলে ঐ প্রানীটাকে এই এলাকা ছাড়া করতে হবে।

সেই করিডোরটা ছিল একটা অন্ধগলি। একেবারে শেষমাথায় গিয়ে বিফল মনোরথে ফিরে এসেছিল মিচনার। যদিও গুহার প্রবেশপথ দিয়ে বের হবার

www.BanglaBook.org

সুযোগ ছিল না, বিশালকায় প্রানীটা পুরো একটা হরিন শেষ করেছে তার সামনে। তারপর ঘন্টাখানেক শুয়েছিল। অনেকটা মানুষের মতো শোয়ার ভঙ্গি, মানুষ যেমন ভরপেট খাওয়ার পর একটু ঘুমিয়ে নেয়, অনেকটা তেমন। প্রানীটার অনেক কিছুই মানুষের সাথে মেলে, যেমন চেহারার ধরন, এমনিতে বড় আকারের ভালুক মনে হলেও মুখের আদলে ভালুকের সাথে কোন মিল নেই। বরং মানুষ বা গরিলার সাথে মুখের আদল মিলে যায়। এছাড়া, প্রানীটা মানুষের মতো দুই পায়ে হাঁটে, আফ্রিকা অঞ্চলে থাকার ফলে অনেকবারই গোরিলা দেখার সুযোগ হয়েছে মিচনারের, ওরাও দুই পায়ে হাঁটে, তবে খুব অল্প সময়ের জন্য। তবে লম্বায় প্রানীটা অসাধারন, অন্তত আট ফুটের কম হবে না, এই ধরনের প্রানীর কথা কোন বই বা কোন মানুষের মুখে শোনে নি কখনো। অনেককাল সভ্য সমাজের বাইরে থাকার কুফল, নিজেকেই বলল মিচনার।

সন্ধার পরপর প্রানীটা বের হয়ে যায় গুহা থেকে, সেই সুযোগে বেরিয়ে আসে মিচনার। খুব সাবধানে খাদটা পার হয়ে এপাশে চলে এসেছিল। গুহার সামনে বরফে সেই প্রানীটার বিশাল পায়ের ছাপ ছিল, চাইলে প্রানীটাকে অনুসরন করতে পারতো। কিন্তু আপাতত তার লক্ষ্য অন্যরকম, প্রতিপক্ষকে ঘায়েল না করা পর্যন্ত আর কোন কিছুই তাকে থামাতে পারবে না।

খুব বেশিদূর যেতে পারে নি প্রতিপক্ষ, এটুকু নিশ্চিত মিচনার। ক্রুর একটা হাসি খেলে গেল তার মুখে। যে শিকার সহজে ধরা দেয়, তার পেছনে আর যেই থাকুক মিচনার নেই। তার দরকার কঠিন শিকার, সেই শিকারের রক্ত নিজের গায়ে মাখতে পারলেই শান্তি। সে কতো বড় শিকারি, এবার সেটাই প্রমান হবে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৩

লিফট চাইতেই পাওয়া গেল। লোকগুলো বেশ হাসিখুশি, ইংরেজি বলতে পারে না, তাতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না। ইশারা ইঙ্গিতে ভালোই কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছে রাজু। পেছনের সীটের এক কোনায় বসে আছে রাশেদ। মাথা ধরেছে খুব। বিরক্ত চোখে তাকিয়ে দেখেছে সবকিছু। সাধারন অবস্থায় এখানক প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো অসাধারন লাগার কথা। কিন্তু শরীর খারাপ হলে কিছুই ভালো লাগে না।

বোঝাই যাচ্ছে চেকপোস্টে চলে এসেছে প্রায়। নেপালি লোকগুলো ব্যবসার কাজে সীমান্ত পারাপার করে, যদিও ওদের সাথে এখন মালপত্র কিছু নেই। রাজু টাকা দিতে চেয়েছিল ভাড়া হিসেবে, ওরা নেয় নি। এই আতিথেয়তাটুকু ভালো লাগল রাশেদের কাছে।

চোখ বন্ধ করে বসে আছে এখন সে। চমৎকার রাস্তা, আরেকটু হলেই ঘুমিয়ে পড়তো রাশেদ, রাজুর কনুইয়ের ধাক্কায় চোখ খুলল। চেকপোস্টে চলে এসেছে। তাড়াহুরা করে নামতে গিয়ে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল রাশেদ। কোনমতে নিজেকে সামলাল। চেকপোস্টটা পার হলেই নিষিদ্ধ দেশের সীমান্ত। পৃথিবীর ছাদ। মানবসভ্যতার প্রায় পুরোটা সময় লোকচক্ষুর আড়ালে থেকেছে তিব্বত। এখনো এখানে অতিথিরা খুব বেশি প্রাধান্য পায় না, বরং তাদের উপর বিশেষ নজর রাখা হয়।

ঘন্টাখানেকের বেশি সময় লাগল না সব কাজকর্ম শেষ হতে। এবার ছোট সেতুটা পার হয়ে ওপারে চীনা কাস্টমস পার হতে হবে। অবসন্নবোধ করছিল রাশেদ, তিব্বতে ঢুকে অন্তত একদিন বিশ্রাম নিতে হবে, তারপর আবার বের হতে হবে। ডঃ আরেফিনের কোন খবর এখন পর্যন্ত পায় নি সে, আসলে পেছন থেকে বারবার ধাওয়া দেয়া হচ্ছে সেই কাঠমুন্ডুতে পা দেয়ার পর থেকে, ঠিকমতো খবর নিতেও পারে নি। তবে এটুকু নিশ্চিত রাশেদ, ডঃ আরেফিন কোদারি গ্রামে নেই। তিনি এখন তিব্বতে। হয়তো তার দলের সাথে আছেন, কিংবা অন্য কোথাও।

তবে কিছুটা স্বস্তিবোধ করছে রাশেদ, আকবর আলী মৃধা এবং তার দল হয়তো খুব সহজেই তিব্বতে ঢুকতে পারবে না, ওদের কাছে স্পেশাল পাস থাকার সম্ভাবনা কম। আবার এমনও হতে পারে আহমদ কবির লোকটা আকবর আলী মৃধার জন্যও স্পেশাল পাসের ব্যবস্থা করে রেখেছে। যাই হোক না কেন, সাবধান থাকতে হবে তাকে। সেই সাথে রাজুকেও। এই মুহূর্তে রাজুকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুখি মানুষ বলে মনে হচ্ছে। মুখে হাসি, হাঁটাচলায় প্রানচাঞ্চল্য দেখলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মনেই হবে না কোন ধরনের সমস্যায় আছে ছেলেটা। বোটে কশি নদীর উপর দিয়ে ছোট সেতুটা পার হবার সময় অবসন্নভাবটা চলে গেল হঠাৎ করেই। লিলির কথা মনে হলো। মেয়েটাকে ইচ্ছে করেই দূরে সরিয়ে রেখেছে রাশেদ আপাতত, তবু মাঝে মাঝে যখন মনে পড়ে তখন বেশ অভিমান হয়। সুদূর ইংল্যান্ডে পড়তে না গেলেও পারতো লিলি। এতো চমৎকার একটা জায়গায় একসময় হয়তো লিলিকে নিয়ে আসবে সে, মনে মনে বলল রাশেদ।

চীনা কাস্টমস পার হতেও বেশি সময় লাগল না। ঝাংমু তিব্বতের মধ্যে হলেও এখানে সাদার চেয়ে সবুজের সমারোহ বেশি। এছাড়া সীমান্তবর্তী এলাকা হওয়ায় দিন-রাত এখানে লোকজন থাকে, পথের পাশে অনেক দোকান, সেখানে নেপালি আর তিব্বতি নানা ধরনের পন্য বেচাকেনা চলে।

রাতটা এখানকার একটা হোটেলে কাটাবে বলে ঠিক করলো রাশেদ। মধ্যম মানের একটা হোটেল দরকার। কাঁধের ব্যাগগুলো অনেক ভারি মনে হচ্ছিল। রাজুর দিকে তাকাল। মোবাইল ফোনে ছবি তোলাতে ব্যস্ত এখন রাজু। বন্ধুর দিকে তাকিয়ে হাসল রাশেদ, এই আনন্দটুকু মাটি করার দরকার নেই আপাতত। ডঃ আরেফিনকে খুঁজে পাওয়ার আসল মিশন বোধহয় এখান থেকেই শুরু।

* * *

সকালে খেতে পারেন নি, দুপুরেও একই অবস্থা। শরীর আর বশ মানতে চাইছে না যেন। একটানা এতোদিন এই ধরনের শারীরিক কষ্ট সহ্য করার মতো মানসিক ক্ষমতা তার নেই। তবু দাঁতে দাঁত চেপে আকড়ে ছিলেন। এখন শরীর অবাধ্য, কোন শক্তি পান না। আয়নায় চেহারা দেখেন না অনেকদিন, কিন্তু ধারনা করতে পারছেন গায়ের রঙ এখন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, চোখের নীচে কালি পড়েছে। আসলে কি কারনে তাকে আটকে রেখেছে এই লোকটা তাই বুঝতে পারছেন না ডঃ আরেফিন। চীনা সামরিক ইন্টিলিজেন্স গ্রুপ অবশ্যই জড়িত তাকে অপহরনের ঘটনায়, কিন্তু এর সাথে ঐ বৃদ্ধ লামাও জড়িত। সাম্ভালা যদি থেকেও থাকে তা বাইরের কেউ খুঁজে বার করুক এরা তা চায় না। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন প্রত্নতত্ত্ববিদকে সরাসরি আঘাত করতে পারছে না, তাতে সমস্যা হতে পারে। এখানে বিভিন্ন দেশের মধ্যকার অভ্যন্তরীন সম্পর্কও জড়িত।

ভ্যানের পেছনের ডালা খুলে গেল, চ্যাঙ-কে ঢুকতে দেখলেন ডঃ আরেফিন। তার মুখে গোঁজা কালো কাপড়টা একটানে সরিয়ে ফেলল চায়নীজ অফিসার।

"আজ শুধু ওদের ওয়ার্নিং দিলাম, এরপর আর ওয়ার্নিং হবে না, সরাসরি আক্রমনে চলে যাবো," কানের কাছে ফিসফিস করে বলল চ্যাঙ লী।

"ডঃ কারসন কি এখানে?"

www.BanglaBook.org

"আমি কি এতোদূর হাওয়া খেতে এসেছি ডঃ আরেফিন! তোমাকে শেষবারের মতো বলছি, চাইলে এখনো নিজের প্রান বাঁচাতে পারো।"

"এমন কোন অন্যায় করি নি যার কারনে প্রান দিতে হবে আমাকে," বেশ জোর গলায় বললেন ডঃ আরেফিন।

"সে তোমার ইচ্ছে। আমি তোমাকে দু'দিন সময় দিলাম, সিদ্ধান্ত নাও," বলল চ্যাঙ, তারপর যেভাবে এসেছিল চলে গেল। যাওয়ার আগে মুখে কালো কাপড়টা গুঁজে দিতে ভুলল না।

গভীর অন্ধকারে তলিয়ে গেলেন ডঃ আরেফিন।

* * *

গতকাল রাতে লখানিয়া সিং আর বিনোদ চোপড়া কথা বলছিল, প্রায় ফিসফিস করে, দূর থেকে বোঝার চেষ্টা করছিল যজ্ঞেশ্বর। তারপর কোনমতে তাঁবু খাটানো, ঘুম। এতোদিন ধরে লখানিয়া সিং-এর সাথে পরিচয়, কিন্তু এই প্রথম লোকটাকে কিছুটা লক্ষ্যভ্রষ্ট মনে হয়েছে তার কাছে। কিছুটা যেন দিশেহারা, কিংবা আত্মবিশ্বাসহীন। লোকটার অতীত নিশ্চয়ই তার চেয়েও খারাপ, সেই অতীত মানুষটাকে বারবার পেছনে টেনে নিয়ে যায়। তার নিজেরও একসময় এমন হতো। কিন্তু অতীত বলতে এখন আর কিছু বোঝে না যজ্ঞেশ্বর, তার সব কিছুই বর্তমানে, সে কখনো সাধারন কেউ ছিল না। সন্ন্যাস জীবন যাপনের জন্যই তার জন্ম হয়েছে। তবে পুরো ভারতবর্ষ ঘুরে একটা জিনিসের সন্ধান কেউ এখনো তাকে দিতে পারে নি, একমাত্র লখানিয়া সিং-ই বোধহয় পারবে তার সন্ধান দিতে। সম্রাট অশোকের সেই নয় জন পারিষদ কি পারবে তাকে ফেলে আসা জীবনের যন্ত্রনা ভুলিয়ে দিতে? জানে না যজ্ঞেশ্বর।

যতোক্ষন লখানিয়া সিং আছে, ততোক্ষন সেও থাকবে, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে যজ্ঞেশ্বর, এই মুহূর্তে মানসিকভাবে মানুষটা হয়তো আগের অবস্থায় নেই, কিন্তু এই একজনই পারবে তাকে মুক্তি দিতে, না বলতে পারা মানসিক যন্ত্রনা থেকে।

সূর্য্য উঠে যাওয়ার সময় হয়েছে, ঘুম থেকে উঠে অন্যান্য দিনের মতোই ধ্যান করতে বসার আয়োজন করছে যজ্ঞেশ্বর। চারপাশে তাকাল, লখানিয়া সিং সাধারনত উঠে পড়ে। আজ উঠে নি। সবচেয়ে অবাক হলো বিনোদ চোপড়ার তাঁবু দেখে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে খালি, কেউ নেই সেখানে। আরেকটু এগিয়ে গেল যজ্ঞেশ্বর। বিনোদ চোপড়া নেই, সেই সাথে নেই দুটো ব্যাগ, যেগুলোতে গুহা থেকে নিয়ে আসা টংকাগুলো রাখা হয়েছিল।

মন বলছিল, বিনোদ চোপড়া চলে গেছে, তবু চারপাশ একটু ঘুরে দেখল

www.BanglaBook.org

যজ্ঞেশ্বর। নেই। কাজ হাসিল হয়ে গেছে, তাই চলে গেছে বিনোদ চোপড়া। মন একটু খারাপ হলেও স্বাভাবিকভাবে নেয়ার চেষ্টা করল যজ্ঞেশ্বর, কিন্তু অবাক হয়ে দেখল প্রচন্ড রাগ হচ্ছে তার। বিনোদের সাথে গত কিছুদিনে বেশ ভালো বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। এতোটা স্বার্থপর আচরন আশা করে নি সে।

লখানিয়া সিং উঠে পড়েছে, পাহাড়ের কিনারে গিয়ে তাকিয়ে আছে উদীয়মান সূর্য্যের দিকে।

"বিনোদ নেই, চলে গেছে," যজ্ঞেশ্বর বলল। তার কণ্ঠ কিছুটা ভারি শোনাল।

"এখানে তার আর কোন কাজ নেই," ঘুরে বললেন লখানিয়া সিং, তার কণ্ঠে কোন রাগ নেই, অভিমান নেই, "তবে, আমাদের সাথে থাকাটাই নিরাপদ হতো তার জন্য।"

"আপনার রাগ হচ্ছে না?"

"সবাই নিজেকে জানতে চায়, যজ্ঞেশ্বরজী," মৃদু হেসে বললেন তিনি, "বিনোদ চোপড়া হয়তো নিজেকে জেনে ফেলেছে। রাগ হবে কেন?"

বিনোদ চোপড়ার জন্য খারাপ লাগছে, লোকটা দীর্ঘদিন পাশে থাকায় বেশ মায়া পড়ে গেছে, বিনোদ চোপড়ার সামনে বড় বিপদ, কিন্তু সাবধান করার কোন উপায় নেই।

"কি করবো আমরা তাহলে?"

"আমি আমার লক্ষ্য পূরন করবো, আপনি সাথে থাকুন, আশা করি আপনার লক্ষ্যও পূরন হবে।"

আর কিছু বললেন না যজ্ঞেশ্বর, ভোরের এই সময়টা সৃষ্টিকর্তাকে স্মরন করার সময়, নতুন দিনের শুরুতে নিজেকে প্রস্তুত করার সময়, এই সময়টা বিনোদ চোপড়ার মতো অকৃতজ্ঞ মানুষের কথা বলে নষ্ট করা ঠিক না।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৪

কোনমতে হোটেলে উঠেই ঘুমিয়ে নিয়েছে রাশেদ। সন্ধ্যার পরপর যখন ঘুম ভাঙল মাথাব্যথাটা তখনও পুরোপুরি যায় নি। তবে বেশ ঝরঝরে বোধ করছিল রাশেদ। কেমন একটা ঘোরের ভেতর ছিল সারাদিন, চেকপোস্ট পাড় হয়ে তিব্বতে ঢুকতে কোন সমস্যাই হয় নি। তারপর রাজুকে উপর দায়িত্ব ছিল মোটামুটি একটা হোটেলে এক রাতের জন্য একটা ডাবল রুম বুক করার। দায়িত্ব ভালোই পালন করেছে রাজু। ঢাকা কিংবা অন্যান্য শহরের তুলনায় হোটেলটাকে মোটামুটি বলা গেলেও, এখানকার তুলনায় এই হোটেলটাই সবচেয়ে চমৎকার। জানালা খুলে চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্য চোখে পড়ে, এছাড়া রুমের সাথে ছোটখাট একটা বারান্দাও আছে।

রাজু ঘুমায় নি, বাইরের দোকান থেকে কলা আর পাউরুটি কিনে নিয়ে এসেছে খাবার জন্য। রাশেদ ঘুম থেকে উঠার সাথে সাথে একটা কলা এগিয়ে দিলো সে রাশেদের দিকে।

"এই কয়দিনে তোর চেহারা বসে গেছে দোস্ত," রাজু বলল, তার নিজের চেহারায় হাত দিয়ে দেখল, "আমার অবস্থাও কাহিল নিশ্চয়ই?"

"আরে নাহ! ঠিকমতো ঘুমালেই সব ঠিক হয়ে যাবে," বিছানায় উঠে বসল রাশেদ, কলাটা একপাশে সরিয়ে রাখল, "এসব খেয়ে আমার পেট ভরবে না, বাইরে যাই চল!"

"চল," এই প্রস্তাবের অপেক্ষাই করছিল রাজু, দরজা খুলে বের হওয়ার জন্য প্রস্তুত।

"কিন্তু একটা কাজ করা দরকার, কিভাবে করা যায় চিন্তা করছি," রাশেদ বলল, চিন্তিত স্বরে।

"কি কাজ?"

"ডঃ আরেফিনের কোন ক্লুই পেলাম না এখন পর্যন্ত, তিনি যদি তিব্বতে ঢুকে থাকেন, তাহলে কোন না কোন হোটেলে অবশ্যই উঠেছেন। তোর কি ধারনা?"

"তাই তো হবার কথা। আমরা তাহলে প্রতিটা হোটেলে গিয়ে জিজ্ঞেস করবো ডঃ আরেফিন নামে কোন গেস্ট ছিল কি না তাদের, গত এক মাসে।"

"আমরা তথ্য চাইলেই কি ওরা দেবে? আমরা তো পুলিশের লোক না, তবে..."

"তবে কি?"

"কিছু খরচ করলে কাজটা মনে হয় হয়ে যাবে?"

"তাহলে খরচ করবো, সমস্যা কোথায়?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"চল তাহলে," পরনের কাপড়-চোপড় বদলে নিয়েছিল আগেই, বাথরুমের দিকে এগুলো রাশেদ, "শুরু করতে হবে আমাদের হোটেলের রিসেপশনিষ্টকে দিয়ে, লোকটাকে কেমন মনে হলো?"

"টাকা দেবো, ইনফোরমেশন দেবে অবশ্যই, আমি পটাবো, তুই চিন্তা করিস না।"

কিছুক্ষনের মধ্যে দরজা লক করে নীচে নেমে এলো দুই বন্ধু। রিসেপশনিষ্টের কাছ থেকে তথ্য নিতে হবে। ডঃ কারসন আর তার দল এই ঝাংমুর কোন না কোন হোটেলে অবশ্যই উঠেছিলেন।

রিসেপশনের সামনে চমৎকার বসার ব্যবস্থা, বেশ কিছু সোফা, টেবিল সাজানো অতিথিদের জন্য। রাজুকে সেখানে বসিয়ে রিসেপশনিষ্টের দিকে এগিয়ে গেল রাশেদ। রিসেপশনিষ্ট লোকটা মধ্যবয়স্ক, ছোট ছোট চোখ, ফর্সা গায়ের রঙ, চুল সজারুর কাটার মতো খাড়া হয়ে আছে। সোনালী রঙের নেমপ্লেটে এরিক নামটা দূর থেকেই দেখে নিলো রাশেদ।

"গুড ইভনিং, মিঃ এরিক।"

"গুড ইভনিং, স্যার। হাউ মে আই হেল্প ইউ?"

ইংরেজিতে খুব একটা দক্ষ বলে নিজেকে দাবি করে না রাশেদ, তবে লোকটার সাথে কথোপকথন চালিয়ে যেতে পারবে বলে বিশ্বাস করে।

"আমরা দুই বন্ধু, বাংলাদেশ থেকে এসেছি। তোমাদের রাজধানীতে কিভাবে যাবো এখান থেকে?"

"বেইজিং তো অনেক দূর! তোমরা..."

"আমরা আসলে লাছার কথা বলছি," কোনমতে লোকটাকে থামিয়ে দিলো রাশেদ।

"প্রতি সকালে এখান থেকে বাস ছাড়ে, সকালে দুটো, তারপর দুপুরের পরপর দুটো। তোমরা টিকেট কেটে রাখতে পারো," কিছুটা কাটাকাটা উত্তর দিলো এরিক, বোঝাই যাচ্ছে, লাছাকে রাজধানী হিসেবে মেনে নিতে তার আপত্তি আছে। খাঁটি চায়নীজ।

"থ্যাঙ্কস," রাশেদ বলল, আসলে কথা খুঁজে পাচ্ছে না সে, "আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করবো, যদি কিছু মনে না করো..."

"বলুন, স্যার।"

"গত কিছুদিনের মধ্যে ডঃ কারসন বলে কি কেউ এখানে গেস্ট হিসেবে এসেছিলেন, কিংবা..."

"দিজ আর কনফেডেন্শিয়াল ইনফ..."

এরিক কথা শেষ করার আগেই একশো ডলারের একটা নোট শার্টের পকেট থেকে বের করল রাশেদ, তারপর কিছুক্ষন নেড়েচেড়ে আবার পকেটে ঢোকাল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আবার বের করল, পুরোটা সময় তার চোখ এরিকের চোখের দিকে, লোকটার হঠাৎ থেমে যাওয়া বোঝাচ্ছে, শিকার এখন হাতের মুঠোয়।

"এই ইনফরমেশন তোমরা কোথা থেকে পেয়েছ তা কিন্তু বলতে পারবে..."

"আমরা বলবো না।"

হোটেলের একটা মেনু এগিয়ে দিলো এরিক, একশ ডলারের নোটটা মেনুর ভেতর দিয়ে দিলো রাশেদ, চারপাশে তাকাল, এখানে তাকিয়ে নেই কেউ।

"আমি দেখছি," বলল এরিক, তার গেস্ট রেজিস্টার বুক খুলে নাম দেখতে লাগল, বেশ কয়েক পাতা উল্টিয়ে থেমে গেল হঠাৎ, "পেয়েছি।"

"কে কে ছিল?"

"তিনজন উঠেছিলেন একসাথে, ডঃ নিকোলাস কারসন, সন্দীপ চক্রবর্তী আর ডঃ লতিকা প্রভাকর।"

"আরো একজনের নাম থাকার কথা, ডঃ আরেফিন, তাই না?"

"না," আরো একবার নামগুলো খুটিয়ে দেখল এরিক, "ডঃ আরেফিন বলে কোন নাম নেই লিস্টে।"

"তুমি শিওর?" রেজিস্টারটা নিজের দিকে টেনে নিলো রাশেদ, নামগুলো দেখল, সেখানে ডঃ আরেফিন নামে কোন গেস্টের নাম নেই। হতাশ হয়ে রেজিস্টারটা ফেরত দিলো এরিকের হাতে।

"তারা কয়দিন থেকেছিলেন?"

"মাত্র একরাত, পরেরদিন সকালেই চলে গিয়েছিলেন।"

"কোথায় গিয়েছিলেন তুমি জানো?" জিজ্ঞেস করল রাশেদ। রাজু উঠে এসে দাঁড়িয়েছে পাশে।

এরিকের আমতা আমতা করা দেখে আর দেরি করলো না রাশেদ, আরো একটা একশ ডলারের নোট ঢুকিয়ে দিলো মেনুবইয়ের ভেতর।

"দুটো জিপ নিয়ে রওনা দিয়েছিলেন তারা," আশপাশে তাকাল এরিক, "ড্রাইভারদের মধ্যে একজন ফেরত এসেছে, আরেকজন অবশ্য ফেরেনি এখনো।"

"যে ড্রাইভার ফিরে এসেছে তাকে চেনো? কোথায় পাওয়া যাবে?" উদগ্রীব হয়ে জানতে চাইল রাশেদ।

"ওকে দিয়ে কি করবে? ওর জিপ নাকি নষ্ট।"

"তারপরও ওকে আমাদের দরকার।"

"ঠিক আছে, আমি ওকে চিনি। রাতে তোমাদের রুমে পাঠিয়ে দেবো।"

"তাহলে এ কথাই রইলো," রাশেদ বলল।

"টাকা দিয়েছো, কথার নড়চড় হবে না," হাসল এরিক, মেনুবইটা থেকে নোট দুটো সরিয়ে নিলো তাড়াতাড়ি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হোটেলের বাইরে এসে দাড়াল রাশেদ, রাজুও আছে পাশে। রাতের খাবারটা আশপাশের কোন রেস্টুরেন্টে সেরে নিতে হবে। জরুরি একটা কাজও সেরে নেয়া দরকার। ডঃ আরেফিনের স্ত্রীকে ফোন করে তার বর্তমান অবস্থান জানানো প্রয়োজন, তিনি হয়তো চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। নেপালে কেনা সিমগুলো এই সীমান্ত এলাকায় কাজ করার কথা থাকলেও কাজ করছে না।

কাল সকালেই বেরিয়ে পড়তে হবে, এখানে সময় নষ্ট করার কোন সুযোগ নেই। ডঃ কারসনের দল অনেকটা এগিয়ে গেছে, ঐ দলটাকে ধরতে পারলেই ডঃ আরেফিনের খবর জানা যাবে। এরিকের উপর ভরসা আছে, রাতে নিশ্চয়ই জিপের ড্রাইভারকে পাঠাবে। ওর কাছেই খবর পাওয়া যাবে ডঃ কারসন কোনদিকে গিয়েছেন। এই এলাকায় শীত তুলনামূলকভাবে কম, আকাশে মেঘ নেই, মৃদুমন্দ বাতাসে মনটা ভালো হয়ে গেল রাশেদের। শিস দিতে দিতে হাঁটতে থাকল। অনেকদিন পর বন্ধুর মনটা ভালো দেখে হাসি ফুটে উঠলো রাজুর মুখে।

* * *

আরেকবার অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখাল সোহেল। এরকম একটা ছেলে পাশে থাকলে কোনকিছু নিয়েই বেশি চিন্তা করতে হয় না। দুপুরের দিকে রাশেদ আর তার বন্ধু তিব্বতে ঢুকেছে বলে খবর পেয়েছেন তিনি। সীমান্ত পার করার জন্য তর সইছিল না তার, শিকার এর আগে হাতছাড়া হয়েছে কয়েকবার। এবার যদি সীমান্ত পার করতে না পারেন তাহলে হয়তো ওরা ধরাছোয়ার বাইরেই থেকে যাবে। আহমদ কবিরের উপর প্রচন্ড রাগ হচ্ছিল, নিজ হাতে ওদের হাতে স্পেশাল পাস তুলে দিয়েছে। তবে লোকটা বোকা হলেও অনুগত। তবে এটাই আহমদ কবিরের শেষ ক্ষমা, এরপর আর কোন ভুল হলে সাথে সাথে শাস্তি দেবেন তিনি, সেই শাস্তি হবে মৃত্যুর চেয়েও ভয়াবহ।

চোরাকারবারিরা পরস্পরের বন্ধু, ঠিক সেরকম বন্ধু জুটিয়ে নিতে সমস্যা হয় নি সোহেলের। শুধু অপেক্ষা ছিল রাত হওয়ার, একদল ছিঁচকে চোরাকারবারির দলে মিশে যেতে অস্বস্তি হলেও আপাতত তা গ্রাহ্য করলেন না আকবর আলী মৃধা। কাজ উদ্ধার হওয়া দিয়ে কথা।

ঠিক নয়টার কিছুটা পরপর তিব্বতে ঢুকলেন তিনি। বেশ কিছু টাকা অবশ্য খরচ করতে হয়েছে, কিন্তু তাতেও আপত্তি নেই। বরং ওদের প্রাপ্য টাকার চেয়ে কিছু বেশিই দিলেন। শীতে কাঁপছিলেন, ছোটখাট একটা খাল পার করতে হয়েছে এখানে আসতে গিয়ে। সারা শরীর এখনো ভেজা, একটা ব্যাগে করে শুকনো কাপড় নিয়ে এসেছিল আহমদ কবির।

চোরাকারবারি দলটা চলে গেছে, একজনকে গাইড হিসেবে রেখে দিয়েছে

www.BanglaBook.org

সোহেল, নেপালি ছেলে, অল্পবয়স্ক, সাধারনত বোঝাবহনের কাজ করে। আহমদ কবিরের কাছ থেকে ব্যাগটা নিয়ে ঝোপের আড়ালে চলে গেলেন তিনি। একটু পর বেরিয়ে এলেন, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছিল তাকে। আহমদ কবির আর সোহেলও কাপড় পালটে নিলো কিছুক্ষনের মধ্যে।

সীমান্ত শহর ঝাংমু কাছেই, হোটেলে উঠতে গেলে কিছু নিয়ম-কানুনের মধ্য দিয়ে যেতে হতে পারে। তাই আপাতত সেই ঝামেলায় যাবেন না বলে ঠিক করেছেন আকবর আলী মৃধা। আজ রাতটা এই জঙ্গলে কাটিয়ে দেবেন। ভোরে উঠে ঝাংমুতে যাবেন। রাশেদ আর তার বন্ধু নিশ্চয়ই শুধুমাত্র ঝাংমুতে আসার জন্য এতো ঝামেলা করে নি। ওরা ঝাংমু ছাড়ার আগেই ওদের ধরতে হবে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

হয়ে আছে, বড় বড় চোখ খোলা, সেখানে জমে আছে রক্ত আর অবিশ্বাস।

লাশটাকে পা দিয়ে ঠেলে খাদের পাশে নিয়ে গেল মিচনার। তারপর নীচে ফেলে দিলো। কয়েক হাজার মিটার উপর থেকে পড়তে বেশ কিছুটা সময় লাগে, লাশ ফেলার পর ব্যাগপত্রও ফেলল, এগুলো তার কোন কাজে আসবে না কোনদিন। খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে হাজার মিটার উপর থেকে লাশটাকে নীচে পড়তে দেখল, সরাসরি পানিতে পড়েছে। হিমশীতল পানি, যদিও তা টের পাবে না মৃত মানুষটা।

অনেকদিন পর কেমন শান্তি অনুভব করছিল মিচনার, সহজ শিকার হলেও নিজের বন্য প্রবৃত্তিটা এখনো যায় নি দেখে ভালো লাগছে। প্রতিপক্ষ কাছাকাছি আছে, হাঁটতে শুরু করল মিচনার।

* * *

রাতেই জিপ ড্রাইভারের কাছে সমস্ত তথ্য জেনে নিয়েছিল রাশেদ। ডঃ কারসন আর তার দলকে কোথায় রেখে এসেছে, কবে রেখে এসেছে সব তথ্য দিয়েছে ড্রাইভার লোকটা। বিনিময়ে ভালো বখশিশ দিয়েছে রাশেদ। এমনকি ভোরে জিপ নিয়ে তৈরি থাকতে বলেছে ড্রাইভারকে। ডঃ কারসনদের যেখানে রেখে এসেছিল সেখানেই রেখে আসতে হবে তাদেরকে। তবে একটা ব্যাপারে হতাশ রাশেদ। ডঃ আরেফিনের কোন উল্লেখ করে নি ড্রাইভার। ডঃ আরেফিন ছিলই না দলটার সাথে। তিনি যদি ডঃ কারসনের সাথে না গিয়ে থাকেন, তাহলে কোথায় তিনি? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া কঠিন, একমাত্র ডঃ কারসনই হয়তো বলতে পারবেন। অন্তত দু'দিন লাগবে ডঃ কারসন যেখানে ছিলেন সেখানে যেতে। এই ক'দিনে ডঃ কারসন তার দলবল নিয়ে নিশ্চয়ই আরো কিছুটা পথ এগিয়ে যাবেন। যতোই ভাবছিল ততোই মেজাজ খারাপ হচ্ছিল রাশেদের। ডঃ কারসনের সাথে যোগাযোগের অন্য কোন পথ থাকলে ভালো হতো। কিন্তু ডঃ কারসন যেখানে গেছেন সেখানে মোবাইল নেটওয়ার্ক কাজ করে না।

ভোর হওয়ার আগেই তৈরি রাশেদ আর রাজু। হোটেলের বাইরে জিপ দাঁড়ানো ছিল। হোটেলের বিল শোধ করে রওনা দিয়ে দিল ওরা। সামনে অনেক পথ। যতো তাড়াতাড়ি পৌঁছাবে ড্রাইভারকে ততো বেশি বখশিশ দেয়া হবে বলে ঘোষনা করল রাশেদ। ফলাফল হলো চমৎকার। সাধারনত ধীর গতিতে চালিয়ে অভ্যস্ত ড্রাইভার, কিন্তু এখন খালি রাস্তায় প্রচন্ড গতিতে চলছে জিপটা।

* * *

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাশেদ আর রাজু হোটেল থেকে বের হয়ে যাওয়ার ঘন্টাখানেক পর আরেকদলকে হোটেলে ঢুকতে দেখা গেল। চারজনের দলে একজন নেপালি, বাকি তিনজন বাঙ্গালি। একটু পরেই বেরিয়ে এলো সবাই। এর মধ্যে বয়স্ক মানুষটাকে ছটফট করতে দেখা যাচ্ছে। হাত দুটো মুঠো হয়ে আছে, অব্যক্ত রাগে ফুটছে মানুষটা।

"সোহেল, আবারও হাতের নাগালের মধ্যে এসেও ছুটে গেল ওরা," রাগে ক্ষোভে কি বলবেন বুঝতে পারছেন না আকবর আলী মৃধা।

"জি, বস।"

"কোথায় গেছে জানো?"

"রিসেপশনিস্টকে কিছু দিয়েছি, ওর ধারনা কৈলাস রেঞ্জের দিকে গেছে।"

"কৈলাস রেঞ্জ! আমরাও যাবো, ব্যবস্থা করো এক্ষুনি," গর্জে উঠলেন আকবর আলী মৃধা।

"কিন্তু এতো সকালে জিপ বা অন্য কিছু পাবো না আমরা," অসহায়ের মতো বলল সোহেল।

"বেশি টাকা দাও, আমি এক্ষুনি রওনা দিতে চাই।"

বসের কথার উপর আর কথা চলে না। হোটেলের লবিতে আকবর আলী মৃধা আর আহমদ কবিরকে বসতে বলে নেপালি ছেলেটাকে নিয়ে বাজারের দিকে এগুলো সোহেল। এখনো সব দোকান-পাট খোলে নি, এছাড়া এখানে কোথায় কি পাওয়া যায় সে সম্পর্কেও ধারনা নেই তার। নেপালি ছেলেটাকেও যথেষ্ট বোকা মনে হচ্ছে। একটাই উপায় আছে, হোটেলে ফিরতে হবে। রিসেপশনিস্টকে বললে নিশ্চয়ই গাড়ির ব্যবস্থা হয়ে যাবে, শুধু একটু বেশি খরচ করতে হবে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৬

চুপচাপ বসে আছেন ডঃ কারসন। ঘন অন্ধকারে ছেয়ে গেছে চারপাশ। এরমধ্যে হেটে যাওয়া কঠিন হয়ে যাবে। বিশেষ করে ক্রমেই উপরের দিকে উঠছেন এখন দলটা নিয়ে। দলের সবাই খুব বেশি অভিজ্ঞ না, তবে লতিকাকে নিয়ে যে চিন্তা ছিল তা অমূলক প্রমানিত হয়েছে। মেয়েটা শুরুতে একটু আড়ষ্ট থাকলেও যতো দিন যাচ্ছে তত স্বাভাবিকভাবে তাল মেলাচ্ছে দলের সবার সাথে। সুরেশকে নিয়ে একটু চিন্তা ছিল, কিন্তু বেশ স্বাভাবিক আচরন করছে সুরেশ, যেন ভুলে গেছে তাকে বাদ দিয়েই এগিয়ে যেতে চেয়েছিলেন ডঃ কারসন।

লক্ষ্যের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছেন ডঃ কারসন। শুরু থেকেই তিনি জানতেন ঠিক কোথায় খুঁজতে হবে, তারপরও সময় নিয়েছেন, নিশ্চিত হতে চেয়েছেন, ম্যাকলডগঞ্জে যাওয়াটা ছিল সেই পরিকল্পনার অংশ, তাতে নিশ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে, এছাড়া দেখতে চেয়েছিলেন কেউ তার এই অভিযানে বাঁধা দিতে এগিয়ে আসে কি না। বাঁধা এসেছে, ঠিক যেমনটি তিনি আশা করেছিলেন। ডঃ আরেফিনকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে। তাদের উপরও লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। সাম্ভালা'কে আধুনিক পৃথিবী থেকে যারা দূরে সরিয়ে রাখতে চায়, তারা হাজার বছর ধরেই সক্রিয়, তাদের শেষ শিকার হয়েছিল নাৎসি পার্টির তিন কর্মকর্তা। যাদের একজন তার জন্মদাতা পিতা। নথি-পত্র বা কাগজে কোথাও নেই কিভাবে হারিয়ে গিয়েছিল সেই তিনজন, কিন্তু তিনজন মানুষ হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারে না। নাৎসি পার্টির দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার কার্যকলাপের বেশ কিছু গোপন দলিল হস্তগত হয়েছে তার, হিমলারের নির্দেশে তিব্বতে যেসব অভিযান চলেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে, সেগুলোর নিখুঁত বিবরন ছিল সেই গোপন দলিলগুলোতে। সেখানেই প্রথম সাম্ভালা'র নাম শোনেন তিনি। কার্ল হুসেনহফ, ফেলিক্স একহার্ট আর এডলফ শেফারের গোপন মিশনের কথা পরিষ্কার লেখা আছে সেখানে, সাম্ভালা খুঁজতে গিয়ে যে তারা হারিয়ে যায়, সেটাও সেখানে লেখা, যদিও অফিসিয়ালি সবাইকে জানানো হয়েছে তারা নিখোঁজ। আর কোন ব্যাখ্যা বা তথ্য দেয়া হয় নি।

শুধু নিজের বাবার শেষ কাজ সফলভাবে শেষ করার জন্য নয়, একজন প্রত্নতত্ত্ববিদ হিসেবে এমন একটি স্থানের খবর পৃথিবীকে জানিয়ে দেয়া তার নৈতিক দায়িত্ব। এছাড়া জার্মান জাতির বর্তমান দৈন্যতার কারনও খুঁজে বের করেছেন তিনি। এর পেছনে দায়ি হচ্ছে ইহুদীরা। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সমরে ইহুদীদের চির আধিপত্য ভেঙে দিতে চান তিনি। সাম্ভালা খুঁজে পেলে জার্মান জাতিকে আবার পুরানো গৌরব তিনি ফিরিয়ে দিতে পারবেন, শক্তিশালী একটি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মানব গোষ্ঠী তৈরি করতে পারবেন, যারা পুরো পৃথিবী শাসন করবে। তিনি পুরো বিশ্বকে একটি পতাকার নীচে সমবেত করতে চান, সেটি হবে জার্মান পতাকা। সারা জীবন আমেরিকা আর ইউরোপে বড় হয়েও ইদানীং মনে প্রানে তিনি নিজের আসল শেকড়ের টান অনুভব করেন। তিনি একজন আর্য, একজন জার্মান, বিশুদ্ধ রক্ত বইছে তার শরীরে। এছাড়া আধুনিক থুল সোসাইটির প্রানপুরুষ তিনি। সেই সোসাইটির কার্যপরিধিও বাড়ছে দিন দিন। থুল সোসাইটিকে শুধু জার্মানীতে সীমাবদ্ধ না রেখে তিনি পুরো ইউরোপে বিস্তৃত করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

লতিকা আর সন্দীপ পাশাপাশি বসে আছে দূরে। সুরেশ ব্যস্ত আগুন জ্বালাতে, বাতাসের তোড়ে আগুন নিভে যাচ্ছে বারবার। এক কাপ কফি দরকার, সুরেশের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি।

লতিকার মন কিছুটা খারাপ ছিল সকালে যখন শুনলো আবহাওয়া খারাপ তাই আজ এখানেই অপেক্ষা করবেন ডঃ কারসন। একঘেয়ে লাগছিল, কথা বলার মতো মানুষ নেই একেবারে, সুরেশ কাজ নিয়ে ব্যস্ত, ডঃ কারসন তার তাঁবুতে। সন্দীপ এসে যখন পাশে বসল খুব একটা খারাপ লাগল না লতিকার।

বেশ কিছুক্ষন কেটে গেল চুপচাপ, কেউ কোন কথা খুঁজে পাচ্ছিল না, শুরু করলো লতিকাই।

"তোমার ছেলে কতো বড় হয়েছে?" খুব স্বাভাবিক গলায় প্রশ্ন করলো লতিকা।

"পাঁচে পড়েছে কিছুদিন হলো।"

"খুব দুষ্টু নাকি?"

"না, তেমন না।"

"আচ্ছা, আর বৌ কেমন আছে? কি নাম যেন ওর?"

সন্দীপ তাকাল, উত্তর দিলো না।

"কি হলো বললে না যে?"

"বাদ দাও ওদের কথা, তোমার কথা বলো।"

"আমার আর কি কথা, জার্মানীতে থাকি, ইউনিভার্সিটিতে পড়াই, বিয়ে করি নি এখনো."

"করবে না?"

"তোমার কি ধারনা তোমাকে না পাওয়ার শোকে আমি বিয়ে করছি না?" হাসল লতিকা, "বিয়ে করবো যে কোন সময়। পাত্র প্রস্তুত।"

"তাই? খুব ভালো। পাত্র কে? কি করে?"

"সময়মতো দেখতে পাবে," লতিকা বললো, ডঃ কারসনকে সুরেশের দিকে এগিয়ে আসতে দেখল।

লতিকাও উঠলো, "যাই, কফি হচ্ছে, গরম গরম খেতে ভালো লাগবে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চুপচাপ বসে থাকল সন্দীপ। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে লতিকা বেশ অবহেলাই করলো তাকে, কিন্তু এটাই হয়তো নিয়ম। একসময় লতিকাকে ছেড়ে সেই চলে এসেছিল। আজ কি খুব আফসোস হচ্ছে? নিজেকে প্রশ্ন করলো সন্দীপ। কিন্তু এর উত্তর জানার আগ্রহ তার নিজেরও নেই খুব একটা।

ধীর পায়ে সুরেশের দিকে এগিয়ে গেল সন্দীপ, এই প্রচন্ড শীতে এক কাপ কফি তারও খুব দরকার।

* * *

অদ্ভুত আলো, অদ্ভুত সেই পাত্র, যার ভেতর নীলাভ তরল। পোকামাকড় যেভাবে আলোর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অন্ধের মতো এগিয়ে যায়, সেভাবেই পা বাড়িয়েছিল মিনোস। শেষমুহূর্তে নিজেকে সামলাল। আলোকবর্তিকার চারপাশে পাক খেল মিনোস। একটু আগেও স্বচ্ছ পাত্রটাকে মনে হয়েছিল আলোকবর্তিকার বাইরে, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে পাত্রটা ভেতরে। ওটা আনতে গেলে অবশ্যই আলোকবর্তিকার ভেতর ঢুকতে হবে। ঝুঁকিপূর্ন কাজ জীবনে অনেক করেছে মিনোস। কিন্তু...

বৃদ্ধের সাথে হওয়া শেষ কথোপকথন মনে পড়ে গেল মিনোসের। তিনি চেয়েছিলেন, অন্তত বৃদ্ধের চাওয়াটুকু পূরন করতে হলেও ঝুঁকিটুকু নেয়া উচিত হবে তার। আরো কয়েকবার আলোকবর্তিকার চারপাশে ঘুরল মিনোস, চক্রাকারে। গোলাপী যে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে তা উত্তাপহীন, বরং কাছে গেলেই কেমন কোমল একটা অনুভূতি হচ্ছে। হয়তো এটা কোন ফাঁদ, একবার ভেতরে পা দিলে এখানেই আটকে যেতে হবে, কিংবা আপাতদৃষ্টিতে উত্তাপহীন মনে হলেও একবার পা দিলেই পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে সে। অথবা অন্যকিছুও ঘটতে পারে।

নিজের অজান্তেই পা বাড়াল মিনোস। অদ্ভুত...পুড়ে যাওয়া বা আটকে যাওয়ার মতো কোন অনুভূতি হলো না। বরং কেমন শীত অনুভব করলো মিনোস। চোখ বন্ধ রেখেছিল এতোক্ষন, চোখ খুলে তাকাল। চারপাশ কেমন মোহময় মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে সে আকাশে ভাসছে, পাখির মতো, ডানা মেলে, নীচে বিস্তৃত পৃথিবী দেখছে, পাহাড়-সমুদ্র,বরফে ঘেরা পাহাড়, চকচকে দিগন্ত বিস্তৃত মরুভূমি, সব কিছু তার চোখের সামনে ভাসছে। মাঝে মাঝে মানুষ চোখে পড়ছে, কোথাও উৎসবে মেতে আছে, কোথাও একে অন্যের বুকে ছুরি বসাচ্ছে। অদ্ভুত হলেও সত্য, বৃদ্ধ অভিভাবককে সে দেখতে পাচ্ছে, ছোট একটি ছেলের হাত ধরে হেটে যাচ্ছে, পরনে শুভ্র পোশাক, হাতে সেই লম্বা লাঠি, ছেলেটি চঞ্চল, বারবার এদিক-সেদিক যেতে চাচ্ছে, বৃদ্ধ হাসিমুখে যেতে দিচ্ছেন, কখনো দিচ্ছেন

www.BanglaBook.org

মা। ছবির মতো চোখের সামনে সব ভাসছে। পাহাড়ের উপত্যকায় সেই গ্রাম, যেখানে বাবা-মা, ভাই-বোন সব উপরের দিকে তাকিয়ে আছে, যেন দেখছে তাকে, হাসছে, হাত নাড়ছে। একটু দূরেই পাহাড়ের লুকানো গুহা থেকে ভেড়ার পাল নিয়ে আসছে এক কিশোর। নিজেকে চিনতে খুব একটা কষ্ট হলো না মিনোসের। মনে হচ্ছিল চলতে থাক এই অদ্ভুত দৃশ্যকল্প, সারাজীবন ধরে। কিন্তু হঠাৎ করেই থেমে গেল সব, বরং সেখানে এবার দেখা যাচ্ছে শুধু অদ্ভুত সাদা আলো, সেই আলোয় চারপাশের কিছু দেখা যাচ্ছে না, গমগমে একটা কণ্ঠস্বর একঘেয়ে সুরে কিছু বলে যাচ্ছে, কিন্তু ভাষা বুঝতে পারছে না মিনোস।

নিজের মাঝে অদ্ভুত পরিবর্তন অনুভব করছে মিনোস। বেশ সতেজ লাগছে, বয়সের কারনে শরীর কিছুটা ভারি হয়ে গিয়েছিল, এখন মনে হচ্ছে শরীরে কোন মেদ নেই, একদম ঝরঝরে অনুভব করছে। মুখে হাত বুলাল মিনোস। তার ত্বক এতো সতেজ কবে ছিল মনে করতে পারল না সে। পায়ের নীচের দিকে স্বচ্ছ নীলাভ পাত্রটা চোখে পড়ল। ঝুঁকে তুলে নিলো জিনিসটা মিনোস। বেশ ভারি মনে হচ্ছে। মাটির বড় বড় পাত্রে যেমন পানি রাখা হয়, পাত্রটা অনেকটা সেরকম। ভেতরে রাখা নীলাভ তরলের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষন, স্বচ্ছ, ঘন এই তরলের নিশ্চয়ই কোন কাজ আছে, সেটা কী তা জানতে হবে।

উপরের ঢাকনা খুলে ঘ্রান নেয়ার চেষ্টা করল মিনোস। চমৎকার গন্ধ জিনিসটার। এতোদিনে সাধারন একটা ধারনা হয়েছে মিনোসের, সুগন্ধযুক্ত জিনিস খাদ্য হিসেবে খুব একটা খারাপ হয় না। আঙুল দিয়ে এক ফোঁটা তরল তুলে নিলো। চারপাশে তাকাল, এখন কোথাও কোন আলো নেই, গমগমে কণ্ঠস্বর নেই। অস্বাভাবিক নীরবতা চারদিকে। যেন সব থেমে আছে, কোন কিছুর জন্য অপেক্ষা করছে।

আঙুলটা মুখে পুরল মিনোস, কিছুক্ষনের জন্য মনে হলো এমন কোন কিছুর স্বাদ সে কখনো নেয় নি। টক, মিষ্টি, ঝাল, পানসে কিংবা লবনাক্ত, এই স্বাদকে ব্যাখ্যা করার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং সব কিছু মিলিয়ে এমন অভাবিত স্বাদ কখনো পায় নি সে।

আলোকবর্তিকার মধ্যে অবস্থান করছিল মিনোস, অবাক হয়ে দেখল তার চারপাশের গোলাপী আলো মিলিয়ে যাচ্ছে। মাথা ঝিমঝিম করছিল, দু'পায়ের উপর কোনমতে দাঁড়িয়ে আছে সে, কিন্তু কতোক্ষন দাঁড়াতে পারবে বুঝতে পারছিল না। চারপাশের সব কিছু কেমন বদলে যাচ্ছে। চোখ খোলা রাখতে কষ্ট হচ্ছিল মিনোসের। ঘুম আসছে তার, গভীর ঘুম।

ঘুম যখন ভাঙল ধড়মড় করে উঠে পড়ল মিনোস। চারপাশে চমৎকার দিনের আলো। খোলা জায়গায় শুয়েছিল সে। একটু দূরেই নদীতীরে তার নৌকাটা বাঁধা। এতোক্ষন কি তাহলে সে কোন স্বপ্ন দেখছিল, ভাবল মিনোস। মাথাটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কেমন ভারি ভারি লাগছিল। কতোক্ষন ধরে ঘুমাচ্ছে সে, একঘন্টা, দু'ঘন্টা, একদিন...নাকি...সব বাস্তব! স্বপ্নই হবার কথা, কারন দূর দূর পর্যন্ত কোন পাহাড় চোখে পড়ছে না, পোড়ামাটির ফলকে যেমন আঁকা ছিল কিংবা তার সাথে নীল তরলে পূর্ন কোন স্বচ্ছ পাত্রও নেই। দিনে দুপুরে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখার জন্য বেশ লজ্জা লাগছিল। হাঁটতে হাঁটতে নৌকার কাছে চলে এলো সে। অদ্ভুত সব জিনিসের পেছনে দৌড়ে বেড়ানোর অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে, বৃদ্ধের সব কথাই যে সত্যি ছিল তা নয়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো বৃদ্ধের চিন্তাভাবনা পুরোই অমূলক।

তার ভুল ভাঙল নৌকার কাছে গিয়ে। নৌকার পাটাতনে চমৎকার স্বচ্ছ পাত্রটা শোভা পাচ্ছে।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। লখানিয়া সিং নামটা যেখান থেকে পেয়েছিলেন সেই গ্রামে আপাতত রেখে এসেছেন এই স্বচ্ছ পাত্র। বুড়ি মা'র বাড়ির পেছনে, ছোট একটা গর্তের মধ্যে। কাজটা বুদ্ধিমানের মতো করা হয় নি। কখন কি ঘটে যায় তা কে বলতে পারে, তবে তার যাবতীয় জিনিসপত্র সাথে নিয়ে ঘোরাঘুরি করাও কঠিন। এখানকার কাজ শেষ হলে বুড়ি মার কাছে ফিরে যাবে সে, লখানিয়া সিং হয়ে কাটিয়ে দেবে যতোদিন সম্ভব।

সঙ্গি এখন কেবল যজ্ঞেশ্বর, বিনোদ চোপড়া চলে যাওয়ার পর বেশ চুপচাপ হয়ে গেছে সন্ন্যাসী। প্রয়োজন ছাড়া কথা বলে না। দুপুরের পরপর এই সময়টায় প্রকৃতি যেন ঝিম মেরে আছে, একটা গোলগাল পাথরে হেলান দিয়ে বসে আছেন তিনি। যজ্ঞেশ্বর একটু দূরে ধ্যানে বসেছে, নিজের মাঝে আবার ডুব দিলেন তিনি।

সেই স্বচ্ছ পাত্র নিয়ে ফিরে এসেছিলেন নিজের গ্রামের পাশের সেই পাহাড়ের গুহায়। তারপর একসময় বেড়িয়ে পড়েছেন পুরো পৃথিবী ভ্রমনে, বৃদ্ধ অভিভাবকের সাথে অনেক জায়গায় যাওয়া হয়েছিল তার, সেই এলাকাগুলো আবার নতুন করে দেখেছেন, কখনো মিনোস, কখনো বা অন্য নামে পরিচিত হয়েছেন মানুষের সাথে। কৌতুহলকেই কেবল জয় করতে পারেন নি, জ্যোর্তিবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, হস্তরেখা, সমুদ্রবিজ্ঞান, শস্যবিজ্ঞান, অ্যালকেমী, সঙ্গিত, সব শাখাতেই ছিল তার অদম্য আগ্রহ। সাধারন মানুষ হিসেবে যখনই মানুষের উপকার করতে গিয়েছেন, বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন। তাকে কালো জাদুকর, পিশাচ, শয়তানের দূত ইত্যাদি নানা অপবাদে অভিযুক্ত করেছে সেইসব দিনের মানুষেরা। যারা চাঁদ, সূর্য্য, সাপ, বাতাস, পানি, আগুন সব কিছুকেই আলাদা আলাদাভাবে পূজা করতো, দেবতাজ্ঞান করতো, সেখানে তার কর্মকান্ড ছিল নিতান্তই সাদামাটা। তাই কৌশল পরিবর্তন করা জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। সাধারন মানুষদের যারা সরাসরি প্রভাবিত করতে পারে তাদের দলে তিনি যোগ

www.BanglaBook.org

দেন, এই দলে ছিলেন মন্দিরের পুরোহিত থেকে শুরু করে স্বয়ং রাজা অথবা রানী। রাজকীয় ক্ষমতা না থাকলে সাধারন মানুষের উপকার করা ছিল অসম্ভব। বড় বড় রাজার দরবারে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়েছে দীর্ঘ এই জীবনে। এর মধ্যে বিশেষ কয়েকজনের ব্যক্তিত্ব, প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা, সাহস তার মনে দাগ কেটে গেছে।

চমৎকার বাতাস বইছে, চোখ খুললেন তিনি। উঠে দাঁড়ালেন। যজ্ঞেশ্বর এখনো ধ্যানে মগ্ন। বিপদের আশংকা করছেন তিনি। এখানে বেশিক্ষন থাকা ঠিক হবে না। যজ্ঞেশ্বরের কাঁধে ঝাঁকি দিলেন, চোখ মেলে তাকাল যজ্ঞেশ্বর, শুন্য দৃষ্টিতে, কাঁপা কাঁপা স্বরে বলল, "আমি জানি বিনোদ আর বেঁচে নেই।"

"অবশ্যই বেঁচে আছে, উঠুন যজ্ঞেশ্বর জী, আমাদের আবার যেতে হবে।"

"আমি যাবো না, এখানেই থাকবো।"

"আপনি যাবেন, এখানে বসে থাকার জন্য আপনি আমার সাথে আসেন নি।"

"কিন্তু আমার উদ্দেশ্য পূরন হবে না আমি জানি," ম্লান সুরে বলল যজ্ঞেশ্বর।

"অবশ্যই পূরন হবে, আমি কথা দিচ্ছি," হাত ধরে টেনে উঠালেন যজ্ঞেশ্বরকে, অল্প কিছু জিনিসপত্র সাথে নিতেই হবে, সেগুলো তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নিলেন।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে দিন দিন উচ্চতার দিকে যাচ্ছেন, মাঝে মাঝে তাই শ্বাস কষ্ট হয় যজ্ঞেশ্বরের। যজ্ঞেশ্বরকে দেখে মনে হলো শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে। তারপরও সন্ন্যাসীকে এখানে রেখে যেতে সায় দিচ্ছে না মনে। বিনোদ চোপড়ার ভাগ্যে কি ঘটেছে কিংবা কি ঘটবে তিনি জানেন না, কিন্তু যজ্ঞেশ্বর যতোক্ষন তার পাশে থাকবে তার কোন ক্ষতি তিনি হতে দেবেন না। যজ্ঞেশ্বরের এক হাত নিজের কাঁধে তুলে নিলেন তিনি। এমনিতে দেখলে ক্ষীণদেহ মনে হলেও ওজন নেহায়ৎ কম নয় সন্ন্যাসীর।

একটু আগেও আকাশ ছিল পরিষ্কার, এখন বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। আজ ঝড় হতে পারে, তেমন কিছু হওয়ার আগে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়া দরকার।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৭

নিজেকে ফাঁসির আসামী মনে হয় মাঝে মাঝে, অন্ধকূপে বন্দী করে রাখা হয়েছে, যেন যে কোন সময় তার মৃত্যু কার্যকর করা যায়। ফাঁসির আসামী তবু হয়তো জানে তার অপরাধ কি, কিন্তু নিজের অপরাধ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারনা নেই ডঃ আরেফিনের। সাম্ভালার খোঁজে তিব্বতে আসাই কি অপরাধ? অদ্ভুত হলেও এছাড়া আর কোন কারন বের করতে পারছেন না তিনি। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত সব কিছু একই সাথে তার মাথায় ঘোরাঘুরি করে, জীবনের সব চাওয়া-পাওয়ার হিসেব করা হয়ে গেছে গত কিছুদিনে এই অন্ধকূপে থেকে। তাতে অন্তত একটি জিনিস পরিষ্কার বুঝতে পেরেছেন ডঃ আরেফিন, এভাবে মৃত্যু তার প্রাপ্য নয়, সারা জীবনে এমন কোন পাপ করেন নি যার শাস্তি এভাবে পেতে হবে। এমনিতেই একটি শাস্তি তার মাথার উপর ঝুলছে, নিজের রক্তের কোন উত্তরাধিকার তিনি রেখে যেতে পারবেন না এই পৃথিবীতে। এর চেয়ে বড় শাস্তি আর কি হতে পারে? দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন তিনি, আজ যদি তার একটা ছেলে থাকতো, অবশ্যই বাবার খোঁজে বেরিয়ে পড়তো। আফরোজা একা একা কি করে বেড়াচ্ছে কে জানে? এতোক্ষনে নিশ্চয়ই জেনে গেছে তিনি নিখোঁজ।

গতরাতে ভ্যান থেকে বের করে তাকে একটি তাঁবুতে রাখা হয়েছে। চোখে কালো কাপড় আর মুখে টেপ বেঁধে এখানে আনা হয়েছে তাকে। জায়গাটা বেশ উঁচুতে বুঝতে পারছেন। শোঁ শোঁ শব্দে শীতল হাওয়া টের পেয়েছেন, বুট জুতোতে টের পেয়েছেন বরফের অস্তিত্ব, এই লোকগুলো সম্ভবত সত্যি সত্যি ডঃ কারসনের দলের আশপাশে ঘাঁটি গেড়েছে। তাকে চোখে চোখে রাখার জন্য উপরে টেনে নিয়ে এসেছে। ধারনা ঠিক কি না বোঝার উপায় অবশ্য নেই। গত দু'দিন ধরে বৃদ্ধ লামা কিংবা চ্যাঙ তার ধারে কাছে আসে নি। চ্যাঙের শেষ কথা অনুযায়ী আজ দু'দিন শেষ হচ্ছে। ওরা তার কাছে কি চায় তা পরিষ্কার করে বলে নি এখনো। তবে যেটুকু বুঝতে পেরেছেন ডঃ কারসনের দলের সাথে থেকে ওদের কাছে তথ্য পাচার করার জন্যই তাকে বলা হচ্ছে, বিশেষ করে সাম্ভালা খুঁজে নেয়ার ঝামেলাটা ওরা নিজেরা করতে চাইছে না। ডঃ কারসন যখন সাম্ভালা খুঁজে পাবেন তখনই দলবলসহ হামলা করবে তারা। এক্ষেত্রে ডঃ আরেফিনকে নিজেদের লোক হিসেবে ডঃ কারসনের দলে অন্তর্ভুক্ত করতে চাইছে। কিন্তু ওরা জানে না, বেঈমানি অপছন্দ করেন ডঃ আরেফিন। জীবন দিয়ে হলেও কারো সাথে বেঈমানি করবেন না।

তাঁবুটা ছোটখাট, তাকে একটা খুঁটির সাথে শক্ত করে বেঁধে রেখে গেছে ওরা। অন্তত চার-পাঁচজনের কণ্ঠস্বর শুনেছেন, দলে অন্তত কুড়িজন আছে বলে

www.BanglaBook.org

ধারনা তার। বৃদ্ধ লামারও কিছু লোক আছে, যারা সাধারন বৌদ্ধ লামা, বয়সে তরুন এই ছেলেগুলো বৃদ্ধ লামার ইশারায় যে কোন কাজ করতে প্রস্তুত।

তাঁবুতে লোক ঢুকছে টের পেলেন তিনি। সম্ভবত চ্যাঙ, ওর উপস্থিতিটাই বেশ অদ্ভুত, শব্দ না করলেও টের পাওয়া যায়। বৃদ্ধ লামাও ঢুকেছেন সাথে।

চোখের উপর থেকে কালো কাপড় সরে গেল, মুখের টেপ টান দিয়ে ছিড়ে ফেলল কেউ। ছোট ছোট দুটো চেয়ার নিয়ে সামনে বৃদ্ধ লামা আর চ্যাঙ বসে আছে। বৃদ্ধ লামার মুখে কোন হাসি নেই, অন্যদিকে চ্যাঙের চোখে আনন্দ দেখতে পেলেন তিনি। তরুন অফিসার উত্তেজনায় কেমন টগবগ করছে, মুখিয়ে আছে কিছু করার জন্য।

"তোকে দুই দিন সময় দিয়েছিলাম, সময় শেষ," হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল চ্যাঙ, যেন সত্যি সত্যি স্টপ ওয়াচে দেখে নিচ্ছে আটচল্লিশ ঘন্টা পার হয়েছে কি না।

"কি চাও আমার কাছে?"

"বুদ্ধিমান মানুষ ইশারাতেই সব বোঝে, মিঃ আরেফিন," চ্যাঙ বলল, "আমরা শুধু চাই তথ্য, সাম্ভালা খুঁজে পাবেন ডঃ কারসন, আমরা নিশ্চিত। তুমি শুধু আমাদের সঠিক তথ্য পাচার করবে, ব্যস। অত্যাধুনিক কিছু জিনিস দেবো তোমাকে এই তথ্য পাচারের জন্য, কেউ বুঝতেও পারবে না জিনিসগুলোর কাজ কি, কিংবা আসলেই তুমি আমাদের সাথে জড়িত কি না।"

"আমি তোমাদের সাথে জড়িত ছিলাম না, জড়িত হওয়ারও কোন ইচ্ছে নেই," বেশ কর্কশ কণ্ঠে বললেন ডঃ আরেফিন, রাগে ক্ষোভে মাথার চুল ছিড়তে ইচ্ছে করছে, বেয়াদব এই চায়নীজ অফিসারের গালে গোটা কয়েক চড় বসাতে পারলে ভালো লাগত।

"দেখো, আরেকবার ভাবো, সুযোগ কিন্তু বারবার আসে না," আবার বলল চ্যাঙ, একটু ঝুঁকে এলো তার দিকে, "আমরা তোমাকে কিছু টাকাও দেবো।"

"মিঃ লামা তো আমাকে বলেছেন, তারা নাকি সাম্ভালার রক্ষক," বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে বললেন ডঃ আরেফিন, "এখন কী রক্ষক হয়ে ভক্ষকের ভূমিকা নিচ্ছেন?"

উত্তর না দিয়ে অন্যদিকে তাকালেন বৃদ্ধ লামা।

"বেশ কিছু টাকা পাবে তুমি, মিঃ আরেফিন," বেশ নরম গলায় বলল চ্যাঙ, "যে টাকা দিয়ে সন্তানহীন বৃদ্ধ জীবন চমৎকার কেটে যাবে।"

"তা নিয়ে তোর চিন্তা করতে হবে না বদমাশ!" চেঁচিয়ে বললেন ডঃ আরেফিন, খুঁটি থেকে নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করলেন, কিন্তু বাঁধন এতো শক্ত করে দেয়া হয়েছে একটুও ঢিলে করতে পারলেন না।

"ডঃ কারসন আর তার দলের সবগুলোকে মারব, নিজের হাতে," বেশ জোরের সঙ্গে বলল চ্যাঙ, "সবার আগে মারবো ঐ ভারতীয় ছুঁচোকে, তোর

www.BanglaBook.org

চোখের সামনে, তিলে তিলে।"

উত্তর দিলেন না ডঃ আরেফিন, মিথ্যে হুমকিতে ভয় পাওয়ার লোক তিনি নন।

"আমার কিছু করার নেই ডঃ আরেফিন," এবার বৃদ্ধ লামা বললেন চাপা গলায়, "আমি অহিংসাতে বিশ্বাসী, তবে মাঝে মাঝে সত্যের পথে কিছু কিছু হিংসাত্মক কাজ করা লাগে।"

"আমাকে মেরে ফেলবেন, এই তো..."

কথা শেষ করতে পারলেন না ডঃ আরেফিন, বৃষ্টির মতো কিল-ঘুষিতে আক্রান্ত হলেন তিনি। চ্যাঙ একাধারে তাকে মেরে যাচ্ছে। তার মুখে একের এক ঘুষি পড়ছে, ক্রমেই রক্তাক্ত হয়ে উঠছে চেহারাটা। ঠোঁট ফেটে গেছে, চোখের পাপড়ি ফুলে গেছে, কোন কিছু অনুভব করছেন না তিনি। মনে হচ্ছিল ব্যথার অতল জলে হারিয়ে যাচ্ছেন তিনি। চোখের কোন বৃদ্ধ লামাকে তাঁবু থেকে বের হয়ে যেতে দেখলেন, ধীর গতিতে। যাওয়ার আগে চ্যাঙকে উদ্দেশ্য করে কিছু কথা বলে গেলেন বৃদ্ধ লামা, "আর দেরি করা যাবে না, কাল সকালেই আক্রমন করতে হবে।"

মার থামিয়ে একমুহূর্তের জন্য বৃদ্ধ লামার কথা শুনল চ্যাঙ, তারপর ঘুরে তাকাল। ডঃ আরেফিনের চেহারায় ঘুষি দেয়ার মতো জায়গা নেই আর। বীভৎস রুপ ধারন করেছে এরমধ্যে। কোন মতে নিঃশ্বাস নিচ্ছে লোকটা বুঝতে পেরে সোজা হয়ে দাঁড়াল চ্যাঙ।

"তোকে মেরে ফেললে মজা শেষ!" বলে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল চ্যাঙ। দু'জন রক্ষী এসে সাদা তোয়ালে দিয়ে ঢেকে দিল ডঃ আরেফিনের চেহারা।

* * *

একটানা চলছে জিপটা, গন্তব্য যেহেতু জানা আছে তাই চালাতে কোন সমস্যা হচ্ছে না ড্রাইভারের। এছাড়া বাড়তি বখশিসের একটা ব্যাপার আছে। সেই ভোরে রওনা দেয়ার পর একটানা চলেছে জিপ, দুই গ্যালন বাড়তি তেল নিয়ে রাখা আছে, যাতে জ্বালানি সমস্যা না হয়। শুকনো খাবার হিসেবে কিছু পাউরুটি, কলা, জ্যাম, পানির বোতল কিনে নিয়েছিল রাশেদ, রওনা দেয়ার সময়। এছাড়া ছোট দুটো তাঁবুও কিনে নিয়েছে রাতে বাইরে থাকার জন্য।

ঘুম পেলেও রাশেদ ঘুমায় নি এরমধ্যে, রাজু ঘুমাচ্ছে, মাঝে মাঝে রীতিমতো নাক ডাকছে। আশপাশের প্রকৃতি দেখার প্রতি বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই রাজুর। কোন পথে যাচ্ছে, আর কতোদূর বাকি প্রতিনিয়ত জানার চেষ্টা করছে রাশেদ, ড্রাইভার লোকটা হিন্দি কিংবা ইংরেজি খুব কম বোঝে। তবে এটুকু বোঝাতে পেরেছে

www.BanglaBook.org

রাশেদকে আরো অন্তত একদিন লাগবে জায়গামতো পৌছাতে।

সন্ধ্যার পরপর গাড়ি থামাতে বলল রাশেদ। ড্রাইভারের কথামতো একটা ঝোপের পাশে জিপটা লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

অল্প কিছু খেয়ে নিয়ে তাঁবু খাটিয়ে ফেলল রাজু, ঘুমে জড়িয়ে আসছিল রাশেদের চোখ। ড্রাইভারকে জিপে পাঠিয়ে দিয়ে তাবুর সামনে বসল দুজন। আগুন জ্বালিয়েছিল রাজু, সেটা জ্বলছে এখনো। ঘড়ির সময় অনুযায়ী বেশি রাত হয় নি। কিন্তু দীর্ঘসময় জীপে থাকার কারনে বেশ ক্লান্ত দুজনেই।

সকাল সকাল উঠেই রওনা দিতে হবে। ডঃ কারসন আর তার দলকে যেখানে রেখে এসেছিল এখনো নিশ্চয়ই সেখানে বসে নেই তারা। কাজেই যতো তাড়াতাড়ি সেখানে পৌছাতে পারবে ততই মঙ্গল। ডঃ আরেফিনকে খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা এখন পর্যন্ত তৈরি হয় নি। ডঃ কারসনের দলের সাথে দেখা করতে পারলেই জানা যাবে আসলে তিনি কোথায় আছেন, ডঃ আরেফিন এই দলের সাথে দিল্লি থেকে রওনা দিলেও তিব্বতের হোটেলে কেন মাত্র তিনজনের জন্য রুম বুক ছিল? প্রশ্নগুলো কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল রাশেদকে। আফরোজা আরেফিনকে কী জবাব দেবে যদি খালি হাতে দেশে ফিরতে হয়! তিনি অনেক ভরসা করে আছেন রাশেদের উপর।

আকাশ বেশ পরিষ্কার। রাজু গান ধরেছে। ইশারায় রাজুকে থামতে বলল রাশেদ, এই পাহাড়ি এলাকায় কোথায় কোন বিপদ লুকিয়ে আছে বলা যায় না। এই মুহূর্তে কোন রকম ঝামেলায় পড়তে রাজি নয় রাশেদ। পেছনে এখনো আকবর আলী মৃধা লেগে আছে, সেই লোকটাকে কোনমতে খসাতে পারলেও সে যে তার পেছন পেছন এই পাহাড়ি এলাকায় এসে পড়বে না তার নিশ্চয়তা নেই।

বিষন্নমুখে বসে আছে রাজু, ইশারায় ওকে ঘুমাতে যেতে বলল রাজু। ঘড়িতে এখন আটটা বাজে। ঠিক বারোটা পর্যন্ত পাহারায় থাকবে সে। কাল ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে রওনা দিতে হবে।

* * *

টাকার লোভ সবারই আছে, আর বেশি টাকা দিলে তিব্বতের মতো জায়গায়ও যা খুশি তাই পাওয়া যায়। খুব বেশি কিছু চান নি আকবর আলী মৃধা, চমৎকার একটা জিপ, ভালো একজন ড্রাইভার চেয়েছিলেন, পেয়েছেন, সোহেল জোগাড় করেছে।

বুড়ো আহমদ কবিরকে কেন সাথে নিয়ে এসেছেন এইজন্য মাঝে মাঝে আফসোস হচ্ছে, সোহেল নিষেধ করেছিল, তিনি শোনেন নি, এই লোকটা জলজ্যান্ত একটা যন্ত্রনা। এই অঞ্চলে ঠান্ডা বেশি পড়ে এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আহমদ কবিরকে দেখে মনে হচ্ছে প্রচন্ড ঠান্ডায় মারা যাচ্ছে লোকটা, দাত কপাটি মেরে বসে আছে পেছনের সীটে। সোহেলও আছে সঙ্গি। তিনি বসেছেন ড্রাইভারের পাশের সীটে, সামনের দিকে তাকিয়ে আছেন। এই অঞ্চলে এবারই প্রথম আসা হয়েছে, পাহাড়ে উঠার কোন অভিজ্ঞতা নেই, কিন্তু হাল ছাড়ার পাত্র নন তিনি, রাশেদকে ধরতে যদি মাউন্ট এভারেস্টে উঠতে হয় তাও তিনি রাজি। তবে যতোটুকু বুঝেছেন রাশেদ এখানে পর্বতারোহন করতে আসে নি, তাহলে আরো কিছু নিয়ম কানুন মেনে আসতে হতো, সাথে দক্ষ এবং প্রশিক্ষিত শেরপা রাখতে হতো, রাশেদ আর তার বন্ধু এসেছে অন্য কাজে। রাশেদকে খুন করার আগে অন্তত উদ্দেশ্যটা জেনে নেবেন, তার খুব কৌতুহল হচ্ছে, রাশেদের উদ্দেশ্য জানার জন্য।

ভাগ্য ভালো সোহেল ড্রাইভার হিসেবে যে ছেলেটাকে বেছে নিয়েছে সে রাশেদের জিপের ড্রাইভারের ছোট ভাই, বড় ভাই কোথায় গেছে, কতো টাকা ভাড়ায় গেছে সব তার নখদর্পনে, একই জায়গায় যাওয়ার জন্য তাকে দ্বিগুন ভাড়া দেয়া হবে এটুকুতেই সে মহাখুশি, এছাড়া নির্দিষ্ট সময়ের আগে পৌঁছাতে পারলে আলাদা বখশিস তো আছেই। বখশিসের লোভে আরো জোরে গাড়ি চালাচ্ছে ছেলেটা।

আকবর আলী মৃধা চারপাশে প্রকৃতি দেখছেন, এতো চমৎকার জায়গা তার কল্পনারও বাইরে। রাশেদের সাথে কাজ শেষ হলে এখানে আরো কিছুদিন থেকে যাবেন বলে ঠিক করেছেন তিনি।

"আর কতোদূর?" প্রশ্ন করলেন আকরব আলী মৃধা।

বাংলা বুঝতে পারলো না ড্রাইভার, ইংরেজি বললেও হয়তো বুঝতো না, তবে এটুকু বুঝতে পেরেছে আকবর আলী মৃধা কি বোঝাতে চেয়েছেন।

দুই আঙুল এক করে যে চিহ্নটা সে দেখাল তাতে আকবর আলী মৃধা বুঝলেন খুব কাছেই চলে এসেছেন। ধৈর্য্য ধরতে হবে কিছুক্ষন। তারপর হবে চরম প্রতিশোধ।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৮

ছয় হাজার মিটার উঁচু কৈলাস পর্বত, মানস সরোবর আর রাক্ষসতাল হ্রদ এই অঞ্চলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কৈলাস স্বয়ং শিবের নিবাস, জানেন ডঃ কারসন, হিন্দুদের তীর্থভূমি। পাশে থাকা মানস সরোবরের ভূমিকাও হিন্দু ধর্মে অসীম। কৈলাস আর মানস সরোবরের খুব কাছাকাছি চলে এসেছেন তিনি, ভাবলেন ডঃ কারসন। এখন সঠিক জায়গাটা বেছে নেয়ার অপেক্ষা।

ঘুম থেকে উঠেছেন কিছুক্ষন হলো, তাঁবু থেকে বের হন নি এখনো। বাইরে লতিকা, সন্দীপ আর সুরেশের গলা শুনতে পেলেন। কিছু একটা নিয়ে হাসাহাসি করছে। ছোট একটা ব্রিফকেস থাকে তার সঙ্গে, সেই ব্রিফকেস খুলে বেশ কিছু কাগজপত্র বের করলেন ডঃ কারসন। চারকোনা বিশেষ একটা কাগজ ভাঁজ করে রাখলেন বিছানার উপর। পুরো কৈলাস রেঞ্জের চমৎকার একটা ম্যাপ। জায়গায় জায়গায় চিহ্ন দেয়া ম্যাপটায়। এখন তিনি যে জায়গায় আছেন তা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে তিন হাজার মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। যতো সামনে এগুবেন এই উচ্চতা ক্রমশ বাড়বে। শারীরিকভাবে নিজেকে ফিট মনে করেন ডঃ কারসন। লতিকাকে নিয়েও সমস্যা নেই, সন্দীপকে নিয়ে একটু দ্বিধায় আছেন তিনি। শারীরিক কিংবা মানসিকভাবে শক্তিশালী মনে হয় না লোকটাকে। কিন্তু আপাতত এগুলো নিয়ে ভাবার সময় নেই। সবচেয়ে সমস্যা হবে সুরেশকে নিয়ে। এতোদিন সুরেশের প্রতি তার কৃতজ্ঞতার শেষ ছিল না, কিন্তু এখন সুরেশকে সাথে নিতে চাচ্ছেন না তিনি। সাম্ভালার খোঁজ পেলে তা নিয়ে ভারত আর চীন কী করবে তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দিহান তিনি। একটা যুদ্ধ লেগে যাওয়াও অসম্ভব কিছু নয়।

আজ সারাদিন লাগবে মোটামুটি কাছাকাছি একটা অবস্থানে যেতে। ম্যাপটায় লাল রঙ দিয়ে একটা জায়গাকে মার্ক করে রেখেছেন তিনি। আগামীকাল দুপুরের মধ্যে মার্ক করা জায়গাটায় পৌঁছাতে পারবেন বলে আশা করছেন, ম্যাপ অনুযায়ী জায়গাটা কৈলাস আর মানস সরোবরের মাঝামাঝি একটা জায়গা। এই অঞ্চলে তীর্থযাত্রীরা সবসময়ই আসা যাওয়া করে। তাদের পা পড়ে নি এমন কোন জায়গা এখানে নেই, শুধু কৈলাস শীর্ষ ছাড়া। এতে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, সাম্ভালার অবস্থান এই এলাকায় হলেও জায়গাটা এমনভাবে লুকানো সাধারন চোখে তা ধরা পড়বে না। বিশেষ কোন চিহ্ন বা সংকেত থেকে খুঁজে নিতে হবে। হয়তো সবার চোখের সামনেই রয়েছে সাম্ভালার প্রবেশ পথ, কিন্তু হয়তো বিশেষ কোন ক্ষন বা বিশেষ কোনভাবে খুঁজতে হবে, যা কারো জানা নেই।

তাবুঁর বাইরে বেরিয়ে এলেন ডঃ কারসন। সন্দীপ, সুরেশ আর লতিকা পাশাপাশি বসে কফি খাচ্ছে, এই কয়দিনে বেশ ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠেছে ওদের

www.BanglaBook.org

মধ্যে। বিশেষ করে সন্দীপের মধ্যে যে অস্বস্তি দেখেছেন আগে তা এখন অনেকটাই কেটে গেছে। তাকে দেখে কফির কাপ দেখিয়ে বসতে বলল লতিকা।

"আমরা আজ বের হবো," ডঃ কারসন বললেন, লতিকার পাশে বসতে বসতে।

কফির কাপ এগিয়ে দিল লতিকা।

"তাহলে দেরি করা ঠিক হবে না," সুরেশ বলল, "আমি তৈরি।"

"ভেরি গুড, মিঃ সুরেশ," হেসে বললেন ডঃ কারসন, "সাম্ভালা খুঁজে পাওয়ার জন্য তোমার তর সইছে না দেখছি!"

"ডঃ কারসন, সাম্ভালার খোঁজ পাওয়া আপনার জন্য যেমন জরুরি, আমার জন্যও জরুরি হয়ে পড়েছে এখন," সুরেশ বলল, উঠে দাঁড়িয়েছে, তার চেহারায় গম্ভীরভাব, ডঃ কারসনের কথায় সে কিছুটা আহত হয়েছে বোঝা গেল।

"তোমরা কি সাম্ভালা'কেও ভাগ করে নেবে?" এবার বেশ সিরিয়াস ভঙ্গিতে বললেন ডঃ কারসন।

"দেখুন ডঃ কারসন, দিল্লি থেকে আপনার সাথে আমি আছি, সাম্ভালা বলে কিছু আছে আমি বিশ্বাস করতাম না, উপরমহল থেকে আমাকে যখন পাঠানো হলো, সত্যিই আমি আসতে চাই নি," সুরেশ বলল, "কিন্তু মনে হলো, আমার আসা দরকার। কয়েকজন বোকা, বৃদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ যেন বিপদে না পড়ে, আমার তা দেখা দরকার। এছাড়া চীনের সাথে আমাদের সীমান্ত নিয়ে সমস্যা তো আছেই। আরো একটা কারনে আসতে বাধ্য হয়েছি," একটু থামল সুরেশ, তাকাল চারপাশে, "সাম্ভালা খুঁজে পেলেও আপনারা জীবন নিয়ে দেশে ফিরতে পারতেন না, অন্তত সেরকম ব্যবস্থা করে রেখেছে চীন গোয়েন্দা সংস্থা। সাম্ভালা বলে সত্যি কিছু আছে, তা দুনিয়ায় কখনো প্রকাশ পেতো না," অনেকগুলো কথা বলে একটু দম নিলো সুরেশ, কফিতে চুমুক দিল, "আমি এতোটুকু বলতে পারি, সাম্ভালা খুঁজে পেলে আমার চেয়ে খুশি কেউ হবে না, কারন তাহলে বাকি জীবনটা সেখানেই কাটিয়ে দিতে পারবো, কি বলেন?" উত্তরের অপেক্ষা না করে হেঁটে সামনের দিকে চলে গেল সুরেশ।

সুরেশ চলে যাওয়ার পর নীরবতা নেমে এলো, চুপচাপ কফিতে চুমুক দিচ্ছে সবাই। ডঃ কারসন বুঝতে পারছেন এভাবে বারবার আক্রমন করা ঠিক হয় নি সুরেশকে। এই ছেলেটা না থাকলে হয়তো এতোদূর আসতেও পারতেন না, কিন্তু মাঝে মাঝে নিজেকে নিয়ন্ত্রন করতে পারেন না তিনি।

"তোমরা তৈরি হয়ে নাও, আমরা বের হচ্ছি," বলে উঠে দাঁড়ালেন ডঃ কারসন।

অবাক হওয়ার মতো ঘটনা ঘটল তখনই। চারপাশের সাদা বরফ আর কালো পাথরের আড়াল থেকে বের হয়ে এলো কিছু লোক, পুরো সাদা পোশাক পরনে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এতো চমৎকার ক্যামোফ্লাজ পোশাক আগে কখনো দেখেন নি ডঃ কারসন।

লোকগুলোর হাতে অত্যাধুনিক অস্ত্র, অন্তত দশ জন হবে, এরা হয়তো সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করছিল এতোক্ষন। সুরেশকে পড়ে যেতে দেখলেন বরফে, পেছন থেকে রাইফেলের বাট দিয়ে মাথায় আঘাত করেছে একজন। বৃত্তাকারে তাদের ঘিরে ফেলেছে দলটা।

লতিকার আর সন্দীপের পাশে এসে বসলেন ডঃ কারসন। বড় করে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন, বুঝতে পারছেন না কি করবেন।

"হ্যান্ডস আপ!" কেউ একজন বলল সাদা পোশাকধারীদের মধ্য থেকে।

দুই হাত উঁচু করে দাঁড়ালেন ডঃ কারসন, লতিকা আর সন্দীপও দাঁড়াল। ডঃ কারসনের দিকে তাকাল লতিকা, বোঝাই যাচ্ছে হতাশায় ডুবে গেছেন ভদ্রলোক, এভাবে তীরে এসে তরী ডুববে তা কখনো ভাবেন নি নিশ্চয়ই। তবে কিছুটা স্বস্তিবোধ করল সে, নিজের বাবাকে এই অভিযান থেকে ফেরত পাঠানো গেছে এটাই স্বস্তির কারন, এই পরিস্থিতিতে প্রফেসর সুব্রামানিয়াম কি করতেন তা কে জানে।

* * *

দ্রুত নিঃশ্বাস নিচ্ছে মিচনার। ধীরে ধীরে আরো উচ্চতায় উঠছে সে। এই পাহাড়টা কতোটুকু উঁচু কোন ধারনা নেই তার। তবে এখানে উঠতে পারলে আশপাশের অনেক কিছু পরিষ্কার দেখা যাবে। অনেক দূর থেকে কেউ তাকে দেখলে পাগল ছাড়া কিছু ভাববে না, কোন ধরনের দড়া-দড়ি ছাড়া একজন মানুষ যে এভাবে পাহাড় বেয়ে উঠতে পারে তা কল্পনারও বাইরে। এছাড়া তার গায়ে কোন কাপড়ও নেই। শীত-গ্রীষ্ম আলাদাভাবে অনুভব করে না সে।

অনেক উপর থেকে নীচের দিকে তাকালে অস্বস্তি লাগে, তারপরও মাঝে মাঝে পেছন ফিরে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখছে মিচনার। উপরে উঠার গতি খুব ধীর হয়ে যাচ্ছে, আরো ঘন্টাখানেক সময় লাগবে একেবারে উপরে উঠতে। এখন পর্যন্ত যতোদূর উঠেছে তাতেও অনেক খানি জায়গা বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। চারপাশে শুধু বরফঢাকা উঁচু পবত, পাইন, ইউক্যালিপ্টাস গাছের সারি, মানুষজন দেখা যাচ্ছে অনেক দূরে, সাথে গৃহপালিত কিছু ইয়াক আর ভেড়ার দল।

যে লোকটাকে খাদ থেকে নীচে ফেলে দিয়েছিল তার পায়ের ছাপ ধরে অনেকদূর এগিয়েছিল মিচনার। কিন্তু ছাপগুলো হঠাৎ করেই হারিয়ে গেল। তার আশপাশে অনেক খুঁজেছে সে, কিন্তু আর কোন চিহ্ন বা গন্ধ কোনকিছুই পায় নি। এখন মনে হচ্ছে এই পাহাড়ের চূড়ায় উঠে প্রতিদ্বন্দ্বীকে খুঁজে বের করার বুদ্ধিটা একেবারে অকাজের। লোকটা নিশ্চয়ই এমনভাবে চলছে না যে সহজেই খুঁজে বের

www.BanglaBook.org

করা যাবে। নিজের উপর রাগ হচ্ছিল মিচনারের। চূড়ার দিকে তাকাল, আরো অনেকটা পথ উঠতে হবে, হতাশ হয়ে নামার চিন্তা করছিল মিচনার। ঠিক তখনই অনেক দূরে ছোট কালো বিন্দুর মতো কিছু চোখে পড়ল তার। পাশাপাশি হাঁটছে দুজন। চেহারা দেখতে না পেলেও ঐ দুজনের একজন যে তার প্রতিদ্বন্দ্বী এটা নিশ্চিত মিচনার। মেজাজ খারাপ হয়ে গেল তার, কোন কুক্ষনে এই পাহাড়ে উঠার চিন্তাটা মাথায় এসেছিল! অবশ্য এই পর্যন্ত উঠেছিল বলেই দু'জনকে খুঁজে পেয়েছে সে।

উপরে উঠার চেয়ে নামা বেশ কঠিন তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে মিচনার। প্রচন্ড শীতেও দরদর করে ঘামছে সে, হাত পিচ্ছিল হয়ে গেছে। পাথরের খাঁজে খাঁজে পা রেখে নীচে নামতে গিয়ে বারবার তাকাতে হচ্ছে।

পায়ের নীচে বেশ লম্বা একটা পাথরের টুকরো দেখা যাচ্ছে, সাবধানে এক পা রাখল মিচনার, তারপর আরেক পা। ভুলটা হলো তখনই। দেখতে মজবুত মনে হলেও মিচনারের ভার নিতে পারলো না পাথরটা, ভেঙে গেল। আচমকাই পড়তে শুরু করল মিচনার, দুই হাত দিয়ে চেষ্টা করে যাচ্ছে কোন খাঁজে নিজেকে আটকাতে। নিজের অজান্তেই আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে আর্তনাদ করে উঠল মিচনার। এই পতন হয়তো ঠেকাতে পারবে না সে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৯

বিনোদ চোপড়ার কথা বারবার মনে পড়ছে, শেষ মুহূর্তে লোকটা নিজের লোভকে সামলাতে পারলো না। হয়তো যে টংকাগুলো পেয়েছিল সেগুলোকেই যথেষ্ট মনে করেছিল। কিন্তু এভাবে চলে গিয়ে নিজের প্রানের উপর যে ঝুঁকি নিতে যাচ্ছে সেটা বোঝার মতো ক্ষমতা হয়তো হারিয়ে ফেলেছিল বিনোদ। কোন সন্দেহ নেই বিনোদ চোপড়া এখন মৃত। তিনি নিজে বিনোদ চোপড়ার পায়ের ছাপ অনুসরন করে গিয়েছিলেন, কিছু ধ্বস্তাধ্বস্তির নমুনা দেখেছেন, সম্ভবত লোকটাকে মেরে ফেলে খাদ থেকে ফেলে দিয়েছে তার প্রতিপক্ষ। সেই সাথে সেই দুস্প্রাপ্য টংকাগুলোও হারিয়ে গেছে চিরতরে। টংকাগুলো নিয়ে কোন খেদ নেই তার, গত কিছুদিন ধরে মানুষটা পাশে ছিল, এখন কেমন নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে। যদিও যজ্ঞেশ্বর আছে সাথে, কিন্তু বিনোদ চোপড়া চলে যাওয়ার পর থেকে কেমন চুপচাপ হয়ে গেছে সন্ন্যাসী, প্রয়োজন ছাড়া খুব একটা কথা বলে না।

ফিরে আসার সময় বিনোদ চোপড়ার ট্র্যাক খুব সাবধানে মুছে ফেলেছেন তিনি, এতোদিন খুব বেশি সাবধানতা অবলম্বন করেন নি। ভেবেছেন, সময়মতো ঝেড়ে ফেলবেন পেছন থেকে, কিন্তু একটু দেরি হয়ে গেছে। একটু আগে থেকে সাবধান হলে বিনোদ চোপড়াকে হারাতে হতো না।

যজ্ঞেশ্বরকে নিয়ে পাশাপাশি হাটছেন তিনি। সন্ন্যাসীর সেই আগের চপলতা না থাকলেও চুপচাপ তাকে অনুসরন করছে। গতরাতে শেবারনের দেয়া ম্যাপ খুলে যা বুঝেছেন আর বেশি দূর যেতে হবে না। সম্ভবত সাম্ভালার খুব কাছেই চলে এসেছেন। এখন আরো বেশি সাবধান হতে হবে।

চারপাশে পাহাড় আর পাহাড়, ভারি কাপড়-চোপড় আর কিছু ব্যাগ নিয়ে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে যজ্ঞেশ্বরের, তিনি নিজেও খুব স্বস্তিবোধ করছেন তাও নয়। ক্রমশ উচ্চতার দিকে যাচ্ছেন, বাতাস পাতলা হয়ে যাচ্ছে, অক্সিজেনের পরিমান কমছে। এই পরিস্থিতিতে সাধারন একজন মানুষের শ্বাসকষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সন্ন্যাসী অনেকদিন ধরেই যোগাসনে অভ্যস্ত, ফলে খুব বেশি সমস্যা হচ্ছে না যজ্ঞেশ্বরের।

অনেক দূরে চমৎকার একটা পাহাড়চূড়া চোখে পড়ল। যজ্ঞেশ্বরকে দেখলেন থেমে গেল, চোখে বিস্ময়।

"লখানিয়া জী, আমরা কৈলাস শৃঙ্গ দেখছি এখন," যজ্ঞেশ্বর বলল, হাঁটা থামিয়ে দুই হাত জোর করে প্রনাম করলো পাহাড়চূড়া বরাবর।

"আপনি নিশ্চিত, এটা কৈলাস শৃঙ্গ?"

"নিশ্চিত, কৈলাস পার হলেই আমরা মানস সরোবর আর রাক্ষসতাল দেখতে

www.BanglaBook.org

পাবো।"

কৈলাস শৃঙ্গের নাম শুনেছেন তিনি, মানস সরোবর আর রাক্ষসতাল হ্রদের নামও তার কাছে অপরিচিত নয়। ম্যাপ দেখে যতোটুকু আন্দাজ করতে পেরেছেন, কৈলাস এবং মানস সরোবরের কাছাকাছি সাম্ভালার অবস্থান।

"মানস সরোবরে তো প্রচুর তীর্থ যাত্রী থাকার কথা," বললেন তিনি, যজ্ঞেশ্বরের প্রনাম এখনো শেষ হয় নি, বিড়বিড় করে সংস্কৃত ভাষায় শ্লোক আবৃত্তি করে যাচ্ছে।

"বছরের নির্দিষ্ট কিছু সময়ে তীর্থ যাত্রীরা সুযোগ পায় মানস সরোবরে আসার," যজ্ঞেশ্বর বলল, "এখন সেখানে কারো থাকার কথা নয়।"

যুগ যুগ ধরে মানস সরোবর আর তার আশপাশের এলাকায় মানুষজনের পা পড়েছে, সেখানে সাম্ভালার মতো একটা জায়গা লোকচক্ষুর আড়ালে থাকার ব্যাপারটা অনেকটাই অসম্ভব, কিন্তু তারপরও এমন কোন ব্যাপার আছে যা সাম্ভালাকে লোকচক্ষুর আড়ালে থাকতে সাহায্য করেছে, ভাবলেন তিনি।

"জানি না আমার উদ্দেশ্য পূরন হবে কি না," প্রনাম সেরে আবার সোজা হয়ে দাঁড়াল যজ্ঞেশ্বর, "কিন্তু এতোদূর আসতে পেরেছি, সেটাও কম নয়।"

"যদি সত্যি রহস্যময় নয়জন থেকে থাকেন, তাহলে অবশ্যই আপনি তাদের দেখা পাবেন," বললেন তিনি, "আমি কথা দিচ্ছি।"

হাসল যজ্ঞেশ্বর, সান্তনার জন্য কথাগুলো বলেন নি তিনি বুঝতে পেরেছে। হাঁটতে থাকল সে, এবার একটু দ্রুত গতিতে।

উত্তর দিক থেকে ঠান্ডা হাওয়ায় কেঁপে উঠলেন তিনি। পা বাড়ালেন দ্রুত, খুব বেশি সময় হাতে নেই। প্রতিপক্ষ আসছে।

* * *

দুপুরের আগেই জায়গামতো পৌছে গেল ওরা। ঝোপের পাশে জিপটা রাখা, বরফ আর গাছের পাতা দিয়ে এমনভাবে ক্যামোফ্লাজ তৈরি করা হয়েছে যে বাইরে থেকে কেউ দেখে বুঝতে পারবে না এখানে কি আছে। দক্ষ হাতের কাজ নিঃসন্দেহে। ড্রাইভার লোকটা আগে থেকে জানতো বলে খুঁজে বের করতে পেরেছে, নইলে রাজু আর রাশেদ কখনোই খুঁজে পেতো না। এই পর্যন্তই এসেছিল এই নেপালি ড্রাইভার, তারপর জিপ নিয়ে ফিরে গেছে ঝাংমুতে। বোঝাই যাচ্ছে এখান থেকে বাকিটা পথ পায়ে হেঁটে রওনা দিয়েছেন ডঃ কারসন আর তার দল।

নেপালি ড্রাইভারকে বিদায় করে দিল ওরা, এখন আর জিপের কোন প্রয়োজন নেই, বাকিটা হাঁটতে হবে। প্রয়োজনীয় সব জিনিস জিপ থেকে নামিয়ে

www.BanglaBook.org

বড় একটা পাথর খন্ডের উপর বসেছে রাশেদ, জায়গাটা একটু উঁচুতে অবস্থিত, আশপাশের অন্যান্য জায়গা থেকে এখানে বেশ খানিকটা জায়গা সমতল, একটু দূরেই রাজু দাঁড়িয়ে আছে, কি করবে বুঝতে পারছে না। চারপাশে খোলা জায়গা, এরমধ্যে ঠিক কোথায় ডঃ কারসন তার দলবল নিয়ে রওনা দিয়েছেন বোঝা মুশকিল।

পাহাড়ে উঠার অভিজ্ঞতা মোটেও ভালো নয় রাজুর, এর আগে বান্দরবানে যা ঘটে গেছে তারপর পাহাড়ের প্রতি তার বিতৃষ্ণা চলে এসেছিল। কিন্তু পাহাড় যেন তার পিছু ছাড়ছে না। এখানে উচু-নীচু অনেক ধরনের পাহাড় দেখা যাচ্ছে চারদিকে। সব কটাই প্রায় খাড়া হয়ে উঠে গেছে উপরের দিকে।

রাশেদের দিকে তাকাল রাজু, মন দিয়ে কিছু একটা ভাবছে রাশেদ, কিন্তু বেশিক্ষন অপেক্ষা করার সময় হাতে নেই, সিদ্ধান্ত যা নেয়ার এখনই নিতে হবে।

"ওরা কোনদিকে যেতে পারে বলে তোর ধারনা?" রাজু জিজ্ঞেস করলো রাশেদকে।

"আমি জানি না।"

"আমরা কি তাহলে এখানেই বসে থাকবো?"

হাসল রাশেদ, ম্লান হাসি।

"নেপালে নেমেই আমি একটা ম্যাপ কিনেছিলাম, মনে আছে তোর?" রাশেদ বলল, রাজু মাথা ঝাঁকাল সে লক্ষ্যই করলো না, প্যান্টের পেছনের পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজ বের করে নিয়ে আসলো।

"এবার এখান থেকে খুঁজে বের করতে হবে আমাদের অবস্থান এখন ঠিক কোথায়," রাশেদ বলল, ম্যাপটা ভাঁজ করে রাখল পাথরের টুকরোর উপর, ঠান্ডা বাতাসে বারবার উড়ে চলে যেতে চাচ্ছে ম্যাপটা, "আমরা ঝাংমু দিয়ে ঢুকেছি, তারপর একটানা..."

রাশেদ একটানা কিছু কথা বলে গেল, যার কিছুই মাথায় ঢুকলো না রাজুর, কোন একটা কিছু চোখে পড়েছে তার, হেঁটে এগিয়ে গেল সে।

দুপুরের রোদ ঝিমিয়ে পড়েছিল কিছুক্ষনের জন্য, মেঘ সরে যাওয়ায় হঠাৎ হেসে উঠলো যেন পৃথিবী। রাজুর হাতে ছোট্ট একটা ক্লিপ, মাথায় পড়ার, মেয়েদের।

"উত্তরে যেতে হবে আমাদের," চেঁচিয়ে বলল রাজু।

ম্যাপ থেকে মাথা তুলল রাশেদ, "উত্তরে যেতে হবে কেন?"

"এদিকে দেখে যা," রাজু ডাকল, বরফে ঢাকা মাটির দিকে তাকাতে তাকাতে এগিয়ে যাচ্ছে সে।

রাশেদ এগিয়ে গেল, উৎসুক হয়ে উঠেছে।

"এখানে আগুন জ্বালানো হয়েছিল," কালো হয়ে যাওয়া একটা কাঠের টুকরো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বরফের ভেতর থেকে বের করে আনল রাজু, "ডঃ কারসন এখানেই ক্যাম্প করেছিলেন।"

টুকরোটা হাতে নিলো রাশেদ, গন্ধ শুকল, পোড়া গন্ধ।

"এই জায়গাটা ভালো করে খুঁজতে হবে," রাশেদ বলল, "কোন না কোন চিহ্ন আছে যা আমাদের চোখে পড়ছে না এখন।"

"তোর চোখে চশমা নিতে হবে শিগগিরি," রাজু বলল, হাত ইশারায় কাছে ডাকল রাশেদকে।

সমতল এই জায়গাটা থেকে সরু একটা পথ চলে গেছে উপরের দিকে, সেখানে কিছু একটা চোখে পড়েছে রাজুর।

"এখানে কমপক্ষে তিন-চারজনের পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে, দ্যাখ," বলে বরফের উপর কয়েকটা পায়ের ছাপ দেখাল রাশেদকে।

পায়ের ছাপগুলো দেখল রাশেদ, খুব বেশি পুরানো মনে হচ্ছে না।

"তাহলে দেরি করে লাভ নেই," রাশেদ বলল, "আমরা এক্ষুনি রওনা দেবো।"

"এক্ষুনি!" হাহাকার করে উঠলো যেন রাজু। "রেস্ট নেয়া দরকার একটু।"

"সময় নেই, রাজু। আমরা এখনো অনেক পিছিয়ে আছি।"

"উত্তর দিকে যাবো আমরা?"

"হ্যা, ম্যাপ অনুযায়ী কৈলাস রেঞ্জ, মানস সরোবর উত্তর দিকে, সম্ভবত সেখানেই কিছু খুঁজতে গেছেন ডঃ কারসন।"

"কিন্তু..."

"এখানে শুধু শুধু সময় নষ্ট হবে, চল," তাড়া দিল রাশেদ, জানে এখন একবার বিশ্রাম নিতে গেলে আরো বেশি দেরি হয়ে যাবে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও রওনা দিল রাজু, এবার পথ দূর্গম, সামনে কী আছে জানা নেই।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৫০

কিছুক্ষন আগে নীচে নামিয়ে আনা হয়েছে পুরো দলটাকে, ডঃ কারসন, ডঃ **লতিকা**, সন্দীপ চক্রবর্তী, সুরেশ আর সাথে চারজন তিব্বতি মুটে। দলটাকে **একটা** তাঁবুর ভেতর ঢোকানো হয়েছে। চারপাশে সাদা পোশাক পড়া অস্ত্রধারী সৈন্যদের দেখছেন ডঃ কারসন, কিন্তু দলনেতা এখনো সামনে আসে নি।

তিব্বতি মুটে চারজনকে বাইরে কোথাও রেখেছে ওরা, তাঁবুর ভেতর দুটো খুঁটির সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে ডঃ কারসন আর তার দলকে। সবার মধ্যে সুরেশের অবস্থা একটু খারাপ। সাদা পোশাকধারীরা প্রথম সুরেশের উপরই আক্রমন করেছে, কেননা তারা জানতো এই লোকটাকে ধরাশায়ী করতে পারলে বাকিদের ধরে ফেলা কোন সমস্যাই না। প্রথমেই পেছন থেকে আক্রমন করেছে ওরা, মাথায় আঘাত পেয়ে জ্ঞান হারায় নি সুরেশ, পড়ে গিয়েছিল। একেবারে মেরে ফেলার নির্দেশ ছিল না, তাই ইচ্ছেমতো পিটিয়েছে ওরা। সুরেশ জ্ঞান ফিরে পেয়েছে কিছুক্ষন আগে, এখনো বুঝতে পারছে না কী হচ্ছে চারপাশে।

সুরেশ আর সন্দীপকে একটা খুঁটির সাথে বাধা হয়েছে, সন্দীপ বেশ চুপচাপ, তার চেহারায় আত্মসমর্পনের ছাপ স্পষ্ট, তাকে যদি এখানে মেরেও ফেলা হয় তবু যেন তার কিছু যায় আসে না। লতিকার চেহারায় যন্ত্রনার ছাপ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, ডঃ কারসন আর তাকে একটা খুঁটির সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে। বারবার তাকাচ্ছে চারদিকে, বোঝার চেষ্টা করছে কী হচ্ছে চারপাশে।

"এই জন্যই সুরেশকে ছাড়াই এগুতে চেয়েছিলাম," ডঃ কারসন বললেন হতাশ কণ্ঠে।

তার কথার উত্তর দিলো না কেউ। সুরেশ তাকাল ডঃ কারসনের দিকে, কিন্তু উত্তর দেয়ার মতো শক্তি তার নেই, ঠোঁট ফেটে রক্ত জমে গেছে, চোখের নীচে কালো দাগ পড়ে গেছে এরমধ্যে।

ডঃ কারসন আরো কিছু বলতে চাচ্ছিলেন, রুমে একজন ঢুকলো, সাধারন সৈনিকদের কেউ নয় তা তার হাঁটাচলায় বোঝা যাচ্ছে। সাধারন পোশাক পরনে, কিন্তু কোমরে রিভলবার ঝোলানো। তাঁবুর ভেতর দুজন সৈনিক পাহারায় ছিল, লোকটার ইশারায় বাইরে চলে গেল।

"আমার পরিচয় দিই, আমি চ্যাঙ, চীন সামরিক বাহিনীর গোয়েন্দা শাখায় কাজ করি," গলা পরিষ্কার করে বলল লোকটা, "আপনারা এখন চীন সীমানার ভেতর অবস্থান করছেন, সবচেয়ে বড় ব্যাপার..." একটু থামল চ্যাঙ, সুরেশের দিকে এগিয়ে গেল, একহাতে সুরেশের চুল মুঠো করে ধরল, ব্যথায় ককিয়ে উঠলো সুরেশ। "একটা ইঁদুর ধরা পড়েছে আমাদের ফাঁদে, মজার ব্যাপার..."

www.BanglaBook.org

হাসল চ্যাঙ, চুল ছেড়ে দিয়ে পায়চারি করছে সে এখন তাঁবুর ভেতর, "ইঁদুরকে আমরা বিষ দিয়ে মেরে ফেলি না, খুশি হবার কিছু নেই, মিঃ রোহিত গোয়েঙ্কা ওরফে সুরেশ ঝুনঝুনওয়ালা, আমরা মারবো, তবে ধীরে ধীরে, তোমার কাছ থেকে অনেক তথ্য পাওয়ার কথা আমাদের।"

এবার ডঃ কারসনের দিকে এগুলো চ্যাঙ, "মিঃ কারসন, আপনি সত্যিই বিশ্বাস করেন সাম্ভালা আছে? হুম!" ডঃ লতিকার দিকে এগুলো এবার, "দেখা যাচ্ছে আপনি বিশ্বাস করেন, এই সুন্দরী বিশ্বাস করে এবং এই বাঙ্গালী বাবুও বিশ্বাস করে, অদ্ভুত! যে জিনিস নেই তার পেছনে এভাবে ছুটে চলা মানে হচ্ছে অর্থের অপচয়, সময়ের অপচয়, অন্তত আমি তাই ভাবতাম," এবার চিন্তিত ভঙ্গীতে ঘুরে দাঁড়াল চ্যাঙ , যেন কিছু মনে পড়ে গেছে তার, "কিন্তু...প্রশ্ন হচ্ছে আপনারা এতো বড় বড় বিজ্ঞানী, আপনারা কি ভুল জিনিসের পেছনে দৌড়াবেন? উত্তরটা আমি দিচ্ছি, মনে হয় না। এমন কিছু ডঃ কারসন জানেন যা আমি জানি না, আমরা জানি না..." দম নেয়ার জন্য থামল চ্যাঙ, তাঁবুর প্রবেশমুখের দিকে তাকাল, কাউকে আশা করছে সে।

তাঁবুর প্রবেশমুখ তুলে এবার অন্য একজনকে ঢুকতে দেখা গেল, ডঃ কারসন অবাক হলেও প্রকাশ করলেন না, এই লোকটার সাথে দেখা হওয়ার পর মনে হয়েছিল কোথাও কোন সমস্যা আছে, খুব সাধারন লামা তিনি নন, এখন দেখা যাচ্ছে ধারনা ভুল নয়। ম্যাকলডগঞ্জের পাহাড়ি এলাকার সেই মন্দিরের পুরোহিত, এই শীতের মধ্যেও গেড়ুয়া ধারন করে আছেন। চেহারায় সৌম্যভাব। হাতে তিব্বতি যপ-যন্ত্র, একটানা ঘুরিয়ে যাচ্ছেন।

"আপনারা আমাকে বিপদে ফেলে দিয়েছেন," চ্যাঙ বলে চলল, "আমার কাজ ছিল ঐ ছুঁচোটার সাথে," সুরেশকে দেখাল, "ওকে আমরা অনেকদিন ধরেই ট্র্যাক করছিলাম, জানতাম তিব্বতই ওর আস্তানা, কিন্তু ছদ্মবেশটা এতো নিখুঁত ধরেছিল যে আমরা ধারনাই করতে পারি নি, আপনাদের নেপাল সীমান্ত পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যায় সুরেশ, তারপর তার আবির্ভাব ঘটে লাসা শহরে, একজন সাধারন জিপচালক হিসেবে। তখনই আমরা তাকে ধরতে পারতাম, কিন্তু..." হাঁফ ছাড়ল চ্যাঙ, "একটু সময় নিলাম, দেখছিলাম কতোদূর যেতে পারে। যাই হোক, ডঃ কারসন, আমার ধারনা আপনি সাম্ভালার খোঁজ জানেন, নাকি জানেন না?" ডঃ কারসনের দিকে এগিয়ে এলো চ্যাঙ।

"জানি না, খুঁজছি," শান্ত গলায় বললেন ডঃ কারসন।

"বোকা মনে হয় আমাদের, অ্যা!" বিস্ময় প্রকাশ করলো চ্যাঙ, বৃদ্ধ লামার দিকে তাকাল, "এবার আপনার কাজ।"

এগিয়ে এলেন বৃদ্ধ, হাঁটু গেড়ে বসলেন ডঃ কারসনের সামনে, "আপনি জানেন মিঃ কারসন। খুলে বলুন, কারো কোন ক্ষতি হবে না, কথা দিচ্ছি আমি।"

www.BanglaBook.org

"আমি সত্যিই জানি না," ডঃ কারসন বললেন, "জানলে এতো সময় নষ্ট হতো না।"

"ডঃ কারসন, আমরা আপনার সব ইতিহাস জানি, আপনার বাবাও এসেছিলেন একসময় সাম্ভালার খোঁজে, আপনি সব জেনে শুনে বের হয়েছেন, পিতার অসমাপ্ত কাজ শেষ করার জন্য, এবার বলে ফেলুন, প্লিজ," বেশ নরম গলায় কথা বলছেন লামা, মনে হচ্ছে ছোট বাচ্চাকে বোঝাচ্ছেন।

"আমি জানি না," ডঃ কারসন বললেন, "আমি সত্যিই জানি না।"

"আপনার উপর ব্যপক অনুসন্ধান করেছি আমরা, যাই হোক," এবার উঠে দাঁড়ালেন লামা, চ্যাঙের দিকে তাকালেন। "আমার আর কিছু করার নেই, চ্যাঙ, তোমার যা ইচ্ছে হয় করো," বলে তাঁবু থেকে বাইরে যাওয়ার জন্য উদ্যত হলেন লামা।

"পরিশ্রম করতে আমার ভালো লাগে না, তবে একটা মেয়ের হাত কেটে ফেলাটা খুব কষ্টকর কাজ হবে না, কি বলেন ডঃ কারসন?" বলল চ্যাঙ, এগিয়ে গেল লতিকার দিকে।

এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লতিকা, চ্যাঙের দিকে। একজন সাধারন সৈনিক এসে চ্যাঙের হাতে ধারাল একটা তলোয়ার দিয়ে গেছে মাত্র। বেশ চকচকে একটা জিনিস, হয়তো এই ধরনের কাজের জন্যই তৈরি করা হয়েছে।

"নৃশংসতা আপনাকে মানায় না," লামার উদ্দেশ্যে বললেন ডঃ কারসন, "আমি সত্যিই জানি না।"

"দেখুন, আমি শান্তির পূজারি, তারপরও কিছু কিছু কাজে চুপচাপ থাকতে হয়, বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করে," হাসলেন লামা, "আপনি বলে দিলেই কারো কোন ক্ষতি হতো না।"

চ্যাঙ এগিয়ে যাচ্ছে লতিকার দিকে, একজন সৈনিক লতিকার বাঁধন খুলে দিয়েছে, লতিকার সামনে ছোট একটা টেবিল এনে রেখেছে, টেবিলের উপর লতিকার ডান হাত রাখা, বেশিরভাগটাই বাইরের দিকে। চ্যাঙ তলোয়ারের ধার পরীক্ষা করে নিলো আঙুল দিয়ে, বেশ ধারাল, অল্প ছোয়াতেই কেটে রক্ত বের হয়ে এলো তার হাত থেকে।

"এখনো সময় আছে ডঃ কারসন," লামা বললেন, "রক্ত আমি পছন্দ করি না, কিন্তু চ্যাঙের কথা আলাদা।"

চোখ বন্ধ করে রেখেছে লতিকা। বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে এতো দূর দেশে এসে এভাবে অঙ্গহানি হবে, এমনকি জীবনও যেতে পারে। যে কোন সময় ধারাল তলোয়ারের আঘাতে ডান হাতটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তার শরীর থেকে। মনে মনে এক দুই গুনছে লতিকা।

"আমি বলবো, আমি বলবো," চেঁচিয়ে উঠলেন ডঃ কারসন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চোখ খুলল লতিকা, বেশ হতাশ চেহারায় চ্যাঙ-কে দেখতে পেল, তলোয়ার উঁচু করে ধরেছিল, লামার ইশারায় সরে গেল।

"আমি জানি আপনি বলবেন," লামা বললেন, "কাল সকালে শুরু করবো আমরা, ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে," মাথা নাড়ালেন ডঃ কারসন, লতিকার দিকে তাকালেন, মেয়েটা এতো শক্ত বুঝতে পারেন নি। চরম বিপদেও নিজেকে স্থির রেখেছে।

"ওদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করো," চ্যাঙের উদ্দেশ্যে বললেন লামা, তারপর বেরিয়ে গেলেন তাঁবু থেকে।

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে অসন্তুষ্ট হয়েছে চ্যাঙ, লতিকাকে আবার খুঁটির সাথে বেঁধে সেও বের হয়ে গেল তাঁবু থেকে।

তাঁবুর ভেতর এখন আর কেউ নেই, দু'জন সৈনিক তাঁবুর মুখে পাহারা দিচ্ছে।

সন্দীপ এতোক্ষন কথা বলে নি, কথা বলার মতো অবস্থা সুরেশের নেই, সে শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে।

"আপনি আগে থেকেই জানতেন, সাম্ভালা কোথায়? আপনার বাবাও যে একসময় সাম্ভালার খোঁজে এসেছিলেন তা কিন্তু একবারও বলেন নি আমাদের," বেশ রাগের সাথে বলল সন্দীপ।

"এসব কথা বলার সময় নেই এখন মিঃ সন্দীপ," বেশ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন ডঃ কারসন।

"কাল সকালে আমরা কোথায় যাচ্ছি?"

"সেটা কাল সকালেই দেখতে পাবেন," ডঃ কারসন বললেন, "আমার উপর বিশ্বাস রাখুন, কারো কোন ক্ষতি হতে দেবো না আমি।"

চুপচাপ তাকিয়ে আছে লতিকা, সে কী ভাবছে তার চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছে না, তবে তার বিশ্বাস অনেকটাই টলে গেছে।

* * *

মানুষ তার কর্মের মাধ্যমেই অমর হতে পারে, এমন কোন কীর্তি করতে পারে যা তাকে শতাব্দীর পর শতাব্দী মানুষের মনে বাঁচিয়ে রাখবে। অনেক অনেক বছর পর, মানব সমাজে একটু থিতু হয়ে বসেছে মিনোস। বয়স এখন তার চল্লিশের কোঠায়। প্রায় তিনশ বছর চলে গেছে এরমধ্যে, সেই নীলাভ তরল পান করার পর। পাহাড়ের সেই গুহায় অনেককাল থাকার পর কিছুদিন হলো বের হয়েছে এসেছে। আশ্রয় নিয়েছে এক মহাগুরুর কাছে।

গ্রীষ্মের বিকেলে মাঝে মাঝেই গুরুর সাথে হাঁটতে বের হয় মিনোস, তার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পরনে লিনেনের পোশাক, মাথা কামানো, চেহারায় বেশ সৌম্যভাব। গুরুর ঠিক পাশাপাশি হাঁটে না মিনোস, বলা যায় ঠিক পেছনেই থাকে। কখন কোন কাজে ডাক পড়ে তা বলা যায় না। মাঝে মাঝে অনেক কিছুই ভুলে যান গুরু, তখন মিনোসকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, তার স্মৃতিশক্তির উপর গুরুর অগাধ আস্থা দেখে ভালো লাগে মিনোসের। এমন নয় গুরুর বয়স হয়েছে, এখনো পঞ্চাশ পার করেন নি, কিন্তু এই বয়সেই মিশরে তার উপর একমাত্র সম্রাট ছাড়া আর কেউ কথা বলে না, লোকটার ব্যক্তিত্বই তাকে অন্য সবার কাছ থেকে আলাদা করে তুলেছে।

এসিরিয়ান যাদুকরের সাথে তার যাদুবিদ্যার লড়াই এই কালের মানুষের আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু। সম্রাট নেতজারিখেত যখন এসিরিয়ান আক্রমন সামলাতে ব্যস্ত তখন তিনি এসিরিয়ান যাদুকরকে আহবান করেন দ্বৈত লড়াইয়ে এবং জিতে যান। তারপর থেকেই সম্রাটের চোখের মনিতে পরিনত হন তিনি। রাস্ট্র পরিচালনা থেকে শুরু করে জীবনের সব ক্ষেত্রেই সম্রাট এবং নীলনদের পাশ্ববর্তী এলাকার মানুষের উদ্ধারকর্তা হয়ে উঠেন।

গুরুর নাম ইমহোটেপ। রাজার প্রধান পরামর্শদাতা, প্রধান পুরোহিত, একাধারে রাজ্যের প্রধান কবিরাজ, প্রধান স্থপতি, প্রধান কাঠশিল্পী এবং প্রধান মূর্তি নির্মাতা। এই ধরনের একজন মানুষের সান্নিধ্যে আসতে পারা ভাগ্যের ব্যাপার। ফারাও সম্রাট নেতজারিখেতের সবচেয়ে কাছের মানুষ এই ইমহোটেপ, তার সান্নিধ্যে আসতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করে মিনোস। বলাই বাহুল্য, মিনোস নামে কেউ তাকে এখন চেনে না। বরং তাকে সবাই চেনে নেবকা নামে। সূর্য্য দেবতা "রা"এর পূজা করে সে। ইমহোটেপের বেশিরভাগ দাপ্তরিক কাজে এখন তাকে পূর্ন সহযোগিতা করতে হয়।

ইমহোটেপের বেশিরভাগ সময় কাটে গাছগাছড়া থেকে ঔষধ তৈরির কাজে, সেই ঔষধ শুধু রাজকীয় কাজে ব্যবহার হয় তা নয়, বরং জনসাধারনের কাজেও তিনি ব্যবহার করেন। নেবকা আগে থেকেই এইসব কাজে সিদ্ধহস্ত, কিন্তু নিজেকে কোনভাবেই গুরুর সামনে তুলে ধরে না, বরং ইমহোটেপের কাছ থেকে শিখে নেয়ার চেষ্টাটাই তার মধ্যে বেশি।

ইমহোটেপ এমন একজন মানুষ যিনি সর্বজ্ঞ, পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব জানেন, মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় নিজের অমরত্বের বিষয়টা গুরুকে খুলে বলতে। কিন্তু তাতে কেবল সমস্যাই বাড়বে, কেননা গত কিছুদিন আগে নৌকা নিয়ে সেই জায়গাটায় গিয়েছিল সে, সেখানে এখন কোন পাহাড় নেই, পুরো সমতলভূমি। এককালে সেখানে পাহাড় ছিল তা কাউকে বিশ্বাস করানো কঠিন হবে। যে গোপনীয়তা সে ধারন করে আছে তা কারো সাথে ভাগাভাগি করে নেয়ার উপায় নেই।

www.BanglaBook.org

রাজকীয় বাহিনীর ঘোড়া এগিয়ে আসছে দেখে সরে দাঁড়াল নেবকা। ইমহোটেপের জন্য কোন সংবাদ বয়ে এনেছে ঘোড়সওয়ার।

ঘোড়া থেকে নেমে লোকটা হাঁটু গেড়ে বসল ইমহোটেপের সামনে, প্যাপিরাসের গোল একটা চিঠি এগিয়ে দিল। হাত বাড়িয়ে নিলেন ইমহোটেপ, তার চেহারায় চিন্তার ছায়া খেলা করছিল তা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল নেবকা। যাই হোক, কোন শুভ সংবাদ নেই এটা নিশ্চিত।

বার্তাবাহক চলে গেল সাথে সাথেই, ইশারায় তাকে ডাকল ইমহোটেপ।

"নেবকা," গম্ভীর গলায় বললেন ইমহোটেপ, "আগামী একশ বছর পর আমার কোন অস্তিত্ব থাকবে না পৃথিবীতে, এমন জায়গায় আমাকে সমাহিত করবে যা কেউ খুঁজে পাবে না।"

মাথা নাড়াল নেবকা, এর আগেও এই কথাগুলো বলেছেন ইমহোটেপ, সবাই তাকে মনে করে দেবতা থা'র সন্তান, যদিও তিনি নিজেকে একজন সাধারন মানুষের বেশি মনে করেন না, নিজেকে দেবতার আসনে দেখতে পছন্দ করেন না ইমহোটেপ।

"সম্রাট নেতজারিখেত উর্ধ্বালোকে গমন করেছেন," একটু থেমে বললেন ইমহোটেপ, "তাকে সমাধিস্থ করতে হবে।"

অবাক হলেও প্রকাশ করলো না নেবকা।

"আমরা রওনা দেবো এখন," বললেন ইমহোটেপ।

হাঁটতে থাকল নেবকা, পেছন পেছন। এর আগে মৃতদেহ সংরক্ষনের কথা শুনেছে, কিভাবে করতে হয় সে শিখেছে ইমহোটেপের কাছ থেকে, কিন্তু হাতে-কলমে করা হয় নি, এরচেয়ে ভালো সুযোগ আর কি হতে পারে।

"আমি একাই যাবো প্রাসাদে," ইমহোটেপ বললেন, বেশ জোরে হাঁটছেন তিনি, "তুমি সরাসরি সাক্কারায় চলে যাবে।"

মাথা নাড়াল নেবকা। আসতে লাগল ইমহোটেপের পিছু পিছু।

ঘুরে দাঁড়ালেন ইমহোটেপ, "যা বললাম, তা করো, এক্ষুনি রওনা দাও।"

এরপর আর কথা থাকে না। ঘুরে হাঁটতে থাকল নেবকা। সাক্কারা এখান থেকে অনেক দূর, পায়ে হেঁটে যেতে রাত পেরিয়ে যেতে পারে। কিন্তু কিছু করার নেই। সাক্কারায় সম্রাটের শেষ বিশ্রামের জন্য যে বিশালকায় স্তূপ বানানো হয়েছে তার প্রধান স্থপতি হচ্ছেন ইমহোটেপ, সম্রাট নেতজারিখেত সিংহাসনে বসার পরপর এই বিশালকায় স্তুপের কাজ শুরু হয়, শেষ হয়েছে কিছুদিন আগে। বিশাল বিশাল পাথর, হাজার হাজার মানুষের সে এক বিশাল কর্মযজ্ঞ। পুরো কাজ নিজের হাতে তদারকি করেছেন ইমহোটেপ, সেই কাজের পাশাপাশি চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়েও কাজ করে গেছেন নিরলস।

রাতের মধ্যেই হেঁটে পাথরের স্তুপের কাছে গিয়ে দাঁড়াল নেবকা। বিশাল এই পাথরের স্তুপ অদ্ভুত দক্ষতায় তৈরি করেছেন ইমহোটেপ। এর ভেতরে সম্রাটকে

www.BanglaBook.org

সমাধিস্থ করা হবে। চারপাশে মাটি দিয়ে তৈরি উঁচু দেয়াল, অনেকগুলো দরজা থাকলেও শুধুমাত্র পূব দিকের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকা যায়। দেয়ালটা এখনো চকচকে, কিছুদিন আগেই কাজ শেষ হয়েছে। চারপাশ প্রহরী দিয়ে ঘেরা থাকে সবসময়। নেবকাকে দেখে সম্মানসূচক মাথা নাড়ল একজন প্রহরী। পূর্ব দিকের দরজা খুলে দিল। এখানে এর আগেও অনেকবার এসেছে নেবকা, কিন্তু এর চমৎকার রূপ দিনের আলোতে এভাবে ধরা পড়ে নি। কিভাবে ইমহোটেপ এতো বড় আর ভারি পাথর উপরে নিয়ে গেছেন তা পরবর্তী আরো বহু প্রজন্মের জন্য ধাঁধা হয়ে থাকবে।

ইমহোটেপের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অনেক কিছু শেখা হয়ে গেছে, এবার এখান থেকে যাওয়ার সময়ও হয়ে গেছে, বহুদিন ধরে একই চেহারায় তাকে দেখছে ইমহোটেপ, তাই সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। এছাড়া সম্রাট মৃত, তাই সিংহাসন নিয়ে খেলা শুরু হবে এখন, সম্রাটের কোন পুত্রসন্তান নেই, এক কন্যা, এখানে থাকা মানে হচ্ছে জীবনের ঝুঁকি নেয়া।

ধুলি-ধুসরিত পথ সামনে, চাঁদের আলোয় চকচক করছে, প্রহরীকে অবাক করে দিয়ে ভেতরে ঢুকল না নেবকা, পাথরের বিশালকায় স্তুপ থেকে সরে যেতে হবে দূরে, অনেক দূরে।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লেন তিনি। এসব অনেক অনেক আগের কথা, পাথরের এই স্তুপ নিয়ে মানুষের কৌতুহলের শেষ নেই, পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম পিরামিড, ছয় ধাপ বিশিষ্ট, অদ্ভুত যান্ত্রিক দক্ষতায় বানিয়েছিলেন মহান কারিগর ইমহোটেপ, চোখ বন্ধ করলে এখনো চেহারাটা ভেসে উঠে। সম্রাট নেতজারিখেতকে বর্তমান প্রজন্ম চেনে ফারাও যোসের নামে। সাক্কারায় এরপর যাওয়া হয়েছিল, এখনো সগৌরবে টিকে আছে সেই পিরামিড, যদিও গিজায় অবস্থিত তার পরবর্তী পিরামিডগুলোর তুলনায় সাক্কারার পিরামিড আকারে অনেক ছোট, কিন্তু তারপরও পিরামিডটাকে তার খুব ভালো লাগে। মনে হয় পৃথিবীর এই একটা জিনিসই তাকে চেনে, হাজার বছর ধরে।

একটানা হেঁটে ক্লান্ত যজ্ঞেশ্বরকে বিশ্রাম দেয়ার উদ্দেশ্যেই এখানে সাময়িক বিরতি দিয়েছেন। ছোট তাঁবু টেনে ভেতরে শুয়েছিলেন, তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় কখনো সুদূর অতীতে ফিরে গেছেন বুঝতেও পারেন নি। দুপুর হয়েছে, কিছু খেয়ে নেয়া দরকার, যজ্ঞেশ্বরকে ডাকতে বাইরে বেরিয়ে এলেন তিনি।

সামনে পাহাড় ধীরে ধীরে আরো উঁচু আর দুর্গম হয়ে উঠেছে, এখানে বিশ্রাম না নিলে সামনে ঠিক এভাবে নেয়ার সুযোগ পাওয়া যাবে না। অক্সিজেনের পরিমান ক্রমশ কমছে, তার নিজের খুব একটা কষ্ট না হলেও অনভ্যস্ত যজ্ঞেশ্বর নিশ্চয়ই কষ্ট পাচ্ছে। যজ্ঞেশ্বরের তাঁবুটা পাশেই, চেইন খুলে ভেতরে তাকালেন। মনে মনে একটা আশংকা হচ্ছিল। আশংকা সত্যি প্রমানিত হতে যাচ্ছে, যজ্ঞেশ্বর ভেতরে নেই।

www.BanglaBook.org

ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। জ্যাকেটের পকেটে হাত দিলেন, চামড়ার খোপটা আছে। বরফে পায়ের ছাপ খোঁজার জন্য এগিয়ে গেলেন সামনে। বেশ ভারি একজোড়া বুট পরেছে যজ্ঞেশ্বর। সেই ছাপ পরিষ্কার চিনতে পারবেন তিনি। যজ্ঞেশ্বরের যদি পালানোর উদ্দেশ্য থাকে তাহলে সে অবশ্যই নীচের দিকে যাবে, কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে পায়ের ছাপ ক্রমশ উপরের দিকে উঠে গেছে।

অবাক হলেও ছাপ ধরে এগিয়ে যাচ্ছেন তিনি। খুব ধীরে ধীরে উপরে উঠেছে বোঝা যাচ্ছে লোকটা।

"কোন শব্দ করবেন না।"

একটু দূর থেকে কণ্ঠস্বরটা শুনে থেমে গেলেন তিনি। কণ্ঠস্বরটা যজ্ঞেশ্বরের, বড়সড় একটা পাথরে হেলান দিয়ে উবু হয়ে কিছু দেখছে, নীচের দিকে।

ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন তিনি। যজ্ঞেশ্বরের পাশে দাঁড়ালেন, বুঝতে পারছেন অনেক দূরের কিছু দেখছে সন্ন্যাসী, কিন্তু তার জন্য শব্দ করা যাবে না কেন বুঝতে পারছেন না।

"কি দেখছেন?" ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

"আমার পাশে দাঁড়ান, ঐ দিকে তাকান," আঙুল দিয়ে একটা জায়গা নির্দেশ করলো যজ্ঞেশ্বর, "দেখতে পাচ্ছেন?"

বিস্মিত হলেও প্রকাশ করলেন না তিনি। অন্তত মাইলখানেক দূরে অল্প কিছু তাঁবু দেখা যাচ্ছে, ভারি পোশাক পরনে কিছু লোক চলাফেরা করছে, হাতে অস্ত্র। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, চায়নীজ সরকার এই এলাকায় পাহারা বসাতেই পারে। কিন্তু অবাক হয়েছেন পরিচিত লোকটাকে দেখে। দুই হাত পেছন দিকে বাঁধা অবস্থায় একটা তাঁবু থেকে বের করা হয়েছে মাত্র। এই লোক এখানে কেন, তাও বন্দি অবস্থায়? এই লোক খুব খারাপ কিছু করতে পারে বলে বিশ্বাস হয় না, এছাড়া রাশেদকে একসময় সাহায্য করেছিল মানুষটা, এঁকে সাহায্য করা নিজের কর্তব্য বলে মনে করেন তিনি। যজ্ঞেশ্বর এখনো তাকিয়ে আছে, বোঝার চেষ্টা করছে।

"সাবধানে এগুতে হবে," ফিসফিস করে বলল যজ্ঞেশ্বর, "দেখছেন না ওদের হাতে রাইফেল!"

"এগুবো না," মৃদু হেসে বললেন তিনি, "পেছাবো। তৈরি হয়ে নিন, ঐ লোকটাকে উদ্ধার করতে হবে।"

"ঐ লোককে উদ্ধার করতে হবে কেন? কে তিনি?" যজ্ঞেশ্বর সরে আসল উঁচু জায়গাটা থেকে, "এতোদূর এসে আবার পেছাবো!"

"অনেক সময় দুই কদম পিছু হটতে হয়, জোরে লাফ দেয়ার জন্য, কি বলেন, যজ্ঞেশ্বর জী?"

"আপনার কথার উপর কথা চলে না," হাঁটতে থাকল যজ্ঞেশ্বর। লখানিয়া সিং যেখানে যাবে আপাতত সেখানে না গিয়ে তার উপায় নেই। এই এলাকায়

www.BanglaBook.org

লখানিয়া সিং-এর সাহায্য ছাড়া সে নিজে একদিন টিকতে পারবে কি না সন্দেহ।

* * *

আরেকটু হলেই পথ হারিয়ে ফেলতেন, কিন্তু ভাগ্য ভালো বলেই মনে হচ্ছে আকবর আলী মৃধার কাছে। এখন জিপ চালাচ্ছে রাশেদ আর রাজুর ড্রাইভার, তার কানের কাছে রিভলবার ধরে রেখেছে আহমদ কবির, তার উপর নির্দেশ আছে একটু এদিক-সেদিক করলেই খুলি উড়িয়ে দিতে, এমনিতে ড্রাইভারের সাথে ভাষাগত অমিল থাকলেও জীবন-মৃত্যু নিয়ে করা ইশারা বোধহয় সবাই ধরতে পারে।

রাশেদ আর রাজুর ড্রাইভার ফিরছিল, একাই, পথে মুখোমুখি হয়ে যায় আকবর আলী মৃধার জিপের সাথে। ছোট ভাইকে দেখে ড্রাইভার হাত নাড়তেই বিপদ হয়ে গেল। আকবর আলী মৃধা বুঝে গেলেন কষ্ট করে আর খুঁজে বের করতে হবে না রাশেদ আর রাজুকে। এই ড্রাইভারই বলে দিতে পারবে কোথায় নামিয়ে এসেছে রাশেদ আর রাজুকে। শুরুতে রাজি না হলেও তিনজনের হাতে তিনটা রিভলবার দেখে মানা করতে পারে নি। রাস্তার পাশে জিপ রেখে আকবর আলী মৃধার জীপে উঠে এসেছে লোকটা। ছোট ভাইকে পাশের সীটে বসিয়ে রাশেদ আর রাজুকে যেখানে নামিয়ে দিয়ে এসেছিল সেখানেই নিতে হচ্ছে আকবর আলী মৃধাকে।

বেশিক্ষন লাগলো না জায়গাটায় পৌঁছাতে। বুঝতে পারলেন ঠিক জায়গায় নিয়ে এসেছে ড্রাইভার, একটু আগেই যে জিপটা এখানে এসেছিল তার ছাপ স্পষ্ট। সোহেলকে ইশারা করলেন। সোহেল যে বুদ্ধিমান তা আবার প্রমানিত হলো। আকবর আলী মৃধার ইশারা পেয়ে ড্রাইভার দুজনকে বাঁধল জিপের সাথে। জীপে আগে থেকেই কিছু দড়ি ছিল। বেশ শক্ত করে বাঁধল সোহেল। ফেরার সময় যদি দুজনের কেউ বেঁচে থাকে তাহলে কাজে দেবে, নইলে নিজেদেরই চালিয়ে যেতে হবে জিপটা।

চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে পায়ের ছাপ, কোনগুলো রাশেদ আর রাজুর বোঝা খুব কষ্টকর। খুব মনোযোগ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করছেন আকবর আলী মৃধা। আহমদ কবিরকে পাঠালেন ডান দিকে, সোহেলকে বামে, তিনি নিজে দাঁড়িয়ে হিসেব করার চেষ্টা করছেন। ঠিক কোনদিকে যেতে পারে বোঝা যাচ্ছে না। উত্তর দিকে রাস্তা ক্রমশ উঁচু হয়ে পাহাড়ের দিকে উঠে গেছে, এখানে জিপ রেখে যাওয়ার একটাই মানে, ওরা ডানে-বামে কোথাও যায় নি। ওরা উত্তরে গেছে। বেশ খানিকটা দূরে মাথা উঁচু করে সুবিশাল এক পবত দাঁড়িয়ে। জ্যাকেটের পকেট থেকে ম্যাপ বের করে নিজেদের অবস্থান বোঝার চেষ্টা করছেন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আকবর আলী মৃধা। হিসেব মতো উত্তরের এই সুবিশাল পবত চূড়ার নাম কৈলাস।

রাশেদ আর রাজু তাহলে কৈলাসের দিকে গেছে, ধারনা করলেন তিনি। তার ধারনা আবার বেশিরভাগ সময়ই মিলে যায়।

সোহেল আর আহমদ কবিরকে হাত ইশারায় ডাকলেন তিনি। এবার উঁচুতে উঠার পালা।

* * *

ভাগ্য বলে কি কিছু আছে? সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য কোনটাই ঠিক টের পায় নি মিচনার কোনদিন। সাধারন মানুষ জন্মায়, ছোট থেকে বড় হয়, পরিবার-পরিজন, পেশা, বন্ধুবান্ধব নিয়ে জীবন কেটে যায়, সেখানে হয়তো ভাগ্যের বড় একটা প্রভাব থাকে। কিন্তু তার এই জীবনে ভাগ্য কী জিনিস তাই বুঝতে পারে নি মিচনার। এই দীর্ঘ, প্রলম্বিত জীবন কি সৌভাগ্য না দূর্ভাগ্য, এখন পর্যন্ত তাই নির্নয় করতে পারে নি সে।

প্রতিপক্ষের খুব কাছাকাছি এসেও তাকে বারবার ধরতে না পারাটা কি দূর্ভাগ্য? নাকি এতো উঁচু পাহাড় থেকে পরতে পরতে বেঁচে যাওয়াটা সৌভাগ্য! কিছুই মাথায় আসে না মিচনারের। অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছে সে, দীর্ঘ পতন কোনভাবেই থামাতে পারছিল না, পাথরের এক কার্নিশে কোনমতে আঙুল আটকাতে পেরেছিল বলে রক্ষা। নইলে হয়তো বেঁচে থাকতো সে, কিন্তু এতোক্ষনে হাত-পা গুড়ো হয়ে মাটিতে পড়ে থাকতে হতো।

সেক্ষেত্রে ভাগ্য ভালোই বলা চলে, সাধারন কিছু ছড়ে-কেটে যাওয়া ছাড়া খুব বেশি একটা ক্ষতি হয় নি। প্রতিপক্ষকে মোকাবেলা করার সময় পূর্ন শক্তিতে মোকাবেলা করতে চায় সে, কোন সুযোগ দেয়া যাবে না। অল্প কিছুক্ষন বিশ্রাম নিয়েই আবার চলা শুরু করেছে মিচনার। এবার আগের চেয়ে দ্রুতগতিতে চলছে মিচনার। যে সময়টা নষ্ট হয়েছে তা পুষিয়ে নিতে হবে, নইলে প্রতিপক্ষ হাতের নাগালের বাইরে চলে যেতে পারে।

দূরে দাঁড়িয়ে থাকা পর্বতমালা দেখে একটু থামল মিচনার, মনে হচ্ছে খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। এই পথ দিয়েই গেছে তার শত্রু। নিজের মধ্যে কেমন আসুরিক শক্তি অনুভব করছে মিচনার, মনে হচ্ছে চিৎকার করে জানিয়ে দিতে সে আসছে, শত্রুকে খতম করতে, এই পৃথিবীতে তার মতো মানুষ একজনই যথেষ্ট, একজন!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৫১

শারীরিক পরিশ্রমে খুব একটা অভ্যস্ত নয় রাশেদ, গত কয়দিন টানা উপরে উঠতে গিয়ে বুঝেছে এভাবে আরো কয়েকদিন চললে সে নির্ঘাত মারা যাবে। অন্যদিকে রাজুকে দেখে মনে হচ্ছে খুব বেশি কষ্ট হচ্ছে না, বরং উপভোগ করছে সে। এর আগে পর্বতে উঠার কোন অভিজ্ঞতা না থাকলেও অনায়াসে রাশেদকে পথ দেখাচ্ছে রাজু। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে কৈলাস পর্বতের উচ্চতা ছয় হাজার মিটারের মতো, ছয় হাজার মিটার না হলেও অন্তত চার হাজার মিটার উচ্চতার কাছাকাছি অবস্থান এখন তাদের। পথ কেবল বন্ধুর হচ্ছে।

ডঃ কারসন আর দলবলের বেশ কিছু চিহ্ন চোখে পড়েছে, বিশেষ করে কিছুক্ষন আগে যে জায়গাটা পার হয়ে এসেছে তারা, সেখানে রীতিমতো ধ্বস্তাধ্বস্তির চিহ্নও চোখে পড়েছে রাশেদের। বরফে রক্তের ফোঁটা দেখেছে একজায়গায়। যাই হয়ে থাকুক, খুব একটা ভালো অবস্থানে নেই ডঃ কারসন আর দল এটা নিশ্চিত, একই কথা ডঃ আরেফিনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। নিশ্চয়ই এই অভিযানের বিরুদ্ধে এমন কোন দল লেগেছে যারা সংখ্যায় এবং অস্ত্রশস্ত্রে ভারি। ডঃ কারসনের সাথে দেখা না হলে ডঃ আরেফিনকে খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে যাবে। আফরোজা আরেফিনকে কিভাবে মুখ দেখাবে সেটা নিয়েও চিন্তিত রাশেদ। ভদ্রমহিলা অনেক আশা করে পাঠিয়েছে তাদের।

সাম্ভালা বা এই ধরনের মিথে মোটেও বিশ্বাস করে না রাশেদ, আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ কিভাবে এই ধরনের মিথের পেছনে ছোটে তাই মাথায় আসে না তার। ডঃ আরেফিনের মতো মানুষ কেন এতো দূর দেশে এলেন, বুঝতে পারে না রাশেদ। এর আগেও প্রাচীন এক বই নিয়ে ডঃ আরেফিনের আগ্রহ ছিল সীমাহীন, অবশ্য তিনি আগ্রহী না হলে রাশেদের সমস্যা হতো সবচেয়ে বেশি, তাকে সাহায্য করার মতো আর কেউ ছিল না। সেই ঋন শোধ করার জন্য রাশেদ আসে নি, ডঃ আরেফিন কোন প্রতিদানের জন্য রাশেদকে সাহায্য করেন নি, তিনি মানুষটাই অন্যরকম। কিন্তু আফরোজা আরেফিনের সেই মেইলটা তার চোখে ভাসে, ভদ্রমহিলার জীবন আবর্তিত হয় ডঃ আরেফিনকে ঘিরে, এমন একজন মানুষকে সাহায্য করতে না পারলে জীবনটাই অর্থহীন হয়ে যাবে।

কৈলাস পর্বতের কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা, একজন দক্ষ শেরপা সাথে থাকলে পাহাড়ে উঠা আরো অনেক সহজ হতো হয়তো। অক্সিজেন সল্পতার সাথে কিভাবে তাল মিলিয়ে চলতে হবে তা জানা নেই। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে রাশেদের, মাঝে মাঝে তাই বিশ্রাম নিচ্ছে। ডঃ কারসন আর তার দল কোনদিক দিয়ে গিয়েছেন তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, শুধু আরো নতুন কিছু পায়ের ছাপ যোগ হয়েছে

www.BanglaBook.org

তার সাথে। অন্তত পনেরোজন মানুষের ট্র্যাক অনুসরন করে যাচ্ছে ওরা এবং ক্রমশ নীচের দিকে নামছে। এমন হতে পারে যারা ডঃ কারসনকে বন্দী করেছেন তাদের ঘাঁটি আরো নীচুতে, কিংবা ডঃ কারসন স্বেচ্ছায় ওদের সাথে গিয়েছেন।

হঠাৎ রাজু হাত উঠিয়ে থামতে বলল রাশেদকে। ইশারায় দূরের কিছু একটা দেখাল। রাশেদ তাকাল, অনেক দূরে বিন্দুর মতো কিছু মানুষ দেখা যাচ্ছে, তাঁবুগুলোকে দেখাচ্ছে খেলনার মতো, সাদা পোশাকপড়া লোকগুলোর হাতে অস্ত্র।

"তোর কি মনে হয় এগুনো ঠিক হবে?" জিজ্ঞেস করল রাজু, পিছু হটে রাশেদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

"হমম, ওখানেই ডঃ কারসন আছেন," রাজু বলল, "আমার মনে হয় ডঃ আরেফিনকে আমরা ওখানেই পাবো।"

"তাহলে তো আর কথা নেই," রাজু বলল, "চল এগুই।"

"এখন খুব সাবধানে এগুতে হবে, দলটা সম্ভবত পেশাদার, দূরে তাকিয়ে দ্যাখ," এবার রাশেদ ডানদিকে ইশারা করল আঙুল দিয়ে, তারপর বামদিকে। বরফ দিয়ে ছোট ছোট ঢিবির মতো বানানো হয়েছে তাঁবুগুলোর চারপাশে। সেখানে পাহারাদার দেখা যাচ্ছে, অস্ত্র তাক করে আছে, কোন নড়াচড়া দেখলেই গুলি করবে।

"ক্যামোফ্লাজ নিতে হবে আমাদের," রাজু বলল।

"সেরকম কিছু কি আছে আমাদের কাছে?"

"ভারি কিছু জ্যাকেট কিনেছিলাম, সাদা রঙের, সাথে সাদা প্যান্ট তো আছেই।"

"সাদা প্যান্ট? আমার কোন সাদা প্যান্ট নেই।"

"কাঠমুন্ডুতে কিনেছিলাম, তোকে বলি নি, তুই রাগ করবি বলে," হাসল রাজু। "এখন চল, জামা-কাপড় পাল্টাই।"

"এই অবস্থায়!"

"হ্যা, বন্ধু," রাজু বলল, "এখানে ড্রেসিং রুম পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।"

"ভেরি গুড," রাশেদ বলল, প্রচন্ড অনীহা থাকলেও আপাতত এছাড়া কোন উপায় নেই, তাও ভালো রাজু বুদ্ধি করে প্যান্ট আর জ্যাকেট কিনেছিল।

রাজু তার ব্যাকপ্যাক থেকে একজোড়া জ্যাকেট আর প্যান্ট বের করে আনলো। বাড়িয়ে দিল রাশেদের দিকে।

আফসোস হচ্ছিল পিস্তলগুলোর জন্য, ওগুলো থাকলে কিছুটা ভরসা পাওয়া যেতো, খালি হাতে পেশাদার অস্ত্রধারীদের সাথে লাগতে যাওয়া বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেশিক্ষন লাগল না কাপড় বদলে নিতে, এবার ধীরে ধীরে ঐ তাঁবুগুলোর দিকে অগ্রসর হবার পালা।

* * *

বুঝতে পারছেন না কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাকে, খাদের কিনারে দাঁড় করিয়ে ব্রাশ ফায়ার করবে, নাকি অন্য কোন শারীরিক নির্যাতন অপেক্ষা করছে তার জন্য? দুই পাশ থেকে সাদা পোশাকধারি দুইজন সৈন্য চেয়ার থেকে টেনে হিচড়ে তাঁবুর বাইরে নিয়ে এসেছে তাকে।

দিনের আলোয় অনেকদিন পর বাইরে বেরিয়েছেন তিনি, চারদিকে সাদা আলোয় চোখ ধাধিয়ে গেল শুরুতে। পাশাপাশি বেশ কিছু তাঁবু খাটানো দেখতে পেলেন। এটাই সম্ভবত ওদের সাময়িক ঘাঁটি, তাঁবুগুলোর চারপাশ ঘিরে বৃত্তাকারে কিছুদূর পরপর ছোট ছোট বাংকার বানিয়ে পাহারা দিচ্ছে লোকজন। চ্যাঙ কিংবা বৃদ্ধ লামাকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও, নির্দিষ্ট একটা তাঁবুর দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাকে।

পায়ে জোর পাচ্ছেন না ডঃ আরেফিন, পিঠে রাইফেলের বাটের গুতো খেয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন তিনি। মাথা ঘুরছিল, পরনে ভারি জ্যাকেট থাকলেও বেশ শীত করছিল তার। সৈনিক দু'জনের ধাক্কায় তাঁবুতে ঢুকলেন তিনি।

যা আশা করেন নি, তাই চোখের সামনে দেখতে পেলেন। ডঃ কারসন, সন্দীপ, লতিকা আর সুরেশ, চারজনকেই খুঁটির সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে। সামনে চেয়ারে বসে আছে চ্যাঙ আর বৃদ্ধ লামা।

"নিন, সঙ্গিদের সাথে যোগ দিন এবার, ডঃ আরেফিন," বৃদ্ধ লামা বললেন, হাসি মুখে।

ডঃ কারসন অবাক হয়েছেন, তবে তার চেয়ে খুশি হয়েছেন বেশি তা চেহারা দেখেই বুঝতে পারছেন ডঃ আরেফিন। মেয়েটার সাথে দেখাই হয় নি, তবে এ যে প্রফেসর সুব্রামানিয়ামের মেয়ে তা বুঝতে সমস্যা হলো না তার। সন্দীপ এবং সুরেশকে দেখেও খুশি মনে হলো, যদিও সুরেশের চেহারা দেখে বুঝতে পারছেন ভাব প্রকাশের সুযোগ অনেক কম সেখানে।

ডঃ কারসনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি, সৈনিক দু'জন এসে তাকে বেঁধে দিলো খুঁটির সাথে।

"আপনারা সবাই এখানে, আমরা তাহলে নতুন করে শুরু করি, কি বলেন?" বৃদ্ধ লামা বললেন। উত্তর আসবে না জানেন, তাই নিজেই বলে চললেন, "আমাদের ছোট একটা সংগঠন আছে, যাকে ইংরেজিতে বলা যায় প্রটেক্টরস অফ সাম্ভালা, যুবা বয়সে সেই সংগঠনের সাধারন একজন সদস্য ছিলাম আমি,

www.BanglaBook.org

এখন...” একটু থামলেন বৃদ্ধ, “এখন আমিই প্রধান। যাই হোক, হাজার বছর পুরানো এই সংগঠনের কাজ একটাই, সাম্ভালাকে রক্ষা করা, বাইরের শত্রুর হাত থেকে, কেউ যেন এর খোঁজ জানতে না পারে। স্বাভাবিকভাবেই, ডঃ কারসন ম্যাকলডগঞ্জে যখন আমার কাছে এলেন, তিনি ভুল করলেন, মহাভুল। আমার উচিত ছিল তখনই একটা কিছু করে ফেলা, যাই হোক, আমি অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলাম। জিজ্ঞেস করুন, কেন অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলাম,” ডঃ কারসনের উদ্দেশ্যে বললেন বৃদ্ধ লামা।

শুন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন ডঃ কারসন, বৃদ্ধ লামা আসলে কি বলতে চাইছে বুঝতে পারছেন না, মাথা নাড়ালেন তিনি।

“জিজ্ঞেস না করলেও আমি বলবো,” একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে নিলেন বৃদ্ধ, “এতো জীবন ধরে প্রটেক্টরস অভ সাম্ভালা'য় কাজ করে একটা জিনিস ইদানীং খুব পীড়া দিচ্ছিল আমাকে। যে জিনিস রক্ষা করার জন্য জীবন পর্যন্ত দিতে রাজি আমি এবং আমার লোকেরা, সেই জায়গাটা অন্তত একবার নিজের চোখে দেখা দরকার। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার কি জানেন?”

আবারও ডঃ কারসনের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন বৃদ্ধ লামা, বুঝতে পারলেন এবারও কোন উত্তর পাবেন না ডঃ কারসনের কাছ থেকে।

“অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে সাম্ভালার অবস্থান আমরা নিজেরাই জানি না,” বলে হাসলেন বৃদ্ধ, চ্যাঙের দিকে তাকালেন। “আমি ঠিক করেছি, সাম্ভলার অবস্থান জানা জরুরি আমাদের জন্য। আপনি কি বলেন?”

“নো কমেন্টস,” ডঃ কারসন বললেন কোনমতে।

“ডঃ কারসন, আপনার মতো দায়িত্বশীল মানুষের মুখ থেকে নো কমেন্টস আশা করি না, যেহেতু এখানে বেশ কয়েকজনের জীবন-মৃত্যুর ব্যাপার জড়িত।”

“আমরা কিছু খুঁজে পাই নি এখনো, পাবো বলেও মনে হয় না,” ডঃ কারসন বললেন।

“এভাবে এড়িয়ে গেলে হবে না, ডঃ কারসন,” বৃদ্ধ লামা বললেন, চ্যাঙের দিকে তাকিয়ে ইশারা করলেন, উঠে দাঁড়াল চ্যাঙ, কিছু একটা শুরু করার প্রস্তুতি নিচ্ছে মনে হলো, “আপনার একটু সহযোগিতা আমরা আশা করতেই পারি।”

“আমি কিছু জানি না, কিভাবে সহযোগিতা করবো।”

“আমাকে দোষারোপ করতে পারবেন না, ডঃ কারসন,” বৃদ্ধ লামা বললেন, “এরপর চ্যাঙ কী করবে সেটা চ্যাঙের ব্যাপার!” বলে উঠে গেলেন বৃদ্ধ।

চ্যাঙ এগিয়ে যাচ্ছে লতিকার দিকে, তার হাতে একটা কাঁচি, বেশ ধারাল মনে হচ্ছে জিনিসটা, বাতাসে কাঁচি চালাচ্ছে চ্যাঙ, দেখাচ্ছে এরপর সে কি করতে যাচ্ছে। পাগলের মতো হেসে উঠছে, উল্লাস করে দেখাচ্ছে কতোটা আনন্দ পাবে লতিকার হাতে কাঁচিটা চালাতে। লতিকা চুপচাপ তাকিয়ে আছে চ্যাঙের দিকে,

www.BanglaBook.org

হয়তো লোকটা তাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে, হয়তো আশা করছে ডঃ কারসন সাম্ভালার ঠিকানা বলে দেবেন লতিকাকে বাঁচানোর জন্য। কিন্তু চ্যাঙের চোখের দিকে তাকিয়ে লতিকার মনে হলো চ্যাঙ সাধারন মানুষ নয়, লোকটা ঠান্ডা মাথার একজন খুনি, যে খুন করার আগে নির্যাতন করে মজা পায়, আর গোয়েন্দা সংস্থার এই পদ তাকে বিপজ্জনক শত্রুদের খুন করার স্বাধীনতা দিয়েছে।

লতিকার কাছাকাছি চলে এসেছে চ্যাঙ, বারবার তাকাচ্ছে ডঃ কারসনের দিকে, বোঝার চেষ্টা করছে ডঃ কারসন কিছু বলবেন কি না। লতিকার চেহারা লাল হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যে, তার নাকের ঠিক দুই ইঞ্চি আগে ক্রমাগত চলছে কাঁচিটা, নাপিতের হাতে কাঁচি যেমন চলতেই থাকে, চ্যাঙের হাতে তেমন ক্রমাগত চলছে সেটা। শব্দটাকে বীভৎস মনে হচ্ছে, মাথায় ক্রমাগত ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দটা আঘাত করে যাচ্ছে। লতিকা প্রস্তুত, নির্যাতন করে শেষ পর্যন্ত হয়তো তাকে মেরেই ফেলবে চ্যাঙ, তবু ডঃ কারসনের কাছ থেকে কিছু পাবে না।

নাকের ঠিক এক ইঞ্চি আগে কাঁচি থেমে গেল, চ্যাঙ উঠে দাঁড়িয়েছে, গম্ভীর চেহারায় এগিয়ে গেল ডঃ কারসনের দিকে।

"একজন সুন্দরী মহিলার অঙ্গহানি করতে ভালো লাগবে না আমার," হেসে বলল চ্যাঙ, "তার চেয়ে বরং ঐ গোমড়ামুখো বদমাশটাকে শায়েস্তা করি, ও আমাদের কোন কাজেই আসবে না।"

ডঃ কারসন বুঝতে পারছিলেন না কার কথা বলছে চ্যাঙ, সন্দীপের সামনে গিয়ে যখন দাঁড়াল তখন বুঝতে পারলেন। চোখের নিমিষে ঘটনা ঘটে গেল, সন্দীপের চিৎকারে গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেল ডঃ কারসনের। সন্দীপের বাম হাতের দুটো আঙুল একসাথে কেটে ফেলেছে চ্যাঙ, ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়ছে ক্ষতস্থান থেকে। চিৎকার করেই যাচ্ছে সন্দীপ, চ্যাঙের ইশারায় দুজন সৈনিক তোয়ালে নিয়ে এসে সন্দীপের হাতের উপর ধরল।

চ্যাঙের চেহারায় পুরো পাগলামির ছাপ স্পষ্ট, কখন কি করবে বোঝা যাচ্ছে না, ডঃ আরেফিন মুখ ঢেকে রেখেছেন, সন্দীপের চিৎকার তিনি সহ্য করতে পারছেন না, লতিকা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে চ্যাঙের দিকে, সুরেশ বোধশক্তিহীনের মতো পড়ে আছে, তার আধখোলা চোখে সে দেখেছে সবই, কিন্তু চেহারা প্রতিক্রিয়া শুন্য।

"ডঃ কারসন, আশা করি আপনি বুঝতে পারছেন আমি কি করতে পারি," ডঃ কারসনের সামনে হাঁটু গেড়ে বসেছে চ্যাঙ, কাঁচিটা ছুঁড়ে ফেলেছে দূরে, "এবার অন্য একটা জিনিস ব্যবহার করবো, সেটা কার উপর করবো, কিভাবে করবো, আপনি কল্পনাই করতে পারবেন না।"

"তুমি কি মানুষ!" গুঙিয়ে বললেন ডঃ কারসন।

"হ্যা, মানুষ, তবে ভিন্ন প্রজাতির," উঠে দাঁড়াল চ্যাঙ, সৈনিকদের ইশারা

www.BanglaBook.org

করতেই ওরা লম্বা একটা হাতুড়ি এনে দিল চ্যাঙের হাতে। "ঠিক মাথার মাঝখানে বসাবো, খুলি ফেটে চৌচির হয়ে যাবে, তাই না ডঃ কারসন?"

"কাল সকালে আমরা রওনা দেবো, সাম্ভালার উদ্দেশ্যে," ডঃ কারসন বললেন, "একমাত্র আমিই তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবো।"

"আজ নয় কেন, ডঃ কারসন?" মোলায়েম গলায় বললেন বৃদ্ধ লামা, তাঁবুর প্রবেশপথের পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন তিনি, ডঃ কারসনের কণ্ঠ শুনে ভেতরে ঢুকেছেন।

"বিশেষ সময়ে বিশেষ জায়গায় উপস্থিত থাকতে হবে," ডঃ কারসন বললেন, "কাল সকালেই রওনা দেবো আমরা।"

"আপনি কি ভেবেছেন এভাবে সময় নিতে পারবেন, যাতে পালানোর বুদ্ধি আঁটা যায়?"

"আমি পালাবো না এটুকু নিশ্চিত থাকুন," ডঃ কারসন বললেন, "কিন্তু কারো উপর নির্যাতন করা যাবে না।"

"ঠিক আছে," বৃদ্ধ লামা বললেন, চ্যাঙ-কে বাইরে চলে যাওয়ার জন্য ইশারা করলেন। হতাশ চেহারায় তাঁবুর বাইরে চলে গেল চ্যাঙ, হাতের হাতুড়ীটা ছুড়ে ফেলেছে দূরে।

"তাহলে কথা রইলো, আগামীকাল সকালে রওনা দিচ্ছি আমরা।"

"জি, ডঃ কারসনের কথার হেরফের হয় না, মিঃ..."

নিজের নাম বলার প্রয়োজনবোধ করলেন না বৃদ্ধ লামা। বেরিয়ে গেলেন তাঁবু থেকে। একটানা চিৎকার করে নেতিয়ে পড়েছে সন্দীপ, ডঃ কারসনের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, "একটু আগে বললেই পারতেন মিঃ কারসন!"

উত্তর দিলেন না ডঃ কারসন। মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে, এখন উত্তেজিত হলে সবারই ক্ষতি হবে।

অন্তত আজকের দিনটা সময় পাওয়া গেছে, এই সময়টায় কিছু না কিছু বের করতে হবে। সাম্ভালা ওদের হাতে পড়তে দেয়া ঠিক হবে না।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৫২

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, রাতে থাকার জন্য নিরাপদ একটা আশ্রয় খুঁজে নেয়া দরকার। যজ্ঞেশ্বর একটানা হেঁটে ক্লান্ত, দূর থেকে দেখা ছোট তাঁবুগুলো এখনো অনেক দূরে মনে হচ্ছে। বোঝা অনেক কমিয়ে ফেলেছেন তিনি, সাথে শুধু আছে ছোট একটা তাঁবু, আর শেবারনের দেয়া সেই প্রাচীন ম্যাপ, যদিও সেটার কথা যজ্ঞেশ্বর জানে না। কাল সকালের মধ্যে তাঁবুগুলোর কাছে পৌঁছাতে হবে। ততক্ষনে বাংলাদেশি ঐ লোকটার কোন ক্ষতি হয়ে যেতে পারে, কিন্তু যজ্ঞেশ্বরের এখন যা অবস্থা তাতে বিশ্রাম না নিলে সন্ন্যাসীকে নিয়ে পথ চলা কঠিন হয়ে যাবে।

এখানে সন্ধ্যা নেমে আসে হঠাৎ করে, একটু আগেও বিকেলের আলো ছিল, এখন কেমন অন্ধকার হয়ে এসেছে। তিনি জানেন, সাম্ভালার খুব কাছে চলে এসেছেন, এখন শুধু সঠিক জায়গাটা খুঁজে বের করার অপেক্ষা।

যজ্ঞেশ্বরের জন্য তাঁবু খাটিয়ে দিলেন তিনি। শোয়া মাত্রই ঘুমিয়ে পড়ল সন্ন্যাসী।

কৈলাস শৃঙ্গের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। রহস্যময় এই চূড়া, হিন্দু ধর্মের অবতার শিবের আবাস। আরো অনেক ধর্মেই বিশেষ সম্মানের সাথে দেখা হয়। তার নিজেরও চোখ বুজে আসছিল। শারীরিক পরিশ্রমের পাশাপাশি মানসিক উত্তেজনাই হয়তো এর কারন।

অনেক দূরে গোলাকার একটা বৃত্ত চোখে পড়ল তার এই সময়, পাইন গাছের সারি ভেদ করে উপরে ঠিক ভাসমান অবস্থায় আছে বৃত্তটা। ঠিকমতো বুঝে উঠার আগেই বৃত্তটা মিলিয়ে গেল যেন, সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার, বৃত্তটা সোনালী রঙের, মনে হয় যেন খাটি সোনা দিয়ে বানানো। তন্দ্রার ঘোরে তিনি কি ভুল দেখেছেন? সন্ধ্যার ডুবন্ত সুর্য্যকেই সোনালী গোলক বলে ভুল হচ্ছে?

চোখ কচলে আবার তাকালেন, সূর্য্য ডুবে গেছে। সোনালী গোলকের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও।

হ্যা, ভুলই দেখেছেন তিনি!

সন্দেহ দূর করার জন্য জ্যাকেটের ভেতরের পকেট থেকে শেবারনের দেয়া চামড়ার খোপটা বের করলেন তিনি। এবার মনে হচ্ছে ভুল দেখেন নি তিনি, ম্যাপের ঠিক মাঝখানেই একটা গোলক আঁকা, ঠিক যেমনটা একটু আগেই তিনি দেখেছেন। গোলকটা একটা তোরনের উপর বসানো, সাম্ভালার প্রবেশপথ!

সাম্ভালা তাহলে শুধুই একটা মিথ নয়, সত্যিই এর অস্তিত্ব আছে! আনন্দে চিৎকার করতে ইচ্ছে করছিল তার। অনেক অনেক বছর আগে ইতালীর এক বিজ্ঞানীকে দেখেছিলেন নগ্ন গায়ে "ইউরেকা ইউরেকা" বলতে বলতে ছুটে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেড়াতে। তার নিজের অনুভূতিও এখন অনেকটা সেরকম। সব ক্লান্তি মুছে গেছে যেন হঠাৎ করেই, চোখ থেকে ঘুম ঘুম ভাব উধাও। যজ্ঞেশ্বরের দিকে তাকালেন। গুটিসুটি মেওে ঘুমিয়ে আছে। সন্ন্যাসীকে আজ আর জাগানো ঠিক হবে না।

আজ সারা রাত তার ঘুম হবে না, ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে রওনা দেবেন বলে ঠিক করলেন।

* * *

সন্ধ্যার পরপর মনে হলো এবার থামা দরকার। ভারি পোশাক পড়ে একটানা হেঁটে এসেছে ওরা অনেকদূর, সাথে কোন কিছু আনে নি, দুটো স্লিপিং ব্যাগ ছাড়া। বাকি সব জিনিসপত্র ছোট একটা গর্তে লুকিয়ে এসেছে, উপরটা পাথর দিয়ে ঢেকে দিয়েছে বাইরে থেকে দেখে কেউ বুঝতে পারবে না ভেতরে কিছু আছে কি না।

মনে হচ্ছে ডঃ আরেফিন, ডঃ কারসন আর তার দলবলকে ঐ তাঁবুগুলোতে পাওয়া যাবে। তবে অস্ত্র নিয়ে যেভাবে পাহারা দেয়া হচ্ছে তাতে খুব সহজে কাছে ঘেষা যাবে বলে মনে হচ্ছে না।

সন্ধ্যা হয়ে গেলেও তাঁবুগুলোকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। বড়সড় একটা পাথরের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে রাশেদ আর রাজু। আজ রাতটা এখানেই কাটাবে বলে ঠিক করেছে ওরা। পালাক্রমে একজন জেগে থাকবে, অপরজন ঘুমাবে। রাজু মনে করে কিছু বিস্কিট নিয়ে এসেছিল, নেপালে থাকতে কেনা, ঠান্ডা আর শক্ত হয়ে আছে, কামড় দিতে গিয়ে মনে হচ্ছে দাঁত দিয়ে বিস্কিট ভাঙার শব্দ সুদূর কাঠমুন্ডু থেকেও শোনা যাবে।

রাজু এরমধ্যেই স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে পড়েছে, ওর নাক ডাকার শব্দ পাচ্ছে রাশেদ। পুরো এলাকায় এই নাক ডাকার শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই এখন। শব্দটাকে গুরুত্ব না দিয়ে আকাশের তারা গোনার দিকে মন দিলো রাশেদ, মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে তাঁবুগুলোকে দেখে নিচ্ছে। ব্যাটারী চালিত আলোতে আলোকিত হয়ে আছে জায়গাটা। একটা তাঁবুর সামনে চারজন প্রহরী অস্ত্রহাতে পাহারায় দাঁড়ানো। ঐ তাঁবুতেই হয়তো ডঃ আরেফিন আছেন, কিংবা ডঃ কারসন।

তাঁবুকে ঘিরে যে বলয় তৈরি করা হয়েছে তা এড়িয়ে ভেতরে ঢোকা প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। চোখ রাখতে হবে সবসময়, আর একটু সাবধান হতে হবে। এখানে ভুল করার সুযোগ নেই, ডঃ আরেফিন কিংবা ডঃ কারসন এখানে আছেন এতোটুকু নিশ্চিত না হয়ে তাঁবুগুলোর দিকে যাওয়া যাবে না।

খুব একা একা লাগছিল রাশেদের, নিজ দেশ থেকে এতো দূরে এসে এতো বড় ঝুঁকি নেয়া হয়তো ঠিক হয় নি। স্বাভাবিক একটা জীবন চেয়েছিল সে, কিন্তু অস্বাভাবিকতা যেন তার পিছু ছাড়ছে না। ডঃ আরেফিনকে উদ্ধার করতে পারলে

www.BanglaBook.org

তার দায়িত্ব শেষ। এরপর এই ধরনের কোন কাজে নিজেকে জড়াবে না বলে সিদ্ধান্ত নিলো রাশেদ। তবে শান্তির জীবন হয়তো তার জন্য নয়। আকবর আলী মৃধার মতো একজন শয়তান উপাসকও তার পেছনে লেগেছে। সম্ভবত এতোক্ষন তিব্বতে চলে এসেছে তাকে খুঁজতে। এই লোক যতোদিন বেঁচে আছে ততোদিন নিজেকে নিরাপদ ভাবার কোন সুযোগ নেই। হয় রাশেদকে মরতে হবে, নয় আকবর আলী মৃধাকে। নিজের মৃত্যু কখনোই কাম্য নয় রাশেদের, সেক্ষেত্রে অনিচ্ছাসত্ত্বে হলেও আকবর আলী মৃধাকে মৃত্যু উপহার দেয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

* * *

তার নিজেরও বেশ বয়স হয়েছে বুঝতে পারছেন আকবর আলী মৃধা। টানা কয়েক ঘন্টা উপরে উঠার পর শ্বাস কষ্ট শুরু হয়েছে। আগে বুঝতে পারলে অতিরিক্ত অক্সিজেন সাথে করে নিয়ে আসতেন।

সোহেলকে বললেই হতো, কোন না কোনভাবে ম্যানেজ করে ফেলতো। কিন্তু কে জানতো এতো উঁচু এই পাহাড়ে মরতে আসবে রাশেদ!

সেই তুলনায় আহমদ কবির এখনও অনেক শক্ত, চেহারায় কোন ক্লান্তির ছাপ পড়ে নি, আগেও হয়তো পাহাড়ে উঠেছে, ভাবলেন আকবর আলী মৃধা। সোহেলও ক্লান্ত, মোটাসোটা শরীর নিয়ে এতোটা উঁচুতে উঠে কাহিল অবস্থা বেচারার, মুখ ফুটে বলছে না তিনি কিছু মনে করেন কি না ভেবে।

হেলান দিয়ে বসার মতো কোন জায়গা নেই, তাই যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন সেখানেই বসে পড়লেন আকবর আলী মৃধা। সন্ধ্যা হয়ে গেছে কিছুক্ষন হলো। এই ধরনের জায়গায় রাত কাটানোর মতো কোন প্রস্তুতি ছিল না। তাহলে স্লিপিং ব্যাগ কিংবা ছোট তাঁবু সাথে আনা যেতো। এখন কি করবেন বুঝতে পারছেন না আকবর আলী মৃধা। আজ রাতটা জেগেই কাটাতে হবে।

আহমদ কবিরকে পাশে বসতে বললেন, বয়স্ক লোকটা কোনমতে পাশে বসল, সোহেল দাঁড়িয়ে আছে, তাকিয়ে আছে দূরে, যেন কিছু চোখে পড়েছে তার।

"বস, দূরে কিছু তাঁবু দেখা যায়," সোহেল বলল, কথা বলতেও কষ্ট হচ্ছে তার। দূরে একটা জায়গা নির্দেশ করলো আঙুল দিয়ে।

"এখানে এসে বসো," আকবর আলী মৃধা, "এখানে তাঁবু আসবে কোত্থেকে?"

"কিন্তু...আমি তো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি," সোহেল বলল।

"তাঁবু থাকুক, এতোদূর যাওয়ার মতো শারীরিক অবস্থা নেই আমার, কাল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সকালে যাওয়া যাবে, এবার এখানে এসে বসো," আকবর আলী মৃধা বললেন।

তার নির্দেশ অমান্য করার শক্তি সোহেলের নেই, বাধ্যগত ছাত্রের মতো একপাশে এসে বসল।

ঘুম আসছিল আকবর আলী মৃধার। চোখ খুলে রাখা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। দক্ষিন দিক থেকে ঠান্ডা বাতাস বইতে শুরু করেছে। দুইপাশে দু'জনকে রেখে মাঝখানে কোনমতে বসে আছেন তিনি।

চারপাশে একবার চোখ ঘুরিয়ে নিলেন। নীচে যে জিনিসটা দেখলেন তার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না তিনি।

মনে হলো একজন মানুষ উঠে আসছে উপরে। এটা এমন এক জায়গা যেখানে অন্য কোন মানুষের দেখা পাওয়া প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার, তাও সন্ধ্যার পরপর এমন সময়ে। সাহসী মানুষ তিনি, তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করছেন সত্যিই কিছু চোখে পড়েছে কি না, নাকি ভুল দেখেছেন।

চাঁদ উঠে গেছে এতোক্ষনে। পুরো এলাকাটা চাঁদের আলোয় কেমন ঝকঝক করছে, এই আলোয় চকচকে সাদা দেহটা আরেকবার চোখে পড়ল তখন, দ্রুত উঠে আসছে উপরে। দারুন একটা ধাক্কা যেন বুকে এসে লাগল, এও কী সম্ভব। এই মানুষটা এখানে কিভাবে!

নিজের হাতে চিমটি কাটলেন, স্বপ্ন দেখছেন কি না বোঝার জন্য, না, স্বপ্ন নয়, একদম বাস্তব, এবার বাঁ দিকে তাকিয়ে বুঝলেন অবাক দৃষ্টিতে সোহেলও তাকিয়ে আছে, মানুষটার দিকে।

হ্যা, চলে এসেছে। একেবারে সামনে দাঁড়ানো। জলজ্যান্ত! তার আরেক অনুগত শিষ্য যাকে রাস্তার উপর থেকে তুলে এনেছিলেন একসময়। রক্ত যার খুব পছন্দ!

কিছু করতে হলো না, শিষ্য এসে টেনে তুলল তাকে, বুকে জড়িয়ে ধরল। স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছিল সবকিছু, এই যুবককেই পাঠিয়েছিলেন রাশেদ আর ডঃ আরেফিনকে মেরে সেই বইটা ছিনিয়ে আনতে, দূর্ভাগ্যক্রমে পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে দলটা। বাকিরা বন্দুকযুদ্ধে মরে গেলেও পুলিশের হাতে ধরা পড়ে সুদর্শন এই যুবক। কিন্তু সেখান থেকে এই এতোদূর তিব্বতে কিভাবে এলো তা কখনোই জানা যাবে না, কারন কথা বলতে পারে না যুবক।

দুই পাশে আহমদ কবির আর সোহেল এখনো তাকিয়ে আছে অবাক দৃষ্টিতে, তাদের ঘোর এখনো কাটে নি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৫৩

প্রহরীদের একজন মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে দেখে যাচ্ছে কে কী অবস্থায় আছে, প্রতিবারই

একই দৃশ্য দেখছে সে। কেউ তার জায়গা থেকে এক চুল নড়ে নি, এমনকি মুখের ভাবেও কোন পরিবর্তন নেই। হঠাৎ দেখলে যে কেউ ভাববে তাঁবুর ভেতরের মানুষগুলো মূর্তিতে পরিনত হয়েছে অদৃশ্য কোন জাদুর কাঠির ছোঁয়ায়। ডঃ কারসনের পাশেই বসে আছে লতিকা, চুপচাপ কেটে যাচ্ছে সময়, কেউ কোন কথা বলছে না। ডঃ আরেফিন এক কোনায় বসে আছেন, তিনিও চুপচাপ। সন্দীপ কিছুক্ষন আগেও ফিসফিস করে পানি চাইছিল, সেই ডাকে কেউ সাড়া দেয় নি। আর সুরেশ ঘোরের জগতে আছে, মাঝে মাঝে ভুল বকছে, আবার নীরব হয়ে যাচ্ছে দীর্ঘ সময়ের জন্য।

ডঃ আরেফিনের খুশি হওয়ার কথা দলের বাকি সদস্যদের দেখতে পাওয়ার জন্য, কিন্তু খুব একটা খুশি লাগছে না তার। বিশেষ করে যখন জেনেছেন ডঃ কারসন সাম্ভালার সম্ভাব্য অবস্থান জানেন। অথচ তিনি সেটা কাউকে জানান নি। এতো ভনিতা না করে সরাসরি তিব্বতে চলে এলেই হতো। মাঝখান দিয়ে ঝামেলা বাড়িয়েছেন।

ক্ষুধা পেয়েছে খুব, ওরা রাতে কিছু খেতে দেবে কি না সন্দেহ। চ্যাঙ খুব ভয়ানক ধরনের মানুষ, সাধারন মানুষের বিবেকবোধ বলে ওর কিছু নেই। কিন্তু বৃদ্ধ লামা তো অহিংস একজন মানুষ, তিনি কিভাবে নিরাপরাধ কয়েকজনকে এভাবে কষ্ট দিচ্ছেন, ভাবছিলেন ডঃ আরেফিন।

তাঁবুর প্রবেশপথ দিয়ে বৃদ্ধ লামাকে ঢুকতে দেখলেন তিনি। পেছনে চ্যাঙ। সবাই একটু নড়েচড়ে বসল। বৃদ্ধ লামা কিছু একটা বলতে এসেছেন মনে হলো। ডঃ কারসনের দিকে এগিয়ে গেলেন বৃদ্ধ।

"কাল সকালে আমরা রওনা দিচ্ছি," ডঃ কারসনকে বললেন তিনি, "আমরা তিব্বতিরা জাতি হিসেবে খুব অতিথিপরায়ন। কাউকে না খাইয়ে আমরা ছাড়ি না। আপনাদের জন্য রাতে বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা করেছি আমি।"

"ধন্যবাদ," কোনমতে বললেন ডঃ কারসন।

"তবে এটুকু মনে রাখবেন," ডঃ কারসনকে বলতে গিয়েও থেমে গেলেন বৃদ্ধ লামা, চ্যাঙ-কে ইশারা করলেন তাঁবু থেকে বের হয়ে যেতে, ইতস্তত করলেও বৃদ্ধের চোখের দিকে তাকিয়ে চলে গেল চ্যাঙ। "আমরা যেমন আতিথেয়তা করতে জানি, সেভাবে শত্রুকেও মোকাবেলা করতে জানি।"

"এই জন্যই তো আপনাদের দেশের লোক অন্যদেশে আশ্রিতের মতো

www.BanglaBook.org

থাকে," কথাগুলো বলল সুরেশ, তার গলায় তীব্র ঝাঁজ, বোঝা গেল তার কান এখনো ভালো কাজ করছে।

"দেখুন মিঃ স্পাই," উঠে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ লামা, "তিব্বতের ইতিহাস আপনাদের পড়ানো হয়েছে কি না জানি না, গৌতম বুদ্ধের বানী পৃথিবীর এই ছাদে এসে পৌঁছেছে অনেক পরে, কিন্তু তাকে উপযুক্ত সম্মান দেয়া হয়েছে এখানেই, এই তিব্বতেই। যুদ্ধবাজ তিব্বতি জাতি একসময় রুশদের আক্রমন করেছে, ভারতবর্ষ আক্রমন করেছে, এমনকি চীনাদেরও রেহাই দেয় নি। কিন্তু সেই যোদ্ধারাই একসময় যুদ্ধের বদলে বেছে নেয় ধর্ম, দূর্গের বদলে তৈরি করে মন্দির। শত শত যোদ্ধার বদলে তৈরি হয় হাজার হাজার লামা। আমরা আধ্যাত্মিকতার চর্চায় ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। পুরো চীন, ভারতবর্ষ থেকে শুরু করে ইউরোপ পর্যন্ত সবাই আমাদের জানতো আধ্যাত্মিক জাতি হিসেবে। নিজেদের অরক্ষিত করে তুলেছিলাম আমরা, ভেবেছিলাম আমাদের অহিংস নীতিই আমাদের বাঁচিয়ে রাখবে। কিন্তু তা কী হয়েছে? হয় নি। গণচীন নিজের দেশের অংশ মনে করে এক দিনেই দখল করে নিলো আমাদের দেশটাকে, হাজার হাজার নিরাপরাধ মানুষ মারা গেলো, স্বয়ং দালাই-লামা দেশ ছাড়লেন বাধ্য হয়ে। নিজ দেশে আমরা পরাধীন হয়ে রইলাম। কেন জানেন?" উত্তরের অপেক্ষায় সবার দিকে তাকালেন লামা, বুঝতে পারলেন এই প্রশ্নের উত্তর তাকেই দিতে হবে, "কারন হচ্ছে আমরা ছিলাম শান্তিপ্রিয়, অহিংস জাতি। কিন্তু আমরা সেটাকে বদলে দিতে চাই। আমরা প্রস্তুত হচ্ছি। দেশকে আমরা স্বাধীন করে তুলবোই।"

"আপনি একজন ধর্মীয় গুরু, আপনার মুখে এসব শোভা পায় না," আবারও বলল সুরেশ, সে একটু উঠে বসেছে।

"আমাকে ধর্ম শেখাতে আসবেন না, সুরেশ বাবু। সারাজীবন আমি ধর্ম-কর্ম করেছি, একজন বৌদ্ধ লামাকে কি ধরনের শিক্ষাদীক্ষা আর নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়ে যেতে হয় সে সম্পর্কে আপনার কোন ধারনাই নেই মিঃ সুরেশ," বৃদ্ধ লামা বললেন, "ধর্ম আমাকে স্বাধীনতা দেয় নি, ব্যাপারটা বুঝতে আমার অনেক সময় লেগেছে।"

"আপনি তো জঙ্গিবাদের কথা বলছেন," ডঃ আরেফিন বললেন এবার।

"জঙ্গি বললেও সমস্যা নেই, আমার দেশের যাট ভাগ জনগন যেখানে যাযাবর, আমরা তো একটু জঙ্গি হতেই পারি, নাকি?" নিজের কৌতুক করার প্রয়াশে নিজেই হাসলেন বৃদ্ধ লামা। "যাই হোক, আর কথা বাড়াবো না। একটু পরই খাবার চলে আসবে। খেয়ে ঘুম দিন। খুব সকাল সকাল উঠতে হবে।"

বলে বেরিয়ে গেলেন বৃদ্ধ লামা।

"এই লোকটার সম্ভবত মাথা খারাপ হয়েছে," বিড়বিড় করে বলল সুরেশ।

"যথেষ্ট কারনও আছে তার পেছনে," সন্দীপ বলল, এতোক্ষন সে চুপ করে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছিল। তার কাটা আঙুলে ব্যান্ডেজ করে দিয়েছে চ্যাঙের লোক। ব্যথায় তার চেহারা কুচকে যাচ্ছিল।

"তারপরও ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছি না, মনে হচ্ছে যুদ্ধবাজ কোন ফ্যানাটিকের পাল্লায় পড়েছি আমরা।"

"তিনি যুদ্ধবাজ হন নি এখনো, পরিকল্পনা করছেন, সাম্ভালা খুঁজে পেলে হয়তো তিনি সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবেন," সন্দীপ বলল।

"সেটা কিভাবে?" এবার জিজ্ঞেস করল লতিকা। সেও এতোক্ষন চুপচাপ ছিল, সন্দীপের কথাগুলো তার মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি করেছে।

"ধরো," লতিকার দিকে তাকিয়ে বলল সন্দীপ, "সাম্ভালায় গিয়ে তিনি এবং তার অনুসারিরা যদি অমরত্ব পেয়ে যান, তাহলে পৃথিবীর কোন শক্তি তাদের মারতে পারবে না। তারা তিব্বতকে মুক্ত করবে, হয়তো একসময় পুরো পৃথিবীই দখল করে বসবে।"

"কি বলছেন এসব? এতো আজগুবি চিন্তা মানুষের মাথায় আসে না কি?" পাশ থেকে অবাক কণ্ঠে বলল সুরেশ। অতি উৎসাহের বশে সে এবার উঠে বসেছে।

"মানুষের মাথায়ই উদ্ভট চিন্তা আসে," ডঃ আরেফিন বললেন, "সত্যিই যদি সাম্ভালা থেকে থাকে এবং সেখানে গেলে অমরত্ব পাওয়া যায়, তাহলে সেটা কে কিভাবে ব্যবহার করবে তা আমরা কেউ বলতে পারবো না আগে থেকে। এইজন্যই হয়তো সাম্ভালা কেউ খুঁজে পায় নি। খুঁজে পাবেও না।"

"ডঃ কারসন সাম্ভালার অবস্থান জানেন," লতিকা বলল।

"উনি ধারনা করছেন, সত্যি কি মিথ্যা সেটা কালই প্রমান হবে," ডঃ আরেফিন বললেন।

তার কণ্ঠে রীতিমতো বিরক্তি ঝরে পড়ল।

ডঃ কারসন তাকালেন ডঃ আরেফিনের দিকে, কিছু বলতে গিয়েও বললেন না। বুঝতে পারছেন ডঃ আরেফিন রেগে আছেন তার উপর আগে থেকে কিছু না বলার কারনে, যা একদম যুক্তিযুক্ত। ডঃ আরেফিনের জায়গায় থাকলেও তিনিও হয়তো মেনে নিতে পারতেন না।

দুইজন প্রহরী ঢুকল এইসময়। তাদের হাতে প্লেট, সেখানে নানা ধরনের খাবার দেখা যাচ্ছে। খাবার দেখে তাঁবুর বাসিন্দারা ক্ষনিকের জন্য হলেও সাম্ভালা নিয়ে তর্ক করা ভুলে গেল। সারাদিন কারো পেটে তেমন কিছু পড়ে নি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৫৪

এরকম ভোর অনেকদিন পর দেখছেন তিনি। বরফে ঢাকা পাহাড়চূড়ার মাথায় সূর্য্য যেন উঁকি দিলো ভয়ে ভয়ে, তারপর ধীরে ধীরে তার লজ্জা ভাঙল যেন, নিজের আলো ছড়িয়ে দিল সবখানে। সারারাত ঘুম হয় নি, আসলে ঘুমানোর মতো ইচ্ছেই হয় নি। মনে হচ্ছিল লক্ষ্যের এতো কাছাকাছি এসে ঘুমিয়ে থাকাটা অনুচিত হবে। যজ্ঞেশ্বর ঘুম থেকে উঠেছে এই মাত্র। নিয়মমতো ধ্যানে বসেছে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভেঙে নিলেন তিনি। এবার নীচের দিকে নামতে হবে, আগে তাঁবুগুলোর দিকে যেতে হবে। বাঙালি লোকটাকে ছাড়াতে হবে। তারপর আসল কাজ।

যজ্ঞেশ্বরের ধ্যান ভাঙল তাড়াতাড়ি। সাথের জিনিসপত্র মোটামুটি গোছানোই ছিল, রওনা দিয়ে দিলেন তিনি। তাঁবুগুলোকে তার জায়গা থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ভোরের প্রথম ঘন্টায় নিশ্চয়ই কোন বিপদের আশংকা করবে না ওরা। এই সময়টা কাজে লাগাতে হবে।

যজ্ঞেশ্বরের দিকে তাকালেন, সন্ন্যাসীকে বেশ উৎসাহী দেখাচ্ছে, বিনোদ চোপড়া চলে যাওয়ার পর যজ্ঞেশ্বরের চেহারায় হাসি দেখেন নি তিনি।

দক্ষিন দিক থেকে হাওয়া বইতে শুরু করেছে। তার প্রতিপক্ষ খুব কাছাকাছি চলে এসেছে বুঝতে পারছেন। যতোটা সম্ভব এড়ানোর চেষ্টা করেছেন তিনি মানুষটাকে। কিন্তু আর বেশিক্ষন এড়ানো যাবে না। মানসিকভাবে প্রস্তুত তিনি, গতবার আচমকা আঘাতে অপ্রস্তুত হয়ে চলে গেলেও, এবার প্রতিপক্ষ আসছে তৈরি হয়ে।

তাঁবুগুলোর কাছাকাছি চলে এসেছেন। বড় একটা তাঁবু থেকে বেশ কয়েকজন মানুষ বের হয়ে এসেছে। এরমধ্যে বাঙালি ভদ্রলোককে পরিষ্কার চিনতে পারলেন তিনি। লোকটাকে খুব মনমরা দেখাচ্ছে, বোঝাই যাচ্ছে ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোথাও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দলটাকে, এই দলটাকে তিনি ম্যাকলডগঞ্জে দেখেছিলেন। তার যতোদূর ধারনা, এই দলটাও রওনা দিয়েছে সাম্ভালার উদ্দেশ্যে। ওদের ঘিরে রাখা অস্ত্রধারি চাইনীজ সৈন্যরাও নিশ্চয়ই সেখানেই চলেছে এখন। আপাতত এই দলটাকে অনুসরন করবেন বলে ঠিক করলেন, আঘাত হানার সময় এখনো আসে নি।

* * *

এভাবে আকবর আলী মৃধার সাথে দেখা হয়ে যাবে কল্পনাই করতে পারে নি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মিচনার। ভাগ্য বোধহয় ভালোই তার। ভোর হওয়ার পরপর রওনা দিয়েছে চারজনের দলটা। আগে আগে যাচ্ছে সে, পথ দেখিয়ে। আকবর আলী মৃধাকে এখন একটু সতেজ দেখাচ্ছে, যদিও রাতে খুব একটা ঘুম হয় নি কারো। পরস্পরকে জড়াজড়ি করে বসেছিল তিনজন। দেখে মজাই লাগছিল মিচনারের। সাধারন মানুষদের মতো এতো ঠান্ডা-গরমের অনুভূতি নেই তার। তাকে খালি গায়ে দেখে দলের সবচেয়ে বয়স্ক লোকটার চোখ কপালে উঠে গিয়েছিল। এই লোকটার সাথে তার আগে দেখা হয় নি, দেখা হয়েছিল সোহেলের সাথে, বিশেষ করে ঢাকায় থাকতে সোহেলের সাথে সম্পর্কটা বেশ আন্তরিকও ছিল।

তাকে অনুসরন করতে কষ্ট হচ্ছে বাকি তিনজনের। তাই কিছুটা পথ এগিয়ে থামতে হচ্ছে। এরমধ্যে পুরো এলাকাটা একবার দেখে নিয়েছে মিচনার। অনেক দূরে কিছু তাঁবু চোখে পড়েছে। ওখানে তার প্রতিপক্ষের থাকার কথা নয়। কিন্তু সেখানে তার বাকি সঙ্গিদের জন্য প্রয়োজনীয় গরম কাপড় আর খাবার পাওয়া যাওয়ার কথা। গরম কিছু পোশাক আর খাবার ছাড়া আকবর আলী মৃধা আর তার দল আর বেশিক্ষন টিকতে
পারবে বলে মনে হচ্ছে না। আকবর আলী মৃধাকে পুরোপুরি চাঙা করা দরকার। তারপর প্রতিপক্ষের খোঁজে যাওয়া যাবে, কেন জানি মনে হচ্ছে খুব কাছাকাছিই আছে তার প্রতিপক্ষ। যেকোন সময় দেখা হয়ে যেতে পারে। আকবর আলী মৃধার মতো একজন শয়তান উপাসকের উপস্থিতি তাকে আরো শক্তিশালী করে তুলবে।

* * *

কাছাকাছি চলে এসেছে রাশেদ আর রাজু। তাঁবুগুলো এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। পালাক্রমে রাত জেগেছে দুজন। তারপর ভোরের আলো ফুটতেই বেরিয়ে পড়েছে। বড় একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে তাঁবুগুলোকে দেখে নিচ্ছিল রাশেদ। অন্তত দশজন আছে তাঁবুগুলোর চারপাশে, সবার হাতেই অত্যাধুনিক অস্ত্র শোভা পাচ্ছে। এখানেই ডঃ আরেফিন এবং বাকিরা আছে বলে সন্দেহ করছে সে।

চারদিকে কুয়াশার রেশ এখনো কাটে নি, এর মধ্যেই তাঁবুগুলো থেকে বেরিয়ে আসা লোকজন দেখে আরো সজাগ হলো রাশেদ। হ্যা, ডঃ আরেফিনকে দেখা যাচ্ছে, সাথে আরো কয়েকজন আছে, এদের মধ্যে ডঃ কারসনকে চিনতে অসুবিধা হলো না। এগারো জনকে গুনতে পারল রাশেদ। তাঁবুগুলোর পাহারায় কয়েকজনকে রেখে রওনা দিয়েছে এগারোজনের দলটা। একজন মেয়েকেও দেখতে পেল। হোটেল রেজিস্টারে ডঃ প্রতিকা প্রভাকরের নাম দেখেছে, মনে পড়ল রাশেদের। সাথে কোন অস্ত্র নেই, এখন একমাত্র বুদ্ধি দিয়ে কাজ সারতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হবে। তাঁবুগুলোকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলেছে দলটা। ওদের পিছু নেয়া ছাড়া আর কোন কাজ নেই এখন। রাজুকে ইশারা করল রাশেদ, তাকে অনুসরন করার জন্য। পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে শক্ত পাথুরের মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে আরেকটা আশ্রয় খুঁজছে, তাঁবুগুলোর চারপাশ ঘিরে যে পাহারা আছে তা ফাঁকি দিয়ে অনুসরন করতে হবে দলটাকে। কাজটা খুব সহজ হবে না।

পেছনে তাকিয়ে রাজুকে ইশারা করতে গিয়ে লক্ষ্য করল রাজু নেই পেছনে, আতংকে দম বন্ধ হয়ে যাবার মতো অবস্থা হলো রাশেদের। রাজু কখন কি করে বসে তার ঠিক নেই। বাম দিক থেকে শিস দেয়ার মতো শব্দ আসছে, তাকাল রাশেদ। রাজু বাম দিক দিয়ে কখন এগিয়ে গেছে সে টের পায় নি।

আরেকটু এগিয়ে গেলেই তাঁবুগুলোকে আড়াল করার মতো বড় কিছু পাথরের স্তুপ আছে। সেদিকেই এগিয়ে যাচ্ছে রাজু। ডঃ আরেফিনের দলটা এখনো দৃষ্টিসীমার মধ্যে আছে। একবার আড়াল হলে খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে যাবে। নিজের অবস্থান বদলে দ্রুত রাজুর পিছু নিলো রাশেদ।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৫৫

মানস সরোবর আর রাক্ষসতাল হ্রদের দূরত্ব খুব বেশি নয়, প্রতিবছর অনেক তীর্থযাত্রী মানস সরোবর ভ্রমন করে যায়, সেটাও নির্দিষ্ট একটা সময়ে। তীর্থযাত্রীরা যে পথে যায় মানস সরোবরের উদ্দেশ্যে সে পথেই চলছেন ডঃ কারসন। এখন তীর্থ যাত্রার সময় নয়, তাই কারো সাথে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীন। ডঃ কারসনের সাথে আছেন ডঃ আরেফিন, লতিকা, সন্দীপ আর সুরেশ। বৃদ্ধ লামা আর চ্যাঙও আছে সাথে। এছাড়া পাহারায় আছে চ্যাঙের দলের সৈন্যরা। মাত্র চারজনকে সাথে নিয়ে এসেছে চ্যাঙ। বুড়ো কয়েকজন মানুষকে সামলানোর জন্য খুব বেশি লোকের প্রয়োজন নেই। বাকি সবাইকে তাঁবুতে রেখে এসেছে, পাহারা দেয়ার জন্য, এছাড়া সাম্ভালার অবস্থান খুব বেশি মানুষের জানার দরকার প্রয়োজন মনে করে নি চ্যাঙ।

ভোরেই রওনা দিয়েছেন ডঃ কারসন, ঘুম থেকে উঠেই দেখেন একেবারে তৈরি হয়ে চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে চ্যাঙ। বৃদ্ধ লামাও ছিলেন সাথে। ঘুম থেকে উঠে হাল্কা কিছু খেয়েই রওনা দিতে হয়েছে। সবচেয়ে সমস্যা হয়েছে সুরেশের, সম্ভবত বুকের পাঁজরে আঘাত পেয়েছে, হাঁটতে গেলেই চেহারা কুচকে যাচ্ছে ব্যথায়। বৃদ্ধ লামাকে বলেছিলেন যেন সুরেশকে রেখে যাওয়া হয়, কিন্তু চ্যাঙ রাজি হয় নি। সুরেশের মতো লোককে সবসময় চোখে চোখে রাখতে চায় সে।

মোটামুটি একটা অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ হিসেব করে এসেছেন ডঃ কারসন, সেখানেই থাকার কথা সাম্ভালার। সেই হিসেবে তিল পরিমান ভুল করার অবকাশ নেই। হাঁটতে হাঁটতে কখনো উপরে উঠতে হচ্ছে, কখনো নামতে হচ্ছে নীচের দিকে। যথেষ্ট পরিমান অক্সিজেন নিয়ে এসেছে চ্যাঙ, যাতে অক্সিজেনের অভাবে কাজের ব্যাঘাত না ঘটে, এছাড়া ক্লাইমবিং গিয়ারও আছে। এগুলো কি কাজে লাগবে জানেন না ডঃ কারসন, তিনি কিংবা তার দলের কেউ পেশাদার ক্লাইম্বার নন। কিন্তু চ্যাঙ-কে কোন উপদেশ দেয়ার মতো অবস্থা নেই, একদম গোঁয়ার মানুষ একটা।

ভোরের এই সময়টা কুয়াশায় ঢেকে আছে চারদিক, অল্প কিছুদূরে কী আছে তা দেখা যায় না। এরমধ্যে অসমতল পাহাড়ি এলাকায় উঠানামা প্রচন্ড ঝুকিপূর্ন। ডঃ কারসনের পেছনেই আছে লতিকা, তারপর ডঃ আরেফিন। সুরেশ আর সন্দীপ আসছে দশ ফুট দূরত্ব রেখে, তাদের পেছনেই আছে চ্যাঙ।

একটু দাঁড়ালেন ডঃ কারসন, হাঁপ ধরে গেছে তার। এর আগেও একটানা উঠেছেন উপরে, কিন্তু এখানে যেন পাহাড় ক্রমশ খাড়া হয়ে উঠে গেছে। কুয়াশা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থাকলেও কৈলাসের চূড়া দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার, সোজা উঠে গেছে, অজেয় এখনো। মনে মনে সংখ্যাগুলো ভেবে নিলেন আবার। সাথে করে সেক্সট্যান্ট, চমৎকার একটা ঘড়ি নিয়ে এসেছিলেন অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ হিসেব করার জন্য, কিন্তু ভোরের এই সময়টায় সূর্য্যের অবস্থান পুরোপুরি পরিষ্কার না হওয়াতে চ্যাঙের দেয়া পোর্টেবল জিপিএস রিসিভার ব্যবহার করতে হবে। লতিকার এই ব্যাপারে ভালো অভিজ্ঞতা থাকায় আপাতত জিনিসটা ওর হাতেই দিয়েছেন ডঃ কারসন।

ডঃ কারসনের সাথে আছেন বৃদ্ধ লামাও। প্রচন্ড ঠান্ডা তাকে কাবু করতে পারে নি, এমনকি এতোটা উঁচুতে উঠার পরও লোকটার মাঝে কোন বিকার দেখতে পেলেন না ডঃ কারসন। ডঃ আরেফিন আর সন্দীপ নিজেদের মধ্যে কিছু নিয়ে কথা বলছিল, চ্যাঙ পেছন থেকে ধমক দেয়ায় থেমে গেল ওরা।

জায়গাটা অসমতল। এখানে সেখানে পাইন বন দেখা যাচ্ছে হঠাৎ করেই। একপাশ দিয়ে পাহাড় উপর দিকে উঠে গেছে। সোজা হয়ে উঠে যাওয়া পাহাড়ের গায়ে হাত রাখলেন ডঃ কারসন, হাত দেখিয়ে সবাইকে থামার জন্য ইশারা করলেন। বরফ জমা পাহাড়ের গায়ে বেশ কিছুক্ষন হাত বুলালেন তিনি।

চ্যাঙের দিকে তাকিয়ে ইশারা করলেন, একটা ছোট হাতুড়ি নিয়ে এলো সৈন্যদের একজন। ভারসাম্য রাখতে কষ্ট হলেও আস্তে আস্তে বরফের গায়ে টোকা দিচ্ছেন ডঃ কারসন। বরফ ঝরে পড়ছে একটু একটু করে, মনে হয় লক্ষ-কোটি বছর ধরে এভাবেই পাহাড়ের গায়ে জমে আছে, তাই ছুটতে চাচ্ছে না। অল্প অল্প করে বেশ কিছুক্ষন হাতুড়ি চালিয়ে গেলেন ডঃ কারসন। তারপর হতাশ হয়ে তাকালেন পেছনে অপেক্ষমান পুরো দলটার দিকে, উদগ্রীব হয়ে আছে সবাই, বিশেষ করে বৃদ্ধ লামা।

"বুঝতেই পারছেন, এখানে কিছু নেই, আরো একটু সামনে যেতে হবে," ডঃ কারসন বললেন।

"সামনে মানে কোনদিকে, উপরে না নীচে?" জিজ্ঞেস করল চ্যাঙ।

লতিকার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন ডঃ কারসন। জিপিএস রিসিভারটা নিজের হাতে তুলে নিলেন, "আমরা আছি ল্যাটিচিউড ৩১.১৪ নর্থ আর লঙ্গিচিউড ৮১.১৩ ইস্টে, আমাদের গন্তব্য হচ্ছে ল্যাটিচিউড ৩১.১৫ নর্থ আর লঙ্গিচিউড ৮১.১৬ ইস্ট। সোজা পশ্চিম দিকে, সেখানে ক্রমশ নীচের দিকে গেলে আমরা একটা হ্রদ পাবো, সেটা কিন্তু মানস সরোবর নয়, মানস সরোবর কিংবা রাক্ষসতাল থেকে এখনো বেশ কিছুটা দূরে আমরা।"

লতিকা তাকাল ডঃ কারসনের দিকে, ৩১১৫ আর ৮১১৬ সংখ্যা দুটো স্রেফ উলটো করলেই ৫১১৩ আর ৬১১৮ পাওয়া যায়। এই সংখ্যা দুটো নিয়ে অবেক ভেবেছে সে, কিন্তু এগুলো যে ল্যাটিচিউড আর লঙ্গিচিউড হতে পারে এই সাধারন বিষয়টা তার মাথায় আসে নি বলে নিজেকেই ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করছিল।

www.BanglaBook.org

আবার পথ চলা শুরু হলো। কৈলাস শৃঙ্গের কাছাকাছি চলে এসেছিলেন ডঃ কারসন, এবার পশ্চিমের দিকে যাচ্ছে দলটা। হাতে জিপিএস রিসিভার নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

* * *

তাঁবুগুলোর মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছে লোকটা, পুরো চেহারা রক্তে রঞ্জিত। দুই হাত উঁচু করে সঙ্গিদের দেখালো, সেখানেও রক্ত, প্রচন্ড ঠান্ডায় অল্প সময়েই জমাট বেঁধে গেছে।

রাগে-ক্ষোভে হুংকার দিয়ে উঠেছে মানুষটা। সামনে একজন চায়নীজ সৈন্য দাঁড়ানো, মাথা নীচু করে। কাঁপছে অল্প অল্প, একটু আগে চোখের সামনে যে বীভৎসতা দেখেছে তা মনে করে। একটা মানুষ এতোটা নিষ্ঠুর হতে পারে নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাসই হতো না। এর আগে চ্যাঙ-কেই মনে হতো পৃথিবীর সবচেয়ে নিষ্ঠুর মানুষ। কিন্তু সামনে দাঁড়ানো খালি গায়ের এই মানুষটা সব কিছু ছাড়িয়ে গেছে যেন।

লোকটা এলো ঝড়ের বেগে, ভোর হয়েছে একটু আগে, চ্যাঙ আর বৃদ্ধ লামা বন্দীদের নিয়ে চলে গেছে অনেকক্ষন হলো। তাঁবুগুলোর পাহারায় থাকা ছয়জন সৈন্য ছিল নিরুদ্বেগ, নিশ্চিন্ত। এই সময় কোন ধরনের ঝামেলা হতে পারে তাদের ধারনার মধ্যেই ছিল না। এই সময় এলো লোকটা, সৈন্যরা নিজেদের অস্ত্র হাতে তুলে নেয়ার সুযোগই পেল না। তার আগে সবাইকে নির্মমভাবে খুন করেছে এই অদ্ভুত মানুষ। মানুষ না বলে মানুষের দেহে রাক্ষস বললেই লোকটাকে বেশি মানায়।

শুধুমাত্র তাকে জীবিত রেখেছে, কেন সেটা বোঝা যাচ্ছে না। দক্ষিন দিক থেকে হাওয়া আসছিল সকাল থেকেই, তার তীব্রতা বেড়েছে হঠাৎ করেই। ভয় আর ঠান্ডায় নিজেকে দাড় করিয়ে রাখতে কষ্ট হচ্ছিল সৈনিকের।

অদ্ভুত মানুষটার কয়েকজন সঙ্গিও আছে, তারা এসেছে মাত্র। দেখতে বেশ স্বাভাবিক বলেই মনে হচ্ছে, অন্তত পোশাক-আশাকে। দুজন তাঁবুগুলোর মধ্যে ঢুকেছে, বের হয়ে এসেছে একগাদা গরম কাপড়-চোপড় আর খাবারের ক্যান নিয়ে। বাকি একজন এগিয়ে এলো তার দিকে। লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে নেতাগোছের, তাকে দেখে সরে দাঁড়াল নগ্নগাত্র মানুষটা।

"তোমাদের দলনেতা কে?" পরিষ্কার ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল লোকটা।

"চ্যাঙ," ভাঙ্গা গলায় বলল সৈনিক।

"সে এখন কোথায়?"

"কৈলাসের দিকে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"কখন আসবে?"

"জানি না, সাথে আরো কয়েকজন ছিল।"

"কারা ছিল?"

"জানি না।"

"ওকে নিয়ে যা করার করো," এবার নগ্নগাত্র লোকটার উদ্দেশ্যে বলল দলনেতা।

"আমি জানি কারা কারা ছিল," হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সৈনিক, একটু আগে নিজের চোখে দেখেছে কি ভয়াবহভাবে একেকজনকে খুন করেছে ঐ হিংস্র মানুষটা। সে নিজে এর শিকার হতে চায় না।

"বলো তাহলে।"

"ডঃ কারসন, ডঃ লতিকা, ডঃ আরেফিন..."

"কি বললে?" বেশ অবাক হয়েছে মানুষটা তার কথা শুনে, "ডঃ কারসন, ডঃ আরেফিন?"

"জি, এছাড়া..."

"তুমি শিউর, ডঃ কারসন আর ডঃ আরেফিন ছিলেন?"

"হ্যা, নিশ্চিত," সৈনিক বলল, "কারন চ্যাঙের মুখে ওদের নাম আমি অনেকবার শুনেছি।

এছাড়া ডঃ আরেফিন অনেকদিন ধরেই আমাদের হাতে বন্দি ছিলেন।"

চায়নীজ সৈনিকের দিকে চলে যাওয়ার জন্য ইশারা করল লোকটা। প্রথমে বিশ্বাস হচ্ছিল না, কিন্তু সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে যে কোন সময়। তাই দৌড় দিল সৈনিক। কিন্তু বেশিদূর যেতে পারল না, অবাক হয়ে দেখল তার সামনে নগ্নগাত্র হিংস্র মানুষটা দাঁড়ানো। আর বেশিক্ষন বাঁচতে পারবে না জেনেও চিৎকার করলো গলা ফাটিয়ে, সেটাই ছিল তার শেষ চিৎকার।

সোহেলের দিকে তাকিয়ে আছেন আকবর আলী মৃধা। এরমধ্যে খাবারের ক্যান খুলে বিস্কিট খেয়েছে সোহেল, আহমদ কবিরের হাতেও দিয়েছে। মিচনার পাশে দাঁড়ানো, সারা দেহ রক্তে মাখামাখি, সেদিকে তার কোন ভ্রুক্ষেপ নেই।

"বুঝলে সোহেল, আমি ভাবছিলাম, রাশেদ কেন তিব্বতে এসেছে? এখানে ওর কী কাজ? এখন বুঝলাম," একটু থামলেন আকবর আলী মৃধা, "ডঃ আরেফিনকে উদ্ধার করতে এসেছে রাশেদ। ডঃ আরেফিনের সাথে আবার আছেন ডঃ কারসন। তিনি এখানে কেন এসেছেন সেটা জানা কিন্তু খুব দরকার, কি বলো?"

"জি, আপনি ঠিক বলেছেন," কোনমতে বলল সোহেল।

"ডঃ কারসন বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে এসেছেন এই এলাকায়। এই লোকটাকে গতবার অপহরন করেছিলাম, কিন্তু লাভ হয় নি, ঐ রাশেদ আর ডঃ আরেফিনের

www.BanglaBook.org

কারনে। এবার তিনজনকে একই জায়গায় পেয়েছি। দারুন ব্যাপার!"

"জি।"

"আর সবচেয়ে অদ্ভুত ঘটনা, এই বোবা পিশাচ আছে আমাদের সাথে, রক্তারক্তির যতো কাজ ও করবে।"

"জি।"

"অস্ত্র যা পারো সাথে নিয়ে নাও, আমরা রওনা দেবো এক্ষুনি।"

"জি," বলে সামনে থেকে চলে গেল সোহেল। তিনজনের জন্য তিনটা অটোমেটিক রাইফেল বেছে নিলো, সাথে একটা রিভলবার।

তাঁবু থেকে বের হয়ে কোনদিকে গেছে সবাই তা বের করতে খুব কষ্ট হলো না, মিচনারকে কেবল একটু বেশি উত্তেজিত মনে হলো। সে ধীরে ধীরে যেতে চাচ্ছে না, কোনমতে তাকে আটকে রাখলেন আকবর আলী মৃধা। মিচনারের এতো অধীরতার কারন বুঝতে পারছেন না, সম্ভবত রক্তের নেশায় পেয়ে বসেছে, ভাবলেন তিনি।

তার ভাবনাচিন্তায় ভুল ছিল না, সত্যিই রক্তের নেশায় পেয়েছে মিচনারকে। এখানে প্রতিপক্ষ এসেছিল, সম্ভবত তারা আসার আগেই চলে গেছে। বরফের বুকে পায়ের ছাপ স্পষ্ট, সেগুলো ধরে ধরেই এগুচ্ছে তার দল। কিন্তু তর সইছে না মিচনারের, বহুদিন পর নিজের মধ্যে পশুত্বকে জেগে উঠতে দেখেছে সে, এই সময়টার সদ্ব্যবহার করা দরকার।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৫৬

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ডঃ কারসন, পাশে ডঃ আরেফিনও চুপচাপ দেখছেন, জিপিএস রিসিভারে দেখাচ্ছে ল্যাটিটিচিউড ৩১.১৫ নর্থ, লঙ্গিচিউড ৮১.১৬। হঠাৎ করেই এখানে বেশ ঘন পাইন গাছের সারি, বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে, জায়গাটা একটা পাহাড়ের শেষ সীমা, এরপর রয়েছে বিশাল এক খাদ। অন্তত ত্রিশ ফুট প্রশস্ত এই খাদটার তলায় ঘন অন্ধকার ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ছে না। খাদের ওপারে ন্যাড়া পাথর, শুষ্ক ধুসর পাহাড়। এবার আরো একটু সরে এলেন ডঃ কারসন, আরো অল্প কিছুটা এলাকা এই রিডিং-এর মধ্যে থাকবে, কিন্তু পারফেক্ট রিডিং ধরলে এই জায়গাটাই সেই জায়গা।

ইশারায় বৃদ্ধ লামাকে ডাকলেন ডঃ কারসন, হাতের জিপিএস রিসিভারে যে ল্যাটিচিউড এবং লঙ্গিচিউড দেখাচ্ছে তা দেখালেন। বৃদ্ধের চেহারায় মুহূর্তে লাল আভা দেখতে পেলেন ডঃ আরেফিন। পরক্ষনেই সেখানে হতাশার ছায়া দেখলেন, এমন একটা জায়গায় কিভাবে সাম্ভালা'র অবস্থান হতে পারে তা বিশ্বাস হচ্ছে না বৃদ্ধের।

"আমরা আসল জায়গায় এসেছি," ধীরে সুস্থে বললেন ডঃ কারসন।

"তুই কি বলতে চাস এটাই সাম্ভালা!" তেড়ে এলো চ্যাঙ, যে কোন মুহূর্তে হাত তুলবে যেন ডঃ কারসনের উপর।

"আমার হিসেব বলছে," শীতল কণ্ঠে বললেন ডঃ কারসন।

পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে লতিকা, সন্দীপ এবং সুরেশ, বুঝতে পারছে আসলে কি হচ্ছে, ওদের পেছনে দুজন সৈনিক দাঁড়ানো, অস্ত্র তাক করে, একটু নড়লেই গুলি করতে দ্বিধা করবে না।

"থামো, চ্যাঙ," বৃদ্ধ লামা বললেন এবার, "ডঃ কারসন হয়তো ঠিক বলেছেন, সাম্ভালা যে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার দেখা যাবে তা কিন্তু নয়," একটু থামলেন ভদ্রলোক, "বিশেষ একটা কিছু দরকার, এমন কিছু যা সাম্ভালার প্রবেশপথ খুলে দেবে আমাদের জন্য। কিন্তু কী সেটা?" নিজেকেই প্রশ্ন করলেন বৃদ্ধ লামা, তারপর ডঃ কারসনের দিকে ফিরলেন, "আপনার কোন ধারনা আছে?"

"সম্ভবত কালচক্র মন্ত্র," মৃদুস্বরে বললেন ডঃ কারসন, "মন্ত্রটা আমার জানা আছে, কিন্তু আপনি পড়লেই বোধহয় ভালো হবে।"

"কালচক্র মন্ত্র আমি জানি, কিন্তু সে তো অনেক দীর্ঘ মন্ত্র, অনেক সময় লাগবে," বৃদ্ধ লামা বললেন।

"সময় লাগলেও কিছু করার নেই," ডঃ কারসন বললেন। "আমরা এখানে অপেক্ষা করবো।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডঃ আরেফিনের দিকে তাকালেন ডঃ কারসন, ইশারায় কিছু একটা বলতে চাইলেন, কিন্তু ইচ্ছে করেই অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে রেখেছেন ডঃ আরেফিন। ডঃ কারসনকে মোটেই পছন্দ হচ্ছে না তার। লোকটা শুরু থেকেই সব কিছু জানে, জেনে শুনেও দলের বাকি সদস্যদের কিছু জানায় নি। দিল্লি থেকে ম্যাকলডগঞ্জে যাওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না, সন্দীপকে সেই হলদে হয়ে যাওয়া পার্চমেন্টে লেখা বাইনারি কোড ভাঙতে গিয়েও মাথা ঘামানোর দরকার ছিল না। ডঃ কারসন আসলে তাদের ব্যবহার করেছেন, হয়তো সময়মতো তাদের সবাইকে সরিয়ে দিয়ে নিজে একা সাম্ভালা খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই বৃদ্ধ লামার দল তাতে বাঁধা সৃষ্টি করেছে। এই সময় প্রফেসর সুব্রামানিয়াম থাকলে হয়তো আরো ক্ষেপে যেতেন।

বৃদ্ধ লামা বসলেন একটা পাথরের উপর, পদ্মাসনে, তার হাতে প্রেয়ার-হুইল বা যপযন্ত্র। যন্ত্রটা ঘোরাতে ঘোরাতে তিনি কালচক্র মন্ত্র পড়তে শুরু করবেন। এমনিতে প্রতিবছর কালচক্র অনুষ্ঠান হয় ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্য্যের সাথে, জায়গা হিসেবে বেছে নেয়া হয় ভারত-তিব্বত সীমান্ত, ধর্মীয় গুরু দালাই লামা সেই অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন, কালচক্র মন্ত্রের পাশাপাশি সেখানে আরো অনেক ধরনের নিয়মকানুন পালন করতে হয়, টানা সাতদিন চলে সেই অনুষ্ঠান, প্রতিবছর সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেন বৃদ্ধ লামা। এই কালচক্র মন্ত্র শিখতে গিয়ে জীবনের বড় একটা সময় ব্যয় হয়েছে, কখনো তা প্রয়োগ করতে হবে ভাবেন নি তিনি।

বন্দীদেরকে এক জায়গায় জড়ো করা হয়েছে, তাদের চারপাশ ঘিরে রেখেছে অস্ত্রধারী চার সৈনিক। বৃদ্ধ লামার দিকে তাকিয়ে আছে চ্যাঙ এক দৃষ্টিতে, কিছু বলতে গিয়ে বলল না।

মন্ত্র উচ্চারন শুরু করেছেন বৃদ্ধ লামা।

বেশ কিছুক্ষন পার হয়েছে ইতিমধ্যে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সবাই। চারপাশের বাতাস যেন কেমন জমে গেছে, কোথাও কোন শব্দ নেই, পুরো পৃথিবী যেন হঠাৎ করেই নিশ্চুপ হয়ে গেছে। হঠাৎ চ্যাঙের মধ্যে খানিক চাঞ্চল্য দেখা গেল, সে কোন শব্দ শুনতে পেয়েছে। বাকি সৈনিকদের ঠিকমতো চোখ রাখার জন্য ইশারা করে চলে গেল যেদিক থেকে পাইন বনে ঢুকেছিল সেদিকে।

সন্দীপ তাকিয়ে আছে ডঃ আরেফিনের দিকে, সুরেশ দাঁড়িয়ে আছে কোনমতে, লতিকার চেহারা এখন পর্যন্ত অভিব্যক্তিহীন। মন্ত্রের গতি বাড়ছে, ডঃ আরেফিন তাকালেন চারপাশে, মনে হলো হঠাৎ করেই পৃথিবী জেগে উঠতে শুরু করেছে। সাম্ভালা তাহলে এখানেই!

* * *

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাঙ্গালি ভদ্রলোকের পেছন পেছন দলটাকে অনুসরন করে এসেছেন অনেকক্ষন হলো, বড় একটা পাথরখন্ডের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছেন এখন। সামনে ছোটখাট একটা পাইন বন, দলটা বনের ভেতর ঢুকেছে বেশ কিছুক্ষন হলো, পিছু নিতে গিয়েও যান নি, খুব চিন্তাভাবনা করে কাজ করতে হবে এখন, অন্তত চারজন সৈনিকের হাতে অস্ত্র চোখে পড়েছে, এদেরকে সামলানো খুব কঠিন হবে না, কিন্তু যজ্ঞেশ্বরের কথাটা ভাবতে হচ্ছে, সন্ন্যাসীর জীবন নিয়ে ঝুঁকি নেয়া যাবে না। জ্যাকেটের ভেতর থেকে শেবারনের দেয়া চামড়ার খোপটা বের করলেন। ভেতর থেকে চামড়ায় তৈরি ম্যাপটা ভাজ করে রাখলেন পাথরের গায়ে। যজ্ঞেশ্বর আগে কখনো দেখে নি, এগিয়ে এলো সামনে। তার দৃষ্টিতে বিস্ময়।

"কি এটা?" জিজ্ঞেস করল যজ্ঞেশ্বর।

"আমাদের উদ্দেশ্য পূরনের হাতিয়ার।"

আর কিছু বলল না যজ্ঞেশ্বর, ম্যাপটা দেখছে। যদিও কিছু বুঝতে পারছে বলে মনে হলো না।

ম্যাপটা দেখে চাঞ্চল্যবোধ করছেন তিনি। আশপাশেই হবে জায়গাটা, গোলকটার যে অবস্থান ম্যাপে নির্দেশ করা আছে এবং গতরাতে দেখা গোলকের অবস্থানের সাথে মিলিয়ে নিলেন মনে মনে। হ্যা, খুব কাছাকাছি চলে এসেছেন তিনি। গুটি গুটি কিছু হরফ চোখে পড়ল নীচে, এর আগে অন্তত কয়েকশ বার এই ম্যাপ খুলেছেন তিনি, কখনো এই লেখাগুলো চোখে পড়ে নি। প্রাচীন তিব্বতি হরফ, পড়ার চেষ্টা করলেন, বহুবছর আগে শেবারনের মন্দিরে শেখা তিব্বতি ভাষার জ্ঞান কাজে লাগল এবার। কালচক্র মন্ত্রের গোপন কিছু শ্লোক, যার উল্লেখ সাধারন কালচক্র মন্ত্রে নেই। বিড়বিড় করে আত্মস্থ করে নিলেন লাইনগুলো।

যজ্ঞেশ্বরের ডাকে পেছন ফিরলেন, ইশারায় কিছু একটা দেখাচ্ছে। তাকালেন, স্থির হয়ে গেলেন সাথে সাথে। এরা এখানে কি করছে? চারজনের আরো একটা দল পিছু নিয়েছে প্রথম দলটার। এদের একজন তার প্রতিপক্ষ, পুরো শরীর রক্তে মাখামাখি, বাকি তিনজনের মধ্যে একজনকে পরিচিত মনে হলো, হ্যা, একে তিনি দেখেছিলেন ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে, বিশেষ সেই বইটা এঁর হাতেই তুলে দিতে যাচ্ছিল রাশেদ, সময়মতো তিনি কেড়ে নিতে পেরেছিলেন। বাকি দুজন সম্ভবত ওদের সাগরেদ,

প্রতিপক্ষ ছাড়া বাকি তিনজনের হাতে অস্ত্র দেখা যাচ্ছে।

ভয়ংকর কিছু ঘটবে আজ। মানসিকভাবে প্রস্তুত তিনি। আজ প্রতিপক্ষের সাথে মোকাবেলার দিন।

* * *

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল রাশেদের, মনে হচ্ছিল একটু বিশ্রাম নেয়া দরকার, কিন্তু নষ্ট করার মতো সময় হাতে নেই। ডঃ আরেফিনের যদি খারাপ কিছু হয়ে যায় তাহলে নিজের কাছেই দায়ি থাকতে হবে সারাজীবন। সামনের জায়গাটা কিছুটা সমতল, প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়ালে এখানে ছোটখাট একটা পাইন বন দেখা যাচ্ছে। বেশ কিছু জুতোর ছাপ চোখে পড়েছে, ছাপগুলো সোজা পাইনবনের সারি ভেদ করে ভেতরে চলে গেছে। ঢুকবে কি না সিদ্ধান্ত নেয়ার আগেই দেখল রাজু ঢুকে পড়েছে। পিছু নিলো রাশেদ। পাইন গাছগুলোর মধ্যে খুব বেশি দূরত্ব নেই, মনে হয় যেন প্ল্যান করে লাগানো হয়েছে। বাইরে দিনের আলোর তেজ থাকলেও এখানে কেমন আলোআঁধারি খেলা করছে। কোথাও কোন শব্দ নেই, সব থেমে আছে যেন। গুনগুন শব্দ ভেসে আসছে দূরের এক জায়গা থেকে। আশপাশের বাতাস যেন ভারি হয়ে আছে, অদ্ভুত করুন এক সুর খেলা করছে পুরো পাইন বনে। রাজুর কাঁধ খামচে ধরল রাশেদ, গোয়ারের মতো একটানা হেঁটেই চলেছে।

চুপচাপ কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে রইল দু'জন। গমগম শব্দ আসছে সামনে থেকে, মনে হচ্ছে ভারি গলায় কেউ কিছু আবৃত্তি করছে। রাজু চোখ ইশারা করল সামনে এগুনোর জন্য, রাশেদ বুঝতে পারছে না কী করবে, এগুবে না এখানে কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে পরিস্থিতি বুঝবে।

সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য বেশি সময় পাওয়া গেল না। সামরিক পোশাক পরনে একজন চায়নীজকে দেখা গেল, রাজু খেয়াল করে নি, সে রাশেদের দিকে ফিরে ছিল। ঠিক রাজুর মাথায় তাক করেছে রিভলবার। কোত্থেকে মানুষটা উদয় হলো বুঝতে পারছে না রাশেদ, সম্ভবত অনেকক্ষন ধরেই তাদের অনুসরন করছিল। গাছের আড়ালে আড়ালে অনুসরন করেছে বলে টের পাওয়া যায় নি।

রিভলবার দিয়ে সামনে এগুনোর জন্য ইশারা করলো চায়নীজ অফিসার। কিছু করার নেই, এভাবে বন্দি হতে হবে মেনে নিতে পারছে না রাশেদ। তবে আশার কথা এই লোকটাই হয়তো ডঃ কারসন এবং ডঃ আরেফিনকে অপহরন করেছে। ওরা বেঁচে আছে কি না তা হয়তো অল্প পরেই জানা যাবে।

সামনে রাজু আর রাশেদকে রেখে পেছন পেছন আসছে চায়নীজ অফিসার। গমগমে শব্দে যে আবৃত্তি শুনতে পাচ্ছিল রাশেদ, তার গতি বেড়েছে মনে হচ্ছে। ভারি বাতাস ক্রমশ আরো ভারি হয়ে উঠেছে। চারপাশ কুয়াশায় ঢেকে যাচ্ছে, এরমধ্যে সামনে এগুনো কঠিন হয়ে গেলেও অনেকটা অন্ধের মতো পা বাড়াচ্ছে দুজন। পেছনে রিভলবার তাক করে থাকা চায়নীজ অফিসারকে বেশ আত্মবিশ্বাসী মনে হলো, সে ঠিক জায়গায় ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে দু'জনকে।

অল্প সময়ের মধ্যে মোটামুটি খোলা একটা জায়গায় এসে দাঁড়াল রাশেদ, সামনে বেশ কয়েকজন মানুষ দেখা যাচ্ছে। অস্ত্রের মুখে দাঁড়িয়ে আছে, পরিচিত

www.BanglaBook.org

মুখটাকে দেখে আনন্দে চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করল রাশেদের। কিন্তু আপাতত নিজেকে সামলাল রাশেদ, ডঃ আরেফিনও তাকে দেখেছেন, অবাক হয়েছেন, কিন্তু তিনিও নিজেকে সামলে নিয়েছেন মুহূর্তের মধ্যে, চোখ দিয়ে ইশারা করেছেন যেন রাশেদ কিছু বুঝতে না দেয় সবাইকে।

রাশেদ আর রাজুকে ঠেলে বাকিদের সাথে দাঁড় করিয়ে দিলো চায়নীজ অফিসার। ডঃ আরেফিনের পাশে দাঁড়িয়েছে রাশেদ, চোখের ইশারায় সামনের দিকে তাকাতে বললেন ডঃ আরেফিন।

বৃদ্ধ লামা একটানা কালচক্র মন্ত্র পড়ে যাচ্ছেন। কণ্ঠস্বর মাঝে মাঝে উপরে উঠছে, মাঝে মাঝে নীচের দিকে নামছে। তার হাতে ছোট একটা যন্ত্র, কাঠের তৈরি, সেটাকে একটানা ঘোরাচ্ছেন মন্ত্র পড়ার পাশাপাশি।

ডঃ কারসনের সাথে আগে দেখা হয়েছিল ঢাকায়, একটি আন্তর্জাতিক হোটেলে, একবার দেখলেও তাকে চিনতে সমস্যা হলো না রাশেদের, দলের বাকি সদস্যদের নামও জানা ছিল হোটেল রেজিস্টার থেকে। দু'জন পুরুষের মধ্যে একজন সন্দীপ, সম্ভবত গোলগাল চেহারার ফর্সা লোকটাই হবেন, তবে অপরজনের নাম জানা নেই রাশেদের, এই লোকটা সম্ভবত দলের গাইড বা এই ধরনের কিছু ছিল। ডঃ লতিকাকে দেখে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী মনে হলো। রাজু এক দৃষ্টিতে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে ইশারা করল রাশেদ, সাথে সাথে অন্য দিকে মুখ ঘোরাল রাজু। মাথা থেকে বাকি সব চিন্তা ঝেড়ে ফেলল রাশেদ। ডঃ আরেফিনকে পাওয়া গেছে সেটাই আসল কথা। এখন এই বিপদ থেকে কিভাবে উদ্ধার পাওয়া যাবে সেটা ভাবতে হবে।

হঠাৎ মনে হলো দুদ্দার শব্দে কিছু একটা ছুটে আসছে। ঘুরে তাকানোর সময়ও পেল না রাশেদ, তার আগেই জ্ঞান হারাল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৫৭

অনেকক্ষন ধরেই সঠিক সময়ের অপেক্ষা করছিলেন আকবর আলী মৃধা। বৃদ্ধ লামা আর তার বন্দিদের অনুসরন করতে খুব একটা কষ্ট হয় নি, পাইন বনে ঢুকেছেন বেশ কিছুক্ষন হলো, চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন গাছের আড়ালে, সবাইকে ইশারা দিয়ে রেখেছেন যেন কেউ কোন শব্দ না করে। তিনজনের হাতেই এখন অত্যাধুনিক অস্ত্র, সাথে আছে হিংস্র ছেলেটা। ছয় জন অস্ত্রধারী সৈনিকের যে অবস্থা করেছে তাতে একটু দূরে দাঁড়ানো চারজন সৈনিক তো দাড়াতেই পারবে না।

বন্দীদের মধ্যে ডঃ কারসন আর ডঃ আরেফিনকে চিনতে পেরেছেন। বাকি একটা মেয়ে আর দুজন পুরুষ বন্দী, বোঝা যাচ্ছে বিশেষ কোন কাজে দলবলসহ এতোদূর এসেছেন ডঃ কারসন। কিন্তু কাজটা কী? অবাক হলেন যখন দেখলেন বয়স্ক লামা মাটিতে বসে এক নিঃশ্বাসে কী এক মন্ত্র পড়ে যাচ্ছেন। এই ধরনের কোন কিছু আগে শুনেছেন বলে মনে হলো না। কিন্তু সুরটায় অদ্ভুত একটা টান আছে, মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে, স্থান-কাল-পাত্র ভুলিয়ে দেয়। এই সময় নতুন দুই বন্দীর আগমনে আরো আনন্দিত হলেন আকবর আলী মৃধা।

রাশেদ আর তার বন্ধু। অস্ত্রের মুখে ওদের নিয়ে এসেছে তরুন চায়নীজ অফিসার, বোঝাই যাচ্ছে বাকি চারজন সৈনিকের নেতা সে, ডঃ কারসন আর বাকিদের এই অফিসারই বন্দী করে রেখেছে।

সময় এসে গেছে, সোহেলের পেছনেই দাঁড়ানো মিচনার, অদ্ভুত দেখাচ্ছে এখন তাকে, চেহারায় এখন আগেকার সুদর্শনভাবটা নেই বরং হিংস্র আকার ধারন করেছে। হঠাৎ দেখলে যে কেউ ভয় পেতে বাধ্য। শারিরীকভাবেও যথেষ্ট শক্তিশালী মনে হচ্ছে অন্য যেকোন সময়ের তুলনায়। আকবর আলী মৃধা ইশারা করলেন, সাথে সাথে ছুটে গেল মিচনার, রিভলবার থেকে ছোড়া গুলির মতো। চারটা আঙুল দেখিয়েছিলেন তিনি, ছেলেটা ইশারা বুঝতে পারবে এই ভরসা আছে। আহমদ কবির আর সোহেলকে নিয়ে ধীরে সুস্থে এগিয়ে চললেন তিনি।

মন্ত্র পড়া থামায় নি বৃদ্ধ। তিনি বৃদ্ধের চারপাশে একটা চক্কর কাটলেন, তারপর পাশে বসে কিছুক্ষন বোঝার চেষ্টা করলেন। হাল ছেড়ে দিয়ে এবার ঘটনাস্থলের দিকে তাকালেন। সব লন্ডভন্ড করে ফেলেছে ছেলেটা। চারজন সৈনিকের ছিন্নভিন্ন লাশ, রক্ত, চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তরুন চায়নীজ অফিসার এককোনায় দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ, চোখে নিস্প্রান দৃষ্টি, যেন কিছু দেখতে পাচ্ছে না, বুঝতে পারছে না। বোধশক্তিহীন হয়ে গেছে। বন্দীরা সবাই এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে। চার আঙুল দেখিয়ে যে চার সৈনিকের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কথা বুঝাতে চেয়েছেন এটুকু ছেলেটা বুঝতে পেরেছে দেখেই অবাক হয়েছেন আকবর আলী মৃধা। ঐ চারজন ছাড়া বাকিদের কারো উপর হাতও তোলা হয় নি।

কিন্তু এতো প্রচন্ড গতিতে আঘাত হানা হয়েছে যে তা বৈদ্যুতিক শকের মতো বাকি সবাইকেও এলোমেলো করে দিয়েছে। হাঁটতে হাঁটতে পড়ে থাকা সবার চেহারা দেখে নিলেন, সোহেলকে ইশারা করলেন রাশেদ, ডঃ আরেফিন এবং ডঃ কারসনকে বাকি সবার কাছ থেকে আলাদা করতে। এই তিনজনের সাথে তার বিশেষ হিসেব বাকি আছে।

সামনেই বেশ বড়সড় একটা খাদ, খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে গভীরতা বোঝার চেষ্টা করছেন আকবর আলী মৃধা। অল্প কিছুদূর সূর্য্যের আলো যায়, বাকি অংশ নিকষ অন্ধকার। ছোট একটা পাথরের টুকরো ছেড়ে দিলেন, দীর্ঘক্ষন চলে গেল, কান পেতে থেকে পেছনে ফিরলেন তিনি। এই খাদ অনেক গভীর, মনে হয় যেন পৃথিবীর তলদেশে চলে গেছে। হাঁটতে হাঁটতে চারপাশ পর্যবেক্ষন করছেন। জায়গাটা অস্বাভাবিক, বৃদ্ধ লামার একটানা একঘেয়ে সুরে মন্ত্র পড়া ছাড়া আর কোন শব্দই কানে আসছে না। বাতাসে কোন গন্ধ নেই, পাখি নেই, বন্য কোন জন্তুর ডাক নেই। সবাইকে এই জায়গায় নিয়ে আসার কারন জানতে হবে, বৃদ্ধ লামাই বা পরিস্থিতি ভুলে একটানা মন্ত্র পড়ে যাচ্ছেন? কিসের মন্ত্র এটা?

ডঃ আরেফিন চোখ মেলে তাকিয়েছেন, নড়তে চড়তে পারছেন না, বেশ শক্ত করে বাঁধা হয়েছে তাকে, সাথে ডঃ কারসন আর রাশেদও আছে, জ্ঞানহীন। বাকিদের একটু দূরে আলাদা করে বাঁধা হয়েছে। ওরাও কেউ জ্ঞান ফিরে পেয়েছে বলে মনে হয় না।

সামনে তাকিয়ে দেখলেন চ্যাঙের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে আকবর আলী মৃধা, হাতে ছোট একটা ছুরি দেখা যাচ্ছে, ছুরিটা হাতে নিয়ে খেলছে লোকটা। কিছু একটা জিজ্ঞেস করাতে উত্তর দিতে অস্বীকৃতি জানাল চ্যাঙ, সাথে সাথে ছুরিটা গলায় বসিয়ে দিয়েছে আকবর আলী মৃধা। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল চ্যাঙের গলা দিয়ে, ছটফট করছে যন্ত্রনায়, নিস্তেজ হয়ে গেল কিছুক্ষনের মধ্যে। নিজের অজান্তেই চোখ বন্ধ করলেন ডঃ আরেফিন। চারদিকে শুধু রক্ত আর রক্ত চোখে পড়ছে। চ্যাঙ-কে তিনি রীতিমতো ঘৃনা করেন, তারপরও বেচারার এমন মৃত্যু আশা করেন নি। চোখ খুলে তাকালেন আবার। চ্যাঙের নিথর দেহটা টেনে নিয়ে যাচ্ছে আকবর আলী মৃধা, খাদের দিকে। একেবারে খাদের কিনারে নিয়ে গিয়ে ডান পায়ের মৃদু টোকায় ফেলে দিল লাশটা। তারপর কান পেতে রইল কিছুক্ষন, হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে চলে এলো বৃদ্ধ লামার সামনে।

চুপচাপ চোখ বন্ধ করে পড়ে রইলেন ডঃ আরেফিন। মানুষ মারতে এদের হাত কাঁপে না, এরা মানুষ নয়, স্রেফ পশু। পায়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন,

www.BanglaBook.org

আকবর আলী মৃধা এগিয়ে আসছে সম্ভবত। মানসিকভাবে প্রস্তুত তিনি, আঘাত হানার চেষ্টা করবেন যে করেই হোক, মরার আগে এই পশুদের একটাকে সাথে নিয়ে মরতে পারলেও শান্তি।

"ডঃ কারসন," ভারি কণ্ঠস্বরটা শুনতে পেলেন খুব কাছ থেকেই। ডঃ কারসন তার পাশে উঠে বসেছেন তা চোখ বন্ধ অবস্থায়ও বুঝতে পারছেন ডঃ আরেফিন, শামীমের হত্যাকারী, আকবর আলী মৃধা ডঃ কারসনের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

"এভাবে দেখা হয়ে যাবে ভাবি নি," বলে চলেছেন আকবর আলী মৃধা।

"আমিও না," কাটা কাটা গলায় উত্তর দিলেন ডঃ কারসন।

"তারপরও দেখা যখন হয়েই গেল, আপনার কাছে কিছু প্রশ্নের উত্তর চাইছি, আশা করি নিরাশ করবেন না গতবারের মতো।"

"আমি কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজি নই," একই রকম গলায় বললেন ডঃ কারসন।

"একটু আগে একজন একই কথা বলেছিল, তাকে খাদে ফেলে দিয়েছি, ফেলে দেয়ার আগে ওর গলাটা কাটতে ভুল করি নি অবশ্য," আকবর আলী মৃধা বললেন। "আর ডঃ আরেফিন, আমি জানি, আপনি সব শুনতে পাচ্ছেন। উঠে বসুন।"

ঘাড়ে বেশ বলিষ্ঠ এক জোড়া হাত টের পেলেন ডঃ আরেফিন, চোখ খুলে তাকালেন। আকবর আলী মৃধার শিষ্য, বেশ স্বাস্থ্যবান, গুরুর ইশারায় তাকে টেনে তুলেছে।

"একটা সুযোগ দিচ্ছি, আপনাদের দুজনের মধ্যে যে কোন একজন বলার সুযোগ পাবেন," হাসি হাসি মুখ করে বললেন আকবর আলী মৃধা, "যদি দু'জনের কেউ মুখ না খোলেন তাহলে মাঝখান থেকে বেচারা রাশেদের জানটা যাবে। বেহুঁশ অবস্থায় ও বুঝতেও পারবে না কোথায় চলে গেছে।"

"আমি বলছি," ডঃ আরেফিন বললেন।

"ওকে, ফাইন," আকবর আলী মৃধা বললেন, "এখানে আপনারা কেন এসেছেন?"

"সাম্ভালার খোঁজে।"

"সাম্ভালা? সেটা আবার কি জিনিস?" হাসতে হাসতে বললেন আকবর আলী মৃধা।

"চিরশান্তির দেশ, যেখানে সবাই অমর..."

"দারুন তো! একেই কি সাংগ্রিলা বলে?"

"হ্যা।"

"আর ঐ বুড়ো কী করছে?"

"মন্ত্র পড়ছে, কালচক্র মন্ত্র।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"তাতে কি হবে?"

"আমাদের ধারনা সাম্ভালার খুব কাছে চলে এসেছি আমরা, এই মন্ত্র সাম্ভালার প্রবেশপথ খুলে দেবে আমাদের জন্য।"

"তারপর কি করবেন? সুড়সুড় করে সাম্ভালা'য় চলে যাবেন, অমর হয়ে যাবেন, পৃথিবীময় শান্তি বিরাজ করবে?"

"সেটা আমি জানি না।"

"গুড, যথেষ্ট সৎ উত্তর দিয়েছেন," আকবর আলী মৃধা বললেন, "কিন্তু জানেন কী, আপনাদের তিনজনের জন্য আমার জীবন থেকে দুটো গুরুত্বপূর্ন বছর হারিয়ে গেছে, দেশ ছাড়া হয়েছি, জানেন?"

"অপরাধ করলে শাস্তি পেতেই হবে," ডঃ আরেফিন বললেন।

"আপনার সাহস আছে স্বীকার করতে হবে জনাব," আকবর আলী মৃধা বললেন, "আপনাদের সবাইকেই আমি মারবো। কিন্তু তার আগে সাম্ভালা দেখার শখ আমার মধ্যেও তৈরি করে দিয়েছেন আপনি। আমি লুসিফারের সেবক, সাম্ভালা বলে যদি কোন জায়গা থেকে থাকে, তাহলে তা ধ্বংস করাই মনে হয় লুসিফার পছন্দ করবেন।"

চুপচাপ থাকলেন ডঃ আরেফিন, ডঃ কারসনও চুপ করে আছেন। বিকৃত মস্তিষ্ক এই মানুষটার সাথে কথা বলার রুচি পাচ্ছেন না।

"কতোক্ষন লাগবে ঐ বুড়োর মন্ত্র পড়া শেষ হতে?" জিজ্ঞেস করলেন আকবর আলী মৃধা।

"জানি না।"

"আপনি না জানলেও এই বুড়ো ভামটা অবশ্যই জানে," এবার ডঃ কারসনের সামনে দাঁড়ালেন আকবর আলী মৃধা, একহাতে ডঃ কারসনের গাল টেনে ধরলেন, রক্তবর্ন ধারন করেছে ডঃ কারসনের চেহারা, তারপর ছেড়ে দিলেন।

"হ্যাল্লো মিঃ কারসন, বলতে সমস্যা আছে না আরো জোরে টান দেবো," আকবর আলী মৃধা বললেন।

"খুব দ্রুত পড়লেও অন্তত ঘন্টাচারেক সময় লাগার কথা," ডঃ কারসন বললেন।

"চার ঘন্টা? সে তো অনেক সময়, এতোক্ষন আমরা বসে বসে কি করবো?" আকবর আলী মৃধা বললেন, পায়চারি করছেন ডঃ কারসনের সামনে।

"উনাকে বিরক্ত করা যাবে না," ডঃ কারসন বললেন, "মন্ত্র পড়ায় বাঁধা পড়লে কাজ নাও হতে পারে।"

"ওহ! আমাকে ভয়ও দেখানো হচ্ছে, ঠিক আছে..." বলে কী একটা ভাবলেন আকবর আলী মৃধা, "এই সময়টা কাজে লাগাবো আমরা। যে কয়জন মানুষ বাড়তি আছে তাদের এক এক করে খাদে ফেলবো। তবে তার আগে আমার ঐ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাগল ছোকরা ওদের নিয়ে একটু মজা করবে, রক্ত না দেখলে ওর আবার ভালো লাগে না," একপাশে দাঁড়ানো মিচনারকে ইঙ্গিত করে বললেন তিনি।

মিচনার দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ, তার চোখ খোলা, দুই ঠোঁট চেপে আছে পরস্পরের সাথে, নাকের পাটা ফুলে উঠছে নিঃশ্বাস নেয়ার সাথে সাথে, ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছে সে। বাড়তি লোকগুলোকে মেরে ফেলার প্রতি তার মনোযোগ নেই। তার মন বলছে প্রতিপক্ষের মানুষটা আশপাশেই আছে, খুব কাছাকাছি কোথাও। এই সময় অন্য কাজে ব্যস্ত না হওয়াই ভালো।

* * *

অল্প সময় পর জেগে উঠলো রাশেদ, চারপাশে রক্ত, ভয়ংকর দর্শন একজন মানুষ, আকবর আলী মৃধা, সোহেল আর আহমদ কবিরকে দেখতে পেল। ডঃ কারসন আর ডঃ আরেফিন জ্ঞান ফিরে পেয়েছে আগেই, এই মুহূর্তে হাঁটু গেড়ে বসা আকবর আলী মৃধার সামনে। অন্যদিকে একটানা মন্ত্র পড়েই চলেছে বৃদ্ধ লামা, কোন কিছুই তার মনঃসংযোগে চির ধরাতে পারে নি। একটু দূরে বাকি চারজন পড়ে আছে, লতিকা, সন্দীপ, রাজু আর আরেকজন, যার নাম জানে না রাশেদ। ওদের মধ্যে সন্দীপ, রাজু আর লতিকা জ্ঞান ফিরে পেয়েছে, পরস্পরের সাথে গা ঘেষাঘেষি করে বসে আছে। অন্য লোকটার জ্ঞান এখনো ফেরে নি।

"কি হে মিঃ রাশেদ, তুমিও জেগে উঠেছো দেখছি," এবার রাশেদের সামনে এসে দাঁড়ালেন আকবর আলী মৃধা। সোহেলের দিকে ফিরলেন তিনি, "এই ছেলেটার পেছনে এসে ক্ষতি হয় নি, কি বলো সোহেল?"

"জি," মাথা নেড়ে সায় দিলো সোহেল।

"কিন্তু অনেক ভুগতে হয়েছে," নিজের মনে বলে চলেছেন আকবর আলী মৃধা, "ঢাকায় কি আরামে ছিলাম আমি, কতো চমৎকার একটা দল বানিয়েছিলাম, এই ছেলেটার কারনে জেলে যেতে হলো আমাকে, পচে মরছিলাম। কিন্তু আমাকে আটকে রাখবে এমন কোন কারাগার কি আছে?"

"নেই।"

"গুড। এবার কাজের কথায় আসি। এই ছেলেটাকে আমি শাস্তি দেবো, যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি, সেটা কেমন হতে পারে বলে তোমার ধারনা?"

"আপনি যা শাস্তি দেবেন সেটা ভালোই হবে।"

"ভালো বলেছো," হাসলেন আকবর আলী মৃধা, "আনুগত্য খুব ভালো গুন। শামীম সেটা বুঝতে পারে নি। ভুল করে জান দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেছে। এবার রাশেদের পালা।"

মিচনারকে ইশারা করলেন তিনি, ইতস্তত করছিল মিচনার, তার মনোযোগ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এখনো অন্যদিকে।

"ওকে একবারে মেরে ফেলিস না, ধীরে ধীরে কাজ করবি, ওর যন্ত্রনা দেখতে আমার ভালো লাগবে," আকবর আলী মৃধা বললেন।

রাশেদ তাকাল ভয়ংকর দর্শন লোকটার দিকে, সারা শরীরে পেশি যেন কিলবিল করছে। এগিয়ে আসছে তার দিকে, ধীর পায়ে। তার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে, যেন শিকার করার আগে শিকারকে সম্মোহন করে নিচ্ছে। কিছুক্ষন আগে লোকটা তান্ডব চালিয়েছে এখানে, কি ধরনের নৃশংস হতে পারে মানুষটা তার একটা ধারনা পেয়ে গেছে রাশেদ। এখন নিজের মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা। ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে মৃত্যু।

রাজুকে চোখে পড়ল হঠাৎ, রাশেদকে বাঁচানোর জন্য উঠে দৌড়ে আসছে লোকটার দিকে, হতাশায় মাথা নাড়ল রাশেদ। কিছুই করতে পারবে না, মাঝখান থেকে নিজের প্রানটা খোয়াবে। সর্বশক্তি দিয়ে লোকটার কাঁধের উপর ঝাপিয়ে পড়েছে রাজু, দুই হাত দিয়ে একনাগারে ঘুষি দিয়ে যাচ্ছে লোকটার মুখে, মাথায়। কিন্তু এক বিন্দু টলাতে পারে নি লোকটাকে। বরং একটানে রাজুকে দূরে ছুড়ে মারল ভয়ংকর দর্শন মানুষটা, যেমন শরীরের উপর হঠাৎ এসে পড়া কীটপতঙ্গ ফেলে দেয় সাধারন মানুষ। উড়ে গিয়ে একটা গাছের সাথে ধাক্কা খেল রাজু, অচেতন হয়ে পড়ল নীচে। মাথা ফেটে রক্ত বের হচ্ছে অনবরত।

জীবনের মায়া নেই রাশেদের, বন্ধু রাজুর এই পরিনতি দেখে নিজেকে সামলাতে পারলো না। উঠে দাঁড়াল সে। শত্রুকে এমনি এমনি ছেড়ে দেবে না। কাছে চলে এসেছে মানুষটা, মুখে ভয়ংকর এক চিলতে হাসি ঝুলছে। আত্মরক্ষার যতোগুলো কৌশল ছিল মনে করার চেষ্টা করছে রাশেদ, কিন্তু এই মানুষটার শক্তির সাথে ঐসব কৌশল কোন কাজে দেবে বলে মনে হচ্ছে না। আরো কাছে চলে এসেছে মানুষটা। নিজেকে কেমন ছোট আর অসহায় মনে হচ্ছিল রাশেদের। এভাবে ভিন দেশে অসহায়ভাবে প্রান দেয়ার কোন মানেই হয় না। এখন আর কিছু করার নেই। গলায় শক্ত হাতের স্পর্শ টের পেল রাশেদ, হাত ছোঁড়াছুড়ি করে লোকটার নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করছে সে। এক হাতে ধীরে ধীরে তাকে শুন্যে তুলে ধরেছে লোকটা, পায়ের নীচে এখন মাটি নেই। শুকনো ডাঙায় মাছ যেমন খাবি খায় সেভাবে খাবি খাচ্ছে রাশেদ। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, গলার উপর চাপ বাড়ছে ক্রমাগত। যে কোন সময় কন্ঠার হাড় ভেঙে যাবে। নিজের অজান্তেই চিৎকার বেরিয়ে আসছিল রাশেদের গলা দিয়ে, কিন্তু সেই চিৎকার এখন বেরুনোর পথ পাচ্ছে না, গোঙাচ্ছে রাশেদ। তার চোখ বড় বড় হয়ে গেছে।

ডঃ আরেফিন মাথা নীচু করে রেখেছেন, দুই হাত মুঠো হয়ে গেছে কিছু না করতে পারার আক্ষেপে। তার জন্যই এতো দূর দেশে এসে জীবন দিচ্ছে দুই বন্ধু। অথচ তিনি কিছু করতে পারছেন না। মাথার উপর রাইফেল ধরে রেখেছে

www.BanglaBook.org

সোহেল। ডঃ কারসনের দিকে তাকালেন, চোখ বন্ধ করে রেখেছে বৃদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ।

রাশেদের দিকে তাকালেন ডঃ আরেফিন, তার কষ্ট হচ্ছে তাকাতে, ছেলেটা কষ্ট পেয়ে মরে যাচ্ছে তার চোখের সামনে! উঠে দাঁড়ালেন তিনি, কিছু বলতে যাচ্ছিলেন তার আগেই মাথার পেছন দিকে আঘাত পেলেন। জ্ঞান হারালেন তিনি।

* * *

বৃদ্ধ লামার গলার স্বর ক্রমে উপর দিকে উঠছে আবার, রাশেদকে উপরে তুলে ধরে চারপাশে তাকাল মিচনার। ঝড় আসছে, এই ঝড় প্রাকৃতিক কোন ঝড় নয়, বিশেষ একজন আসছে, তার আগে এই ছেলেটাকে খতম করে ফেলা দরকার। হাতের চাপ বাড়াল, আরেকটু চাপ দিলেই ঘাড় ভেঙে যাবে শিকারের, কিন্তু তার আগেই থামতে বাধ্য হলো সে। প্রতিপক্ষ চলে এসেছে। হুংকার দিয়ে উঠল মিচনার। এই মুহূর্তটির জন্য গত কয়েক শতাব্দী ধরে অপেক্ষা করে আছে সে, এই মুহূর্তটার জন্য পাড়ি দিতে হয়েছে হাজার হাজার মাইল। অন্য কোন দিকেই মনোযোগ দেয়ার সময় এখন নেই।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৫৮

আর কোন উপায় নেই, অন্তত নিজের চোখে রাশেদের কোন ক্ষতি হয়ে যাবে এটা তিনি কল্পনাই করতে পারেন না। তাই রাশেদকে যখন জীবনের জন্য ছটফট করতে দেখলেন নিজেকে থামাতে পারলেন না তিনি। যজ্ঞেশ্বরকে পেছনে রেখে এগিয়ে এসেছেন। পরনের জ্যাকেটটা যজ্ঞেশ্বরের কাছে রেখে এসেছেন, সেখানে চামড়ার খোপে থাকা ম্যাপের মধ্যে কালচক্র তন্ত্রের বিশেষ কিছু অংশ লেখা, বৃদ্ধ একজন লামা একপাশে বসে একনাগাড়ে মন্ত্রোচ্চারন করেই যাচ্ছে, মৃদু হাসি খেলে গেল তার মুখে। বৃদ্ধ জানে না অনেক কিছুই। আগে প্রতিপক্ষকে মোকাবেলা করতে হবে, এড়ানোর কোন পথ খোলা নেই। তারপর অন্য কিছু নিয়ে ভাবা যাবে।

প্রতিপক্ষকে আগে একবার দেখেছিলেন, তখন এতোটা ভয়ংকর মনে হয় নি। এখন লোকটাকে আর মানুষ বলে মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে যেন পৃথিবীর আদিমতম অন্ধকার কোন থেকে উঠে আসা এক দানব। তিনি যে পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেন সেখানে এই ধরনের দানবের কোন স্থান নেই। সাম্ভালা খুঁজে বের করার আগে এই দানবকে পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে দেয়া জরুরি। রাশেদকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে দানবটা, রনহুংকার দিয়ে উঠেছে, পুরো পৃথিবী যেন কেপে উঠলো সে হুংকারে। এগিয়ে গেলেন তিনি।

* * *

আকবর আলী মৃধা একপাশে সরে এলেন, সামনে এখন যা হতে চলেছে তার উপর নির্ভর করছে অনেক কিছু। নতুন এই লোকটা কে, কোত্থেকে আগমন তার কিছুই তিনি জানেন না, বহুদিন আগে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এই লোকটাই যে সেই বই কেড়ে নিয়েছিল তা এখন আর তার মনে নেই। সোহেল আর আহমদ কবিরকেও ইশারা করলেন একপাশে সরে আসতে। জায়গাটা বাকি সবার কাছ থেকে একটু দূরে, এখান থেকে সবার উপর রাইফেল তাক করে রাখতে কোন অসুবিধা নেই। নিজের নিরাপত্তা সবার আগে, ঐ দু'জন মানব-দানবের মাঝে পড়ে অযথা নিজের জীবন খোয়াতে চান না তিনি। বোবা ছেলেটার এই ধরনের রূপান্তর তাকে অবাক করেছে, ছেলেটা যে বিশেষ একটা কিছু সেটা শুরুতেই বুঝতে পেরেছিলেন, কিন্তু এতো ভয়ংকর রূপে দেখতে হবে কোনদিন তা কল্পনাও করেন নি। নতুন যে লোকটা এসেছে তাকেও বিশেষ কিছু মনে হচ্ছে, তবে মানুষটার ভেতর হিংস্রভাব কম।

ডঃ আরেফিন আর ডঃ কারসনের দায়িত্ব দিলেন আহমদ কবিরকে, বাকিদের দায়িত্ব সোহেলের উপর। এখানে একটা লড়াই হতে যাচ্ছে, সেই লড়াইয়ে মনোযোগ দিতে চান তিনি আপাতত।

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৫৯

মুখোমুখি হয়েছে দুজন। একজন আরেকজনের চোখের দিকে তাকিয়ে প্রতিপক্ষকে হিসেব করে নিচ্ছে। উপস্থিত কারো মুখে কোন কথা নেই। সবাই যেন দর্শক, মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে আছে সামনে।

সমশক্তিতে দু'জন দু'পাশ থেকে পরস্পরের উপর আছড়ে পড়েছে। পুরো পাইন বন কেঁপে উঠলো যেন। কারো হাতে কোন অস্ত্র নেই। কিন্তু শারীরিক শক্তিতে মনে হচ্ছে দু'জনই সমান। একজন আরেকজনকে আঁকড়ে ধরেছে। মিচনার দুই হাত দিয়ে তার গলা চেপে ধরেছে, হা করা মুখে দাঁতগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ধারাল দাঁত, কাটা কাটা, কাঁচা মাংস খেয়ে অভ্যস্ত এই দাঁত দিয়ে প্রতিপক্ষের কাঁধে কামড় বসাতে চাইছে মিচনার, বারবার এড়িয়ে যাচ্ছেন লখানিয়া সিং, একবার দাঁত বসাতে পারলে নিজেকে কোনভাবেই অক্ষত রাখতে পারবেন না এটুকু বুঝতে পারছেন, একটানা আঘাত করে চলেছেন মিচনারের তলপেট বরাবর। কিন্তু কাজ হচ্ছে না, যেন টেরই পাচ্ছে না মিচনার। আরো শক্ত করে চেপে ধরেছে লখানিয়া সিং-এর গলা। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে লখানিয়া সিং-এর। এবার তলপেটের বদলে মিচনারের সোলার প্লেক্সাস বরাবর আঘাত করতে শুরু করেছেন লখানিয়া সিং। সাধারন কেউ হলে এক আঘাতেই সোলার প্লেক্সাস ভেঙে যেতো। কিন্তু মিচনারের ব্যাপারটা ভিন্ন। অন্য কৌশল নিতে হবে, খুব তাড়াতাড়িই। গলায় চেপে ধরা মিচনারের দুই হাত ধরে সরানোর চেষ্টা করছেন লখানিয়া সিং, চাপ তাতে কমছে না বরং বাড়ছে। হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করেছে মিচনার, এবার শুয়ে পড়লেন তিনি। তাতে ভারসাম্য হারিয়ে মিচনারের বিশাল দেহটা তার উপর পড়তে যাচ্ছিল। দুই পা জোড়া করে মিচনারের পেটে বসিয়ে দিলেন তিনি। অন্তত দশ হাত দূরে গিয়ে পড়ল মিচনারের দেহটা।

সেকেন্ডের মধ্যে নিজের ভারসাম্য ফিরে পেল মিচনার, কিন্তু সামনে শত্রু নেই। আশপাশে তাকাল, নেই, যেন নিমিষেই হারিয়ে গেছে। পেছন ফিরে তাকাতে গিয়ে বুঝল, শত্রু এখন পেছনে। তার পিঠ বরাবর দারুন এক লাথি বসিয়ে দিয়েছেন লখানিয়া সিং। এবার সামনের দিকে উড়ে গিয়ে পড়ল মিচনার। উঠে দাঁড়াল সাথে সাথেই, চোয়াল বরাবর আঘাত আসছে বুঝতে পেরে মাথা নীচু করল। এবার ভারসাম্য হারালেন লখানিয়া সিং। দুই হাত দিয়ে তাকে ধরে ফেলেছে মিচনার। আস্তে আস্তে উপরে তুলছে, হাঁটু ভাঁজ করে রেখেছে ঠিক সেখানেই আছড়ে ফেলবে লখানিয়া সিং-কে, কোমর বরাবর। উপর থেকে নিজেকে মুক্ত করার প্রানপন চেষ্টা করছেন লখানিয়া সিং, কিন্তু হাতের বাঁধন খোলার আগেই মিচনার সজোরে তাকে নামিয়ে আনলো নীচে। হাঁটুর ঠিক উপরের অংশ আঘাত হানলো তার পাঁজরের নীচে, দুইহাতে কিছুক্ষন ধরে রেখে ছেড়ে দিল মিচনার দেহটা। মাটিতে পড়ে গিয়ে চুপচাপ কিছুক্ষন শ্বাস নেয়ার চেষ্টা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করলেন লখানিয়া সিং। পাঁজরের হাড় ভেঙে গেছে নিশ্চিত, মুখে হাত দিয়ে দেখলেন, রক্ত চলে এসেছে। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে বুঝলেন দেরি হয়ে গেছে, তাকে আবারও উপর তুলে ধরছে মিচনার, এবারও যদি একইভাবে আঘাত করে তাহলে বুকের সব হাড় ভেঙে যাবে নিশ্চিত।

কোনমতে মিচনারের ডান হাতে কামড় বসালেন লখানিয়া সিং। এতে আরো ক্ষেপে উঠলো মিচনার, একটানে তাকে মাথার উপর তুলে ফেলল দু'হাত দিয়ে। ঘুরাচ্ছে, অসহায়ের মতো হাত-পা ছুঁড়ছেন লখানিয়া সিং। এবার দূরে ছুড়ে মারল মিচনার দেহটা। প্রায় বিশ হাত দূরে একটা পাইন গাছের সাথে ধাক্কা খেয়ে নীচে পড়লেন লখানিয়া সিং। এবার দেরি না করে উঠে দাঁড়ালেন তাড়াতাড়ি। কিছুটা দূরত্বে যজ্ঞেশ্বরকে আসতে দেখে চোখ বড় বড় হয়ে গেল তার। আকবর আলী মৃধার পেছন দিক দিয়ে আসছে যজ্ঞেশ্বর, হাতে ছোট একটা ছুরি, এই ছুরি দিয়ে কী করবে সন্ন্যাসী ভেবে পেলেন না লখানিয়া সিং। কিন্তু সেদিকে তাকিয়ে নষ্ট করার মতো সময় হাতে নেই। ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে মিচনার। মাথা সামনে বাড়িয়ে দিয়েছে, বুক বরাবর আঘাত করতে চায়। কোনমতে মিচনারকে পাশ কাটালেন লখানিয়া সিং। কিন্তু বেশিক্ষনের জন্য না। মিচনার আবার আসছে।

* * *

ছোট্ট একটা ছুরিকে হাতিয়ার বানিয়েছে যজ্ঞেশ্বর, এটা দিয়ে কোন কাজ হবে বলে মনে হয় না, কিন্তু ঝুঁকি নিতে হবে। এছাড়া উপায় নেই। নিজের উদ্দেশ্য পূরনের খুব কাছাকাছি চলে এসেছে সে। সামনের তিনজনকে নিরস্ত্র করা না গেলে হবে না, লখানিয়া সিং ব্যস্ত দানবের মতো একজনের সাথে লড়াই করতে। এই মুহূর্তে তার চুপচাপ বসে থাকার কোন মানে নেই। লখানিয়া সিং-এর উপর ভরসা আছে। তিনি হারতে পারেন না। কিন্তু এই লোকগুলোর হাতে অস্ত্র থাকা মানে লখানিয়া সিং জিতে গেলেও হয়তো এদের অস্ত্রের কাছে পরাজিত হবেন।

ওদের মধ্যে দলনেতা একজন, সবার ডানে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন, হাতে একটা অটোমেটিক, তাক করে আছে সামনের দিকে। বাকি দু'জনও মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখছে চলমান এক যুদ্ধ। ধীর পায়ে ডানের লোকটার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল যজ্ঞেশ্বর, গলার উপর ছুরি ধরে ফিসফিস করে বলল, "তোমার অস্ত্রটা আমার হাতে দাও, আর ওদেরকে বলো অস্ত্র ফেলে দিতে।"

আকবর আলী মৃধা অবাক হলেও হুকুম তামিল করতে দেরি করলেন না, গলার উপর ধারাল ছুরিটা এঁটে আছে। সবকিছু নিয়ে ঝুঁকি নিতে রাজি হলেও নিজের জীবন নিয়ে ঝুঁকি নেয়ার কোন ইচ্ছেই তার নেই। আহমদ কবির আর সোহেলকেও ইশারা করলেন অস্ত্র ফেলে দিতে। নির্দ্বিধায় অস্ত্র ফেলে দিলো দুজন। সামনেই হাঁটু গেড়ে বসে ছিল দুজন বন্দী, এদের মধ্য থেকে মাঝবয়স্ক একজন উঠে দাঁড়াল, যজ্ঞেশ্বর ইশারা করল তাকে বসে পড়তে। এই লোকগুলো

www.BanglaBook.org

খারাপ হবে বলে মনে হয় না, কিন্তু আপাতত কোন ঝুঁকি নেবে না যজ্ঞেশ্বর। অস্ত্র তিনটি একসাথে করে, নিজের হাতে একটা তুলে নিল। বাকি দুটো একটা একটা করে ছুড়ে মারল দূরে। এবার সদ্য নিরস্ত্র হওয়া তিনজনকে বয়স্ক দুজনের সাথে হাঁটু গেড়ে বসার জন্য ইশারা করল যজ্ঞেশ্বর। অল্প একটু দূরত্বের ব্যবধানে বৃদ্ধ একজন লামা একটানা মন্ত্রোচ্চারন করে যাচ্ছে। যজ্ঞেশ্বরের চোখ চলে গেল সামনের দিকে। সেখানে এখনো যুঝছে লখানিয়া সিং ঐ দানবটার সাথে।

* * *

রাশেদ জ্ঞান ফিরে পেয়েছে মাত্র। এভাবে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবে সে কল্পনাই করতে পারে নি। একটু দূরে রাজুর দেহটা পড়ে আছে, কিন্তু ততোটুকু যাওয়ার মতো শক্তি এখন রাশেদের শরীরে নেই। কোনমতে একটা গাছের গোড়ায় হেলান দিয়ে বসল সে। কিছুটা দূরে নতুন এক চরিত্রকে দেখল, পরনে গেড়ুয়া, লম্বা চুল, মুখভর্তি দাড়িগোঁফ, একজন সন্ন্যাসী। হাতে একটা রাইফেল যা সম্ভবত আকবর আলী মৃধার কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছে। কারন ডঃ কারসন এবং ডঃ আরেফিনের সাথে আকবর আলী মৃধাকেও হাঁটু গেড়ে বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে দলসহ। ডঃ কারসনের দলের বাকি সদস্যরা এখনো বসে আছে আগের জায়গায়, সবার চোখেই বিস্ময়। কি ঘটছে, কেন ঘটছে, এতোগুলো লোক কারা কিছুই বুঝতে পারছে না তারা। মেয়েটাকে সবচেয়ে বেশি হতবাক মনে হচ্ছে। চোখের সামনে অদ্ভুত এক লড়াই চলছে যার মানে তারা কেউই বুঝতে পারছে না। বুঝতে পারছে না রাশেদও। হামাগুড়ি দিয়ে রাজুর কাছে এগিয়ে যাচ্ছে রাশেদ, ছেলেটার দেহে প্রান আছে কি নেই বোঝা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকাচ্ছে।

* * *

এখন লড়াই হচ্ছে সমানে সমানে। কেউ কাউকে ছাড় দিচ্ছে না, ক্রমেই পাইন বনের শেষ প্রান্তের দিকে এগিয়ে চলেছে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী। আর দশ হাত দূরেই খাদ। এই মুহূর্তে কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থায় আছে দানবের মতো লোকটা, তার চেয়ে কিছুটা ছোটখাট প্রতিপক্ষকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে খাদের দিকে, উদ্দেশ্য পরিষ্কার। ফেলে দেবে খাদে। এই খাদে পড়লে মৃত্যু নিশ্চিত। কতোটা গভীর হতে পারে এই খাদ সে সম্পর্কে কোন ধারনাও নেই কারো।

লখানিয়া সিং বুঝতে পারছেন তার প্রতিপক্ষের উদ্দেশ্য কি, একটানা লড়াই করে তিনি কিছুটা ক্লান্ত, সারা শরীরে অসংখ্য জায়গায় কেটে ছিড়ে গেছে, রক্ত পড়ছে, বিশেষ করে দুই চোখ ফুলে গেছে এর মধ্যে এবং ডান চোখে আপাতত কিছু দেখতে পাচ্ছেন না তিনি। কিন্তু নিজেকে সরিয়ে নেন নি এখনো লড়াই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থেকে, প্রতিপক্ষের একটানা আক্রমন না ঠেকিয়ে নিজেও পালটা আক্রমন চালিয়ে যাচ্ছেন। যতো সময় পার হচ্ছে ততো ভয়ংকর হয়ে উঠছে প্রতিপক্ষ। চেহারা হয়ে উঠেছে হিংস্র, লাল দুই চোখ যেন কোটর ছেড়ে ঠিকরে বের হয়ে আসবে যে কোন সময়। ক্লান্তি বলে কিছু নেই প্রতিপক্ষের, তাকে শেষ না করা পর্যন্ত থামবে না।

পেছনে তাকালেন লখানিয়া সিং, আর মাত্র পাঁচ হাত দূরে খাদ, দুই হাত দিয়ে তার কাঁধ ধরে রেখেছে প্রতিপক্ষ, একটানা ঘুষি দিয়ে যাচ্ছেন তিনি প্রতিপক্ষের মুখ বরাবর, বেশ কয়েকটা চোয়ালে আঘাত হানলেও তা উপেক্ষা করল প্রতিপক্ষ, এই ধরনের আঘাতে তার কিছুই আসে যায় না, দুই পা পেছনে রেখে সামনের দিকে ঝুকে এলেন লখানিয়া সিং, এবার তাকে ঠেলে নিয়ে যেতে বেগ পেতে হবে প্রতিপক্ষকে। এবার একহাত সরিয়ে নিয়ে একটানা তার মুখ বরাবর আঘাত করতে থাকল প্রতিপক্ষ আর অন্য হাত দিয়ে তাকে ঠেলে সরিয়ে নিচ্ছে পেছনের দিকে। ঘুষিগুলো এড়াতে পারলেও নিজেকে এক জায়গায় স্থির রাখতে পারছেন লখানিয়া সিং। খাদ থেকে তার দূরত্ব এখন সর্বোচ্চ দুই হাত।

* * *

লতিকা কাঁপছিল, শীতে না ভয়ে তা সে নিজেই বুঝতে পারছিল না। সব ধরনের অভিজ্ঞতার জন্য প্রস্তুতি ছিল তার, কিন্তু এই ধরনের কোন কিছু যে হবে তা তার কল্পনারও বাইরে। তার পাশে সন্দীপ, ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে দেখছে সবকিছু। হয়তো বুঝে গেছে এখান থেকে প্রান নিয়ে ফিরে যাওয়া যাবে না। সন্দীপের পাশে সুরেশ কিছুক্ষন আগেও জ্ঞানহীন অবস্থায় পড়ে ছিল। জ্ঞান ফিরে পেয়েছে মাত্র, কিন্তু তার মুখেও কোন শব্দ নেই। দুই মানবরুপি দানবের লড়াই তাকে বাকরুদ্ধ করে ফেলেছে। সন্দীপ তাকাল সুরেশের দিকে, ইশারায় কিছু বলতে গিয়েও বলল না। তার মনে হচ্ছে এদের মধ্যে একজনের পক্ষ নেয়া দরকার এবং সেটা এক্ষুনি। দ্বিতীয় যে লোকটা এখানে এসেছে, রাশেদ যার কারনে মরতে মরতে বেঁচে গেছে, তাকে যে কোনভাবেই হোক সাহায্য করা দরকার। নইলে ঐ দানব তাদের সবাইকে মেরে ফেলবে। কিন্তু সন্দীপ কিছু করার আগে উঠে দাঁড়াল সুরেশ। আরেক নতুন চরিত্র যজ্ঞেশ্বরের দিকে ইশারা করল তার দিকে রাইফেলটা ছুড়ে দেয়ার জন্য। প্রথমে ইতস্তত করলেও সুরেশের দিকে রাইফেলটা ছুড়ে দিল যজ্ঞেশ্বর।

জিনিসটা দেখে নিলো সুরেশ, চায়নীজ আর্মির জিনিস। চমৎকার ম্যাকানিজম। তাক করল সে-বিশালদেহি দানবের বুক বরাবর। আর মাত্র এক হাত দূরে খাদ, ঐ লোকটাকে খাদে ফেলার আগেই গুলি ছুড়তে হবে।

ট্রিগারে চাপ দিল সুরেশ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৬০

নিজের সামর্থ্যের শেষটুকু দিয়ে লড়ছিলেন তিনি, কিন্তু দানবের সাথে লড়াইয়ে টিকে থাকার মতো শক্তি ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। ইঞ্চি ইঞ্চি করে পেছন দিকে ঠেলে দিচ্ছে তাকে প্রতিপক্ষ। আর অল্প একটু পেছালেই খাদ। দানবটা তাকে নিজ হাতে না মেরে ঠেলে দিচ্ছে খাদের দিকে, হয়তো নিজ হাতে মেরে ফেলার ঝুঁকি নিতে চাচ্ছে না, কেননা তাতে নিজেরও ক্ষতির সম্ভাবনা আছে, কোনমতে যদি খাদে ফেলে দেয়া যায় তাহলে সেই ঝুঁকি অনেক কমে যাবে। খাদে পড়ে যদি সে জীবিতও থাকে, তখন তাকে খুন করা একেবারে পানির মতো হয়ে যাবে প্রতিপক্ষের এই দানবটার জন্য। এই খাদ যতোই গভীর হোক না কেন, সেখানে পৃথিবীর কেউ যদি যেতে পারে তাহলে এই দানবটাই সেখানে যেতে পারবে।

রাগে-ক্ষোভে হুংকার দিয়ে উঠলেন তিনি। এভাবে মরতে আসেন নি তিনি এইখানে। সারাজীবন ধরে ধারন করা জ্ঞান এই দানবের কারনে এভাবে নষ্ট হয়ে যেতে পারে না। কিন্তু শারীরিক শক্তিতে দানবটার তুলনায় তিনি বেশ দুর্বল এখন। পাঁজরের হাড় যে ক'টা ভেঙেছে সব জানান দিচ্ছে এখন। সেই নীল তরলও রেখে এসেছেন অনেক দূরের এক গ্রামে, যেখানে সবাই তাকে আশ্রয় দিয়েছিল লখানিয়া সিং বলে। সেই তরল কিছুটা থাকলে হয়তো কাজে দিতো, কিন্তু এখন সাহায্য করার মতো কিছু নেই, কেউ নেই। রাশেদকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু নিজেকে রক্ষা করতে না পারলে এখানে যারা আছে তারা কেউ রক্ষা পাবে না।

ডানে তাকালেন তিনি। এবার ডঃ আরেফিনের দলের মধ্যে থেকে একজনকে উঠে দাঁড়াতে দেখলেন। হাতে চায়নীজ আর্মির অটোমেটিক রাইফেল, তাদের দিকেই তাক করে আছে, সম্ভবত নিশানা করছে দু'জনের একজনকে। বুঝতে পারছেন, সম্ভবত প্রতিপক্ষের বুক বরাবর নিশানা করছে যুবক।

মাথা নীচু করে ডান হাত দিয়ে ইশারা করলেন তিনি, বৃদ্ধের একটানা মন্ত্রপড়া ছাপিয়ে গেল আরেকটা শব্দ। গুলির শব্দ। প্রতিপক্ষের হাতের চাপ কমে নি এখনো ঘাড়ের উপর থেকে, কিন্তু বুকে এসে লেগেছে বুলেট স্পষ্ট বুঝতে পারলেন তিনি। একটা ধাক্কা খেয়ে কিছুটা নড়ে উঠলো প্রতিপক্ষ, আধ সেকেন্ডের এই সুযোগটা কাজে লাগালেন তিনি। মুহূর্তের মধ্যে জায়গা অদলবদল করে ফেললেন প্রতিপক্ষের সাথে, খাদের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে এখন প্রতিপক্ষ, বুকের যেখানটায় গুলি লেগেছে সেখান থেকে রক্ত বের হচ্ছে অনবরত, তিনি জানেন এই গুলিতে মরবে না প্রতিপক্ষ, আহত হয়েছে মাত্র। কিন্তু ক্ষনিকের এই সুবিধাটুকু পুরোপুরি নিলেন তিনি, দুই হাত এলোমেলোভাবে ছুঁড়লেন যে তার কাঁধের উপর থেকে প্রতিপক্ষের হাত দুটো ছুটে গেল। খাদের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে

www.BanglaBook.org

শেষবারের মতো তাকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করল প্রতিপক্ষ, কিন্তু প্রস্তুত তিনি। ডান হাত দিয়ে বুক বরাবর চাপ দিলেন তিনি, আলতো করে। চোখে অবিশ্বাস নিয়ে পড়ে গেল তার প্রতিপক্ষ। বাতাসে খাবি খাচ্ছে কোন কিছু
আঁকড়ে ধরার জন্য, কিন্তু অন্ধকার খাদ তাকে আপন করে নিচ্ছে। দীর্ঘ একটা চিৎকার কাঁপিয়ে দিলো পুরো পাহাড়টা। খাদের প্রান্ত থেকে সরে এলেন তিনি। বড় করে একটা নিঃশ্বাস নিলেন। অনেকদিন পর নিজেকে পুরোপুরি স্বাধীন বলে মনে হলো, এখন আর কেউ তার পিছু ধাওয়া করবে না।

* * *

ডঃ আরেফিন উঠে দাঁড়িয়েছেন, মন বলছে এখন আর কোন বিপদ নেই। তাঁর দেখাদেখি ডঃ কারসনও উঠে দাঁড়ালেন। আকবর আলী মৃধা আর দুই সঙ্গি এখনো হাঁটু গেড়ে বসে, সন্ন্যাসী ধরনের একজন মানুষ ওদের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে, অস্ত্র তাক করে। এর আগে একবার উঠে দাঁড়াতে বাঁধা দিলেও এবার কিছু বললো না। ডঃ কারসন তাঁর দলের সদস্যদের দিকে এগিয়ে গেলেন। ডঃ আরেফিন এগিয়ে গেলেন রাশেদের খোঁজে। একটু দূরেই রাশেদকে দেখা যাচ্ছে, রাজুর সামনে উবু হয়ে বসে আছে, দূর থেকেই বুঝতে পারছেন কাঁদছে ছেলেটা। এর আগেও একবার প্রিয় বন্ধু হারিয়েছিল রাশেদ, এবার হয়তো আরেকজন হারাতে চলেছে।

ডঃ আরেফিন হাত রাখলেন রাশেদের কাঁধে। ঘুরে তাকাল রাশেদ, তার চোখে পানি, লুকালোর চেষ্টা করলো না রাশেদ। রাজুর দিকে ইশারা করে বলল, "আমাকে বাঁচাতে গিয়ে মরেছে ছেলেটা!"

"মরে নি ও, বেঁচে আছে বোকা ছেলে!" মৃদু ধমক দিলেন ডঃ আরেফিন, রাশেদের চোখে পড়ে নি, কিন্তু ছেলেটার চোখের পাপড়ি নিমিষের জন্য কেঁপে উঠতে দেখেছেন তিনি। "তোমার কাছে পানি আছে?"

"নেই," রাশেদ বলল, এবার রাজুর মুখের দিকে তাকাল। এখনো অনেক সতেজ দেখাচ্ছে, যদিও রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে মুখটা।

"তুমি সরো, আমি দেখছি," ডঃ আরেফিন বললেন, রাশেদকে একপাশে সরিয়ে ছেলেটার হাতের পালস বোঝার চেষ্টা করলেন। পালস আছে। "ওদের কারো কাছে দেখো, পানি আছে কি না?"

উঠে দাঁড়াল রাশেদ, মনে হচ্ছে সব সমস্যা কেটে গেছে, এবার ডঃ আরেফিন আর রাজুকে নিয়ে দেশে ফেরা যাবে।

কিন্তু আরো কিছু ঘটার বাকি আছে মনে হচ্ছে, সামনের দিকে তাকাল সে। ডঃ কারসন অন্য রুপে আবির্ভূত হয়েছেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৬১

এই লোকটার মাথা খারাপ, আর কোন কিছু মাথায় এলো না লতিকার। একটু আগেও মানুষটা মরতে বসেছিল, অথচ এখন মনে হচ্ছে জীবন ফিরে পেয়ে সে তার আসল রূপ ফিরে পেয়েছে। একজন নাৎসি অফিসারের রক্ত বইছে যার শরীরে, থুল-ভ্রিল এই ধরনের অদ্ভুত ধারনার যিনি বার্তাবাহক তার কাছে এরচেয়ে ভালো কিছু আশা করা ঠিক হয় নি। সারাজীবন ইংল্যান্ড আমেরিকার আবহাওয়ায় বড় হয়েও, সবচেয়ে ভালো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করেও নিজেকে একজন গোঁয়ার জার্মানের পরিচয় থেকে আলাদা করতে পারেন নি ভদ্রলোক, হয়তো মানসিকভাবে হিটলারের অনুরক্ত আছেন এখনো।

হ্যা, ডঃ কারসন এবার অন্য পথ ধরেছেন। লতিকার গলা জড়িয়ে ধরেছেন পেছন থেকে। বোঝাই যাচ্ছে খালি হাতে একজন মেয়ে মানুষকে গলা টিপে মেরে ফেলা তার জন্য খুব কঠিন কাজ হবে না। সন্ন্যাসী কি করবে বুঝতে পারছে না, একবার আকবর আলী মৃধার দিকে রাইফেল তাক করছে, আরেকবার ডঃ কারসনের দিকে। ডঃ কারসন বুঝে গেছেন সন্ন্যাসীর পক্ষে সত্যি সত্যি কাউকে গুলি করা অসম্ভব।

লতিকাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন তিনি, বৃদ্ধ লামার কাছে। বৃদ্ধ লামা এখনো মন্ত্র পড়ে যাচ্ছেন, আশপাশে কতো কী ঘটে গেছে সেদিকে তার কোন ভ্রুক্ষেপ নেই।

"আমার কাছে কেউ আসবে না, তাহলে এই মেয়েটা মরবে," ডঃ কারসন বললেন জোর গলায়।

বৃদ্ধ লামার কাছে গিয়ে বসলেন তিনি। বোঝার চেষ্টা করছেন আর কতোক্ষন লাগবে মন্ত্র পড়া শেষ হতে।

"আপনি ভুল করছেন, মিঃ কারসন," ঘুরে তাকালেন তিনি। এই লোকটাই একটু আগে ঐ দানবটার সাথে লড়ছিল। সারা শরীরের অনেক জায়গায় কেটে গেছে, চোখে কালসিটে পড়ে গেছে, হাঁটছে খুড়িয়ে খুড়িয়ে।

"আপনি কে?"

"আমার নাম লখানিয়া সিং, সাম্ভালার খোঁজে আছি আমিও।"

"আপনি কিভাবে জানেন আমি ভুল করছি।"

"আমি জানি," হেসে বলল লখানিয়া সিং, "কারন, এই মন্ত্রটা দিয়ে কাজ হবে না, এই মন্ত্রেরই কিছু বিশেষ অংশ আছে, যা সাধারন লামাদের কাছে অচেনা, সেই অংশটা পাঠ করতে হবে আগে।"

"আপনি আমাকে বোকা বানাতে পারবেন না, দূরে গিয়ে দাঁড়ান," ডঃ কারসন বললেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আপনার চোখের সামনে ঐ পিশাচের মতো মানুষটাকে হারিয়েছি," হেসে বলল লখানিয়া সিং, "আপনার মতো বৃদ্ধকে ভয় পেলে চলবে?"

"ভয় পাওয়া না পাওয়া আপনার ব্যাপার, এই মেয়েটাকে জীবিত দেখতে চাইলে সামনে থেকে সরে দাঁড়ান।"

"আপনি কি সাম্ভালার খোঁজ চান?"

"অবশ্যই চাই।"

"তাহলে মেয়েটাকে ছেড়ে দিন," বলে সন্ন্যাসীর দিকে এগিয়ে গেল লখানিয়া সিং।

"আর এক পা এগুবেন না," বললেন ডঃ কারসন, লতিকার গলাটা আরো শক্ত করে পেঁচিয়ে ধরলেন। থেমে গেলেন লখানিয়া সিং। এই লোকটাকে ভালোভাবে বুঝিয়ে হবে না, তিনি যজ্ঞেশ্বরের কাছে চলে গেলেন। যজ্ঞেশ্বর তার জ্যাকেটটা পড়ে ছিল, ভেতরে লুকিয়ে রাখা চামড়ার খোপটা বের করে নিয়ে এলেন। ম্যাপটা খুললেন। এখানেই সেই তোরন দেখা যাওয়ার কথা। কিন্তু তার বদলে আছে অসীম এক খাদ।

"এটা হচ্ছে আসল ম্যাপ," ডঃ কারসনের সামনে গিয়ে বললেন তিনি। বাঁধন ঢিলে করে দিলেন ডঃ কারসন, বুঝতে পারছেন লতিকাকে এভাবে জিম্মি করে রাখা বোকামি হয়ে গেছে, কারন বৃদ্ধ লামা সারা দিন-রাত কালচক্র মন্ত্র জপলেও কোন লাভ হবে না। এই রকম একটা ধারনা তার মধ্যেও ছিল, কেননা প্রতিবছরই চৌদ্দতম দালাই লামা এই কালচক্র পাঠের আয়োজন করেন, কালচক্র তন্ত্রে যদি সাম্ভালায় প্রবেশ করা যেতো, তাহলে সেটা দালাই লামার জানা থাকার কথা, অথচ সাম্ভালা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, সাম্ভালা একটি মানসিক শান্তির স্থান, সত্যিকার সেরকম স্থান পৃথিবীতে নেই, মানসিক শান্তি লাভ করলেই পৃথিবীটাই হয়ে যায় সাম্ভালা।

যাই হোক, লতিকাকে মুক্ত করে দিয়ে লখানিয়া সিং-এর দিকে এগিয়ে এলেন ডঃ কারসন।

"কালচক্র তন্ত্রের কোন অংশ এখানে লেখা আছে, আমাকে দেখান," ডঃ কারসন বললেন এগিয়ে এসে।

"দেখুন," বলে ম্যাপের সেই বিশেষ স্থানটা দেখালেন লখানিয়া সিং। অক্ষরগুলো যেন আরো পরিষ্কার হয়ে উঠেছে, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বেশ কিছু পংক্তি সেখানে লেখা। একপাশে লম্বা একটা তোরনের চিহ্নও আঁকা।

এবার আশ্বস্ত হলেন ডঃ কারসন। ডঃ আরেফিনসহ বাকিরাও এগিয়ে এলো ম্যাপটা দেখার জন্য। সন্দীপকে দারুন উত্তেজিত দেখা গেল। সুরেশ চুপচাপ দেখে গেলেও কোন মন্তব্য করলো না।

রাশেদ এখানে আসে নি, সে তার বন্ধুকে পানি খাওয়াতে ব্যস্ত। লতিকা ছোট একটা ফ্লাস্কে করে গরম পানি নিয়ে এসেছিল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"এবার তাহলে কি করা উচিত, মিঃ লখানিয়া?" ডঃ আরেফিন জিজ্ঞেস করলেন।

"এই অংশটুকু আমি পাঠ করবো।"

"আপনি প্রাচীন তিব্বতি লেখা পড়তে পারবেন?" জিজ্ঞেস করলেন ডঃ কারসন, "আমি কিছুটা পারি।"

"আমি পারি। কিভাবে শিখেছি সেটা না জানলেও হবে আপনাদের," লখানিয়া সিং বললেন।

"উনাকে কি বলবেন?" বৃদ্ধ লামাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ডঃ আরেফিন।

উত্তর না দিয়ে বৃদ্ধ লামার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। তারপর প্রাচীন তিব্বতি ভাষায় আরো প্রাচীন কিছু শ্লোক আবৃত্তি করলেন। এর আগে এতো সব ঝড়-ঝাপটাতেও মন্ত্র পড়া থামান নি বৃদ্ধ লামা, কিন্তু এবার চোখ খুলে তাকাতে বাধ্য হলেন। হারিয়ে যাওয়া এই শ্লোকগুলো খুব কম মানুষই জানে, প্রাচীন তিব্বতি ভাষায় রচিত এই শ্লোকগুলোর উল্লেখ কিছু কিছু লেখায় পাওয়া গেলেও শ্লোকগুলো কোনটাই লিখিত আকারে পান নি, এতো প্রাচীন তিব্বতি ভাষা যিনি জানেন, তিনি অসাধারন কেউ হবেন ভেবেই চোখ খুলে তাকালেন বৃদ্ধ লামা এবং অবাক হলেন বয়সে অনেক তরুন একজনকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। যদি তরুনের চোখের দিকে তাকিয়ে কিছুটা কেঁপে উঠলেন তিনি, মনে হয় যুগ যুগান্তর দেখেছে এই তরুন, কিন্তু কিভাবে? এই প্রশ্ন করার আগে চারপাশে তাকালেন, চ্যাঙসহ দলের বাকি সদস্যদের দেখতে পাচ্ছেন না, ওদের কি হাল হয়েছে তা চারপাশে ছড়িয়ে থাকা রক্তের দাগ থেকে সহজেই অনুমান করতে পারছেন। এবার কি তাহলে তাঁকেই খুন করবে এই লোকগুলো?

দুই হাত জোড় করে বৃদ্ধ লামাকে প্রনাম করলেন লখানিয়া সিং। এতে আরো অবাক হলেন বৃদ্ধ। ডঃ আরেফিনের অবশ্য রাগ হচ্ছিল খুব, কিন্তু বৃদ্ধ একজন মানুষের উপর শোধ তোলা তার পক্ষে সম্ভব না।

"আপনিও সাম্ভালায় যেতে চান?" বৃদ্ধ লামাকে জিজ্ঞেস করলেন লখানিয়া সিং।

"হ্যা, যেতে চাই," মৃদু স্বরে বললেন বৃদ্ধ লামা, বুঝতে পারছেন এখানে তার দলের কেউ নেই, সাবধানে কথাবার্তা বলা উচিত, "সারাজীবন কেবল কল্পনাই করে গেছি সত্যি সেই জায়গাটা কেমন হবে!"

"তাহলে আমার পেছনে দাঁড়ান।"

"কিন্তু আমি তো কালচক্র মন্ত্র পাঠ করছিলাম..."

"আপনি চিন্তা করবেন না, আমি আপনাকে সাম্ভালা দেখাবো," বললেন

www.BanglaBook.org

লখানিয়া সিং।

মৃদু অথচ গম্ভীর স্বরে ম্যাপে লেখা প্রাচীন তিব্বতি ভাষায় লেখা পাঠ করতে শুরু করেছেন লখানিয়া সিং। তার পেছনে সবাই দাঁড়িয়ে আছে, কেবল যজ্ঞেশ্বর দাঁড়িয়ে আছে দূরে, আকবর আলী মৃধা আর তার সঙ্গি দুজনের দিকে রাইফেল তাক করে। রাশেদও যোগ দিয়েছে মাত্র। রাজুও এসেছে তার সাথে, কাঁধে ভর দিয়ে এসেছে রাশেদের। সারা মুখে রক্ত লেগে থাকলেও দেখে বোঝা যাচ্ছে না সে কোন কষ্টে আছে, বরং আজ রাশেদের কাছে নিজের গুরুত্ব বুঝতে পেরে তার খুবই ভালো লাগছে।

দ্রুত পড়ে চলেছেন লখানিয়া সিং। তার কণ্ঠস্বর ক্রমশ উপরে উঠছে, নীচে নামছে।

চারপাশ বদলে যেতে শুরু করল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৬২

চারপাশের দৃশ্যপট এতো দ্রুত বদলে যাবে তা কল্পনাও করতে পারে নি রাশেদ। সবার পেছনে রাজুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে, সামনের দিকে তাকিয়ে আছে মন্ত্রমুগ্ধের মতো। যেন পর্দা উঠে গেছে, সামনে শুরু হয়েছে থ্রিডি টেকনোলজিতে নির্মিত অসাধারন কোন সিনেমার দৃশ্য। প্রথমে পরিবর্তন এলো চারপাশের আবহাওয়ায়, সাদা বরফে ঢাকা পাহাড়ের বদলে দেখা গেল সুউচ্চ সবুজ পাহাড় শ্রেনী, এখানে সেখানে মেঘ ঝুলে আছে ছোট ছোট ভেলার মতো। আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে লাল-নীল হরেক রঙের টিয়ে পাখি, সবুজের মাঝে চোখে পড়ছে পাহাড় থেকে নেমে আসা ঝর্নার নীল জলরাশি, সেই জলরাশি ছোট্ট নদীর মতো চলে যাচ্ছে দিগন্তের শেষ সীমানার দিকে, কোথায় তা বুঝতে পারছে না রাশেদ। আরো অনেক দূরে চমৎকার সব প্রাসাদ চোখে পড়ল, রূপকথার গল্পে যেমন দেখা যায়, মেঘ ভেদ করে উঠে গেছে সেইসব প্রাসাদের চূড়া। সুর্য্যের আলোয় সেই চুড়ায় পড়ে ঝিলিক দিয়ে উঠছে। কোথাও কোন মানুষ দেখা যাচ্ছে না, বরং কল্পনার জগতের অদ্ভুত অদ্ভুত কিছু প্রানী চোখে পড়ল, ইউনিকর্ন ছাড়া বাকিগুলোকে চিনতে পারল না রাশেদ। দ্বিতীয় পরিবর্তন হচ্ছে শব্দ, অদ্ভুত এক সুর খেলা করছে পুরো জায়গাটায়, সেই সুরে আসছে রঙিন এই দেশটা থেকে। তৃতীয় পরিবর্তন হচ্ছে, চমৎকার একটা তোরন, লম্বা উঠে উঠে গেছে আকাশের দিকে, তার উপরে সোনালী একটা গোলক শোভা পাচ্ছে।

অপূর্ব এই দেশটির শুরু খাদের শেষ প্রান্ত থেকে, এতোক্ষন যে জায়গাটা মনে হচ্ছিল অসীম অন্ধকার কালো সেখানেই ফুটে উঠেছে এই অপূর্ব দৃশ্যাবলী। এপাশে স্থির হয়ে তাকিয়ে আছে বারোজন মানুষ। কারো মুখে কোন শব্দ নেই, চোখে মুগ্ধতা ঝরে পড়ছে। যজ্ঞেশ্বর তার অস্ত্র ফেলে দিল হাত থেকে, এখন আর এই অস্ত্রের প্রয়োজন নেই। সামনেই সেই চিরসবুজের দেশ, অজানা নয়জন রহস্যমানবের দেশ, এর খোঁজেই রয়েছে সে বছরের পর বছর।

আকবর আলী মৃধা আর তার সঙ্গিদের ফেলে ধীর পায়ে সামনে এগিয়ে এলো যজ্ঞেশ্বর, দাঁড়ালো লখানিয়া সিং এর সাথে। আকবর আলী মৃধাও তাকিয়ে আছেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো, এই মুহূর্তে কি করা উচিত বুঝতে পারছেন না তিনি। এমনিতে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে দেরি করেন না তিনি, কিন্তু এই মুহূর্তে কিছুটা দ্বিধা কাজ করছে তার মনে। লুসিফারের সেবায় সারাজীবন রক্তারক্তি করার চেয়ে সামনের চির যৌবনের দেশে চলে যাওয়া অনেক ভাল বলে মনে হলো তার কাছে। সোহেল আর আহমদ কবিরকে ইশারা করলো তার পেছন পেছন আসার জন্য। লখানিয়া সিং-এর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন আকবর আলী মৃধা। তার চেহারায়

www.BanglaBook.org

এখন কুটিলতার কোন ছাপ নেই।

সামনে এখন দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ ঘাসের মাঠ। অনেক দূরে কিছু মানুষ দেখা যাচ্ছে, তারা আসছে সামনের দিকে।

ডঃ কারসন চুপচাপ দেখছিলেন সবকিছু। "দেখো, আমি সাম্ভালা খুঁজে পেয়েছি," ডঃ আরেফিনকে বললেন তিনি ফিসফিস করে।

"আমার মনে হয় খুঁজে পাওয়ার জন্য কাউকে ধন্যবাদ দিতে হলে লখানিয়া সিং-কে ধন্যবাদ দেয়া উচিত আমাদের," ডঃ আরেফিন বললেন।

"আপনার ধারনা ভুল, মিঃ আরেফিন, যাই হোক, এ বিষয়ে আর কথা বাড়াবো না," ডঃ কারসন বললেন। "আমি এখন সাম্ভালায় প্রবেশ করতে যাচ্ছি, আপনারা কে কে আসবেন আমার সাথে, হাত তুলুন," শেষ কথাগুলো একটু জোরে বললেন ডঃ কারসন। সবার দিকে তাকাচ্ছেন। সবাই উৎসুক, কিন্তু কিছুটা দ্বিধা, ভয় কাজ করছে সবার মধ্যেই।

"কেউ না গেলে আমি একাই যাবো," বলে সামনের দিকে পা বাড়ালেন তিনি, তাঁর দেখাদেখি আকবর আলী মৃধা তাঁর দুই সহযোগীসহ সঙ্গি হলো। যজ্ঞেশ্বরও যোগ দিতে চাইছিল, হাত ধরে ওকে থামালেন লখানিয়া সিং।

সামনের দিকে তাকিয়ে আছেন লখানিয়া সিং। তাঁর সারাজীবনের স্বপ্নকে এভাবে সত্যি হতে দেখে সত্যিই অবাক হয়েছেন তিনি। পৃথিবীময় ঘুরে বেড়ানোর অভিশাপ থেকে হয়তো সত্যিই তিনি মুক্তি পেতে যাচ্ছেন অবশেষে। সাম্ভালাই হবে তাঁর শেষ আশ্রয়স্থল।

সুরের পরিবর্তন হচ্ছে, রঙের পরিবর্তন হচ্ছে, চমৎকার সাদা পায়রার ঝাঁক উড়ে যাচ্ছে আকাশে, একশৃঙ্গ ঘোড়া থেকে শুরু করে কাল্পনিক রাজ্যের সব ধরনের প্রানীকূলকে দেখা যাচ্ছে একসাথে ঘুরে বেড়াতে। দূর থেকে আগত মানুষদের এখন কিছুটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। গুনলেন লখানিয়া সিং, নয়জন আছে একসাথে। চমৎকার সাদা পোশাক পরনে, মুখে স্মিত হাসি। যজ্ঞেশ্বরের দিকে তাকালেন তিনি, শেষপর্যন্ত যজ্ঞেশ্বরের উদ্দেশ্যও পূরন হচ্ছে তাহলে। এঁরাই সম্ভবত অজানা নয়জন রহস্যমানব, যারা মানবসমাজের উপকারে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কাজ করে যাচ্ছেন, এঁদের কাছেই হয়তো জাগতিক সব দুঃখ-কষ্টের স্মৃতি ভুলে যাওয়ার প্রতিকার আছে।

ডঃ কারসন এগিয়ে যাচ্ছনে দৃঢ় পায়ে, তাঁর পেছন পেছন যাচ্ছেন আকবর আলী মৃধা, সাথে সোহেল আর আহমদ কবির। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন লখানিয়া সিং। সাম্ভালা খুব সহজেই বহিরাগতদের বরন করে নেবে না, এই সাধারন সত্যিটা ডঃ কারসন মেনে না নিয়েই ভুল করতে যাচ্ছেন।

বৃদ্ধ লামার দিকে তাকালেন, বুড়ো মানুষটা চোখের পাতা ফেলতে ভুলে গেছে যেন, যদিও নিজের অবস্থান থেকে এক বিন্দু নড়ে নি লোকটা।

www.BanglaBook.org

সন্দীপ তাকিয়ে আছে, তার ইচ্ছে করছিল ডঃ কারসনের সাথে যোগ দেয়ার জন্য, কিন্তু একটু আগে ডঃ কারসন লতিকার সাথে যে ব্যবহার করেছে তার জন্য কখনোই ক্ষমা করবে সে ডঃ কারসনকে।

কাজেই আপাতত দর্শক হিসেবে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখার পরিকল্পনা সন্দীপের। তার বা পাশে লতিকা আর সুরেশ দাঁড়ান। সে লক্ষ্য করে নি লতিকা নিজের অজান্তেই সুরেশের হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সামনের দিকে তাকিয়ে এতোটাই আবিষ্ট হয়ে আছে লতিকা, কখন সুরেশের হাত ধরেছে তা নিজেও জানে না। সুরেশ এতে মোটেও বিরক্ত নয়, কারন বিরক্ত হওয়ার কোন সুযোগ তার নেই। লতিকা এখনো হয়তো সন্দীপকে পছন্দ করে, এই ধারনাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারে নি সুরেশ। যদিও লতিকা সন্দীপকে পছন্দ করে এমন কোন নজির নেই, কিন্তু মেয়ে মানুষের মন বোঝা খুব মুশকিল।

লখানিয়া সিং স্থান পরিবর্তন করে পেছনে এসে দাঁড়ালেন, রাশেদের পাশে। ফিসফিস করে কিছু বললেন রাশেদের কানে কানে। অবাক বিস্ময়ে মাথা নাড়াল রাশেদ, কিন্তু কিছু বলল না। আসলে বিস্ময়ে কথা খুঁজে পাচ্ছে না রাশেদ। এই লোকটাই কি আব্দুল মজিদ ব্যাপারী? সেটা কিভাবে সম্ভব? চোখ দুটো অনেক কাছ থেকে দেখেছে সে। এই চোখ তার পরিচিত। যে কথাগুলো বলে গেল লখানিয়া সিং সেগুলো আব্দুল মজিদ ব্যাপারী ছাড়া আর কেউই জানে না। তার শৈশব কৈশোরের কথা, বাবার কথা, মায়ের কথা, সৎমার কথা, এ কথাগুলো পরিবারের মানুষ ছাড়া আর কারো জানার কথাও নয়। সত্যিই কি এই মানুষটাই তার দাদা? চোখ বন্ধ করে চিন্তা করছিল রাশেদ, অনেক রহস্য লুকিয়েছিল তার দাদাকে ঘিরে, শেষে কিভাবে হারিয়ে গেল ঢাকা থেকে সেটাও অনেক অদ্ভুত, কিন্তু তারপরও রীতিমতো বৃদ্ধ একজন মানুষ কিভাবে এরকম তরুন হতে পারে তার মাথায় খেলছিল না। তার কাঁধে হাত দিয়ে চোখ চোখ রেখেছে লখানিয়া সিং। তুমি আমার যোগ্য উত্তরাধিকার, যেভাবে বললাম সেভাবে করো, অসীম জীবন অপেক্ষা করছে তোমার জন্য, ফিসফিস করে কথাগুলো বললেন লখানিয়া সিং, রাশেদের কানে কানে।

পাশে দাঁড়ানো রাজুর এসবে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই, সে কোনমতে চোখ খুলে তাকিয়ে আছে, এতোসব কি ঘটছে তার মাথায় কিছু ঢুকছে না। বারবার মনে হচ্ছে সে মৃত, মৃত্যুর পরের পৃথিবীর কোন ছবি দেখছে। একটু পর রাশেদকে মোটামুটি স্তম্ভিত অবস্থায় রেখে নিজের জায়গায় ফিরে গেলেন লখানিয়া সিং। সব কাজ শেষ হয়েছে, এবার সাম্ভালায় যাওয়ার পালা।

সামনের দিকে তাকালেন লখানিয়া সিং। ডঃ কারসন প্রায় পৌঁছে গেছেন, খাদের শেষপ্রান্ত পার করে সাম্ভালার দিকে পা বাড়াবেন, তার পাশাপাশি আছেন আকবর আলী মৃধা আর তার দুই শিষ্য। প্রায় একই সময় পা বাড়াল চারজন।

www.BanglaBook.org

এরপরের দৃশ্যটা অস্বাভাবিক। যেখানে সাম্ভালার দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ মাঠের শুরু সেখানেই পা দিয়েছিল সবাই। কিন্তু পা দেয়ার পরপরই বুঝতে পারল আসলে শুন্যে পা বাড়িয়েছে। ততক্ষনে যা হবার তাই হলো, ভারসাম্য হারিয়ে পড়তে শুরু করল চারজন, একটু আগে যেখানে নানা রঙের অপূর্ব সাম্ভালা দেখেছিল, সেখানে তারা দেখল সেই পুরানো অন্ধকার খাদ। চিৎকার করে উঠলো চারজনই, কিন্তু সেই চিৎকার কারো কানে পৌছাল না। পৃথিবীর শেষ অন্ধকার সীমায় আছড়ে পড়ার আশংকা নিয়ে তারা পড়তেই থাকল।

ঠিক এরকমটাই আশা করেছিলেন লখানিয়া সিং, মুহূর্তের জন্য সাম্ভালাকে মনে হয়েছিল প্রজেক্টর মেশিনে দেয়ালে দেখানো ছবির মতো, যে মুহূর্তে ডঃ কারসন বাকিদের নিয়ে সাম্ভালায় পা রাখেন, সাম্ভালার পরিবর্তে তা হয়ে গেল পুরানো সেই খাদ। হয়তো এটাই ওদের প্রাপ্য ছিল, ভাবলেন লখানিয়া সিং। যজ্ঞেশ্বরের মুখে স্মিত হাসি দেখতে পেলেন। বৃদ্ধ লামার চেহারায়ও স্বস্তির ছাপ।

সবচেয়ে বেশি স্বস্তি পেয়েছে রাশেদ, একজন চিরশত্রু পৃথিবী থেকে কমে গেল তার। আর কেউ কখনো তার পিছু তাড়া করবে না।

সাদা পোশাক পরিহিত লোকগুলো সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, একদম প্রানবন্ত মনে হচ্ছে সবাইকে, সবার বয়স ত্রিশের কাছাকাছি, উজ্জ্বল শ্যামবর্ন মানুষগুলোর দেহ থেকে যেন অদ্ভুত এক আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

কিছুটা এগিয়ে গেলেন লখানিয়া সিং। অনেক প্রশ্ন তার মনে, আজ সময় এসেছে সব কিছু জেনে নেয়ার।

"আপনি মহাঋষি মিলারপা'র বংশধর, আপনার কাছে এই আচরন আশা করি নি আমরা," মাঝখানের একজন বলে উঠলেন, দিব্যকান্তি চেহারা, গলার স্বর কোমল কিন্তু কথায় শ্লেষ ছিল বুঝতে সমস্যা হলো না কারো। ঠিক কার উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলেছেন তা বুঝতে একটু সময় লাগল সবার।

মাথা হেট করে দাঁড়িয়ে আছেন বৃদ্ধ লামা, বোঝা যাচ্ছে অনুতপ্ত তিনি।

"আপনি সাম্ভালার রক্ষক, অথচ আপনি নিজে এসেছেন সাম্ভালা সত্যি কি না তা পরীক্ষা করে দেখতে, আপনার বিশ্বাস যথেষ্টই নাজুক," এবার বললেন আরেকজন, গলার স্বরে কোন পার্থক্য নেই, যেন একই মানুষ কথাগুলো বলছে।

"আর ভুল হবে না, আমি সারাজীবন সাম্ভালার রক্ষক হয়েই থাকতে চাই," মৃদু স্বরে বললেন বৃদ্ধ লামা, হাঁটু মুড়ে বসেছেন, দুই হাত জোর করে।

"একটু আগে চার অবিশ্বাসীর পরিনতি আপনারা সবাই দেখেছেন, মনকে লোভ মুক্ত করুন, ঘৃনা, হিংসা, দ্বেষ মুক্ত করুন, পাপাচার-ব্যভিচার মুক্ত থাকুন, সাম্ভালার দরজা আপনাদের সবার জন্য খোলা," এবার আরেকজন বলল, সম্ভবত সবার ডান পাশে দাঁড়িয়ে আছেন যিনি।

"আমি আসতে পারবো সাম্ভালায়? আমি শান্তি চাই, আমার স্মৃতি থেকে মুক্তি

www.BanglaBook.org

চাই; আপনাদের আমি খুঁজেছি, পথে-প্রান্তরে, পাহাড়ে-সাগরে, কিন্তু পাই নি," হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে যজ্ঞেশ্বর, তার চোখে অশ্রু দেখা গেল, অঝোর ধারায় ঝরছে।

"আমরা জানি। আপনি চলে আসুন যজ্ঞেশ্বর জী, সাম্ভালায় আপনাকে স্বাগতম।"

নিজের কানকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না যজ্ঞেশ্বর। সবার দিকে ঘুরে তাকাল একনজর।

"আমি কী করবো?" এবার মৃদু স্বরে প্রশ্ন করলেন লখানিয়া সিং।

"আপনি তো আমাদেরই লোক," হেসে বলল মাঝখানের মানুষটি, "সেই কয়েক হাজার বছর আগে আপনিই প্রথম সাম্ভালার সন্ধান পান, আপনি কী তা ভুলে গেছেন?"

"কিন্তু সে তো অন্য জায়গায়, অন্য পরিবেশে!" বিস্মিত হয়ে বললেন লখানিয়া সিং।

"সাম্ভালা কি একটাই?" উলটো প্রশ্ন এলো।

"সাম্ভালা কি তাহলে অনেক জায়গায় আছে?" জিজ্ঞেস করলেন লখানিয়া সিং। তাঁর মাথায় ঢুকছিল না কিছু।

"জি, পবিত্রজ্ঞানে জ্ঞানীরাই তা খুঁজে বের করতে পারেন। আপনি হাজার বছর আগে খুঁজে পেয়েছিলেন সাম্ভালা, অমরত্ব অর্জন করেছেন, তারপর আর ফিরে আসেন নি।"

"আমি সেখানে ফিরে গিয়েছিলাম!"

"ফিরে গিয়েছিলেন কিন্তু ঠিক জায়গায় যান নি," এবার বলল আরেকজন।

"আর ঐ দানবটা, যাকে একটু আগে আমি খাদে ফেলেছি?"

"সাম্ভালার বিপরীত জায়গাও আছে পৃথিবীতে, যেখানে পাপ, ঘৃনা আর ঈর্ষাকে প্রাধান্য দেয়া হয়, মিচনার যখন অসহায়ের মতো মরতে বসেছিল তখন পাপের দেবী তাকে নিজের করে নেয় অমরত্বের বিষ পান করিয়ে, সে জন্য ছেলেটা বেঁচে ছিল, কিন্তু মানুষ ছিল না সে কোনভাবেই।"

আর কোন প্রশ্ন নেই লখানিয়া সিং-এর মনে। নিজেকে অনেক ভারমুক্ত মনে হচ্ছিল। এতো দীর্ঘ একটা জীবন এই পৃথিবীর বুকে পার করেছেন তিনি, কোন কিছুতেই কোন অপূর্নতা নেই তার। রাশেদের মতো চমৎকার একজন উত্তরাধিকার রেখে যাচ্ছেন যে তার রক্তকে বয়ে নিয়ে যাবে সামনের দিকে।

বাংলাদেশের সেই অজ পাড়া গাঁয়ে আর হয়তো ফেরা হবে না, কিন্তু আফসোস নেই কোন। যজ্ঞেশ্বরের দিকে তাকালেন, খাদের শেষ প্রান্ত পার হয়ে এখন সাম্ভালার জমিতে পা রাখছে সন্ন্যাসী। ডঃ কারসনের ক্ষেত্রে যা হয়েছিল এক্ষেত্রে তেমন কিছু হলো না। বরং সাম্ভালায় পা রাখার সাথে সাথে যজ্ঞেশ্বরের

www.BanglaBook.org

পা থেকেও অদ্ভুত সুন্দর আভা বিচ্ছুরিত হতে শুরু করল।

সবার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়লেন লখানিয়া সিং। তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রাশেদ।

ছেলেটার মনে ঝড় চলছে এটা বাইরের কেউ বুঝতে না পারলেও বুঝতে পারছেন তিনি। কিন্তু এখানে থাকার সময় ফুরিয়েছে।

"আপনারা কেউ যাবেন আমাদের সাথে?" প্রশ্ন করলেন লখানিয়া সিং।

"আপনি কি যেতে চান?" সন্দীপকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করল নয়জনের মধ্য থেকে একজন।

"না, আমি যেতে চাই না, ছেলে আর স্ত্রীকে অনেকদিন দেখি না," সন্দীপ বলল, "এখানেই থাকছি আমি।"

"আমিও যাবো না," সুরেশ বলল।

"আমিও না," বলল লতিকা, "আমার বাবা এখনো জীবিত, তাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না আমি।"

"আমি যাবো না," ডঃ আরেফিন বললেন, স্ত্রীর চেহারাটা মনে পড়েছে, এই মানুষটাকে একা রেখে আর কোথাও যাবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন। পৃথিবীতে তিনি ছাড়া আফরোজার আর তো কেউ নেই।

"আমরাও যাবো না," রাশেদ বলল।

"ধন্যবাদ।"

ধীর পায়ে সাম্ভালায় পা রাখলেন লখানিয়া সিং, যজ্ঞেশ্বরের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। দু'জনের শরীর থেকেই এখন কেমন অদ্ভুত জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

"কোনদিন যদি মনে হয় জাগতিক সব লোভ, কাম, হিংসা, ঘৃনা মন থেকে দূর করতে পেরেছেন, তাহলে আসবেন, সাম্ভালা আপনাদের বরন করে নেবে," মাঝখানের দিব্যকান্তি মানুষটি বলল।

হাত নাড়াচ্ছিলেন লখানিয়া সিং, যজ্ঞেশ্বর। তোরন ধীরে ধীরে নীচের দিকে নেমে আসছে, সোনালী গোলকটা মিলিয়ে গেল আকাশেই। চোখের সামনে থেকে ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে সাম্ভালার সব চিহ্ন, দৃশ্য। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সাম্ভালা হারিয়ে গেল। যেন সেখানে কিছু ছিলই না। অন্ধকার খাদটা প্রকট হয়ে দেখা দিল আগের মতোই। কিছুক্ষন স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে থেকে বাস্তব জগতে ফিরে এলো সবাই।

বৃদ্ধ লামা সবার কাছে হাত জোর করে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে চলে গেলেন। কেউ তাঁকে বাঁধা দিল না। পাইন বনের গাছের সারিতে হারিয়ে গেলেন তিনি।

***

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কতো দীর্ঘ একটা জীবন বয়ে বেড়িয়েছেন এতোকাল, পৃথিবী ক্রমশ ছোট হয়ে এসেছিল তার কাছে। এমন কোন দেশ নেই যেখানে পা রাখেন নি তিনি, মিশেছেন মানব সভ্যতায় অবদান রাখা মহান সব ব্যক্তিদের সাথে, এমন সব চরিত্র বেছে নিয়েছেন যা এককথায় অদ্ভুত, সেইসব চরিত্রের কার্যকলাপে অনেক ক্ষেত্রেই পরিবর্তন আনতে পেরেছেন যা হয়তো ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই করে নিয়েছে, সেখানে তার নাম হয়তো লেখা নেই, কিন্তু বিন্দুমাত্র হতাশা নেই তাতে, বরং অদ্ভুত এক ভালোলাগায় মনটা ভরে আছে। একটা মিথ সত্যি হয়ে ধরা দিয়েছে শেষপর্যন্ত। সাম্ভালায় পা রাখার পর মনে হচ্ছে পৃথিবীতে তার থাকার জন্য এখন কেবল এই জায়গাটাই উপযুক্ত। এখানে কোন যুদ্ধ নেই, মানুষে মানুষে ঘৃনা বা দ্বেষ নেই। পৃথিবীময় সাম্ভালা ছড়িয়ে দিতে পারলে খুব ভালো হতো, যদিও জানেন সেরকম হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম।

যজ্ঞেশ্বরের দিকে তাকালেন, মনে হচ্ছে হাওয়ায় ভাসছে লোকটা। ইশারায় তাকে কাছে ডাকল, তারপর ছেলেমানুষের মতো দৌড়ে চলে গেল দূরে। হাসলেন তিনি। সন্ন্যাসীও তার কাঙ্খিত গন্তব্য খুঁজে পেয়েছে অবশেষে। একদিন হয়তো আরো অনেকে আসবে এই অসীম সুখের দেশে। পুরো পৃথিবীটাই হয়ে উঠবে সাম্ভালা।

হাঁটতে হাঁটতে সামনের দিকে যাচ্ছেন তিনি। তাদের দু'জনকে অভ্যর্থনা জানাতে অনেক লোক এসেছে, রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে, হাসছে, হাত নাড়ছে, কেউ কেউ ফুল ছুঁড়ে দিচ্ছে। নারী-পুরুষ সবার পরনে শুভ্র পোশাক, চমৎকার চাকচিক্যময় সব ঘরবাড়ি আর প্রাসাদ চারপাশে, বাতাসে সুন্দর গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে।

এগিয়ে যাচ্ছেন তিনি। দীর্ঘ একটা জীবনের শেষ লক্ষ্য খুঁজে পেয়েছেন এবার।

* * *

এবার ঘরে ফেরার পালা। দীর্ঘ অভিযাত্রায় সবাই ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, সবচেয়ে বেশি ক্লান্ত ডঃ লতিকা। সন্দীপ, সুরেশ আর রাজু আহত, বাকিরা ঠিক থাকলেও কারো শরীর বা মন খুব একটা ভালো নেই। দীর্ঘ পথ হেঁটে, পাহাড় বেয়ে ঠিক সেখানে এসে দাঁড়াল যেখানে জিপ লুকিয়ে গিয়েছিল বাশেদ। সেখানে এসে মর্মান্তিক দৃশ্যটা দেখে মন আরো খারাপ হয়ে গেল সবার। ড্রাইভার দুজনকে জিপের সাথে বেঁধে রেখে গিয়েছিল কেউ, সম্ভবত আকবর আলী মৃধা। সেখান থেকে ছুটতে পারে নি ওরা, অনাহার আর প্রচন্ড শীতে মরে কাঠ হয়ে গেছে দুজন।

কোনমতে ওদের সৎকার করে জিপ বের করে আনলো সুরেশ ঝোপের

www.BanglaBook.org

আড়াল থেকে। ঝাংমু যেতে হবে, তবে ঝাংমুতে ঢোকার আগেই জিপটা ছেড়ে যেতে হবে রাস্তায়। নয়তো ড্রাইভারদের খোঁজ জানতে চাইবে সবাই, যার গ্রহনযোগ্য উত্তর দেয়া সম্ভব না কারো পক্ষে।

জিপ চলতে শুরু করেছে। সবার পেছনে বসেছে রাশেদ, রাজুকে নিয়ে। এখন অনেকটা সুস্থ রাজু। সন্দীপ আর ডঃ আরেফিন বসেছেন মাঝখানের সীটে। কষ্ট হলেও ড্রাইভিং করছে সুরেশ, তার পাশে বসেছে লতিকা। গত কিছুদিন একসাথে থেকে সাহসী এই যুবককে পছন্দ করে ফেলেছে সে। তবে এই যুবকের সাথে নিজের ভবিষ্যত নিয়ে কোন আকাংখা নেই লতিকার, তারা দু'জন সম্পুর্ন আলাদা দুই ভুবনের মানুষ। সাম্ভালা সত্যি সত্যি আছে এটাই সবচেয়ে বড় পাওয়া এই অভিযানে, প্রফেসর সুব্রামানিয়াম যদি থাকতেন তবে তার প্রতিক্রিয়া কী হতো কোন ধারনাই নেই লতিকার, তবে বাবার কাছে সাম্ভালা খুঁজে পাওয়া বিষয়ে কিছু বলবে না স্থির করল। কেননা, সাম্ভালা আছে জানতে পারলে এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি রওনা দিয়ে দিতে পারেন রামহরিকে সাথে নিয়ে।

সন্দীপ চুপচাপ বসে আছে ডঃ আরেফিনের পাশে। এতোদূর এসে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছে সে, অতীতকে ভুলে যাওয়া ভালো। দু'টো আঙুল হারানো গেলেও তাতে খুব একটা চিন্তিত নয় সে, জীবন নিয়ে যে দেশে ফিরতে পারছে সেটাও অনেক বড় পাওয়া। অনেক দূর পেরিয়ে গন্তব্যের খুব কাছাকাছি এসেও মনে হয়েছে ধুলিকালিময় এই পৃথিবী অনেক ভালো, এখানে তার ভালোবাসা আছে, নিজের সন্তান আছে, যাকে সে একজন পবিত্র মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবে। লতিকাকে নিয়ে নিজের মধ্যে একধরনের অপরাধবোধ কাজ করতো একসময়, সেই অপরাধবোধ থেকেও এখন নিজেকে অনেকটা মুক্ত মনে হচ্ছে। লতিকা এখন সম্পুর্ন স্বাধীন একজন নারী, যে তার ভবিষ্যত নিজেই নিয়ন্ত্রন করতে পারে, পুরানো কিছু সে এখন অনেক পেছনে ফেলে এসেছে।

ডঃ আরেফিনের দিকে তাকাল সন্দীপ। মানুষটাকে খুব ভালো লেগে গেছে তার, সবকিছুই যুক্তি দিয়ে বিচার করতে পারেন, ভালো-মন্দ বেছে নিতে পারেন। তার সাথে সব সময়ই যে একমত হয়েছে তা নয়। মাঝে মাঝেই তার কথায় অনাস্থা প্রকাশ করেছেন ভদ্রলোক, এখন মনে হচ্ছে লোকটার ধারনাই ঠিক। ভিনগ্রহ বা এই ধরনের কোন কিছুই সাম্ভালা'র সাথে যায় না।

ডঃ আরেফিন ভাবছিলেন, সাম্ভালা যে সত্যিই আছে তা নিজের চোখে দেখে ফিরছেন এটাই হয়তো তার জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া, সাম্ভালা'র সেই অপূর্ব দৃশ্যগুলো এখনো চোখে ভাসছে। তিব্বতের সৌন্দর্য্য ঠিকমতো উপভোগ করতে পারেন নি, এই কষ্টটা হয়তো পরে কোন একসময় পূরন করে নেবেন। স্ত্রীর ভালোবাসা আরেকবার নতুন করে আবিষ্কার করেছেন, তাকে খোঁজার জন্য রাশেদকে পাঠিয়েছে এতোদূর। রাশেদের প্রতিও কৃতজ্ঞতার শেষ নেই তার।

www.BanglaBook.org

সাহসী এই যুবক জীবনে অনেক দূর যাবে, এ ব্যাপারে নিশ্চিত তিনি।

ডঃ আরেফিনকে সুস্থ দেহে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারছে এতেই আনন্দিত রাশেদ, ব্যক্তিগতভাবে তার চাওয়ার তেমন কিছু ছিল না। আফরোজা আরেফিনের কাছে দেয়া কথা রাখতে পেরেছে, এটাই তার প্রাপ্তি। আর সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি সাম্ভালা'র দেখা পাওয়া। বিজ্ঞানের বাইরে এই ধরনের কিছু যে সত্যিই থাকতে পারে তা ধারনা করা সত্যিই অসম্ভব। লখানিয়া সিং নামক সেই যুবকের কথাগুলোও তার মাথায় ঘুরছে। সত্যিই লোকটা আব্দুল মজিদ ব্যাপারী কি না সেটা প্রমান করার কোন উপায় নেই। একটা উপায় অবশ্যই আছে, কিন্তু তার আগে বিশ্রাম দরকার রাশেদের, বিশ্রাম।

তিব্বতি সুরে শিস দিতে দিতে গাড়ি চালাচ্ছে সুরেশ ওরফে রোহিত গোয়েঙ্কা, শারিরীক অসুস্থতা নেই এখন, তার মিশন সফল, বাম হাতে প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে ছোট রেকর্ডারটার উপস্থিতিটা বুঝে নিল। লখানিয়া সিং-এর সেই অদ্ভুত মন্ত্রোচ্চারন পুরোটাই রেকর্ড আছে এখানে। যদিও কতোটা পরিষ্কার বোঝা যাবে তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে তার।

জিপ চলছে। দীর্ঘ এক অভিযাত্রায় সমাপ্তি খুব কাছেই, তারপর যে যার ঠিকানায় ফিরে যাবে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

উপসংহার

কিছুদিন হলো ঢাকায় ফিরেছে রাশেদ, চুপচাপ কেটে যাচ্ছে দিন কোন ঝামেলা ছাড়া। কয়েকদিন আগে দেখা হয়েছে লিলির সাথে। অনেকদিন পর দেশে ফিরেছে লিলি, মেয়েটাকে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে রাশেদ, এখানে সেখানে। মাঝে একদিন ডঃ আরেফিনের বাসায়ও গিয়েছিল। রাজু আর লিলিকে নিয়ে। দারুন আড্ডা জমেছিল সেদিন। আফরোজা আরেফিন সবাইকে খাইয়েছেন ইচ্ছেমতো। গত কয়েকমাসে বেশ শুকিয়ে গিয়েছিলেন ডঃ আরেফিন, তাকেও বেশ হৃষ্টপুষ্ট মনে হচ্ছিল দেখে। রাজু ব্যস্ত হয়ে পড়েছে হিমালয় ভ্রমনের জন্য, এভারেস্টেও চূড়ায় উঠবে বলে মনস্থির করেছে, টাকা পয়সা যা লাগে খরচ করবেন আফরোজা আরেফিন, নিজের সন্তানের মতো স্নেহ করেন তিনি রাশেদ আর রাজুকে।

গতকাল পত্রিকায় এক অদ্ভুত খবর ছাপা হয়েছে, নেপাল-তিব্বত সীমান্তের কোন এক স্থানে সুদর্শন এক তরুনকে বাঁচিয়ে তুলেছে স্থানীয় বৈদ্যরা। সেই তরুন দেখতে গ্রীক দেবতাদের মতো, কথা বলতে পারে না, কিন্তু তরুনের শরীরে অপরিমেয় শক্তি। একটানা ছুটতে পারে মাইলের পর মাইল। খবরটা পড়ে কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়ল রাশেদের, পৃথিবীতে কত কিছু ঘটতে পারে তার কোন হিসেব নেই। এই তরুন কি সেই, যে লখানিয়া সিং-এর সাথে লড়েছিল, যাকে লখানিয়া সিং খাদে ফেলে দিয়েছিল?

কে জানে? আপাতত এইসব প্রশ্নের উত্তর জানার কোন ইচ্ছেই তার নেই।

গত কিছুদিন যাবত অস্থিরতা আবার পেয়ে বসেছে রাশেদকে। তার উপর একটা গুরুদায়িত্ব আছে, সেই দায়িত্ব পালন না করা পর্যন্ত কোন কিছুতেই শান্তি পাচ্ছে না। বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে আসামের দিকে ছোট একটা গ্রামে যেতে হবে তাকে। সেখানে লখানিয়া সিং-এর বাড়ি খুঁজে বের করতে হবে। লখানিয়া সিং-এর বুড়ি মা'কে কিছু টাকা দিয়ে আসতে হবে। আর নিয়ে আসতে হবে বিশেষ দুটো সুটকেস যা নাকি বাড়ির পেছনে মাটি চাপা দেয়া আছে।

কি আছে সেই সুটকেসে? জানে না রাশেদ।

তবে জানতে তাকে হবেই। একজনকে সে কথা দিয়েছে, যে কোনভাবেই হোক, জিনিসগুলো নিজের কাছে এনে রাখবে। অন্য কারো হাতে পড়তে দেয়া যাবে না।

কি আছে সেই সুটকেসে? উত্তর না জানা পর্যন্ত শান্তি পাবে না রাশেদ।

লিলি আর রাজুকে কিছু না বলে একরাতে বেরিয়ে পড়ল রাশেদ। উত্তরাধিকার বড় কঠিন জিনিস। এই দায়িত্ব বর্তালে তা কোনভাবেই এড়ানো যায় না। তার গন্তব্য এবার আসামের ছোট এক গ্রাম।

সমাপ্ত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG